শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ভক্ত।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাব্য গ্রন্থাবলী।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
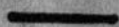
মূল্য ৬৲ টাকা।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।
৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড।
১৫ই আশ্বিন ১৩০২।

ভূমিকা।

আমার সমস্ত কাব্যগ্রন্থ একত্র প্রকাশিত হইল। এজন্য আমার স্নেহভাজন প্রকাশকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ আছি।

অনেক সময় কবিতা খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পাঠকের নিকট অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়; কিন্তু পুঞ্জীভূত আকারে রচনাগুলি পরস্পরের সাহায্যে স্ফুটতর সম্পূর্ণতর হইয়া দেখা দেয়, লেখকের মর্ম্মকথাটি পাঠকের নিকটে সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠে। একবার লেখকের সমস্ত রচনার সহিত সেইরূপ বৃহৎভাবে পরিচয় হইয়া গেলে, তখন, প্রত্যেক স্বতন্ত্র লেখা তাহার সমস্ত বক্তব্য বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে পারে।

এই গ্রন্থে কবিতাগুলি কালক্রমানুসারে সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথমাংশে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই। কৈশোরক আখ্যায় যে সকল কবিতা বাহির হইয়াছে তাহা লেখকের পনেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত। ভানুসিংহের অনেকগুলি কবিতা লেখকের ১৫। ১৬ বৎসর বয়সের লেখা—আবার তাহার মধ্যে গুটিকতক পরবর্ত্তী কালের লেখাও আছে—এগুলি বিষয় প্রসঙ্গে একত্রে ছাপা হইল। গ্রন্থশেষে যে সমস্ত গান প্রকাশিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

গান ও গীতি নাট্যগুলি পাঠযোগ্য কবিতা নহে কেবল গ্রন্থাবলীর অসম্পূর্ণতা নিবারণার্থে প্রকাশকের অনুরোধে এই গ্রন্থে স্থান পাইল।

"চৈতালি" শীর্ষক কবিতাগুলি লেখকের সর্ব্বশেষের লেখা। তাহার অধিকাংশই চৈত্রমাসে লিখিত বলিয়া বৎসরের শেষ উৎপন্ন শস্যের নামে তাহার নামকরণ করিলাম।

গীতিগ্রন্থ ও গীতিনাট্য ব্যতীত এই গ্রন্থাবলীর অন্যান্য পুস্তকে যে সকল গান বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে সূচিপত্রে তাহাদিগকে তারা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া গেল। অনেকগুলি গানের সুর আমার পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত।

বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য লেখকের বাল্যরচনা। ৺বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচিত সারদামঙ্গল কাব্য হইতে ইহার কতক কতক ভাব এমন কি, ভাষা সংগ্রহ করিয়া ছিলাম—সেজন্য কবির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

কলিকাতা
১৫আশ্বিন, ১৩০৩।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—

সুচীপত্র।

কৈশোরক।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

বাল্মীকি প্রতিভা।

(গীতি নাট)

মায়ার খেলা।

(গীতি নাট্য)

মানসী।

রাজা ও রাণী।

বিসর্জ্জন।

সোনার তরী।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

অনুবাদ।

সম্পূর্ণ।

কৈশোরক।

প্রভাতী।

শুন, নলিনী খোলগো আঁখি
ঘুম এখনো ভাঙ্গিল না কি!
দেখ তোমারি দুয়ার পরে
সখি এসেছে তোমারি রবি।
শুনি প্রভাতের গাথা মোর
দেখি ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর,
দেখ জগৎ উঠেছে নয়ন মেলিয়া
নূতন জীবন লভি!
তবে তুমি কি রূপসি জাগিবে নাকো,
আমি যে তোমারি কবি!
শুন আমার কবিতা তবে
আমি গাহিব নীরব রবে
ভবে নব জীবনের গান।
প্রভাত নীরদ, প্রভাত সমীর,
প্রভাত বিহগ, প্রভাত শিশির,
সমস্বরে তারা সকলে মিলিয়া
মিশাবে মধুর তান।
আমি প্রতিদিন আসি, প্রতিদিন হাসি
প্রতিদিন গান গাহি।
তুমি প্রতিদিন প্রাতে শুনিয়া সে গান
ধীরে ধীরে উঠ চাহি।
ওগো আজিও এসেছি চেয়ে দেখ দেখি
আর ত রজনী নাহি।
তবে শিশিরে মুখানি মাজি,
সখি লোহিত বসনে সাজি,
দেখ বিমল সরসী আরসির পরে
অপরূপ রূপ রাশি।
তবে, থেকে থেকে ধীরে নুইয়া পড়িয়া
নিজ মুখছায়া আধেক হেরিয়া
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া
সরমের মৃদু হাসি।
শুন নলিনী খোল গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙ্গিল না কি!
সখি গাহিছে তোমারি রবি
আজি তোমারি দুয়ারে আসি!

নিশীথ গীতি।

বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
তোল' মু'খানি, তোল মু'খানি
কুসুম-কুঞ্জ কর আলা!
বলি, কিসের সরম এত!
সখি, কিসের সরম এত!
সখি, পাতার মাঝারে লুকায়ে মু'খানি
কিসের সরম এত!
হের ঘুমায়ে পড়েছে ধরা,
হের ঘুমায় চন্দ্র তারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্‌বালারা,
প্রিয়ে ঘুমায় জগৎ যত।
সখি বলিতে মনের কথা
বল এমন সময় কোথা!
প্রিয়ে তোল মু'খানি আছে গো আমার
প্রাণের কথা কত!
আমি এমন সুধীর স্বরে
সখি কহিব তোমার কানে,
প্রিয়ে স্বপনের মত সে কথা আসিয়ে
পশিবে তোমার প্রাণে।
তবে মু'খানি তুলিয়া চাও,
সুধীরে মু'খানি তুলিয়া চাও!

সখি একটি চুম্ব দাও,
গোপনে একটি চুম্ব চাও!
প্রিয়ে তোমারি বিহগ আমি,
তব কাননের কবি আমি;
আমি সারা রাত ধরে,' প্রাণ,
করিয়া তোমারি প্রণয় পান,
সুখে সারা দিন ধরে গাহিব সজনি,
তোমারি প্রণয় গান।
সখি এমন মধুর স্বরে
আমি গাহিব সে সব গান,
দূরে মেঘের মাঝারে আবরি তনু
ঢালিব প্রেমের তান,
যাহে, মজিয়া সে প্রেম গানে
সবে চাহিবে স্বর্গপানে,
তারা ভাবিবে গাহিছে অপ্সর কবি
প্রেয়সীর গুণগান।
তবে মু'খানি তুলিয়া চাও,
সুধীরে মু'খানি তুলিয়া চাও!
নীরবে একটি চুম্ব দাও,
গোপনে একটি চুম্ব চাও!

কামিনী।

ছি ছি সখা, কি করিলে, কোন্ প্রাণে পরশিলে,
কামিনী কুসুম ছিল বন আলো করিয়া,
মানুষ-পরশভরে শিহরিয়া সকাতরে
ওই যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া।
জান ত কামিনী সতী কোমল পরাণ অতি,
দূর হতে দেখিবার ছুঁইবার নহে সে!
দূর হতে মৃদুবায় গন্ধ তার দিয়ে যায়
কাছে গেলে মানুষের শ্বাস নাহি সহে সে!
মধুপের পদক্ষেপে পড়িতেছে কেঁপে কেঁপে,
কাতর হতেছে কত প্রভাতের সমীরে।
পরশিতে রবিকর শুকাইছে কলেবর,
শিশিরের ভরটুকু সহিছে না শরীরে।
হেন কোমলতাময় ফুল কি না ছুঁলে নয়?
হায়রে কেমন বন ছিল আলো করিয়া,
পরুষ-পরশভরে শিহরিয়া সকাতরে
ওই যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া!

সান্ত্বনা।

কেন গো সাগর এমন চপল,
এমন অধীর প্রাণ,
শুন গো আমার গান
তবে শুন গো আমার গান।
পূর্ণিমা-নিশি আসিবে যখন
আসিবে যখন ফিরে—
তার মেঘের ঘোমটা সরায়ে দিব গো
খুলিয়ে দিব গো ধীরে!
যত হাসি তার পড়িবে তোমার
বিশাল হৃদয় পরে,
উল্লাস বশে জাগিবে উর্ম্মি
নাচিবে পুলক ভরে!
তবে থামগো সাগর থামগো,
কেন হয়েছ অধীর-প্রাণ?
দেখ আকাশের তারা করিবে তোমায়
শত চুম্বন দান।
দিকবালাদের বলিয়া দিব
আঁকিবে তাহারা বসি,
প্রতি উরমির মাথায় মাথায়
একটি একটি শশি।
তটিনীরে আমি দিবগো শিখায়ে
না হবে তাহার আন,
তারা গাহিবে প্রেমের গান,
তারা কানন হইতে আনিবে কুসুম
করিবে তোমারে দান—
তারা হৃদয় হইতে শত প্রেম-ধারা
করাবে তোমারে পান!
তবে থাম গো সাগর—থাম গো,
কেন হয়েছ অধীর-প্রাণ?
দেখ প্রবাল-আলয়ে সাগর-বালা
গাঁথিতেছিল গো মুকুতা-মালা,
গাহিতেছিল গো গান,

আঁধার-অলক কপোলের শোভা
করিতেছিল গো পান!
কেহবা হরষে নাচিতেছিল
হরষে পাগল-পারা,
কেশ-পাশ হতে ঝরিতেছিল
নিটোল মুকুতা-ধারা!
কেহ বসি ছিল মাণিক গুহায়
মিছা অভিমান ভরে,
সুধাসাধি করে প্রণয়ী আসিয়া
একটি কথার তরে।
এমন সময়ে মাতিয়া উঠেছে
তোমার উর্ম্মিরাজি!
সহসা কোমল বক্ষ কমল
তরাসে উঠেছে বাজি!
ওই দেখ দেখ—আঁচল হইতে
ঝরিয়া পড়িল মুকুতা রাশি—
ওই দেখ দেখ—হাসিতে হাসিতে
চমক লাগিয়া ঘুচিল হাসি,
ওই দেখ দেখ—নাচিতে নাচিতে
থমকি দাঁড়ায় মলিন মুখে—
ওই দেখ বালা অভিমান ত্যজি
ঝাঁপায়ে পড়িল প্রণয়ী-বুকে!
আহা থাম তুমি থামগো—
হোয়োনা অধীর প্রাণ,
রাখগো আমার কথা
ওগো। শোনগো আমার গান!

সোহাগ।

বল সখা কোথা রাখিব তোমায়
গভীর হৃদয় তলে?
বাছিয়া বাছিয়া তুলিয়াছি ফুল,
তুলেছি গোলাপ, তুলেছি বকুল,
নিজ হাতে আমি রচেছি শয়ন
কমল কুসুম দলে।
কাঁটাগুলি সব ফেলেছি বাছিয়া,
রেণুগুলি ধীরে দিয়েছি মুছিয়া,
ফুলের উপরে শুছায়েছি ফুল
মনের মতন করি,
শীতল শিশির দিয়েছি ছিটায়ে
অনেক যতন করি।
শুন ওগো সখা, বনবালারে
দিয়েছি যে আমি বলি,
শাখে শাখে গাবে বিহগ বিহগী,
ফুলে ফুলে গাবে অলি।
দেখ চেয়ে দেখ বহিছে তটিনী,
পাগল তটিনী গো।
এত কথা তার রয়েছে প্রাণে,
বলিবারে চায় তটের কানে,
তবুও গভীর প্রাণের কাহিনী
ভাষায় ফুটেনি গো!
দেখ চেয়ে হোথা সাগর আসি
চুমিছে রজত বালুকা রাশি,
দেখ হেথা চেয়ে চপল চরণে
চলেছে নিঝর ধারা,
তীরে তীরে তার রাশি রাশি ফুল
হাসি হাসি তারা হতেছে আকুল,
লহরে লহরে চলিয়া চলিয়া
খেলায়ে খেলায়ে সারা।
তবে শুনিবে কি সখা গান?
তবে খুলিয়া দিব কি প্রাণ?
তবে চাঁদের হাসিতে নীরব নিশীথে
মিশাব ললিত তান?
আমি গাব হৃদয়ের গান,
আমি গাব প্রণয়ের গান,
কভু হাসি কভু সজল নয়ন,
কভু বা বিরহ কভু বা মিলন,
কভু সোহাগেতে ঢলঢল তনু
কভু মধু অভিমান।
কভু বা হৃদয় যেতেছে ফেটে,
মরমে তবুও কথা না ফুটে,
কভু বা পাষাণ-শাসন কাটিয়া
ফাটিয়া যেতেছে প্রাণ!
বল সখা বল হৃদয় টুটিয়া
শুনাব কিসের গান!

বিদায় গান।

সোনার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া আমার
প্রাণের পাখীটি উড়িয়ে যাক্!
সে যে হেথা গান গাহে না,
সে যে মোরে আর চাহে না,
সুদূর কানন হইতে সে যে
শুনেছে কাহার ডাক,
পাখীটি উড়িয়ে যাক্!
মুদিত নয়ন খুলিয়ে আমার
সাধের স্বপন যায়রে যায়;
হাসিতে অশ্রুতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া
দিয়েছিনু তার বাহুতে বাঁধিয়া,
আপনার মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছিঁড়িয়া ফেলেছে হায়রে হায়!
সাধের স্বপন যায়রে যায়!
যে যায় সে যায় ফিরিয়ে না চায়,
যে থাকে সে শুধু করে হায় হায়,
নয়নের জল নয়নে শুকায়,
মরমে লুকায় আশা।
বাঁধিতে পারে না আদরে সোহাগে,
রজনী পোহায়, ঘুম হতে জাগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে,
আকাশে তাহার বাসা।
যায় যদি তবে যাক্
একবার তবু ডাক্!
কি জানি যদি রে প্রাণে কাঁদে তার
তবে থাক্ তবে থাক্!

নির্ব্বন্ধ।

গোলাপ কলি পড়িছে ঢলি'
'হোথায় অলি যাস্‌নে—
ফুলের মধু লুটিতে শুধু
কাঁটা আঘাত খাস্‌নে!
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা
শেফালী হোথা ফুটিয়ে—
ওদের কাছে মনের ব্যথা
বল্‌রে মুখ ফুটিয়ে!
ভ্রমর কহে "হোথায় বেলা
হোথায় আছে নলিনী—
ওদের কাছে বলিব নাকো
আজিও যাহা বলিনি!
মরমে যাহা গোপন আছে
গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয়
কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব!"

আরম্ভে।

বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার,
প্রথম হেরিল চারিধার।
আনন্দের বিন্দু সেই মালতীর চোখে
সহসা জগৎ প্রকাশিল,
প্রভাত সহসা বিভাসিল
বসন্ত-লাবণ্যে সাজি গো!
এ কি হর্ষ—হর্ষ আজি গো!
ঊষারাণী দাঁড়াইয়া শিয়রে তাহার
হেরিছে ফুলের ঘুম-ভাঙা,
হরষে কপোল তাঁর রাঙা।
আকাশ সুনীল আজি কিবা,
অরুণ-নয়নে হাস্য-বিভা,
বিমল-শিশির-ধৌত তনু
হাসিছে কুসুমরাজি গো;
এ কি হর্ষ—হর্ষ আজি গো!

মধুকর গান গেয়ে বলে
"মধু কই, মধু দাও দাও!"
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে
ফুল বলে "এই লও, লও!"
বায়ু আসি কহে কানে কানে
"ফুলবালা, পরিমল দাও!"
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল
"যাহা আছে সব লয়ে যাও।"

হরষ ধরে না তার চিতে,
আপনারে চাহে বিলাইতে,
আনন্দে কুসুম কুটি কুটি,
পাতায় পাতায় পড়ে লুটি ;
নূতন জগৎ দেখিরে
আজিকে হরষ একিরে !

অবসানে।

তরুতলে চ্যুতবৃন্ত মালতীর ফুল
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারিধার।
শুষ্ক তৃণরাশি মাঝে একেলা পড়িয়া,
চারিদিকে কেহ নাই আর,—
নিরদয় অসীম সংসার !
কে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধরে
এক বিন্দু শিশিরের কণা !
কেহ না—কেহ না !

মধুকর কাছে এসে বলে
"মধু কই, মধু চাই, চাই !"
ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া
ফুল বলে—"কিছু নাই, নাই !"
"ফুলবালা, পরিমল দাও !"
বায়ু আসি কহিতেছে কাছে !
মলিন বদন ফিরাইয়া
ফুল বলে "আর কি বা আছে !"
মধ্যাহ্ন কিরণ চারিদিকে
খরদৃষ্টে চেয়ে অনিমিখে।
কুসুমের মৃদু ক্ষীণ প্রাণ
ধীরে ধীরে হল অবসান।

বাসকসজ্জা।

সূর্য্যমুখী-ফুল সখি আমি ভালবাসি বড়,
দু চারিটি তুলে এনে আজিকে করিস জড় !
সে ফুলে সাজাবি দেহ লাজময়ী ললিতার,
লজ্জাবতী পাতা দিয়ে ঢাকিবি শয়ন তার ;
কমল আনিয়া তুলি, লাজে-রাঙা পাপড়ি গুলি
গাঁথি গাঁথি নিরমিয়া দিবি ঘোমটার ধারি !
পাতা ঢাকা আধ-ফুটো লাজুক গোলাপ দুটো
আনিস, দুলায়ে দিবি সুচারু অলকে তার !
সহসা রজনী-গন্ধা প্রভাতের আলো দেখে
ভাবিয়া না পায় ঠাঁই কোথা মুখ রাখে ঢেকে,
আকুল সে ফুল গুলি যতনে আনিস্ তুলি,
তাই দিয়ে গেঁথে গেঁথে বিরচিবি কণ্ঠহার।

শ্যামা।

নাচ্ শ্যামা, তালে তালে।
বাঁকায়ে গ্রীবাটি, তুলি পাখা দুটি,
এপাশে ওপাশে করি ছুটাছুটি
নাচ শ্যামা, তালে তালে।
রুণু রুণু ঝুনু বাজিছে নূপুর,
মৃদু মৃদু মধু উঠে গীত সুর,
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিনি ঝিনি,
তালে তালে উঠে করতালি ধ্বনি,
নাচ শ্যামা, নাচ তবে !

নিরালয় তোর বনের মাঝে
সেথা কি এমন নূপুর বাজে ?
বনে তোর পাখী আছিল যত
গাহিত কি তারা মোদের মত
এমন মধুর গান ?
এমন মধুর তান ?
কমল-করের করতালি হেন
শুনিতে পেতিস্ কবে ?
নাচ শ্যামা নাচ তবে !

বন্দী বোলে তোর কিসের দুখ ?
বনে বল্ তোর কি ছিল সুখ ?
বনের বিহগ কি বুঝিবি তুই,
আছে লোক কত শত,
যারা শ্যামা তোর মত
এমনি সোনার শিকলি পরিয়া
সাধের বন্দী হইতে চায় !

এই গীত-রবে হয়ে ভরপূর,
শুনি শুনি এই চরণ-নূপুর
জনম জনম নাচিতে চায়।

সাধ কোরে ধরা দেয় গো তারা,
সাথে সাথে ভ্রমি হয় যে সারা,
ফিরেও দেখিনে—ফিরেও চাহিনে—
বড় জ্বালাতন করেগো যখন
অশরীরী বাজ করি বরিষণ—
উপেখা বাণের ধারা!
তবে দেখ্, পাখী তোর
কেমন ভাগ্যের জোর!
বড় পুণ্য ফলে মিলেছে বিহগ
এমন সুখের কারা!

আয় পাখী, আয় বুকে!
কপোলে আমার মিশায়ে কপোল
নাচ্ নাচ্ নাচ্ সুখে!
বড় দুখ মনে, বনের বিহগ,
কিছু তুই বুঝিলি না।
এমন কপোল অমিয়-মাখা
চুমিলি, তবুও ঝাপটি পাখা
উড়িতে চাহিস্ কি না!
প্রতি পাখা তোর উঠেনি শিহরি?
পুলকে হরষে মরমেতে মরি
ঘুরিয়া ঘুরিয়া চেতনা হারায়ে
পদতলে পড়িলি না?
নাচ্ নাচ্ তালে তালে!
খাঁকায়ে গ্রীবাটি তুলি পাখা দুটি
এ পাশে ও পাশে করি ছুটাছুটি
নাচ্ শ্যামা তালে তালে।

চাঞ্চল্য।

মৃদু হাসি হাসি কত কহে কথা,
কভু লাজে শির নত,
কভু ল'য়ে কেশ বেণী ফেলি খুলে,
জড়ায়ে জড়ায়ে মৃণাল আঙুলে
আন-মনে খেলে কত!

কখন বা শুনে অতি এক মনে
সোহাগের কথা গুলি,
শুনিতে শুনিতে শির নত করি
তুলি কুঁড়ি এক, বহুখণ ধরি
খুলি খুলি দেয় মুদিত পাপড়ি,
ফুটাইয়া তারে তুলি।
কভু বা সহসা উঠিয়া যায়—
কভু বা আবার ফিরিয়া চায়—
মৃদু মৃদু স্বরে গুন্ গুন্ করে
উঠে এক গান গেয়ে;
এমন মধুর অধীরতা তার!
এমন মোহিনী মেয়ে!

প্রথম দর্শন।

বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই,
প্রতিদিন প্রাতে দেখিবারে পাই
লতা-পাতা-ঘেরা জানালা মাঝারে
একটি মধুর মুখ।
চারিদিকে তার ফুটে আছে ফুল,
কেহবা হেলিয়া পরশিছে চুল,
দুয়েকটি শাখা কপাল ছুঁইয়া,
দুয়েকটি আছে কপোলে নুইয়া,
কেহবা এলায়ে চেতনা হারায়ে
চুমিয়া আছে চিবুক।
বসন্ত প্রভাতে লতার মাঝারে
মুখানি মধুর অতি!
অধর দুটির শাসন টুটিয়া
রাশি রাশি হাসি পড়িছে ফুটিয়া,
দুটি আঁখি পরে মেলিছে মিশিছে
তরল চপল জ্যোতি।

মোহ।

প্রতিদিন যাই সেই পথ দিয়া;
দেখি সেই মুখখানি;
কুসুম মাঝারে রয়েছে ফুটিয়া
কুসুমগুলির রাণী।

আপনাআপনি উঠে আঁখি মোর
সেই জানালার পানে,
আন-মন হয়ে রহি দাঁড়াইয়া
কিছু খণ সেই খানে।
গোলাপের রূপ, বকুলের বাস,
পাপিয়ার বন-গান,
মাধুরী-মদিরা দিবস রজনী
করিয়া করিয়া পান,
মাতাল হইয়া পড়েছে হৃদয়,
পরাণে লেগেছে ঘোর,
বিকশিত রূপ বড় ভাল লাগে
মুগধ নয়নে মোর!

আন্দোলন।

কাল যবে দেখা হল পথে যেতে যেতে চলি,
মোরে হেরে আঁখি তার কেনগো পড়িল ঢলি?
কি যেন গো কথা আছে, ছুটি অধরের কাছে
আধ-মুদা ছুটি আঁখি কি যেন রেখেছে ঢাকি,
খুলিলে আঁখির পাতা প্রকাশ তা হয় পাছে!
কাল তাই বসে বসে ভাবিয়াছি সারাক্ষণ,
স্বপনে দেখেছি তার ঢোলে-পড়া ছুনয়ন!
প্রভাতে বসিয়া আজি ভাবিতেছি নিরিবিলি—
"মোরে হেরে আঁখি তার কেন গো পড়িল ঢলি?"

উল্লাস।

শুনেছি—শুনেছি কি নাম তাহার—
শুনেছি—শুনেছি তাহা!
নলিনী—নলিনী—নলিনী—নলিনী—
কেমন মধুর আহা!
নলিনী—নলিনী—বাজিছে শ্রবণে
বাজিছে প্রাণের গভীর ধাম,
কভু আন-মনে উঠিতেছে মুখে
নলিনী—নলিনী—নলিনী নাম!
বালার খেলার সখীরা তাহারে
নলিনী বলিয়া ডাকে,
স্বজনেরা তার, নলিনী—নলিনী—
নলিনী বলে গো তাকে!
নলিনীর মত হৃদয় তাহার,
নলিনী যাহার নাম;
কোমল—কোমল—কোমল অতি
যেমন কোমল নাম!
যেমন কোমল, তেমনি বিমল
তেমনি সুরভ-ধাম!
নলিনীর মত হৃদয় তাহার
নলিনী যাহার নাম!

একাকিনী।

আঁধার শাখা উজল করি,
হরিত পাতা ঘোমটা পরি'
বিজন বনে, মালতী বালা,
আছিস্ কেন ফুটিয়া?
শুনাতে তোরে মনের ব্যথা,
শুনিতে তোর মনের কথা,
পাগল হোয়ে মধুপ কভু
আসেনা হেথা ছুটিয়া;
মলয় তব প্রণয় আশে
ভ্রমেনা হেথা আকুল শ্বাসে,
পায়না চাঁদ দেখিতে তোর
সরমে-মাখা মুখানি;
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি
মধুর স্বরে বনের পাখী
লভিয়া তোর সুরভি-শ্বাস
যায় না তোরে বাখানি!

ভাবাবেগ।

শুধু যদি বলি সখি ভাল বাসি তায়
এ মনের কথা যেন তাহে না ফুরায়।—
ভালবাসা ভালবাসা সবাইত কয়,
ভালবাসা কথা যেন ছেলেখেলাময়;
প্রতি কাজে প্রতি পলে সবাই যে কথা ব[...]
তাহে যেন মোর প্রেম প্রকাশ না হয়!

মনে হয় যেন সখি, এত ভালবাসা
কেহ কারে বাসে নাই, কারো মনে আসে নাই,
প্রকাশিতে নারে তাহা মানুষের ভাষা।

—

উচ্ছ্বাস।

পূর্ণিমা-রূপিণী বালা! কোথা যাও, কোথা যাও!
একবার এই দিকে নয়ন তুলিয়া চাও!
কি আনন্দ ঢেলেছে যে, কি তরঙ্গ তুলেছ যে
আমার হৃদয় মাঝে, একবার দেখে যাও!
আমার এ লঘু-পাখা কল্পনার মেঘগুলি
তোমার প্রতিমা, বালা, মাথায় লয়েছে তুলি;
তোমার চরণ-জ্যোতি পড়িয়া সে মেঘ পরে
শত শত ইন্দ্রধনু রচিয়াছে থরে থরে!
তোমার প্রতিমা লয়ে কিরণে কিরণে ভরা
উড়েছে কল্পনা—কোথা ফেলিয়ে রেখেছে ধরা!
হরিত-আসন পরে নন্দন-বনের কাছে,
ফুল-বাস পান করি বসন্ত ঘুমায়ে আছে,
ঘুমন্ত সে বসন্তের কুসুমিত কোল পরে
তোমারে কল্পনা-রাণী বসায়েছে সমাদরে,
চারি দিকে জুঁই ফুল—চারি দিকে বেল ফুল,
ঘিরে ঘিরে রহিয়াছে অজস্র কুসুম কুল;
শাখা হোতে নুয়ে পড়ে পরশিয়া এলো চুল
শতেক মালতী কলি হেসে হেসে ঢলাঢলি,
কপালে মারিছে উঁকি, কপোলে পড়িছে ঝুঁকি,
ওই মুখ দেখিবারে কৌতুহলে সমাকুল।
মর্ম্মভেদী আশা এক লুকানো হৃদয় তলে,
ওই হাতে হাত দিয়ে প্রাণে প্রাণে মিশাইয়ে
সেবিব বসন্তবায় কুসুমের পরিমলে,
আকাশে হাসিবে চাঁদ, নয়নে লাগিবে ঘোর,
জাগরণ স্বপ্নাবেশে করিব রজনী ভোর!

—

সমস্যা।

সখি, ভাবনা কাহারে বলে?
সখি, যাতনা কাহারে বলে?
তোমরা যে বল' দিবস রজনী
ভালবাসা ভালবাসা,
সখি ভালবাসা কারে কয়?
সেকি কেবলি যাতনা ময়?
তাহে কেবলি চোখের জল?
তাহে কেবলি দুখের শ্বাস?
লোকে তবে করে কি সুখের তরে
এমন দুখের আশ?
তোমাদের চোখে হেরিলে সলিল
ব্যথা বড় বাজে বুকে,
তবুত সজনি বুঝিতে পারিনে
কাঁদ যে কিসের দুখে!
আমার চোখেত সকলি শোভন,
সকলি নবীন, সকলি বিমল,
সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন,
বিশদ জোছনা, কুসুম কোমল,
সকলি আমারি মত!
কেবলি হাসে, কেবলি গায়,
হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়,
না জানে বেদন, না জানে রোদন,
না জানে সাধের যাতনা যত!
ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে,
জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়,
হাসিতে হাসিতে আলোক-সাগরে
আকাশের তারা তেয়াগে কায়!
আমার মতন সুখী কে আছে!
আয় সখি, আয় আমার কাছে,
সুখী হৃদয়ের সুখের গান
শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ,
প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল
একদিন নয় হাসিবি তোরা,
একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া
সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা।

—

লাজময়ী।

কাছে তার যাই যদি কত যেন পায় নিধি,
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটেনা!
কখনো বা মৃদু হেসে আদর করিতে এসে
কঠিন সরম বাঁধ টুটে তবু টুটে না!

রোষের ছলনা করি দূরে যাই, চাই ফিরি,
চরণ বারণ তরে উঠে উঠে উঠে না ;
যখন ঘুমায়ে থাকি মুখপানে মেলি আঁখি
চাহি থাকে, দেখি দেখি সাধ যেন মিটেনা।
সহসা উঠিলে জাগি, তখন কিসের লাগি
সরমেতে ম'রে গিয়ে কথা যেন ফুটে না।
লাজময়ি! তোর চেয়ে দেখিনি লাজুক মেয়ে,
প্রেম বরিষার স্রোতে লাজ তবু ছুটে না!

—

হারা হৃদয়ের গান।

কি হল আমার! বুঝিবা সজনি
হৃদয় হারিয়েছি!
প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে
মন লয়ে সখি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি চলি বেড়াইতে,
সহসা সজনি, চেতনা পাইয়া
সহসা সজনি দেখিনু চাহিয়া,
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় হারিয়েছি!
পথের মাঝেতে খেলাতে খেলাতে
হৃদয় হারিয়েছি!
যদি কেহ, সখি দলিয়া যায়!
তার পর দিয়া চলিয়া যায়!
শুকায়ে পড়িবে, ছিঁড়িয়া পড়িবে,
দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে,
যদি কেহ সখি দলিয়া যায়!
আমার কুসুম-কোমল হৃদয়
কখনো সহেনি রবির কর,
আমার মনের কামিনী-পাপড়ি
সহেনি ভ্রমর চরণ-ভর!
চিরদিন সখি বাতাসে খেলিত,
জোছনা আলোকে নয়ন মেলিত,
সুধা পরিমলে অধর ভরিয়া,
লোহিত রেণুর সিঁদুর পরিয়া,
ভ্রমরে ডাকিত হাসিতে হাসিতে,
কাছে এলে তারে দিতনা বসিতে,
সহসা আজ সে হৃদয় আমার
কোথায় হারিয়েছি!

—

ছায়া।

কিছুইত হল না!
সেই সব—সেই সব সেই হাহাকার রব
সেই অশ্রু-বারিধারা, হৃদয়-বেদনা!
কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই,
কিছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই!
ভাল ত গো বাসিলাম ভালবাসা পাইলাম,
এখনোত ভালবাসি—তবুও কি নাই!
তবুও কেনরে হৃদি শিশুর মতন
দিবানিশি নিরজনে করিছে রোদন!
যেন গো যাহার তরে মন ব্যগ্র আছে
অশরীরী ছায়া তার দাঁড়াইয়া কাছে ;
দুই বাহু বাড়াইয়া করি প্রাণপণ
তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে করি আলিঙ্গন—
ছায়া শুধু—ছায়া শুধু—হৃদয় না পূরে—
তা' চেয়ে রহেনা কেন শত ক্রোশ দূরে?
আমার এ উর্দ্ধশ্বাস পিপাসিত মন
নাহি অনুভবে তার হৃদয়-স্পন্দন ;
মন চায় হাতে তার রাখি মোর হাত
বুকে তার মাথা রাখি করি অশ্রুপাত ;
সেই ত ধরিনু হাত বুকে মাথা রাখি,
দৃঢ় আলিঙ্গন তারে করি থাকি থাকি ;
কিন্তু এ কি হোল দায়, এ কিসের মায়া?
কিছু না ছুঁইতে পাই, ছায়া সব ছায়া।

—

বুঝা-পড়া।

এস মন, এস, তোমাতে আমাতে
মিটাই বিবাদ যত!
আপনার হয়ে কেন মোরা দোঁহে
রহিগো পরের মত?

আমি যাই এক দিকে, মন মোর!
তুমি যাও আর দিকে,
যার কাছ হতে ফিরাই নয়ন
তুমি চাও তার দিকে!
এত কেন সাধ বল্ দেখি, মন,
পর ঘরে যেতে যখন তখন,
সেথা কি আদর পা'স?
বল্‌ত কতনা সহিস্ যাতনা?
দিবানিশি কত সহিস্ লাঞ্ছনা?
তবু কি মিটেনি আশ?
আয়, ফিরে আয়—মন, ফিরে আয়—
এক সাথে করি বাস!
অনাদর আর হবেনা সহিতে,
দিবস রজনী পাষাণ বহিতে,
মরমে দহিতে, মুখে না কহিতে,
ফেলিতে দুখের শ্বাস!

বিদ্রোহী!

সখিলো, দুরন্ত হৃদয়ের সাথে
পেরে উঠিনেত আর!
"নয়রে সুখের খেলা ভালবাসা!"
বুঝালেম শতবার—
হেরিয়া চিকণ সোণার শিকল
খেলাইতে যায় হৃদয় পাগল—
খেলাতে খেলাতে না জেনে না শুনে
জড়ায় নিজের পায়!
বাহিরিতে চায় বাহিরিতে নারে,
করে শেষে হায় হায়!
শিকল ছিঁড়িয়ে এসেছে ক'বার
আবার কেন রে যায়?
চরণে শিকল বাঁধিয়া কাঁদিতে
না জানি কি সুখ পায়!
তিলেক রহেনা আমার কাছেতে
যতই কাঁদিয়া মরি,
এমন দুরন্ত হৃদয় লইয়া
সজনি, বল্ কি করি?

আত্ম-সমর্পণ।

জীবন নিশীথ মোর ও রবি কিরণে তোর
একেবারে মিশায়েছি আপনারে পাশরিয়া;
মাঝে মাঝে হৃদাকাশে যদিও বা মেঘ আসে,
ভিতরে তবুও হাসে সে রবি-কিরণ প্রিয়া!
ওই স্মিত আঁখি দুটি হৃদয়ে রহিয়া ফুটি
রেখেছে ফুল ফুটায়ে প্রাণের বিজন বনে!
তব প্রেম সুধাধারা ঝরিয়া নির্ঝর পারা
তুলেছে হরিত করি এই মরুভূমি মনে!
তব হাসি জ্যোৎস্নাসম এ মুগ্ধ নয়নে মম
সারা জগতের মুখে ফুটায়ে রেখেছে হাসি।
তুমি সদা আছ কাছে তাই দিবালোক আছে,
নহিলে জগতে মোর কাঁদিত আঁধার রাশি।

বৈরাগ্যমেবাভয়ং।

যার কেহ নাই তার সব আছে,
সমস্ত জগৎ মুক্ত তার কাছে;
তারি তরে উঠে রবি শশি তারা
তারি তরে ফুটে কুসুম গাছে।
একটি যাহার নাইক আলয়
সমস্ত জগৎ তাহারি ঘর,
একটি যাহার নাই সখা সখি
কেহই তাহার নহেক পর!
হায় যে জনের প্রাণের মনের
একজন শুধু আছে,
রবিশশি তার সেই এক জন,
সেই তার প্রাণ, সেই তার মন,
সেই সে জগৎ তাহার কাছে,
জগৎ সে জন-ময়,
আর কেহ কেহ নয়;
যদি সে হারায় তা'কে
আর তার তরে রবি নাহি উঠে,
আর তার তরে ফুল নাহি ফুটে,
কিছু তার নাহি থাকে!

অভাগিনী।

আদর করিয়া কেন না পাই আদর?
লজ্জা নাই কিছু নাই না ডাকিতে কাছে যাই,
সঙ্কোচে চরণ যেন করে থর থর,
ধীরে ধীরে এক পাশে বসি পদতলে,
বড় মনে সাধ যায় মুখ খানি তুলে চায়
বারেক হাসিয়া কাছে বসিবারে বলে!
বড় সাধ কাছে গিয়ে, মুখ খানি তুলে নিয়ে
চাপিয়া ধরিগো এই বুকের মাঝার,
মুখ পানে চেয়ে চেয়ে কাঁদি একবার!
সে কেন বারেক চেয়ে কথাও না কয়,
পাষাণে গঠিত যেন, স্থির হয়ে রয়!
যেনরে ললিতা তার কেহ নয়—কেহ নয়—
দাসীর দাসীও নয়—পথের পথিকো নয়!
যেন একেবারে কেহ-কেহ নাই কাছে,
ভাবনা লইয়া তার একেলা সে আছে!
কি যেন দেখিছে ছবি আকাশের পটে,
মুহূর্ত্তের তরে যেন মনে মনে ভাবে হেন
"ললিতা এসেছে বুঝি, বসেছে নিকটে,
সে এমন মাঝে মাঝে এসে থাকে বটে!"
মাঝে মাঝে আসে বটে, পারে না যে নাথ,
সখাগো নিতান্ত তাই কথাটি শুধাতে নাই?
বারেক করিতে নাই স্নেহনেত্রপাত?
নিতান্তই পদতলে পড়ে থাকে বটে!
সখা তাই কিগো তারে তুলিয়া উঠাবে না রে,
বারেক রাখিবে নাকি বুকের নিকটে!
লতা আজ লুটাইয়া আছে পদমূলে,
মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে—আপনারে ভুলে—
প্রাণপণে ভালবেসে জড়ায়ে জড়ায়ে শেষে
একদিন উঠিবে সে বুকে মাথা তুলে;
শাখাটি বাঁধিতে দিবে আলিঙ্গনে তার;
দুখিনীর সে আশা কি বড় অহঙ্কার?
সখা আমি অভিমান কভু করি নাই,
মনে করিতেও তাহা লাজে মরে যাই।
ধীরে ধীরে এসে কাছে মনে মনে হাস' পাছে
"দুখিনী ললিতা সেও অভিমান করিয়াছে!"
তাই অভিমান কভু মনেও না ভায়,
বুকে বড় ব্যথা বাজে, তাই ভাবি মাঝে মাঝে
ভিক্ষুকের মত গিয়া পড়ি তব পায়;—
কেঁদে গিয়ে ভিক্ষা করি করিয়া বিনয়—
"সর্ব্বস্ব দিয়েছি ওগো পরাণ হৃদয়—
হৃদয় দিয়েছি বোলে হৃদয় চাহিনা ভুলে,
একটু ভালবাসিও—আর কিছু নয়!"

নৈরাশ্য।

করিছে দারুণ ঝড় বজ্রদন্ত কড়মড়,
চারিদিকে অন্ধকার সম্মুখে পশ্চাতে;
মাথার উপরে চাই একটিও তারা নাই,
সৃষ্টি যেন ঠাঁই নাহি পেতেছে দাঁড়াতে!
সাধ গেছে, ঝটিকার রুদ্রদেব গণ
বিশাল চরণ দিয়া দলি যায় এই হিয়া—
নিষ্পেষিত করি ফেলে কীটের মতন।
চূর্ণ হয়ে একেবারে মিশে ধূলিরাশে,
উড়ে পড়ে চারিদিকে বাতাসে বাতাসে!
ইচ্ছা করে ছিঁড়ি ছিঁড়ি হৃদয় আমার
শকুনী গৃধিনীদের যোগাই আহার!
হায় হায় কে আমরা? ভাগ্যের খেলনা,
প্রচণ্ড অদৃষ্টস্রোতে ক্ষুদ্র তৃণকণা!
অন্তরে দুর্দ্দান্ত হৃদি পাড়ছে উঠিছে,
বাহিরে চৌদিক হতে ঝটিকা ছুটিছে;
যা কিছু ধরিতে চাই কিছুই খুঁজে না পাই,
স্রোতোমুখে ছুটিয়াছি বিদ্যুতের মত
দিগ্বিদিক হারাইয়া হয়ে জ্ঞান হত।
চোখে না দেখিতে পাই, কানে না শুনিতে পাই,
তীব্রবেগে বহে বায়ু বধিরি শ্রবণ,
চারিদিকে টলমল তরঙ্গের কোলাহল,
আকাশে ছুটিছে তারা উল্কার মতন;
ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে পড়িগো আবর্ত্তে এসে,
চৌদিকে ফেনায়ে উঠে ঊর্ম্মির পর্ব্বত;
তলায়ে তলায়ে যাই পাতালের পথ।

অবজ্ঞা।

চাহি নি ত আমি তার মন!
ইথে মোর কি বা প্রয়োজন?
পথিক সে, পথে যেতে যেতে
দেখা হ'ল চোখেতে চোখেতে,
মনখানা হাতে ক'রে নিয়ে
আপনি সে রেখে গেল পায়,
চলে গেল দূর দূরান্তরে
মন পড়ে রহিল ধূলায়!
দুদণ্ড চাহিয়া দেখিলাম,
ভাবিনু "মোর কি প্রয়োজন!"
আঁখি দুটি লইনু তুলিয়া,
দূরে যেতে ফিরানু বদন!
অমনি সে নূপুরের মত
চরণ ধরিল জড়াইয়া,
সাথে সাথে এল সারা পথ
রুণু ঝুনু কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
সখি আমি শুধাই তোদের
সত্য করে মোরে বল্ দেখি,
পায়ে স্বর্ণ ভূষণের চেয়ে
হৃদয়ের নূপুর শোভে কি?
দিব কি ইহারে দূরে ফেলে,
অথবা রাখিব কাছে কোরে,
তাই ভাবিতেছি মনে মনে
কি করিব, বল্ তাহা মোরে!

জাগরণ।

কেমন? এখন তোর ঘুচেছে ত ভ্রম?
ভেঙ্গে দিলি হাল তুই, তুলে দিলি পাল তুই,
করিলি প্রবৃত্তি-স্রোতে আত্ম-বিসর্জ্জন,
ভেবেছিলি যাবি ভেসে কোন ফুলময় দেশে
চাঁদের চুম্বনে যেথা ঘুমায়ে গোলাপ
সুখের স্বপনে কহে সুরভি প্রলাপ!
কিন্তুরে ভাঙ্গিলি তরি কঠিন শৈলের পরি,
কিছুতেই পারিলিনে সামালিতে আর!
এখন কি করিবিরে ভাব্ একবার!
ভগ্নকাষ্ঠ বুকে ধরি, উন্মত্ত সাগর পরি
উলটিয়া পালটিয়া যাবি ভেসে ভেসে;
নাই দ্বীপ, নাই তীর, উনমত্ত জলধির
ফেন-জটা উর্ম্মি যত নাচে অট্ট হেসে।
কেমন? এখন তোর ঘুচেছে ত ভ্রম?
এখন কোথায় গিয়ে ঢাকিবি সরম?

বসন্ত সমীর।

তুই রে বসন্ত সমীরণ,
তোর নহে সুখের জীবন।
কিবা দিবা কিবা রাতি, পরিমল মদে মাতি
কাননে করিস্ বিচরণ,
নদীরে জাগায়ে দিস্, লতারে রাগায়ে দিস্,
চুপি চুপি করিয়া চুম্বন!
তোর নহে সুখের জীবন।
দেখা দিয়া তুই যাস্, পদতলে চারি পাশ
ফুলেরা খুলিয়া দেয় প্রাণ,
বুকের উপর দিয়া যাস্ তুই মাড়াইয়া
কিছু না করিস্ অবধান।
শুনিতে মুখের কথা আকুল হইয়া লতা
কত তোরে সাধাসাধি করে,
দুটা কথা শুনিলি বা, দুটা কথা বলিলি বা,
চলে যাস্ দূর দূরান্তরে!
পাখীরা খুলিয়া প্রাণ করে তোর গুণ গান,
চারি দিকে উঠে প্রতিধ্বনি;
বকুলের বালিকারা হইয়া আপনা-হারা
ঝরি পড়ে সুখেতে অমনি!
তবুরে বসন্ত সমীরণ,
তোর নহে সুখের জীবন!
আছে যশ, আছে মান, আছে ফুলগন্ধ-বাণ,
শুধু এ সংসারে তোর নাই
এক তিল দাঁড়াবার ঠাঁই!
তাইরে জোছনা রাতে অথবা বসন্ত প্রাতে
গাস্ যবে উল্লাসের গান,
সে রাগিণী মনোমাঝে বিষাদের সুরে বাজে,
হাহাকার করে তাহে প্রাণ!

শোন্ বলি বসন্তের বায়,
হৃদয়ের লতাকুঞ্জে আয়,
শ্যামল বাহুর ডোরে বাঁধিয়া রাখিব তোরে
ছোট সেই কুঞ্জটির ছায়!
তুই সেথা র'স্ যদি, তবে সেথা নিরবধি
মধুর বসন্ত জেগে রবে,
প্রতি দিন শত শত নব নব ফুল যত
ফুটিবেক, তোরি সব হবে।
তোরি নাম ডাকি ডাকি একটি গাহিবে পাখী,
বাহিরে যাবে না তার স্বর!
সে কুঞ্জেতে অতি মৃদু মাণিক ফুটাবে শুধু
বাহিরের মধ্যাহ্নের কর।
নিভৃত নিকুঞ্জ ছায় হেলিয়া ফুলের গায়.
শুনিয়া পাখীর মৃদু গান,
লতার হৃদয়ে হারা সুখে অচেতন পারা
ঘুমায়ে কাটায়ে দিবি প্রাণ;
তাই বলি বসন্তের বায়
হৃদয়ের লতাকুঞ্জে আয়!
অতৃপ্ত মনের আশ লুটিয়া সুখের রাশ,
কেনরে করিস্ হায় হায়!

প্রেম মরীচিকা।

ও কথা বোলোনা তারে, কভু সে কপট না রে
আমার কপাল দোষে চপল সে জন!
অধীর হৃদয় বুঝি শান্তি নাহি পায় খুঁজি,
সদাই মনের-মত করে অন্বেষণ।
ভাল সে বাসিত যবে করে নি ছলনা।
মনে মনে জানিত সে সত্য বুঝি ভালবাসে,
বুঝিতে পারেনি তাহা যৌবন কল্পনা।
হরষে হাসিত যবে হেরিয়ে আমায়
সে হাসি কি সত্য নয়? সে যদি কপট হয়
তবে সত্য বলে কিছু নাহি এ ধরায়।
ও কথা বোলোনা তারে, কভু সে কপট নারে,
আমার কপাল দোষে চপল সে জন,
প্রেম-মরীচিকা হেরি ধায় সত্য মনে করি,
চিনিতে পারেনি সে যে আপনার মন!

সংশয়।

তবে আজ চলে গেল সে কি?
কি তার ক'রেছি বল্ দেখি!
সে মোরে দিয়েছে ভাল বাসা
আমি তারে দিয়েছিনু আশা।
হেসেছি তাহার পানে চেয়ে,
তুষেছি তাহারে গান গেয়ে!
এক সাথে ব'সেছি হেথায়
তবে বল' আর কি সে চায়?
চায় কি সঁপিব তারে প্রাণ,
করিব জগত মোর দান?
মোর অশ্রুজল মোর হাসি,
আমার সমস্ত রূপ রাশি?
কে তার হৃদয় চেয়েছিল?
আপনি সে এনে দিয়েছিল।
পাছে তার মন ব্যথা পায়,
জ্ব'লে মরে প্রেম-উপেক্ষায়,
দয়া ক'রে হেসেছিনু তাই,
তাই তার মুখ পানে চাই।
দয়া ক'রে গান গেয়েছিনু,
দয়া ক'রে কথা ক'য়েছিনু।
এ কি তবে মন বিনিময়?
হৃদয়ের বিসর্জ্জন নয়?
সখি, তোরা বল্ দেখি, সত্য চ'লে গেল সে কি!
ফিরায়ে কি লইল হৃদয়?
এবার যদি সে আসে যাইব তাহার পাশে,
ভাল ক'রে কথা কব' হেসে
গান গাব তার কাছে এসে?
এত দূরে গেছে তার মন,
ফিরাতে কি নারিব এখন?

প্রত্যাখ্যান।

আজ তার সাথে দেখা হ'ল,
মুখ ফিরাইয়া চ'লে গেল!
নিমেষ ভুলিত আঁখি, পূরিত না আশ,
আমার সৌন্দর্য্য রাশি করিত যে গ্রাস,

মোর রাঙ্গা চরণের ধূলি হইবার
হৃদয়ের একমাত্র সাধ ছিল যার,
একটি হাসির তরে ছিল মুখ চেয়ে
একটি ইঙ্গিত পেলে আসিত যে ধেয়ে,
ধূলিতে যে পদচিহ্ন করিত চুম্বন,
মুখ ফিরাইয়া আজ গেল সেই জন!
এ হৃদে আঘাত দিবে মনে করে সে কি!
সে ফিরিয়া গেলে প্রাণ কেঁদে মরিবে কি!
এই যে উড়াই ধূলা চরণের ঘায়
বায়ুভরে এওত পশ্চাতে চ'লে যায়,
তাই বলে মোর আঁখি অশ্রু বরষিবে নাকি!
হা কপাল, এও সে কি ছিল মনে ক'রে,
কথা না কহিয়া সেও ব্যথা দিবে মোরে!
কাল যারে নিতান্ত ক'রেছি অবহেলা,
কৃপা ক'রে দেখিতাম যার প্রেমখেলা,
সেও আজ ভাবিয়াছে ব্যথিবে এ মন
শুধু কথা না কহিয়া, ফিরায়ে নয়ন!

সায়াহ্নে।

ভাল ক'রে সাজায়ে দে মোরে।
বুঝি রূপ পড়িতেছে ঝোরে!
করিতে করিতে খেলা, জীবনের সন্ধ্যাবেলা
বুঝি আসে তিল তিল কোরে!
বড় ভয় হয় প্রতিক্ষণ
নলিনী হ'তেছে পুরাতন,
একে একে সবে তারে তেয়াগি যেতেছে হা রে,
কেন সখি, হ'তেছে এমন!
ভুলে যে আমার কাছে আসে
তখনি ত যাই তার পাশে,
দ্বিগুণ আদরে ডাকি, হাসি, গাই, কাছে থাকি,
তবুও কেন লো থাকেনা সে!
ভালবাসা ব'লে কিছু নাই?
স্বার্থপর পুরুষ সবাই?
চির আত্ম-বিসর্জ্জন করে যে ভকত মন
হেন মন কোথা সখি পাই?
মুখেরি রাজত্ব যদি ভবে
এ মুখ সাজায়ে দেলো তবে!

বিশ্রাম।

শ্রান্ত এ জীবনে মোর আসুক্ নিশীথ কাল,
বিস্মৃতি-আঁধারে ডুবি ভুলি সব দুখ জালা;
নিঃস্বপ্ন নিদ্রার কোলে ঘুমাতে গিয়াছে সাধ,
মিশাতে মহা সমুদ্রে জীবনের স্রোতোমালা!
শরীর অবশ অতি—নয়ন মুদিয়া আসে,
মৃত্যুর দ্বারের কাছে বসিয়া সন্ধ্যার বেলা,
চৌদিকে সংসার পানে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি—
আধ স্বপ্নে আধ' জেগে দেখি গো মায়ার খেলা!
কত শত লোক আছে—কেহ কাঁদে—কেহ হাসে—
কেহ ঘৃণা করে, কেহ প্রাণপণে ভালবাসে,
একটি কথার তরে কেহবা কাঁদিয়া মরে—
একটি চাহনি তরে চেয়ে আছে কত মাস—
একটি হাসির ঘায়ে কেহবা কাঁদিয়া উঠে,
একটি হেরিয়া অশ্রু কারো মুখে ফুটে হাস!
কেহ বসে, কেহ ওঠে—কেহ থাকে, কেহ যায়—
জীবনের খেলা দেখে মরণের দ্বারে শুয়ে—
হাসি নাই, অশ্রু নাই—সুখ নাই, দুঃখ নাই
হাসি অশ্রু সুখ দুখ দেখিতেছি চেয়ে চেয়ে।
শুধু শ্রান্তি—শুধু শ্রান্তি—আর কিছু—কিছু নহে,
নহে তৃষা—নহে শোক—নহে ঘৃণা, ভালবাসা,
দারুণ শ্রান্তির পরে আসে যে দারুণ ঘুম
সেই ঘুম ঘুমাইব—আর কোন নাই আশা!

খেলা-ভঙ্গ।

বড় সাধ গেছে মনে ভাল বাসিবারে,
সখি তোঁরা বল্ দেখি, ভালবাসি কারে?
বসন্তে নিকুঞ্জ বনে, বেষ্টিত সহস্র মনে,
হৃদয়ের দুয়ারের বাহিরে বসিয়া
খেলেছি মনের খেলা সকলে মিলিয়া;
সিংহাসন নিরমিত আমারে বসায়ে দিত'
পদতলে ফুল তুলে দিত সবে আনি,

গরবে উন্মত্ত-হিয়া, আপনারে বিসরিয়া,
ভাবিতাম আমি বুঝি হৃদয়ের রাণী ;
চারিদিকে আমার হৃদয়-রাজধানী !
দিবস সায়াহ্ন হ'ল, বসন্ত ফুরায়,
খেলাবার দিন যবে অবসান-প্রায়,
মাথায় পড়িল বাজ, সহসা দেখিনু আজ,
আমি কেহ নই, শুধু খেলাবার রাণী,
বালুকার পরে গড়া খেলা-রাজধানী !

শেষ।

বায়ু ! বায়ু ! কি দেখিতে আসিয়াছ হেথা ?
কৌতুকে আকুল !
আমি একটি জুঁই ফুল !
সারা রাত এ মাথায় পড়েছে শিশির—
গণেছি কেবল !
প্রভাতে বড়ই শ্রান্ত ক্লান্ত হে সমীর !
অতি হীন বল !
ভাঙ্গা বৃন্তে ভর করি রয়েছি জীবন ধরি
জীবনে উদাস !
ওগো—উষার বাতাস !
ও ফুল গোলাপ নয় (সুষমা সুরভিময়,)
নহে চাঁপা নহে গো বকুল !
ও নহেগো মৃণালিনী তপনের আদরিণী,
ও শুধু একটি জুঁই ফুল !
প্রভাতে নলিনী আজি হাসিছে সরসে ?
হাসুক্ সরসে !
শিশিরে গোলাপগুলি কাঁদিছে হরষে ?
কাঁদুক্ হরষে !
ও এখনি বৃন্ত হতে কঠিন মাটিতে
পড়িবে ঝরিয়া,
শান্তিতে মরেগো যেন মরিবার কালে
যাওগো সরিয়া !
মুখ খানি ধীরে ধীরে দেখিতেছ তুলে
দাঁড়াইয়া কাছে—
দেখিবারে—ক্ষুদ্র জুঁই মুখ নত করি
অভিমান করে বুঝি আছে !
নয় নয়—তাহা নয়—সে সকল খেলা নয়—
ফুরায় জীবন !—
তবে যাও—চলে যাও—আর কোন ফুলে যাও
প্রভাত পবন !

পথিক।

উঠ, জাগ' তবে—উঠ', জাগ' সবে—
হের ওই হের, প্রভাত এসেছে
স্বরণ-বরণ গো !
নিশার ভীষণ প্রাচীর আঁধার
শতধা শতধা করিয়া বিদার—
তরুণ বিজয়ী তপন এসেছে
অরুণ চরণ গো !
মাথায় বিজয় কিরীট জ্বলিছে,
গলায় বিজয় কিরণ-মাল,
বিজয় বিভায় উজলি উঠেছে
বিজয়ী রবির তরুণ ভাল !
উষা নব-বধূ দাঁড়াইয়া পাশে,
গরবে, সরমে, সোহাগে, উলাসে,
মৃদু মৃদু হেসে সারা হল বুঝি,
বুঝিবা সরম রহে না তার ;
আঁখি দুটি নত, কপোলটি রাঙা,
পদতলে শুয়ে মেঘ ভাঙা ভাঙা,
অধর টুটিয়া পড়িছে ফুটিয়া
হাসি সে বারণ সহে না আর !
এস' এস' তবে—ছুটে যাই সবে,
কর' কর' তবে ত্বরা,
এমন বহিছে প্রভাত বাতাস,
এমন হাসিছে ধরা !
সারা দেহে যেন অধীর পরাণ
কাঁপিছে সঘনে গো,
অধীর চরণ উঠিতে চায়,
অধীর চরণ ছুটিতে চায়,
অধীর হৃদয় মম
প্রভাত বিহগ সম

নব নব গান গাহিতে গাহিতে,
অরুণের পানে চাহিতে চাহিতে
উড়িবে গগনে গো!
ছুটে আয় তবে, ছুটে আয় সবে,
অতি দূর—দূর যাব',
করতালি দিয়া সকলে মিলিয়া
কত শত গান গাব!
কি গান গাইবে? কি গান গাইব!
যাহা প্রাণ চায় তাহাই গাইব,
গাইব আমরা প্রভাতের গান,
হৃদয়ের গান,—জীবনের গান,
ছুটে আয় তবে—ছুটে আয় সবে
অতি দূর দূর যাব!
কোথায় যাইবে? কোথায় যাইব!
জানি না আমরা কোথায় যাইব,
সমুখের পথ যেথা লয়ে যায়,
কুসুম কাননে, অচল শিখরে,
নিঝর যেথায় শত ধারে ঝরে,
মণি-মুকুতার বিরল গুহায়—
সুমুখের পথ যেথা ল'য়ে যায়!
দেখ—চেয়ে দেখ—পথ ঢাকা আছে
কুসুম রাশিতে রে,
কুসুম দলিয়া—যাইব চলিয়া
হাসিতে হাসিতে রে।
ফুলে কাঁটা আছে? কই! কাঁটা কই!
কাঁটা নাই—নাই—নাই,
এমন মধুর কুসুমেতে কাঁটা
কেমনে থাকিবে ভাই!
যদিও বা ফুলে কাঁটা থাকে ভুলে
তাহাতে কিসের ভয়!
ফুলেরি উপরে ফেলিব চরণ,
কাঁটার উপরে নয়।
ত্বরা করে আয় ত্বরা করে আয়,
যাই মোরা যাই চল।
নিঝর যেমন বহিয়া চলিছে
হরষেতে টলমল,
নাচিছে, ছুটিছে, গাহিছে, খেলিছে,
শত আঁখি তার পুলকে জ্বলিছে,
দিন রাত নাই কেবলি চলিছে;
হাসিতেছে খল খল।
তরুণ মনের উছাসে অধীর
ছুটেছে যেমন প্রভাত সমীর;
ছুটেছে কোথায়?—কে জানে কোথায়!
তেমনি তোরাও আয় ছুটে আয়,
তেমনি হাসিয়া—তেমনি খেলিয়া,
পুলক-উজল নয়ন মেলিয়া,
হাতে হাতে বাঁধি করতালি দিয়া
গান গেয়ে যাই চল।
আমাদের কভু হবে না বিরহ,
এক সাথে মোরা রব' অহরহ,
এক সাথে মোরা করিব গমন,
সারা পথ মোরা করিব ভ্রমণ,
বহিছে এমন প্রভাত পবন,
হাসিছে এমন ধরা!
যে যাইবি আয়—যে থাকিবি থাক্—
যে আসিবি—কর্ ত্বরা।

আমি যাব গো!—
প্রভাতের গান আর জীবনের গান
দেখি যদি পারি তবে আমি গাব গো,
আমি যাব গো!
যদিও শকতি নাই এ দীন চরণে আর,
যদিও নাইক জ্যোতি এ পোড়া নয়নে আর,
শরীর সাধিতে নারে মন মোর যাহা চায়—
শতবার আশা করি শতবার ভেঙ্গে যায়;
আমি যাব গো!
সারারাত ব'সে আছি আঁখি মোর অনিমেষ।
প্রাণের ভিতরদিকে চেয়ে দেখি অনিমিখে,
চারিদিকে যৌবনের ভগ্ন জীর্ণ অবশেষ।
ভগ্ন আশা—ভগ্ন সুখ—ধূলিমাখা জীর্ণ স্মৃতি।
সামান্য বায়ুর দাপে ভিত্তি থর থর কাঁপে,
একটি আধটি ইঁট খসিতেছে নিতি নিতি;
আমি যাব গো।

নবীন আশায় মাতি পথিকেরা যায়,
কত গান গায়!—
তখন নয়ন মুদি কত স্বপ্ন দেখি!
কত স্বপ্ন হায়!
কত দীপালোক—কত ফুল—কত পাখী!
কত সুধামাখা কথা, কত হাসিমাখা আঁখি!
কত পুরাতন স্বর কে জানে কাহারে ডাকে!
কত কচি হাত এসে খেলে এ পলিত কেশে,
কত কচি রাঙ্গা মুখ কপোলে কপোল রাখে!
সে দীপ নিভিয়া গেছে—
সে ফুল শুখায়ে গেছে—
সুধামাখা কথাগুলি চির তরে নীরবিত,
হাসিমাখা আঁখিগুলি চির তরে নিমীলিত।
আমি যাব গো!
পথি যদি পারি তবে প্রভাতের গান
আমি গাব গো!
এ ভগ্ন বীণার ছুটি ছিন্নশেষ তারে
পরশ ক'রেছে আজি গো—
নব-যৌবনের গান ললিত রাগিণী
সহসা উঠেছে বাজি গো।—
এই ভগ্ন ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনি খেলা করে,
শ্মশানেতে হাসিমুখ শিশুটির প্রায়,
প্রমোদে ভস্মের পরে ছুটিয়া বেড়ায়।
তোমরা তরুণ পাখী উড়েছ প্রভাতে
সকলে মিলিয়া এক সাথে,
এ পাখী এ শুষ্ক শাখে একেলা কেমনে থাকে!
সাধ—তোমাদেরি সাথে যায়—
সাধ—তোমাদেরি গান গায়;
তরুণ কণ্ঠের সাথে এ পুরাণ' কণ্ঠ মোর
বাজিবে না সুরে?
না হয় নীরবে রব' -না হয় কথা না কব'
রব দূরে দূরে।
তবু এই জীর্ণ পাখা বিছায়ে গগনে
যাব প্রাণ পণে;
আজি নব প্রভাতের বিহঙ্গের সনে।

"আর কত দূর?" "যত দূর হোক
ত্বরা চল সেই দেশ।
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"এ শ্রান্ত চরণে বিঁধিয়াছে বড়
কণ্টক বিষম গো।"
"প্রখর তপন হানিছে কিরণ
অনলের সম গো।"
"ছি ছি ছি সামান্য শ্রমেতে কাতর
করিছ রোদন কেন!
ছি ছি ছি সামান্য ব্যথায় অধীর
শিশুর মতন হেন!"
"যাহা ভেবেছিনু সকাল বেলায়
কিছুই তাহা যে নয়।"
"তাই বলে কিরে আধ'পথ হ'তে
ফিরে যেতে সাধ হয়?"
"তবে চল যাই—যতদুর হোক
ত্বরা চল সেই দেশ—
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"ব'ল দেখি তবে এই মরুময়
পথের কি শেষ আছে?
পাব কি আবার শ্যামল কানন
ঘন ছায়াময় গাছে?"
"হয়ত বা পাবে—হয়ত পাবে না
হয়ত বা আছে—হয়ত নাই!"
"ওই যে সুদূরে দূর-দিগন্তরে
শ্যামল কানন দেখিতে পাই।"
"শ্যামল কানন! শ্যামল কানন—
চল ত্বরা চল চলগো যাই!"
"ওযে মরীচিকা;—"ও কি মরীচিকা?"
"মরীচিকা?" "তাই হবে!"
"বল, বল মোরে, এ দীর্ঘ পথের
শেষ কোন্ খানে তবে?"

কেন চলিলাম?
সে দিনের যত কথা কেন ভুলিলাম?

ছেলেবেলা একদিন আমরাও চলেছিনু—
তরুণ আশায় মাতি আমরাও বলেছিনু—
"সারাপথ আমাদের হবে না বিরহ,
মোরা সবে এক সাথে রব অহরহ।"
অর্দ্ধ পথে না যাইতে যত বাল্য-সখা
কে কোথায় চলে গেল না পাইনু দেখা।
শ্রান্ত-পদে দীর্ঘ-পথ ভ্রমিলাম একা।
নিরাশা-পুরেতে গিয়া সে যাত্রা করেছি শেষ,
পুন কেন বাহিরিনু ভ্রমিতে নূতন দেশ?
এখন ফিরিতে নারি, অতি দূর—দূর পথ,
সমুখে চলিতে নারি শ্রান্ত দেহ জড়বৎ।
হে তরুণ পান্থগণ, যেওনাকো' আর,
শ্রান্ত হইয়াছি বড় বসি একবার।
ছায়া নাই, জল নাই, সীমা দেখিতে না পাই
অতি দূর—দূর পথ—বসি একবার।

"আর কত দূর?" "যত দূর হোক্,
ত্বরা চল সেই দেশ।
বিলম্ব হইলে আজিকার দিনে
এ যাত্রা হবে না শেষ।"
"কোথা এর শেষ?" "যেথা হোক্‌নাক'
তবুও যাইতে হবে,
পথে কাঁটা আছে শুধু ফুল নহে
তাহাও জানিও সবে!
হয়ত যাইব কুসুম-কাননে,
হয়ত যাইব না;
হয়ত পাইব পূর্ণ জলাশয়,
হয়ত পাইব না।
এ'দূর পথের অতি শেষ সীমা
হয়ত দেখিতে পাব—
হয়ত পাব না, ভুলি যদি পথ
কে জানে কোথায় যাব!
দিন যায় চলে, সন্ধ্যা হল বলে,
অধিক সময় নাই,
বহুদূর পথ রহিয়াছে বাকী,
চল ত্বরা কোরে যাই।".

"ওপথে যাব না, মিছা সব আশা,
হইব উত্তর গামী।"
"দক্ষিণে যাইব" "পশ্চিমে যাইব"
"পূরবে যাইব আমি।"
"যে যাইবে যাও, যে আসিবে এস,
চল ত্বরা করে যাই।
দিন যায় চোলে, সন্ধ্যা হল বোলে,
অধিক সময় নাই।"

যেওনা ফেলিয়া মোরে, যেওনাকো আর;
মুহূর্ত্তের তরে হেথা বসি একবার।
ছায়া নাই, জল নাই, সীমা দেখিতে না পাই
যেওনা, বড়ই শ্রান্ত এ দেহ আমার।

"চলিলাম তবে, দিন যায় যায়,
হইনু উত্তর গামী।"
"দক্ষিণে চলিনু" "পশ্চিমে চলিনু"
"পূরবে চলিনু আমি।"
"যে থাকিবে থাক,' "যে আসিবে এস,'
মোরা ত্বরা করে যাই।
দিন যায় চলে, সন্ধ্যা হোল বোলে,
অধিক সময় নাই।"

হাসিতে হাসিতে প্রাতে আইনু সবার সাথে,
সায়াহ্নে সকলে তেয়াগিল।
দক্ষিণে কেহ বা যায়, পশ্চিমে কেহ বা যায়,
কেহ বা উত্তরে চলি গেল।
চৌদিকে অসীম মরু, নাই তৃণ, নাই তরু,
দারুণ নিস্তব্ধ চারিধার,
পথ ঘোর জনহীন, মরিয়া যেতেছে দিন,
চুপি চুপি আসিছে আঁধার।
অনল-উত্তপ্ত ভুঁয়ে নিস্পন্দ রয়েছি শুয়ে
অনাবৃত মাথার উপর।
সঘনে ঘুরিছে মাথা, মুদে আসে আঁখি পাতা,
অসাড় দুর্ব্বল কলেবর।
কেন চলিলাম?
সহসা কি মদে মাতি আপনারে ভুলিলাম?

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

বসন্তবাসনা।

বসন্ত আওল রে!
মধুকর গুন গুন, অমুয়া মঞ্জরী
কানন ছাওল রে।
শুন শুন সজনী হৃদয় প্রাণ মম
হরখে আকুল ভেল,
জর জর রিঝসে দুখ জালা সব
দূর দূর চলি গেল।
মরমে বহই বসন্ত সমীরণ,
মরমে ফুটই ফুল,
মরম কুঞ্জপর বোলই কুহু কুহু
অহরহ কোকিল কুল।
সখিরে উছসত প্রেমভরে অব
ঢলঢল বিহ্বল প্রাণ,
নিখিল জগত জনু হরখ-ভোর ভই
গায় রভস-রস গান।
কহিছে আকুল বিকচ কুসুমকুল
শ্যামক আনহ ডাকি,
শ্যাম নাম ধরি শ্যাম শ্যাম করি
গাওত শত শত পাখী।
বসন্ত-ভূষণ-ভূষিত ত্রিভুবন
কহিছে—দুখিনী রাধা,
কঁহিরে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম,
হৃদি-বসন্ত সো মাধা?
ভানু কহত অতি গহন রয়ন অব,
বসন্ত সমীর শ্বাসে
মোদিত বিহ্বল চিত্ত-কুঞ্জতল
ফুল্ল বাসনা-বাসে।

শূন্য কানন।

শুনহ শুনহ বালিকা,
রাখ কুসুম মালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহিরে।
দুলই কুসুম মুঞ্জরী,
ভমর ফিরই গুঞ্জরী,
অলস যমুন বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিরে।
শশি-সনাথ যামিনী,
বিরহ-বিধুর কামিনী,
কুসুমহার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে,
অধর উঠই কাঁপিয়া,
সখি-করে কর আপিয়া,
কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে।
মৃদু সমীর সঞ্চলে
হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
চকিত হৃদয় চঞ্চলে কানন-পথ চাহিরে;
কুঞ্জপানে হেরিয়া,
অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহিরে!

বিফল রজনী।

হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে,
কণ্ঠে বিমলিন মালা।
বিরহ বিষে দহি বহি গল রয়নী
নহি নহি আওল কালা।
বুঝনু বুঝনু সখি বিফল বিফল সব
বিফল এ পীরিতি লেহা
বিফলরে এ মঝু জীবন যৌবন,
বিফলরে এ মঝু দেহা!

চল সখি গৃহ চল, মুঞ্চ নয়ন জল,
চল সখি চল গৃহকাজে,
মালতি মালা রাখহ বালা,
ছিছি সখি মরু মরু লাজে।
সখিলো দারুণ ব্যাধি-ভরাতুর
এ তরুণ যৌবন মোর,
সখিলো দারুণ প্রণয় হলাহল
জীবন করল অঘোর।
তৃষিত প্রাণ মম দিবস যামিনী
শ্যামক দরশন আশে,
আকুল জীবন থেহ ন মানে,
অহরহ জলত হুতাশে।
সজনি, সত্য কহি তোয়,
খোয়ব কব হম শ্যামক প্রেম
সদা ডর লাগয় মোয়।
হিয়ে হিয়ে অব রাখত মাধব,
সো দিন আসব সখিরে,
বাত ন বোলবে, বদন ন হেরবে,
মরিব হলাহল ভখিরে!
ঐস বৃথা ভয় না কর বালা,
ভানু নিবেদয় চরণে,
সুজনক পীরিতি নৌতুন নিতি নিতি,
নহি টুটে জীবন মরণে।

বিরহ বেদনা।

শ্যামরে, নিপট কঠিন মন তোর।
বিরহ সাথি করি সজনী রাধা
রজনী করত হি ভোর।
একলি নিরল বিরল পর বৈঠত
নিরখত যমুনা পানে,—
বরখত অশ্রু, বচন নহি নিকসত,
পরাণ থেহ ন মানে।
গহন তিমির নিশি ঝিল্লিমুখর দিশি
শূন্য কদম তরুমূলে,
ভূমি শয়ন পর আকুল কুন্তল,
কাঁদই আপন ভূলে।
মুগধ মৃগীসম চমকি উঠই কভু
পরিহরি সব গৃহকাজে
চাহি শূন্য পর কহে করুণ স্বর
বাজেরে বাঁশরি বাজে।"
নিঠুর শ্যামরে, কৈসন অব তুঁহুঁ
রহত দূর মথুরায়—
রয়ন নিদারুণ কৈসন যাপসি
কৈস দিবস তব যায়!
কৈস মিটাওসি প্রেম পিপাসা
কঁহা বজাওসি বাঁশি?
পীতবাস তুঁহু কথিরে ছোড়লি,
কথি সো বঙ্কিম হাসি?
কনক হার অব পহিরলি কণ্ঠে,
কথি ফেকলি বন মালা?
হৃদিকমলাসন শূন্য করলিরে,
কনকাসন কর আলা;
এ দুখ চিরদিন রহিল চিত্তমে
ভানু কহে, ছি ছি কালা!
ঝটিতি আও তুহুঁ হমারি সাথে,
বিরহ ব্যাকুলা বালা।

মিলন সজ্জা।

সজনি সজনি রাধিকালো
দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুম হার,
পিনহ নীল আঙিয়া।
সুন্দরি সিন্দূর দেকে
সীঁথি করহ রাঙিয়া।
সহচরি সব নাচ নাচ
মিলন গীত গাওরে,
চঞ্চল মঞ্জীর রাব
কুঞ্জ গগন ছাওরে।
সজনি অব উজার মঁদির
কনক দীপ জালিয়া,

সুরভি করহ কুঞ্জ ভবন
গন্ধ সলিল ঢালিয়া।
মল্লিকা চমেলি বেলি
কুসুম তুলহ বালিকা,
গাঁথ যূঁথি, গাঁথ জাতি,
গাঁথ বকুল মালিকা।
তৃষিত-নয়ন ভানুসিংহ
কুঞ্জ-পথম চাহিয়া
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে,
মৃদুল গান গাহিয়া।

মিলন।

বঁধুয়া, হিয়া পর আওরে,
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মধু ভাষয়ি,
হমার মুখ পর চাওরে!
যুগ যুগ সম কত দিবস বহয়ি গল,
শ্যাম তু আওলি না,
চন্দ্র-উজর মধু-মধুর কুঞ্জপর
মুরলি বজাওলি না!
লয়ি গলি সাথ বয়ানক হাসরে,
লয়ি গলি নয়ন-আনন্দ!
শূন্য কুঞ্জবন, শূন্য হৃদয় মন,
কঁহি ছিল ও মুখ চন্দ?
ইথি ছিল আকুল গোপ নয়ন জল,
কথি ছিল ও তব হাসি?
ইথি ছিল নীরব বংশীবটতট,
কথি ছিল ও তব বাঁশি!
তুঝ মুখ চাহয়ি শত-যুগ-ভর দুখ
নিমিখে ভেল অবসান।
এক হাসি তুঝ দূর করল রে
সকল মান অভিমান!
ধন্য ধন্য রে ভানু গাহিছে
প্রেমক নাহিক ওর।
হরখে পুলকিত জগত চরাচর
দুঁহুঁক প্রেমরস ভোর।

বংশিধ্বনি।

শুন সখি বাজত বাঁশি।
গভীর রজনী, উজল কুঞ্জপথ,
চন্দ্রম ডারত হাসি।
দক্ষিণ পবনে কম্পিত তরুগণ,
তম্ভিত যমুনা বারি,
কুসুম সুবাস উদাস ভইল, সখি,
উদাস হৃদয় হমারি।
বিগলিত মরম, চরণ খলিত গতি,
সরম ভরম গয়ি দূর,
নয়ন বারি-ভর, গরগর অন্তর,
হৃদয় পুলক-পরিপূর।
কহ সখি, কহ সখি, মিনতি রাখ সখি,
সো কি হমারই শ্যাম?
মধুর কাননে মধুর বাঁশরী
বজায় হমারি নাম?
কত কত যুগ সখি পুণ্য করনু হম,
দেবত করনু ধেয়ান,
তবত মিলল সখি শ্যাম রতন মম,
শ্যাম পরাণক প্রাণ।
শুনত শুনত তব মোহন বাঁশি
জপত জপত তব নামে,
সাধ ভইল ময়্ দেহ ডুবায়ব
চাঁদ-উজল যমুনামে!
"চলহ তুরিত গতি শ্যাম চকিত অতি,
ধরহ সখীজন হাত,
নীদ-মগন মহি, ভয় ডর ডর কছু নহি,
ভানু চলে তব সাথ।"

অভিসার।

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক লাজে
সজনি, আও আও লো।
অঙ্গে চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ,

হরিণ নেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জ বনমে আও লো ॥
ঢালে কুসুম সুরভ-ভার,
ঢালে বিহগ সুরব-সার,
ঢালে ইন্দু অমৃত-ধার
বিমল রজত ভাতিরে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতিরে ॥
দেখ সজনি শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃত সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে;
আও আও সজনি-বৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ—
ভানুসিংহ বন্দিছে ॥

—

প্রতীক্ষা।

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য!
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ-বিষণ্ণ!
নীল আকাশে, তারক ভাসে
যমুনা গাওত গান,
পাদপ মরমর, নির্ঝর ঝরঝর
কুসুমিত বল্লি বিতান।
তৃষিত নয়ানে, বন-পথ পানে
নিরখে ব্যাকুল বালা,
দেখ ন পাওয়ে, আঁখ ফিরাওয়ে
গাঁথে বন-ফুল মালা।
সহসা রাধা চাহল সচকিত
দূরে খেপল মালা,
কহল "সজনি শুন, বাঁশরি বাজে
কুঞ্জে আওল কালা!"
চমকি গহন নিশি দূর দূর দিশি
বাজত বাঁশি সুতানে।
কণ্ঠ মিলাওল ঢলঢল যমুনা
কল কল কল্লোল গানে।
কহতহ ভানু—শুন গো কানু
পিয়াসিত গোপিনী প্রাণ।
তোঁহার পীরিত বিমল অমৃত রস
হরষে করবে পান।

—

ব্যাকুলতা।

বজাও রে মোহন বাঁশী!
সারা দিবসক বিরহ দহন-দুখ,
মরমক তিয়াষ নাশি।
রিঝ-মন-ভেদন বাঁশরি-বাদন
কঁহা শিখলিরে কান?
হানে থিরথির, মরম-অবশকর
লহু লহু মধুময় বাণ।
ধস ধস করতহ উরহ বিয়াকুলু
ঢুলু ঢুলু অবশ-নয়ান।
কত কত বরষক বাত সোঁয়ারয়
অধীর করয় পরাণ।
কত শত আশা পূরল না বঁধু
কত সুখ করল পয়ান।
পহুগো কত শত পিরীত-যাতন
হিয়ে বিঁধাওল বাণ।
হৃদয় উদাসয়, নয়ন উছাসয়
দারুণ মধুময় গান।
সাধ যায় বঁধু, যমুনা-বারিম
ডারিব দগধ-পরাণ।
সাধ যায় পহু, রাখি চরণ তব
হৃদয় মাঝ হৃদয়েশ,
হৃদয়-জুড়াওন বদন-চন্দ্র তব
হেরব জীবন শেষ।
সাধ যায় ইহ চাঁদম কিরণে,
কুসুমিত কুঞ্জ বিতানে,

বসন্ত বায়ে, প্রাণ মিশায়ব,
বাঁশিক সুমধুর গানে।
প্রাণ ভৈবে মঝু বেণু-গীতময়,
রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব, জয় জয় রাধা,
চরণে প্রণমে ভানু।

—

রসাবেশ।

আজু সখি মুহু মুহু
গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু
দোঁহার পানে চায়।
যুবন-মদ-বিলসিত,
পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত
মূরছি জনু যায়!
আজু মধু চাঁদনী
প্রাণ-উনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী,
শিথিল ভই লাজ।
বচন মৃদু মরমর,
কাঁপে রিঝ থরথর,
শিহরে তনু জরজর
কুসুম-বন মাঝ!
মলয় মৃদু কলয়িছে,
চরণ নহি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে,
অঞ্চল লুটায়!
আধফুট শতদল,
বায়ুভরে টলমল,
আঁখি জনু ঢলঢল
চাহিতে নাহি চায়!
অলকে ফুল কাঁপয়ি
কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু অনলে তাপয়ি
খসয়ি পড় পায়!
ঝরই শিরে ফুলদল,
যমুনা বহে কলকল,
হাসে শশি ঢলঢল
ভানু মরি যায়!

—

নিদ্রা।

শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে
হাস বিকাশত কায়,
কোন্ স্বপন অব দেখত মাধব,
কহবে কোন্ হমায়!
নীদ-মেঘপর স্বপন-বিজলি সম
রাধা বিলসত হাসি!
শ্যাম, শ্যাম মম, কৈসে শোধব
তুঁহুক প্রেমঋণ রাশি!
বিহঙ্গ, কাহ তু বোলন লাগলি?
শ্যাম ঘুমায় হমারা,
রহ রহ চন্দ্রম, ঢাল ঢাল, তব
শীতল জোছন-ধারা!
তারক-মালিনী সুন্দর যামিনী
অবহুঁ ন যাওরে ভাগি,
নিরদয় রবি, অব কাহ তু আওলি
জ্বাললি বিরহক আগি!
ভানু কহত অব "রবি অতি নিষ্ঠুর,
নলিন-মিলন অভিলাষে
কত নর নারীক মিলন টুটাওত,
ডারত বিরহ-হুতাশে!"

—

অভিসার।

সজনি গো—
শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা
নিশীথ যামিনীরে।
কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব
অবলা কামিনীরে।
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জ্জিত
ঘন ঘন গর্জ্জিত মেহ।

দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠত,
থরহর কম্পত দেহ।
ঘন ঘন রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্,
বরখত নীরদ পুঞ্জ।
ঘোর গহন ঘন তাল তমালে
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।
বোল ত সজনী এ দুরুযোগে
কুঞ্জে নিরদয় কান
দারুণ বাঁশী কাহ বজায়ত
সকরুণ রাধা নাম।
সজনি——
মোতিম হারে বেশ বনা দে
সীঁথি লগা দে ভালে।
উরহি বিলোলিত শিথিল চিকুর মম
বাঁধহ মালত মালে।
খোল দুয়ার ত্বরা করি সহিরে,
ছোড় সকল ভয়লাজে,
হৃদয়, বিহগসম ঝটপট করতহি
পঞ্জর পিঞ্জর মাঝে!
গহন রয়নমে ন যাও বালা
নওল কিশোর-ক পাশ।
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর থাওব
কহে ভানু তব দাস।

বর্ষা।

বাদর বরখন, নীরদ গরজন,
বিজুলী চমকন ঘোর,
উপেখই কৈছে, আও তু কুঞ্জে
নিতি নিতি মাধব মোর!
ঘন ঘন চপলা চমকয় যব পহু
বজর পাত যব হোয়,
তুঁহুক বাত তব সমরয়ি প্রিয়তম
ডর অতি লাগত মোয়!
অঙ্গ-বসন তব, ভীঁখত মাধব
ঘন ঘন বরখত মেহ,
ক্ষুদ্র বালি হম, হমকো লাগয়
কাহ উপেখবি দেহ?
বইস বইস পহু কুসুম শয়ন পর
পদযুগ দেহ পসারি,
সিক্ত চরণ তব মোছব যতনে
কুন্তল ভার উঘারি।
শ্রান্ত অঙ্গ তব হে ব্রজসুন্দর
রাখ বক্ষপর মোর,
তনু তব ঘেরব পুলকিত পরশে
বাহু মৃণালক ডোর!
ভানু কহে বৃকভানুনন্দিনী
প্রেমসিন্ধু মম কালা
তোঁহার লাগয় প্রেমক লাগয়
সব কছু সহবে জ্বালা।

অনুতপ্তা।

মাধব! না কহ আদর বাণী,
না কর প্রেমক নাম!
জানয়ি মুঝকো অবলা সরলা
ছলনা না কর শ্যাম!
কপট! কাহ তুঁহু ঝুট বোলসি
পীরিত করসি তু মোয়?
ভালে ভালে হম অলপে চিহ্ননু
না পতিয়াব রে তোয়!
তুঁহু না জানসি প্রেমক ধারা
কঠিনহৃদয় মধুভাষী—
পরশি দেহ মম সাঁচি বোল' অব
নহ তুঁহুঁ রূপ-পিয়াসী?
যাও শ্যাম তব্—মিলবে শত শত
হমসে রূপসি নারী।
তুচ্ছ বালি হম কাহ টুটাওসি
ক্ষুদ্র এ হৃদয় হমারি?
ছিদল-তরী সম কপট-প্রেম পর
ডারনু যব মন প্রাণ,
ডুবনু ডুবনু রে ঘোর সায়রে
অব কুত নাহিক ত্রাণ!

মাধব, কঠোর বাত হমারা
মনে লাগল কি তোর ?
নিপট কঠিন দুখ সহয়ি কহনু সব
ক্ষমগো কুবচন মোর !
মাধব ! কাহ তু মলিন করলি মুখ ?
কুঞ্জে আসহ নাথ !
মধুর হাসি তুঝ হাসহ হাসহ
রাখহু কাতর বাত !
নিদয় বাত অব কবহুঁ ন বোলব
তুঁহুঁ মম প্রাণক প্রাণ !
অতিশয় নির্ম্মম, ব্যথিনু হিয়া তব
ছোড়য়ি কুবচন-বাণ !
মিটল মান অব—ভানু হাসতহিঁ
হেরই পীরিত-লীলা
কভু অভিমানিনী আদরিণী কভু
পীরিতি-সাগর-বালা !

বিদায়।

সখিলো, সখিলো, নিকরুণ মাধব
মথুরাপুর যব যায়,
করল বিষম পণ মানিনী রাধা,
রোয়বে না সো, না দিবে বাধা,
কঠিন-হিয়া সই, হাসয়ি হাসয়ি
শ্যামক করব বিদায় !
মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা,
বয়ন পান তছু চাহল রাধা,
চাহয়ি রহল স চাহয়ি রহল',
দণ্ড দণ্ড সখি চাহয়ি রহল',
মন্দ মন্দ সখি নয়নে বহল
বিন্দু বিন্দু জল ধার !
মৃদু মধু হাসে বৈঠল পাশে,
কহল শ্যাম কত, মৃদু মধু ভাষে,
টুটয়ি গইল পণ, টুটইল মান,
গদ্ গদ আকুল ব্যাকুল প্রাণ,
ফুকুরয়ি উছসয়ি কাঁদিল রাধা,
গদ গদ ভাষ নিকাশল আধা,
শ্যামক চরণে বাহু পসারি,
কহল "শ্যামরে, শ্যাম হমারি,
রহ' তুঁহু, রহ তুঁহু, বঁধুগো রহ তুঁহু,
অনুখন সাথ সাথ রে রহ পঁহু,
তুঁহু বিনে মাধব, বল্লভ, বান্ধব,
আছয় কোন্ হমার !"
পড়ল ভূমি পর শ্যাম চরণ ধরি,
রাখল মুখ তছু শ্যাম চরণ পরি,
উছসি উছসি কত কাঁদয়ি কাঁদয়ি
রজনী করল প্রভাত !
মাধব বৈসল মৃদু মধু হাসল,
কত অশোয়াস বচন মিঠ ভাষল,
ধরইল বালিক হাত !
সখিলো, সখিলো বোল'ত সখিলো
যত দুখ পাওল রাধা,
নিঠুর শ্যাম কিয়ে আপন মনমে
পাওল সখি তছু আধা ?
হাসয়ি হাসয়ি নিকটে আসয়ি
বহুত স প্রবোধ দেল,
হাসয়ি হাসয়ি পলটয়ি চাহয়ি
দূর—দূর চলি গেল !
মধুঋতু-রাতে হাসিমুখে যব্
রাধা বনমে আসে,
সুনীল অঞ্চল, নয়ন বিচঞ্চল,
তব্ হিঁ কানু মৃদু হাসে ;
হাত ধরয়ি তছু হিয়য়ি ঢাকি মুখ
বালি রহই যব্ পাশে,
চুম্বয়ি চুম্বয়ি কপোল চুম্বয়ি
তব্ হিঁ কানু মৃদু হাসে !
যব্ সখি আজহুঁ রাধা কাঁদল,
তব্ সো কাঁদল না !
বেড়ি চরণ তছু তিতল চরণতল
ন মিলল অশ্রুকণা !
অব সো মথুরাপুরক পন্থমে,
ইঁহ যব্ রোয়ত রাধা,
মরমে কি লাগল তিলভর বেদন
চরণে কি তিলভর বাধা ?

বরথি আঁখিজল ভানু কহে "অতি
দুখের জীবন ভাই!
হাসিবার তর সঙ্গ মিলে বহু
কাঁদিবার কো নাই।"

দূতীর প্রতি।

বার বার সখি বারণ করনু
ন যাও মথুরা ধাম!
বিসরি প্রেম দুখ, রাজভোগ যথি
করত হমারই শ্যাম।
ধিক্ তুঁহু দাম্ভিক, ধিক্ রসনা ধিক,
লইলি কাহারই নাম?
বোল ত সজনি, মথুরা-অধিপতি
সোকি হমারই শ্যাম?
ধনকো শ্যাম সো, মথুরা পুরকো,
রাজ্য মানকো হোয়,
নহ পীরিতিকো, ব্রজ কামিনীকো,
নিচয় কহনু ময় তোয়।
যব তুঁহু ঠারবি, সো নব নরপতি
জনিরে করে অবমান,
ছিন্ন কুসুম সম ঝরিব ধরাপর,
পলকে খোয়ব প্রাণ!
বিসরল বিসরল সো সব বিসরল,
বৃন্দাবন সুখসঙ্গ,
নব নগরে সখি নবীন নাগর
উপজল নব নব রঙ্গ।
ভানু কহত—অয়ি বিরহকাতরা
মনমে বাঁধহ থেহ।
মুগুধা বালা, বুঝই বুঝলিনা,
হমার শ্যামক লেহ।

সংশয়।

হম যব না রব সজনী—
নিভৃত বসন্ত-নিকুঞ্জ-বিতানে
আসবে নির্ম্মল রজনী,
মিলন-পিপাসিত আসবে যব সখি
শ্যাম হমারই আশে,
ফুকারবে যব রাধা রাধা
মুরলী উরধ-শ্বাসে,
যব সব গোপিনী আসবে ছুটই
যব হম আসব না;
যব সব গোপিনী জাগবে চমকই
যব হম জাগব না,
তব কি কুঞ্জপথ হমারি আশে
হেরবে আকুল শ্যাম?
বন বন ফেরই সো কি ফুকারবে
রাধা রাধা নাম?
না যমুনা, সো এক শ্যাম মম
শ্যামক শত শত নারী;
হম যব যাওব শত শত রাধা
চরণে রহবে তারি!
তব সখি যমুনে, যাই নিকুঞ্জে,
কাহ তয়াগব দে?
হমারি লাগি এ বৃন্দাবনমে
কহ সখি, রোয়ব কে!
ভানু কহে চুপি 'মানভরে রহ
আও বনে ব্রজ-নারী,
মিলবে শ্যামক থরথর আদর
ঝরঝর লোচন বারি!

মরণ।

মরণরে,
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান!
মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্ত কমল কর, রক্ত অধর-পুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান!
তুহুঁ মম শ্যাম সমান।

মরণরে,
শ্যাম তোঁহারই নাম,

চির বিসরল যব্, নিরদয় মাধব
তুঁহুঁ ন ভইবি মোয় বাম!
আকুল রাধা রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর,
তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,
তুঁহু মম তাপ ঘুচাও,
মরণ তু আওরে আও।
ভুজ পাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহু নহি ছোড়বি,
রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয়-হিয় রাখবি অনুদিন অনুখণ
অতুলন তোঁহার লেহ।
দূর সঙে তুঁহুঁ বাঁশি বজাওসি,
অনুখণ ডাকসি, অনুখণ ডাকসি
রাধা রাধা রাধা,
দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব,
বিরহ তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জ-বাটপর অবহুঁ ম ধাওব
সব কছু টুটইব বাধা!
গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব,
শাল তাল তরু সভয়-তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর,
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যা'ক পিয়া তুঁহুঁ কি ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয় মুরতি ধরি,
পন্থ দেখাওব মোর।
ভানু সিংহ কহে, "ছিয়ে ছিয়ে রাধা
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসেঁ
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি!"

কো তুঁহু।

কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হৃদয়-মাহ মঝু জাগসি অনুখণ,
আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

হৃদয় কমল, তব চরণে টলমল,
নয়ন যুগল মম উছলে ছলছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয়
কো তুঁহু বোলবি মোয়?

বাঁশরি ধ্বনি তুহ অমিয় গরলরে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরলরে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরলরে,
উতল প্রাণ উতরোয়,
কো তুঁহু বোলবি মোয়?

হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল,
চরণ-কমল যুগ ছোঁয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

গোপবধূজন বিকশিত যৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীল নীরপর ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

তৃষিত আঁখি, তব মুখপর বিহরই,
মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই,
প্রেম-রতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে অপনা থোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

কো তুঁহু কোঁ তুঁহু সব জন পুছয়ি,
অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি,
যাচে ভানু, সব সংশয় ঘুচয়ি
জনম চরণপর গোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

বাল্মীকি-প্রতিভা।

এই গীতিনাট্যখানি ছন্দ ইত্যাদির অভাবে অপাঠ্য হইয়াছে। ইহা সুর লয়ে নাট্যমঞ্চে শ্রবণ ও দর্শন যোগ্য। গ্রন্থাবলীর অসম্পূর্ণতা দোষ নিবারণের জন্য ইহাকে স্থান দেওয়া গেল।

প্রথম দৃশ্য। অরণ্য। বনদেবীগণ।

সিন্ধু কাফি।

সহেনা সহেনা কাঁদে পরাণ!
সাধের অরণ্য হল শ্মশান!
দস্যুদলে আসি শান্তি করে নাশ
ত্রাসে সকল দিশ কম্পমান।
আকুল কানন কাঁদে সমীরণ
চকিত মৃগ, পাখী গাহে না গান।
শ্যামল তৃণদল শোণিতে ভাসিল,
কাতর রোদন রবে ফাটে পাষাণ,
দেবি দুর্গে চাহ, ত্রাহি এ বনে,
রাখ অধিনী জনে কর শান্তি দান! প্রস্থান।

প্রথম দস্যুর প্রবেশ।

মিশ্র সিন্ধু।

আঃ বেঁচেছি এখন!
শর্ম্মা ও দিকে আর নন!
গোলেমালে ফাঁকতালে পালিয়েছি কেমন!
লাঠালাঠি কাটাকাটি ভাবতে লাগে দাঁত-কপাটি,
(তাই) মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সট্‌কেছি কেমন।
আসুক্ তারা আসুক্ আগে, ছুনোছুনি নেব ভাগে,
স্যাস্তামিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন!
শুধু মুখের জোরে গলার চোটে লুট্-করা ধন নেব লুটে
শুধু দুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে তুড়ি করব সরগরম।

লুটের দ্রব্য লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ।

মিশ্র ঝিঁঝিট।

এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি লুঠের ভার!
করেছি ছারখার!
কত গ্রাম পল্লী লুটে-পুটে করেছি একাকার।

কাফি।

১ম দস্যু। আজকে তবে মিলে সবে কর্‌ব লুটের ভাগ,
এ সব আন্‌তে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ যাগ।
২য় দস্যু। কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন,
ভাগের বেলায় আসেন আগে (আয়ে দাদা)!
১ম।—এতবড় আস্পর্দ্ধা তোদের, মোরে নিয়ে এ কি হাসি তামাসা।
এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড খবর্‌দার রে খবরদার।
২য়।—হাঃ হাঃ ভায়া খাপ্পা বড়, এ কি ব্যাপার।
আজি বুঝিবা বিশ্ব ক'রবে নস্য এম্‌নি যে আকার।
৩য়।—এম্‌নি যোদ্ধা উনি পিঠেতেই দাগ,
তলোয়ারে মরিচা মুখেতেই রাগ।—
১ম।—আর যে এসব সহেনা প্রাণে,
নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া?
দারুণ রাগে কাঁপিছে অঙ্গ,
কোথারে লাঠি কোথারে ঢাল?
সকলে।—হাঃ হাঃ ভায়া খাপ্পা বড়, এ কি ব্যাপার!
আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নস্য এম্‌নি যে আকার।

(বাল্মীকির প্রবেশ।)

খাম্বাজ।

সকলে।—এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে।
কেবা রাজা কার রাজ্য মোরা কি জানি?
প্রতি জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী!
রাজা প্রজা উঁচু নীচু, কিছু না গণি!

ত্রিভুবন মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়,
মাথার উপরে র'য়েছেন কালী সমুখে রয়েছে জয়!

পিলু।

১ম দস্যু।—এখন কর্ব্ব' কি বল্।
সকলে।—(বাল্মীকির প্রতি) এখন কর্ব্ব' কি বল্!
১ম দস্যু।—হো রাজা, হাজির র'য়েছে দল!
সকলে।—বল রাজা, কর্ব্ব' কি বল্, এখন কর্ব্ব' কি ব'ল!
১ম দস্যু।—পেলে মুখেরি কথা, আনি যমেরি মাথা,
ক'রে দিই রসাতল।
সকলে।—ক'রে দিই রসাতল।
সকলে।—হো রাজা, হাজির র'য়েছে দল,
বল্ রাজা, কর্ব্ব' কি বল্, এখন কর্ব্ব' কি বল্!

ঝিঁঝিট।

বাল্মীকি।—শোন্ তোরা তবে শোন্।
অমানিশা আজিকে পুজা দেব কালীকে,
ত্বরা করি যা' তবে, সবে মিলি যা' তোরা,
বলি নিয়ে আয়।
(বাল্মীকির প্রস্থান)

রাগিণী বেলাবতী।

ত্রিভুবন মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়।
সকলে মিলিয়া।—
তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়,
তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল্ সুরা ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্!
দয়া মায়া কোন্ ছার ছারখার হোক্!
কেবা কাঁদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ!
তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,
তবে আন্ বরষা, আন্ আন্ দেখি ঢাল্,
১ম দস্যু। আগে পেটে কিছু ঢাল, পরে পিঠে নিবি ঢাল,
হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ!

জংলা ভূপালি।

সকলে।—(উঠিয়া) কালী কালী বলোরে আজ,
বল হো, হো হো, বল হো, হো হো, বল হো,
নামের জোরে সাধিব কাজ,
বল হো হো বল হো বল হো!
ঐ ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গ মাঝারে,
ঐ লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে,
ঐ লট্ট পট্ট কেশ, অট্ট অট্ট হাসেরে;
হাহা হাহাহা হাহাহা!
আরে বল্‌রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়,
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়,
আরে বল্‌রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়।
আরে বল্‌রে শ্যামা মায়ের জয়!

(গমনোদ্যম ও একটি বালিকার প্রবেশ।)

মিশ্র মল্লার।

বালিকা।—ঐ মেঘ করে বুঝি গগনে!
আঁধার ছাইল রজনী আইল,
ঘরে ফিরে যাব কেমনে!
চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লান্ত কায়,
সারা দিবস বন ভ্রমণে!
ঘরে ফিরে যাব কেমনে!

দেশ।

বালিকা।—এ কি এ ঘোর বন!—এনু কোথায়!
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দেনা!
কি করি এ আঁধার রাতে!
কি হবে হায়!
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,
চকিতে চপলা চমকে সঘনে,
একেলা বালিকা
তরাসে কাঁপে কায়!

পিলু।

১ম দস্যু।—(বালিকার প্রতি)
পথ ভুলেছিস্ সত্যি বটে? সিধে রাস্তা দেখ্‌তে চাস্?
এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব, সুখে থাক্‌বি বার মাস্!
সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।
২য় দস্যু।—(প্রথমের প্রতি) কেমন হে ভাই?
কেমন সে ঠাঁই?

১ম।— মন্দ নহে বড়,
এক দিন না এক দিন সবাই সেথায় হব জড়।
সকলে।— হাঃ হাঃ হাঃ।
৩য়।—আয় সাথে আয়,রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিইগে তবে,
আর তা' হ'লে রাস্তা ভুলে ঘুর্‌তে নাহি হবে!
সকলে।— হাঃ হাঃ হাঃ।
সকলের প্রস্থান।

বনদেবীগণের প্রবেশ।

মিশ্র ঝিঁঝিট।

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়!
আহা ঐ করুণ চোখে ও কার পানে চায়!
বাঁধা কঠিন পাশে অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে,
আঁখি জলে ভাসে এ কি দশা হায়!
এ বনে কে আছে যাব কার কাছে
কে ওরে বাঁচায়!

দ্বিতীয় দৃশ্য। অরণ্যে কালী-প্রতিমা।
বাল্মীকি স্তবে আসীন।

বাগেশ্রী।

রাঙা পদ পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা।
সুরনর থরহর'—ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লব কর,
রণরঙ্গে মাতো মাগো ঘোরা উন্মাদিনী পারা।
ঝলসিয়ে দিশি দিশি, ঘুরাও তড়িত অসি,
ছুটাও শোণিত স্রোত ভাসাও বিপুল ধরা।
উর কালী কপালিনী, মহাকাল-সীমন্তিনী,
লহ জবা পুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা।

(বালিকারে লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ)

কাফি।

দস্যুগণ। দেখ, হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা।
বড় সরেস, পেয়েছি বলি সরেস,
এমন সরেস মছলি রাজা জালে না পড়ে ধরা।
দেরী কেন ঠাকুর সেরে ফেল' ত্বরা!

কানেড়া।

বাল্মীকি।—নিয়ে আয় কৃপাণ, রয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও, যা' ত্বরায়।
লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িত খেলে চোখে,
করিয়ে খণ্ড দিক্ দিগন্ত, ঘোর দন্ত ভায়!

ঝিঁঝিট।

বালিকা।—
কি দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়!
পথহারা একাকিনী বনে অসহায়,
রাখ রাখ রাখ বাঁচাও আমায়।
দয়া কর অনাথারে কে আমার আছে,
বন্ধনে কাতর তনু মরি যে ব্যথায়!
বনদেবী। (নেপথ্যে) দয়া কর অনাথারে দয়া কর গো
বন্ধনে কাতর তনু জর্জ্জর ব্যথায়! ২৩৫॥

সিন্ধু ভৈরবী।

বাল্মীকি।—এ কেমন হ'ল মন আমার!
কি ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারিনে!
পাষাণ হৃদয়ো গলিল কেনরে,
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে।
কি মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এযে টুটিল,
সব ভেসে গেল গো—সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে!

পরজ।

১ম দস্যু।—আরে, কি এত ভাবনা, কিছুত বুঝি না,
২য় দস্যু।—সময় ব'হে যায় যে!
৩য় দস্যু।—কখন্ এনেছি মোরা এখনো ত হল না,
৪র্থ দস্যু।—এ কেমন রীতি তব বাহ্‌রে!
বাল্মীকি।—না না হবে না, এ বলি হবে না,
অন্য বলির তরে, যা'রে যা'!
১ম দস্যু।—অন্য বলি এ রাতে কোথা মোরা পাব?
২য় দস্যু।—এ কেমন কথা কও বাহ্‌রে॥

দেওগিরী।

বাল্মীকি।—শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ
কৃপাণ খর্পর ফেলেদে দে।
বাঁধন কর ছিন্ন,
মুক্ত কর' এখনি রে!
(যথাদিষ্ট কৃত)

তৃতীয় দৃশ্য। অরণ্য। বাল্মীকি।

খাম্বাজ।

বাল্মীকি। ব্যাকুল হ'য়ে বনে বনে
ভ্রমি একেলা শূন্য মনে!
কে পূরাবে মোর কাতর প্রাণ,
জুড়াবে হিয়া সুধা বরিষণে?
(প্রস্থান)

(দস্যুগণ বালিকাকে পুনর্ব্বার ধরিয়া আনিয়া)

মিশ্র বাগেশ্রী।

ছাড়ব না ভাই ছাড়ব না ভাই
এমন শিকার ছাড়ব না!
হাতের কাছে অম্নি এল, অম্নি যাবে!
অম্নি যেতে দেবে কেরে!
রাজাটা খেপেছেরে তার কথা আর মান্‌ব না।
আজ রাতে ধুম হবে ভারি,
নিয়ে আয় কারণ-বারি,
জেলে দে মশালগুলো মনের মতন পূজো দেব—
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে—রাজাটা খেপেছেরে,
তার কথা আর মান্‌ব না!

কানাড়া।

প্রথম দস্যু।—
রাজা মহারাজা কে জানে আমিই রাজাধিরাজ।
তুমি উজীর কোতোয়াল তুমি,
ঐ ছোঁড়াগুলো বর্কন্দাজ!
যত সব কুঁড়ে আছে ঠাঁই জুড়ে,
কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে!
পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট্‌,
কর তোরা সব যে যার কাজ!

খাম্বাজ।

দ্বিতীয় দস্যু।
আছে তোমার বিদ্যে সাধ্যি জানা!
রাজত্ব করা এ কি তামাসা পেয়েছ!
প্রথম। জানিস্‌ না কেটা আমি!
দ্বিতীয়। ঢের্ ঢের্ জানি—ঢের্ ঢের্ জানি—
প্রথম। হাসিস্‌নে হাসিস্‌নে মিছে যা যা—
সব আপনা কাজে যা যা,
যা আপন কাজে!
দ্বিতীয়। খুব তোমার লম্বা চৌড়া কথা!
নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেছে!

মিশ্র সিন্ধু।

তৃতীয়। আঃ কাজ কি গোলমালে।
না হয় রাজাই সাজালে!
মরবার বেলায় মরবে ওটাই থাক্‌ব ফাঁকতালে!
প্রথম। রাম রাম হরি হরি, ওরা থাক্‌তে আমি মরি!
তেমন তেমন দেখ্‌লে বাবা ঢুক্‌ব আড়ালে!
সকলে। ওরে চল্ তবে শীগ্‌গিরি,
আনি পূজোর সামিগ্‌গিরি!
কথায় কথায় রাত পোহালো এম্‌নি কাজের ছিরি!
(প্রস্থান)

গারা ভৈরবী।

বালিকা। হা কি দশা হল আমার!
কোথা গো মা করুণাময়ী অরণ্যে প্রাণ যায় গো!
মুহূর্ত্তের তরে মা গো দেখা দাও আমারে
জনমের মত বিদায়!

পূজার উপকরণ লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ।

ও কালি প্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য।

ভাটিয়ারি।

এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী!
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী!
ক্ষান্ত দে মা শান্ত হ মা সন্তানের মিনতি!
রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি ওমা ত্রিনয়নী!

বাল্মীকির প্রবেশ।

বেহাগ।

বাল্মীকি। অহো আস্পর্দ্ধা এ কি তোদের নরাধম!
তোদের কারেও চাহিনে আর, আর আর নারে—
দূর্ দূর্ দূর্ আমারে আর ছুঁস্‌নে!

এ সব কাজ আর না, এ পাপ আর না,
আর না আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িনু!
প্রথম। দীন হীন এ অধম আমি কিছুই জানিনে রাজা!
এরাইত যত বাধালে জঞ্জাল,
এত করে বোঝাই বোঝে না!
কি করি, দেখ বিচারি!
দ্বিতীয়। বাঃ—এওত বড় মজা, বাহবা!
যত কুয়ের গোড়া ওইত, আরে বল্ নারে!
প্রথম। দুর্ দুর্ দুর্ নিলজ্জ আর বকিস্‌নে!
বাল্মীকি। তফাতে সব সরে যা! এ পাপ আর না,
আর না, আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িনু!
(দস্যুগণের প্রস্থান)

ভৈরবী।

বাল্মীকি। আয় মা আমার সাথে কোন ভয় নাহি আর।
কত দুঃখ পেলি বনে আহা মা আমার!
নয়নে ঝরিছে বারি, এ কি মা সহিতে পারি!
কোমল কাতর তনু কাঁপিতেছে বার বার!
(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। বনদেবীগণের প্রবেশ।

মল্লার।

রিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে বরষে।
গগনে ঘনঘটা শিহরে তরু লতা,
ময়ুর ময়ুরী নাচিছে হরষে।
দিশি দিশি সচকিত দামিনী চমকিত,
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে।
(প্রস্থান)

বাল্মীকির প্রবেশ।

বেহাগ।

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই।
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে!
যাই দেখি শিকারেতে, রহিব আমোদে মেতে,
ভুলি সব জ্বালা বনে বনে ছুটিয়ে
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে!
আপনা ভুলিতে চাই ভুলিব কেমনে!
কেমনে যাবে বেদনা!
ধরি ধনু আনি বাণ, গাহিব ব্যাধের গান,
দলবল লয়ে মাতিব।
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে!

(শৃঙ্গধ্বনি পূর্ব্বক দস্যুদের আহ্বান)

দস্যুগণের প্রবেশ।

সুরট।

দস্যু। কেন রাজা ডাকিস্ কেন, এসেছি সবে!
বুঝি আবার শ্যামা মায়ের পূজো হবে!
বাল্মীকি। শিকারে হবে যেতে আয়রে সাথে!
প্রথম। ওরে রাজা কি বল্‌চে শোন্!
সকলে। শিকারে চল্ তবে!
সবারে আন্ ডেকে যত দলবল সবে!
(বাল্মীকির প্রস্থান)

ইমন কল্যাণ।

এই বেলা সবে মিলে চলহো, চলহো,
ছুটে আয়, শিকারে কেরে যাবি আয়,
এমন রজনী বহে যায় যে,
ধনুর্ব্বাণ বল্লম লয়ে হাতে আয় আয় আয় আয়।
বাজা শিঙ্গা ঘন ঘন শব্দে কাঁপিবে বন
আকাশ ফেটে যাবে, চমকিবে পশু পাখী সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে, চারিদিকে ঘিরে
যাব পিছে পিছে হো হো হো হো!

বাল্মীকির প্রবেশ।

বাহার।

বাল্মীকি।—গহনে গহনে যারে তোরা নিশি বহে যায় যে!
তন্ন তন্ন করি অরণ্য করি বরাহ খোঁজ্ গে,
এই বেলা যারে!
নিশাচর পশু সবে, এখনি বাহির হবে,
ধনুর্ব্বাণ নেরে হাতে চল্ ত্বরা চল্!
জ্বালায়ে মশাল আলো এই বেলা আয়রে!
(প্রস্থান)

অহং।

প্রথম। চল চল ভাই ত্বরা করে মোরা আগে যাই!
দ্বিতীয়। প্রাণ পণ খোঁজ এ বন সে বন,
চল্ মোরা ক'জন ওদিকে যাই।
প্রথম। না না ভাই, কাজ নাই,
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই।
দ্বিতীয়। বরা' বরা'—
প্রথম। আরে দাঁড়া দাঁড়া অত ব্যস্ত হলে ফস্কাবে শিকার,
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয়, অশথ তলায়,
এবার ঠিক ঠাক্ হয়ে সবে থাক্,
সাবধান ধর বাণ, সাবধান ছাড় বাণ,
গেল গেল ঐঐ পালায় পালায় চল্ চল্
ছোট্‌রে পিছে আয়রে ত্বরা যাই।

বনদেবীগণের প্রবেশ।

মিশ্র মোল্লার।

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে!
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে।
মত্ত করী যত পদ্মবন দলে,
বিমল সরোবর মন্থিয়া,
ঘুমন্ত বিহগে কেন বধেরে,
সঘনে খর-শর সন্ধিয়া,
তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে।
স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে
করুণ নয়নে চাহিছে—
আকুল সরসী, সারস সারসী
শর-বনে পশি কাঁদিছে!
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
বিপদ ঘন ছায়া ছাইয়া—
কি জানি কি হবে আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া।

প্রথম দস্যুর প্রবেশ।

দেশ।

প্রাণ নিয়েত সট্‌কেছিরে করবি এখন কি!
ওরে বরা' করবি এখন কি!
বাবারে, আমি চুপ ক'রে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি।
এই মরদের মুরদ্‌খানা, দেখেও কিরে ভড়কালি না,
বাহবা সাবাস্ তোরে, সাবাস্‌রে তোর ভরসা দেখি!

(খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আরেক জন দস্যুর প্রবেশ)

গৌরী।

অন্য দস্যু। বল্‌ব কি আর বল্‌ব খুড়ো—উঁউঁ!
আমার যা হয়েছে, বলি কার কাছে,
একটা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে ঢুঁ!
প্রথম। তখন যে ভারি ছিল জারি জুরি,
এখন কেন করচ বাপু উঁউঁউঁ—
কোন্ খানে লেগেছে বাবা দিই একটু ফুঁ!

দস্যুগণের প্রবেশ।

শঙ্করা।

দস্যুগণ। সর্দ্দার মশায় দেরী না সয়,
তোমার আশায় সবাই বসে।
শিকারেতে হবে যেতে
মিহী কোমর বাঁধ ক'সে!
বনবাদাড় সব ঘেঁটে ঘুঁটে,
আমরা মরি খেটে খুটে
তুমি কেবল লুটে পুটে
পেট পোরাবে ঠেসে ঠুসে!
প্রথম। কাজ কি খেয়ে তোফা আছি,
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি,
শিকার কর্ত্তে যায় কে ম'র্ত্তে,
ঢুসিয়ে দেবে বরা' মোষে!
ঢুঁ খেয়ে ত পেট ভরে না—
সাধের পেট্‌টি যাবে ফেঁসে!
(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনঃপ্রবেশ)

বাল্মীকির দ্রুত প্রবেশ।

বাহার।

বাল্মীকি। রাখ্ রাখ্ ফেল্ ধনু, ছাড়িস্‌নে বাণ!
হরিণ শাবক ছটি প্রাণভয়ে ধায় ছুটি,

চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণ নয়ান।
কোন দোষ করেনিত, সুকুমার কলেবর,
কেমনে কোমল দেহে বিঁধিবি কঠিন শর!
থাক্ থাক্ ওরে থাক্, এ দারুণ খেলা রাখ্,
আজ হতে বিসর্জ্জিনু এ ছার ধনুক বাণ।

(প্রস্থান)

দস্যুগণের প্রবেশ।

নট্‌নারায়ণ।

দস্যুগণ। আর না আর না এখানে আর না,
আয় রে সকলে চলিয়া যাই!
ধনুক বাণ ফেলেছে রাজা,
এখানে কেমনে থাকিব ভাই!
চল চল চল এখনি যাই।

বাল্মীকির প্রবেশ।

দস্যুগণ। তোর দশা, রাজা, ভাল ত নয়,
রক্ত পাতে পাস্‌রে ভয়,
লাজে মোরা ম'রে যাই!
পাখীটি মারিলে কাঁদিয়া খুন,
না জানি কে তোরে করিল গুণ,
হেন কভু দেখি নাই!

(দস্যুগণের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

হাম্বির।

বাল্মীকি।—জীবনের কিছু হ'ল না, হায়!—
হল'না গো হ'ল না হায়, হায়,
গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব নিরাশার এ আঁধারে?
শূন্য হৃদয় আর বহিতে যে পারি না,
পারি না গো পারি না আর।
কি ল'য়ে এখন ধরিব জীবন, দিবস রজনী চলিয়া যায়,
দিবস রজনী চলিয়া যায়,
কতকি করিব বলি কত উঠে বাসনা,
কি করিব জানি না গো!
সহচর ছিল যারা ত্যেজিয়া গেল তারা; ধনুর্ব্বাণ ত্যেজেছি;
কোন আর নাহি কাজ!
কি করি কি করি বলি হাহা করি ভ্রমি গো,
কি করিব জানি না যে!

ব্যাধগণের প্রবেশ।

মিশ্র পূরবী।

প্রথম। দেখ্ দেখ্ দুটো পাখী বসেছে গাছে।
দ্বিতীয়। আয় দেখি চুপি চুপি আয়রে কাছে!
প্রথম। আরে ঝট্ করে এইবারে ছেড়ে দেরে বাণ।
দ্বিতীয়। রোস্ রোস্ আগে আমি করিরে সন্ধান!

সিন্ধু ভৈরবী।

বাল্মীকি। থাম্ থাম্ কি করিবি বধি পাখীটির প্রাণ।
দুটিতে র'য়েছে সুখে, মনের উলাসে গাহিতেছে গান!
১ম ব্যাধ। রাখ' মিছে ওসব কথা,
কাছে মোদের এসনাক হেথা,
চাইনে ওসব শাস্তর কথা, সময় ব'হে যায় যে।
বাল্মীকি। শোন শোন মিছে রোষ কোর না!
ব্যাধ। থাম থাম ঠাকুর এই ছাড়ি বাণ!

একটি ক্রৌঞ্চকে বধ।

বাল্মীকি। মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ,
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং।

বাহার।

কি বলিনু আমি!—এ কি সুললিত বাণীরে!
কিছু না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিনু দেবভাষা,
এমন কথা কেমনে শিখিনু রে।
পুলকে পূরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,
এ কি!—হৃদয়ে এ কি এ দেখি!—
ঘোর অন্ধকার মাঝে এ কি জ্যোতি ভায়
অবাক্!—করুণা এ কার?

সরস্বতীর আবির্ভাব।

ভূপালী।

বাল্মীকি। এ কি এ, একি এ, স্থির চপলা!
কিরণে কিরণে হ'ল সব দিক উজলা।
কি প্রতিমা দেখি এ,
জোছনা মাখিয়ে

কে রেখেছে আঁকিয়ে,
আ মরি কমল পুতলা!

(ব্যাধগণের প্রস্থান)

বনদেবীগণের প্রবেশ।

বনদেবী। নমি নমি ভারতী তব কমল-চরণে,
পুণ্য হল বনভূমি ধন্য হল প্রাণ।

বাল্মীকি। পূর্ণ হল বাসনা, দেবী কমলাসনা,
ধন্য হল দস্যুপতি গলিল পাষাণ।

বনদেবী। কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া তুমি যে,
হৃদয় কমলে চরণ কমল কর দান!

বাল্মীকি। তব কমল পরিমলে রাখ হৃদি ভরিয়ে
চির দিবস করিব তব চরণ-সুধা পান।

দেবীগণের অন্তর্ধান।

বাল্মীকি কালী প্রতিমার প্রতি।

রামপ্রসাদী সুর।

শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা!
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা!
এত দিন কি ছল করে তুই পাষাণ করে রেখেছিলি!
(আজ) আপন মায়ের দেখা পেয়ে নয়ন জলে গলেছি মা!
কালো দেখে ভুলিনে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন,
আমায় তুমি ছলেছিলে (এবার) আমি তোমায় ছলেছি মা।
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

টোড়ী।

বাল্মীকি।—কোথা লুকাইলে?
সব আশা নিভিল, দশদিশি অন্ধকার
সবে গেছে চ'লে ত্যেজিয়ে আমারে,
তুমিও কি তেয়াগিলে?

লক্ষ্মীর আবির্ভাব।

সিন্ধু।

লক্ষ্মী।—কেন গো আপন মনে, ভ্রমিছ বনেবনে, সলিল দুনয়নে
কিসের দুখে?
কমলা দিতেছে আসি, রতন রাশি রাশি, ফুটুক তবে হাসি
মলিন মুখে।
কমলা যারে চায়, বল সে কি না পায়, দুখের এ ধরায়
থাকে সে সুখে।
ত্যজিয়া কমলাসনে, এসেছি ঘোর বনে, আমারে শুভক্ষণে
হের গো চোখে।

টোড়ী।

বাল্মীকি।—কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা!
তুমিত নহো সে দেবী, কমলাসনা,
কোরোনা আমারে ছলনা!
কি এনেছ ধন মান! তাহা যে চাহেনা প্রাণ;
দেবি গো, চাহিনা চাহিনা, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না,
তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক্—হয় হোক্—
আমি, দেবি, সে সুখ চাহি না।
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসনা এসনা,
এসনা এ দীন জন কুটীরে!
যে বীণা শুনেছি কানে, মন প্রাণ আছে ভোর,
আর কিছু চাহিনা চাহিনা!

(লক্ষ্মীর অন্তর্ধান বাল্মীকির প্রস্থান।)

বনদেবীগণের প্রবেশ।

ভৈরোঁ।

বাণী বীণাপাণি করুণাময়ী।
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবি অয়ি!
স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরম বেদনা,
তোমারে চাহি ফিরিছে হের কাননে কাননে ওই।

বনদেবীগণের প্রস্থান। বাল্মীকির প্রবেশ।

সরস্বতীর আবির্ভাব।

বাহার।

বাল্মীকি। এই যে হেরি গো দেবী আমারি।
সব কবিতাময় জগত চরাচর,
সব শোভাময় নেহারি।
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদিছে,
ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে,

জলন্ত কবিতা তারকা সবে ;
এ কবিতার মাঝারে তুমি কেগো দেবি
আলোকে আলো আঁধারি !
আজি মলয় আকুল, বনে বনে এ কি এ গীত গাহিছে,
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী,
নব রাগ রাগিণী উছাসিছে,
এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদয় সব অবারি।
তুমিই কি দেবী ভারতী, কৃপাগুণে অন্ধ আঁখি ফুটালে,
উষা আনিলে প্রাণের আঁধারে,
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে ?
তুমি ধন্য গো,
রব' চিরকাল চরণ ধরি তোমারি।

গৌড় মল্লার।

হৃদয়ে রাখ' গো দেবি, চরণ তোমার।
এস, মা করুণারাণী, ও বিধু-বদন খানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার।
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার।
মৃদু মৃদু হাসি হাসি, বিলাও অমৃত রাশি,
আলোয় ক'রেছ আলো, জ্যোতি-প্রতিমা,
তুমি গো লাবণ্য-লতা, মূর্ত্তি মধুরিমা।
বসন্তের বনমালা, অতুল রূপের ডালা
মায়ার মোহিনী মেয়ে ভাবের আধার,
ঘুচাও মনের মোর সকল আধার।
অদর্শন হ'লে তুমি ত্যেজি লোকালয় ভূমি
অভাগা বেড়াবে কেঁদে গহনে গহনে,
হেরে মোরে তরুলতা, বিষাদে কবে না কথা
বিষণ্ণ কুসুমকুল বনফুল-বনে।
"হা দেবী, হা দেবী" বলি, গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি ;
ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির-আসার,
হেরিব জগত শুধু আঁধার—আঁধার !

সরস্বতী। দীনহীন বালিকার সাজে,
এসেছিনু ঘোর বনমাঝে,
গলাতে পাষাণ তোর মন,
কেন, বৎস, শোন্ তাহা, শোন্ !
আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান।
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ।
যে রাগিণী শুনে তোর গ'লেছে কঠোর মন,
সে রাগিণী তোরি কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণ-তলে,
চারি দিকে দিক-বধূ আকুল নয়ন-জলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা।
যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ওহৃদয়,
শত-স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগতময়।
যেথায় হিমাদ্রি আছে সেথা তোর নাম র'বে,
যেথায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্য-স্রোত ব'বে !
সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া
শ্মশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্ব্বরিয়া !
শুনিতে শুনিতে বৎস, তোর সে অমর গীত,
জগতের শেষ দিনে রবি হবে অস্তমিত।
যতদিন আছে শশি, যতদিন আছে রবি,
তুই বাজাইবি বীণা তুই আদি, মহা কবি।
মোর পদ্মাসন তলে রহিবে আসন তোর।
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর।
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।
এই সে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার !
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার ॥

সন্ধ্যা সঙ্গীত।

উপহার।

অয়ি সন্ধ্যে,
অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী,
কেশ এলাইয়া,
নত করি স্নেহময় মোহময় মুখ
জগতেরে কোলেতে লইয়া,
মৃদু মৃদু ওকি কথা কহিস্ আপন মনে
মৃদু মৃদু গান গেয়ে গেয়ে,
জগতের মুখ পানে চেয়ে!

প্রতিদিন শুনিয়াছি আজো তোর ওই কথা
নারিনু বুঝিতে!
প্রতিদিন শুনিয়াছি আজো তোর ওই গান
নারিনু শিখিতে!
চোখে শুধু লাগে ঘুমঘোর,
প্রাণ শুধু ভাবে হয় ভোর!
হৃদয়ের অতি দূর—দূর—দূরান্তরে
মিলাইয়া কণ্ঠস্বর তোর কণ্ঠস্বরে
কে জানেরে কোথাকার উদাসী প্রবাসী যেন
তোর সাথে তোরি গান করে।
অয়ি সন্ধ্যা, তোরি যেন স্বদেশের প্রতিবেশী
তোরি যেন আপনার ভাই
প্রাণের প্রবাসে মোর দিশা হারাইয়া
কেঁদে কেঁদে বেড়ায় সদাই!
যখনি শুনে সে তোর স্বর
শোনে যেন স্বদেশের গান,
সহসা সুদূর হতে অমনি সে দেয় সাঁড়া,
অমনি সে খুলে দেয় প্রাণ!
চারিদিকে চেয়ে দেখে—আকুল ব্যাকুল হয়ে
খুঁজিয়ে বেড়ায় যেন তোরে
ডাকে যেন তোর নাম ধরে।

যেন তার কতশত পুরাণ সাধের স্মৃতি
জাগিয়া উঠেরে ওই গানে!
ওই তারকার মাঝে যেন তার গৃহ ছিল,
হাসিত কাঁদিত ওই খানে!
বিজন গভীর রাতে ওই তারকার মাঝে
বসিয়া গাহিত যেন গান,
ওইখান হতে যেন জগতের চারিদিক
দেখিত সে মেলিয়া নয়ান!
সেই সব পড়ে বুঝি মনে,
অশ্রুবারি ঝরে দু নয়নে।
কত আশা, কত সখা, প্রাণের প্রেয়সী তার
হোথা বুঝি ফেলে আসিয়াছে,
প্রাণ বুঝি তাহাদের কাছে
আর বার ফিরে যেতে চায়
পথ তবু খুঁজিয়া না পায়!

কত না পুরাণ' কথা, কত না হারান' গান
কত না প্রাণের দীর্ঘশ্বাস,
সরমের আধ হাসি সোহাগের আধ বাণী
প্রণয়ের আধ মৃদু ভাষ
সন্ধ্যা, তোর ওই অন্ধকারে
হারাইয়া গেছে একেবারে!
পূর্ণ করি অন্ধকার তোর
তা'রা সবে ভাসিয়া বেড়ায়,
যুগান্তের প্রশান্ত হৃদয়ে
ভাঙ্গাচোরা জগতের প্রায়!
যবে এই নদী তীরে বসি তোর পদতলে,
তা'রা সবে দলে দলে আসে,
প্রাণেরে ঘেরিয়া চারি পাশে,
হয়ত একটি কথা, একটি আধেক বাণী
চারিদিক হতে বারে বার
শ্রবণেতে পশে অনিবার!

হয়ত একটি হাসি, একটি আধেক হাসি
সমুখেতে ভাসিয়া বেড়ায়,
কভু ফোটে, কভুবা মিলায়!
হয়ত একটি ছায়া, একটি মুখের ছায়া
আমার মুখের পানে চায়,
চাহিয়া নীরবে চলে যায়!
অয়ি সন্ধ্যা, স্নেহময় তোর স্বপ্নময় কোলে
তাই আমি আসি নিতি নিতি,
স্নেহের আঁচল দিয়ে প্রাণ মোর দিস ঢেকে,
এনে দিস্ অতীতের স্মৃতি!

আজ আসিয়াছি সন্ধ্যা,—বসি তোর অন্ধকারে
মুদিয়া নয়ান,
সাধ গেছে গাহিবারে—মৃদু স্বরে শুনাবারে
দু চারিটি গান!
সে গান না শোনে কেহ যদি,
যদি তারা হারাইয়া যায়,
সন্ধ্যা, তুই যযতনে গোপনে বিজনে অতি
ঢেকে দিস্ আঁধারের ছায়।
যেথায় পুরাণ' গান যেথায় হারান' হাসি,
যেথা আছে বিস্মৃত স্বপন,
সেই খানে যযতনে রেখে দিস্ গান গুলি
রচে দিস্ সমাধি শয়ন!
জানি সন্ধ্যা, জানি তোর স্নেহ,
গোপনে ঢাকিবি তার দেহ,
বসিয়া সমাধি পরে, নিষ্ঠুর কৌতুক ভরে
দেখিস্ হাসে না যেন কেহ!
ধীরে শুধু ঝরিবে শিশির,
মৃদু শ্বাস ফেলিবে সমীর।
স্তব্ধতা কপোলে হাত দিয়ে
একা সেথা রহিবে বসিয়া,
মাঝে মাঝে দুয়েকটি তারা
সেথা আসি পড়িবে খসিয়া!

গান আরম্ভ।

ডাকি তোরে, আয়রে হেথায়,
সাধের কবিতা তুই আয়!
চারি দিকে খেলিতেছে মেঘ,
বায়ু আসি করিছে চুম্বন,
সীমা-হারা নভস্তল, দুই বাহু পসারিয়া
হৃদয়ে করিছে আলিঙ্গন।

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার,
এই খানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে, কবিতা আমার।
যবে আমি আসিব হেথায়
মন্ত্র পড়ি ডাকিব তোমায়।
মেঘেতে মেঘেতে মিলে মিলে
হেলে দুলে বাতাসে বাতাসে,
হাসি হাসি মুখখানি করি'
নামিয়া আসিবি মোর পাশে।
বাতাসে উড়িবে তোর বাস,
ছড়ায়ে পড়িবে কেশপাশ,
ঈষৎ মেলিয়া আঁখি পাতা
মৃদু হাসি পড়িবে ফুটিয়া,
হৃদয়ের মৃদুল কিরণ
অধরেতে পড়িবে লুটিয়া।
গলাটি জড়ায়ে ধরি মোর
বসে' র'বি কোলের উপর।
এলোথেলো কেশ পাশ লয়ে
বসে বসে খেলিব হেথায়,
উষার অলক দুলাইয়া
সমীরণ যেমন খেলায়!
চুমিয়া চুমিয়া ফুটাইব
আধফুটো হাসির কুসুম,
মুখ লয়ে বুকের মাঝারে
গান গেয়ে পাড়াইব ঘুম!
কৌতুকে করিয়া কোলাকুলি
আসিবে মেঘের শিশুগুলি,
ঘিরিয়া দাঁড়াবে তারা সবে,
অবাক্ হইয়া চেয়ে রবে!
তাই তোরে ডাকিতেছি আমি
কবিতা রে, আয় এক বার,

নিরিবিলি দুটিতে মিলিয়া
র'ব হেথা, বধূটি আমার!

মেঘ হতে নেমে ধীরে ধীরে
আয়লো কবিতা মোর বামে।
চম্পক অঙ্গুলি দুটি দিয়ে
অন্ধকার ধীরে সরাইয়ে,
উষাটী যেমন করে' নামে।

বায় হতে আয়লো কবিতা,
আসিয়া বসিবি মোর পাশে,
কে জানে বনের কোথা হোতে
ভেসে ভেসে সমীরণ স্রোতে
সৌরভ যেমন করে আসে!

হৃদয়ের অন্তঃপুর হতে
বধূ মোর, ধীরে ধীরে আয়।
ভীরু প্রেম যেমন করিয়া
ধীরে উঠে হৃদয় ধরিয়া,
বঁধুর পায়ের কাছে গিয়ে
অমনি মূরছি পড়ে যায়!

অথবা শিথিল কলেবরে
এস তুমি, বস' মোর পাশে;
শোয়াইয়া তুষার শয়নে,
চুমি চুমি মুদিত নয়নে,
মরণ যেমন করে আসে,
শিশির যেমন করে ঝরে;
পশ্চিমের আঁধার সাগরে
তারাটি যেমন করে যায়;
অতি ধীরে মৃদু হেসে, সীঁথুর সীমন্ত দেশে
দিবা সে যেমন করে আসে
মরিবারে স্বামীর চিতায়,
পশ্চিমের জলন্ত শিখায়।
পরবাসী ক্ষীণআয়ু একটি মুমূর্ষু বায়ু
স্বদেশ কানন পানে ধায়
শ্রান্ত পদ উঠিতে না চায়;
যেমনি কাননে পশে, ফুলবধূটির পাশে,
শেষ কথা বলিতে বলিতে
তখনি অমনি মরে যায়।
তেমনি, তেমনি করে এস,
কবিতা রে, বধূটি আমার,
ম্লান মুখে করুণা রসিয়া,
চোখে ধীরে ঝরে অশ্রু ধার।
দুটি শুধু পড়িবে নিশ্বাস,
দুটি শুধু বাহিরিবে বাণী,
বাহু দুটি হৃদয়ে জড়ায়ে
মরমে রাখিবি মুখখানি!

সন্ধ্যা।

ব্যথা বড় বাজিয়াছে প্রাণে,
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়!
কাছে আয়—আরো কাছে আয়—
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার
তোর বুকে লুকাইতে চায়।

তোর কাছে ফেলিরে নিশ্বাস,
তোর কাছে কহি মনোকথা,
তোর কাছে করি প্রসারিত
প্রাণের নিভৃত নীরবতা।
তোর গান শুনিতে শুনিতে
তোর তারা গুণিতে গুণিতে,
নয়ন মুদিয়া আসে মোর,
হৃদয় হইয়া আসে ভোর—
স্বপন-গোধূলীময় প্রাণ
হারায় প্রাণের মাঝে তোর!
একটি কথাও নাই মুখে,
চেয়ে শুধু রোস্ মুখ পানে
অনিমেষ আনত নয়ানে।
ধীরে শুধু ফেলিস নিশ্বাস,
ধীরে শুধু কানে কানে গাস
ঘুম-পাড়াবার মৃদু গান,
কোমল কমল কর দিয়ে
ঢেকে শুধু দিস্ দুনয়ান,

ভুলে যাই সকল যাতনা
জুড়াইয়া আসে মোর প্রাণ!

তাই তোরে ডাকি একবার,
আমার দুখেরে ঢেকে রাখ্,
বল্ তারে ঘুমাইতে বল্
কপালেতে হাতখানি রাখ্!
কোলাহল করিয়া দে দূর—
দুখেরে কোলেতে করে নিয়ে
রচে' দে নিভৃত অন্তঃপুর।

আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়,
হাতে লয়ে স্বপনের ডালা,
গুন্ গুন্ মন্ত্র পড়ি পড়ি
গাঁথিয়া দে স্বপনের মালা,
জড়ায়ে দে আমার মাথায়,
স্নেহ-হস্ত বুলায়ে দে গায়!
স্রোতস্বিনী ঘুম ঘোরে, গাবে কুলু কুলু কোরে
ঘুমেতে জড়িত আধ' গান,
ঝিল্লিরা ধরিবে একতান,
দিন-শ্রমে শ্রান্ত বায়ু গৃহে মুখে যেতে যেতে
গান গাবে অতি মৃদু স্বরে,
পদশব্দ শুনি তার তন্দ্রা ভাঙ্গি লতা পাতা
ভর্ৎসনা করিবে মরমরে।
ভাঙ্গা ভাঙ্গা গান গুলি মিলিয়া হৃদয় মাঝে
মিশে যাবে স্বপনের সাথে,
নানাবিধ রূপ ধরি ভ্রমিয়া বেড়াবে তারা
হৃদয়ের গুহাতে গুহাতে!
আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়
জগতের নয়ন ঢেকে দে—
আঁধার আঁচল পেতে দিয়ে
কোলেতে মাথাটি রেখে দে!

—

তারকার আত্মহত্যা।

জ্যোতির্ম্ময় তীর হ'তে আঁধার সাগরে
ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা,
একেবারে উন্মাদের পারা!
চৌদিকে অসংখ্য তারা রহিল চাহিয়া
অবাক্ হইয়া—
এই যে জ্যোতির বিন্দু আছিল তাদের মাঝে
মুহূর্ত্তে সে গেল মিশাইয়া!
যে সমুদ্র-তলে
মনোদুঃখে আত্মঘাতী,
চির-নির্ব্বাপিত ভাতি—
শত মৃত তারকার
মৃত দেহ রয়েছে শয়ান,
সেথায় সে করেছে পয়ান!

কেন গো কি হয়েছিল তার?
একবার শুধালে না কেহ?
কি লাগি সে তেয়াগিল দেহ?

যদি কেহ শুধাইত
আমি জানি কি যে সে কহিত!
যত দিন বেঁচে ছিল
আমি জানি কি তারে দহিত!
সে কেবল হাসির যন্ত্রণা,
আর কিছু না!
জলন্ত অঙ্গার-খণ্ড, ঢাকিতে আঁধার হৃদি
অনিবার হাসিতেই রহে,
যত হাসে ততই সে দহে!
তেমনি—তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল—
দহিত—দহিত তারে—দহিত কেবল!
জ্যোতির্ম্ময় তারা-পূর্ণ বিজন তেয়াগি,
তাই আজ ছুটেছে সে নিতান্ত মনের ক্লেশে
আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি!

তবে গো তোমরা কেন সহস্র সহস্র তারা
উপহাস করি তারে হাসিছ অমন ধারা?
কহিতেছ—"আমাদের কি হয়েছে ক্ষতি?
যেমন আছিল আগে তেমনি র'য়েছে জ্যোতি।"

হেন কথা বলিও না আর!
সে কি কভু ভেবেছিল মনে—

(এত গর্ব্ব আছিল কি তার?)
আপনারে নিভাইয়া তোমাদের করিবে আঁধার?

গেল, গেল, ডুবে গেল, তারা এক ডুবে গেল,
আঁধার সাগরে—
গভীর নিশীথে,
অতল আকাশে!
হৃদয়, হৃদয় মোর, সাধ কিরে যায় তোর
ঘুমাইতে ওই মৃত তারাটির পাশে?
ওই আঁধার সাগরে!
এই গভীর নিশীথে!
ওই অতল আকাশে!

আশার নৈরাশ্য।

ওরে আশা, কেন তোর হেন দীন বেশ?
নিরাশারি মত যেন বিষণ্ণ বদন কেন?
যেন অতি সঙ্গোপনে,
যেন অতি সন্তর্পণে
অতি ভয়ে ভয়ে প্রাণে করিস্ প্রবেশ!
ফিরিবি কি প্রবেশিবি ভাবিয়া না পাস,
কেন, আশা, কেন, তোর কিসের তরাস!
বহুদিন আসিস্ নি প্রাণের ভিতর,
তাই কি সঙ্কোচ এত তোর?

আজ আসিয়াছ দিতে যে সুখ-আশ্বাস,
নিজে তাহা কর না বিশ্বাস!
তাই মুখ ম্লান অতি, তাই হেন মৃদু-গতি,
তাই উঠিতেছে ধীরে দুখের নিশ্বাস!
বসিয়া মরম স্থলে কহিছ চখের জলে—
"বুঝি, হেন দিন রহিবে না!
আজ যাবে, কাল আসিবেক,
দুঃখ যাবে ঘুচিবে যাতনা!"
কেন, আশা, মোরে কেন হেন প্রতারণা?
দুঃখক্লেশে আমি কি ডরাই?
আমি কি তাদের চিনি নাই?
তারা সবে আমারি কি নয়?
তবে, আশা কেন এত ভয়?
তবে কেন বসি মোর পাশ
মোরে, আশা, দিতেছ আশ্বাস?

বল, আশা, বসি মোর চিতে,
"আরো দুঃখ হইবে বহিতে,
হৃদয়ের যে প্রদেশ হয়েছিল ভস্মশেষ
আর যারে হ'ত না সহিতে
আবার নূতন প্রাণ পেয়ে
সেও পুন থাকিবে দহিতে!"
আরো কি সহিতে আছে একে একে মোর কাছে
খুলে বল, করিও না ভয়!
দুঃখ জ্বালা আমারি কি নয়?
তবে কেন হেন ম্লান মুখ?
তবে কেন হেন দীনবেশ?
তবে কেন এত ভয়ে ভয়ে
এ হৃদয়ে করিস্ প্রবেশ?

পরিত্যক্ত।

চলে গেল! আর কিছু নাই কহিবার!
চলে গেল! আর কিছু নাই গাহিবার!
শুধু গাহিতেছে আর শুধু কাঁদিতেছে
দীন হীন হৃদয় আমার,
শুধু বলিতেছে
"চলে গেল সকলেই চলে গেল গো!"
বুক শুধু ভেঙ্গে গেল দলে' গেল গো!

বসন্ত চলিয়া গেলে বর্ষা কেঁদে কেঁদে বলে—
"ফুল গেল, পাখী গেল
আমি শুধু রহিলাম, সবি গেল গো।"
দিবস ফুরালে রাতি স্তব্ধ হয়ে রহে,
শুধু কেঁদে কহে—
"দিন গেল, আলো গেল—রবি গেল গো,
কেবল একেলা আমি—সবি গেল গো।"
উত্তর বায়ুর সম প্রাণের বিজনে মম
কে যেন কাঁদিছে শুধু
"চলে গেল চলে গেল
সকলেই চলে গেল গো!"

উৎসব ফুরায়ে গেলে ছিন্ন শুষ্ক মালা
পড়ে থাকে হেথায় হোথায়—
তৈলহীন শিখাহীন ভগ্ন দীপগুলি
ধূলায় লুটায়—
একবার ফিরে কেহ দেখেনাক ভুলি
সবে চলে যায়!

পুরানো মলিন ছিন্ন বসনের মত
মোরে ফেলে গেল,
কাতর নয়নে চেয়ে রহিলাম কত
সাথে না লইল!

তাই প্রাণ গাহে শুধু—কাঁদে শুধু—কহে শুধু—
"মোরে ফেলে গেল—
সকলেই মোরে ফেলে গেল
সকলেই চলে' গেল গো!"
একবার ফিরে তারা চেয়েছিল কি?
বুঝি চেয়েছিল!
একবার ভুলে তারা কেঁদেছিল কি?
বুঝি কেঁদেছিল!
বুঝি ভেবে ছিল—
"লয়ে যাই— নিতান্ত কি একেলা কাঁদিবে?
না-না কি হইবে লয়ে? কি কাজে লাগিবে?"
তাই বুঝি ভেবেছিল!
তাই চেয়েছিল।

তার পরে! তার পরে?
তার পরে বুঝি হেসেছিল!
হসিত কপোলে তারি এক ফোঁটা অশ্রু বারি
মুহূর্ত্তেই শুকাইয়া গেল!
তার পরে? তার পরে!
চলে গেল!
তার পরে? তার পরে!
ফুল গেল, পাখী গেল, আলো গেল, রবি গেল—
সবি গেল—সবি গেল গো—
হৃদয় নিঃশ্বাস ছাড়ি কাঁদিয়া কহিল
"সকলেই চলে গেল গো!"
"আমারেই ফেলে গেল গো!"

সুখের বিলাপ।

অবশ নয়ন নিমীলিয়া
সুখে কহে নিশ্বাস ফেলিয়া—
"এমন জোছনা সুমধুর,
বাঁশরী বাজিছে দূর—দূর,
যামিনীর হসিত নয়নে
লেগেছে মৃদুল ঘুম-ঘোর।
নদীতে উঠেছে মৃদু ঢেউ,
গাছেতে নড়িছে মৃদু পাতা;
লতায় ফুটিয়া ফুল দুটি
পাতায় লুকায় তার মাথা;
মলয় সুদূর বন-ভূমে
কাঁপায়ে গাছের ছায়া গুলি,
লাজুক ফুলের মুখ হতে
ঘোমটা দিতেছে খুলি খুলি!
এমন মধুর রজনীতে
একেলা রয়েছি বসিয়া,
যামিনীর হৃদয় হইতে
জোছনা পড়িছে খসিয়া।

হৃদয়ে একেলা শুয়ে শুয়ে
সুখ শুধু এই গান গায়
"নিতান্ত একেলা আমি যে
কেহ—কেহ—কেহ নাই হায়!"
আমি তারে শুধাইনু গিয়া—
"কেন, সুখ, কার কর আশা?"
সুখ শুধু কাঁদিয়া কহিল—
ভালবাসা, ভালবাসা গো!

সকলি—সকলি হেথা আছে,
কুসুম ফুটেছে গাছে গাছে,
আকাশে তারকা রাশি রাশি,
জোছনা ঘুমায় হাসি হাসি,
সকলি—সকলি হেথা আছে,
সেই শুধু—সেই শুধু নাই,
ভালবাসা নাই শুধু কাছে!

অবশ নয়ন নিমীলিয়া
সুখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া—
"এই তটিনীর ধারে, এই শুভ্র জোছনায়,
এই কুসুমিত বনে, এই বসন্তের বায়,
কেহ মোর নাই একেবারে,
তাই সাধ গেছে কাঁদিবারে!
তাই সাধ যায় মনে মনে—
মিশাব এ যামিনীর সনে,
কিছুই রবে না আর প্রাতে,
শিশির রহিবে পাতে পাতে!
সাধ যায় মেঘটির মত,
কাঁদিয়া মরিয়া গিয়া আজি
অশ্রুজলে হই পরিণত!"
সুখ বলে—"এ জন্ম ঘুচারে
সাধ যায় হইতে বিষাদ।"
"কেন সুখ, কেন হেন সাধ?"
"নিতান্ত একা যে আমি গো—
কেহ যে—কেহ যে নাই মোর!"
"সুখ কারে চায় প্রাণ তোর?
সুখ, কার করিস্ রে আশা?"
সুখ শুধু কেঁদে কেঁদে বলে
"ভালবাসা—ভালবাসা গো!"

হৃদয়ের গীতিধ্বনি।

ওকি সুরে গান গাস্ হৃদয় আমার?
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বসন্ত, শরত নাই,
দিন নাই, রাত্রি নাই—
অবিরাম, অনিবার—
ওকি সুরে গান গাস্ হৃদয় আমার?
বিরলে বিজন বনে—বসিয়া আপন মনে
ভূমি পানে চেয়ে চেয়ে, এক্-ই গান গেয়ে গেয়ে—
দিন যায়, রাত যায়, শীত যায়, গ্রীষ্ম যায়,
তবু গান ফুরায় না আর!
মাথায় পড়িছে পাতা, পড়িছে শুকান' ফুল,
পড়িছে শিশির কণা, পড়িছে রবির কর—
পড়িছে বরষা জল ঝরঝর ঝরঝর—
কেবলি মাথার পরে করিতেছে সমস্বরে
বাতাসে শুকান' পাতা, মরমর মরমর;
বসিয়া বসিয়া সেথা, বিশীর্ণ মলিন প্রাণ
গাহিতেছে এক্-ই গান এক্-ই গান, এক্-ই গান।

পারিনে শুনিতে আর, এক্-ই গান এক্-ই গান।
কখন্ থামিবি তুই, বল্ মোরে—বল্ প্রাণ!
একেলা ঘুমায়ে আছি—
সহসা স্বপন টুটি,
সহসা জাগিয়া উঠি,
সহসা শুনিতে পাই—
হৃদয়ের এক ধারে—
সেই স্বর ফুটিতেছে—
সেই গান উঠিতেছে—
কেহ শুনিছে না যবে
চারিদিকে স্তব্ধ সবে
সেই স্বর, সেই গান—
অবিরাম অবিশ্রাম
অচেতন আঁধারের শিরে শিরে চেতনা সঞ্চারে!

দিবসে মগন কাজে, চারিদিকে দলবল,
চারিদিকে কোলাহল।
সহসা পাতিলে কান, শুনিতে পাই সে গান;
নানাশব্দময় সেই জনকোলাহল
তাহারি প্রাণের মাঝে এক মাত্র শব্দ বাজে,
এক সুর, এক ধ্বনি, অবিরাম—অবিরল—
যেন সে কোলাহলের হৃদয়স্পন্দন-ধ্বনি—
সমস্ত ভুলিয়া যাই, বসে বসে তাই গণি!

ঘুমাই বা জেগে থাকি, মনের দ্বারের কাছে,
কে যেন বিষণ্ণ প্রাণী দিনরাত বসে আছে—
চির দিন করিতেছে বাস,
তারি শুনিতেছি যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস!
এ প্রাণের ভাঙ্গা ভিতে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে;
ঘুঘু এক বসে বসে গায় এক স্বরে,
কে জানে কেন সে গান গায়!
গলি সে কাতর স্বরে স্তব্ধতা কাঁদিয়া মরে,
প্রতিধ্বনি করে হায় হায়!

হৃদয়রে! আর কিছু শিখিলিনে তুই,
শুধু ওই গান!
প্রকৃতির শত শত রাগিণীর মাঝে
শুধু ওই তান!

তোর গান শুনিবে না কেহ।
নাই বা শুনিল!
তোর গানে কাঁদিবে না কেহ!
নাই বা কাঁদিল।

তবে থাম্—থাম্ ওরে প্রাণ,
পারিনে শুনিতে আর—এক্-ই গান—এক্-ই গান!

দুঃখ আবাহন।

আয় দুঃখ, আয় তুই,
তোর তরে পেতেছি আসন!
হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি টানি উপাড়িয়া
বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস্ শোষণ;
জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ!
হৃদয়ে আয়রে তুই হৃদয়ের ধন!

যখনি হইবি শ্রান্ত বুকেতে রাখিস্ মাথা!
সে বিছানা সুকোমল শিরায় শিরায় গাঁথা!
সুখেতে ঘুমাস্ তুই হৃদয়ের নীড়ে;
অতি গুরু তোর ভার—
দুয়েকটি শিরা তাহে যাবে বুঝি ছিঁড়ে,
যাক্ ছিঁড়ে,
জননীর স্নেহে তোরে করিব বহন,
দুর্ব্বল বুকের পরে করিব ধারণ,
একেলা বসিয়া ঘরে অবিরল এক স্বরে
গাব তোর কানে কানে ঘুম পাড়াবার গান!
মুদিয়া আসিবে তোর শ্রান্ত দুনয়ান!
প্রাণের ভিতর হতে উঠিয়া নিশ্বাস
শ্রান্ত কপালেতে তোর করিবে বাতাস,
তুই সুখেতে ঘুমাস্!

আয় দুঃখ আয় তুই! ব্যাকুল এ হিয়া!
দুই হাতে মুখ চাপি হৃদয়ের ভূমি পরে
পড়্ আছাড়িয়া।
সমস্ত হৃদয় ব্যাপি একবার উচ্চস্বরে
অনাথ শিশুর মত ওঠরে কাঁদিয়া!
প্রাণের মর্ম্মের কাছে
একটি যে ভাঙ্গা বাদ্য আছে,
দুই হাতে তুলে নেরে সবলে বাজায়ে দেরে,
নিতান্ত উন্মাদ্ সম ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্!
ভাঙ্গেত ভাঙ্গিবে বাদ্য, ছেঁড়েত ছিঁড়িবে তন্ত্রী,
নেরে তবে তুলে নেরে, সবলে বাজায়ে দেরে,
নিতান্ত উন্মাদ সম ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্!
দারুণ আহত হয়ে দারুণ শব্দের ঘায়
যত আছে প্রতিধ্বনি বিষম প্রমাদ গণি
একেবারে সমস্বরে
কাঁদিয়া উঠিবে যন্ত্রণায়,
দুঃখ, দুই, আয় তুই আয়!
নিতান্ত একেলা এ হৃদয়!
আর কিছু নয়,
কাছে আয় একবার, তুলে ধর্ মুখ তার,
মুখে তার আঁখি দুটি রাখ্!
এক দৃষ্টে চেয়ে শুধু থাক্!
আর কিছু নয়—
নিরালয় এ হৃদয়
শুধু এক সহচর চায়!
তুই দুঃখ, তুই কাছে আয়!
কথা না কহিস্ যদি বসে' থাক্ নিরবধি
হৃদয়ের পাশে দিন রাতি।
যখনি খেলাতে চাস্, হৃদয়ের কাছে যাস্
হৃদয় আমার চায় খেলাবার সাথী!—
আয় দুঃখ, হৃদয়ের ধন,
এই হেথা পেতেছি আসন!
প্রাণের মর্ম্মের কাছে
এখনো যা' রক্ত আছে
তাই তুই করিস্ শোষণ!

শান্তি-গীত।

ঘুমা' দুঃখ হৃদয়ের ধন,
ঘুমা' তুই, ঘুমারে এখন।
সুখে সারা দিনমান শোণিত করিয়া পান
এখন ত মিটেছে তিয়াষ?
দুঃখ তুই সুখেতে ঘুমাস্!

আজ জোছনার রাত্রে বসন্ত পবনে,
অতীতের পরলোক ত্যজি শূন্য মনে,
বিগত দিবসগুলি শুধু একবার
পুরাণো খেলার ঠাঁই দেখিতে এসেছে
এই হৃদয়ে আমার;
যবে বেঁচেছিল, তারা এই এ শ্মশানে
দিন গেলে প্রতি দিন পুড়াত' যেখানে
একেকটি আশা আর একেকটি সুখ,—
সেইখানে আসি তারা বসিয়া রয়েছে
অতি ম্লান মুখ!
সেখানে বসিয়া তারা সকলে মিলিয়া
অতি মৃদুস্বরে
পুরাণো কালের গীতি নয়ন মুদিয়া
ধীরে গান করে।
দুঃখ তুই ঘুমা!'
ধীরে—উঠিতেছে গান—
ক্রমে—ছাইতেছে প্রাণ,
নীরবতা ছায় যথা সন্ধ্যার গগন।
গানের প্রাণের মাঝে, তোর তীব্র কণ্ঠস্বর
ছুরীর মতন—
তুই—থাম্ দুঃখ থাম্,
তুই—ঘুমা' দুঃখ ঘুমা'!

কাল্ উঠিস্ আবার,
খেলিস্ দুরন্ত খেলা হৃদয়ে আমার!
হৃদয়ের শিরাগুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি মোর
তাঁইতে রচিস্ তন্ত্রী বীণাটির তোর,
সারাদিন বাজাস্ বসিয়া
ধ্বনিয়া হৃদয়।—

আজ রাত্রে র'ব শুধু চাহিয়া চাঁদের পানে
আর কিছু নয়!—

——

অসহ্য ভালবাসা।

বুঝেছি গো বুঝেছি সজনি,
কি ভাব তোমার মনে জাগে,
বুক-ফাটা প্রাণ-ফাটা মোর ভালবাসা
এত বুঝি ভাল নাহি লাগে!
এত ভালবাসা বুঝি পার না সহিতে,
এত বুঝি পার না বহিতে।

যখনি গো নেহারি তোমায়—
মুখ দিয়া, আঁখি দিয়া, বাহিরিতে চায় হিয়া,
শিরার শৃঙ্খল গুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়,
ওই মুখ বুকে ঢাকে, ওই হাতে হাত রাখে,
কি করিবে ভাবিয়া না পায়,
যেন তুমি কোথা আছ খুঁজিয়া না পায়!
মন মোর পাগলের হেন প্রাণপণে শুধায় সে যেন
"প্রাণের প্রাণের মাঝে কি করিলে তোমারে গো পাই,
যে ঠাঁই র'য়েছে শূন্য, কি করিলে সে শূন্য পূরাই।"
এই রূপে দেহের দুয়ারে
মন যবে থাকে যুঝিবারে,
তুমি চেয়ে দেখ মুখ বাগে
এত বুঝি ভাল নাহি লাগে!
তুমি চাও যবে মাঝে মাঝে
অবসর পাবে তুমি কাজে
আমারে ডাকিবে একবার
কাছে গিয়া বসিব তোমার!
মৃদু মৃদু সুমধুর বাণী
কব তব কানে কানে রাণী।
তুমিও কহিবে মৃদু ভাষ,
তুমিও হাসিবে মৃদু হাস,
হৃদয়ের মৃদু খেলাখেলি;
ফুলেতে ফুলেতে হেলাহেলি।

চাও তুমি দুখহীন প্রেম,
ছুটে যেথা ফুলের সুবাস,
উঠে যেথা জোছনা-লহরী,
বহে যেথা বসন্ত-বাতাস।
নাহি চাও আত্মহারা প্রেম,
আছে যেথা অনন্ত পিয়াস,
বহে যেথা চোখের সলিল,
উঠে যেথা দুখের নিশ্বাস।
প্রাণ যেথা কথা ভুলে যায়,
আপনারে ভুলে যায় হিয়া,
অচেতন চেতনা যেথায়
চরাচর ফেলে হারাইয়া।

এমন কি কেহ নাই, বল্ মোরে, বল আশা,
মার্জ্জনা করিবে মোর অতি—অতি ভালবাসা!

হলাহল।

এমন ক'দিন কাটে আর!
ললিত গলিত হাস, জাগরণ, দীর্ঘশ্বাস,
সোহাগ, কটাক্ষ, মান, নয়ন-সলিল-ধার,
মৃদু হাসি, মৃদু কথা, আদরের, উপেক্ষার,
এই শুধু—এই শুধু—দিন রাত এই শুধু
এমন ক'দিন কাটে আর!

কটাক্ষে মরিয়া যায়, কটাক্ষে বাঁচিয়া উঠে,
হাসিতে হৃদয় জুড়ে, হাসিতে হৃদয় টুটে,
ভীরুর মতন আসে দাঁড়ায়ে রহে গো পাশে,
ভয়ে ভয়ে মৃদু হাসে, ভয়ে ভয়ে মুখ ফুটে,
একটু আদর পেলে অমনি চরণে লুটে,
অমনি হাসিটি জাগে মলিন অধর পুটে;
একটু ভ্রূকুটি হেরি অমনি সরিয়া যায়,
অমনি জগত যেন শূন্য মরুভূমি হেন,
অমনি মরণ যেন প্রাণের অধিক ভায়!
প্রণয় অমৃত এ কি? এ যে ঘোর হলাহল—
হৃদয়ের শিরে শিরে প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে
অবশ করেছে দেহ শোণিত করেছে জল!

কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, বসে আছ এক ঠাঁই
হাসি ও কটাক্ষ লয়ে খেলেনা গড়িছে যত,
কভু ঢুলে-পড়া আঁখি—কভু অশ্রু ভারে নত।
দূর কর—দূর কর—বিকৃত এ ভালবাসা—
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়-নাশা!
কোথায় প্রণয়ে মন যৌবনে ভরিয়া উঠে,
জগতের অধরেতে হাসির জোছনা ফুটে,
চোখেতে সকলি ঠেকে বসন্ত-হিল্লোলময়—
হৃদয়ের শিরে শিরে শোণিত সতেজে বয়—
তা নয়, একি এ হল, একি এ জর্জ্জর মন,
হাসিহীন দু অধর, জ্যোতিহীন দু নয়ন!
দূরে যাও—দূরে যাও -হৃদয় রে দূরে যাও—
ভুলে যাও—ভুলে যাও—ছেলে খেলা ভুলে যাও—
দূর কর'—দূর কর' বিকৃত এ ভালবাসা
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়নাশা!

অনুগ্রহ।

এই যে জগত হেরি আমি,
মহাশক্তি জগতের স্বামি,
একি হে তোমার অনুগ্রহ?
হে বিধাতা, কহ মোরে কহ।
ওই যে সমুখে সিন্ধু, এ কি অনুগ্রহ বিন্দু?
ওই যে আকাশে শোভে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তব অনুগ্রহ!
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র এক জন,
আমারে যে করেছ সৃজন,
একি শুধু অনুগ্রহ করে'
ঋণ পাশে বাঁধিবারে মোরে?
কটাক্ষে করিয়া অবহেলা,
হেসে ক্ষমতার হাসি, অসীম ক্ষমতা হতে
ব্যয় করিয়াছ এক রতি—
অনুগ্রহ করে মোর প্রতি?
শুভ্র শুভ্র যুঁই ছুটি ওই যে রয়েছে ফুটি
ওকি তব অতি শুভ্র ভালবাসা নয়?
বল মোরে, মহাশক্তিময়
ওই যে জোছনা হাসি, ওই যে তারকা রাশি,

আকাশে হাসিয়া ফুটে রয়,
ওকি তব ভালবাসা নয়?
ওকি তব অনুগ্রহ হাসি
কঠোর পাষাণ লোহ ময়?
তবে হে হৃদয়হীন দেব,
জগতের রাজ অধিরাজ,
হান' তব হাসিময় বাজ,
মহা অনুগ্রহ হ'তে তব
মুছে তুমি ফেলহ আমারে—
চাহিনা থাকিতে এ সংসারে!

কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়,
ভালবাসি আপনা ভুলিয়া,
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া,
ভক্তি করি পৃথিবীর মত,
স্নেহ করি আকাশের প্রায়।
আপনারে দিয়েছি ফেলিয়া,
আপনারে গিয়েছি ভুলিয়া,
যারে ভাল বাসি তার কাছে
প্রাণ শুধু ভালবাসা চায়।

সাক্ষী আছ তুমি অন্তর্যামী
কত খানি ভালবাসি আমি,
দেখি যবে তার মুখ, হৃদয়ে দারুণ সুখ
ভেঙ্গে ফেলে হৃদয়ের দ্বার—
বলে "এ কি ঘোর কারাগার!"—
প্রাণ বলে "পারিনে সহিতে,
এ দুরন্ত সুখেরে বহিতে!"
আকাশে হেরিলে শশি আনন্দে উথলি উঠি
দেয় যথা মহা পারাবার
অসীম আনন্দ উপহার,
তেমনি সমুদ্র-ভরা আনন্দ তাহারে দিই
হৃদয় যাহারে ভালবাসে,
হৃদয়ের প্রতি ঢেউ উথলি গাহিয়া উঠে
আকাশ পূরিয়া গীতোচ্ছাসে।
ভেঙ্গে ফেলি উপকূল পৃথিবী ডুবাতে চাহে
আকাশে উঠিতে চায় প্রাণ,
আপনারে ভুলে গিয়ে হৃদয় হইতে চাহে
একটি জগতব্যাপী গান।
তাহারে কবির অশ্রু হাসি
দিয়েছি কত না রাশি রাশি,
তাহারি কিরণে ফুটিতেছে
হৃদয়ের আশা ও ভরসা,
তাহারি হাসি ও অশ্রুজল
এ প্রাণের বসন্ত বরষা।

ভালবাসি, আর গান গাই—
কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়,
রাত্রি এত ভাল নাহি বাসে,
উষা এত গান নাহি গায়!
ভালবেসে কি পেয়েছি আমি!
গান গেয়ে কি পাইনু, স্বামি!
আগ্নেয়-পর্ব্বত-ভরা ব্যথা,
আর দুটি অনুগ্রহ কথা!
ভালবাসা স্বাধীন মহান্,
ভালবাসা পর্ব্বত সমান।
ভিক্ষাবৃত্তি করে না তপন
পৃথিবীরে চাহে সে যখন;
সে চাহে উজ্জ্বল করিবারে,
সে চাহে উর্ব্বর করিবারে;
জীবন করিতে প্রবাহিত
কুসুম করিতে বিকশিত।
চাহে সে বাসিতে শুধু ভাল,
চাহে সে করিতে শুধু আল;
স্বপ্নেও কি ভাবে কভু ধরা,
তপনেরে অনুগ্রহ করা?
যবে আমি যাই তার কাছে
সে কি মনে ভাবে গো তখন,
অনুগ্রহ ভিক্ষা মাগিবারে
এসেছে ভিক্ষুক এক জন?
জানে না কি অনুগ্রহে তার
বার বার পদাঘাত করি,
ভালবাসা ভক্তিভরে লয়ে
শতবার মস্তকেতে ধরি!

অনুগ্রহ পাষাণ- মমতা,
করুণার কঙ্কাল কেবল,
ভাবহীন বজ্রে গড়া হাসি—
স্ফটিক-কঠিন অশ্রু জল।
অনুগ্রহ বিলাসী গর্ব্বিত,
অনুগ্রহ দয়ালু-কৃপণ—
বহু কষ্টে অশ্রু বিন্দু দেয়
শুষ্ক আঁখি করিয়া মন্থন।
নীচ হীন দীন অনুগ্রহ
কাছে যবে আসিবারে চায়,
প্রণয় বিলাপ করি উঠে—
গীত গান ঘৃণায় পলায়।

হে দেবতা, অনুগ্রহ হতে
রক্ষা কর অভাগা কবিরে,
অপযশ, অপমান দাও
দুঃখ জ্বালা বহিব এ শিরে!
সম্পদের স্বর্ণ কারাগারে,
গরবের অন্ধকার মাঝ—
অনুগ্রহ রাজার মতন
চিরকাল করুক্ বিরাজ!
সোণার শৃঙ্খল ঝঙ্কারিয়া,—
গরবের স্ফীত দেহ লয়ে—
অনুগ্রহ আসেনাক' যেন
আমাদের স্বাধীন আলয়ে!
গান আসে বলে গান গাই,
ভালবাসি বলে ভালবাসি,
কেহ যেন মনে নাহি করে
মোরা কারো কৃপার প্রয়াসী।
না হয় শুনোনা মোর গান,
ভালবাসা ঢাকা রবে মনে;
অনুগ্রহ করে এই কোরো
অনুগ্রহ কোরোনা এজনে।

আবার।

তুমি কেন আইলে হেথায়
এ আমার সাধের আবাসে?
এ আলয়ে যে নিবাসী থাকে,
এ আলয়ে যে অতিথি আসে,
সবাই আমার সখা, সবাই আমার বঁধু,
সবারেই আমি ভালবাসি,
তারাও আমারে ভালবাসে,
তুমি তবে কেন এলে হেথা
এ আমার সাধের আবাসে?

এ আমার প্রেমের আলয়,
এ মোর স্নেহের নিকেতন,
বেছে বেছে কুসুম তুলিয়া
রচিয়াছি কোমল আসন।
কেহ হেথা নাইক নিষ্ঠুর,
কিছু হেথা নাইক কঠিন,
কবিতা আমার প্রণয়িনী
এইখানে আসে প্রতি দিন!
সমীর কোমল মন, আসে হেথা অনুক্ষণ,
যখনি সে পায় অবকাশ,
যখনি প্রভাত ফুটে, যখনি সে জেগে উঠে,
ছুটিয়া সে আসে মোর পাশ;
দুই বাহু প্রসারিয়া, আমারে বুকেতে নিয়া,
কত শত বারতা শুধায়,
সখা মোর প্রভাতের বায়!
আকাশেতে তুলে আঁখি বাতায়নে বসে থাকি,
নিশি যবে পোহায় পোহায়;
উষার আলোকে হারা সখী মোর শুকতারা
আমার এ মুখ পানে চায়,
নীরবে চাহিয়া রহে, নীরব নয়নে কহে
"সখা, আজ বিদায়—বিদায়!"
ধীরে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
প্রতি দিন আসে মোর পাশ।
দেখে, আমি বাতায়নে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে,
ফেলিতেছি দুখের নিশ্বাস;
অতি ধীরে আলিঙ্গন করে,
কথা কহে সকরুণ স্বরে,
কানে কানে বলে "হায় হায়!"

কোমল কপোল দিয়া কপোল চুম্বন করি
অশ্রু বিন্দু সুধীরে শুথায়।
সবাই আমার মন বুঝে,
সবাই আমার দুঃখ জানে,
সবাই করুণ আঁখি মেলি
চেয়ে থাকে এই মুখপানে!
যে কেহ আমার ঘরে আসে
সবাই আমারে ভালবাসে,
তবে কেন তুমি এলে হেথা,
এ আমার সাধের আবাসে!

ফের' ফের'—ও নয়ন ভাবহীন ও বয়ন
আনিও না এ মোর আলয়ে,
আমরা সখারা-মিলি আছি হেথা নিরিবিলি
আপনার মনোদুঃখ লয়ে।
এমনি হয়েছে শান্ত মন,
ঘুচেছে দুঃখের কঠোরতা;
ভাল লাগে বিহঙ্গের গান,
ভাল লাগে তটিনীর কথা।
ভাল লাগে কাননে দেখিতে
বসন্তের কুসুমের মেলা,
ভাল লাগে, সারাদিন বসে
দেখিতে মেঘের ছেলেখেলা।
এইরূপে সায়াহ্নের কোলে
রচেছি গোধূলী-নিকেতন,
দিবসের অবসান কালে
পশে হেথা রবির কিরণ।
আসে হেথা অতি দূর হতে
পাখীদের বিরামের তান,
ম্রিয়মাণ সন্ধ্যা বাতাসের
থেকে থেকে মরণের গান।
পরিশ্রান্ত অবশ পরাণে
বসিয়া রয়েছি এই খানে।

যাও মোরে যাও ছেড়ে, নিও না—নিও না কেড়ে,
নিও না, নিও না মন মোর;
সখাদের কাছ হতে ছিনিয়া নিও না মোরে,
ছিঁড়ো না এ প্রণয়ের ডোর!
আবার হারাই যদি এই গিরি, এই নদী,
মেঘ বায়ু কানন নির্ঝর,
আবার স্বপন ছুটে একেবারে যায় টুটে
এ আমার গোধূলীর ঘর,
আবার আশ্রয় হারা, ঘুরে ঘুরে হই সারা,
ঝটিকার মেঘ খণ্ড সম,
দুঃখের বিদ্যুৎ-ফণা ভীষণ ভুজঙ্গ এক
পোষণ করিয়া বক্ষে মম,—
তাহা হলে এ জনমে, নিরাশ্রয় এ জীবনে
ভাঙ্গা ঘর আর গড়িবে না,
ভাঙ্গা হৃদি আর জুড়িবে না!
কাল সবে গড়েছি আলয়,
কাল সবে জুড়েছি হৃদয়,
আজি তা' দিও না যেন ভেঙ্গে
রাখ' তুমি রাখ' এ বিনয়!

পাষাণী।

জগতের বাতাস করুণা,
করুণা সে রবিশশিতারা,
জগতের শিশির করুণা,
জগতের বৃষ্টিবারিধারা!
জননীর স্নেহধারাসম
এই যে জাহ্নবী বহিতেছে,
মধুরে তটের কানে কানে
আশ্বাস-বচন কহিতেছে—
এও সেই বিমল করুণা—
হৃদয় ঢালিয়া বহে যায়,
জগতের তৃষা নিবারিয়া
গান গাহে করুণ ভাষায়!
কাননের ছায়া সে করুণা,
করুণা সে উষার কিরণ,
করুণা সে জননীর আঁখি,
করুণা সে প্রেমিকের মন;—
এমন যে মধুর করুণা,

এমন যে কোমল করুণা,
জগতের হৃদয়-জুড়ানো
এমন যে বিমল করুণা,
দিন দিন বুক ফেটে যায়,
দিন দিন দেখিবারে পাই—
যারে ভালবাসি প্রাণপণে
সে করুণা তার মনে নাই!
পরের নয়ন জলে তার না হৃদয় গলে,
দুখেরে সে করে উপহাস,
দুখেরে সে করে অবিশ্বাস;
দেখিয়া হৃদয় মোর তরাসে শিহরি উঠে,
প্রেমের কোমল প্রাণে শত শত শেল ফুটে,
হৃদয় কাতর হয়ে নয়ন মুদিতে চায়,
কাঁদিয়া সে বলে "হায়! হায়,
এ ত নহে আমার দেবতা,
তবে কেন রয়েছে হেথায়?"

তুমি নও, সে জন ত নও,
তবে তুমি কোথা হতে এলে?
এলে যদি এস তবে কাছে,
এ হৃদয়ে যত অশ্রু আছে
একবার সব দিই ঢেলে,
তোমার সে কঠিন পরাণ
যদি তাহে এক তিল গলে,
কোমল হইয়া আসে মন
সিক্ত হয়ে অশ্রু জলে জলে!
কাঁদিবারে শিখাই তোমায়,
পর-দুঃখে ফেলিতে নিশ্বাস,
করুণার সৌন্দর্য্য অতুল
ও নয়নে করে যেন বাস।
প্রতিদিন দেখিয়াছি আমি
করুণারে করেছ পীড়ন,
প্রতিদিন ওই মুখ হতে
ভেঙ্গে গেছে রূপের মোহন।
কুবলয় আঁখির মাঝারে
সৌন্দর্য্য পাইনা দেখিবারে,
হাসি তব আলোকের প্রায়,
কোমলতা নাহি যেন তায়,
তাই মন প্রতিদিন কহে,
"নহে, নহে, এ জন সে নহে।"

শোন বঁধু শোন, আমি করুণারে ভালবাসি,
সে যদি না থাকে তবে ধূলিময় রূপরাশি!
তোমারে যে পূজা করি, তোমারে যে দিই ফুল,
ভালবাসি বলে যেন কখনো কোরনা ভুল!
যে জন দেবতা মোর কোথা সে আছে না জানি,
তুমিত কেবল তার পাষাণ-প্রতিমা খানি!
তোমার হৃদয় নাই, চোখে নাই অশ্রুধার,
কেবল রয়েছে তব, পাষাণ আকার তার!

দুদিন।

আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহার জাল,
শীর্ণ বৃক্ষ শাখা যত ফুলপত্রহীন;
মৃতপ্রায় পৃথিবীর মুখের উপরে
বিষাদে প্রকৃতি মাতা, শুভ্র বাষ্পজালে গাঁথা
কুঝ্‌ঝটি-বসন খানি দেছেন টানিয়া;
পশ্চিমে গিয়েছে রবি, স্তব্ধ সন্ধ্যা বেলা
বিদেশে আইনু শ্রান্ত পথিক একেলা!

রহিনু দুদিন।
এখনো রয়েছে শীত বিহঙ্গ গাহে না গীত,
এখনো ঝরিছে পাতা, পড়িছে তুহিন।
বসন্তের প্রাণ-ভরা চুম্বন পরশে
সর্ব্ব অঙ্গ শিহরিয়া পুলকে আকুল হিয়া
মৃত-শয্যা হতে ধরা জাগেনি হরষে।
এক দিন দুই দিন ফুরাইল শেষে,
আবার উঠিতে হল, চলিনু বিদেশে!

এই যে ফিরানু মুখ, চলিনু পূরবে,
আর কিরে এ জীবনে ফিরে আসা হবে?
কত মুখ দেখিয়াছি দেখিব না আর!
ঘটনা ঘটিবে কত, বরষ বরষ শত
জীবনের পর দিয়া হয়ে যাবে পার;

হয়ত বা একদিন অতি দূর দেশে,
আসিয়াছে সন্ধ্যা হয়ে বাতাস যেতেছে বয়ে,
একেলা নদীর ধারে রহিয়াছি বসে,
হুহু করে উঠিবেক সহসা এ হিয়া,
সহসা এ মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উজলিয়া
একটি অস্ফুট রেখা সহসা দিবে রে দেখা,
একটি মুখের ছবি উঠিবে জাগিয়া
একটি গানের ছত্র পড়িবেক মনে,
দুয়েক্‌টি সুর তার উদিবে স্মরণে,
অবশেষে একেবারে সহসা সবলে
বিস্মৃতির বাঁধ গুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া ফেলি
সে দিনের কথা গুলি বন্যার মতন
একেবারে বিপ্লাবিয়া ফেলিবে এ মন।

পাষাণ মানব মনে সহিবে সকলি!
ভুলিব, যতই যাবে বর্ষ বর্ষ চলি—
কিন্তু আহা, দুদিনের তরে হেথা এনু,
একটি কোমল প্রাণ ভেঙ্গে রেখে গেনু!
তার সেই মুখ খানি—কাঁদো কাঁদো মুখ,
এলানো কুন্তল জালে ছাইয়াছে বুক,
বাষ্পময় আঁখি দুটি অনিমিখ আছে ফুটি
আমারি মুখের পানে; অঞ্চল লুটিছে,—
থেকে থেকে উচ্ছসিয়া কাঁদিয়া উঠিছে,—
সুকুমার কুসুমটি—জীবন আমার—
বুক চিরে হৃদয়ের হৃদয় মাঝার
শত বর্ষ রাখি যদি দিবস রজনী
মেটে না মেটে না তবু তিয়াষ আমার;—
শত ফুল দলে গড়া সেই মুখ তার,
স্বপনেতে প্রতি নিশি হৃদয়ে উদিবে আসি,
এলানো আকুল কেশে, আকুল নয়নে।
সেই মুখ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে—
নিশীথের অন্ধকার আকাশের পটে
নক্ষত্র তারার মাঝে উঠিবেক ফুটে
ধীরে ধীরে রেখা রেখা সেই মুখ তার,
নিঃশঙ্কে মুখের পানে চাহিয়া আমার।
চমকি উঠিব জাগি শুনি ঘুম ঘোরে,
"যাবে তবে? যাবে?" সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে।

ফুরালো দুদিন—
শরতে যে শাখা হয়েছিল পত্রহীন
এ দুদিনে সে শাখা উঠেনি মুকুলিয়া।
অচল শিখর পরি যে তুষার ছিল পড়ি
এ দুদিনে কণা তার যায়নি গলিয়া,
কিন্তু এ দুদিন মাঝে একটি পরাণে
কি বিপ্লব বাধিয়াছে কেহ নাহি জানে।
ক্ষুদ্র এ দুদিন তার শত বাহু দিয়া
চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া।
দুদিনের পদচিহ্ন চিরদিন তরে
অঙ্কিত রহিবে শত বরষের শিরে!

পরাজয় সঙ্গীত।

ভাল করে যুঝিলিনে, হল তোরি পরাজয়,
কি আর ভাবিতেছিস্, ম্রিয়মাণ, হা হৃদয়!
কাঁদ তুই, কাঁদ, হেথা আয়,
একা বসে বিজনে বিদেশে!
জানিতাম জানিতাম হা—রে
এমনি ঘটিবে অবশেষে!
সংসারে যাহারা ছিল সকলেই জয়ী হল
তোরি শুধু হল পরাজয়,
প্রতি রণে প্রতি পদে একে একে ছেড়ে দিলি
জীবনের রাজ্য সমুদয়।
যতবার প্রতিজ্ঞা করিলি
ততবার পড়িল টুটিয়া,
ছিন্ন আশা বাঁধিয়া তুলিলি
বার বার পড়িল লুটিয়া।
সান্ত্বনা সান্ত্বনা করি ফিরি
সান্ত্বনা কি মিলিল রে মন?
জুড়াইতে ক্ষত বক্ষঃস্থল
ছুরিরে করিলি আলিঙ্গন!
ইচ্ছা, সাধ, আশা যাহা ছিল
অদৃষ্ট সকলি লুটে নিল।

মনে হইতেছে আজি, জীবন হারায়ে গেছে
মরণ হারায়ে গেছে হায়,

কে জানে একি এ ভাব? শূন্য পানে চেয়ে আছি
মৃত্যুহীন মরণের প্রায়!
পরাজিত এ হৃদয়, জীবনের দুর্গ মম
মরণে করিল সমর্পণ
তাই আজ জীবনে মরণ!
জাগ্, জাগ্, জাগ্ ওরে, গ্রাসিতে এসেছে তোরে
নিদারুণ শূন্যতার ছায়া,
আকাশ-গরাসী তার কায়া।
গেল তোর চন্দ্র সূর্য্য, গেল তোর গ্রহ তারা,
গেল তোর আত্ম আর পর,
এই বেলা প্রাণপণ কর!
এই বেলা ফিরে দাঁড়া তুই,
স্রোতোমুখে ভাসিস্‌নে আর!
যাহা পাস্ আঁকড়িয়া ধর্
সম্মুখে অসীম পারাবার।
সম্মুখেতে চির অমানিশি,
সম্মুখেতে মরণ বিনাশ!
গেল, গেল বুঝি নিয়ে গেল,
আবর্ত্ত করিল বুঝি গ্রাস।

শিশির।

শিশির কাঁদিয়া শুধু বলে,
"কেন মোর হেন ক্ষুদ্র প্রাণ?
শিশুটির কল্পনার মত
জনমি অমনি অবসান?
ঘুম-ভাঙা উষা মেয়েটির
একটি সুখের অশ্রু হায়,
হাসি তার ফুরাতে ফুরাতে
এ অশ্রুটি শুকাইয়া যায়!

টুক্‌টুকে মুখখানি নিয়ে
গোলাপ হাসিছে মুচকিয়ে,
বকুল প্রাণের সুধা দিয়ে,
বায়ুরে মাতাল করি তুলে;
প্রজাপতি ভাবিয়া না পায়
কাহারে তাহার প্রাণ চায়,
তুলিয়া অলস পাখা দুটি
ভ্রমিতেছে ফুল হতে ফুলে।
সেই হাসি-রাশির মাঝারে
আমি কেন থাকিতে না পাই?
যেমনি নয়ন মেলি, হায়,
সুখের নিমেষটির প্রায়,
অতৃপ্ত হাসিটি মুখে লয়ে
অমনি কেন গো মরে' যাই?"
শুয়ে শুয়ে অশোক পাতায়
মুমূর্ষু শিশির বলে "হায়!
কোন সুখ ফুরায়নি যার
তার কেন জীবন ফুরায়!"

"আমি কেন হইনি শিশির?"
কহে কবি নিঃশ্বাস ফেলিয়া।
"প্রভাতেই যেতেম শুকায়ে
প্রভাতেই নয়ন মেলিয়া!
হে বিধাতা, শিশিরের মত
গড়েছ আমার এই প্রাণ,
শিশিরের মরণটি কেন
আমারে করনি তবে দান?"

সংগ্রাম সংগীত।

হৃদয়ের সাথে আজি
করিব রে—করিব সংগ্রাম!
এত দিন কিছু না করিনু,
এত দিন বসে রহিলাম,
আজি এই হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম।
বিদ্রোহী এ হৃদয় আমার
জগৎ করিছে ছারখার!
গ্রাসিছে চাঁদের কায়া ফেলিয়া আঁধার ছায়া
সুবিশাল রাহুর আকার!
মেলিয়া আঁধার গ্রাস দিনেরে দিতেছে ত্রাস,
মলিন করিছে মুখ তার!
উষার মুখের হাসি লয়েছে কাড়িয়া,

গভীর বিরামময় সন্ধ্যার প্রাণের মাঝে
দুরন্ত অশান্তি এক দিয়াছে ছাড়িয়া!
প্রাণ হতে মুছিতেছে অরুণের রাগ,
দিতেছে প্রাণের মাঝে কলঙ্কের দাগ!
প্রাণের পাখীর গান দিয়াছে থামায়ে,
বেড়াত' যে সাধ গুলি মেঘের দোলায় দুলি,
তাদের দিয়েছে হায় ভূতলে নামায়ে!
ক্রমশই বিছাইছে অন্ধকার পাখা,
আঁখি হতে সব কিছু পড়িতেছে ঢাকা!
ফুল ফুটে—আমি আর দেখিতে না পাই,
পাখী গাহে, মোর কাছে গাহে না সে আর!
দিন হল, আলো হল, তবু দিন নাই,
আমি শুধু নেহারি পাথার অন্ধকার!

মিছা বসে রহিব না আর
চরাচর হারায় আমার।
রাজ্যহারা ভিখারীর সাজে,
দগ্ধ, ধ্বংস ভস্ম, পরি ভ্রমিব কি হাহা করি
জগতের মরুভূমি মাঝে?
আজ তবে হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম!
ফিরে নেব, কেড়ে নেব আমি
জগতের একেকটি গ্রাম!
ফিরে নেব সন্ধ্যা আর উষা,
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন,
কাননের ফুলময় ভূষা!
ফিরে নেব হারান সঙ্গীত,
ফিরে নেব মৃতের জীবন,
জগতের ললাট হইতে
আঁধার করিব প্রক্ষালন!
আমি হব সংগ্রামে বিজয়ী,
হৃদয়ের হবে পরাজয়!
জগতের দূর হবে ভয়!

হৃদয়েরে রেখে দেব বেঁধে,
বিরলে মরিবে কেঁদে কেঁদে!
দুঃখে বিঁধি কষ্টে বিঁধি জর্জর করিব হৃদি
বন্দী হয়ে কাটাবে দিবস,
অবশেষে হইবে সে বশ,
জগতে রটিবে মোর যশ!
বিশ্বচরাচরময় উচ্ছ্বসিবে জয়জয়
উল্লাসে পূরিবে চারিধার,
গাবে রবি, গাবে শশি, গাবে তারা শূন্যে বসি
গাবে বায়ু শত শত বার।
চারিদিকে দিবে হুলুধ্বনি,
বরষিবে কুসুম আসার,
বেঁধে দেব বিজয়ের মালা
শান্তিময় ললাটে আমার!

—

আমি-হারা।

হায় হায়!
জীবনের তরুণ বেলায়,
কে ছিলরে হৃদয় মাঝারে,
দুলিতরে অরুণ দোলায়!
হাসি তার ললাটে ফুটিত,
হাসি তার ভাসিত নয়নে,
হাসি তার ঘুমায়ে পড়িত
সুকোমল অধর শয়নে।
ঘুমাইলে, নন্দন-বালিকা
গেঁথে দিত স্বপন-মালিকা,
জাগরণে, নয়নে তাহার
ছায়াময় স্বপন জাগিত;
আশা তার পাখা প্রসারিয়া
উড়ে যেত উধাও হইয়া,
চাঁদের পায়ের কাছে গিয়ে
জোছনাময় অমৃত মাগিত।
বনে সে তুলিত শুধু ফুল,
শিশির করিত শুধু পান,
প্রভাতের পাখীটির মত
হরষে করিত শুধু গান!
কে গো সেই, কে গো হায় হায়,
জীবনের তরুণ বেলায়
খেলাইত হৃদয় মাঝারে
দুলিতরে অরুণ-দোলায়?

সচেতন অরুণ কিরণ
কে সে প্রাণে এসেছিল নামি ?
সে আমার শৈশবের কুঁড়ি,
সে আমার সুকুমার আমি !

প্রতিদিন বাড়িল আঁধার,
পথমাঝে উড়িলরে ধূলি,
হৃদয়ের অরণ্য আঁধারে
দুজনে আইনু পথ ভুলি।
নয়নে পড়িছে তার রেণু,
শাখা বাজে সুকুমার কায় ;
ঘন ঘন বহিছে নিঃশ্বাস
কাঁটা বিঁধে সুকোমল গায় !
ধুলায় মলিন হ'ল দেহ,
সভয়ে মলিন হ'ল মুখ,
কেঁদে সে চাহিল মুখ পানে
দেখে মোর ফেটে গেল বুক !

কেঁদে সে কহিল মুখ চাহি,
"ওগো মোরে আনিলে কোথায় ?
পা'য় পা'য় বাজিতেছে বাধা,
তরু-শাখা লাগিছে মাথায়।
চারিদিকে মলিন, আঁধার,
কিছু হেথা নাহি যে সুন্দর,
কোথা গো শিশির-মাখা ফুল,
কোথা গো প্রভাত রবিকর ?"
কেঁদে কেঁদে সাথে সে চ'লিল,
কহিল সে সকরুণ স্বর,
"কোথা গো শিশির-মাখা ফুল,
কোথা গো প্রভাত রবি-কর !"
প্রতিদিন বাড়িল আঁধার
পথ হল পঙ্কিল, মলিন,
মুখে তার কথাটিও নাই,
দেহ তার হ'ল বলহীন।
অবশেষে একদিন, কেমনে, কোথায়, কবে
কিছুই যে জানিনে গো হায়,
হারাইয়া গেল সে কোথায় !

রাখ' দেব, রাখ' মোরে রাখ,'
তোমার স্নেহেতে মোরে ঢাক,'
আজি চারিদিকে মোর এ কি অন্ধকার ঘোর,
একবার নাম ধ'রে ডাক' !
পারি না যে সামালিতে, কাঁদি গো আকুল চিতে,
কত রব' মৃত্তিকা বহিয়া ?
ধূলিময় দেহখানি ধূলায় আনিছে টানি
ধূলায় দিতেছে ঢাকি হিয়া !

হারায়েছি আমার আমারে,
আজ আমি ভ্রমি অন্ধকারে।
কখন বা সন্ধ্যাবেলা, আমার পুরাণ' সাথী
মুহূর্ত্তের তরে আসে প্রাণে ;
চারিদিক নিরখে নয়ানে।
প্রণয়ীর শ্মশানেতে একেলা বিরলে আসি
প্রণয়ী যেমন কেঁদে যায়,
নিজের সমাধি পরে নিজে বসি উপছায়া
যেমন নিঃশ্বাস ফেলে হায়,
কুসুম শুকায়ে গেলে, যেমন সৌরভ তার
কাছে কাছে কাঁদিয়া বেড়ায়,
সুখ ফুরাইয়া গেলে একটি মলিন হাসি
অধরে বসিয়া কেঁদে চায়,
তেমনি সে আসে প্রাণে চায় চারিদিক পানে
কাঁদে, আর কেঁদে চলে যায় !
বলে শুধু "কি ছিল, কি হল,
সে সব কোথায় চলে গেল !"

* * *

বহু দিন দেখি নাই তারে,
আসেনি এ হৃদয় মাঝারে।
মনে করি মনে আনি তার সেই মুখখানি,
ভাল করে মনে পড়িছে না;
হৃদয়ে যে ছবি ছিল, ধূলায় মলিন হল,
আর তাহা নাহি যায় চেনা !
ভুলে গেছি কি খেলা খেলিত,
ভুলে গেছি কি কথা বলিত !
যে গান গাহিত সদা, সুর তার মনে আছে,
কথা তার নাহি পড়ে মনে !

যে আশা হৃদয়ে লয়ে উড়িত সে মেঘ চেয়ে
আর তাহা পড়ে না স্মরণে!
শুধু যবে হৃদি মাঝে চাই
মনে পড়ে—কি ছিল, কি নাই!

গান সমাপন।

জনমিয়া এ সংসারে কিছুই শিখিনি আর
শুধু গাই গান!
স্নেহময়ী মা'র কাছে শৈশবে শিখিয়াছিনু
দুয়েকটি তান।
শুধু জানি তাই,
দিবানিশি তাই শুধু গাই।
শত ছিদ্র-ময় এই হৃদয়-বাঁশিটি ল'য়ে
বাজাই সতত,
দুঃখের কঠোর স্বর রাগিণী হইয়া যায়
মৃদুল নিঃশ্বাসে পরিণত!
আঁধার জলদ যেন ইন্দ্রধনু হয়ে যায়,
ভুলে যাই সকল যাতনা।
ভাল যদি না লাগে সে গান,
ভাল সখা, তা'ও গাহিব না।

এমন পণ্ডিত কত রয়েছেন শত শত
এ সংসার তলে,
আকাশের দৈত্য-বালা উন্মাদিনী চপলারে
বেঁধে রাখে দাসত্বের লোহার শিকলে।
আকাশ ধরিয়া হাতে নক্ষত্র-অক্ষর দেখি
গ্রন্থ পাঠ করিছেন তাঁরা,
জ্ঞানের বন্ধন যত ছিন্ন করে দিতেছেন,
ভাঙ্গি ফেলি অতীতের কারা।
আমি তার কিছুই করি না,
আমি তার কিছুই জানি না!
এমন মহান্ এ সংসারে
জ্ঞান-রত্ন রাশির মাঝারে,
আমি দীন শুধু গান গাই,
তোমাদের মুখ পানে চাই;

ভাল যদি না লাগে সে গান
ভাল সখা, তাও গাহিব না!

বড় ভয় হ'য়, পাছে কেহই না দেখে তারে
যে জন কিছুই শেখে নাই।
ওগো সখা, ভয়ে ভয়ে তাই
যাহা জানি, সেই গান গাই।
তোমাদের মুখ পানে চাই;
শ্রান্ত দেহ হীনবল নয়নে পড়িছে জল
রক্ত ঝরে চরণে আমার,
নিশ্বাস বহিছে বেগে, হৃদয় বাঁশিটি মম
বাজেনা—বাজে না বুঝি আর!
দিন গেল, সন্ধ্যা গেল, কেহ দেখিলে না চেয়ে
যত গান গাই!
বুঝি কারো অবসর নাই!
বুঝি কারো ভাল নাহি লাগে,
ভাল সখা আর গাহিব না!

উপহার।

ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এয়েছিলে,
স্নেহময়, ছায়াময়, সন্ধ্যাময় আঁখি মেলি
একবার শুধু চেয়েছিলে!
বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে, শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি,—
চাহিলে হৃদয় পানে মরমেতে পড়ে ছায়া,
তারা উঠে ফুটি!
আগে কে জানিত বল কত কি লুকান'ছিল
হৃদয়-নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।

কখনো গাওনি তুমি, কেবল নীরবে রহি
শিখায়েছ গান.
স্বপ্নময় শান্তিময় পূরবী রাগিণী তানে
বাঁধিয়াছ প্রাণ।

আকাশের পানে চাই— সেই স্বরে গান গাই
একেলা বসিয়া!
একে একে স্বর গুলি, অনন্তে হারায়ে যায়
আঁধারে, পশিয়া!

বল দেখি কত দিন আসনি এ শূন্য প্রাণে,
বল দেখি কত দিন চাওনি হৃদয় পানে,—
বল দেখি কত দিন শোননি এ মোর গান,
তবে সখি গান-গাওয়া হল বুঝি অবসান।

বল মোরে বল দেখি, এ আমার গান গুলি
কেন আর ভাল নাহি লাগে,
প্রাণের রাগিণী শুনি নয়নে জাগে না আভা
কেন সখি কিসের বিরাগে?
যে রাগ শিখায়েছিলে সে কি আমি গেছি ভুলে?
তার সাথে মিলিছে না স্বর?

তাই কি আসনা প্রাণে, তাই কি শোন না গান,
তাই সখি, রয়েছ কি দূর!
ভাল সখি, আবার শিখাও,—
আর বার মুখপানে চাও,
একবার ফেল অশ্রুজল
আঁখিপানে ছুটি আঁখি তুলি;
তা হলে পুরাণ' স্বর আবার পড়িবে মনে,
আর কভু যাইব না ভুলি!
সেই পুরাতন চোখে মাঝে মাঝে চেয়ো সখি
উজলিয়া স্মৃতির মন্দির,
এই পুরাতন প্রাণে মাঝে মাঝে এসো সখি
শূন্য আছে প্রাণের কুটীর।
নহিলে আঁধার মেঘ রাশি
হৃদয়ের আলোক নিভাবে,
একে একে ভুলে যাব স্বর,
গান গাওয়া সাঙ্গ হয়ে যাবে।

প্রভাত-সঙ্গীত।

আহ্বান সঙ্গীত।

ওরে তুই জগৎ ফুলের কীট!
জগৎ যে তোর শুকায়ে আসিল,
মাটিতে পড়িল খসে',
সারা দিন রাত গুমরি গুমরি
কেবলি আছিস্ বসে'!
মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই
রচিলি নিজের কারা,
আপনার জালে জড়ায়ে পড়িয়া
আপনি হইলি হারা!
অবশেষে কারে অভিশাপ দিস্
হাহুতাশ করে' সারা,
কোণে বসে' শুধু ফেলিস্ নিশাস,
ঢালিস্ বিষের ধারা!

জগৎ যে তোর মুদিয়া আসিল,
ফুটিতে নারিল আর,
প্রভাত হইলে প্রাণের মাঝারে
ঝরে না শিশির ধার।
জড়িত কুঞ্চিত বলিত হৃদয়ে
পশে না রবির কর,
নয়নে তাহার আলোক সহে না
জোছনা দেখিলে ডর!
কালো কীট ওরে, শুধু তোরে নিয়ে
মরণ পুষিছে প্রাণে,
অশ্রুকণা তোর জলিতেছে তার
মরমের মাঝখানে।
ফেলিস্ নিশাস, মরুর বাতাস,
জলিস্ আলাস কত,

আপন জগতে আপনি আছিস্
একটি রোগের মত!
হৃদয় ভার সে বহিতে পারে না,
আছে মাথা নত করে,
ফুটিবে না ফুল, ফলিবে না ফল,
শুকায়ে পড়িবে মরে'!
তুই শুধু সদা কাঁদিতে থাকিবি
মৃত জগতের মাঝে,
আঁধারের কোণে ঘুরিয়া বেড়াবি
কি জানি কিসের কাজে!
আঁধার লইয়া হুতাশ লইয়া
আপনে আপনি মিশে,
জরজর হয়ে মরিয়া রহিবি
নিজের নিশাস বিষে!
বাহিরে গাহিবে মরণের গান
শুকান' পল্লব গুলি,
জগতের সাথে ভূতলে পড়িয়া
ধূলিতে হইবি ধূলি!

রোদন, রোদন, কেবলি রোদন,
কেবলি বিষাদ শ্বাস,
লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে
কেবলি কোটরে বাস!
মাথা অবনত, আঁখি জ্যোতিহীন,
শরীর পড়েছে নুয়ে,
জীর্ণ শীর্ণ তনু ধূলিতে মাথান
অলস পড়িয়া ভুঁয়ে!
নাই কোন কাজ—মাঝে মাঝে চাস্
মলিন আপনা পানে,

আপনার স্নেহে কাতর বচন
কহিস্ আপন কানে?
দিবস রজনী মরীচিকা-সুরা
কেবলি করিস পান!
বাড়িতেছে তৃষা—বিকারের তৃষা
ছটফট করে প্রাণ!
দাও দাও বলে' সকলি যে চাস্,
জঠর জলিছে ভুখে!
মুঠি মুঠি ধূলা তুলিয়া লইয়া
কেবলি পূরিস্ মুখে!
নিজের নিশ্বাসে কুয়াশা ঘনায়ে
ঢেকেছে নিজের কায়া,
পথ আঁধারিয়া পড়েছে সমুখে
নিজের দেহের ছায়া।
ছায়ার মাঝারে দেখিতে না পাও,
শব্দ শুনিলে ডর'—
বাহু পসারিয়া চলিতে চলিতে
নিজেরে আঁকড়ি ধর',
মুখেতে রেখেছ আঁধার গুঁজিয়া,
নয়নে জ্বলিছে বিষ,
সাপের মতন কুটিল হাসিটি,
দশনে তাহার বিষ।
চারিদিকে শুধু ক্ষুধা ছড়াইছে,
যে দিকে পড়িছে দিঠ,
বিষেতে ভরিলি জগৎ, রে তুই
কীটের অধম কীট!
আজিকে বারেক ভ্রমরের মত
বাহির হইয়া আয়,
এমন প্রভাতে এমন কুসুম
কেনরে শুকায়ে যায়!
বাহিরে আসিয়া উপরে বসিয়া
কেবলি গাহিবি গান,
তবে সে কুসুম কহিবে কথা,
তবে সে খুলিবে প্রাণ!
আকাশে হাসিবে তরুণ তপন,
কাননে ছুটিবে বায়,
চারিদিকে তোর প্রাণের লহরী
উথলি উথলি যায়।
বায়ুর হিল্লোলে ধরিবে পল্লব
মরমর মৃদু তান,
চারি দিক হতে কিসের উল্লাসে
পাখীতে গাহিবে গান!
নদীতে উঠিবে শত শত ঢেউ,
গাবে তারা কল কল,
আকাশে আকাশে উথলিবে শুধু
হরষের কোলাহল!
কোথাও বা হাসি, কোথাও বা খেলা,
কোথাও বা সুখ গান,
মাঝে বসে তুই বিভোর হইয়া,
আকুল পরাণে নয়ান মুদিয়া
অচেতন সুখে চেতনা হারায়ে
করিবিরে মধুপান।
ভুলে যাবি ওরে আপনারে তুই
ভুলে যাবি তোর গান।
মোহ লেগে যাবে নয়নেতে তোর,
যে দিকে চাহিবি হয়ে যাবি ভোর,
যাহারে হেরিবি, তাহারে হেরিয়া
মজিয়া রহিবে প্রাণ!
ঘুমের ঘোরেতে গাহিবে পাখী
এখনো যে পাখী জাগেনি,
মহান্ আকাশ ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া
উঠিবে বিভাস রাগিণী!
জগত-অতীত আকাশ হইতে
বাজিয়া উঠিবে বাঁশি,
প্রাণের বাসনা আকুলা হইয়া
কোথায় যাইবে ভাসি!
উদাসিনী আশা গৃহ তেয়াগিয়া
অসীম পথের পথিক হইয়া
সুদূর হইতে সুদূরে উঠিয়া
আকুল হইয়া চায়,
যেমন, বিভোর চকোরের গান
ভেদিয়া ভেদিয়া সুদূর বিমান,

চাঁদের চরণে মরিবারে গিয়া
মেঘেতে হারায়ে যায়!
মুদিত নয়ান, পরাণ বিভল
স্তবধ হইয়া শুনিবি কেবল,
জগতেরে সদা ডুবায়ে দিতেছে
জগত-অতীত গান;
তাই শুনি যেন জাগিতে চাহিছে
ঘুমেতে মগন প্রাণ!
জগত বাহিরে যমুনা-পুলিনে
কে যেন বাজায় বাঁশি,
স্বপন সমান পশিতেছে কানে
ভেদিয়া নিশীথ রাশি;
উদাস জগত যেতে চায় সেথা
দেখিতে পেয়েছে পথ,
দিবস রজনী চলেছেরে তাই
পূরাইতে মনোরথ!
এ গান শুনিনি এ আলো দেখিনি,
এ মধু করিনি পান,
এমন বাতাস পরাণ পূরিয়া
করেনিরে সুধা দান,
এমন প্রভাত-কিরণ-মাঝারে
কখন করিনি স্নান,
বিফলে জগতে লভিনু জনম,
বিফলে কাটিল প্রাণ!
দেখ্‌রে সবাই চলেছে বাহিরে
সবাই চলিয়া যায়,
পথিকেরা সবে হাতে হাতে ধরি
শোন্‌রে কি গান গায়!
জগৎ ব্যাপিয়া, শোন্‌রে সবাই
ডাকিতেছে, আয়, আয়,
কেহবা আগেতে কেহবা পিছায়ে,
কেহ ডাক শুনে ধায়!
অসীম আকাশে, স্বাধীন পরাণে
প্রাণের আবেগে ছোটে,
এ শোভা দেখিলে জড়ের শরীরে
পরাণ নাচিয়া ওঠে!

তুই শুধু ওরে ভিতরে বসিয়া
গুমরি মরিতে চাস!
তুই শুধু ওরে করিস রোদন
ফেলিস দুখের শ্বাস!
ভূমিতে পড়িয়া, আঁধারে বসিয়া
আপনা লইয়া রত,
আপনারে সদা কোলেতে তুলিয়া
সোহাগ করিস কত!
আর কত দিন কাটিবে এমন
সময় যে চলে যায়।
ওই যে ওই রে ডাকিছে সবাই
বাহির হইয়া আয়!

———

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

আজি এ প্রভাতে প্রভাত-বিহগ
কি গান গাইল রে!
অতি দূর—দূর আকাশ হইতে
ভাসিয়া আইল রে!
না জানি কেমনে পশিল হেথায়
পথহারা তার একটি তান,
আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
গভীর গুহায় নামিয়া নামিয়া,
আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
ছুঁয়েছে আমার প্রাণ!
আজি এ প্রভাতে সহসা কেনরে
পথহারা রবি-কর
আলয় না পেয়ে পড়েছে আসিয়ে
আমার প্রাণের পর।
বহুদিন পরে একটি কিরণ
গুহায় দিয়েছে দেখা,
প'ড়েছে আমার আঁধার সলিলে
একটি কনক রেখা!
প্রাণের আবেগ রাখিতে নারি,
থর থর করি কাঁপিছে বারি,
টলমল জল করে থল থল,
কল কল করি ধরেছে তান।

আজি এ প্রভাতে কি জানি কেনরে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ!
জাগিয়া, দেখিনু চারিদিকে মোর
পাষাণে রচিত কারাগার ঘোর,
বুকের উপরে আঁধার বসিয়া
করিছে নিজের ধ্যান।
না জানি কেনরে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ!

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি র'য়েছি বাঁধা!
র'য়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ পরে!
গভীর—গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্ত প্রাণ একেলা গাহিছে গান,
মিশিছে স্বপন-গীতি বিজন হৃদয়ে মোর!
দূর—দূর—দূর হ'তে ভেদিয়া আঁধার কারা,
মাঝে মাঝে দেখা দেয় একটি সন্ধ্যার তারা!
ঘুমায়ে দেখিরে যেন স্বপনের মোহ মায়া,
পড়েছে প্রাণের মাঝে একটি হাসির ছায়া!
তারি মুখ দেখে দেখে, আঁধার হাসিতে শেখে,
তারি মুখ চেয়ে চেয়ে করে নিশি অবসান;
শিহরি উঠেরে বারি দোলেরে-দোলেরে প্রাণ,
প্রাণের মাঝারে ভাসি, দোলেরে—দোলেরে হাসি,
দোলেরে প্রাণের পরে আশার স্বপন মম,
দোলেরে তারার ছায়া সুখের আভাস সম!
প্রণয়-প্রতিমা যবে স্বপনে দেখেরে কবি,
অধীর সুখের ভরে কাঁপে বুক থর থরে,
কম্পমান বক্ষ পরে দোলে সে মোহিনী ছবি;
দুখীর আঁধার প্রাণে সুখের সংশয় যথা,
দুলিয়া দুলিয়া সদা মৃদু মৃদু কহে কথা!
মৃদু ভয়, কভু মৃদু আশ,
মৃদু হাসি, কভু মৃদু শ্বাস;
বহুদিন পরে শোনা বিস্মৃত গানের তান,
দোলেরে প্রাণের মাঝে, দোলেরে আকুল প্রাণ,
আধ' আধ' জাগিছে স্মরণে,
পড়ে পড়ে, নাহি পড়ে মনে!

তেমনি তেমনি দোলে, তারাটি আমার কোলে,
করতালি দিয়ে বারি কল কল গান গায়,
দোলায়ে দোলায়ে যেন ঘুম পাড়াইতে চায়!
মাঝে মাঝে একদিন, আকাশেতে নাই আলো,
পড়িয়া মেঘের ছায়া কালো জল হয় কালো।
আঁধার সলিল পরে ঝর ঝর বারি ঝরে
ঝর ঝর ঝর ঝর, দিবানিশি অবিরল,
বরষার দুখ কথা, বরষার আঁখি জল!
শুয়ে শুয়ে আন মনে দিবানিশি তাই শুনি,
একটি একটি ক'রে দিবানিশি তাই গুণি,
তারি সাথে মিলাইয়ে কল কল গান গাই,
ঝর ঝর কল কল দিন নাই, রাত নাই!
এমনি নিজেরে ল'য়ে রয়েছি নিজের কাছে,
আঁধার সলিল পরে আঁধার জাগিয়া আছে!
এমনি নিজের কাছে খুলেছি নিজের প্রাণ,
এমনি পরের কাছে শুনেছি নিজের গান!

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান!
না জানি কেনরে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
(ওরে) উথলি উঠেছে বারি,
(ওরে) প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি!
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খ'সে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে!
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়,
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়
কোথায় কারার দ্বার!
প্রভাতেরে যেন লইতে কাড়িয়া,
আকাশেরে যেন ফেলিতে ছিঁড়িয়া

উঠে শূন্য পানে　পড়ে আছাড়িয়া
করে শেষে হাহাকার!
প্রাণের উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
আলিঙ্গন তরে উর্দ্ধে বাহু তুলি
আকাশের পানে উঠিতে চায়।
প্রভাত-কিরণে পাগল হইয়া
জগত মাঝারে লুটিতে চায়!
কেনরে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন?
ভাঙ্‌রে হৃদয় ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর্‌;
মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ,
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর।
সহসা আজি এ জগতের মুখ
নূতন করিয়া দেখিনু কেন?
একটি পাখীর আধখানি তান
জগতের গান গাহিল যেন!
জগত দেখিতে হইব বাহির,
আজিকে করেছি মনে,
দেখিব না আর নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোণে!
আমি—ঢালিব করুণা-ধারা!
আমি—ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা,
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা!
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিবরে পরাণ ঢালি!
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল,
তালে তালে দিব তালি।
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
নব নব দেশে বারতা লইয়া,
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া,
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেব' প্রাণ　ব'হে যাবে প্রাণ,
ফুরাবে না আর প্রাণ!
এত কথা আছে,　এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে,　এত সাধ আছে,
প্রাণ হয়ে আছে ভোর!
শ্যামল আমার দুইটি কূল,
মাঝে মাঝে তাহে ফুটিবে ফুল।
খেলাছলে কাছে আসিয়া লহরী
চকিতে চুমিয়া পলায়ে যাবে,
শরম-বিভলা কুসুম-রমণী
ফিরাবে আনন শিহরি অমনি,
আবেশেতে শেষে অবশ হইয়া
খসিয়া পড়িয়া যাবে।
ভেসে গিয়ে শেষে　কাঁদিবে সে হায়
কিনারা কোথায় পাবে!
মেঘগরজনে বরষা আসিবে,
মদির-নয়নে বসন্ত হাসিবে,
বিশদ-বসনে শিশির-মালা
আসিবে হাসিবে শরত বালা।
কূলে কূলে মোর উছলি জল,
কুলু কুলু ধোবে চরণ তল।
কূলে কূলে মোর ফুটিবে হাসি,
বিকশিত কাশ-কুসুম-রাশি।
বিমল-গগনা, বিভোর নগনা,
পূরণিমা নিশি জোছনা-মগনা;
ঘুম-ঘোরে কভু গাহিবে কোকিল,
দূরে দূরে কভু বাজিবে বাঁশি।
ভাসিয়া আসিবে ফুলের বাস,
মূরছি পড়িবে মলয় বায়!
দুরু দুরু মোর দুলিবে হিয়া
শিহরিয়া মোর উঠিবে কায়।

এত সুখ কোথা, এত রূপ কোথা,
এত খেলা কোথা আছে,
যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব
কে জানে কাহার কাছে!

(ওরে) অগাধ বাসনা, অসীম আশা,
জগৎ দেখিতে চাই!
জাগিয়াছে সাধ—চরাচর ময়
প্লাবিয়া বহিয়া যাই!
যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যত কাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি,
তবে আর কিবা চাই,
পরাণের সাধ তাই!
কি জানি কি হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান!
সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়!
অহো কি মহান সুখ অনন্তে হইতে হারা,
মিশাতে অনন্ত প্রাণে, অনন্ত প্রাণের ধারা!
ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে ডাকে যেন!
আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন!
পৃথিবীরে বুকে লয়ে সমুদ্র একেলা বসি
অসীম প্রাণের কথা কহিতেছে দিবানিশি,
বিস্মৃত বিহ্বল হেন, আপনি জানেনা যেন,
মহাসিন্ধু ধ্যানে বসি, আপনি উঠিছে বাণী!
কেহ শুনিবার নাই—নাই কোথা জনপ্রাণী।
কেবল আকাশ একা দাঁড়ায়ে রয়েছে তথা,
নীরব শিষ্যের মত শুনিছে মহান্ কথা।
কি কথারে—কি কথা সে—শুনিতে ব্যাকুল প্রাণ,
একেলা কবির মত গাহিছে কিসের গান!
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, দিন নাই রাত্রি নাই,
সঙ্গী নাই, জনপ্রাণী নাই,
একাকী চরণ প্রান্তে বসিয়া শুনিব তাই।
আসিবে গভীর রাত্রি আঁধারে জগত ঢাকি
দিশাহারা অন্ধকারে মুদিয়া রহিব আঁখি।
স্তব্ধতার প্রাণ উঘাটিয়া,
ভেদি সেই অন্ধকার ঘোর,
কেবলি সে একতান সমুদ্রের বেদগান
সারারাত্রি অবিশ্রাম পশিবে শ্রবণে মোর!
ওই যে হৃদয় মোর আহ্বান শুনিতে পায়,
"কে আসিবি, কে আসিবি, কে তোরা আসিবি আয়!
পাষাণ বাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারাপ্রাণ ঢালি দিয়া জুড়ায়ে জগৎ-হিয়া,
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা!"
আমি যাব'—আমি যাব'—কোথায় সে, কোন্ দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ, গাহিব করুণা গান;
উদ্বেগ-অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।
ওরে চারিদিকে মোর,
এ কি কারাগার ঘোর!
ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্, কারা, আঘাতে আঘাত কর!
(ওরে আজ) কি গান গেয়েছে পাখী,
এয়েছে রবির কর।

প্রভাত-উৎসব।

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি!
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।
এসেছে সখা-সখী বসিয়া চোখোচোখী,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখী হাসিছে শিশু গুলি!
এসেছে ভাই বোন্, পুলকে-ভরা মন,
ডাকিছে "ভাই ভাই„ আঁখিতে আঁখি তুলি।
সখারা এল ছুটে, নয়নে তারা ফুটে,
পরাণে কথা উঠে, বচন গেল ভুলি!
সখীরা হাতে হাতে ভ্রমিছে সাথে সাথে
দোলায় চড়ি তারা করিছে দোলাদুলি
শিশুরে লয়ে কোলে জননী এল চোলে,
বুকেতে চেপে ধরে বলিছে "ঘুমো ঘুমো!"

আনত দুনয়ানে চাহিয়া মুখ পানে
বাছার চাঁদ মুখে খেতেছে শত চুমো!
পুলকে পুরে প্রাণ শিহরে কলেবর,
প্রেমের ডাক শুনি এসেছে চরাচর!
এসেছে রবি শশি এসেছে কোটি তারা
ঘুমের শিয়রেতে জাগিয়া থাকে যারা!
পরাণ পূরে গেল, হরষে হল ভোর,
জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর!
প্রভাত হল যেই কি জানি হল এ কি!
আকাশ পানে চাই কি জানি কারে দেখি,
প্রভাত বায়ু বহে কি জানি কি যে কহে,
মরম মাঝে মোর কি জানি কি যে হয়!
এস হে এস কাছে সখাহে এস কাছে—
এসহে ভাই এস, বস হে প্রাণ-ময়!
পূরব মেঘ মুখে পড়েছে রবি-রেখা!
অরুণ-রথ চূড়া আধেক যায় দেখা!
তরুণ আলো দেখে পাখীর কলরব,
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব!
মধুর মধু আলো মধুর মধু বায়,
মধুর মধু গানে তটিনী বহে যায়;
যেদিকে আঁখি চায় সেদিকে চেয়ে থাকে,
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে,
নয়ন ডুবে যায় শিশির-আঁখি-ধারে,
হৃদয় ডুবে যায় হরষ-পারাবারে।

আয়রে আয় বায়ু যা'রে যা প্রাণ নিয়ে,
জগত মাঝারেতে দে রে তা প্রসারিয়ে।
ভ্রমিবি বনে বনে যাইবি দিশে দিশে,
সাগর পারে গিয়ে পূরবে যাবি মিশে;
লইবি পথ হতে পাখীর কলতান,
যুঁথীর মৃদু শ্বাস. মালতী মৃদু বাস,
অমনি তারি সাথে যা রে যা নিয়ে প্রাণ।
পাখীর গীত ধার ফুলের বাস-ভার
ছড়াবি পথে পথে হরষে হয়ে ভোর,
অমনি তারি সাথে ছড়াবি প্রাণ মোর!
ধরার ঘিরি ঘিরি কেবলি যাবি ব'য়ে;
ধরার চারিদিকে প্রাণেরে ছড়াইয়ে।

পেয়েছি এত প্রাণ যতই করি দান
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তারে!
আয় রে মেঘ, আয় বারেক নেমে আয়,
কোমল কোলে তুলে আমারে নিয়ে যারে।
কনক পাল তুলে বাতাসে দুলে দুলে
ভাসিতে গেছে সাধ আকাশ পারাবারে।

আকাশ, এস এস, ডাকিছ বুঝি ভাই,
গেছি ত তোরি বুকে আমি ত হেথা নাই।
প্রভাত-আলো সাথে ছড়ায় প্রাণ মোর,
আমার প্রাণ দিয়ে ভরিব প্রাণ তোর।

ওঠ হে ওঠ রবি, আমারে তুলে লও,
অরুণ-তরী তব পূরবে ছেড়ে দাও।
আকাশ-পারাবার বুঝি হে পার হবে—
আমারে লও তবে—আমারে লও তবে!

জগত আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে একি গান।
কে তুমি মহাজ্ঞানী, কে তুমি মহারাজ,
গরবে হেলা করি হেসোনা তুমি আজ।
বারেক চেয়ে দেখ আমার মুখ পানে,
উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝ খানে।
আপনি আসি উষা শিয়রে বসি ধীরে,
অরুণ কর দিয়ে মুকুট দেন শিরে,
নিজের গলা হতে কিরণ মালা খুলি
দিতেছে রবি-দেব আমার গলে তুলি।
ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি পরে,
জেনেছি ভাই ব'লে জগত চরাচরে।

অনন্ত জীবন।

অধিক করি না আশা, কিসের বিষাদ,
জনমেছি দুদিনের তরে,
যাহা মনে আসে তাই আপনার মনে
গান গাই আনন্দের ভরে!
এ আমার গান গুলি দুদণ্ডের গান,
রবে না রবে না চির দিন,

পূরব-আকাশ হতে উঠিবে উচ্ছ্বাস
পশ্চিমেতে হইবে বিলীন!
তা' বোলে নয়নে কেন ওঠে অশ্রু জল—
কেন তোর দুখের নিশ্বাস,
গীত গান বন্ধ করে রয়েছিস্ বসে
কেন ওরে হৃদয় হতাশ?
আনন্দের প্রাণ তোর, আনন্দের গান,
সাঙ্গ তাহা করিস্নে আজ—
যখন যা মনে হবে উঠিবি গাহিয়া
এই শুধু—এই তোর কাজ!

কাল গান ফুরাইবে, তা বলে গাবে না কেন,
আজ যবে হয়েছে প্রভাত!
আজ যবে জলিছে শিশির,
আজ যবে কুসুম কাননে
বহিয়াছে বিমল সমীর!
আজ যবে ফুটেছে কুসুম,
নলিনীর ভাঙ্গিয়াছে ঘুম,
পল্লবের শ্যামল-হিল্লোল,
তটিনীতে উঠেছে কল্লোল,
নয়নেতে মোহ লাগিয়াছে,
পরাণেতে প্রেম জাগিয়াছে!

তোরা ফুল, তোরা পাখী, তোরা খোলা প্রাণ,
জগতের আনন্দ যে তোরা,
জগতের বিষাদ-পাসরা।
পৃথিবীতে উঠিয়াছে আনন্দ-লহরী
তোরা তার একেকটি ঢেউ,
কখন্ উঠিলি আর কখন মিলালি
জানিতেও পারিল না কেউ!
কত শত উঠিতেছে, যেতেছে টুটিয়া
কে বল' রাখিবে তাহা মনে;
তা ব'লে কি সাধ যায় লুকাইতে প্রাণ
সূর্য্যহীন আঁধার মরণে?
যা হবে, তা হবে মোর, কিসের ভাবনা!
রাখি শুধু মুহূর্ত্তের আশ,
একটি তরঙ্গ হয়ে আনন্দ সাগরে
মুহূর্ত্তেই পাইব বিনাশ!
প্রতিদিন কত শত ফুটে ওঠে ফুল,
প্রতি দিন ঝ'রে প'ড়ে যায়,
ফুল-বাস মুহূর্ত্তে ফুরায়!
প্রতি দিন কত শত পাখী গান গায়,
গান তার শূন্যেতে মিশায়!
ভেসে যায় শত ফুল, ভেসে যায় বাস,
ভেসে যায় শত শত গান—
তারি সাথে, তারি মাঝে দেহ এলাইয়া
ভেসে যাবি তুই মোর প্রাণ!
তুই ফুরাইয়া গেলে গান ফুরাইবে,
কত সহে সঙ্গীতের প্রাণে!
আবার নূতন কবি এই উপবনে,
আসিয়া বসিবে এই খানে।
তোরি মত রহিবে সে পূরবে চাহিয়া,
দেখিবে সে উষার বিকাশ,
অমনি আপনা হতে হৃদয় উথলি
উঠিবেক গানের উচ্ছ্বাস!
তুই যাবি, সেও যাবে, একেকটি পাখী,
একেকটি সঙ্গীতের কণা,
তা' বলিয়া—যত দিন রবি শশি আছে
জগতের গান ফুরাবে না!
তবে আর কিসের ভাবনা!
গা'রে গান প্রভাত-কিরণে!
যারা তোর প্রাণসখা, যারা তোর প্রিয়তম
ওই তারা কাছে বোসে শোনে!

নাই তোর নাইরে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না!
নদীস্রোতে কোটি কোটি মৃত্তিকার কণা,
ভেসে আসে, সাগরে মিশায়,
জান না কোথায় তারা যায়!
একেকটি কণা লয়ে গোপনে সাগর
রচিছে বিশাল মহাদেশ,
না জানি কবে তা হবে শেষ!

মুহূর্ত্তেই ভেসে যায় আমাদের গান,
জান না ত কোথায় তা যায়!
আকাশের সাগর সীমায়!
আকাশ-সমুদ্র-তলে গোপনে গোপনে
গীত রাজ্য হতেছে সৃজন!
যত গান উঠিতেছে ধরার আকাশে
সেইখানে করিছে গমন!
আকাশ পূরিয়া যাবে শেষ,
উঠিবে গানের মহাদেশ!
করিব গানের মাঝে বাস,
লইব রে গানের নিশ্বাস,
ঘুমাইব গানের মাঝারে,
বহে যাবে গানের বাতাস!

নাই তোর নাইরে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না!
প্রাণপণে ভালবাসা ক'রে সমর্পণ
ফিরে তাহা পেলিনে না হয়—
বৃথা নহে নিরাশ-প্রণয়!
নিমেষের মোহে জন্মে যে প্রেম উচ্ছ্বাস
নিমেষেই করে পলায়ন,
সেও কভু জানে না মরণ!
জগতের তলে তলে তিলে তিলে পলে পলে
প্রেমরাজ্য হতেছে সৃজন,
সেথায় সে করিছে গমন!
কাল দেখেছিনু পথে হরষে খেলিতেছিল
ছুটি ভাই গলাগলি করি;
দেখেছিনু জানালায় নীরবে দাঁড়ায়েছিল
ছুটি সখা হাতে হাতে ধরি,—
দেখেছিনু কচি মেয়ে মায়ের বাহুতে শুয়ে
ঘুমায়ে করিছে স্তন পান,
ঘুমন্ত মুখের পরে বরষিছে স্নেহ-ধারা
স্নেহমাখা নত দুনয়ান;
দেখেছিনু রাজ পথে চলেছে বালক এক
বৃদ্ধ জনকের হাত ধরি—
কত কি যে দেখেছিনু হয়ত সে সব ছবি
আজ আমি গিয়েছি পাসরি!

তা' বলে নাহি কি তাহা মনে?
ছবি গুলি মেশেনি জীবনে?
স্মৃতির কণিকা তা'রা হৃদয়ের তলে পশি
রচিতেছে জীবন আমার—
মিলায়ে মিশায়ে গিয়ে নব নব ভাব ধরে,
চিনিতে পারিনে তাহা আর!
হয়ত অনেক দিন, দেখেছিনু ছবি এক
ছুটি প্রাণী বাহুর বাঁধনে—
তাই আজ ছুটাছুটি এসেছি প্রভাতে উঠি
সখারে বাঁধিতে আলিঙ্গনে!
হয়ত অনেক দিন শুনেছিনু পাখী এক
আনন্দে গাহিছে প্রাণ খুলি,
সহসা তাই রে আজ প্রভাতের মুখ দেখি
প্রাণ মন উঠিছে উথুলি!
সকলি মিশিছে আসি হেথা,
জীবনে কিছু না যায় ফেলা,
এই যে যা' কিছু চেয়ে দেখি
এ নহে কেবলি ছেলেখেলা!

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জল রাশি,
চারিদিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি।
সূর্য্য হতে ঝরে ধারা, চন্দ্র হতে ঝরে ধারা
কোটি কোটি তারা হতে ঝরে,
জগতের যত হাসি, যত গান, যত প্রাণ
ভেসে আসে সেই স্রোতোভরে!
মেশে আসি সেই সিন্ধু পরে!
পৃথ্বি হতে মহাস্রোত ছুটিতেছে অবিরাম
সেই মহা-সাগর উদ্দেশে;
আমরা মাটির কণা জলস্রোত ঘোলা করি
অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে,
সাগরে পড়িব অবশেষে!
জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে,
অনন্ত-জীবন মহাদেশ;
কে জানে হবে কি তাহা শেষ?

তাই বলি প্রাণ ওরে—মরণের ভয় কোরে
কেনরে আছিস্ ম্রিয়মাণ
সমাপ্ত করিয়া গীত গান!
গান গা' পাখীর মত, ফোটরে ফুলের প্রায়,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ শোক ভুলি—
তুই যাবি, গান যাবে, এক সাথে ভেসে যাবে
তুই, আর তোর গান গুলি!
মিশিবি সে সিন্ধু জলে অনন্ত সাগর তলে,
এক সাথে শুয়ে র'বি প্রাণ,
তুই, আর তোর এই গান!

অনন্ত মরণ।

কোটি কোটি ছোট ছোট মরণেরে ল'য়ে
বসুন্ধরা ছুটিছে গগনে,
অঞ্জলি ভরিয়া বিশ্ব মৃত্যু-উপহার,
ঢালিতেছে কাহার চরণে।
এ ধরণী মরণের পথ,
এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ!

যতটুকু বর্ত্তমান, তারেই কি বল প্রাণ?
সে ত শুধু পলক নিমেষ!
অতীতের মৃত ভার পৃষ্ঠেতে র'য়েছে তার,
কোথাও নাহিক তার শেষ!
যত বর্ষ বেঁচে আছি তত বর্ষ মরে' গেছি,
মরিতেছি প্রতি পলে পলে,
জীবন্ত মরণ মোরা, মরণের ঘরে থাকি,
জানিনে মরণ কারে বলে!
তাই আমি ভাবি ব'সে, (হাসি আপনার মনে)
মৃত্যুরে হেরিয়া কেন কাঁদি?
জীবন ত মৃত্যুর সমাধি!

এক মুঠা মরণেরে জীবন বলে কি তবে,
মরণের সমষ্টি কেবল?
একটি নিমেষ তুচ্ছ শত মরণের গুচ্ছ!
নাম নিয়ে এত কোলাহল!
মরণ বাড়িবে যত জীবন বাড়িবে তত,
পলে পলে উঠিব আকাশে,
নক্ষত্রের কিরণ নিবাসে।

ভাবিতেছি কল্পনায়, কত কাল গেছে চলে,
বয়ক্রম অযুত বরষ,
মরণের স্তরে স্তরে অতি দীর্ঘ—দীর্ঘ প্রাণ,
কোন্ শূন্য করেছে পরশ!
হয়ত গিয়েছি আমি বৃহস্পতি গ্রহ মাঝে
পার হয়ে গ্রহ কত শত,
বৃহৎ মরণ রাশি, নিস্তব্ধ রয়েছি বসি
দীর্ঘকায় তপস্বীর মত।
একা দেখিতেছি চেয়ে সুদীর্ঘ জীবন ক্ষেত্রে,
অতীতের দিগন্তের পারে,
অতিক্ষীণ দেখা যায় পৃথিবী জ্যোতির কণা
জড়িত রয়েছে এক ধারে।
তারি পানে কতক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া শেষে—
হয়ত সহসা কি কারণে,
আজিকার যে মুহূর্ত্তে এত কথা ভাবিতেছি
এ মুহূর্ত্ত পড়িবে স্মরণে!
পৃথিবীর কত খেলা, পৃথিবীর কত কথা,
পরাণেতে বেড়াইবে ভেসে,
পৃথিবীর সহচর না জানি কোথায় তারা
গেছে কোন্ তারকার দেশে!
হয়ত পড়িবে মনে, পৃথিবীর প্রান্তে বসি
গেয়েছিনু যে কয়টি গান,
সে গানের বিম্বগুলি হয়ত এখনো ভাসে
ধরার স্রোতের মাঝখান!
ভাবিয়া, হাসিব মৃদু হাসি,
ভাবিয়া, ফেলিব অশ্রু-রাশি!

কবেরে আসিবে সেই দিন
উঠিব সে আকাশের পথে,
আমার মরণ ডোর দিয়ে
বেঁধে দেব জগতে জগতে!
আমার মরণডোর দিয়ে
গেঁথে দেব জগতের মালা,
রবি শশি একেকটি ফুল,
চরাচর কুসুমের ডালা!

তোরাও আসিবি সবে উঠিবিরে দশ দিকে,
এক সাথে হইবে মিলন,
ডোরে ডোরে লাগিবে বাঁধন!
আমাদের মরণের জালে
জগৎ ফেলিব আবরিয়া,
এ অনন্ত আকাশ সাগরে
দশ দিক রহিব ঘেরিয়া!
পড়িবে তপন তায়, চন্দ্রমা জড়ায়ে যাবে,
পড়িবেক কোটি কোটি তারা
পৃথ্বী কোথা হ'য়ে যাবে হারা।

হে মৃত্যু করুণাময় তোমারি হউক্ জয়
অন্তহীন এ বিশ্ব জগৎ—
তুমি চল আগে আগে মোরা যাই পিছে পিছে
নহিলে কে খুঁজে পাবে পথ!
আমরা খেলায় ভুলে বসি পথতরুমূলে,
উঠে যেতে মন নাহি সরে,
তুমি হেসে কাছে এসে ঢাকিয়া অঞ্চলশেষে
তুলে নিয়ে যাও কোলে করে'।
হাসি কাঁদি ভয় করি কেঁপে মরি থর থরি
অসীমের কথা কেবা জানে!
আমাদের যাহা ভালো, যেথা গতি যেথা আলো
তুমি নিয়ে যাও সেই খানে।
যেতে যেতে মহা পথে তুচ্ছ করি একধারে
ফেলিয়ো না শিলাখণ্ড সম;
পলে পলে তিলে তিলে সীমাহীন এ নিখিলে
ব্যাপ্ত করি দাও প্রাণ মম।
অণুমাত্র জীব আমি কণামাত্র ঠাঁই ছেড়ে
যেতে চাই চরাচরময়
এ আশা হৃদয়ে জাগে তোমারি আশ্বাসবলে
মরণ, তোমার হোক্ জয়।

পুনর্মিলন।

কিসের হরষ কোলাহল,
শুধাই তোদের তোরা বল!
আনন্দ মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে
আনন্দে হতেছে কভু লীন,
এমন দেখিনি কবে——এমন দেখিনি কাল,
এমন দেখিনি বহু দিন।

প্রকৃতি গো, জননি গো, খেলাতেম ছেলেবেলা,
তোমার কোলের কাছে কত কি—কত কি খেলা!
ছুটি ছোট ছোট হাতে তোমারে জড়ায়ে ধ'রে,
তোমার মুখের পানে চাহিতাম প্রাণ ভোরে!
এখনো সে মনে আছে—শীতের সকাল হলে,
তাড়াতাড়ি ফুলবনে একেলা যেতেম চলে;—
নবীন রবির আলো, সে যে কি লাগিত ভাল!
বিমল কনক সুধা যেনরে করিয়া পান,
কি জানি কি হয়ে যেত সেই বালকের প্রাণ!
প্রভাতে শিশির গুলি ঘাস হতে তুলিতাম,
কপালে কপোলে মোর ফোঁটা ফোঁটা ফেলিতাম।
তরুণ ফুলের মত ফুটিয়া উঠিত প্রাণ,
বিমল কোমল হৃদে কি যেন ঝরিত গান!
এখনো সে মনে আছে সেই স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে,
জানালার কাছে ব'সে একেলা বিজন ঘরে,
চারিদিক স্তব্ধ হেরি কি যেন করিত প্রাণ,
যতদূর দেখা যায় চেয়ে আছে দু নয়ান।
মাঝে মাঝে সমীরণ গায়েতে লাগিত এসে,
সেই সমীরণ স্রোতে কি যেন আসিত ভেসে!
কত মায়া, কত পরী, উপন্যাস কত শত,
সেই বাতাসের সাথে ছিল যেন বিজড়িত!
মনে পড়ে আমাদের ছিল এক ছোট ঘর,
জাহ্নবী বহিয়া যায়, তরু করে মরমর!
আমরা দুইটি ভাই সেথায় র'য়েছি ব'সে,
জাহ্নবী-প্রবাহ পানে চেয়ে আছি অনিমিষে।
নিভৃত গাছের ছায় ঝুরু ঝুরু বহে বায়
বকুলের ফুলগুলি ঝ'রে ঝ'রে পড়ে যায়—
ঢেউ গুলি ব'হে যায়—তরি গুলি ভেসে যায়—
চেয়ে আছি—চেয়ে আছি—সারাদিন চলে যায়!
হয়ত বরষা কাল—ঝর ঝর বারি ঝরে,
পুলক-রোমাঞ্চ ফুটে জাহ্নবীর কলেবরে;

থেকে থেকে ঝন ঝন, ঘন বাজ বরিষণ,
থেকে থেকে বিজলীর চমকিত চকমকি!
বহিছে পূরব বায়, শীতে শিহরিছে কায়,
গহন জলদে দিবা হয়েছে আঁধার-মুখী!
সাধ যেত যাই ভেসে, নূতন–নূতন দেশে,
ছুলায়ে ছুলায়ে ঢেউ কোথা নিয়ে যেত শেষে!
কূলে কত নিকেতন, কত বন, উপবন,
কত গাছ, কত ছায়া, জটিল বটের মূল—
তীরে বালুকার পরে, ছেলে মেয়ে খেলা করে,
সন্ধ্যায় ভাসায় দীপ, প্রভাতে ভাসায় ফুল!
ভাসিতে ভাসিতে শুধু দেখিতে দেখিতে যাব,
কত দেশ, কত মুখ, কত কি দেখিতে পাব!
কোথা বালকের হাসি, কোথা রাখালের বাঁশি,
সহসা সুদূর হতে অচেনা পাখীর গান!
কোথাও বা দাঁড় বেয়ে মাঝী গেল গান গেয়ে;
কোথাও বা তীরে ব'সে পথিক ধরিল তান।
শুনিতে শুনিতে যাই আকাশেতে তুলে আঁখি,
আকাশেতে ভাসে মেঘ—আকাশেতে ওড়ে পাখী!

সেই—সেই ছেলা বেলা, আনন্দে করেছি খেলা,
প্রকৃতি গো—জননি গো—কেবলি তোমারি কোলে!
তার পরে কি যে হল——কোথা যে গেলেম চলে!
হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হ'নু পথহারা!
সে বন আঁধারে ঢাকা, গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।
নাহি রবি নাহি শশি, নাহি গ্রহ, নাহি তারা,
কে জানে কোথায় দিগ্বিদিক!
আমি শুধু একেলা পথিক!
তোমারে গেলেম ফেলে, অরণ্যে গেলেম চলে,
কাটালেম কত শত দিন,
ম্রিয়মান—সুখশান্তি হীন!

আজিকে একটি পাখী পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য বাহিরে,
আনন্দের সমুদ্রের তীরে!
সহসা দেখিনু রবিকর,
সহসা শুনিনু কত গান,
সহসা পাইনু পরিমল,
সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ!
দেখিনু ফুটিছে ফুল, দেখিনু উড়িছে পাখী,
আকাশ পূরেছে কলস্বরে!
জীবনের ঢেউগুলি ওঠে পড়ে চারিদিকে,
রবিকর নাচে তার পরে।
চারিদিকে বহে বায়ু, চারিদিকে ফুটে আলো,
চারিদিকে অনন্ত আকাশ,
চারিদিক পানে চাই, চারিদিকে প্রাণ ধায়,
জগতের অসীম বিকাশ!
কেহ এসে বসে কোলে, কেহ ডাকে সখা বোলে,
কাছে এসে কেহ করে খেলা,
কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ আসে, কেহ যায়,
এ কি হেরি আনন্দের মেলা!
যুবক যুবতী হাসে, বালক বালিকা নাচে,
দেখে যে রে জুড়ায় নয়ন!
ও কে হোথা গান গায়, প্রাণ কেড়ে নিয়ে যায়,
ও কি শুনি অমিয়-বচন!
কেরে তুই কচি মেয়ে, বুকের কাছেতে এসে
কি কথা কহিস্ ভাঙ্গা ভাঙ্গা,
প্রভাতে প্রভাত ঢালে হাসির প্রবাহ তোর,
আধফুটো ঠোঁট রাঙা রাঙা।

তাই আজি শুধাই তোমারে,
কেন এ আনন্দ চারি ধারে!
বুঝেছি গো বুঝেছি গো—এতদিন পরে বুঝি,
ফিরে পেলে হারান' সন্তান!
তাই বুঝি ছুই হাতে জড়ায়ে লয়েছ বুকে,
তাই বুঝি গাহিতেছ গান।
তাই বুঝি ছুটে আসে সমীরণ মোর পাশে,
বারবার করে আলিঙ্গন,
আকাশ আনন্দভরে আমার মাথার পরে
করিছে প্রভাত বরিষণ!

তাই বুঝি মেঘমালা পূরব দুয়ার হতে
স্নেহ দৃষ্টে মোর মুখে চায়।
তাই বুঝি চরাচর তাহার বুকের মাঝে
বারবার ডাকিছে আমায়।

ওই শোন পাখী গায়—শতবার ক'রে গায়,
ওই দেখ ফুটে ওঠে ফুল।
আমি কে গো, জননি গো, আমারে হেরিয়া কেন
এরা এত হাসিয়া আকুল।
ছোট ছোট ফুলগুলি ওদের হেরিয়ে হাসি
প্রাণমন পূরিল উল্লাসে!
প্রভাতের শিশুগুলি কেমনে চিনিল মোরে?
মোরে কেন এত ভাল বাসে?
মরি মরি কচি হাসি স্নেহের বাছনি তোরা
মোরে যদি এত লাগে ভাল,
প্রতিদিন ভোর হলে আসিব তোদের কাছে,
না ফুটিতে প্রভাতের আলো।
বায়ুভরে ঢলি ঢলি করিবিরে গলাগলি,
হেরিব তোদের হাসিমুখ,
তোদের শোনাব গান, তোদের দেখাব প্রাণ
উঘাটিয়া পরাণের সুখ।

ভালবাসা খুঁজিবারে গেছিনু অরণ্যমাঝে
হৃদয়ে হইনু পথহারা,
বরষিনু অশ্রুবারি ধারা!
হেথা যারে ভালবাসি ফিরে দেয় ভালবাসা,
নাই হেথা নিরাশ প্রণয়!
কাঁদিলে কাঁদিতে থাকে, হাসিলে হাসিয়া ওঠে
জগতের করুণ হৃদয়!
মা আমার, আজ আমি কতশত দিন পরে
যখনিরে দাঁড়ানু সম্মুখে,
অমনি চুমিলি মুখ, কিছু নাই অভিমান,
অমনি লইলি তুলে বুকে।
ছাড়িব না তোর কোল, রব হেথা অবিরাম,
তোর কাছে শিখিবরে স্নেহ,
সবারে বাসিব ভাল; কেহ না নিরাশ হবে
মোরে ভাল বাসিবে যে কেহ!

প্রতিধ্বনি।

অয়ি প্রতিধ্বনি!
বুঝি আমি তোরে ভালবাসি,
বুঝি আর কারেও বাসি না,
আমারে করিলি তুই আকুল ব্যাকুল,
তোর লাগি কাঁদে মোর বীণা!
তোর মুখে পাখীদের শুনিয়া সঙ্গীত,
নির্ঝরের শুনিয়া ঝর্ঝর,
গভীর রহস্যময় অরণ্যের গান,
বালকের মধুমাখা স্বর,
তোর মুখে জগতের সঙ্গীত শুনিয়া,
তোরে আমি ভাল বাসিয়াছি;
তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই,
বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি!
যখনি পাখীটি গেয়ে ওঠে,
অমনি শুনিরে তোর গান,
চমকিয়া চারি দিকে চাই,
কোথা—কোথা—কাঁদেরে পরাণ।
তখনি খুঁজিতে যাই কাননে কাননে,
ভ্রমি আমি গুহায় গুহায়,
ছুটি আমি শিখরে শিখরে,
হেরি আমি হেথায় হোথায়।
যখনি ডাকিরে তোরে কাতর হইয়া,
দূর হ'তে দিস্ তুই সাড়া,
অমনি সে দূর পানে যাই আমি ছুটে,
কিছু নাই মহাশূন্য ছাড়া!
অয়ি প্রতিধ্বনি,
কোথা তোর ঘুমের কুটীর!
কোথা তোর স্বপনের পাড়া!

চির কাল—চির কাল—তুই কিরে চিরকাল
সেই দূরে র'বি!
আধ' স্বরে গাবি শুধু গীতের আভাস,
তুই চির-কবি?
দেখা তুই দিবি না কি? না হয় না দিলি,
একটি কি পূরাবিনা আশ,

কাছে হতে একবার শুনিবারে চাই
তোর গীতোচ্ছাস !
অরণ্যের, পর্ব্বতের, সমুদ্রের গান,
ঝটিকার বজ্রগীতস্বর,
দিবসের, প্রদোষের, রজনীর গীত,
চেতনার, নিদ্রার মর্ম্মর,
বসন্তের, বরষার, শরতের গান,
জীবনের মরণের, স্বর,
আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
ব্যাপ্ত করি বিশ্ব চরাচর,
পৃথিবীর, চন্দ্রমার, গ্রহ তপনের,
কোটি কোটি তারার সঙ্গীত,
তোর কাছে জগতের কোন্ মাঝখানে
না জানিরে হতেছে মিলিত !
সেই খানে একবার বসাইবি মোরে ;
সেই মহা আঁধার নিশায়,
শুনিবরে আঁখি মুদি বিশ্বের সঙ্গীত,
তোর মুখে কেমন শুনায় !

তোরে আমি দেখিনি কখনো,
তবুরে অতুল রূপরাশি
তোর আধ' কণ্ঠস্বর সম
প্রাণে আধ' বেড়াইছে ভাসি !
তারে দেখিবারে চাই—তারে ধরিবারে চাই,
সেই মোরে করেছে পাগল,
তারি তরে চরাচরে সুখ শান্তি নাই
তারি তরে পরাণ বিকল !

জোছনায় ফুলবনে একাকী বসিয়া থাকি,
আঁখি দিয়া অশ্রুবারি ঝরে,
বল্ মোরে বল্ অয়ি মোহিনী ছলনা,
সে কি তোরি তরে ?
বিরামের গান গেয়ে সায়াহ্নের বায়
কোথা বহে যায় !
তারি সাথে কেন মোর প্রাণ হুহু করে
সে কি তোরি তরে !

বাতাসে সুরভি ভাসে, আঁধারে কত না তারা,
আকাশে অসীম নীরবতা,
তখন প্রাণের মাঝে কত কথা ভেসে যায়,
সে কি তোরি কথা ?
ফুল হতে গন্ধ তার বারেক বাহিরে এলে
আর ফুলে ফিরিতে না পারে,
ঘুরে ঘুরে মরে চারিধারে ;
তেমনি প্রাণের মাঝে অশরীরী আশাগুলি,
ভ্রমে কেন হেথায় হোথায়,
সে কি তোরে চায় ?
আঁখি যেন কার তরে পথ পানে চেয়ে আছে,
দিন গণি গণি,
মাঝে মাঝে কারো মুখে সহসা দেখে সে যেন
অতুল রূপের প্রতিধ্বনি,
কাছে গেলে মিলাইয়া যায়,
নৈরাশ্যের হাসিটির প্রায়,—
সৌন্দর্য্যের মরীচিকা এ কাহার মায়া ?
এ কি তোরি ছায়া ?

জগতের গান গুলি দূর দূরান্তর হ'তে
দলে দলে তোর কাছে যায়,
যেন তারা, বহ্নি হেরি পতঙ্গের মত,
পদতলে মরিবারে চায় !
জগতের মৃত গান গুলি তোর কাছে পেয়ে নব প্রাণ,
সঙ্গীতের পরলোক হ'তে গায় যেন দেহমুক্ত গান !
তাই তার নব কণ্ঠ ধ্বনি প্রভাতের স্বপনের প্রায়,
কুসুমের সৌরভের সাথে এমন সহজে মিশে যায় !

আমরণ, চিরদিন, কেবলি খুঁজিব তোরে,
কখন কি পাবনা সন্ধান !
কেবলি কি র'বি দূরে অতি দূর হ'তে
শুনিবরে ওই আধ' গান !
এই বিশ্ব জগতের মাঝ খানে দাঁড়াইয়া
বাজাইবি সৌন্দর্য্যের বাঁশি,
অনন্ত জীবন পথে খুঁজিয়া চলিব তোরে
প্রাণ মন হইবে উদাসী !
তপনেরে ঘিরি ঘিরি যেমন ঘুরিছে ধরা,
ঘুরিব কি তোর চারি দিকে !

অনন্ত প্রাণের পথে বরষিবি গীত ধারা
চেয়ে আমি র'ব' অনিমিখে!
তোরি মোহময় গান শুনিতেছি অবিরত
তোরি রূপ কল্পনায় লিখা,
করিস্‌নে প্রবঞ্চনা সত্য ক'রে বল্‌ দেখি
তুইত নহিস্‌ মরীচিকা?
কতবার আর্ত্তস্বরে, শুধায়েছি প্রাণপণে
অয়ি তুমি কোথায়—কোথায়—
অমনি সুদূর হতে কেন তুমি বলিয়াছ,
"কে জানে কোথায়?"
আশাময়ী, ওকি কথা! তুমি কি আপনাহারা!
আপনি জাননা আপনায়?

———

সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়।

দেশ-শূন্য, কাল শূন্য, জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্যপরি
চতুর্ম্মুখ করিছেন ধ্যান,
মহা অন্ধ অন্ধকার সভয়ে রয়েছে দাঁড়াইয়া——
কবে দেব খুলিবে নয়ান!
অনন্ত হৃদয় মাঝে আসন্ন জগত চরাচর
দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত নিশ্চল,
অনন্ত হৃদয়ে তাঁর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান
ধীরে ধীরে বিকাশিছে দল!
লেগেছে ভাবের ঘোর, মহানন্দে পূর্ণ তাঁর প্রাণ
নিজের হৃদয় পানে চাহি,
নিস্তরঙ্গ রহিয়াছে অনন্ত আনন্দ পারাবার,
কূল নাহি, দিগ্বিদিক নাহি!
সহসা আনন্দ-সিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া,
আদিদেব খুলিলা নয়ান,
জনশূন্য জ্যোতিঃশূন্য অন্ধতম অন্ধকার মাঝে
উচ্ছ্বসি উঠিল বেদগান!
চারি মুখে বাহিরিল বাণী
চারিদিকে করিল প্রয়াণ!
সীমাহারা মহা অন্ধকারে,
প্রাণ-পূর্ণ ঝটিকার মত,
ভাবপূর্ণ ব্যাকুলতা সম
আশাপূর্ণ অতৃপ্তির প্রায়,
সঞ্চরিতে লাগিল সে ভাষা।
দূর—দূর—যত দূর যায়
কিছুতেই অন্ত নাহি পায়,
যুগ যুগ যুগ-যুগান্তর,
ভ্রমিতেছে আজিও সে বাণী,
আজিও সে অন্ত নাহি পায়!

ভাবের আনন্দে ভোর, গীতি-কবি চারি মুখে
করিতে লাগিলা বেদ-গান।
আনন্দের আন্দোলনে ঘন ঘন বহে শ্বাস,
অষ্ট নেত্রে বিস্ফুরিল জ্যোতি।
জ্যোতির্ম্ময় জটাজাল কোটি সূর্য্য প্রভা সম,
দিগ্বিদিকে পড়িল ছড়ায়ে;
মহান্‌ ললাটে তাঁর অযুত তড়িত-স্ফূর্ত্তি
অবিরাম লাগিল খেলিতে।
অনন্ত ভাবের দল, অতল হৃদয় হতে
মুক্ত হয়ে ছুটিল তাহারা,
জগতের সুদুর্গম গঙ্গোত্রী শিখর হতে
শত শত স্রোতে
উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর,
বাহিরিল অগ্নিময়ী বাণী,
উচ্ছ্বসিল বাষ্পময় ভাব!
চারিদিকে ছুটিল তাহারা,
আকাশের মহাক্ষেত্রে শৈশব-উচ্ছ্বাস-বেগে
নাচিতে লাগিল মহোল্লাসে!
শব্দ-শূন্য শূন্য মাঝে, সহসা সহস্র স্বরে
জয়ধ্বনি উঠিল উথলি,
হর্ষধ্বনি উঠিল ফুটিয়া,
স্তব্ধতার পাষাণ-হৃদয়
শত ভাগে গেলরে ফাটিয়া,
শব্দ স্রোত ঝরিল চৌদিকে!
যে প্রাণ অনন্ত যুগ রবে
সেই প্রাণ পেয়েছে নূতন,
আনন্দে অনন্ত প্রাণ যেন,
মুহূর্ত্তে করিতে চায় ব্যয়!

অবশেষে আকাশ ব্যাপিয়া
পড়িল প্রেমের আকর্ষণ!
বাষ্পে বাষ্পে করে ছুটাছুটি,
বাষ্পে বাষ্পে করে আলিঙ্গন!
অগ্নিময় কাতর আবেগ
অগ্নিময় আবেগে মিশিছে!
জ্বলিছে দ্বিগুণ অগ্নি রাশি
আঁধার হতেছে চুর চুর।
অন্ধকার শূন্য-মরু মাঝে
শত শত অগ্নি-পরিবার
দিশে দিশে করিছে ভ্রমণ।
আদি দেব আদি কবি মেলি জ্যোতির্ম্ময় আঁখি
চারিদিকে আছেন চাহিয়া,
দেখিছেন স্তব্ধ ভাবে ভাবসন্তানের খেলা,
আনন্দে পূরিছে তাঁর প্রাণ।

* * * *

নূতন সে প্রাণের উল্লাসে,
নূতন সে প্রাণের উচ্ছ্বাসে,
বিশ্ব যবে হয়েছে উন্মাদ,
চারিদিকে উঠিছে নিনাদ,
অনন্ত আকাশে দাঁড়াইয়া,
চারিদিকে চারি হাত দিয়া,
বিষ্ণু আসি মন্ত্র পড়ি দিলা,
বিষ্ণু আসি কৈলা আশীর্ব্বাদ।
লইয়া মঙ্গল শঙ্খ করে,
কাঁপায়ে জগত-চরাচরে
বিষ্ণু আসি কৈলা শঙ্খনাদ।
থেমে এল প্রচণ্ড কল্লোল,
নিভে এল জলন্ত উচ্ছ্বাস,
গ্রহগণ নিজ অশ্রু-জলে
নিভাইল নিজের হুতাশ!
জগতের বাঁধিল সমাজ,
জগতের বাঁধিল সংসার,
বিবাহে বাহুতে বাহু বাঁধি
জগৎ হইল পরিবার।
বিষ্ণু আসি মহাকাশে, লেখনী ধরিয়া করে
মহান্ কালের পত্র খুলি,
লইয়া ব্রহ্মার ভাব গুলি,
একমনে পরম যতনে,
লিখি লিখি যুগ যুগান্তর
বাঁধি দিলা ছন্দের বাঁধনে।
জগতের মহা-বেদব্যাস,
গঠিলা নিখিল-উপন্যাস,
বিশৃঙ্খল বিশ্বগীতি লয়ে
মহাকাব্য করিলা রচন।
জগতের ফুলরাশি লয়ে
গাঁথি মালা মনের মতন
নিজ গলে কৈলা আরোপণ।
জগতের মালা খানি জগত-পতির গলে
মরি কিবা সেজেছে অতুল,
দেখিবারে হৃদয় আকুল।
বিশ্ব-মালা অসীম অক্ষয়,
কত চন্দ্র কত সূর্য্য, কত গ্রহ কত তারা
কত বর্ণ, কত গীতময়।

নিজ নিজ পরিবার লয়ে
ভ্রমে সবে নিজ নিজ পথে,
বিষ্ণুদেব চক্র হাতে লয়ে,
চক্রে চক্রে বাঁধিলা জগতে।
চক্র পথে ভ্রমে গ্রহ তারা,
চক্র পথে রবি শশি ভ্রমে,
শাসনের গদা হস্তে লয়ে
চরাচর রাখিলা নিয়মে!
দুরন্ত প্রেমেরে বাঁধি দিয়া
বিবাহে করিলা পরিণত!
মহাকায় শনিরে ঘেরিয়া,
হাতে হাতে ধরিয়া ধরিয়া,
নাচিতে লাগিল এক তালে
সুধামুখী চাঁদ শত শত!
পৃথিবীর সমুদ্র-হৃদয়
চন্দ্রে হেরি উঠে উথলিয়া,
পৃথিবীর মুখপানে চেয়ে
চন্দ্র হাসে আনন্দে গলিয়া।
মিলি যত গ্রহ ভাই বোন,

এক অন্নে হইল পালিত,
তারা-সহোদর যত ছিল
এক সাথে হইল মিলিত।
রবি ধায় রবির চৌদিকে,
গ্রহ ধায় রবিরে ঘেরিয়া,
চাঁদ হাসে গ্রহ মুখ চেয়ে
তারা হাসে তারায় হেরিয়া।
মহাছন্দ মহা অনুপ্রাস
চরাচরে বিস্তারিল পাশ।

পশিয়া মানস সরোবরে,
স্বর্ণ-পদ্ম করিয়া চয়ন
বিষ্ণু দেব প্রসন্ন আননে
পদ্মপানে মেলিল নয়ন।
ফুটিয়া উঠিল শতদল,
বাহিরিল কিরণ বিমল,
মাতিলরে দ্যুলোক ভূলোক
আকাশে পূরিল পরিমল!
চরাচরে উঠাইয়া গান,
চরাচরে জাগাইয়া হাসি,
কোমল কমল দল হতে
উঠিল অতুল রূপ রাশি!
মেলি দুটি নয়ন বিহ্বল,
ত্যজিয়া সে শতদল দল
ধীরে ধীরে জগত-মাঝারে
লক্ষ্মী আসি ফেলিলা চরণ,
গ্রহে গ্রহে তারায় তারায়
ফুটিল রে বিচিত্র বরণ!
জগত মুখের পানে চায়
জগত পাগল হয়ে যায়,
নাচিতে লাগিল চারিদিকে,
আনন্দের অন্ত নাহি পায়।
জগতের মুখ পানে চেয়ে
লক্ষ্মী যবে হাসিলেন হাসি,
মেঘেতে ফুটিল ইন্দ্রধনু,
কাননে ফুটিল ফুল-রাশি;
হাসি লয়ে করে কাড়াকাড়ি
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ চারি ভিতে;
চাহে তাঁর চরণ-ছায়ায়
যৌবন কুসুম ফুটাইতে!
জগতের হৃদয়ের আশা,
দশদিকে আকুল হইয়া
ফুল হয়ে, পরিমল হ'য়ে
গান হয়ে উঠিল ফুটিয়া!
এ কি হেরি যৌবন-উচ্ছ্বাস
এ কিরে মোহন ইন্দ্রজাল,
সৌন্দর্য্য-কুসুমে গেল ঢেকে
জগতের কঠিন কঙ্কাল!
হাসি হয়ে ভাতিল আকাশে
তারকার রক্তিম নয়ান,
জগতের হর্ষ-কোলাহল
রাগিণীতে হল অবসান।
কোমলে কঠিন লুকাইল,
শক্তিরে ঢাকিল রূপ রাশি,
প্রেমের হৃদয়ে মহা বল,
অশনির মুখে দিল হাসি।
সকলি হইল মনোহর
সাজিল জগত-চরাচর!

* * *

মহাছন্দে বাঁধা হয়ে, যুগ যুগ যুগ-যুগান্তর,
পড়িল নিয়ম-পাঠশালে
অসীম জগত-চরাচর!
শ্রান্ত হয়ে এল কলেবর,
নিদ্রা আসে নয়নে তাহার,
আকর্ষণ হতেছে শিথিল,
উত্তাপ হতেছে একাকার।
জগতের প্রাণ হতে
উঠিল রে বিলাপ-সঙ্গীত,
কাঁদিয়া উঠিল চারি ভিত,
পূরবে বিলাপ উঠে, পশ্চিমে বিলাপ উঠে
কাঁদিল রে উত্তর দক্ষিণ,
কাঁদে গ্রহ, কাঁদে তারা, শ্রান্ত দেহে কাঁদে রবি,
জগৎ হইল শান্তি হীন!

চারিদিক হতে উঠিতেছে
আকুল বিশ্বের কণ্ঠস্বর ;—
"জাগ' জাগ' জাগ' মহাদেব,
কবে মোরা পা'ব অবসর !—
অলংঘ্য নিয়ম-পথে ভ্রমি
হয়েছে হে শ্রান্ত কলেবর ;
নিয়মের পাঠ সমাপিয়া
সাধ গেছে খেলা করিবারে,
একবার ছেড়ে দাও দেব,
অনন্ত এ আকাশ মাঝারে !"
জগতের আত্মা কহে কাঁদি
"আমারে নূতন দেহ দাও ;
প্রতিদিন বাড়িছে হৃদয়,
প্রতিদিন বাড়িতেছে আশা,
প্রতিদিন টুটিতেছে দেহ,
প্রতিদিন ভাঙ্গিতেছে বল।
গাও দেব মরণ-সঙ্গীত
পাব মোরা নূতন জীবন।"
জগৎ কাঁদিল উচ্চরবে
জাগিয়া উঠিলা মহেশ্বর,
তিনকাল ত্রিনয়ন মেলি
হেরিলেন দিক্ দিগন্তর !
প্রলয় পিনাক তুলি করে ধরিলেন শূলী,
পদতলে জগত চাপিয়া,
জগতের আদি অন্ত থর থর থর থর
একবার উঠিল কাঁপিয়া !
পিনাকেতে পূরিলা নিশ্বাস,
ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল,
জগতের সমস্ত বাঁধন !
উঠিল রে মহাশূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া
ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দ কোলাহল।
ছিঁড়ে গেল রবি শশি গ্রহ তারা ধূমকেতু,
কে কোথায় ছুটে গেল,
ভেঙ্গে গেল টুটে গেল,
চন্দ্রে সূর্য্যে গুঁড়াইয়া
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল।—
মহা অগ্নি জ্বলিল রে,—
আকাশের অনন্ত হৃদয়
অগ্নি—অগ্নি—শুধু অগ্নিময় !
মহা অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া
জগতের মহা চিতানল !
খণ্ড খণ্ড রবি শশি, চূর্ণ চূর্ণ গ্রহ তারা,
বিন্দু বিন্দু আঁধারের মত
বরষিছে চারিদিক হতে,
অনলের তেজোময় গ্রাসে
নিমেষেতে যেতেছে মিশায়ে !
সৃজনের আরম্ভ সময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার,
সৃজনের ধ্বংস-যুগান্তরে
রহিল অসীম হুতাশন !
অনন্ত আকাশ গ্রাসী অনল সমুদ্র মাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান
করিতে লাগিলা মহাধ্যান।

—

স্রোত।

জগত-স্রোতে ভেসে চল', যে যেথা আছ ভাই !
চলেছে যেথা রবি শশি চলরে সেথা যাই !
কোথায় চলে কে জানে তা', কোথায় যাবে শেষে !
জগত-স্রোত বহে গিয়ে কোন্ সাগরে মেশে !
অনাদি কাল চলে স্রোত অসীম আকাশেতে,
উঠেছে মহা কলরব অসীমে যেতে যেতে।
উঠিছে ঢেউ, পড়ে ঢেউ, গণিবে কেবা কত !
ভাসিছে শত গ্রহ তারা, ডুবিছে শত শত !
শতেক কোটি গ্রহতারা যে স্রোতে তৃণ প্রায়,
সে স্রোত মাঝে অবহেলে ঢালিয়া দিব কায় !
অসীম কাল ভেসে যাব' অসীম আকাশেতে,
জগত কল-কলরব শুনিব কান পেতে।
দেখিব চেয়ে চারিদিকে, দেখিব তুলে মুখ,
কত না আশা, কত হাসি, কত না সুখ দুখ,
বিরাগ দ্বেষ ভালবাসা, কত না হায়-হায়,
তপন ভাসে, তারা ভাসে তা'রাও ভেসে যায় !

কত না যায়, কত চায়, কত না কাঁদে হাসে,
আমিত শুধু ভেসে যাব দেখিব চারি পাশে!

অবোধ ওরে, কেন মিছে করিস্ আমি, আমি!
উজানে যেতে পারিবি কি সাগর-পথ-গামি!
জগত-পানে যাবিনেরে, আপনা পানে যাবি,
সে যে রে মহা মরুভূমি কি জানি কি যে পাবি!
মাথায় করে আপনারে, সুখ দুখের বোঝা,
ভাসিতে চাস্ প্রতিকূলে সে ত রে নহে সোজা!
অবশ দেহ, ক্ষীণ বল, সঘনে বহে শ্বাস!
লইয়া তোর সুখ দুখ এখনি পাবি নাশ!

জগত হয়ে রব আমি একেলা রহিব না!
মরিয়া যাব একা হলে একটি জল কণা!
আমার নাহি সুখ দুখ পরের পানে চাই,
যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হ'য়ে যাই!
তপন ভাসে, তারা ভাসে, আমিও যাই ভেসে,
তাদের গানে আমার গান, যেতেছি এক দেশে!
প্রভাত সাথে মুদি আঁখি সাঁঝের সাথে গাই,
তারার সাথে উঠি আমি তারার সাথে যাই!
ফুলের সাথে ফুটি আমি, লতার সাথে নাচি,
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি!
মায়ের প্রাণে স্নেহ হয়ে শিশুর পানে ধাই,
দুখীর সাথে কাঁদি আমি সুখীর সাথে গাই।
সবার সাথে আছি আমি আমার সাথে নাই,
জগত-স্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই!

শীত।

পাখী বলে আমি চলিলাম, ফুল বলে, আমি ফুটিব না;
মলয় কহিয়া গেল শুধু, বনে বনে আমি ছুটিব না!
কিশলয় মাথাটী না তুলে মরিয়া পড়িয়া গেল ঝরি,
সায়াহ্ন ধূমল-ঘন বাস টানি দিল মুখের উপরি।
নিশীথিনী বাষ্পময় আঁখি চোখেতে দেখিতে নাহি পায়;
হিমানীর মৃত কোলে শুয়ে জোছনা সে আড়ষ্টের প্রায়।

পাখী কেন গেলগো চলিয়া? কেন ফুল কেন সে ফুটে না?
চপল মলয় সমীরণ বনে বনে কেন সে ছুটেনা?
শীতের হৃদয় গেছে চোলে, অসাড় হ'য়েছে তার মন,
ত্রিবলী-বলিত তার ভাল কঠোর জ্ঞানের নিকেতন।
প্রেম নাই, দয়া নাই তার, নীরস বৈরাগ্য শুধু আছে,
ফুল তার ভাল নাহি লাগে, কবিতা নিরর্থ তার কাছে!
সে চায় বালক সমীরণ সম্ভ্রমে দাঁড়ায়ে রবে দীন,
বিশ্বের সহাস মুখ হ'তে হাসিরাশি হইবে বিলীন।
জ্যোস্নার যৌবনভরা রূপ, ফুলের যৌবন পরিমল,
মলয়ের বাল্যখেলা যত, পল্লবের বাল্য কোলাহল,
সকলি সে মনে করে পাপ, মনে করে প্রকৃতির ভ্রম,
ছবির মতন ব'সে থাকা সেই জানে জ্ঞানীর ধরম।
তাই পাখী বলে চলিলাম; ফুল বলে আমি ফুটিব না;
মলয় কহিয়া গেল সুধু, বনে বনে আমি ছুটিব না;
আশা বলে, বসন্ত আসিবে; ফুল বলে, আমিও আসিব,
পাখী বলে, আমিও গাহিব, চাঁদ বলে, আমিও হাসিব।

বসন্তের নবীন হৃদয় নূতন উঠেছে আঁখি মেলে,
যাহা দেখে তাই দেখে হাসে, যাহা পায় তাই নিয়ে খেলে।
মনে তার শত আশা জাগে, কি যে চায় আপনি না বুঝে,
প্রাণ তার দশ দিকে ধায় প্রাণের মানুষ খুঁজে খুঁজে।
ফুল-শিশু দেখিলে পাতায় বসিয়া দুলায় তারে কোলে,
যখনি চাঁদের মুখ দেখে তখনি হরষে যায় গলে।
দখিনা বাতাস বহিলেই অমনি সে খুলে দেয় বুক,
খোলা-মন ভোলা'মন তার মুখ দেখে দূরে যায় দুখ।
ফুল ফুটে তারো মুখ ফুটে; পাখী গায় সেও গান গায়;
বাতাস বুকের কাছে এলে গলা ধ'রে দুজনে খেলায়।
তাই শুনি, বসন্ত আসিবে, ফুল বলে, আমিও আসিব;
পাখী বলে, আমিও গাহিব; চাঁদ বলে আমিও হাসিব।

শীত তুমি হেথা কেন এলে? উত্তরে তোমার দেশ আছে,
পাখী সেথা নাহি গাহে গান, ফুল সেথা নাহি ফুটে গাছে।
সকলি তুষার-মরুময়, সকলি আঁধার জনহীন,
সেথায় একেলা বসি বসি জ্ঞানীগো কাটায়ো তব দিন।
এযে হেথা কবিতার দেশ, হেথা কেন তব আগমন,
হেথায় যে ফুল ফুটে গাছে, হেথায় যে বহে সমীরণ,
হেথায় সকলি অনুরাগ—হেথায় বৈরাগ্য কিছু নাই,
তুমি যে দারুণ জ্ঞানবান—হেথায় তোমারে নাহি চাই!

সাধ।

অরুণময়ী তরুণী উষা
জাগায়ে দিল গান।
পূরব মেঘে কনক-মুখী
বারেক শুধু মারিল উঁকি
অমনি যেন জগত ছেয়ে
বিকশি উঠে প্রাণ!
কাহার হাসি বহিয়া এনে
করিলি সুধা দান।
ফুলেরা সব চাহিয়া আছে
আকাশ-পানে মগন-মনা,
মুখেতে মৃদু বিমল হাসি
নয়নে ছুটি শিশির কণা!
আকাশ পারে কে যেন বসে,
তাহারে যেন দেখিতে পায়,
বাতাসে ছলে বাহুটি তুলে
বাহুতে কার ঝাঁপিতে যায়!
ছলিছে, মরি, হরষ-স্রোতে,
অসীম স্নেহে আকাশ হতে
কে যেন তারে খেতেছে চুমো,
কোলেতে তারি পড়িছে লুটে!
কে যেন তারি নামটি ধোরে
ডাকিছে তারে সোহাগ কোরে
শুনিতে পেয়ে ঘুমের ঘোরে,
মুখটি ফুটে হাসিটি ফোটে,
শিশুর প্রাণে সুখের মত
সুবাস টুকু জাগিয়া ওঠে!
আকাশ পানে চাহিয়া থাকে
না জানি তাহে কি সুখ পায়!
বলিতে যেন শেখেনি কিছু
কি যেন তবু বলিতে চায়!

আলোকে আজি করিরে স্নান,
ঘুমাই ফুল-বাসে,
পাখীর গান লাগেরে যেন
দেহের চারি পাশে!
বাতাস যেন প্রাণের সখা,
প্রবাসে ছিল, নতুন দেখা,
ছুটিয়া আসে বুকের কাছে
বারতা শুধাইতে;
চাহিয়া আছে আমার মুখে,
কিরণময় আমারি সুখে
আকাশ যেন আমারি তরে
রয়েছে বুক পেতে!
মনেতে করি আমারি যেন
আকাশ-ভরা প্রাণ,
আমারি প্রাণ হাসিতে ছেয়ে
জাগিছে উষা তরুণ-মেয়ে,
করুণ আঁখি করিছে প্রাণে
অরুণ-সুধা দান!
আমারি বুকে প্রভাত বেলা,
ফুলেরা মিলি করিছে খেলা,
হেলিছে কত, ছলিছে কত,
পুলকে ভরা মন,
আমারি তোরা বালিকা মেয়ে
আমারি স্নেহ ধন!

হৃদয় মোর আকাশ মাঝে
তারার মত উঠিতে চায়,
আপন সুখে ফুলের মত
আকাশ পানে ফুটিতে চায়।
নিবিড় রাতে আকাশে উঠে
চারিদিকে সে চাহিতে চায়,
তারার মাঝে হারায়ে গিয়ে
আপন মনে গাহিতে চায়!
মেঘের মত হারায়ে দিশা
আকাশ মাঝে ভাসিতে চায়,
কোথায় যাবে কিনারা নাই,
দিবস নিশি চলেছে তাই,
বাতাস এসে লাগিছে গায়ে,
জোছনা এসে পড়িছে পায়ে,
উড়িয়া কাছে গাহিছে পাখী,
মুদিয়া যেন এসেছে আঁখি,

আকাশ মাঝে মাথাটি থুয়ে
আরামে যেন ভাসিয়া যায়,
হৃদয় মোর মেঘের মত
আকাশ মাঝে ভাসিতে চায়!
ধরার পানে মেলিয়া আঁখি
উষার মত হাসিতে চায়;
জগত মাঝে ফেলিতে পা
চরণ যেন উঠিছে না,
সরমে যেন হাসিছে মৃদু হাস,
হাসিটি যেন নামিল ভুঁয়ে,
জাগায়ে দিল ফুলেরে ছুঁয়ে
মালতী বধূ হাসিয়া তারে
করিল পরিহাস!
মেঘেতে হাসি জড়ায়ে যায়,
বাতাসে হাসি গড়ায়ে যায়,
উষার হাসি, ফুলের হাসি
কানন মাঝে ছড়ায়ে যায়।
হৃদয় মোর আকাশে উঠে
উষার মত ফুটিতে চায়!

সমাপন।

আজ আমি কথা কহিব না!
আর আমি গান গাহিব না!

সকাতরে গান গেয়ে পথপানে চেয়ে চেয়ে,
এদের ডেকেছি দিবানিশি,

ভেবেছিনু মিছে আশা, বোঝেনা আমার ভাষা,
বিলাপ মিলায় দিশি দিশি!
কাছে এরা আসিত না, কোলে বসে' হাসিত না,
ধরিতে চকিতে হত লীন,
মরমে বাজিত ব্যথা, সাধিলে না কহে কথা,
সাধিতে শিখিনি এত দিন!
দিত দেখা মাঝে মাঝে, দূরে যেন বাঁশি বাজে,
আভাস শুনিনু যেন হায়!
মেঘে কভু পড়ে রেখা, ফুলে কভু দেয় দেখা,
প্রাণে কভু বহে' চলে যায়!

আজ তারা এসেছেরে কাছে,
আজি মোর কি অভাব আছে!
জেগেছে নূতন প্রাণ, বেজেছে নূতন গান,
ওই দেখ পোহায়েছে রাতি।
আমারে বুকেতে নেরে, কাছে আয়, আমি যেরে
নিখিলের খেলাবার সাথী।

চারিদিকে সৌরভ, চারিদিকে গীতরব,
চারিদিকে সুখ আর হাসি,
চারিদিকে শিশুগুলি মুখে আধ আধ বুলি
চারিদিকে স্নেহ প্রেম রাশি!
আমারে ঘিরেছে কা'রা, সুখেতে করেছে সারা
জগতে হয়েছে হারা প্রাণের বাসনা,
আর আমি কথা কহিব না!
আর আমি গান গাহিব না!

ছবি ও গান।

কে ?

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাস টুকুর মত!
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত!

সে চলে গেল, বলে গেল না,
সে কোথায় গেল ফিরে এল না,
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল,
কি যেন গেয়ে গেল,
তাই আপন মনে বসে আছি
কুসুম বনেতে!

সে ঢেউয়ের মত ভেসে গেছে,
চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
যেখেন দিয়ে হেসে গেছে
হাসি তার রেখে গেছে রে,
মনে হল আঁখির কোণে
আমায় যেন ডেকে গেছে সে!
আমি কোথায় যাব কোথায় যাব,
ভাবতেছি তাই একলা ব'সে!

সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল
ঘুমের ঘোর!
সে প্রাণের কোথা দুলিয়ে গেল
ফুলের ডোর।
সে কুসুম বনের উপর দিয়ে
কি কথা যে বলে গেল,
ফুলের গন্ধ পাগল হয়ে
সঙ্গে তারি চলে গেল!

হৃদয় আমার আকুল হল,
নয়ন আমার মুদে এল,
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে!

সুখস্বপ্ন।

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা।
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়
তার কানে কানে কি যে কহে যায়,
তাই আধ' শুয়ে আধ' বসিয়ে
সে যে ভাবিতেছে কত কথা।
অধরের কোণে হাসিটি
আধখানি মুখ ঢাকিয়া,
কাননের পানে চেয়ে আছে
আধ-মুকুলিত আঁখিয়া!
সুদূর স্বপন ভেসে ভেসে
চোখে এসে যেন লাগিছে,
ঘুমঘোরময় সুখের আবেশ
প্রাণের কোথায় জাগিছে!
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়,
উড়ে উড়ে যায় পাখী,
সারাদিন ধ'রে বকুলের ফুল
ঝ'রে পড়ে থাকি থাকি!
মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি,
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি!

জাগ্রত স্বপ্ন।

আজ একেলা বসিয়া, আকাশে চাহিয়া,
কি সাধ যেতেছে, মন!
বেলা চলে যায়—আছিস্ কোথায়?
কোন্ স্বপনেতে নিমগন?
বসন্ত বাতাসে আঁখি মুদে আসে,
মৃদু মৃদু বহে শ্বাস,
গায়ে এসে যেন এলায়ে পড়িছে
কুসুমের মৃদুবাস!

ভ্রমি আমি যেন সুদূর কাননে,
সুদূর আকাশ তলে,
আন্‌মনে যেন গাহিয়া বেড়াই
সরযুর কলকলে!
গহন বনের কোথা হতে শুনি
বাঁশির স্বর-আভাস,
বনের হৃদয় বাজাইছে যেন
মরমের অভিলাষ!
বিভোর হৃদয়ে বুঝিতে পারিনে
কে গায় কিসের গান,
অজানা ফুলের সুরভি মাথান'
স্বরসুধা করি পান!

যেনরে কোথায় তরুর ছায়ায়
বসিয়া রূপসী বালা,
কুসুম-শয়নে আধেক মগনা,
বাকল বসনে আধেক নগনা,
সুখ দুখ গান গাহিছে শুইয়া
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা!
যেন হেথা হোথা কে কোথায় আছে
এখনি দেখিতে পাব,
যেনরে তাদের চরণের কাছে
বীণা লয়ে গান গাব!
শুনে শুনে তারা আনত নয়নে
হাসিবে মুচুকি হাসি,
সরমের আভা অধরে কপোলে
বেড়াইবে ভাসি ভাসি!

মাথায় বাঁধিয়া ফুলের মালা
ফিরিব গভীর বনে!
উড়িতেছে কেশ উড়িতেছে বেশ
উদাস পরাণ কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে ল'য়ে বাঁশি, মুখে ল'য়ে হাসি,
ভ্রমিতেছি আন্‌মনে!
চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবন-কুসুম প্রাণে বিকশিত,
কুসুমের পরে ফেলিব চরণ,
যৌবন মাধুরী ভরে!—
চারিদিকে মোর মাধবী মালতী
সৌরভে আকুল করে!

কেহ কি আমারে চাহিবে না?
কাছে এসে গান গাহিবে না?
পিপাসিত প্রাণে চাহি মুখ পানে
কবে না প্রাণের আশা?
চাঁদের আলোতে, বসন্ত বাতাসে,
কুসুম কাননে বাঁধি বাহুপাশে
সরমে সোহাগে মৃদু মধু হাসে
জানাবে না ভালবাসা?
আমার যৌবন-কুসুম-কাননে
ললিত চরণে বেড়াবে না?
আমার প্রাণের লতিকা বাঁধন
চরণে তাহার জড়াবে না?
আমার প্রাণের কুসুম গাঁথিয়া
কেহ পরিবে না গলে?
তাই ভাবিতেছি আপনার মনে
বসিয়া তরুর তলে!

দোলা।

ঝিকিমিকি বেলা!
ছায়া খানি কাঁপে জলে,
আলোখানি করে খেলা!
ছুটিতে দোলার পরে দোলে,
পাতার আড়াল দিয়ে স্নেহভরে নিরখিয়ে
রবির নয়ন তাহে ভোলে।

ছুটিতে দোলায় ব'সে দোলে,
বেলাখানি কোথা যায় চলে,
হের, সুধামুখী মেয়ে কি চাওয়া সে আছে চেয়ে
মুখখানি থুয়ে তার বুকে!
কি মায়া মাখানো চাঁদ মুখে!

হাতে তার কাকন ছুগাছি,
কানেতে ছুলিছে তার ছুল,
হাসি-হাসি মুখখানি তার
ফুটেছে সাঁঝের জুঁই ফুল!
কারো মুখে কথা নেই, শুধু মুখে মুখে চায়,
শুধু ব'সে ব'সে দোলে বেলা কোথা চ'লে যায়!
আঁধার ঘনাল ধীরে
পাখীরা ফিরিল নীড়ে,
সোনার রবির আলো মিলায় আকাশ কোলে।
মেঘেরা কোথায় গেল চলে,
ছুজনে নীরবে ব'সে দোলে।
ঘেঁসে আসে বুকে বুকে,
মিলাইয়ে মুখে মুখে
বাহুতে বাঁধিয়া বাহুপাশ,
ধীরে ধীরে বহিতেছে শ্বাস!
মাঝে মাঝে থেকে থেকে
আকাশেতে চেয়ে দেখে,
গাছের আড়ালে ছুটি তারা।
প্রাণ কোথা উড়ে যায়,
সেই তারা পানে ধায়,
আকাশের মাঝে হয় হারা!
পৃথিবী ছাড়িয়া যেন তা'রা
ছুটিতে হয়েছে ছুটি তারা!

একাকিনী।

একটি মেয়ে একেলা,
সাঁঝের বেলা,
মাঠ দিয়ে চলেছে।
চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে!
মুখেতে পড়েছে সাঁঝের আভা,
চুলেতে করিছে ঝিকি ঝিকি!
কে জানে কি ভাবে মনে মনে
আন মনে চলে ধিকি ধিকি।
পশ্চিমে সোনায় সোনাময়,
এত সোনা কে কোথা দেখেছে!
তারি মাঝে মলিন মেয়েটি
কে যেনরে এঁকে রেখেছে!
চরণ চলিতে বাধে বাধে
শুধালে কথাটি নাহি কয়।
বড় বড় আকুল নয়নে
শুধু মুখপানে চেয়ে রয়!
নয়ন করিছে ছল ছল্,
এখনি পড়িবে যেন জল!

সাঁঝেতে নিরালা সব ঠাঁই,
মাঠে কোথাও জনপ্রাণী নাই—
দূরে—অতি দূরে দেখা যায়,
মলিন সে সাঁঝের আলোতে
ছায়া ছায়া গাছপালাগুলি
মেশে মেশে মেঘের কোলেতে!
একেলা মেয়েটি চলে যায়
কি জানি কি বাঁধা আঁচলেতে!

আ-মরি জননী তোর কে!
বল্‌রে কোথায় তোর ঘর।
তরাসে চাহিস্ কেনরে!
আমারে বাসিস্ কেন পর?

ঘুম।

ঘুমিয়ে পড়েছে শিশু গুলি,
খেলা ধুলা সব গেছে ভুলি!

ধীরে নিশীথের বায় আসে খোলা জানালায়,
ঘুম এনে দেয় আঁখি-পাতে,
শয্যায় পায়ের কাছে খেলেনা ছড়ান' আছে,
ঘুমিয়েছে খেলাতে খেলাতে।

এলিয়ে গিয়েছে দেহ, মুখে দেবতার স্নেহ
পড়েছেরে ছায়ার মতন,
কালো কালো চুল তার বাতাসেতে বার বার
উড়ে উড়ে ঢাকিছে বদন।
সারারাত স্নেহ-সুখে তারাগুলি চায় মুখে,
যেন তারা করি গলাগলি,
কত কি যে করে বলাবলি!
যেন তারা আঁচলেতে আঁধারে আলোতে গেঁথে
হাসি-মাখা সুখের স্বপন,
ধীরে ধীরে স্নেহ ভরে শিশুর প্রাণের পরে
একে একে করে বরিষণ!

কাল যবে রবিকরে কাননেতে থরে থরে
ফুটে ফুটে উঠিবে কুসুম,
ওদেরো নয়ন গুলি ফুটিয়া উঠিবে খুলি,
কোথায় মিলায়ে যাবে ঘুম!
প্রভাতের আলো, জাগি, যেন খেলাবার লাগি
ওদের জাগায়ে দিতে চায়,
আলোতে ছেলেতে ফুলে এক সাথে আঁখি খুলে
প্রভাতে পাখীতে গান গায়!

সুখের স্মৃতি।

চেয়ে আছে আকাশের পানে
জোছনায় আঁচলটী পেতে,
যত আলো ছিল সে চাঁদের
সব যেন পড়েছে মুখেতে!
মুখে যেন গ'লে পড়ে চাঁদ,
চোখে যেন পড়িছে ঘুমিয়ে,
সুকোমল শিথিল আঁচলে
প'ড়ে আছে আরামে চুমিয়ে।
একটি মৃণাল-করে মাথা,
আরেকুটি পড়ে আছে বুকে,
বাতাসটি ব'হে গিয়ে গায়
শিহরি উঠিছে অতি সুখে!
অতি দূরে বাজে ধীরে বাঁশি
অতি সুখে পরাণ উদাসী,
অধরেতে স্খলিত চরণা
মদির হিল্লোলময়ী হাসি।
কে যেনরে চুমো খেয়ে তারে
চ'লে গেছে এই কিছু আগে;
চুমোটিরে বাঁধি ফুল হারে
অধরেতে হাসির মাঝারে,
চুমোতে চাঁদের চুমো দিয়ে
রেখেছে রে যতনে সোহাগে!
কে যেন রে ব'সে তার কাছে
গুণ গুণ ক'রে ব'লে গেছে
মধুমাখা বাণী কানে কানে,
পরাণের কুসুম কারায়,
কথাগুলি উড়িয়ে বেড়ায়,
বাহিরিতে পথ নাহি জানে!
মুখে নিয়ে সেই কথা ক'টি
খেলা করে উলটি পালটি,
আপনি আপন বাণী শুনে
সরমে সুখেতে হয় সারা,
কার মুখ পড়ে তার মনে,
কার হাসি লাগিছে নয়নে,
স্মৃতির মধুর ফুলবনে
কোথায় হ'য়েছে পথহারা!
চেয়ে তাই সুনীল আকাশে,
মুখেতে চাঁদের আলো ভাসে,
অবসান গান আশে পাশে
ভ্রমে যেন ভ্রমরের পারা!

যোগী।

পশ্চিমে ডুবেছে ইন্দু, সম্মুখে উদার সিন্ধু
শিরোপরি অনন্ত বিমান,
লম্বমান জটাজুটে, যোগীবর করপুটে
দেখিছেন সূর্য্যের উত্থান!
উলঙ্গ সুদীর্ঘকায়, বিশাল ললাট ভায়
মুখে তাঁর শান্তির বিকাশ,
শূন্যে আঁখি চেয়ে আছে, উদার বুকের কাছে
খেলা করে সমুদ্র বাতাস।

চৌদিকে দিগন্ত মুক্ত, বিশ্ব চরাচর সুপ্ত,
তারি মাঝে যোগী মহাকায়,
ভয়ে ভয়ে ঢেউগুলি, নিয়ে যায় পদধূলি,
ধীরে আসে ধীরে চলে যায়।
মহা স্তব্ধ সব ঠাই, বিশ্বে আর শব্দ নাই
কেবল সিন্ধুর মহা তান,
যেন সিন্ধু ভক্তি ভরে, জলদ গম্ভীর স্বরে
তপনের করে স্তব গান।
আজি সমুদ্রের কূলে, নীরবে সমুদ্র দুলে
হৃদয়ের অতল গভীরে,
অনন্ত সে পারাবার, ডুবাইছে চারিধার,
ঢেউ লাগে জগতের তীরে।
যোগী যেন চিত্রে লিখা, উঠিছে রবির শিখা
মুখে তারি পড়িছে কিরণ,
পশ্চাতে ব্যাপিয়া দিশি, তামসী তাপসী নিশি
ধ্যান করে মুদিয়া নয়ন!
শিবের জটার পরে যথা সুরধুনী ঝরে
তারা-চূর্ণ রজতের স্রোতে,
তেমনি কিরণ লুটে সন্ন্যাসীর জটাজুটে
পূরব-আকাশ-সীমা হোতে।
বিমল আলোক হেন, ব্রহ্মলোক হ'তে যেন
ঝরে তাঁর ললাটের কাছে,
মর্ত্ত্যের তামসী নিশি পশ্চাতে যেতেছে মিশি
নীরবে নিস্তব্ধ চেয়ে আছে।
সুদূর সমুদ্র নীরে, অসীম আঁধার তীরে
একটুকু কনকের রেখা,
কি মহা রহস্যময়, সমুদ্রে অরুণোদয়
আভাসের মত যায় দেখা।
চরাচর ব্যগ্র প্রাণে, পূরবের পথ পানে
নেহারিছে সমুদ্র অতল,
দেখ চেয়ে মরি মরি, কিরণ-মৃণাল পরি
জ্যোতির্ম্ময় কনক কমল!
দেখ্ চেয়ে দেখ পূবে কিরণে গিয়েছে ডুবে
গগনের উদার ললাট!
সহসা সে ঋষিবর আকাশে তুলিয়া কর
গাহিয়া উঠিল বেদ পাঠ।

পাগল।

আপন মনে বেড়ায় গান গেয়ে,
কেউ শোনে, কেউ শোনে না!
ঘুরে বেড়ায় জগৎ-পানে চেয়ে
কেউ দেখে, কেউ দেখে না!
যেখেন দিয়ে যায় সে চ'লে সেথায় যেন ঢেউ খেলে যায়,
বাতাস যেন আকুল হয়ে ওঠে,
ধরা যেন চরণ ছুঁয়ে শিউরে ওঠে শ্যামল দেহে
লতায় যেন কুসুম ফোটে ফোটে!
বসন্ত তার সাড়া পেয়ে সখা ব'লে আসে ধেয়ে,
বনে যেন দুইটি বসন্ত,
দুই সখাতে ভেসে চলে যৌবন-সাগরের জলে
কোথাও যেন নাহিরে তার অন্ত!
আকাশ বলে এস এস, কানন বলে ব'স বস,
সবাই যেন নাম ধ'রে তার ডাকে!
হেসে যখন কয় সে কথা মূর্চ্ছা যায়রে বনের লতা,
লুটিয়ে ভুঁয়ে চুপ করে সে থাকে।
বনের হরিণ কাছে আসে সাথে সাথে ফিরে পাশে
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় দেহ ছায়।
পায়ের কাছে পড়ে লুটি, বড় বড় আঁখি দুটি
তুলে তুলে মুখের পানে চায়।
আপ্‌না-ভোলা সরল হাসি, ঝরে পড়চে রাশি রাশি,
আপ্‌নি যেন জান্‌তে নাহি পায়!
লতা তারে আট্‌কে রেখে তারি কাছে হাস্‌তে শেখে,
হাসি যেন কুসুম হয়ে যায়!
গান গায় সে সাঁঝের বেলা মেঘগুলি তাই ভুলে খেলা
নেমে আস্‌তে চায়রে ধরা পানে,
একে একে সাঁঝের তারা গান শুনে তার অবাক্ পারা,
আর সবারে ডেকে ডেকে আনে!
(সে) আপ্‌নি মাতে আপন স্বরে আর সবারে পাগল করে,
সাথে সাথে সবাই গাহে গান,
জগতের যা কিছু আছে সব্ ফেলে দেয় পায়ের কাছে
প্রাণের কাছে খুলে দেয় সে প্রাণ!

আর্ত্তস্বর।

শ্রাবণে গভীর নিশি, দিগ্বিদিক আছে মিশি,
মেঘেতে মেঘেতে ঘন বাঁধা,
কোথা শশি, কোথা তারা, মেঘারণ্যে পথহারা
আঁধারে আঁধারে সব আঁধা!
জলন্ত বিদ্যুৎ অহি ক্ষণে ক্ষণে রহি রহি
অন্ধকারে করিছে দংশন।
কুম্ভকর্ণ অন্ধকার নিদ্রা টুটি বার বার
উঠিতেছে করিয়া গর্জ্জন।
শূন্যে যেন স্থান নাই, পরিপূর্ণ সব ঠাঁই,
সুকঠিন আঁধার চাপিয়া,
ঝড় বহে, মনে হয়, ও যেন রে ঝড় নয়,
অন্ধকার দুলিছে কাঁপিয়া!
মাঝে মাঝে থর হর কোথা হতে মর মর
কেঁদে কেঁদে উঠিছে অরণ্য।
নিশীথ-সমুদ্র মাঝে জলজন্তু সম রাজে
নিশাচর যেনরে অগণ্য!
কে যেন রে মুহুর্মুহু নিশ্বাস ফেলিছে হুহু,
হু হু করে কেঁদে কেঁদে ওঠে,
সুদূর অরণ্য তলে ডালপালা পায়ে দ'লে
আর্ত্তনাদ ক'রে যেন ছোটে!
এ অনন্ত অন্ধকারে কে রে সে, খুঁজিছে কারে,
তন্ন তন্ন আকাশ-গহ্বর।
তা'রে নাহি দেখে কেহ শুধু শিহরায় দেহ
শুনি তার তীব্র কণ্ঠস্বর!
তুই কিরে নিশীথিনী অন্ধকারে অনাথিনী
হারাইলি জগতেরে তোর;
অনন্ত আকাশ পরি ছুটিস্‌রে হাহা করি,
আলোড়িয়া অন্ধকার ঘোর!
তাই কিরে থেকে থেকে নাম ধ'রে ডেকে ডেকে
জগতেরে করিস্‌ আহ্বান।
শুনি আজি তোর স্বর, শিহরিত কলেবর
কাঁদিয়া উঠিছে কার প্রাণ!
কে আজি রে তোর সাথে ধরি তোর হাতে হাতে
খুঁজিতে চাহিছে যেন কারে!
মহাশূন্যে দাঁড়াইয়ে, প্রান্ত হতে প্রান্তে গিয়ে,
কে চাহে কাঁদিতে অন্ধকারে!
আঁধারেতে আঁখি ফুটে ঝটিকার পরে ছুটে
তীক্ষ্ণ শিখা বিদ্যুৎ মাড়ায়ে.
হুহু করি নিশ্বাসিয়া চ'লে যাবে উদাসিয়া
কেশ পাশ আকাশে ছড়ায়ে।
উলঙ্গিনী উন্মাদিনী, ঝটিকার কণ্ঠ জিনি
তীব্র কণ্ঠে ডাকিবে তাহারে,
সে বিলাপ কেঁপে কেঁপে বেড়াবে আকাশ ব্যেপে
ধ্বনিবে অনন্ত অন্ধকারে!
ছিঁড়ি ছিঁড়ি কেশ পাশ কভু কান্না, কভু হাস
প্রাণ ভ'রে করিবে চীৎকার,
বজ্র আলিঙ্গন দিয়ে বুকে তোরে জড়াইয়ে
ছুটিতে গিয়েছে সাধ তার!

স্মৃতি-প্রতিমা।

আজ কিছু করিব না আর,
সমুখেতে চেয়ে চেয়ে গুন্‌ গুন্‌ গেয়ে গেয়ে
ব'সে ব'সে ভাবি একবার!
আজি বহু দিন পরে যেন সেই দ্বিপ্রহরে
সে দিনের বায়ু ব'হে যায়,
হা রে হা শৈশব মায়া, অতীত প্রাণের ছায়া,
এখনো কি আছিস্‌ হেথায়?
এখনো কি থেকে থেকে উঠিস্‌রে ডেকে ডেকে,
সাড়া দিবে সে কি আর আছে?
যা' ছিল তা আছে সেই, আমি যে সে আমি নেই
কেনরে আসিস্‌ মোর কাছে?
কেনরে পুরাণ' স্নেহে পরাণের শূন্য গেহে
দাঁড়ায়ে মুখের পানে চাস্‌?
অভিমানে ছল' ছল' নয়নে কি কথা বল',
কেঁদে ওঠে হৃদয় উদাস।
আছিল যে আপনার সে বুঝিরে নাই আর!
সে বুঝিরে হ'য়ে গেছে পর,
তবু সে কেমন আছে, শুধাতে আসিস্‌ কাছে,
দাঁড়ায়ে কাঁপিস্‌ থর্‌ থর্‌!
আয়রে আয়রে অয়ি, শৈশবের স্মৃতিময়ী,
আয় তোর আপনার দেশে,
যে প্রাণ আছিল তোরি তাহারি দুয়ার ধরি
কেন আজ ভিখারিণী বেশে!

আগুসরি ধীরি ধীরি বার বার চাস্ ফিরি,
সংশয়েতে চলে না চরণ,
ভয়ে ভয়ে মুখ পানে চাহিস্ আকুল প্রাণে,
ম্লান মুখে না সরে বচন!
দেহে যেন নাই বল, চোখে পড়ে-পড়ে জল,
এলোচুলে, মলিন বসনে;
কথা কেহ বলে পাছে ভয়ে না আসিস্ কাছে,
চেয়ে র'স আকুল নয়নে!
সেই ঘর, সেই দ্বার, মনে পড়ে বার বার
কত যে করিলি খেলাধূলি,
খেলা ফেলে গেলি চ'লে, কথাটি না গেলি ব'লে,
অভিমানে নয়ন আকুলি!
যেথা যা গেছিলি রেখে, ধূলায় গিয়েছে ঢেকে,
দেখ্‌রে তেমনি আছে পড়ি,
সেই অশ্রু, সেই গান, সেই হাসি, অভিমান,
ধূলায় যেতেছে গড়াগড়ি!
তবে রে বারেক আয়, বসি হেথা পুনরায়,
ধূলি মাখা অতীতের মাঝে,
শূন্য গৃহ জন হীন প'ড়ে আছে কত দিন,
আর হেথা বাঁশি নাহি বাজে!
একবার চেয়ে দেখি, কোন খেনে আছে যে কি,
কোন্ খেনে করেছিনু খেলা,
শুকান' এ মালাগুলি, রাখি রে কণ্ঠেতে তুলি,
কখন্ চলিয়া যাবে বেলা!
সেই পুরাতন স্নেহে হাতটি বুলাও দেহে,
মাথাটি বুকেতে তুলে রাখি,
কথা কও নাহি কও, চোখে চোখে চেয়ে রও,
আঁখিতে ডুবিয়া যাক্ আঁখি!

স্নেহময়ী।

হাসিতে ভরিয়ে গেছে হাসি মুখখানি,
প্রভাতে ফুলের বনে দাঁড়ায়ে আপন মনে
মরি মরি, মুখে নাই বাণী!
প্রভাত কিরণগুলি চৌদিকে যেতেছে খুলি
যেন শুভ্র কমলের দল,
আপন মহিমা লয়ে তারি মাঝে দাঁড়াইয়ে
কে তুই, করুণাময়ি বল্!
স্নিগ্ধ ওই দু-নয়ানে চাহিলে মুখের পানে
সুধাময়ী শান্তি প্রাণে জাগে,
শুনি যেন স্নেহ বাণী; কোমল ও হাতখানি
প্রাণের গায়েতে যেন লাগে!
তোরে যেন চিনিতাম, তোর কাছে শুনিতাম
কত কি কাহিনী সন্ধেবেলা,
যেন মনে নাই, কবে কাছে বসি মোরা সবে
তোর কাছে করিতাম খেলা!
অতি ধীরে তোর পাশে প্রভাতের বায়ু আসে,
যেন ছোট ভাইটির প্রায়,
যেন তোর স্নেহ পেয়ে তোর মুখ পানে চেয়ে
আবার সে খেলাইতে যায়।
অমিয়-মাধুরী মাখি চেয়ে আছে দুটি আঁখি,
জগতের প্রাণ জুড়াইছে,
ফুলেরা আমোদে মেতে হেলে দুলে বাতাসেতে
আঁখি হতে স্নেহ কুড়াইছে!
কি যেন জান গো ভাষা, কি যেন দিতেছ আশা,
আঁখি দিয়ে পরাণ উথলে,
চারিদিকে ফুলগুলি, কচি কচি বাহু তুলি,
কোলে নাও, কোলে নাও বলে!
কারে যেন কাছে ডাক, যেথা তুমি বসে থাক
তার চারিদিকে থাক তুমি,
তোমার আপনা দিয়ে হাসিময়ী শান্তি দিয়ে,
পূর্ণ কর চরাচরভূমি!
তোমাতে পূরেছে বন, পূর্ণ হল সমীরণ,
তোমাতে পূরেছে লতাপাতা।
ফুল দূরে থেকে চায় তোমার পরশ পায়,
লুটায় তোমার কোলে মাথা!
তোমার প্রাণের বিভা চৌদিকে ছুলিছে কিবা
প্রভাতের আলোক হিল্লোলে,
আজিকে প্রভাতে এ কি স্নেহের প্রতিমা দেখি,
ব'সে আছ জগতের কোলে!
কেহ মুখে চেয়ে থাকে, কেহ তোরে কাছে ডাকে,
কেহ তোর কোলে খেলা করে!

তুমি শুধু স্তব্ধ হয়ে একটি কথা না ক'য়ে
চেয়ে আছ আনন্দের ভরে!
ওই যে তোমার কাছে সকলে দাঁড়ায়ে আছে
ওরা মোর আপনার লোক,
ওরাও আমারি মত তোর স্নেহে আছে রত,
জুঁই বেলা বকুল অশোক!
বড় সাধ যায় তোরে ফুল হয়ে থাকি ঘিরে
কাননে ফুলের সাথে মিশে,
নয়ন কিরণে তোর ফুলিবে পরাণ মোর,
সুবাস ছুটিবে দিশে দিশে!
তোমার হাসিটি লয়ে হরষে আকুল হয়ে
খেলা করে প্রভাতের আলো,
হাসিতে আলোটি পড়ে, আলোতে হাসিটি পড়ে,
প্রভাত মধুর হয়ে গেল!
পরশি তোমার কায়, মধুর প্রভাত বায়,
মধুময় কুসুমের বাস,
ওই দৃষ্টি-সুধা দাও, এই দিক পানে চাও,
প্রাণ হোক্ প্রভাত বিকাশ!

রাহুর প্রেম।

শুনেছি আমারে ভাল লাগে না
নাই বা লাগিল তোর,
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া,
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া,
লৌহ শৃঙ্খলের ডোর!
তুইত আমার বন্দী অভাগিনী,
বাঁধিয়াছি কারাগারে,
প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে
দেখি কে খুলিতে পারে!

জগৎ মাঝারে, যেথায় বেড়াবি,
যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
কি বসন্ত শীতে, দিবসে, নিশীথে,
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণ প্রাণ অনন্ত শৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধ'রে,
একবার তোরে দেখেছি যখন
কেমনে এড়াবি মোরে!
চাও নাই চাও, ডাক নাই ডাক,
কাছেতে আমার থাক নাই থাক,
যাব সাথে সাথে, রব পায় পায়,
রব গায় গায় মিশি,
এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ,
হতাশ নিশ্বাস, এই ভাঙ্গা বুক,
ভাঙ্গা বাদ্য সম বাজিবে কেবল
সাথে সাথে দিবানিশি।

অনন্ত কালের সঙ্গী আমি তোর
আমি যে রে তোর ছায়া,
কিবা সে রোদনে, কিবা সে হাসিতে,
দেখিতে পাইবি কখন পাশেতে,
কখন সমুখে কখন পশ্চাতে
আমার আঁধার কায়া।
গভীর নিশীথে, একাকী যখন
বসিয়া মলিন প্রাণে,
চমকি উঠিয়া দেখিবি তরাসে
আমিও রয়েছি বসে তোর পাশে,
চেয়ে তোর মুখ পানে!
যে দিকেই তুই ফিরাবি বয়ান,
সেই দিকে আমি ফিরাব নয়ান,
যে দিকে চাহিবি, আকাশে, আমার
আঁধার মূরতি আঁকা,
সকলি পড়িবে আমার আড়ালে,
জগৎ পড়িবে ঢাকা!
দুঃস্বপ্নের মত, দুর্ভাবনা সম,
তোমারে রহিব ঘিরে,
দিবস রজনী এ মুখ দেখিব
তোমার নয়ন-নীরে!
বিশীর্ণ-কঙ্কাল চির-ভিক্ষা সম
দাঁড়ায়ে সম্মুখে তোর
দাও দাও ব'লে কেবলি ডাকিব,
ফেলিব নয়ন-লোর!

কেবলি সাধিব, কেবলি কাঁদিব
কেবলি ফেলিব শ্বাস,
কানের কাছেতে, প্রাণের কাছেতে
করিবরে হা-হুতাশ!
মোর এক নাম কেবলি বসিয়া
জপিব কানেতে তব,
কাঁটার মতন, দিবস রজনী
পায়েতে বিঁধিয়ে রব!
পূর্ব্ব জনমের অভিশাপ সম
রব' আমি কাছে কাছে,
ভাবী জনমের অদৃষ্টের মত
বেড়াইব পাছে পাছে!
ঢালিয়া আমার প্রাণের আঁধার,
বেড়িয়া রাখিব তোর চারিধার
নিশীথ রচনা করি।
কাছেতে দাঁড়ায়ে প্রেতের মতন,
শুধু দুটি প্রাণী করিব যাপন
অনন্ত সে বিভাবরী!
যেনরে অকূল সাগর মাঝারে
ডুবেছে জগৎ তরী;
তারি মাঝে শুধু মোরা দুটি প্রাণী,
রয়েছি জড়ায়ে তোর বাহুখানি,
যুঝিস্ ছাড়াতে ছাড়িব না তবু,
সে মহা সমুদ্র পরি,
পলে পলে তোর দেহ হয় ক্ষীণ,
পলে পলে তোর বাহু বলহীন,
দুজনে অনন্তে ডুবি নিশিদিন
তবু আছি তোরে ধরি!
রোগের মতন বাঁধিব তোমারে
নিদারুণ আলিঙ্গনে,
মোর যাতনায় হইবি অধীর,
আমারি অনলে দহিবে শরীর,
অবিরাম শুধু আমি ছাড়া আর
কিছু না রহিবে মনে!

গভীর নিশীথে জাগিয়া উঠিয়া
সহসা দেখিবি কাছে,
আড়ষ্ট কঠিন মৃত দেহ মোর
তোর পাশে শুয়ে আছে!
ঘুমাবি যখন স্বপন দেখিবি,
কেবল দেখিবি মোরে,
এই অনিমেষ তৃষাতুর আঁখি
চাহিয়া দেখিছে তোরে!
নিশীথে বসিয়া থেকে থেকে তুই
শুনিবি আঁধার ঘোরে,
কোথা হতে এক কাতর উন্মাদ
ডাকে তোর নাম ধরে!
সুবিজন পথে চলিতে চলিতে
সহসা সভয় গণি,
সাঁঝের আঁধারে শুনিতে পাইবি
আমার হাসির ধ্বনি!

হের অন্ধকার মরুময়ী নিশা,
আমার পরাণ হারায়েছে দিশা,
অনন্ত এ ক্ষুধা, অনন্ত এ তৃষা,
করিতেছে হাহাকার,
আজিকে যখন পেয়েছিরে তোরে,
এ চির-যামিনী ছাড়িব কি করে?
এ ঘোর পিপাসা যুগ যুগান্তরে
মিটিবে কি কভু আর?
বুকের ভিতরে ছুরীর মতন,
মনের মাঝারে বিষের মতন,
রোগের মতন, শোকের মতন
রব আমি অনিবার!

জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে
আশার পশ্চাতে ভয়,
ডাকিনীর মত রজনী ভ্রমিছে
চির দিন ধ'রে দিবসের পিছে
সমস্ত ধরণীময়!
যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া
এই ত নিয়ম ভবে,
ও রূপের কাছে চির দিন তাই
এ ক্ষুধা জাগিয়া রবে!

মধ্যাহ্নে।

হের ওই বাড়িতেছে বেলা,
ব'সে আমি রয়েছি একেলা!
ওই হোথা যায় দেখা, সুদূরে বনের রেখা
মিশেছে আকাশ নীলিমায়।
দিক্ হ'তে দিগন্তরে মাঠ শুধু ধূধূ করে,
বায়ু কোথা ব'হে চলে যায়!
সুদূর মাঠের পারে গ্রামখানি এক ধারে
গাছ দিয়ে ছায়া দিয়ে ঘেরা,
বনের মাথার পর বুলাইয়া ছায়াকর
ভেসে চলে কোথায় মেঘেরা!
মধুর উদাস প্রাণে চাই চারিদিক্ পানে,
স্তব্ধ সব ছবির মতন,
সব যেন চারিধারে অবশ আলস ভারে
স্বর্ণময় মায়ায় মগন!
গ্রাম খানি, মাঠ খানি, উঁচুনিচু পথখানি,
ছুয়েকটি গাছ মাঝে মাঝে,
আকাশ সমুদ্রে ঘেরা স্বর্ণ দ্বীপের পারা
কোথা যেন সুদূরে বিরাজে!
কনক-লাবণ্য ল'য়ে যেন অভিভূত হয়ে
আপনাতে আপনি ঘুমায়,
নিঝুম পাদপ লতা, শ্রান্তকায় নীরবতা
শুয়ে আছে গাছের ছায়ায়!
শুধু অতি মৃদুস্বরে গুন্ গুন্ গান করে
যেন সব ঘুমন্ত ভ্রমর,
যেন মধু খেতে খেতে ঘুমিয়েছে কুসুমেতে
মরিয়া এসেছে কণ্ঠস্বর!
নীল শূন্যে ছবি আঁকা রবির কিরণ মাখা,
সেথা যেন বাস করিতেছি,
জীবনের আধখানি যেন ভুলে গেছি আমি
কোথা যেন ফেলিয়ে এসেছি!
আনমনে ধীরি ধীরি বেড়াতেছি ফিরি ফিরি,
ঘুমঘোর ছায়ায় ছায়ায়,
কোথা যাব কোথা যাই সে কথা যে মনে নাই,
ভুলে আছি মধুর মায়ায়!
মধুর বাতাসে আজি যেনরে উঠিছে বাজি
পরাণের ঘুমন্ত বীণাটি,
ভালবাসা আজি কেন সঙ্গীহারা পাখী যেন
বসিয়া গাহিছে একেলাটি।

বুঝিরে এমনি বেলা ছায়ায় করিত খেলা
তপোবনে ঋষি-বালিকারা,
পরিয়া বাকল বাস, মুখেতে বিমল হাস
বনে বনে বেড়াইত তারা।
হরিণ-শিশুরা এসে কাছেতে বসিত ঘেঁসে
মালিনী বহিত পদতলে,
ছু-চারি সখীতে মেলি কথা কয় হাসি খেলি
তরুতলে বসি কুতূহলে!
কারো কোলে কারো মাথা, সরল প্রাণের কথা
নিরালায় কহে প্রাণ খুলি,
লুকিয়ে গাছের আড়ে সাধ যায় শুনিবারে
কি কথা কহিছে মেয়ে গুলি!
ওই দূর বনছায়া ও যে কি জানেরে মায়া,
ও যেনরে রেখেছে লুকায়ে
সেই স্নিগ্ধ তপোবন চিরফুল্ল তরুগণ,
হরিণ শাবক তরু-ছায়ে!
হোথায় মালিনী নদী বহে যেন নিরবধি,
ঋষিকন্যা কুটীরের মাঝে,
কভু বসি তরু তলে স্নেহে তারে ভাই বলে,
ফুলটি ঝরিলে ব্যথা বাজে।
কত ছবি মনে আসে, পরাণের আশে পাশে
কল্পনা কত যে করে খেলা,
বাতাস লাগায়ে গায়ে বসিয়া তরুর ছায়ে
কেমনে কাটিয়া যায় বেলা।

পূর্ণিমায়।

যাই—যাই—ডুবে যাই—
আরো—আরো ডুবে যাই—
বিহ্বল অবশ অচেতন—
কোন্ খানে, কোন্ দূরে,
নিশীথের কোন্ মাঝে,
কোথা হয়ে যাই নিমগন!
হে ধরণী, পদতলে

দিও না দিও না বাধা
দাও মোরে দাও ছেড়ে দাও—
অনন্ত দিবস নিশি
এমনি ডুবিতে থাকি
তোমরা সুদূরে চলে যাও!—
তোমরা চাহিয়া থাক
জোছনা অমৃত-পানে
বিভোর বিলীন তারাগুলি!
অপার দিগন্ত ওগো,
থাক এ মাথার পরে
দুই দিকে দুই পাখা তুলি!
গান নাই কথা নাই
শব্দ নাই স্পর্শ নাই
নাই ঘুম নাই জাগরণ!—
কোথা কিছু নাহি জাগে
সর্ব্বাঙ্গে জোছনা লাগে
সর্ব্বাঙ্গ পুলকে অচেতন!
অসীমে সুনীলে শূন্যে
বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে
তারে যেন দেখা নাহি যায়—
নিশীথের মাঝে শুধু
মহান্ একাকী আমি
অতলেতে ডুবিরে কোথায়!
গাও বিশ্ব গাও তুমি
সুদূর অদৃশ্য হতে
গাও তব নাবিকের গান—
শত লক্ষ যাত্রী লয়ে
কোথায় যেতেছ তুমি
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান!
অনন্ত রজনী শুধু
ডুবে যাই নিভে যাই
মরে যাই অসীম মধুরে,
বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে
মিলায়ে মিশায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে!

পোড়ো বাড়ি।

চারিদিকে কেহ নাই, একা ভাঙ্গা বাড়ি
সন্ধে বেলা ছাদে ব'সে ডাকিতেছে কাক,
নিবিড় আঁধার, মুখ বাড়ায়ে র'য়েছে
যেথা আছে ভাঙ্গা ভাঙ্গা প্রাচীরের ফাঁক!
প'ড়েছে সন্ধ্যার ছায়া অশথের গাছে,
থেকে থেকে শাখা তার উঠিছে নড়িয়া,
ভগ্ন শুষ্ক দীর্ঘ শীর্ণ দেবদারু তরু
হেলিয়া ভিত্তির পরে রয়েছে পড়িয়া!
আকাশেতে উঠিয়াছে আধখানি চাঁদ,
তাকায় চাঁদের পানে গৃহের আঁধার,
প্রাঙ্গনে করিয়া মেলা ঊর্দ্ধমুখ হ'য়ে
চন্দ্রালোকে শৃগালেরা করিছে চীৎকার!

শুধাইরে, ওই তোর ঘোর স্তব্ধ ঘরে
কখনো কি হয়েছিল বিবাহ উৎসব?
কোনো রজনীতে কিরে ফুল্ল দীপালোকে
উঠেছিল প্রমোদের নৃত্যগীত রব?
হোথায় কি প্রতিদিন সন্ধ্যা হয়ে এলে
তরুণীরা সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া দিত?
মায়ের কোলেতে শুয়ে চাঁদেরে দেখিয়া
শিশুটি তুলিয়া হাত ধরিতে চাহিত?
বালকেরা বেড়াত কি কোলাহল করি?
আঙ্গিনায় খেলিত কি কোন ভাই বোন্?
মিলে মিশে স্নেহে প্রেমে আনন্দে উল্লাসে
প্রতি দিবসের কাজ হ'ত সমাপন?
কোন্ ঘরে কে ছিল রে! সে কি মনে আছে?
কোথায় হাসিত বধূ সরমের হাস,
বিরহিণী কোন্ ঘরে কোন্ বাতায়নে
রজনীতে একা বসে ফেলিত নিশ্বাস?
যে দিন শিয়রে তোর অশথের গাছ
নিশীথের বাতাসেতে করে মর মর,
ভাঙ্গা জানালার কাছে পশে অতি ধীরে
জাহ্নবীর তরঙ্গের দূর কলস্বর—
সে রাত্রে কি তাদের আবার পড়ে মনে
সেই সব ছেলেদের সেই কচি মুখ,

কত স্নেহময়ী মাতা তরুণ তরুণী
কত নিমেষের কত ক্ষুদ্র সুখ দুখ ?
মনে পড়ে সেই সব হাসি আর গান,
মনে পড়ে—কোথা তা'রা, সব অবসান।

—

অভিমানিনী।

এলোথেলো চুলগুলি ছড়িয়ে
ওই দেখ সে দাঁড়িয়ে রয়েছে ;—
নিমেষ-হারা আঁখির পাতা দুটি
চোখের জলে ভ'রে এয়েছে !—
গ্রীবাখানি ঈষৎ বাঁকানো
দুটি হাতে মুঠি আছে চাপি,
ছোট ছোট রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট
ফুলে ফুলে উঠিতেছে কাঁপি !
সাধিলে ও কথা কবে না,
ডাকিলে ও আসিবে না কাছে ;
সবার পরে অভিমান করে
আপ্না নিয়ে দাঁড়িয়ে শুধু আছে !
কি হয়েছে কি হয়েছে বলে
বাতাস এসে চুলগুলি দোলায় ;—
রাঙ্গা ওই কপোল খানিতে
রবির হাসি হেসে চুম খায় !—
কচি হাতে ফুল দুখানি ছিল
রাগ ক'রে ঐ ফেলে দিয়েছে,
পায়ের কাছে প'ড়ে পড়ে তা'রা
মুখের পানে চেয়ে রয়েছে !

—

নিশীথ জগৎ।

জন্মেছি নিশীথে আমি, তারার আলোকে
র'য়েছি বসিয়া।
চারিদিকে নিশীথিনী মাঝে মাঝে হুহু করি
উঠিছে শ্বসিয়া।
পশ্চিমে করেছে মেঘ, নিবিড় মেঘের প্রান্তে
স্ফুরিছে দামিনী,
দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যেন শিহরি মেলিছে আঁখি
চকিত যামিনী !
মাথার উপর দিয়া উড়িছে বাদুড়
কাঁদিছে পেচক,
একেলা রয়েছি বসি, চেয়ে শূন্যপানে,
না পড়ে পলক।

আঁধারের প্রাণী যত ভূমিতলে হাত দিয়া
ঘুরিয়া বেড়ায়,
চোখে উড়ে পড়ে ধূলা, কোন্‌খানে কি যে আছে
দেখিতে না পায়।
নড়িলে গাছের পাতা চকিতে চমকি উঠে,
চায় চারি ধারে !
ঘোর আঁধারের মাঝে কোথা কি লুকায়ে আছে
কে বলিতে পারে !

গহন বনের মাঝে চলিয়াছে শিশু
মা'র হাত ধ'রে,
মুহূর্ত্ত ছেড়েছে হাত, প'ড়েছে পিছায়ে
খেলাবার তরে,
মা অমনি চমকিয়া "বাছা" "বাছা" ব'লে ছোটে,
দেখিতে না পায়,
শুধু সেই অন্ধকারে মা মা ধ্বনি পশে কানে,
চারিদিকে চায়।

সহসা সমুখ দিয়ে কে গেল ছায়ার মত,
লাগিল তরাস !
কে জানে সহসা যেন কোথা কোন্ দিক হতে
শুনি দীর্ঘশ্বাস !
কে বসে রয়েছে পাশে ? কে ছুঁইল দেহ মোর
হিম-হস্তে তার ?
ওকি ও ? একি রে শুনি ! কোথা হতে উঠিল রে
ঘোর হাহাকার ?
ওকি হোথা দেখা যায়—ওই দূরে—অতি দূরে
ও কিসের আলো ?
ওকিও উড়িছে শূন্যে ? দীর্ঘ নিশাচর পাখী ?
মেঘ কালো কালো ?

এই আঁধারের মাঝে কত না অদৃশ্য প্রাণী
কাঁদিছে বসিয়া,
নীরবে টুটিছে প্রাণ, চাহিছে তারার পানে
অরণ্যে পশিয়া।
কেহ বা র'য়েছে শুয়ে দগ্ধ হৃদয়ের পরে
স্মৃতিরে জড়ায়ে,
কেহ না দেখিছে তারে, অন্ধকারে অশ্রুধারা
পড়িছে গড়ায়ে।
কেহ বা শুনিছে সাড়া, উর্দ্ধকণ্ঠে নাম ধ'রে
ডাকিছে মরণে,
পশিয়া হৃদয় মাঝে আশার অঙ্কুর গুলি
দলিছে চরণে!

অরণ্যের প্রান্তভাগে নদী এক চলিয়াছে
বাঁকিয়া বাঁকিয়া,
স্তব্ধ জল. শব্দ নাই—ফণী সম ফুঁসি উঠে
থাকিয়া থাকিয়া!
আঁধারে চলিতে পান্থ দেখিতে না পায় কিছু
জলে গিয়া পড়ে,
মুহূর্ত্তের হাহাকার—মুহূর্ত্তে ভাসিয়া যায়
খর-স্রোত-ভরে।
সখা তার তীরে বসি একেলা কাঁদিতে থাকে,
ডাকে উর্দ্ধশ্বাসে,
কাহারো না পেয়ে সাড়া শূন্যপ্রাণ প্রতিধ্বনি
কেঁদে ফিরে আসে!

নিশীথের কারাগারে কে বেঁধে রেখেছে মোরে
রয়েছি পড়িয়া!
কেবল র'য়েছি বেঁচে স্বপন কুড়ায়ে ল'য়ে
ভাঙ্গিয়া গড়িয়া!
আঁধারে নিজের পানে চেয়ে দেখি, ভাল করে
দেখিতে না পাই,
হৃদয়ে অজানা দেশে পাখী গায় ফুল ফোটে
পথ জানি নাই!
অন্ধকারে আপনারে দেখিতে না পাই যত
তত ভালবাসি,
তত তারে বুকে করে বাহুতে বাঁধিয়া ল'য়ে
হরষেতে ভাসি!

তত যেন মনে হয় পাছে রে চলিতে পথে
তৃণ ফুটে পায়,
যতনের ধন পাছে চমকি কাঁদিয়া ওঠে
কুসুমের ঘায়!
সদা হয় অবিশ্বাস কারেও চিনি না হেথা,
সবি অনুমান,
ভালবেসে কাছে গেলে দূরে চ'লে যায় সবে,
ভয়ে কাঁপে প্রাণ!
গোপনেতে অশ্রু ফেলে, মুছে ফেলে, পাছে কেহ
দেখিবারে পায়,
মরমের দীর্ঘশ্বাস মরমে রুধিয়া রাখে
পাছে শোনা যায়!

সখারে কাঁদিয়া বলে—"বড় সাধ যায় সখা,
দেখি ভাল কোরে,
তুই শৈশবের বঁধু চিরজন্ম কেটে গেল
দেখিনু না তোরে!
বুঝি তুমি দূরে আছ, একবার কাছে এসে
দেখাও তোমায়!"
সে অমনি কেঁদে বলে—"আপনারে দেখি নাই
কি দেখাব হায়।"

মাঝে মাঝে থেকে থেকে কোথা হতে ভেসে আসে
ফুলের সুবাস,
প্রাণ যেন কেঁদে ওঠে, অশ্রুজলে ভাসে আঁখি
উঠেরে নিঃশ্বাস!
চারিদিক ভুলে যাই, প্রাণে যেন জেগে ওঠে
স্বপন আবেশ,—
কোথারে ফুটেছে ফুল, আঁধারের কোন্ তীরে!
কোথা কোন্ দেশ!

নিদ্রাহীন আঁখি মেলি পুরব আকাশ পানে
রয়েছি চাহিয়া,
কবে রে প্রভাত হবে, আনন্দে বিহঙ্গ গুলি
উঠিবে গাহিয়া!

ওই যে পুরবে হেরি অরুণ-কিরণে সাজে
মেঘ-মরীচিকা।

না রে না কিছুই নয়—পূরব শ্মশানে উঠে
চিতানল-শিখা!

—

নিশীথ-চেতনা।

শুষ্ক বাহুড়ের মত জড়ায়ে অযুত শাখা
দলে দলে অন্ধকার ঘুমায় মুদিয়া পাখা!
আকাশের পানে চেয়ে জাগিয়া রয়েছি বসি,
মাঝে মাঝে দুয়েকটি তারা পড়িতেছে খসি!
ঘুমাইছে পশু পাখী বসুন্ধরা অচেতনা,
শুধু এবে দলে দলে আঁধারের তলে তলে
আকাশ করিয়া পূর্ণ স্বপ্ন করে আনাগোনা!

স্বপ্ন করে আনাগোনা! কোথা দিয়ে আসে যায়!
আঁধার আকাশ মাঝে আঁখি চারিদিকে চায়!
মনে হয় আসিতেছে শত স্বপ্ন নিশাচরী
আকাশের পার হতে, আঁধার ফেলিছে ভরি!
যেন মোর কাছ দিয়ে এই তারা গেল চোলে,
কেহবা মাথায় মোর, কেহবা আমার কোলে!
কেহবা মারিছে উঁকি হৃদয় মাঝারে পশি,
আঁখির পাতার পরে কেহ বা ছুলিছে বসি।
এখনি শুনিব যেন অতি মৃদু পদধ্বনি,
ছোট ছোট নূপুরের অতি মৃদু রণরণি।
রয়েছি চকিত হয়ে আঁখির নিমেষ ভুলি—
এখনি দেখিব যেন স্বপ্নমুখী ছায়া গুলি!

আজি এই রজনীতে অচেতন চারিধার!
এই আবরণ ঘোর ভেদ করি মন মোর,
স্বপনের রাজ্যমাঝে দাঁড়া দেখি এক বার!
নিদ্রার সাগর জলে মহা আঁধারের তলে,
চারিদিকে প্রসারিত এ কি এ নূতন দেশ!
একত্রে স্বরগ মর্ত্ত নাহিক দিকের শেষ!
কি যে যায় কি যে আসে, চারি দিকে আশেপাশে;
কেহ কাঁদে কেহ হাসে, কেহ থাকে কেহ যায়,
মিশিতেছে, ফুটিতেছে, গড়িতেছে, টুটিতেছে,
অবিশ্রাম লুকাচুরি—আঁখি না সন্ধান পায়!
কত আলো কত ছায়া, কত আশা, কত মায়া,
কত ভয়, কত শোক, কত কি যে কোলাহল,
কত পশু কত পাখী, কত মানুষের দল!
উপরেতে চেয়ে দেখ কি প্রশান্ত বিভাবরী,
নিশ্বাস পড়েনা যেন জগৎ রয়েছে মরি!
এক বার কর মনে আঁধারের সঙ্গোপনে
কি গভীর কলরব—চেতনার ছেলেখেলা—
সমস্ত জগত ব্যেপে স্বপনের মহা-মেলা!
মনে মনে ভাবি তাই এও কি নহেরে ভাই
চৌদিকে যা' কিছু দেখি জাগিয়া সকালবেলা
এও কি নহেরে শুধু চেতনার ছেলেখেলা।

আমি যদি হইতাম স্বপন বাসনা-ময়!
কত বেশ ধরিতাম কত দেশ ভ্রমিতাম,
বেড়াতেম সাঁতারিয়া ঘুমের সাগরময়!
নীরব চন্দ্রমা তারা, নীরব আকাশ ধরা,
আমি শুধু চুপি চুপি ভ্রমিতাম বিশ্বময়!
প্রাণে প্রাণে রচিতাম কত আশা কত ভয়!

ওরে স্বপ্ন, আমি যদি স্বপন হতেম হায়,
যাইতাম তার প্রাণে, যে মোরে ফিরে না চায়!
প্রাণে তার ভ্রমিতাম, প্রাণে তার গাহিতাম,
প্রাণে তার খেলাতেম অবিরাম নিশি নিশি!
যেমনি প্রভাত হত আলোকে যেতাম মিশি!
দিবসে আমার কাছে কভু সে খোলে না প্রাণ,
শোনে না আমার কথা, বোঝে না আমার গান,
মায়ামন্ত্রে প্রাণ তার গোপনে দিতাম খুলি,
বুঝায়ে দিতেম তারে এই মোর গান গুলি!
পর দিন দিবসেতে যাইতাম কাছে তার,
তা'হলে কি মুখপানে চাহিত না একবার?

—

প্রকৃতির প্রতিশোধ।

প্রথম দৃশ্য।

গুহা।

সন্ন্যাসী।

কোথা দিন, কোথা রাত্রি, কোথা বর্ষ মাস!
অবিশ্রাম কাল স্রোত কোথায় বহিছে
সৃষ্টি যেথা ভাসিতেছে তৃণপুঞ্জ সম!
আঁধারে গুহার মাঝে রয়েছি একাকী,
আপনাতে ব'সে আছি আপনি অটল!
অনাদি কালের রাত্রি সমাধি-মগনা
নিশ্বাস করিয়া রোধ পাশে বসে আছে;
শিলার ফাটল দিয়া বিন্দু বিন্দু করি
ঝরিয়া পড়িছে বারি আর্দ্র গুহাতলে!
স্তব্ধ শীত জলে পড়ি অন্ধকার মাঝে
প্রাচীন ভেকের দল র'য়েছে ঘুমায়ে!
বাহুড় গুহায় পশি সুদূর হইতে
অমা নিশীথের বার্ত্তা আনিছে বহিয়া!
কখন বা কোন দিন কে জানে কেমনে
একটি আলোর রেখা কোথা হতে আসে,
দিবসের গুপ্তচর রজনীর মাঝে
একটুকু উঁকি মেরে যায় পলাইয়া।
ব'সে ব'সে প্রলয়ের মন্ত্র পড়িতেছি,
তিল তিল জগতেরে ধ্বংশ করিতেছি,
সাধনা হয়েছে সিদ্ধ, কি আনন্দ আজি।
জগত কুয়াশা মাঝে ছিনু মগ্ন হয়ে,
অদৃশ্যে আঁধারে বসি সুতীক্ষ্ণ কিরণে
ছিঁড়িয়া ফেলেছি সেই মায়া আবরণ,
জগৎ চরণ তলে গিয়াছে মিলায়ে—
সহসা প্রকাশ পাই দীপ্ত মহিমায়!
বসে বসে চন্দ্র সূর্য্য দিয়েছি নিভায়ে,
একে একে ভাঙ্গিয়াছি বিশ্বের সীমানা,
দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়েছে ছুটিয়া,
গেছে ভেঙ্গে আশা ভয় মায়ার কুহক!
কোটি কোটি যুগব্যাপী সাধনার পরে,
যুগান্তের অবসানে, প্রলয় সলিলে
সৃষ্টির মলিন রেখা মুছি শূন্য হতে—
ছায়াহীন নিষ্কলঙ্ক অনন্ত পূরিয়া
যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ,
পেয়েছি—পেয়েছি সেই আনন্দ আভাস!
জগতের মহা শিলা বক্ষে চাপাইয়া
কে আমারে কারাগারে করেছিল রোধ;
পলে পলে যুঝি যুঝি তিল তিল করি
জগদ্দল সে পাষাণ ফেলেছি সরায়ে।
হৃদয় হয়েছে লঘু স্বাধীন স্ববশ!

কি কষ্ট না দিয়েছিস্ রাক্ষসি প্রকৃতি
অসহায় ছিনু যবে তোর মায়া ফাঁদে!
আমার হৃদয় রাজ্যে করিয়া প্রবেশ
আমারি হৃদয় তুই করিলি বিদ্রোহী!
বিরাম বিশ্রাম নাই দিবস রজনী
সংগ্রাম বহিয়া বক্ষে বেড়াতেম ভ্রমি!
কানেতে বাজিত সদা প্রাণের বিলাপ;
হৃদয়ের রক্তপাতে বিশ্ব রক্তময়
রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল দিবসের আঁখি!
বাসনার বহ্নিময় কষাঘাতে হায়
পথে পথে ছুটিয়াছি পাগলের মত!
নিজের ছায়ারে নিজে বক্ষে ধরিবারে
দিন রাত্রি করিয়াছি নিষ্ফল প্রয়াস!
সুখের বিদ্যুৎ দিয়া করিয়া আঘাত
দুখের ঘনান্ধকারে দেছিস্ ফেলিয়া!
বাসনারে ডেকে এনে প্রলোভন দিয়ে
নিয়ে গিয়েছিস্ মহা দুর্ভিক্ষ মাঝারে—

খাদ্য বলে যাহা চায় ধূলিমুষ্টি হয়
তৃষ্ণার সলিল রাশি যায় বাষ্প হয়ে!
প্রতিজ্ঞা করিনু শেষে যন্ত্রণায় জ্বলি
এক দিন—এক দিন নেব প্রতিশোধ!
সেই দিন হতে পশি গুহার মাঝারে
সাধিয়াছি মহা হত্যা আঁধারে বসিয়া।
আজ সে প্রতিজ্ঞা মোর হয়েছে সফল!
বধ করিয়াছি তোর স্নেহের সন্তানে,
বিশ্ব ভস্ম হয়ে গেছে জ্ঞান চিতানলে!
সেই ভস্মমুষ্টি আজি মাখিয়া শরীরে
গুহার আঁধার হতে হইব বাহির!
তোরি রঙ্গভূমি মাঝে বেড়াব গাহিয়া
অপার আনন্দময় প্রতিশোধ গান!
দেখাব হৃদয় খুলে, কহিব তোমারে,
এই দেখ্ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি,
তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া
শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল,
প্রলয়ের রাজধানী বসেছে হেথায়!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ

সন্ন্যাসী।

এ কি ক্ষুদ্র ধরা! এ কি বদ্ধ চারিদিকে!
কাছাকাছি ঘেঁসাঘেঁসি গাছপালা গৃহ,
চারিদিক হতে যেন আসিছে ঘেরিয়া,
গায়ের উপরে যেন চাপিয়া পড়িবে!
চরণ ফেলিতে যেন হতেছে সঙ্কোচ,
মনে হয় পদে পদে রহিয়াছে বাধা!
এই কি নগর! এই মহা রাজধানী!
চারিদিকে ছোট ছোট গৃহগুহাগুলি,
আনাগোনা করিতেছে নর-পিপীলিকা!

চারিদিকে দেখা যায় দিনের আলোক,
চোখেতে ঠেকিছে যেন সৃষ্টির পঞ্জর!
আলোক ত কারাগার, নিষ্ঠুর কঠিন
বস্তুঃ দিয়ে ঘিরে রাখে দৃষ্টির প্রসর!

পদে পদে বাধা খেয়ে মন ফিরে আসে,
কোথায় দাঁড়াবে গিয়া ভাবিয়া না পায়!
অন্ধকার স্বাধীনতা, শান্তি অন্ধকার,
অন্ধকার মানসের বিচরণ-ভূমি,
অনন্তের প্রতিরূপ, বিশ্রামের ঠাঁই।
এক মুষ্টি অন্ধকারে সৃষ্টি ঢেকে ফেলে,
জগতের আদি অন্ত লুপ্ত হয়ে যায়,
স্বাধীন অনন্ত প্রাণ নিমেষের মাঝে
বিশ্বের বাহিরে গিয়ে ফেলেরে নিশ্বাস!

পথ দিয়া চলিতেছে, এরা সব কারা।
এদের চিনিনে আমি, বুঝিতে পারিনে,
কেন এরা করিতেছে এত কোলাহল!
কি চায়! কিসের লাগি এত ব্যস্ত এরা!
এক কালে বিশ্ব যেন ছিলরে বৃহৎ,
তখন মানুষ ছিল মানুষের মত,
আজ যেন এরা সব ছোট হয়ে গেছে।

দেখি হেথা ব'সে ব'সে সংসারের খেলা!

কৃষকগণের প্রবেশ।

গান।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল খেম্‌টা।

হেদেগো নন্দরাণী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও!
আমরা রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।
হের গো প্রভাত হল সূয্যি উঠে
ফুল ফুটেছে বনে,
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব
আজ করেছি মনে।
ওগো, পীতধড়া পরিয়ে তারে
কোলে নিয়ে আয়।
তার হাতে দিও মোহন বেণু
নূপুর দিও পায়।
রোদের বেলায় গাছের তলায়
নাচ্‌ব মোরা সবাই মিলে।

বাজ্‌বে নুপুর রুণুঝুনু
বাজ্‌বে বাঁশি মধুর বোলে,
বন ফুলে গাঁথ্‌ব মালা
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে!

প্রস্থান।

বালক পুত্র সমেত স্ত্রীলোকের প্রবেশ।

(পথিকের প্রতি) হাঁগা দাদা ঠাকুর, এত ব্যস্ত হয়ে কম্‌নে চলেছ!

ব্রা। আজ শিষ্য বাড়ি চলেছি নাত্‌নী! অনেকগুলি ঘর আজকের মধ্যে সেরে আস্‌তে হবে, তাই সকাল সকাল বেরিয়েছি। তুমি কোথায় যাচ্চ গা?

স্ত্রী। আমি ঠাকুরের পুজো দিতে যাব। ঘরকন্নার কাজ ফেলে এসেছি, মিন্সে আবার রাগ করবে!-পথে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে যে জিগ্‌গেষপড়া কর্‌ব তার যো নেই। বলি, দাদা ঠাকুর, আমাদের ও দিকে যে একবার পায়ের ধুলো পড়েনা!

ব্রা। আর ভাই, বুড়ো স্থড়ো হয়ে পড়েছি, তোদের এখন নবীন বয়েস, কি জানি পছন্দ না হয়। যার দাঁত পড়ে গেছে, তার চাল কড়াই ভাজার দোকানে না যাওয়াই ভাল!

স্ত্রী। নাও, নাও, রঙ্গ রেখে দাও!

আরেক স্ত্রীলোক। এই যে ঠাকুর, আজ কাল তুমি যে বড় মাগ্‌গি হয়েচ!

ব্রা। মাগ্‌গি আর হলেম কই! সকাল বেলায় পথের মধ্যে তোরা পাঁচ জনে মিলে আমাকে টানাছেঁড়া আরম্ভ করেচিস্‌। তবুত আমার সেকাল নেই!

১মা। আমি যাই তাই ঘরের সমস্ত কাজ পড়ে রয়েছে।

২। তা' এস।

১ম। (পুনর্ব্বারফিরিয়া) হ্যাঁলো অনঙ্গ, তোদের পাড়ায় সেই যে কথাটা শুনেছিলুম, সে কি সত্যি!

২। সে ভাই বেস্তর কথা!

(সকলের চুপি চুপি কথোপকথন।)

আর কতকগুলি পথিকের প্রবেশ।

১। আমাকে অপমান! আমাকে চেনে না সে! তার কাঁধে কটা মাথা আছে দেখ্‌তে হবে! তার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে তবে ছাড়্‌ব!

২। ঠিক কথা! তা না হলে ত সে জব্দ হবে না!

১। জব্দ বলে জব্দ! তাকে নাকের জলে চোখের জলে কোর্‌ব!

৩। সাবাস্‌ দাদা! একবার উঠে প'ড়ে লাগ ত!

৪। লোকটার বড় বাড় বেড়েচে।

৫। পিঁপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে!

২। অতি দর্পে হত লঙ্কা।

৪। আচ্ছা, তুমি কি কর্‌বে শুনি দাদা।

২। কি না করতে পারি! গাধার উপরে চড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢালিয়ে সহর ঘুরিয়ে বেড়াতে পারি। তার এক গালে চুন, এক গালে কালি লাগিয়ে দেশ থেকে দূর করে দিতে পারি, তার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি।

(ক্রোধে প্রস্থান।)

১ম স্ত্রী। মাইরি, দাদাঠাকুর, আর হাসতে পারিনে, তোমার রঙ্গ রেখে দাও! ওমা, বেলা হ'য়ে গেল! আজ আর মন্দিরে যাওয়া হল না। আবার আর একদিন আস্‌তে হবে। (সক্রোধে) পোড়ারমুখো ছেলে. তোর জন্যেইত যাওয়া হল না তুই আবার পথের মধ্যে খেল্‌তে গিয়েছিলি কোথা!

ছেলে। কেন মা আমি ত এই খেনেই ছিলেম।

স্ত্রী। ফের আবার নেই কর্‌চিস্‌।

(প্রহার, ক্রন্দন ও প্রস্থান।)

(দুই জন ব্রাহ্মণ বটুর প্রবেশ।)

১। মাধব শাস্ত্রীরই জয়।

২। কখন না, জনার্দ্দন পণ্ডিতই জয়ী।

১। শাস্ত্রী বল্‌চেন স্থূল থেকে সূক্ষ্ম উৎপন্ন হয়েচে।

২। গুরু জনার্দ্দন বলচেন, সূক্ষ্ম থেকে স্থূল উৎপন্ন হয়েছে।

১। সে যে অসম্ভব কথা!

২। সেই ত বেদবাক্য।

১। কেমন করে হবে! বৃক্ষ থেকেত বীজ।

২। দূর মূর্খ বীজ থেকেইত বৃক্ষ।

১। আগে দিন না আগে রাত?

২। আগে রাত।

১। কেমন ক'রে! দিন না গেলেত রাত হবে না!

২। রাত না গেলে ত দিন হবে না।

১। (প্রণাম করিয়া) ঠাকুর, একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

সন্ন্যাসী। কি সংশয়?

২। প্রভু, আমাদের দুই গুরুর বিচার শুনে অবধি আমরা দুই জনে মিলে তিন দিন তিন রাত্রি অনবরত ভাবচি স্থূল হতে সূক্ষ্ম, না সূক্ষ্ম হতে স্থূল, কিছুতেই নির্ণয় কর্ত্তে পারচিনে!

স। স্থূল কোথা! স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ কিছু নাই,
নানারূপে ব্যক্ত হয় শক্তি প্রকৃতির!
সবি সূক্ষ্ম, সবি শক্তি, স্থূল সে ত ভ্রম!

১। আমিও ত তাই বলি। আমার মাধব গুরুও ত তাই বলেন।

২ য়। আমারও ত ওই মত, আমার জনার্দ্দন গুরুরও ত ঐ মত!

উভয়ে। (প্রণাম করিয়া) চল্লেম প্রভু!

(বিবাদ করিতে করিতে প্রস্থান।)

সন্ন্যা। হারে মূর্খ, দুজনেই বুঝিল না কিছু!
এক খণ্ড কথা পেয়ে লভিল সান্ত্বনা!
জ্ঞানরত্ন খুঁজে খুঁজে খণি খুঁড়ে মরে—
মুঠো মুঠো বাক্যধূলা আঁচল পূরিয়া,
আনন্দে অধীর হ'য়ে ঘরে নিয়ে যায়।

একদল মালিনীর প্রবেশ।

গান।

মূলতান—তাল আড় খেম্‌টা।

বুঝি বেলা বহে যায়,
কাননে আয়, তোরা আয়!
আলোতে ফুল উঠল ফুটে ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়।
সাধ ছিল রে পরিয়ে দেব মনের মতন মালা গেঁথে,
কই-সে হল মালা গাঁথা কই-সে এল হায়!
যমুনার ঢেউ যাচ্চে ব'য়ে বেলা চলে যায়।

পথিক। কেন গো এত দুঃখ কিসের! মালা যদি থাকেত গলাও ঢের আছে!

মালিনী। হাড়কাঠও ত কম নেই

২ য় মা। পোড়ারমুখো মিন্সে, গরু বাছুর নিয়েই আছে! আর, আমি যে গলা ভেঙ্গে মরচি, আমার দিকে একবার তাকালেও না! (কাছে গিয়া গা ঘেঁসিয়া) মর্ মিন্সে, গায়ের উপর পড়িস্ কেন?

সেই লোক। গায়ে প'ড়ে ঝগড়া কর কেন! আমি সাত হাত তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলুম।

২ য় মা। কেনে গা! আমরা বাঘ না ভালুক! না হয় একটু কাছেই আস্‌তে! খেয়ে ত ফেল্‌তুম না!

(হাসিতে হাসিতে সকলের প্রস্থান।)

একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুকের প্রবেশ।

গান।

ছায়ানট—তাল কাওয়ালি।

ভিক্ষে দেগো ভিক্ষে দে!
দ্বারে দ্বারে বেড়াই ঘুরে, মুখ তুলে কেউ চাইলিনে!
লক্ষ্মী তোদের সদয় হন, ধনের উপর বাড়ুক্ ধন,
(আমি) একটি মুঠো অন্ন চাইগো তাও কেন পাইনে!
ঐ রে সূর্য্য উঠল মাথায়, যে যার ঘরে চলেছে,
পিপাসাতে ফাট্‌চে ছাতি চল্‌তে আর যে পারিনে।
ওরে তোদের অনেক আছে, আরো অনেক হবে,
একটি মুঠো দিবি শুধু আর কিছু চাহিনে!

একদল সৈনিক। (ধাক্কামারিয়া) সরে যা, সরে যা, পথ ছেড়ে দে! বেটা, চোখ্ নেই! দেখ্‌চিস্‌নে মন্ত্রীর পুত্র আস্‌চেন!—

(বাদ্য বাজাইয়া চতুর্দ্দোলা চড়িয়া মন্ত্রীপুত্রের প্রবেশ ও প্রস্থান।)

সন্ন্যাসী। মধ্যাহ্ন আইল, অতি তীক্ষ্ণ রবিকর।
শূন্য যেন তপ্ত তাম্র কটাহের মত।
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিক; তপ্ত বায়ু ভরে
থেকে থেকে ঘুরে ঘুরে উড়িছে বালুকা।
সকাল হইতে আছি কি দেখিনু হেথা!
এ দীর্ঘ পরাণ মোর সঙ্কুচিত করে
পারি কি এদের সাথে মিশিতে আবার!
কি ঘোর স্বাধীন আমি। কি মহা আলয়!
জগতের বাধা নাই—শূন্যে করি বাস।

তৃতীয় দৃশ্য।

অপরাহ্ণ।

পথ।

পথিক। পান্থগণ—স'রে যাও—হের, আসিতেছে
ধর্ম্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘুর দুহিতা!

বালিকার প্রবেশ।

১ম প। ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে মোরে—
২য় প। স'রে যা' অশুচি!
৩য় প। হতভাগী জানিস্‌নে রাজপথ দিয়ে
আনাগোনা করে যত নগরের লোক—
ম্লেচ্ছকন্যা, তুই কেন চলিস্‌ এ পথে!
(বালিকার পথপার্শ্বে বৃক্ষতলে সরিয়া যাওন।)
এক জন বৃদ্ধা। কে তুমি গা, কার বাছা, চোখে অশ্রুজল,
ভিখারিণী বেশে কেন রয়েছ দাঁড়ায়ে
এক পাশে!—
বালিকা। (কাঁদিয়া উঠিয়া) জননি গো আমি অনাথিনী
বৃদ্ধা। আহা ম'রে যাই!
পান্থগণ। ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে—
কে গো তুমি, জাননাকি অনাচারী রঘু—
তাহারি দুহিতা ওযে!
বৃদ্ধা। ছিছিছি, কি ঘৃণা!

প্রস্থান।

(দেবী মন্দিরের কাছে গিয়া।)
বালিকা। জগত-জননী মাগো, তুমিও কি মোরে
নেবে না? তুমিও কি মা ত্যেজিবে অনাথে?
ঘৃণায় সবাই যারে দেয় দূর ক'রে
সে কি মা তোমারো কোলে পায় না আশ্রয়।
মন্দির রক্ষক। দূর হ! দূর হ' তুই অনার্য্যা অশুচি!
কি সাহসে এসেছিস্‌ মন্দিরের মাঝে!

জননী ও দুহিতার প্রবেশ।

জ। আরতীর বেলা হল, আয় বাছা আয়!
আয় রে আয় রে মোর বুক-চেরা ধন।
মন্দিরের দীপ হতে কাজল পরাব
অকল্যাণ যত কিছু যাবে দূর হয়ে।
কন্যা। ও কেও মা!
জ। ও কেউ না, সরে আয় বাছা!

(প্রস্থান।)

বা। এ কি কেউ না মা! এ কি নিতান্ত অনাথা!
এর কি মা ছিল না গো! ওমা, কোথা তুমি!
(সন্ন্যাসীকে দেখিয়া) প্রভু কাছে যাব আমি?
স। এস বৎসে, এস!
বা। অনার্য্যা অশুচি আমি!
স। (হাসিয়া) সকলেই তাই!
সেই শুচি ধুয়েছে যে সংসারের ধুলা।
দূরে দাঁড়াইয়া কেন! ভয় নাই বাছা!
বা। (চমকিয়া) ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা, আমি রঘুর দুহিতা!
স। নাম কি তোমার বৎসে?
বা। কেমনে বলিব!
কে আমারে নাম ধ'রে ডাকিবে প্রভুগো
বাল্যে পিতৃমাতৃহীনা আমি!
স। বস হেথা।
বা। (কাঁদিয়া উঠিয়া)
প্রভু, প্রভু, দয়াময়, তুমি পিতা মাতা,
একবার কাছে তুমি ডেকেছ যখন
আর মোরে দূর ক'রে দিয়ো না কখনো!
স। মুছ অশ্রুজল বৎসে, আমি যে সন্ন্যাসী।
নাইক কাহারো পরে ঘৃণা অনুরাগ।
যে আসে আসুক্‌ কাছে, যায় যাক্‌ দূরে
জেনো বৎসে মোর কাছে সকলি সমান!
বা। আমি প্রভু, দেব নর সবারি তাড়িত,
মোর কেহ নাই——
স। আমারোত্‌ কেহ নাই!
দেবনর সকলেরে দিয়েছি তাড়ায়ে!
বা। তোমার কি মাতা নাই?
স। নাই।
বা। পিতা নাই?
স। নাই বৎসে।
বা। সখা কেহ নাই?

স। কেহ নাই!
বা। আমি তবে কাছে রব, ত্যেজিবেনা মোরে?
স। তুমি না ত্যেজিলে মোরে আমি ত্যেজিব না।
বা। যখন সবাই এসে কহিবে তোমারে—
রঘুর দুহিতা, ওরে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না,
অনার্য্য অশুচি ওযে ম্লেচ্ছ ধর্ম্মহীন—
তখনো কি ত্যজিবে না? রাখিবে কি কাছে?
স। ভয় নাই—চল্ বৎসে তোর গৃহ যেথা।

প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথপার্শ্বে।

বালিকার ভগ্ন-কুটীর।

বা। পিতা!
স। আহা পিতা ব'লে কে ডাকিলি ওরে!
সহসা শুনিয়া যেন চমকি উঠিনু।
বা। কি শিক্ষা দিতেছ প্রভু বুঝিতে পারিনে!
শুধু বলে দাও মোরে আশ্রয় কোথায়।
কে আমারে ডেকে নেবে, কাছে ক'রে নেবে,
মুখ তুলে মুখ পানে কে চাহিবে মোর!
স। আশ্রয় কোথায় পাবি এ সংসার মাঝে!
এ জগৎ অন্ধকার প্রকাণ্ড গহ্বর—
আশ্রয় আশ্রয় ব'লে শত লক্ষ প্রাণী
বিকট গ্রাসের মাঝে ধেয়ে পড়ে গিয়া
বিশাল জঠর কুণ্ডে কোথা পায় লোপ!
মিথ্যা রাক্ষসীরা মিলে বাঁধিয়াছে হাট,
মধুর দুর্ভিক্ষ রাশি রেখেছে সাজায়ে,
তাই চারিদিক হ'তে আসিছে অতিথি,
যত খায় ক্ষুধা জ্বলে, বাড়ে অভিলাষ,
অবশেষে সাধ যায় রাক্ষসের মত
জগৎ মুঠায় ক'রে মুখেতে পুরিতে!
হেথা হ'তে চলে আয়—চলে আয় তোরা!
বা। এখানে ত সকলেই সুখে আছে পিতা!
দূরেতে দাঁড়িয়ে আমি চেয়ে চেয়ে দেখি!

স। হায় হায় ইহাদের বুঝাব কেমনে!
সুখ দুঃখ সেত বাছা জগতের পীড়া!
জগৎ জীবন্ত মৃত্যু—অনন্ত যন্ত্রণা;
মরণ মরিতে চায় মরিছে না তবু
চিরদিন মৃত্যুরূপে রয়েছে বাঁচিয়া!
জগৎ মৃত্যুর নদী চিরকাল ধ'রে
পড়িছে সমুদ্র মাঝে ফুরায় না তবু—
প্রতি ঢেউ, প্রতি তৃণ, প্রতি জলকণা
কিছুই থাকেনা, তবু সে থাকে সমান।
বিশ্ব মহা মৃতদেহ তারি কীট তোরা
মরণেরে খেয়ে খেয়ে র'য়েছিস্ বেঁচে,
দুদণ্ড ফুরায়ে যাবে কিলিবিলি করি
আবার মৃতের মাঝে রহিবি মরিয়া!
বা। কি কথা বলিছ পিতা ভয় হয় শুনে!

(পথে একজন ভিক্ষুক পথিকের প্রবেশ।)

প। আশ্রয় কোথায় পাব? আশ্রয় কোথায়?
স। আশ্রয় কোথাও নাই—কে চাহে আশ্রয়?
আশ্রয় কেবল আছে আপনার মাঝে।
আমি ছাড়া যাহা কিছু সকলি সংশয়।
আপনারে খুঁজে লও ধর তারে বুকে,
নহিলে ডুবিতে হবে সংশয় পাথারে।
প। আশ্রয় কে দেবে মোরে? আশ্রয় কোথায়?
বা। (বাহিরে আসিয়া)
আহা, কে গো, আসিবে কি এ মোর কুটীরে?
কাল প্রাতে চলে যেয়ো শ্রান্তি দূর ক'রে।
এক পাশে পর্ণশয্যা রেখেছি বিছায়ে,
এনে দেব ফলমূল, নির্ঝরের জল।
প। কে তুমি গো?
বা। তোমাদেরি একজন আমি!
প। পিতার কি নাম তব? কে তুমি বালিকা?
বা। পরিচয় না পেলে কি আসিবে না ঘরে?
তবে শুন পরিচয়—রঘু পিতা মম
অনার্য্যা অশুচি আমি, বিশ্বের ঘৃণিত!
প। (চমকিয়া) রঘুর দুহিতা তুমি? সুখে থাক বাছা।
কাজ আছে অন্যত্তরে, ত্বরা যেতে হবে!

প্রস্থান।

(একটা খাট মাথায় হাসিতে হাসিতে পথে একদল লোকের প্রবেশ।)

সকলে মিলিয়া। হরি বোল্—হরি বোল্!

১। বেটা এখনো জাগ্‌লনারে!

২। বিষম ভারী!

একজন পথিক। কেহে, কাকে নিয়ে যাও!

৩। বিন্দে তাঁতি মড়ার মত ঘুমচ্ছিল, বেটাকে খাট সুদ্ধ উঠিয়ে এনেছি।

সকলে। হরি বোল্—হরি বোল্।

২। আর ভাই বইতে পারিনে একবার ঝাঁকা দাও, শালা জেগে উঠুক!

বিন্দে। (সহসা জাগিয়া উঠিয়া অ্যাঁ অ্যাঁ। উঁ উঁ।

৩। ওরে, শব্দ করে কেরে।

বিন্দে। ওগো, ওগো, একি! আমি কোথায় যাচ্চি!

সকলে (খাট নামাইয়া)। চুপ কর্ বেটা!

২। শালা ম'রে গিয়েও কথা কয়!

৪। তুই যে মরেচিস্ রে! হাত পা গুলো সীদে করে চীৎ হয়ে পড়ে থাক্।

বিন্দে। আমি মরিনি, আমি ঘুমোচ্ছিলুম।

৫। মরিচিস্ তোর হুঁস্ নেই, তুই তর্ক কর্‌তে বস্‌লি! এম্নি বেটার বুদ্ধি বটে!

৬। ওর কথা শোন কেন। বিপদে পড়ে এখন মিথ্যে কথা বল্‌চে!

৭। মিছে দেরী কর কেন? ও কি আর কবুল করবে? চল ওকে পুড়িয়ে নিয়ে আসিগে!

বিন্দে। দোহাই বাবা আমি মরিনি! তোদের পায়ে পড়ি বাবা, আমি মরিনি!

১। আচ্ছা, আগে প্রমাণ কর তুই মরিস্‌নি!

বি। হাঁ, আমি প্রমাণ করে দেব, আমার মাগীর হাতে শাঁকা আছে দেখ্‌বে চল'!

২। না, তা'না, ওকে মার, দেখি ওর লাগে কি না!

৩। (মারিয়া) লাগ্‌চে?

বি! উঃ!

৪। এটা কেমন লাগ্‌ল?

বি। ও বাবা!

৫। এটা কেমন!

বি। তুমি আমার ধর্ম্ম বাপ! (সহসা ছুটিয়া পলায়ন ও হাসিতে হাসিতে সকলের অনুগমন)

স। আহা শ্রান্তদেহে বালা ঘুমিয়ে পড়েছে!
ভুলে গেছে সংসারের অনাদর জ্বালা।
কঠিন মাটিতে শুয়ে, শিরে হাত দিয়ে
ঘুমের মায়ের কোলে রয়েছে আরামে।
যেন এই বালিকার ছোট হাত ছুটি
হৃদয়েরে অতি ধীরে করিছে বেষ্টন।
পালা, পালা, এই বেলা, পালা এই বেলা!
ঘুমিয়েছে, এই বেলা ওঠ্‌রে সন্ন্যাসি!

পলায়ন! পলায়ন! ছিছি পলায়ন!
অবহেলা করি আমি বিশ্ব জগতেরে
বালিকা দেখিয়া শেষে পালাইতে হবে!
কখন না! পালাব না! রহিব এমনি!
প্রকৃতি, এই কি তোর মায়া ফাঁদ যত!
এ উর্ণা জালে ত শুধু পতঙ্গেরা পড়ে!

বা। (চমকিয়া জাগিয়া)
প্রভু চলে গেছ তুমি! গেছ কি ফেলিয়া!

স। কেন যাব! কার্ ভয়ে পলাইব আমি!
ছায়ার মতন তোরে রাখিব কাছেতে,
তবুও রহিব আমি দূর হতে দূরে!

বা। ওই শোন, রাজপথে মহা কোলাহল!

স। কোলাহল মাঝে আমি রচিব নির্জ্জন,
নগরে পথের মাঝে তপোবন মোর,
পাতিব প্রলয়াসন সৃষ্টির হৃদয়ে!

(এক দল পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রবেশ।)

১ম স্ত্রী। (কোন পুরুষের প্রতি) যাও, যাও, আর মুখের ভালবাসা দেখাতে হবে না!

পু। কেন, কি অপরাধ করনুম!

স্ত্রী। জানিগো জানি, তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের পাষাণ প্রাণ!

পু। আচ্ছা, আমাদের পাষাণ প্রাণই যদি হবে, তবে ফুল শরকে কেন ডরাই? (অন্য সকলের প্রতি) কি বল ভাই! যদি পাষাণই হবে তবে কি আর ফুল শরের আঁচড় লাগে!

১। বাহ শ বলেছ! নল!

২। সাবাস দে ড়া, সাবাস্!

৩। (স্ত্রীলো সি রর প্রতি) কেমন! এখন জবাব দাও!

পু। না, তাই বল্‌চি! তোমরা ত দশ জন আছ, তোমরাই বিচার করে বলনা কেন, যদি পাষাণ প্রাণই হবে, তবে—

৪। ঠিক কথা বলেছ! তুমি না হলে আমাদের মুখ রক্ষা কর্‌ত কে!

৫। খুড়ো এক একটা কথা বড় সরেশ বলে!

৬। হাঁঃ আমিও অমন বল্‌তে পার্‌তুম! ও কি আর নিজে বলে! কোন্ এক পুঁথি থেকে পড়ে বল্‌চে!

আর এক জন। কিহে কি কথাটা হচ্চে! কি কথাটা হচ্চে!

সেই ব্যক্তি। শোন, তোমায় বুঝিয়ে বলি! এই উনি বল্‌ছিলেন, তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের পাষাণ প্রাণ— তাইতে আমি বল্লেম, আচ্ছা যদি পাষাণ প্রাণই হবে, তবে ফুল শরের আঁচড় লাগ্‌বে কি ক'রে! বুঝেছ ভাব খানা! অর্থাৎ যদি——

৭। আমাকে আর বোঝাতে হবে না দাদা! আমি আর বুঝিনি! আজ বাইশ বৎসর ধ'রে আমি নিজ্ সহরে গুড়ের কারবার করে আস্‌চি আর একটা মানে বুঝ্‌তে পার্‌ব না এ কোন্ কথা!

সেই ব্যক্তি। (স্ত্রীলোকের প্রতি) কেমন, এখন একটা জবাব দাও!

(সকল স্ত্রীলোক মিলিয়া গান।)

কথা কোস্‌নে লো রাই শ্যামের বড়াই বড় বেড়েছে!
কে জানে ও কেমন করে মন কেড়েছে!
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশি, শুধু হাসে মধুর হাসি,
গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে!

(এক জন পুরুষের গান।)

প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে যেতেম বেঁচে,
রাঙ্গা চরণ তলে নেচে নেচে!
টিপ্‌টিপিয়ে যেতেম মারা, মাথা খুঁড়ে হতেম সারা,
কানের কাছে কচ্‌কচিয়ে মানটি তোমার নিতেম যেচে!

১। বাহবা দাদা! বেশ গেয়েছ!

২। বেশ, বেশ, সাবাস!

৬। আরে দূর, ওকে কি আর গান বলে! গাইত বটে নিতাই; যে হাঁ, শুনে চক্ষু দিয়ে অশ্রু পড়্‌ত!

স্ত্রীলোকদের গান।

আজ তোমারে ধর্‌ব চাঁদ আঁচল পেতে,
জাগ্‌ব বাসর আজি তোমার সাথে।
কুমুদিনী বনে রাখ্‌ব ধ'রে এনে
বাঁধ্‌ব মৃণাল দিয়ে দিব না যেতে!
কলঙ্কটি তব পরাগে ঢাকিব,
জ্যোৎস্না বিছায়ে দেব বিধি মতে,
ভ্রমরে শিখাইব হুলু দিতে।

প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

গুহা দ্বারে।

বা। না পিতা ও সব কথা বোলোনা আমারে,
শুনে ভয় করে শুধু বুঝিতে পারিনে!

স। তবে থাক্, তবে তুই কাছে আয় মোর,
দেখি তোর অতি মৃদু স্পর্শ সুকোমল!
আহা, তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন,
সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে!

এ কি মায়া? এ কি স্বপ্ন? এ কি মোহ ঘোর;—
জগৎ কি মায়া করে ছায়া হ'য়ে গিয়ে
করিছে প্রাণের কাছে অনন্তের ভাণ?
(দূরে সরিয়া) বালিকা, এ সব কথা না শুনিবি যদি
সন্ন্যাসীর কাছে তবে এলি কি আশায়?

বা। আমি শুধু কাছে কাছে রহিব তোমার,
মুখপানে চেয়ে রব বসি পদতলে।
নগরের পথে যবে হইবে বাহির
ওই হাত ধ'রে আমি যাব' সাথে সাথে।

স। পিঞ্জরের ছোট পাখী আহা ক্ষীণ অতি,
এরে কেন নিয়ে যাই অনন্তের মাঝে!
ডানা দিয়ে মুখ ঢেকে ভয়ে হল সারা,

আমার বুকের কাছে লুকাইতে চায়!
আহা, তবে নেবে আয়! থাক্ মুখ ঢেকে!
বুকের মাঝেতে তবে থাক্ লুকাইয়া!

এ কি স্নেহ? আমি কিরে স্নেহ করি এরে?
না না! স্নেহ কোথা মোর! কোথা দ্বেষ ঘৃণা!
কাছে যদি আসে কেহ তাড়াবনা তারে,
দূরে যদি থাকে কেহ ডাকিব না কাছে!

(প্রকাশ্যে) বাছা, এ আঁধারে তুই কেমনে রহিবি?
তোরা সব ছোট ছোট আলোকের প্রাণী!
কুটীর রয়েছে তোর নগরের মাঝে,
সেথা আছে লোক জন, গাছপালা পাখী;
হেথায় কে আছে তোর!

বা। তুমি আছ পিতা!
যে স্নেহ দিয়েছ তুমি তাই নিয়ে রব'।

স। (হাসিয়া স্বগত)
বালিকা কি মনে করে স্নেহ করি ওরে?
হায় হায় এ কি ভ্রম! জানে না সরলা
নিষ্কলঙ্ক এ হৃদয় স্নেহ-রেখাহীন!
তাই মনে ক'রে যদি সুখে থাকে, থাক্!
মোহ নিয়ে ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকে এরা!
(প্রকাশ্যে) যাই বৎসে, গুহা মাঝে করিগে প্রবেশ,
একবার বসি গিয়ে সমাধি আসনে।

বা। ফিরিবে কখন্ পিতা?

স। কেমনে বলিব,
ধ্যানে মগ্ন নাহি থাকে সময়ের জ্ঞান!

প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অপরাহ্ণ।

গুহা দ্বারে সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

বা। এলে তুমি এতক্ষণে, বসে আছি হেথা,
পিতা, আমি তোমা তরে গিয়েছিনু বনে,
এনেছি আঁচল ভরে ফল ফুল তুলে।
দেখ চেয়ে কি সুন্দর রাঙ্গা দুটি ফল!

স। (হাসিয়া) দিতে চাস্ যদি বাছা, দে তবে যা' খুসী!
মোর কাছে কিছু নাই সুন্দর কুৎসিৎ।
এক মুঠা ফুল যদি ভাল লাগে তোরে
এক মুঠা ধূলা সেও কি করিল দোষ!
ভাল মন্দ কেন লাগে? সবি অর্থহীন!
আজ বৎসে, সারাদিন কাটালি কি ক'রে?

বা। ওই দেখ—চুপি চুপি এস এই দিকে।
সারাদিন মোর সাথে খেলা ক'রে ক'রে
সাঁঝেতে লতাটি মোর ঘুমিয়ে পড়েছে!
নুইয়ে পড়েছে ভুঁয়ে কচি ডাল গুলি,
পাতাগুলি মুদে গেছে জড়াজড়ি ক'রে!
এস পিতা, এই খেনে বস এর কাছে—
ধীরে ধীরে গায়ে দাও হাত টি বুলিয়ে!

স। (স্বগত) একিরে মদিরা আমি করিতেছি পান!
এ কি মধু-অচেতনা পশিছে হৃদয়ে!
এ কিরে স্বপন ঘোরে ছাইছে নয়ন!
আবেশে পরাণে আসে গোধূলি ঘনায়ে।
পড়িছে জ্ঞানের চোখে মেঘ আবরণ!
ধীরে ধীরে মোহময় মরণের ছায়া
কেনরে আমারে যেন আচ্ছন্ন করিছে।
(সহসা ফুল ফল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, ভূমিতে পদাঘাত করিয়া)
দূর হোক্—এ সকল কিছু ভাল নয়—
বালিকা, বালিকা, তোর এ কি ছেলেখেলা!
আমি যে সন্যাসী যোগী মুক্ত নির্ব্বিকার
সংসারের গ্রন্থিহীন, স্বাধীন সবল,
এ ধূলায় ঢাকিবি কি আমার নয়ন?
(কিয়ৎক্ষণ থামিয়া)
বাছারে, অমন ক'রে চাহিয়া কেনরে!
কেনরে নয়ন দুটি করে ছল ছল!
জানিস্‌নে তুই মোরা সন্যাসী বিরাগী
আমাদের এ সকল ভাল নাহি লাগে!
ছিছি, জনমিল প্রাণে একি এ বিকার!
সহসা কেন রে এত করিল চঞ্চল!
কোথা লুকাইয়াছিল হৃদয়ের মাঝে
ক্ষুদ্র রোষ, অগ্নিজিহ্ব নরকের কীট!
কোন্ অন্ধকার হ'তে উঠিল ফুঁসিয়া!

এত দিন অনাহারে এখনো মরেনি!
হৃদয়ে লুকান আছে এ কি বিভীষিকা!
কোথা যে কে আছে গুপ্ত কিছু ত জানিনে!
হৃদয়-শ্মশান মাঝে মৃত প্রাণী যত
প্রাণ পেয়ে নাচিতেছে কঙ্কালের নাচ!
কেমনে নিশ্চিন্ত হয়ে রহি আমি আর!
(প্রকাশ্যে) দাও বৎসে, এনে দাও ফল ফুল তব,
দেখাও, কোথায় বাছা লতাটি তোমার!—
না, না, আমি চলিলাম নগরে ভ্রমিতে!
ছদণ্ড বসিয়া থাক, আসিব এখনি!

প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

পর্ব্বত শিখরে।

সন্ন্যাসী।

পর্ব্বত-পথে দুই জন স্ত্রীলোকের প্রবেশ।

গান।

বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান করে থাকা আজ্ কি সাজে!
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চল চল কুঞ্জ মাঝে!
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু,
মুহু মুর্হু,
আজ, কাননে ঐ বাঁশি বাজে!
মান করে থাকা আজ্ কি সাজে!
আজ মধুরে মিশাবি মধু,
পরাণ বঁধু
চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে!
মান করে থাকা আজ্ কি সাজে!

সন্ন্যাসী। সহসা পড়িল চোখে এ কি মায়াঘোর,
জগতেরে কেন আজ মনোহর হেরি!
পশ্চিমে কনক সন্ধ্যা সমুদ্রের মাঝে
সুধীরে নীলের কোলে যেতেছে মিলায়ে;
নিম্নে বন-ভূমি মাঝে ঘনায় আঁধার,
সন্ধ্যার সুবর্ণ ছায়া উপরে পড়েছে;
চারিদিকে শান্তিময়ী স্তব্ধতার মাঝে
সিন্ধু শুধু গাহিতেছে অবিশ্রাম গান।
বামে দূরে দেখা যায় শৈল-পদতলে
শ্যামল তরুর মাঝে নগরের গৃহ।
কোলাহল থেমে গেছে, পথ জনহীন।
দীপ জ্ব'লে উঠিতেছে দুয়েকটি ক'রে;
সন্ধ্যার আরতি হয়, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে।

প্রকৃতি, এমন তোরে দেখিনি কখনো;
এমনি মধুর যদি মায়ামূর্ত্তি তোর
দূর হ'তে ব'সে ব'সে দেখি না চাহিয়া!
হেথায় বসি না কেন রাজার মতন,
জগতের রঙ্গভূমি সম্মুখে আমার!
আমি আজি প্রভু তোর, তুই দাসী মোর,
মায়াবিনী দেখা তোর মায়া-অভিনয়!
দেখা তোর জগতের মহা ইন্দ্রজাল!
খেলা কর্ সমুখেতে চন্দ্র সূর্য্য নিয়ে!
নীলাকাশ রাজছত্র ধর্ মোর শিরে,
সমস্ত জগৎ দিয়ে কর্ মোরে পূজা!
উঠুক্‌রে দিবানিশি সপ্ত লোক হতে
বিচিত্র রাগিণীময়ী মায়াময়ী গাথা!

আর এক দল পথিকের প্রবেশ।

গান।

মরিলো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
ভেবেছিলেম ঘরে রব কোথাও যাব না,
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বল কি করি!
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনা তীরে,
সাঁজের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে,
ওগো তোরা জানিস্ যদি (আমায়) পথ ব'লে দে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
দেখিগে তার মুখের হাসি,
(তারে) ফুলের মালা পরিয়ে আসি,

(তারে) ব'লে আসি তোমার বাঁশি
(আমার) প্রাণে বেজেছে!
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!

স। জগৎ সমুখে মোর সমুদ্রের মত,
আমি তীরে ব'সে আছি পর্ব্বত শিখরে,
তরঙ্গেতে গ্রহতারা হতেছে আকুল,
ভাসিতেছে কোটি প্রাণী জীর্ণ কাষ্ঠ ধরি।
আমি শুধু শুনিতেছি কলধ্বনি তার,
আমি শুধু দেখিতেছি তরঙ্গের খেলা।
কিরণ-কুন্তল-জাল এলায়ে চৌদিকে
রুদ্র তালে নৃত্য করে এ মহা প্রকৃতি!
আলোক, আঁধার, ছায়া, জীবন, মরণ,
রাত্রি, দিন, আশা, ভয়, উত্থান, পতন,
এ কেবল তালে তালে পদক্ষেপ তার।
শত গ্রহ, শত তারা, শত কোটি প্রাণী
প্রতি পদক্ষেপে তার জন্মিছে মরিছে।
আমি ত ওদের মাঝে কেহ নই আর
তবে কেন এই নৃত্য দেখি না বসিয়া!

এক জন পথিক।

গান।

কেদারা।

যোগি হে, কে তুমি হৃদি-আসনে।
বিভূতি-ভূষিত শুভ্র দেহ,
নাচিছ দিক-বসনে।
মহা-আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশু-শশি হাসিয়া চায়,
জটাজুট ছায় গগনে।

প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

গুহা দ্বারে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

স। আয় তোরা, কাছে আয় কে আসিবি আয়,
সকলি সুন্দর হেরি এ বিশ্ব জগতে!

বা। আমিও কি কাছে যাব! ডাক পিতা, ডাক,
কি দোষ করিয়াছিনু বল বুঝাইয়া!

স। কিছু ভয় করিস্‌নে, কোন দোষ নেই—
তোরে ফেলে আর কভু যাব না বালিকা।
(গুহার কাছে গিয়া)
এ কি অন্ধকার হেথা! এ কি বদ্ধ গুহা!
আয়, বাছা, মোরা দোঁহে বাহিরেতে যাই,
চাঁদের আলোতে গিয়ে বসি একবার।
(বাহিরে আসিয়া)
আহা এ কি সুমধুর! এ কি শান্তি সুধা!
কি আরামে গাছগুলি রয়েছে দাঁড়ায়ে!
মনে সাধ যায় ওই তরু হ'য়ে গিয়ে
চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হ'য়ে থাকি।
ধীরে ধীরে কত কি যে মনে আসিতেছে!
অতীতের অতি দূর ফুলবন হতে
বায়ু যেন ব'হে আসে নিশ্বাসের মত,
সাথে লয়ে পল্লবের মর্ম্মর বিলাপ,
মিলিত জড়িত শত পুষ্প গন্ধ রাশি।
এমনি জোছনা রাত্রে কোন খানে ছিনু!
কা'রা যেন চারি পাশে ব'সে ছিল মোর!
তোরি মত ছুয়েকটি মধুমাখা মুখ
চাঁদের আলোতে মিশে পড়িতেছে মনে!
আর নারে—আর নারে—আর ফিরিব না!
তোদের অনেক দূরে ফেলিয়া এসেছি!
অনন্তের পারাবারে ভাসায়েছি তরী,—
মাঝে মাঝে অতি দূরে রেখা দেখা যায়
তোদের সে মেঘময় মায়াদ্বীপ গুলি।
সেথা হতে কা'রা তোরা বাঁশিটি বাজায়ে
আজিও ডাকিস্ মোরে! আমি ফিরিব না!
বন্দী ক'রে রেখেছিলি মায়ামুগ্ধ ক'রে,

পালায়ে এসেছি আমি, হয়েছি স্বাধীন।
তীরে ব'সে গা' তোদের মায়াগান গুলি
অনন্তের পানে আমি চলেছি ভাসিয়া।
বাছা, তুই কাছে আয়, দেখি তোরে আমি,
মুখেতে প'ড়েছে তোর চাঁদের কিরণ।

বা। (কাছে আসিয়া)
গান পড়িতেছে মনে গাই ব'সে পিতা।

বেহাগ।

(গান) মেঘেরা চ'লে চ'লে যায়,
চাঁদেরে ডাকে "আয় আয়"
ঘুমঘোরে বলে চাঁদ, কোথায়—কোথায়!
না জানি কোথা চলিয়াছে!
কি জানি কি যে সেথা আছে!
আকাশের মাঝে চাঁদ চারিদিকে চায়!
সুদূরে—অতি—অতি দূরে,
বুঝিরে কোন্ সুর পুরে
তারা গুলি ঘিরে ব'সে বাঁশরী বাজায়!
মেঘেরা তাই হেসে হেসে
আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
লুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি ক'রে যায়!

স। এ কিরে, চলেছি কোথা! এসেছি কোথায়!
বুঝি আর আপনারে পারিনে রাখিতে!
বুঝি মরি, ডুবি, বুঝি লুপ্ত হয়ে যাই!—
ওরে কোন্ অতলেতে যেতেছি তলায়ে!
সর্ব্বাঙ্গে চাপিছে ভার, আঁখি মুদে আসে!
চৌদিকে কি যেন তোরে আসিছে ঘিরিয়া!
কোথায় রাখিলি তোর পালাবার পথ!
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেরে যেতেছিস্ চলি,
সহসা চরণে কোথা লাগিবে আঘাত
বিনাশের মাঝখানে উঠিবি জাগিয়া!
এখনি ছিঁড়িয়া ফেল্ স্বপনের মায়া!
চল্ তোর নিজ রাজ্যে অনন্ত আঁধারে।
শত চন্দ্র সূর্য্য সেথা ডুবে নিভে যাবে!
ক্ষুদ্র এ আলোতে এসে হনু দিশেহারা,
আঁধার দেয় না কভু পথ ভুলাইয়া!

নবম দৃশ্য।

গুহায়।

সন্ন্যাসী।

আহা, এ কি শান্তি! এ কি গভীর বিরাম!
অন্তর বাহির যাবে, যাবে দেশ কাল—
"আছি" মাত্র রবে শুধু আর কিছু নয়!

(দীপ হস্তে বালিকার প্রবেশ।)

বা। দুই দিন দুই রাত্রি চলে গেছে পিতা
গুহার দুয়ারে আমি বসিয়া র'য়েছি,
তাই আজ একবার এসেছি দেখিতে!
একটিও জনপ্রাণী আসেনি হেথায়,
দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি গিয়েছে কাটিয়া,
কেন হেথা অন্ধকারে একা ব'সে আছ!
কতক্ষণ ব'সে ব'সে শুনিনু সহসা
তুমি যেন স্নেহবাক্যে ডাকিছ আমারে!
নিতান্ত একেলা তুমি রয়েছ যে পিতা
তাই আর পারিনু না, আসিলাম কাছে।
ও কি প্রভু, কথা কেন কহিছ না তুমি!
ও কি ভাবে চেয়ে আছে মোর মুখ পানে?
ভাল লাগিছে না পিতা? যাব তবে চ'লে?

স। না না, এলি যদি, তবে যাস্‌নে চলিয়া!
আমি ত ডাকিনি তোরে, নিজে এসেছিস্!
একটুকু দাঁড়া, তোরে দেখি ভাল কোরে!
সংসারের পরপারে ছিলেম যে আমি,
সহসা জগৎ হতে কে তোরে পাঠালে?
সেথা হতে সাথে করে কেন নিয়ে এলি
দিবালোক পুষ্পগন্ধ স্নিগ্ধ-সমীরণ!
কিবা তোর সুধাকণ্ঠ, স্নেহমাখা স্বর!
মরি কি অমিয়াময়ী লাবণ্য প্রতিমা!
সরলতাময় তোর মুখখানি দেখে
জগতের পরে মোর হতেছে বিশ্বাস!
তুই কিরে মিথ্যা মায়া! দু দণ্ডের ভ্রম!
জগতের গাছে তুই ফুটেছিস্ ফুল

জগৎ কি তোরি মত এত সত্য হবে!
চল্ বাছা গুহা হতে বাহিরেতে যাই!
সমুদ্রের এক পারে রয়েছে জগৎ,
সমুদ্রের পর পারে আমি ব'সে আছি,
মাঝেতে রহিলি তুই সোণার তরণী—
জগত-অতীত এই পারাবার হতে
মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের কূলে!

(প্রস্থান।)

দশম দৃশ্য।

গুহার বাহিরে।

স। আহা এ কি চারিদিকে প্রভাত বিকাশ!
এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে,
মিথ্যা হয়ে প্রকাশিছে আমাদের চোখে!
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।
যাহা কিছু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা, সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে!
বড় ছোট কিছু নাই, সকলি মহৎ।
আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু!
সীমা ত কোথাও নাই—সীমা সেত ভ্রম।
ভাল ক'রে পড়িব এ জগতের লেখা,
শুধু এ অক্ষর দেখে করিব না ঘৃণা।
লোক হতে লোকান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
একে একে জগতের পৃষ্ঠা উলটিয়া,
ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার!
বিশ্বের যথার্থ রূপ কে পায় দেখিতে!
আঁখি মেলি চারিদিকে করিব ভ্রমণ
ভালবেসে চাহিব এ জগতের পানে
তবে ত দেখিতে পাব স্বরূপ ইহার।

(দুইজন পথিকের প্রবেশ।)

১। আর কতদূরে যাবি, ফিরে যা রে ভাই!
আয় ভাই এইখেনে কোলাকুলি করি!
২। কে জানে আবার কবে দেখা হবে ফিরে।
১। আবার আসিব ফিরে যত শীঘ্র পারি।
২। যাবে যদি, একবার দাঁড়াও হেথায়।
একবার ফিরে চাও নগরের পানে।
ওই দেখ দূরে ওই গৃহটি তোমার,
চারিদিকে রহিয়াছে লতিকার বেড়া,
ওই সে অশোক গাছ বামে উঠিয়াছে,
ওই তরুতলে ব'সে আমরা দুজনে
কত রাত্রি জোছনাতে কথা কহিয়াছি!—
১। দুদিনের এ বিরহ ত্বরায় ফুরাবে
আনন্দের মাঝে পুনঃ হইবে মিলন!
২। মনে যেন রেখো সখা সুদূর প্রবাসে,
পুরাতন এ বন্ধুরে ভুলিও না যেন!
দেবতা রাখুন্ সুখে আর কি কহিব!

প্রস্থান।

স। আহা যেতে যেতে দোঁহে চায় ফিরে ফিরে,
অশ্রুজলে ভাল করে দেখিতে না পায়!
বিপুল জগৎ মাঝে দিগন্তের পানে
সখা ওর কোথা গেল, কে জানে কোথায়!
এ কি সংশয়ের দেশে রয়েছি আমরা
চোখের আড়ালে হেথা সবি অনিশ্চয়!
বারেক যে কাছ হতে দূরে চলে গেল,
হয়ত সে কাছে ফিরে আর আসিবে না!
তাই সদা চোখে চোখে রেখে দিতে চাই,
তাই সদা টেনে নিই বুকের মাঝেতে।
কোথা কে অদৃশ্য হয় চারিদিক হতে
যাহা কিছু বাকি থাকে ভয়ে তাহাদের
আরো যেন দৃঢ় করে ধরি জড়াইয়া।
সবাই চলিয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন দিশে
অসীম জগতে মোরা কে কোথায় থাকি,
মাঝে লোক লোকান্তের ব্যবধান পড়ে!
তবু কি গলায় দিবি মোহের বন্ধন!
সুখ দুঃখ নিয়ে তবু করিবি কি খেলা!
যে রবে না তবু তারে রাখিবারে চাস্!
ওরে, আমি প্রতিদিন দেখিতেছি যেন,
কে আমারে অবিরত আনিতেছে টেনে!—

প্রতিদিন যেন আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া
জগত-চক্রের মাঝে যেতেছি পড়িতে—
চারিদিকে জড়াইছে অশ্রুর বাঁধন,
প্রতিদিন কমিতেছে চরণের বল!

যাক্ ছিঁড়ে! গেল ছিঁড়ে। চল্, ছুটে চল্!
চল্ দূরে—যত দূরে চলেরে চরণ!
কেও আসে অশ্রুনেত্রে শূন্য গুহা মাঝে,
কেওরে পশ্চাতে ডাকে পিতা পিতা বলে!—
ছিঁড়ে ফেল—ভেঙ্গে ফেল্ চরণের বাধা—
হেথা হতে চল্ ছুটে আর দেরী নয়!—

একাদশ দৃশ্য।

পথে।

সন্ন্যাসী।

এসেছি অনেক দূরে—আর ভয় নাই—।

পায়েতে জড়াল' লতা, ছিন্ন হয়ে গেল!
সেই মুখ বার বার জাগিতেছে মনে।
সে যেন করুণ মুখে মনের দুয়ারে
ব'সে ব'সে কাঁদিতেছে ডাকিতেছে সদা!
যতই রাখিতে চাই দুয়ার রুধিয়া—
কিছুতেই যাবে না সে ফিরে ফিরে আসে,
একটু মনের মাঝে স্থান পেতে চায়!
নির্ভয়ে গা ঢেলে দিয়ে সংসারের স্রোতে
এরা সবে কি আরামে চলেছে ভাসিয়া!
যে যাহার কাজ করে, গৃহে ফিরে যায়,
ছোট ছোট সুখে দুঃখে দিন যায় কেটে!
আমি কেন দিবানিশি প্রাণপণ করে
যুঝিতেছি সংসারের স্রোত-প্রতিকূলে?
পেরেছি কি এক তিল অগ্রসর হতে?
বিপরীতে মুখ শুধু ফিরাইয়া আছি,
উজানে যেতেছি ব'লে হইতেছে ভ্রম,
পশ্চাতে স্রোতের টানে যেতেছি ভাসিয়া,
সবাই চলেছে যেথা যেতেছি সেথাই!

দরিদ্র বালিকার প্রবেশ।

বা। ওগো, দয়া কর মোরে আমি অনাথিনী!

স। (সহসা চমকিয়া উঠিয়া)
কেরে তুই? কেরে বাছা? কোথা হতে এলি?
অনাথিনী? তুইও কি তারি মত তবে?
তোরেও কি ফেলে কেউ গিয়েছে পলায়ে?
তারেই কি চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াস্?
বৎসে, কাছে আয় তুই—দেরে পরিচয়!

বা। ভিখারী বালিকা আমি, সন্যাসীঠাকুর,
অন্ধ বৃদ্ধ মাতা মোর রোগশয্যাশায়ী—
আসিয়াছি একমুঠা ভিক্ষান্নের তরে!

স। আহা বৎসে, নিয়ে চল কুটীরেতে তোর।
রুগ্ন তোর জননীরে দেখে আসি আমি।

প্রস্থান।

(কতকগুলি সন্তান লইয়া একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ।)

স্ত্রী। দেখ্‌দেখি, মিশ্রদের বাড়ির ছেলেগুলি কেমন রিষ্টপুষ্ট! দেখ্‌লে দুদণ্ড চেয়ে থাক্‌তে ইচ্ছে করে—আর এঁদের ছিরি দেখ না, যেন বৃষকাষ্ঠ দাঁড়িয়ে আছেন, যেন সাতকুলে কেউ নেই, যেন সাতজন্মে খেতে পান না!

সন্তানগণ। তা' আমরা কি করব মা! আমাদের দোষ কি?

মা। বল্লেম, বলি, রোজ সকালে ভাল করে হলুদ মেখে তেল মেখে স্নান কর,—ধাত পোষ্টাই হবে, ছিরি ফিরবে, তা'ত কেউ শুন্‌বে না! আহা ওদের দিকে চাইলে চোক জুড়িয়ে যায়—রং যেন দুধে আল্‌তায়—

স। আমাদের রং কাল তা আমরা কি করব?

মা। তোদের রং কাল কে বল্লে? তোদের রং মন্দ কি? তবে কেন ওদের মত দেখায় না?

সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

স। কোথায় চলেছ বাছা!

স্ত্রী। প্রণাম ঠাকুর!
ঘরেতে যেতেছি মোরা।

স। সেথায় কে আছে?

স্ত্রী। শাশুড়ি আছেন মোর, আছেন সোয়ামী,
শত্রু মুখে ছাই দিয়ে ছুটি ছেলে আছে!
স। কি কাজে কাটাও দিন বল মোরে বাছা!
স্ত্রী। ঘরকন্না কাজ আছে, ছেলে পিলে আছে,
গোয়ালে তিনটি গরু তার করি সেবা,
বিকেলে চরকা কাটি মেয়েটিরে নিয়ে।
স। সুখেতে কি কাটে দিন? ছুঃখ কিছু নেই?
স্ত্রী। দয়ার শরীর রাজা প্রজার মা বাপ,
কোন ছুঃখ নেই প্রভু রামরাজ্যে থাকি!
স। এটি কি তোমারি মেয়ে বাছা!
স্ত্রী। হঁ ঠাকুর।
(কন্যার প্রতি) যা নারে, প্রভুরে গিয়ে কর্ দণ্ডবৎ!
স। আয় বৎসে কাছে আয় কোলে করি তোরে!
আসিবিনে! তুই মোরে চিনেছিস্ বুঝি
নিষ্ঠুর কঠিন আমি পাষাণ হৃদয়,
আমারে বিশ্বাস ক'রে আসিস্‌নে কাছে!
ক। (মাকে টানিয়া) মা গো ঘরে চল!
স্ত্রী! তবে প্রণাম ঠাকুর!
সকলের প্রস্থান।
স। যাও বাছা, সুখে থাক আশীর্ব্বাদ করি।
ব'সে ব'সে কি দেখি এ, এই কিরে সুখ!
লঘু সুখ লঘু আশা বাহিয়া বাহিয়া
সংসার-সাগরে এরা ভাসিয়া বেড়ায়,
তরঙ্গের নৃত্য সনে নৃত্য করিতেছে।
ছু দিনেতে জীর্ণ হবে এ ক্ষুদ্র তরণী,
আশ্রয়ের সাথে কোথা মজিবে পাথারে!
আমি ত পেয়েছি কূল অটল পর্ব্বতে,
নিত্য যাহা তারি মাঝে করিতেছি বাস!
আবার কেন রে হোথা সন্তরণ সাধ!
ওই অশ্রু-সাগরের তরঙ্গ হিল্লোলে
আবার কি দিবানিশি উঠিবি পড়িবি!
(চক্ষু মুদিয়া) হৃদয়রে শান্ত হও, যাক্ সব দূরে!
যাক্ দূরে, যাক্ চ'লে মায়া মরীচিকা!
এস এস অন্ধকার, প্রলয় সমুদ্রে
তপ্তদীপ্ত দগ্ধ প্রাণ দাও ডুবাইয়া!
অকূল স্তব্ধতা এস চারিদিকে ঘিরে
কোলাহলে কর্ণ মোর হয়েছে বধির!
গেল, সব ডুবে গেল, হইল বিলীন.
হৃদয়ের অগ্নিজ্বালা সব নিভে গেল!

বালিকার প্রবেশ।

বা। পিতা, পিতা, কোথা তুমি, পিতা।
স। (চমকিয়া) কেরে তুই!
চিনিনে, চিনিনে তোরে, কোথা হতে এলি!
বা। আমি, পিতা, চাও পিতা, দেখ পিতা, আমি!
স। চিনিনে, চিনিনে তোরে, ফিরে যা, ফিরে যা।
আমি কারো কেহ নই আমি যে স্বাধীন!
বা। (পায়ে পড়িয়া)
আমারে যেয়োনা ফেলে, পিতা পায়ে পড়ি—
আমারে যেয়োনা ফেলে, আমি নিরাশ্রয়—
শুধায়ে শুধায়ে সবে তোমারে খুঁজিয়া
বহু দূর হ'তে পিতা, এসেছি যে আমি!
স। (সহসা ফিরিয়া আসিয়া, বুকে টানিয়া)
আয় বাছা, বুকে আয়, ঢাল্ অশ্রুধারা,
ভেঙ্গে যাক্ এ পাষাণ তোর অশ্রুস্রোতে!
আর তোরে ফেলে আমি যাবনা বালিকা,
তোরে নিয়ে যাব আমি নূতন জগতে!
পদাঘাতে ভেঙ্গেছিনু জগৎ আমার—
ছোট এ বালিকা এর ছোট ছুটি হাতে
আবার ভাঙ্গা জগৎ গড়িয়া তুলিল!
আহা, তোর মুখখানি শুকায়ে গিয়েছে,
চরণ দাঁড়াতে যেন পারিছে না আর!
অনিদ্রায়, অনাহারে, মধ্যাহ্ন তপনে
তিন দিবসের পথ কেমনে এলিরে!
আয় রে বালিকা তোরে বুকে করে নিয়ে
যেথা ছিনু ফিরে যাই সেই গুহা মাঝে!
(প্রস্থান।)

দ্বাদশ দৃশ্য।

গুহার দ্বারে।

সন্ন্যাসী।

এইখানে সব বুঝি শেষ হয়ে গেল!
যে ধ্যানে অনন্তকাল মগ্ন হব ব'লে

আসন পাতিয়াছিনু বিশ্বের বাহিরে,
আরম্ভ না হতে হতে ভেঙ্গে গেল বুঝি!
তারি মুখ জাগে মনে সমাধিতে ব'সে,
তারি মুখ হৃদয়ের প্রলয় আঁধারে
সহসা তারার মত কোথা ফুটে ওঠে,
সেই দিকে আঁখি যেন বদ্ধ হয়ে থাকে,
ক্রমে ক্রমে অন্ধকার মিলাইয়া যায়,
জগতের দৃশ্য ধীরে ফুটে ফুটে ওঠে—
গাছপালা, সূর্য্যালোক, গৃহ, লোক জন,—
কোথা হতে জেগে ওঠে গুহার মাঝারে!
সদা মনে হয় বালা কোথায় না জানি,
হয়ত সে গেছে চলে নগরে ভ্রমিতে,
হয়ত কে অনাদর করেছে তাহারে,
এসেছে সে কাঁদ' কাঁদ' মুখখানি করে
আমার বুকের কাছে লুকাইতে মাথা!

এই খেনে সব বুঝি শেষ হয়ে গেল!
মিছে ধ্যান মিছে জ্ঞান, মিছে আশা মোর!
আকাশ-বিহারী পাখী উড়িত আকাশে—
মাটি হ'তে ব্যাধ তারে মারিয়াছে বাণ
ক্রমেই মাটির পানে যেতেছে পড়িয়া—
ক্রমেই দুর্ব্বল দেহ, শ্রান্ত ভগ্ন পাখা,
ক্রমেই আসিছে নুয়ে অভ্রভেদী মাথা!
ধূলায়, মৃত্যুর মাঝে লুটাইতে হবে—
লৌহপিঞ্জরের মাঝে বসিয়া বসিয়া
আকাশের পানে চেয়ে ফেলিব নিশ্বাস!

তবে কিরে আর কিছু নাইক উপায়!

বা। দেখ পিতা, লতাটিতে কুঁড়ি ধরিয়াছে,
প্রভাতের আলো পেলে উঠিবে ফুটিয়া!

(সন্যাসী সবেগে গিয়া লতা ছিঁড়িয়া ফেলিল)

বা। ও কি হল! ও কি হল! কি করিলে পিতা!

স। রাক্ষসী, পিশাচি, ওরে, তুই মায়াবিনী—
দূর হ', এখনি তুই যা'রে দূর হয়ে!
এত বিষ ছিল তোর ওই টুকুমাঝে
অনন্ত জীবন মোর ধ্বংস ক'রে দিলি!
ওরে তোরে চিনিয়াছি—আজ চিনিয়াছি—
প্রকৃতির গুপ্তচর তুইরে রাক্ষসি,
মায়াবেশে হেসে হেসে কাছে এসে মোর—
গলায় বাঁধিয়া দিলি লোহার শৃঙ্খল!
তুইরে আলেয়া আলো, তুই মরীচিকা—
কোন্ পিপাসার মাঝে, দুর্ভিক্ষের মাঝে
কোন্ মরুভূমি মাঝে—শ্মশানের পথে
কোন্ মরণের মুখে যেতেছিন্ নিয়ে!
ওই যে দেখিরে তোর নিদারুণ হাসি—
প্রকৃতির হৃদিহীন উপহাস তুই—
শৃঙ্খলেতে বেঁধে ফেলে পরাজিত মোরে
হা হা ক'রে হাসিতেছে প্রকৃতি রাক্ষসী!
এখনো কি আশা তোর পূরেনি পাষাণী?—
এখনো করিবি মোরে আরো অপমান!—
আরো ধূলা দিবি ফেলে এ মাথায় মোর!
আরো গহ্বরেতে মোরে টেনে নিয়ে যাবি!—
নারে না—তা হবে নারে—এখনো যুঝিব—
এখনো হইব জয়ী ছিঁড়িব শৃঙ্খল!

(সন্যাসীর সবেগে গুহা হইতে বহির্গমন ও মূর্চ্ছিত হইয়া বালিকার পতন।)

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

অরণ্য।

ঝড়বৃষ্টি।

রাত্রি।

স। কেওরে করুণ কণ্ঠে করে আর্ত্তনাদ।
এখনো কানেতে কেন পশিছে আসিয়া!
প্রলয়ের শব্দে আজি কাঁপিছে ধরণী,
বজ্রদন্ত কড়মড়ি ছুটিতেছে ঝড়,
ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত আঁধার অরণ্য
তরুর তরঙ্গ লয়ে উঠিছে পড়িছে!
তবুও ঝটিকা, তোর বজ্রগীত গেয়ে
ক্ষুদ্র এক বালিকার ক্ষীণ-কণ্ঠধ্বনি
পারিলিনে ডুবাইতে? এখনো শুনি যে!

ওই যে সে কাঁদিতেছে করুণ স্বরেতে
নিশীথের বুক ফেটে উঠিছে সে ধ্বনি!
কোথা যাব—কোথা যাব—কোন্ অন্ধকারে—
জগতের কোন্ প্রান্তে—নিশীথের বুকে—
ধরণীর কোন্ ঘোর—ঘোর গর্ভতলে—
এ ধ্বনি কোথায় গেলে পশিবে না কানে!
যাই ছুটে আরো—আরো অরণ্যের মাঝে—
মহাকায় তরুদের জটিলতা মাঝে
দিগ্বিদিক্ হারাইয়া মগ্ন হ'য়ে যাই!

চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

প্রভাত।

(অরণ্য হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া)

স। যাক্, রসাতলে যাক্ সন্ন্যাসীর ব্রত!
(ছুঁড়িয়া ফেলিয়া) দূর কর, ভেঙ্গে ফেল দণ্ড কমণ্ডলু!
আজ হ'তে আমি আর নহিরে সন্ন্যাসী!
পাষাণ সঙ্কল্প ভার দিয়ে বিসর্জ্জন
আনন্দে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি একবার!
হে বিশ্ব, হে মহাতরী চলেছ কোথায়,
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে—
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে!
কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া—
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে!—
যে পথে তপন শশি আলো ধ'রে আছে,
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,—
আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে!
জগৎ, তোমারে ছেড়ে পারিনে যে যেতে,
মহা আকর্ষণে সবে বাঁধা আছি মোরা!—
পাখী যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
মনে করে এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া,
যত ওড়ে—যত ওড়ে যত উর্দ্ধে যায়—
কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ছাড়িতে—
অবশেষে শ্রান্ত দেহে নীড়ে ফিরে আসে!

(চারিদিকে চাহিয়া।)

আজি এ জগৎ হেরি কি আনন্দময়!
সবাই আমারে যেন দেখিতে আসিছে!
নদী তরুলতা পাখী হাসিছে প্রভাতে।
উঠিয়াছে লোক জন প্রভাত হেরিয়া,
হাসি মুখে চলিয়াছে আপনার কাজে।
ওই ধান কাটে, ওই করিছে কর্ষণ,
ওই গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে গাহিয়া।
ওই যে পূজার তরে তুলিতেছে ফুল,
ওই নৌকা লয়ে যাত্রী করিতেছে পার।
কেহ বা করিছে স্নান, কেহ তুলে জল,
ছেলেরা ধূলায় বসে খেলা করিতেছে,
সখারা দাঁড়ায়ে পথে কহে কত কথা।

আহা সে অনাথা বালা কোথায় না জানি!—
কে তারে আশ্রয় দেবে, কে তারে দেখিবে!—
ব্যথিত হৃদয় নিয়ে কার কাছে যাবে,
কে তারে পিতার মত বুকে নিয়ে তুলে
নয়নের অশ্রুজল দিবে মুছাইয়া!
কি করেছি, কি বলেছি, সব গেছি ভুলে,—
বিস্মৃত দুঃস্বপ্ন শুধু চেপে আছে প্রাণে—
একখানি মুখ শুধু মনে পড়িতেছে,
দুটি আঁখি চেয়ে আছে করুণ বিস্ময়ে!
কাহা, কাছে যাই তার, বুকে নিয়ে তারে
শুধাইগে কি হয়েছে কি করেছি আমি!
একটি কুটীরে মোরা রহিব দুজনে,
রামায়ণ হতে তারে শুনাব কাহিনী—
সন্ধ্যার প্রদীপ জেলে শাস্ত্র কথা শুনে,
বালিকা কোলেতে মোর পড়িবে ঘুমায়ে!

প্রস্থান।

পঞ্চদশ দৃশ্য।

পথে।

লোকারণ্য।

১। ওরে, আজ আমাদের রাজপুত্রের বিয়ে!
২। তা'ত জানি!

৩। ছুটে চল্, ছুটে চল্, ছুটে চল্!

৪। রাজার বাড়ি নবৎ ব'সেছে কিন্তু ভাই, আমাদের ডুগ্‌ডুগি না বাজ্‌লে আমোদ হয় না। তাই কাল সারা রাত্রি মোধোকে আর হরেকে ডেকে তিন জনে মিলে কেবল ডুগ্‌ডুগি বাজিয়েছি!

স্ত্রী। হাঁগা রাজপুত্তুরের বিয়ে হবে মুড়িমুড়্‌কি বিলোনো হবে না!

১। দূর মাগী, রাজপুত্তুরের বিয়েতে কি মুড়িমুড়্‌কি বিলোন হয়? গুড়, ছোলা, চিনির পানা—

২। নারে না, খুড়ো আমার সহরে থাকে, তার কাছে শুনেছি, দই দিয়ে ছাতু দিয়ে ফলার হবে!

অনেকে। ওরে তবে আজ আনন্দ ক'রে নেরে, আনন্দ করে নে।

১। ওরে ও সর্দ্দারের পো, আজ আবার কাজ কর্ত্তে ব'সেছিস্ কেন, ঘর থেকে বেরিয়ে আয়।—

২। আজ যে শালা কাজ কর্‌বে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব!

৩। নারে ভাই, ব'সে ব'সে মালা গাঁথ্‌চি দরজায় ঝুলিয়ে দিতে হবে।

স্ত্রী। (রুদ্যমান সন্তানের প্রতি) চুপ্ কর্, কাঁদিস্‌নে, কাঁদিস্‌নে—আজ রাজপুত্রের বিয়ে—আজ রাজবাড়িতে যাবি, মুঠো মুঠো চিনি খেতে পাবি!

(কোলাহল করিতে করিতে প্রস্থান।)

সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

স। জগতের মুখে আজি এ কি হাস্য হেরি!
আনন্দ তরঙ্গ নাচে চন্দ্র সূর্য্য ঘেরি।
আনন্দ হিল্লোল কাঁপে লতায় পাতায়,
আনন্দ উচ্ছ্বসি উঠে পাখীর গলায়,
আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুসুমে কুসুমে।

কতকগুলি পথিকের প্রবেশ।

১। ঠাকুর প্রণাম হই!

২। প্রভুগো প্রণাম!

৩। এই ছেলেটিরে মোর আশীর্ব্বাদ কর'।

৪। পদধূলি দাও প্রভু নিয়ে যাই শিরে!—

৫। এনেছি চরণে দিতে গুটি দুই ফুল!

স। কেন এরা সবে মোরে করিছে প্রণাম—
আমি ত সন্ন্যাসী নই—ওঠ ভাই ওঠ—
এস ভাই, আজ মোরা করি কোলাকুলি!
আমিও যে একজন তোমাদেরি মত,
তোমাদেরি গৃহ মাঝে নিয়ে যাও মোরে!—

জান কি কোথায় আছে মেয়েটি আমার?
শুধাইতে কেন মোর করিতেছে ভয়?—
তার ম্লান মুখ দেখে কেহ কি তোমরা
ডেকে নিয়ে যাও নাই গৃহে তোমাদের!
সে বালিকা কোথাও কি পায়নি আশ্রয়?

ষোড়শ দৃশ্য।

গুহামুখ।

ধূলায় পতিত বালিকা।

সন্ন্যাসীর দ্রুত প্রবেশ।

নয়ন-আনন্দ মোর,—হৃদয়ের ধন,—
স্নেহের প্রতিমা, ওগো, মা, আমি এসেছি—
ধূলায় পড়িয়া কেন,— ওঠ মা, ওঠ মা—
পাষাণেতে মুখখানি রেখেছিস্ কেন?—
আয়রে বুকের মাঝে—এও ত পাষাণ!
ও মা, এত অভিমান করেছিস্ কেন,—
মুখখানি তুলে দেখ্—ছটো কথা ক!—
এ কি, এ যে হিম দেহ!—না পড়ে নিশ্বাস—
হৃদয় কেনরে স্তব্ধ—বিবর্ণ মুখখানি!

* * * * *

বাছা—বাছা—কোথা গেলি! কি করিলি রে—
হায় হায়—এ কি নিদারুণ প্রতিশোধ।

কড়ি ও কোমল।

প্রাণ।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই!
ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়!
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই!
হাসি মুখে নিও ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিও ফুল, যদি সে ফুল শুকায়!

পুরাতন।

হেথা হতে যাও, পুরাতন!
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।
সুনীল আকাশ পরে শুভ্র মেঘ থরে থরে
শ্রান্ত যেন রবির আলোকে—
পাখীরা ঝাড়িছে পাখা, কাঁপিছে তরুর শাখা,
খেলাইছে বালিকা বালকে।
সমুখের সরোবরে আলো ঝিকিমিকি করে—
ছায়া কাঁপিতেছে থরথর,—
জলের পানেতে চেয়ে ঘাটে বসে আছে মেয়ে—
শুনিছে পাতার মরমর!
কি জানি কত কি আশে চলিয়াছে চারি পাশে
কত লোক কত সুখে দুখে!
সবাই ত ভুলে আছে—কেহ হাসে কেহ নাচে,
—তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে!
বাতাস যেতেছে বহি তুমি কেন রহি রহি
তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস;
সুদূরে বাজিছে বাঁশি, তুমি কেন ঢাল' আসি
তারি মাঝে বিলাপ উচ্ছ্বাস।
উঠিছে প্রভাত রবি, আঁকিছে সোনায় ছবি,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া!
বারেক যে চলে যায়, তারেত কেহ না চায়,
তবু তার কেন এত মায়া!
তবু কেন সন্ধ্যাকালে জলদের অন্তরালে
লুকায়ে, ধরার পানে চায়—
নিশীথের অন্ধকারে পুরাণো ঘরের দ্বারে
কেন এসে পুন ফিরে যায়!
কি দেখিতে আসিয়াছ! যাহা কিছু ফেলে গেছ
কে তাদের করিবে যতন!
স্মরণের চিহ্ন যত ছিল পড়ে দিন-কত
ঝ'রে-পড়া পাতার মতন!
আজি বসন্তের বায় একেকটি করে হায়
উড়ায়ে ফেলিছে প্রতি দিন;
ধূলিতে মাটিতে রহি হাসির কিরণে দহি
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে মলিন!
ঢাক তবে ঢাক মুখ নিয়ে যাও সুখ দুখ
চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে।
হেথায় আলয় নাহি; অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে!

নূতন।

হেথাও ত পশে সূর্য্যকর!
ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনি পাতে
বিদীরিল যে গিরি-শিখর—
বিশাল পর্ব্বত কেটে, পাষাণ-হৃদয় ফেটে,
প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর—
প্রভাতে পুলকে ভাসি, বহিয়া নবীন হাসি,
হেথাও ত পশে সূর্য্যকর!
দুয়ারেতে উঁকি মেরে ফিরে ত যায় না সে রে,
শিহরি উঠে না আশঙ্কায়,
ভাঙ্গা পাষাণের বুকে খেলা করে কোন্ সুখে,
হেসে আসে, হেসে চলে যায়!
আনে হাসি, আনে গান, আনেরে নূতন প্রাণ,
সঙ্গে করে আনে রবিকর,
অশোক শিশুর প্রায় এত হাসে এত গায়
কাঁদিতে দেয় না অবসর।
বিষাদ বিশাল কায়া ফেলেছে আঁধার ছায়া
তারে এরা করে না ত ভয়,
চারি দিক হতে তারে ছোট ছোট হাসি মারে,
অবশেষে করে পরাজয়।

এই যে রে মরুস্থল, দাব-দগ্ধ ধরাতল,
এই খানে ছিল "পুরাতন",
এক দিন ছিল তার শ্যামল যৌবন ভার,
ছিল তার দক্ষিণ-পবন।
যদি রে সে চলে গেল, সঙ্গে যদি নিয়ে গেল
গীত গান হাসি ফুল ফল,
শুষ্ক-স্মৃতি কেন মিছে রেখে তবে গেল পিছে,
শুষ্ক শাখা শুষ্ক ফুলদল!
সে কি চায় শুষ্ক বনে গাহিবে বিহঙ্গগণে
আগে তারা গাহিত যেমন?
আগেকার মত ক'রে স্নেহে তার নাম ধ'রে
উচ্ছসিবে বসন্ত পবন?
নহে নহে, সে কি হয়! সংসার জীবনময়,
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয়রে, নূতন, আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয়,
তোর সুখ, তোর হাসি গান।
ফোটা' নব ফুল চয়, ওঠা' নব কিশলয়,
নবীন বসন্ত আয় নিয়ে।
যে যায় সে চলে যাক্, সব তার নিয়ে যাক্,
নাম তার যাক্ মুছে দিয়ে।

এ কি ঢেউ-খেলা হায়, এক আসে, আর যায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি,
বিলাপের শেষ তান না হইতে অবসান
কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি!
আয়রে কাঁদিয়া লই, শুকাবে দু দিন বই
এ পবিত্র অশ্রুবারি ধারা।
সংসারে ফিরিব ভুলি, ছোট ছোট সুখগুলি
রচি দিবে আনন্দের কারা।
না রে, করিব না শোক, এসেছে নূতন লোক,
তারে কে করিবে অবহেলা!
সেও চলে যাবে কবে, গীত গান সাঙ্গ হবে,
ফুরাইবে দুদিনের খেলা।

উপকথা।

মেঘের আড়ালে বেলা কখন্ যে যায়,
বৃষ্টি পড়ে সারাদিন থামিতে না চায়।
আর্দ্র-পাখা পাখীগুলি গীতগান গেছে ভুলি,
নিস্তব্ধে ভিজিছে তরুলতা।
বসিয়া আঁধার ঘরে বরষার ঝরঝরে
মনে পড়ে কত উপকথা!
কভু মনে লয় হেন এ সব কাহিনী যেন
সত্য ছিল নবীন জগতে।
উড়ন্ত মেঘের মত ঘটনা ঘটিত কত,
সংসার উড়িত মনোরথে।
রাজপুত্র অবহেলে কোন্ দেশে যেত চলে,
কত নদী কত সিন্ধু পার!
সরোবর ঘাট আলা মণি হাতে নাগবালা
বসিয়া বাঁধিত কেশ ভার।
সিন্ধুতীরে কতদূরে কোন্ রাক্ষসের পুরে
ঘুমাইত রাজার ঝিয়ারি।
হাসি তার মণিকণা কেহ তাহা দেখিত না,
মুকুতা ঢালিত অশ্রুবারি।

সাত ভাই একত্তরে চাঁপা হয়ে ফুটিত রে
এক বোন ফুটিত পারুল।
সম্ভব কি অসম্ভব একত্রে আছিল সব
ছুটি ভাই সত্য আর ভুল।
বিশ্ব নাহি ছিল বাঁধা না ছিল কঠিন বাধা
নাহি ছিল বিধির বিধান,
হাসি কান্না লঘুকায়া শরতের আলো ছায়া
কেবল সে ছুঁয়ে যেত প্রাণ।
আজি ফুরায়েছে বেলা, জগতের ছেলেখেলা,
গেছে আলো-আঁধারের দিন।
আর ত নাইরে ছুটি মেঘরাজ্য গেছে টুটি,
পদে পদে নিয়ম-অধীন।
মধ্যাহ্নে রবির দাপে বাহিরে কে রবে তাপে
আলয় গড়িতে সবে চায়।
যবে হায় প্রাণপণ করে তাহা সমাপন
খেলারই মতন ভেঙ্গে যায়!

যোগিয়া।

বহুদিন পরে আজি মেঘ গেছে চ'লে,
রবির কিরণসুধা আকাশে উথলে।
আজিকে আপন প্রাণে না জানি বা কোন্ খানে
যোগিয়া রাগিণী গায় কেরে!
ধীরে ধীরে সুর তার মিলাইছে চারি ধার
আচ্ছন্ন করিছে প্রভাতেরে।
গাছপালা চারি ভিতে সঙ্গীতের মাধুরীতে
মগ্ন হ'য়ে ধরে স্বপ্নছবি!
এ প্রভাত মনে হয় আরেক প্রভাতময়,
রবি যেন আর কোনো রবি!
ভাবিতেছি মনে মনে কোথা কোন্ উপবনে
কি ভাবে সে গাইছে না জানি,
চোখে তার অশ্রু রেখা, একটু দেছে কি দেখা,
ছড়ায়েছে চরণ দুখানি!
তার কি পায়ের কাছে বাঁশিটি পড়িয়া আছে—
আলো ছায়া পড়েছে কপোলে।
মলিন মালাটি তুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি
ভাসাইছে সরসীর জলে!

বিষাদ-কাহিনী তার সাধ যায় শুনিবার,
কোন্ খানে তাহার ভবন!
তাঁহার আঁখির কাছে যার মুখ জেগে আছে
তাহারে বা দেখিতে কেমন!
একিরে আকুল ভাষা! প্রাণের নিরাশ আশা
পল্লবের মর্ম্মরে মিশালো।
না জানি কাহারে চায় তার দেখা নাহি পায়
ম্লান তাই প্রভাতের আলো।
এমন কতনা প্রাতে চাহিয়া আকাশ পাতে
কত লোক ফেলেছে নিঃশ্বাস,
সে সব প্রভাত গেছে তা'রা তার সাথে গেছে
লয়ে গেছে হৃদয়-হুতাশ।
এমন কত না আশা কত ম্লান ভালবাসা
প্রতিদিন পড়িছে ঝরিয়া,
তাদের হৃদয় ব্যথা তাদের মরণ-গাথা
কে গাইছে একত্র করিয়া।
পরস্পর পরস্পরে ডাকিতেছে নাম ধরে
কেহ তাহা শুনিতে না পায়।
কাছে আসে বসে পাশে, তবুও কথা না ভাষে
অশ্রুজলে ফিরে ফিরে যায়।
চায় তবু নাহি পায় অবশেষে নাহি চায়,
অবশেষে নাহি গায় গান,
ধীরে ধীরে শূন্য হিয়া বনের ছায়ায় গিয়া
মুছে আসে সজল নয়ান।

কাঙালিনী।

আনন্দময়ীর আগমনে,
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে!
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী
কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন;
চারি দিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,

আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক তপন!
কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশ ভূষা—
ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,—
কত পরিজন দাস দাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপরে পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন!
হের তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।

শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মার মায়া পায়নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে!
তাই বুঝি আঁখি ছলছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা!
চেয়ে যেন মার মুখ পানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে,—"মা গো এ কেমন ধারা!
এত বাঁশী এত হাসিরাশি,
এত তোর রতন-ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন!"

ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি
ভাই বোন করি গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই;
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাঁদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে
"আমি ত ওদের কেহ নই!
স্নেহ ক'রে আমার জননী
পরায়ে ত দেয়নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে ক'রে নিয়ে
মুছায়ে ত দেয়নি নয়ন!"

আপনার ভাই নেই ব'লে
ওরে কিরে ডাকিবে না কেহ!
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কি রে করিবে না স্নেহ!
ওকি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে,
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে!

অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব!
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার শাখা
তবে মিছে মঙ্গল কলস!

ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি।

সম্মুখে র'য়েছে পড়ি যুগ-যুগান্তর।
অসীম নীলিমে লুটে ধরণী ধাইবে ছুটে,
প্রতিদিন আসিবে, যাইবে রবিকর।
প্রতিদিন প্রভাতে জাগিবে নরনারী,
প্রতি সন্ধ্যা শ্রান্ত দেহে ফিরিয়া আসিবে গেহে,
প্রতিরাত্রে তারকা ফুটিবে সারি সারি।
কত আনন্দের ছবি, কত সুখ আশা,
আসিবে যাইবে, হায়, সুখ-স্বপনের প্রায়
কত প্রাণে জাগিবে, মিলাবে ভালবাসা।
তখনো ফুটিবে হেসে কুসুম কানন,
তখনো রে কত লোকে কত স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে
আঁকিবে আকাশ-পটে সুখের স্বপন।
নিবিলে দিনের আলো, সন্ধ্যা হলে, নিতি
বিরহী নদীর ধারে না-জানি ভাবিবে কা'রে!
না জানি সে কি কাহিনী—কি সুখ—কি স্মৃতি!

দূর হতে আসিতেছে—শুনি কান পেতে—
কত গান, সেই মহা-রঙ্গভূমি হতে!
কত যৌবনের হাসি, কত উৎসবের বাঁশী,
তরঙ্গের কলধ্বনি প্রমোদের স্রোতে!
কত মিলনের গীত, বিরহের শ্বাস,
তুলেছে মর্ম্মর তান বসন্ত-বাতাস,
সংসারের কোলাহল ভেদ করি অবিরল
লক্ষ নব কবি ঢালে প্রাণের উচ্ছ্বাস!

ওই দূর খেলাঘরে খেলাই'ছ কা'রা!
উঠেছে মাথার পরে আমাদেরি তারা।
আমাদেরি ফুলগুলি সেথাও নাচিছে দুলি,
আমাদেরি পাখীগুলি গেয়ে হল সারা!
ওই সব মধুমুখ অমৃত-সদন,
না জানি রে আর কা'রা করিবে চুম্বন!
সরমময়ীর পাশে বিজড়িত আধ-ভাষে
আমরা ত শুনাব না প্রাণের বেদন!

আমাদের খেলাঘরে কা'রা খেলাইছ!
সাঙ্গ না হইতে খেলা চ'লে এনু সন্ধে বেলা,
ধূলির সে ঘর ভেঙ্গে কোথা ফেলাইছ!
হোথা, যেথা বসিতাম মোরা দুই জন,
হাসিয়া কাঁদিয়া হত মধুর মিলন,
মাটীতে কাটিয়া রেখা কত লিখিতাম লেখা,
কে তোরা মুছিলি সেই সাধের লিখন!
সুধাময়ী মেয়েটি সে হোথায় লুটিত,
চুমো খেলে হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিত!
তাই রে মাধবীলতা মাথা তুলেছিল হোথা;
ভেবেছিনু চিরদিন রবে মুকুলিত।
কোথায় রে—কে তাহারে করিলি দলিত!
ওই যে শুকান ফুল ছুঁড়ে ফেলে দিলে,
উহার মরম কথা বুঝিতে নারিলে।
ও যে দিন ফুটেছিল, নব রবি উঠেছিল,
কানন মাতিয়াছিল বসন্ত অনিলে!
ওই যে শুকায় চাঁপা প'ড়ে একাকিনী,
তোমরা ত জানিবে না উহার কাহিনী!
কবে কোন্ সন্ধেবেলা ওরে তুলেছিল বালা,
ওরি মাঝে বাজে কোন্ পূরবী রাগিণী!

যা'রে দিয়েছিল ওই ফুল উপহার,
কোথায় সে গেছে চ'লে, সেত নেই আর!
একটু কুসুমকণা তাও নিতে পারিল না,
ফেলে রেখে যেতে হল মরণের পার!
কত সুখ, কত ব্যথা, সুখের দুখের কথা
মিশিছে ধূলির সাথে ফুলের মাঝার!

মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর,
সম্মুখে রয়েছে প'ড়ে যুগ যুগান্তর!

মথুরায়।

বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই?
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই?

বিকচ বকুল ফুল দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোথায়!
এ নহে কি বৃন্দাবন? কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নূপুর-ধ্বনি বন-পথে শুনা যায়?
একা আছি বনে বসি, পীতধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখ-শশী পরাণ মজিল, সই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই?

একবার রাধে রাধে ডাক্ বাঁশী মনোসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতী-মালা,
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা এ নিশি পোহায়, হায়!
কবি যে হল আকুল, এ কি রে বিধির ভুল!
মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আজি লো সই!
বাঁশরী বাজাতে গিয়ে বাঁশরী বাজিল কই?

বনের ছায়া।

কোথারে তরুর ছায়া, বনের শ্যামল স্নেহ!
তট-তরু কোলে কোলে সারাদিন কল রোলে

স্রোতস্বিনী যায় চলে সুদূরে সাধের গেহ ;
কোথারে তরুর ছায়া বনের শ্যামল স্নেহ !

কোথারে সুনীল দিশে বনান্ত রয়েছে মিশে,
অনন্তের অনিমিষে নয়ন নিমেষ-হারা !
দূর হতে বায়ু এসে চলে যায় দূর-দেশে,
গীত গান যায় ভেসে কোন্ দেশে যায় তারা !
বনের মর্ম্মের মাঝে বিজনে বাঁশরী বাজে,
তারি সুরে মাঝে মাঝে ঘুঘু দুটি গান গায়।
ঝুরু ঝুরু কত পাতা গাহিছে বনের গাথা,
কত না মনের কথা তারি সাথে মিশে যায় !
লতা পাতা কতশত খেলে কাঁপে কত মত,
ছোটি ছোটি আলোছায়া ঝিকিমিকি বন ছেয়ে,
তারি সাথে তারি মত খেলে কত ছেলে মেয়ে !
কোথায় সে গুন্ গুন্ ঝর ঝর মরমর,
কোথা সে মাথার পরে লতাপাতা থরথর !
কোথায় সে ছায়া আলো, ছেলে মেয়ে, খেলাধূলি,
কোথা সে ফুলের মাঝে এলোচুলে হাসিগুলি !
কোথারে সরল প্রাণ, গভীর আনন্দ গান,
অসীম শান্তির মাঝে প্রাণের সাধের গেহ,
তরুর শীতল ছায়া বনের শ্যামল স্নেহ !

কোথায় !

হায়, কোথা যাবে !
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি,
পথ কোথা পাবে !
হায়, কোথা যাবে।

কঠিন বিপুল এ জগৎ,
খুঁজে নেয় যে যাহার পথ।
স্নেহের পুতলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে
কার মুখে চাবে !
হায় কোথা যাবে !

মোরা কেহ সাথে রহিব না,
মোরা কেহ কথা কহিব না।
নিমেষ যেমনি যাবে, আমাদের ভালবাসা
আর নাহি পাবে।
হায় কোথা যাবে !

মোরা বসে কাঁদিব হেথায়,
শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায় ;
মহা সে বিজন মাঝে হয় ত বিলাপধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,
হায়, কোথা যাবে !

দেখ, এই ফুটিয়াছে ফুল,
বসন্তেরে করিছে আকুল ;
পুরান' সুখের স্মৃতি বাতাস আনিছে নিতি
কত স্নেহ ভাবে,
হায়, কোথা যাবে !

খেলা ধূলা পড়ে না কি মনে,
কত কথা স্নেহের স্মরণে !
সুখে দুখে শত ফেরে সে কথা জড়িত যে রে,
সেও কি ফুরাবে !
হায়, কোথা যাবে !

চির দিন তরে হবে পর !
এ ঘর রবে না তব ঘর !
যারা ওই কোলে যেত, তারাও পরের মত !
বারেক ফিরেও নাহি চাবে !
হায় কোথা যাবে !

হায় কোথা যাবে !
যাবে যদি, যাও যাও, অশ্রু তবে মুছে যাও,
এইখানে দুঃখ রেখে যাও !
যে বিশ্রাম চেয়েছিলে, তাই যেন সেথা মিলে,
আরামে ঘুমাও !
যাবে যদি, যাও !

শান্তি।

কত রাত গিয়েছিল হায়, বয়েছিল বসন্তের বায়,
পূবের জানালা খানি দিয়ে চন্দ্রালোক পড়েছিল গায় ;

কত রাত গিয়েছিল হায়, দূর হতে বেজেছিল বাঁশি,
সুরগুলি কেঁদে ফিরেছিল বিছানার কাছে কাছে আসি!
কত রাত গিয়েছিল হায় কোলেতে শুকান' ফুলমালা
নত মুখে উলটি পালটি চেয়ে চেয়ে কেঁদেছিল বালা!
কতদিন ভোরে শুকতারা উঠেছিল ওর আঁখি পরে,
সমুখের কুসুম কাননে ফুল ফুটেছিল থরে থরে।
একটি ছেলেরে কোলে নিয়ে বলেছিল সোহাগের ভাষা,
কারেও বা ভালবেসেছিল, পেয়েছিল কারো ভালবাসা!
হেসে হেসে গলাগলি করে খেলেছিল যাহাদের নিয়ে,
আজো তারা ওই খেলা করে, ওর খেলা গিয়েছে ফুরিয়ে!
সেই রবি উঠেছে সকালে ফুটেছে সমুখে সেই ফুল,
ও কখন্ খেলাতে খেলাতে মাঝখানে ঘুমিয়ে আকুল!
শ্রান্ত দেহ, নিস্পন্দ নয়ন, ভুলে গেছে হৃদয় বেদনা।
চুপ করে চেয়ে দেখ ওরে—থাম' থাম' হেস না, কেঁদ না।

হৃদয়ের ভাষা।

হৃদয়, কেন গো মোরে ছলিছ সতত,
আপনার ভাষা তুমি শিখাও আমায়!
প্রত্যহ আকুল কণ্ঠে গাহিতেছি কত,
ভগ্ন বাঁশরীতে শ্বাস করে হায় হায়!
সন্ধ্যাকালে নেমে যায় নীরব তপন
সুনীল আকাশ হতে সুনীল সাগরে।
আমার মনের কথা, প্রাণের স্বপন
ভাসিয়া উঠিছে যেন আকাশের পরে।
ধ্বনিছে সন্ধ্যার মাঝে কার শান্ত বাণী,
ও কিরে আমারি গান? ভাবিতেছি তাই!
প্রাণের যে কথাগুলি আমি নাহি জানি,
সে কথা কেমন করে জেনেছে সবাই!
মোর হৃদয়ের গান সকলেই গায়,
গাহিতে পারিনে তাহা আমি শুধু হায়!

বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ।

দিনের আলো নিবে এল, সুর্য্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁশর ঘণ্টা বাজ্‌ল ঠং ঠং।
ও পারেতে বিষ্টি এল ঝাপ্‌সা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।
বাদ্‌লা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ।"

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা কোথায় বা সীমানা!
দেশে দেশে খেলে বেড়ায় কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে বিষ্টি দিয়ে যায়!
পলে পলে নতুন খেলা কোথায় ভেবে পায়!
মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে!
কত দিনের লুকোচুরী কত ঘরের কোণে!
তারি সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ।"

মনে পড়ে ঘরটি আলো মায়ের হাসিমুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরুগুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের পরে দৌরাত্মি সে না যায় লেখাজোকা।
ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে শুনেছিলেম গান
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ।"

মনে পড়ে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা,
মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটিমিটি আলো,
চারিদিকে দেয়ালেতে ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে একেবারে চুপ্।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে মেঘ্‌লা দিনের গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ।"

কবে বিষ্টি পড়েছিল, বাণ এল সে কোথা!
শিবুঠাকুরের বিয়ে হল কবেকার সে কথা;
সে দিনো কি এম্‌নিতর মেঘের ঘটা খানা?
থেকে থেকে বিজুলী কি দিতেছিল হানা?
তিন কন্যে বিয়ে ক'রে কি হল তার শেষে!
না জানি কোন্ নদীর ধারে, না জানি কোন্ দেশে,

কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর নদী এল বাণ!"

সাত ভাই চম্পা।

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে, সাতটি চাঁপা ভাই;
রাঙ্গা-বসন পারুল দিদি, তুলনা তার নাই।
সাতটি সোনা চাঁপার মধ্যে সাতটি সোনা মুখ,
পারুল দিদির কচি মুখটি কর্ত্তেছে টুক্‌টুক্!
ঘুমটি ভাঙ্গে পাখির ডাকে রাতটি যে পোহালো,
ভোরের বেলা চাঁপায় পড়ে চাঁপার মত আলো।
শিশির দিয়ে মুখটি মেজে মুখখানি বের কোরে,
কি দেখ্‌চে সাত ভায়েতে সারা সকাল ধ'রে!

দেখ্‌চে চেয়ে ফুলের বনে গোলাপ ফোটে ফোটে,
পাতায় পাতায় রোদ পড়েছে, চিক্‌চিকিয়ে ওঠে।
দোলা দিয়ে বাতাস পালায় দুষ্টু ছেলের মত,
লতায় পাতায় হেলাদোলা কোলাকুলি কত!
গাছটি কাঁপে নদীর ধারে ছায়াটি কাঁপে জলে,
ফুলগুলি সব কেঁদে পড়ে শিউলি গাছের তলে।
ফুলের থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌চে ভাই বোন্,
দুখিনী এক মায়ের তরে আকুল হল মন।

সারাটা দিন কেঁপে কেঁপে পাতার ঝুরু ঝুরু,
মনের সুখে বনের যেন বুকের দুরু দুরু!
কেবল শুনি কুলুকুলু এ কি ঢেউয়ের খেলা!
বনের মধ্যে ডাকে ঘুঘু সারা দুপুর বেলা।
মৌমাছি সে গুন্‌গুনিয়ে খুঁজে বেড়ায় কা'কে,
ঘাসের মধ্যে ঝিঁঝি করে ঝিঁঝি পোকা ডাকে।
ফুলের পাতায় মাথা রেখে শুনচে ভাই বোন,
মায়ের কথা মনে পড়ে আকুল করে মন।

মেঘের পানে চেয়ে দেখে মেঘ চলেছে ভেসে,
পাখীগুলি উড়ে উড়ে চলেছে কোন্ দেশে!
প্রজাপতির বাড়ি কোথায় জানে না ত কেউ।
সমস্ত দিন কোথায় চলে লক্ষ হাজার ঢেউ!
দুপুর বেলা থেকে থেকে উদাস হল বায়,
শুক্‌নো পাতা খসে পড়ে কোথায় উড়ে যায়!

ফুলের মাঝে গালে হাত দেখ্‌চে ভাই বোন,
মায়ের কথা পড়চে মনে কাঁদ্‌চে প্রাণমন।

সন্ধে হলে জোনাই জলে পাতায় পাতায়,
অশথ গাছে দুটি তারা গাছের মাথায়।
বাতাস বওয়া বন্ধ হল, স্তব্ধ পাখীর ডাক,
থেকে থেকে করচে কা কা দুটো একটা কাক!
পশ্চিমেতে ঝিকিমিকি, পূবে আঁধার করে,
সাতটি ভায়ে গুটিসুটি চাঁপা ফুলের ঘরে।
"গল্প বল পারুল দিদি" সাতটি চাঁপা ডাকে,
পারুল দিদির গল্প শুনে মনে পড়ে মাকে।

প্রহর বাজে, রাত হয়েছে, ঝাঁঝাঁ করে বন,
ফুলের মাঝে ঘুমিয়ে প'ল আটটি ভাই বোন।
সাতটি তারা চেয়ে আছে সাতটি চাঁপার বাগে,
চাঁদের আলো সাতটি ভায়ের মুখের পরে লাগে।
ফুলের গন্ধ ঘিরে আছে সাতটি ভায়ের তনু—
কোমল শয্যা কে পেতেছে সাতটি ফুলের রেণু।
ফুলের মধ্যে সাত ভায়েতে স্বপন দেখে মাকে;
সকাল বেলা "জাগো জাগো" পারুল দিদি ডাকে।

হাসিরাশি।

নাম রেখেছি বাবুলা রাণী, একরত্তি মেয়ে।
হাসিখুসি চাঁদের আলো মুখটি আছে ছেয়ে।
ফুট্‌ফুটে তার দাঁত ক'খানি পুট্‌পুটে তার ঠোঁট্।
মুখের মধ্যে কথাগুলি সব্ উলোট পালোট্।
কচি কচি হাত দুখানি, কচি কচি মুঠি,
মুখ্ নেড়ে কেউ কথা ক'লে হেসেই কুটি কুটি।
তাই তাই তাই তালি দিয়ে দুলে দুলে নড়ে,
চুলগুলি সব কালো কালো মুখে এসে পড়ে।
"চলি—চলি—পা—পা" টলি টলি যায়,
গরবিণী হেসে হেসে আড়ে আড়ে চায়।
হাতটি তুলে চুড়ি দু-গাছি দেখায় যাকে তাকে,
হাসির সঙ্গে নেচে নেচে নোলক দোলে নাকে।
রাঙা দুটি ঠোঁটের কাছে মুক্ত' আছে ফলে',
মায়ের চুমোখানি যেন মুক্ত' হয়ে দোলে!

আকাশেতে চাঁদ দেখেছে দুহাত তুলে চায়,
মায়ের কোলে দুলে দুলে ডাকে আয় আয়।
চাঁদের আঁখি জুড়িয়ে গেল তার মুখেতে চেয়ে,
চাঁদ ভাবে কোত্থেকে এল চাঁদের মত মেয়ে!
কচি প্রাণের হাসিখানি চাঁদের পানে ছোটে,
চাঁদের মুখের হাসি, আরো বেশী ফুটে ওঠে।
এমন সাধের ডাক শুনে চাঁদ কেমন ক'রে আছে,
তারাগুলি ফেলে বুঝি নেমে আস্‌বে কাছে!
সুধা মুখের হাসিখানি চুরি করে নিয়ে,
রাতারাতি পালিয়ে যাবে মেঘের আড়াল দিয়ে।
আমরা তারে রাখ্‌ব ধ'রে রাণীর পাশেতে।
হাসিরাশি বাঁধা রবে হাসিরাশিতে।

আকুল আহ্বান।

সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার,
মাগো, হেথায় প্রদীপ জ্বলে না!
একে একে সবাই ঘরে এল,
আমায় যে, মা, মা কেউ বলে না!
সময় হ'ল বেঁধে দেব চুল,
পরিয়ে দেব রাঙা কাপড় খানি।
সাঁজের তারা সাঁজের গগনে—
কোথায় গেল, রাণী আমার রাণী!

(ওমা) রাত হ'ল, আঁধার করে আসে
ঘরে ঘরে প্রদীপ নিবে যায়।
আমার ঘরে ঘুম নেইক শুধু—
শূন্য শেজ শূন্যপানে চায়।
কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে ভরা,
(সেই) নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে পড়া মেয়ে!
শ্রান্ত দেহ ঢুলে পড়ে, তবু
মায়ের তরে আছে বুঝি চেয়ে!

আঁধার রাতে চলে গেলি তুই,
আঁধার রাতে চুপি চুপি আয়।
কেউ ত তোরে দেখ্‌তে পাবে না,
তারা শুধু তারার পানে চায়।

এ জগৎ কঠিন—কঠিন—
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া,
সেইখানে তুই আয় মা ফিরে আয়,
এত ডাকি দিবিনে কি সাড়া?

ফুলের দিনে সে যে চলে গেল,
ফুল-ফোটা সে দেখে গেল না,
ফুলে ফুলে ভরে গেল বন
একটি সে ত পরতে পেল না।
ফুল ফোটে, ফুল ঝ'রে যায়—
ফুল নিয়ে আর সবাই পরে,
ফিরে এসে সে যদি দাঁড়ায়,
একটিও রবে না তার তরে!

খেল্‌ত যারা তারা খেল্‌তে গেছে,
হাস্‌ত যারা তারা আজো হাসে,
তার তরে কেহ ব'সে নেই
মা শুধু রয়েছে তারি আশে!
হায়, বিধি, এ কি ব্যর্থ হবে!
ব্যর্থ হবে মার ভালবাসা!
কত জনের কত আশা পুরে,
ব্যর্থ হবে মার প্রাণের আশা!

পত্র। *

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত
স্থলচর বরেষু।

জলে বাসা বেঁধেছিলেম, ডাঙ্গায় বড় কিচিমিচি।
সবাই গলা জাহির করে, চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।
কানে যখন তালা ধরে উঠি যখন হাঁপিয়ে।
কোথায় পালাই—কোথায় পালাই—জলে পড়ি ঝাঁপিয়ে।
গঙ্গা-প্রাপ্তির আশা কোরে গঙ্গাযাত্রা করেছিলেম।
তোমাদের না ব'লে ক'য়ে আস্তে আস্তে সরেছিলেম।

দুনিয়ার এ মজ্‌লিষেতে এসেছিলেম গান শুন্‌তে;
আপন মনে গুন্‌গুনিয়ে রাগ রাগিণীর জাল বুন্‌তে।

---

* নৌকা যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিত।

গান শোনে সে কাহার সাধ্যি, সবাই মিলে বাজায় বাদ্যি,
বিশ্বেখানা ফাটিয়ে ফেলে থাকে তারা তুলো ধুন্‌তে।
ডেঁকে বলে, হেঁকে বলে, ভঙ্গী ক'রে বেঁকে বলে—
"আমার কথা শোন সবাই গান শোন আর নাই শোন।
গান যে কা'কে বলে সেইটে বুঝিয়ে দেব, তাই শোন।"
চন্দ্র সূর্য্য জল্‌চে মিছে আকাশ খানার চালাতে—
তিনি বলেন "আমিই আছি জল্‌তে এবং জ্বালাতে।"
কুঞ্জবনের তানপুরোতে সুর বেঁধেছে বসন্ত,
সেটা শুনে নাড়েন কর্ণ হয়নাক তাঁর পছন্দ।
তাঁরি সুরে গাক্ না সবাই টপ্পা খেয়াল ধুরবোদ,—
গায় না যে কেউ - আসল কথা নাইক কারো সুর বোধ!
কাগজওয়ালা সারি সারি নাড়চে কাগজ হাতে নিয়ে—
বাঙ্গলা থেকে শান্তি বিদায় তিনশো কুলোর বাতাস দিয়ে!
কাগজ দিয়ে নৌকা বানায় বেকার যত ছেলেপিলে,—
কর্ণ ধ'রে পার করবেন দু-এক পয়সা খেয়া দিলে।
সস্তা শুনে ছুটে আসে যত দীর্ঘকর্ণগুলো—
বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিকে তাই উড়েছে এত ধুলো!
বাক্য-বন্যা ফেনিয়ে আসে ভাসিয়ে নে যায় তোড়ে,
কোন ক্রমে রক্ষে পেলেম মা-গঙ্গার ক্রোড়ে।

হেথায় কিবা শান্তি-ঢালা কুলুকুলু তান!
সাগর পানে ব'হে নে যায় গিরিরাজের গান।
ধীরি ধীরি বাতাসটি দেয় জলের গায়ে কাঁটা।
আকাশেতে আলো আঁধার খেলে জোয়ার ভাঁটা।
তীরে তীরে গাছের সারি পল্লবেরি ঢেউ।
সারাদিন হেলে দোলে দেখে না ত কেউ!
পূর্ব্বতীরে তরুশিরে অরুণ হেসে চায়—
পশ্চিমেতে কুঞ্জমাঝে সন্ধ্যা নেমে যায়।
তীরে ওঠে শঙ্খধ্বনি ধীরে আসে কানে,
সন্ধ্যাতারা চেয়ে থাকে ধরণীর পানে।
ঝাউবনের আড়ালেতে চাঁদ ওঠে ধীরে,
ফোটে সন্ধ্যাদীপগুলি অন্ধকার তীরে।
এই শান্তি সলিলেতে দিয়েছিলেম ডুব,
হটগোলটা ভুলেছিলেম সুখে ছিলেম খুব!

—

বিরহীর পত্র।

হয় কি না হয় দেখা, ফিরি কি না ফিরি,
দূরে গেলে এই মনে হয়;
দুজনার মাঝখানে অন্ধকারে ঘিরি
জেগে থাকে সতত সংশয়।
এত লোক, এত জন, এত পথ, গলি,
এমন বিপুল এ সংসার,
ভয়ে ভয়ে হাতে হাতে বেঁধে বেঁধে চলি
ছাড়া পেলে কে আর কাহার।

তারায় তারায় সদা থাকে চোকে চোকে
অন্ধকারে অসীম গগনে।
ভয়ে ভয়ে অনিমেষে কম্পিত আলোকে
বাঁধা থাকে নয়নে নয়নে।
চৌদিকে অটল স্তব্ধ সুগভীর রাত্রি,
তরুহীন মরুময় ব্যোম,
মুখে মুখে চেয়ে তাই চলে যত যাত্রী
চলে গ্রহ রবি তারা সোম।

নিমেষের অন্তরালে কি আছে কে জানে,
নিমেষে অসীম পড়ে ঢাকা—
অন্ধ কাল-তুরঙ্গম রাশ নাহি মানে
বেগে ধায় অদৃষ্টের চাকা।
কাছে কাছে পাছে পাছে চলিবারে চাই
জেগে জেগে দিতেছি পাহারা,
একটু এসেছে ঘুম—চমকি তাকাই
গেছে চলে কোথায় কাহারা!

ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কাঁদি তাই একা
বিরহের সমুদ্রের তীরে
অনন্তের মাঝখানে দুদণ্ডের দেখা
তাও কেন রাহু এসে ঘিরে।
মৃত্যু যেন মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়
পাঠায় সে বিরহের চর।
সকলেই চলে যাবে পড়ে' রবে হায়
ধরণীর শূন্য খেলাঘর!

গ্রহ তারা ধূমকেতু কত রবি শশী
শূন্য-ঘেরি জগতের ভীড়,
তারি মাঝে যদি ভাঙ্গে, যদি যায় খসি
আমাদের দুদণ্ডের নীড়,—
কোথায় কে হারাইব—কোন্ রাত্রি বেলা
কে কোথায় হইব অতিথি!
তখন কি মনে রবে দুদিনের খেলা
দরশের পরশের স্মৃতি!

তাই মনে ক'রে কিরে চোকে জল আসে
একটুকু চোকের আড়ালে!
প্রাণ যারে প্রাণের অধিক ভাল বাসে
সেও কি রবে না এক কালে!
আশা নিয়ে এ কি শুধু খেলাই কেবল—
সুখ দুঃখ মনের বিকার!
ভালবাসা কাঁদে, হাসে, মোছে অশ্রুজল,
চায়, পায়, হারায় আবার!

মঙ্গল-গীতি।

(১)

এত বড় এ ধরণী মহাসিন্ধু-ঘেরা
দুলিতেছে আকাশ সাগরে,—
দিন-দুই হেথা রহি মোরা মানবেরা
শুধু কি মা যাব খেলা করে!
তাই কি ধাইছে গঙ্গা ছাড়ি হিমগিরি,
অরণ্য বহিছে ফুল ফল,—
শত কোটি রবি তারা আমাদের ঘিরি
গণিতেছে প্রতি দণ্ড পল!

নাই কি, মা, মানবের গভীর ভাবনা,
হৃদয়ের সীমাহীন আশা!
জেগে নাই অন্তরেতে অনন্ত চেতনা,
জীবনের অনন্ত পিপাসা!
হৃদয়েতে শুষ্ক কি, মা, উৎস করুণার,
শুনি না কি দুখীর ক্রন্দন!
জগৎ শুধু কি মা গো তোমার আমার
ঘুমাবার কুসুম-আসন!

শুনো না কাহারা ওই করে কানাকানি
অতি তুচ্ছ ছোট ছোট কথা!
পরের হৃদয় লয়ে করে টানাটানি
শকুনির মত নির্ম্মমতা!
শুনো না করিছে কারা কথা-কাটাকাটি
মাতিয়া জ্ঞানের অভিমানে,
রসনায় রসনায় ঘোর লাঠালাঠি,
আপনার বুদ্ধিরে বাখানে!

তুমি এস দূরে এস, পবিত্র নিভৃতে,
ক্ষুদ্র অভিমান যাও ভুলি।
সযতনে ঝেড়ে ফেল বসন হইতে
প্রতি নিমেষের যত ধূলি!
নিমেষের ক্ষুদ্র কথা. ক্ষুদ্র রেণু জাল
আচ্ছন্ন করিছে মানবেরে,
উদার অনন্ত তাই হতেছে আড়াল
তিল তিল ক্ষুদ্রতার ঘেরে!

আছে, মা, তোমার মুখে স্বর্গের কিরণ,
হৃদয়েতে উষার আভাস,
খুঁজিছে সরল পথ ব্যাকুল নয়ন,
চারিদিকে মর্ত্ত্যের প্রবাস।
আপনার ছায়া ফেলি আমরা সকলে
পথ তোর অন্ধকারে ঢাকি,
ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র কাজে, ক্ষুদ্র শত ছলে,
কেন তোরে ভুলাইয়া রাখি!

কেন, মা, তোমারে কেহ চাহে না জানাতে
মানবের উচ্চ কুলশীল,
অনন্ত জগত ব্যাপী ঈশ্বরের সাথে
তোমার যে সুগভীর মিল!
কেন কেহ দেখায় না, চারিদিকে তব
ঈশ্বরের বাহুর বিস্তার!
ঘেরি তোরে, ভোগসুখ ঢালি নব নব
গৃহ বলি রচে কারাগার!

অনন্তের মাঝখানে দাঁড়াও মা আসি,
চেয়ে দেখ আকাশের পানে,
পড়ুক বিমল বিভা, পূর্ণ রূপরাশি
স্বর্গমুখী কমল-নয়ানে!
আনন্দে ফুটিয়া ওঠ শুভ্র সূর্য্যোদয়ে
প্রভাতের কুসুমের মত,
দাঁড়াও সায়াহ্ন মাঝে পবিত্র-হৃদয়ে
মাথাখানি করিয়া আনত!

শোন শোন উঠিতেছে সুগম্ভীর বাণী
ধ্বনিতেছে আকাশ পাতাল।
বিশ্বচরাচর গাহে কাহারে বাখানি
আদিহীন অন্তহীন কাল!
যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্যপথ দিয়া,
উঠেছে সঙ্গীত কোলাহল,
ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
মা আমরা যাত্রা করি চল্!

যাত্রা করি বৃথা যত অহঙ্কার হতে,
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসা দ্বেষ,
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে
শিরে ধরি সত্যের আদেশ!
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ শোক!

জেনো মা এ সুখে দুঃখে আকুল সংসারে
মেটে না সকল তুচ্ছ আশ,
তা বলিয়া অভিমানে অনন্ত তাঁহারে
কোরোনা কোরোনা অবিশ্বাস!
সুখ বলে যাহা চাই সুখ তাহা নয়,
কি যে চাই জানি না আপনি,
আঁধারে জ্বলিছে ওই, ওরে কোরো ভয়,
ভুজঙ্গের মাথার ও মণি!

কিছুই চাব না মাগো আপনার তরে,
পেয়েছি যা' শুধিব সে ঋণ,
পেয়েছি যে প্রেমসুধা হৃদয় ভিতরে,
ঢালিয়া তা' দিব নিশিদিন!
সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে,
প্রেম দিলে প্রেমে পূরে প্রাণ,
নিশিদিসি আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান!

অহিফেন-জড় সুখ কে চায় ইহাকে
মানবত্ব এ নয় এ নয়!
রাহুর মতন সুখ গ্রাস করে রাখে
মানবের মানব-হৃদয়!
মানবেরে বল দেয় সহস্র বিপদ,
প্রাণ দেয় সহস্র ভাবনা,
দারিদ্র্যে খুঁজিয়া পাই মনের সম্পদ,
শোকে পাই অনন্ত সান্ত্বনা!

চির দিবসের সুখ রয়েছে গোপন
আপনার আত্মার মাঝার।
চারি দিকে সুখ খুঁজে শ্রান্ত প্রাণ মন,
হেথা আছে, কোথা নেই আর!
বাহিরের সুখ সে, সুখের মরীচিকা,
বাহিরেতে নিয়ে যায় ছোলে,
যখন মিলায়ে যায় মায়া কুহেলিকা,
কেন কাঁদি সুখ নেই বলে!

দাঁড়াও সে অন্তরের শান্তি-নিকেতনে
চিরজ্যোতি চিরচ্ছায়াময়!
ঝড়হীন রৌদ্রহীন নিভৃত নিলয়ে
জীবনের অনন্ত আলয়।
পুণ্য-জ্যোতি মুখে লয়ে পুণ্য হাসি খানি,
অন্নপূর্ণা জননী সমান,
মহা সুখে সুখ দুঃখ কিছু নাহি মানি
কর সবে সুখ শান্তিদান।

মা, আমার এই জেনো হৃদয়ের সাধ
তুমি হও লক্ষ্মীর প্রতিমা;
মানবেরে জ্যোতি দাও, কর' আশীর্ব্বাদ,
অকলঙ্ক মূর্ত্তি মধুরিমা!

কাছে থেকে এত কথা বলা নাহি হয়,
হেসে খেলে দিন যায় কেটে,
দূরে ভয় হয় পাছে না পাই সময়,
বলিবার সাধ নাহি মেটে।

কত কথা বলিবারে চাহি প্রাণপণে
কিছুতে মা বলিতে না পারি,
স্নেহ মুখখানি তোর পড়ে মোর মনে,
নয়নে উথলে অশ্রুবারি।
সুন্দর মুখেতে তোর মগ্ন আছে ঘুমে
একখানি পবিত্র জীবন।
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে
আশীর্ব্বাদ কর মা গ্রহণ।

---

(২)

চারিদিকে তর্ক উঠে সাঙ্গ নাহি হয়,
কথায় কথায় বাড়ে কথা!
সংশয়ের উপরেতে চাপিছে সংশয়
কেবলি বাড়িছে ব্যাকুলতা!
ফেনার উপরে ফেনা, ঢেউ পরে ঢেউ,
গরজনে বধির শ্রবণ,
তীর কোন্ দিকে আছে নাহি জানে কেউ
হা হা করে আকুল পবন।

এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন,
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ,
থেমে যাবে সহস্র বচন!
তোমার চরণে আসি মাগিবে মরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মত,
যে দিকে ফিরাবে তুমি দুখানি নয়ন
সে দিকে হেরিবে সবে পথ!

অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে,
মানে না বাহুর আক্রমণ!
একটি আলোক শিখা সমুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন।

এস মা উষার আলো, অকলঙ্ক প্রাণ,
দাঁড়াও এ সংসার আঁধারে।
জাগাও জাগ্রত-হৃদে আনন্দের গান,
কূল দাও নিদ্রার পাথারে!

চারিদিকে নৃশংসতা করে হানাহানি,
মানবের পাষাণ-পরাণ।
শাণিত ছুরীর মত বিঁধাইয়া বাণী,
হৃদয়ের রক্ত করে পান!
তৃষিত কাতর প্রাণী মাগিতেছে জল
উল্কাধারা করিছে বর্ষণ,
শ্যামল আশার ক্ষেত্র করিয়া নিষ্ফল
স্বার্থ দিয়ে করিছে কর্ষণ!

শুধু এসে একবার দাঁড়াও কাতরে
মেলি দুটি সকরুণ চোক,
পড়ুক দু ফোঁটা অশ্রু জগতের পরে
যেন দুটি বাল্মীকির শ্লোক!
ব্যথিত, করুক্ স্নান তোমার নয়নে,
করুণার অমৃত নির্ঝরে,
তোমারে কাতর হেরি, মানবের মনে
দয়া হবে মানবের পরে!

সমুদয় মানবের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর।
ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উবিয়া
দুই চারি পলকের পর!
তোমার সৌন্দর্য্যে হোক্ মানব সুন্দর,
প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো।
তোমারে হেরিয়া যেন মুগুধ অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভাল!

---

(৩)

আমার এ গান, মাগো, শুধু কি, নিমেষে
মিলাইবে হৃদয়ের কাছাকাছি এসে?
আমার প্রাণের কথা নিদ্রাহীন ব্যাকুলতা
শুধু নিশ্বাসের মত যাবে কি মা ভেসে!

এ গান তোমারে সদা ঘিরে যেন রাখে,
সত্যের পথের পরে নাম ধ'রে ডাকে।
সংসারের সুখে দুখে চেয়ে থাকে তোর মুখে,
চির আশীর্ব্বাদ সম কাছে কাছে থাকে!

বিজনে সঙ্গীর মত করে যেন বাস!
অনুক্ষণ শোনে তোর হৃদয়ের আশ।
পড়িয়া সংসার ঘোরে কাঁদিতে হেরিলে তোরে
ভাগ করে নেয় যেন দুখের নিশ্বাস!

সংসারের প্রলোভন যবে আসি হানে
মধুমাখা বিষবাণী দুর্ব্বল পরাণে,
এ গান আপন সুরে মন তোর রাখে পুরে,
ইষ্টমন্ত্র সম সদা বাজে তোর কানে!

আমার এ গান যদি সুদীর্ঘ জীবন
তোমার বসন হয় তোমার ভূষণ!
পৃথিবীর ধূলিজাল ক'রে দেয় অন্তরাল,
তোমারে করিয়া রাখে সুন্দর শোভন!

আমার এ গান যদি নাহি মানে মানা,
উদার বাতাস হ'য়ে এলাইয়া ডানা
সৌরভের মত তোরে নিয়ে যায় চুরি কোরে,
খুঁজিয়া দেখাতে যায় স্বর্গের সীমানা!

এ গান যদিরে হয় তোর ধ্রুব তারা,
অন্ধকারে অনিমেষে নিশি করে সারা!
তোমার মুখের পরে জেগে থাকে স্নেহভরে
অকূলে নয়ন মেলি দেখায় কিনারা!

আমার এ গান যদি পশি তোর কানে
মিলায়ে মিশায়ে যায় সমস্ত পরাণে!
তপ্ত শোণিতের মত বহে শিরে অবিরত,
আনন্দে নাচিয়া উঠে মহত্ত্বের গানে!

এ গান বাঁচিয়া থাকে যদি তোর মাঝে!
আঁখিতারা হয় তোর আঁখিতে বিরাজে।
এ যেনরে করে দান সতত নূতন প্রাণ,
এ যেন জীবন পায় জীবনের কাজে!

যদি যাই, মৃত্যু যদি নিয়ে যায় ডাকি,
এই গানে রেখে যাব মোর স্নেহ আঁখি।
যবে হায় সব গান হয়ে যাবে অবসান,
এ গানের মাঝে আমি যদি বেঁচে থাকি!

পাখীর পালক।

খেলাধূলো সব রহিল পড়িয়া ছুটে চলে আসে মেয়ে—
বলে তাড়াতাড়ি—"ওমা দেখ্ দেখ্, কি এনেছি দেখ্ চেয়ে!"
আঁখির পাতায় হাসি চমকায়, ঠোঁটে নেচে ওঠে হাসি,
হয়ে যায় ভুল বাঁধেনাকো চুল, খুলে পড়ে কেশ রাশি!
দুটি হাত তার ঘিরিয়া ঘিরিয়া রাঙা চুড়ি কয়-গাছি,
করতালি পেয়ে বেজে ওঠে তারা কেঁপে ওঠে তারা নাচি।
মায়ের গলায় বাহু দুটি বেঁধে কোলে এসে বসে মেয়ে।
বলে তাড়াতাড়ি—"ওমা দেখ্ দেখ্ কি এনেছি দেখ্ চেয়ে!"

সোনালি রঙের পাখীর পালক ধোয়া সে সোনার স্রোতে,
খসে এল যেন তরুণ আলোক অরুণের পাখা হতে;
নয়ন ঢুলানো কোমল পরশ ঘুমের পরশ যথা,
মাখা যেন তায় মেঘের কাহিনী নীল আকাশের কথা!
ছোট খাট নীড়, শাবকের ভীড়, কতমত কলরব,
প্রভাতের সুখ, উড়িবার আশা, মনে পড়ে যেন সব।
লয়ে সে পালক কপোলে বুলায়, আঁখিতে বুলায় মেয়ে,
বলে হেসে হেসে "ওমা দেখ্ দেখ্, কি এনেছি দেখ্ চেয়ে!"

মা দেখিল চেয়ে, কহিল হাসিয়ে "কিবা জিনিষের ছিরি?"
ভূমিতে ফেলিয়া যাইল চলিয়া আর না চাহিল ফিরি।
মেয়েটির মুখে কথা না ফুটিল মাটিতে রহিল বসি।
শূন্য হতে যেন পাখীর পালক ভূতলে পড়িল খসি!
খেলাধূলো তার হলো নাকো আর, হাসি মিলাইল মুখে,
ধীরে ধীরে শেষে দুটি ফোঁটা জল দেখা দিল দুটি চোখে।
পালকটি লয়ে রাখিল লুকায়ে গোপনের ধন তার,
আপনি খেলিত আপনি তুলিত দেখাত না কা'রে আর!

আশীর্ব্বাদ।

ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণ গুলি,
নন্দনের এনেছে সম্বাদ,
ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।

ছোট ছোট হাসি মুখ জানে না ধরার দুখ
হেসে আসে তোমাদের দ্বারে।
নবীন নয়ন তুলি কৌতুকেতে দুলি দুলি
চেয়ে চেয়ে দেখে চারিধারে।
সোনার রবির আলো কত তার লাগে ভালো,
ভাল লাগে মায়ের বদন।
হেথায় এসেছে ভুলি, ধূলিরে জানে না ধূলি,
সবই তার আপনার ধন।
কোলে তুলে লও এরে এ যেন কেঁদে না ফেরে,
হরষেতে না ঘটে বিষাদ,
বুকের মাঝারে নিয়ে পরিপূর্ণ প্রাণ দিয়ে
ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।

নতুন প্রবাসে এসে সহস্র পথের দেশে
নীরবে চাহিছে চারিভিতে,
এত শত লোক আছে এসেছে তোমারি কাছে
সংসারের পথ শুধাইতে।
যেথা তুমি লয়ে যাবে কথাটি না ক'য়ে যাবে,
সাথে যাবে ছায়ার মতন,
তাই বলি—দেখো দেখো এ বিশ্বাস রেখো রেখো,
পাথারে দিওনা বিসর্জ্জন!

ক্ষুদ্র এ মাথার পর রাখ গো করুণ-কর,
ইহারে কোরো না অবহেলা।
এ ঘোর সংসার মাঝে এসেছে কঠিন কাজে,
আসেনি করিতে শুধু খেলা!
দেখে মুখ শতদল চোখে মোর আসে জল,
মনে হয় বাঁচিবে না বুঝি,
পাছে, সুকুমার প্রাণ ছিঁড়ে হয় খান্ খান্,
জীবনের পারাবারে যুঝি!

এই হাসিমুখগুলি হাসি পাছে যায় ভুলি,
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ!
ইহাদের কাছে ডেকে বুকে রেখে, কোলে রেখে
তোমরা কর গো আশীর্ব্বাদ।
বল, "সুখে যাও চলে ভবের তরঙ্গ দ'লে,
স্বর্গ হতে আসুক্ বাতাস,—
সুখ দুঃখ কোরো হেলা সে কেবল ঢেউ-খেলা
নাচিবে তোদের চারিপাশ।"

বসন্ত অবসান।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কখন্ বসন্ত গেল, এবার হল না গান!
কখন্ বকুল-মূল ছেয়েছিল ঝরা ফুল,
কখন্ যে ফুল-ফোটা হয়ে গেল অবসান!
কখন্ বসন্ত গেল এবার হল না গান!

এবার বসন্তে কিরে যুঁথীগুলি জাগে নিরে!
অলিকুল গুঞ্জরিয়া করে নি কি মধুপান!
এবার কি সমীরণ জাগায় নি ফুলবন!
সাড়া দিয়ে গেল না ত, চলে গেল ম্রিয়মাণ!
কখন্ বসন্ত গেল, এবার হল না গান!

যতগুলি পাখী ছিল গেয়ে বুঝি চলে গেল,
সমীরণে মিলে গেল বনের বিলাপ তান।
ভেঙ্গেছে ফুলের মেলা, চলে গেছে হাসি খেলা,
এতক্ষণে সন্ধে-বেলা জাগিয়া চাহিল প্রাণ!
কখন্ বসন্ত গেল এবার হলনা গান!

বসন্তের শেষ রাতে এসেছিরে শূন্য হাতে,
এবার গাঁথিনি মালা কি তোমারে করি দান!
কাঁদিছে নীরব বাঁশি, অধরে মিলায় হাসি,
তোমার নয়নে ভাসে ছল ছল অভিমান!
এবার বসন্ত গেল হলনা হলনা গান!

বাঁশি।

বেহাগ—আড়াথেমটা।

ওগো শোন কে বাজায়!

বন-ফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়।
অধর ছুঁয়ে বাঁশি খানি চুরি করে হাসি খানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়!
ওগো শোন কে বাজায়!

কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুল গুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে।
যমুনার কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়!
ওগো শোন কে বাজায়!

বিরহ।

ভৈরবী।

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়নরে!
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে!
কত শরদ যামিনী হইবে বিফল,
বসন্ত যাবে চলিয়া!
কত উদিবে তপন আশার স্বপন
প্রভাতে যাইবে ছলিয়া!
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
মরিব কাঁদিয়া রে!
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে!
আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি
কার দরশন যাচিরে!
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া
তাই আমি বসে আছিরে!
তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া,
তাই বিজন-আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা রয়েছি জাগিয়া!
ওগো তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি,
তাই কেঁদে যায় প্রভাতে।
ওগো তাই ফুল-বনে মধু-সমীরণে
ফুটে ফুল কত শোভাতে!
ওই বাঁশি স্বর তার আসে বারবার
সেই শুধু কেন আসে না!
এই হৃদয়-আসন শূন্য পড়ে থাকে
কেঁদে মরে শুধু বাসনা!
মিছে পরশিয়া কায় বায়ু বহে যায়
বহে যমুনার লহরী,
কেন কুহু কুহু পিক কুহরিয়া ওঠে
যামিনী যে ওঠে শিহরি!
ওগো যদি নিশি-শেষে আসে হেসে হেসে,
মোর হাসি আর রবে কি!
এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া কবে কি!
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাতে চরণে ঝরিব,
ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল
দেখে তারে আমি মরিব।

বিলাপ।

ঝিঁঝিট।

ওগো এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাশরি!
তবে সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী,
সেথা কি বাজেনা বাঁশরী!
সখি হেথা সমীরণ লুটে ফুলবন
সেথা কি পবন বহে না!
সে যে তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ
মোর কথা তারে কহেনা!
যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনি,
আমারে ভুলালে কেন সে!
ওগো এ চির জীবন করিব রোদন
এই ছিল তার মানসে!
যবে কুসুম শয়নে নয়নে নয়নে
কেটে ছিল সুখ রাতিরে,

তবে কে জানিত তার বিরহ আমার
হবে জীবনের সাথীরে!
যদি মনে নাহি রাখে সুখে যদি থাকে
তোরা একবার দেখে আয়,
এই নয়নের তৃষা পরাণের আশা
চরণের তলে রেখে আয়!
আর নিয়ে যা' রাধার বিরহের ভার
কত আর ঢেকে রাখি বল্!
আর পারিস্ যদি ত আনিস্ হরিয়ে
এক ফোঁটা তার আঁখি জল!
না না এত প্রেম সখি ভুলিতে যে পারে
তারে আর কেহ সেধ না।
আমি কথা নাহি কব, দুখ লয়ে রব,
মনে মনে সব' বেদনা!
ওগো মিছে, মিছে সখি, মিছে এই প্রেম,
মিছে পরাণের বাসনা!
ওগো, সুখ দিন হায় যবে চলে যায়
আর ফিরে আর আসেনা!

সারাবেলা।

মিশ্রপিলু।

হেলাফেলা সারাবেলা একি খেলা আপন সনে!
এই বাতাসে ফুলের বাসে মুখখানি কার পড়ে মনে!
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি কে জানে গো কাহার হাসি!
দুটি ফোঁটা নয়ন সলিল রেখে যায় এই নয়ন-কোণে!
কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে!
সারা দিন গাঁথি গান কারে চাহে গাহে প্রাণ,
তরুতলের ছায়ার মতন বসে আছি ফুল বনে।

আকাঙ্ক্ষা।

যোগিয়া।

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কি জানি পরাণ কি যে চায়!
ওই শেফালির শাখে কি বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কি যে গায়!
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহে না আবাসে মন হায়!
কোন্ কুসুমের আশে, কোন্ ফুল বাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়!

আজি কে যেন গো নাই এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো!
তাই চারিদিকে চায় মন কেঁদে গায়
"এ নহে, এ নহে, নয় গো!"
কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে,
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়!
আজি কোন্ উপবনে বিরহ বেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়!

আমি যদি গাঁথি গান অথির পরাণ
সে গান শুনাব কারে আর!
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুল ডালা
কাহারে পরাব ফুলহার!
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায়!
সদা ভয় হয় মনে পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়!

তুমি।

বারোয়াঁ।

তুমি কোন্ কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা!
তোমায় কোথায় দেখেছি
যেন কোন্ স্বপনের পারা!
কবে তুমি গেয়েছিলে,
আঁখির পানে চেয়েছিলে
ভুলে গিয়েছি!
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে,
ঐ নয়নের তারা!

তুমি কথা কোয়ো না,
তুমি, চেয়ে চলে যাও!
এই চাঁদের আলোতে
তুমি হেসে গলে যাও!
আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে
চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,
তোমার আঁখির মতন দুটি তারা
ঢালুক কিরণ-ধারা!

ভুল।

কানেড়া।

বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!
আজি মধু-সমীরণে, নিশীথে কুসুম-বনে
তাহারে পড়েছে মনে বকুল তলে!
এখন্ ফিরাবে তারে কিসের ছলে!

সেদিনো ত মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশদিশি কুসুম-দলে;
দুটি সোহাগের বাণী যদি হত কানাকানী,
যদি ওই মালাখানি পরাতে গলে!
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে!

মধুরাতি পূর্ণিমার ফিরে আসে বারবার,
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চ'লে!
ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে!
এখন্ ফিরাবে তারে কিসের ছলে!

গান।

কালাংড়া।

(ও গো) কে যায় বাঁশরী বাজায়ে!
আমার ঘরে কেহ নাই যে!
তারে মনে পড়ে যারে চাই যে!
তার আকুল পরাণ বিরহের গান
বাঁশি বুঝি গেল জানায়ে!
আমি আমার কথা তারে জানাব কি করে,
প্রাণ কাঁদে মোর তাই যে!

কুসুমের মালা গাঁথা হল না,
ধূলিতে প'ড়ে শুকায় রে,
নিশি হয় ভোর, রজনীর চাঁদ
মলিন মুখ লুকায় রে!
সারা বিভাবরী কার পূজা করি
যৌবন-ডালা সাজায়ে,
বাঁশিস্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়
আমি কেন থাকি হায় রে!

ছোট ফুল।

আমি শুধু মালা গাঁথি ছোট ছোট ফুলে,
সে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায়,
তাই যদি, তাই হোক্, দুঃখ নাহি তায়,
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে!
যারা থাকে অন্ধকারে, পাষাণ কারায়,
আমার এ মালা যদি লহে গলে তুলে,
নিমেষের তরে তারা যদি সুখ পায়,
নিষ্ঠুর বন্ধন-ব্যথা যদি যায় ভুলে!
ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে
নিয়ে আসে স্বাধীনতা,—গভীর আশ্বাস,
মনে আনে রবিকর নিমেষ-স্বপনে,
মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস।
ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদি কারো পড়ে মনে
বৃহৎ জগৎ, আর বৃহৎ আকাশ!

যৌবন স্বপ্ন।

আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ!
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মত।
পরাণে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
যেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়া'য়ে নিশ্বাস!

বসন্তের কুসুম কাননে গোলাপের আঁখি কেন নত?
জগতের যত লাজময়ী যেন মোর আঁখির সকাশ
কাঁপিছে গোলাপ হ'য়ে এসে, মরমের সরমে বিব্রত!
প্রতি নিশি ঘুমাই যখন পাশে এসে বসে যেন কেহ
সচকিত হরিণীর মত জাগরণে পলায় সলাজে!
যেন কার আঁচলের বায় উষায় পরশি যায় দেহ!
শত নূপুরের রুণুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে!
মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটে ফুটে বকুল মুকুলে;
কে আমারে করেছে পাগল শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে,
যেন কোন্ উর্ব্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে!

ক্ষণিক মিলন।

আকাশের দুইদিক হ'তে দুই খানি মেঘ এল ভেসে,
দুই খানি দিশাহারা মেঘ—কে জানে এসেছে কোথা হ'তে!
সহসা থামিল থমকিয়া আকাশের মাঝখানে এসে,
দোঁহাপানে চাহিল দুজনে চতুর্থীর চাঁদের আলোতে।
ক্ষীণালোকে বুঝি মনে পড়ে দুই অচেনার চেনা-শোনা,
মনে পড়ে কোন্ ছায়া-দ্বীপে, কোন্ কুহেলিকা-ঘেরা দেশে,
কোন্ সন্ধ্যা-সাগরের কূলে দুজনের ছিল আনাগোনা!
মেলে দোঁহে তবুও মেলে না তিলেক বিরহ রহে মাঝে,
চেনা ব'লে মিলিবারে চায়, অচেনা বলিয়া মরে লাজে।
মিলনের বাসনার মাঝে আধখানি চাঁদের বিকাশ,—
দুটী চুম্বনের ছোঁয়াছুঁয়ি, মাঝে যেন সরমের হাস,
দুখানি অলস আঁখি-পাতা, মাঝে সুখ-স্বপন আভাস!
দোঁহার পরশ ল'য়ে দোঁহে ভেসে গেল, কহিল না কথা,
বলে গেল সন্ধ্যার কাহিনী, ল'য়ে গেল উষার বারতা।

গীতোচ্ছ্বাস।

নীরব বাঁশরী খানি বেজেছে আবার!
প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার
বসন্ত কানন মাঝে বসন্ত সমীরে!
তাই বুঝি মনে পড়ে ভোলা গান যত!
তাই বুঝি ফুলবনে জাহ্নবীর তীরে
পুরাতন হাসিগুলি ফুটে শত শত!
তাই বুঝি হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনা
জাগিছে নবীন হ'য়ে পল্লবের মত!
জগত-কমল-বনে কমল-আসনা
কত দিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে!
সে এলনা এল তার মধুর মিলন,
বসন্তের গান হ'য়ে এল তার স্বর,
দৃষ্টি তার ফিরে এল—কোথা সে নয়ন?
চুম্বন এসেছে তার—কোথা সে অধর?

স্তন।

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্ত সমীরে
কুসুমিত হয়ে ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভ সুধায় করে পরাণ পাগল।
মরমের কোমলতা তরঙ্গ তরল
উথলি উঠেছে যেন হৃদয়ের তীরে!
কি যেন বাঁশীর ডাকে জগতের প্রেমে
বাহিরিয়া আসিতেছে সলাজ হৃদয়,
সহসা আলোতে এসে গেছে যেন থেমে
সরমে মরিতে চায় অঞ্চল আড়ালে!
প্রেমের সঙ্গীত যেন বিকশিয়া রয়,
উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে!
হেরগো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর—
হের নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির!

স্তন।

(২)

পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেথায়,
দেবতা-বিহার-ভূমি কনক-অচল।
উন্নত সতীর স্তন স্বরগ-প্রভায়
মানবের মর্ত্ত্যভূমি করেছে উজ্জ্বল।
শিশু-রবি হোথা হতে ওঠে সুপ্রভাতে,
শ্রান্ত-রবি সন্ধ্যাবেলা হোথা অস্ত যায়।
দেবতার আঁখিতারা জেগে থাকে রাতে
বিমল পবিত্র দুটী বিজন শিখরে।

চিরস্নেহ-উৎস-ধারে অমৃত নির্ঝরে
সিক্ত করি তুলিতেছে বিশ্বের অধর!
জাগে সদা সুখ-সুপ্ত ধরণীর পরে,
অসহায় জগতের অসীম নির্ভর।
ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি
দেব-শিশু মানবের ঐ মাতৃভূমি।

চুম্বন।

অধরের কাণে যেন অধরের ভাষা।
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটী ভালবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর-সঙ্গমে!
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙ্গিয়া মিলিয়া যায় দুইটী অধরে।
ব্যাকুল বাসনা দুটী চাহে পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা!
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।
দুখানি অধর হ'তে কুসুম চয়ন,
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে!
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর শয়ন।

বিবসনা।

ফেল গো বসন ফেল—ঘুচাও অঞ্চল।
পর শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ
সুর বালিকার বেশ কিরণ বসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি—বিকচ কমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে দাঁড়াও একেলা!
সর্ব্বাঙ্গে পড়ুক তব চাঁদের কিরণ
সর্ব্বাঙ্গে মলয় বায়ু করুক সে খেলা।
অসীম নীলিমা মাঝে হও নিমগন
তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মত।
অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
আসুক বিমল উষা মানব ভবনে,
লাজহীনা পবিত্রতা—শুভ্র বিবসনে।

বাহু।

কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহু লতা।
কাহারে কাঁদিয়া বলে যেওনা যেওনা।
কেমনে প্রকাশ করে ব্যাকুল বাসনা,
কে শুনেছে বাহুর নীরব আকুলতা!
কোথা হতে নিয়ে আসে হৃদয়ের কথা
গায়ে লিখে দিয়ে যায় পুলক অক্ষরে!
পরশে বহিয়া আনে মরম বারতা
মোহ মেখে রেখে যায় প্রাণের ভিতরে!
কণ্ঠ হ'তে উতারিয়া যৌবনের মালা
দুইটি আঙ্গুলে ধরি তুলি দেয় গলে।
দুটি বাহু বহি আনে হৃদয়ের ডালা
রেখে দিয়ে যায় যেন চরণের তলে!
লতায়ে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন,
ছিঁড়োনা ছিঁড়োনা দুটি বাহুর বন্ধন!

চরণ।

দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়,
দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ।
শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়,
শতলক্ষ কুসুমের পরশ-স্বপন!
শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়!
প্রভাতের প্রদোষের দুটি সূর্য্যালোক
অস্ত গেছে যেন দুটি চরণ চ্ছায়ায়!
যৌবন সঙ্গীত পথে যেতেছে ছড়ায়ে,
নূপুর কাঁদিয়া মরে চরণ জড়ায়ে,
নৃত্য সদা বাঁধা যেন মধুর মায়ায়।
হোথা যে নিঠুর মাটি, শুষ্ক ধরাতল,—

এস গো হৃদয়ে এস, ঝুরিছে হেথায়
লাজ-রক্ত লালসার রাঙা শতদল।

হৃদয় আকাশ।

আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখী,
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ!
দুখানি আঁখির পাতে কি রেখেছ ঢাকি
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস!
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী
আঁখি-তারকার দেশে করিবারে বাস।
ঐ গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছাস!
তোমার হৃদয়াকাশ অসীম বিজন—
বিমলা নীলিমা তার শান্ত সুকুমারী,
ঐ শূন্য মাঝে যদি নিয়ে যেতে পারি
আমার দুখানি পাখা কনক বরণ!
হৃদয় চাতক হ'য়ে চাবে অশ্রুবারি,
হৃদয় চকোর চাবে হাসির কিরণ!

অঞ্চলের বাতাস।

পাশ দিয়ে গেল চলি চকিতের প্রায়,
অঞ্চলের প্রান্তখানি ঠেকে গেল গায়,
শুধু দেখা গেল তার আধখানি পাশ,
শিহরি পরশি গেল অঞ্চলের বায়।
অজানা হৃদয়-বনে উঠেছে উচ্ছাস,
অঞ্চলে বহিয়া এল দক্ষিণে বাতাস,
সেথা যে বেজেছে বাঁশি তাই শুনা যায়
সেথায় উঠিছে কেঁদে ফুলের সুবাস।
কার প্রাণখানি হ'তে করি হায় হায়
বাতাসে উড়িয়া এল পরশ আভাষ!
ওগো কার তনুখানি হয়েছে উদাস!
ওগো কে জানাতে চাহে মরম বারতা!
দিয়ে গেল সর্ব্বাঙ্গের আকুল নিশ্বাস,
বলে গেল সর্ব্বাঙ্গের কাণে কাণে কথা!

দেহের মিলন।

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ পরে!
তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে!
তৃষিত পরাণ আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।
হৃদয় লুকান আছে দেহের সাগরে
চির দিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন,
সর্ব্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহ মন চির রাত্রি দিন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

তনু।

ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।
শিশিরেতে টলমল ঢল ঢল ফুল
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি।
চারিদিকে গুঞ্জরিছে জগত আকুল
সারা নিশি সারা দিন ভ্রমর পিপাসী।
ভালবেসে বায়ু এসে দুলাইছে দুল
মুখে পড়ে মোহভরে পূর্ণিমার হাসি।
পূর্ণ দেহখানি হতে উঠিছে সুবাস।
মরি মরি কোথা সেই নিভৃত নিলয়,
কোমল শয়নে যেথা ফেলিছে নিশ্বাস
তনু-ঢাকা মধুমাখা বিজন হৃদয়!
ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব, বালা,
চতুর্দ্দশ বসন্তের একগাছি মালা!

স্মৃতি।

ওই দেহ পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্ব্ব জনমের স্মৃতি!

সহস্র হারান' সুখ আছে ও নয়নে,
জন্ম জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি!
যেন গো আমারি তুমি আত্ম বিস্মরণ,
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক;
কত নব জগতের কুসুম কানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক;
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ,
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মূরতি ধরি দেখা দিল আজ!
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশি দিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন!

—

হৃদয়-আসন।

কোমল দুখানি বাহু সরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,
তারি মাঝখানে কিরে রয়েছে লুকায়ে
অতিশয় সযতন গোপন হৃদয়!
সেই নিরালায়, সেই কোমল আসনে,
দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়,
কিশোর প্রেমের মৃদু প্রদোষ কিরণে
আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায়!
কতনা মধুর আশা ফুটিছে সেথায়—
গভীর নিশীথে কত বিজন কল্পনা,
উদাস নিশ্বাস বায়ু বসন্ত সন্ধ্যায়,
গোপনে চাঁদিনী রাতে দুটি অশ্রু কণা!
তারি মাঝে আমারে কি রাখিবে যতনে
হৃদয়ের সুমধুর স্বপন-শয়নে!

—

কল্পনার সাথী।

যখন কুসুম বনে ফির একাকিনী,
ধরায় লুটায়ে পড়ে পূর্ণিমা যামিনী,
দক্ষিণে বাতাসে আর তটিনীর গানে
শোন যবে আপনার প্রাণের কাহিনী;—
যখন বকুল ফুলে কোলখানি ভরি,
দুটি পা ছড়িয়ে দিয়ে আনত বয়ানে
ফুলের মতন দুটি অঙ্গুলিতে ধরি
মালা গাঁথ' সন্ধেবেলা গুন্ গুন্ তানে;—
মধ্যাহ্নে একেলা যবে বাতায়নে বসে,
নয়নে মিলাতে চায় সুদূর আকাশ,
কখন্ আঁচল খানি পড়ে যায় খ'সে,
কখন হৃদয় হতে উঠে দীর্ঘশ্বাস,
কখন্ অশ্রুটি কাঁপে নয়নের পাতে,
তখন আমি কি সখি থাকি তব সাথে!

—

হাসি।

সুদূর প্রবাসে আজি কেনরে কি জানি
কেবলি পড়িছে মনে তার হাসিখানি।
কখন্ নামিয়া গেল সন্ধ্যার তপন,
কখন্ থামিয়া গেল সাগরের বাণী!
কোথায় ধরার ধারে বিরহ-বিজন
একটি মাধবী লতা আপন ছায়াতে
দুটি অধরের রাঙা কিশলয়-পাতে
হাসিটি রেখেছে ঢেকে কুঁড়ির মতন!
সারারাত নয়নের সলিল সিঞ্চিয়া
রেখেছে কাহার তরে যতনে সঞ্চিয়া!
সে হাসিটি কে আসিয়া করিবে চয়ন,
লুব্ধ এই জগতের সবারে বঞ্চিয়া!
তখন দুখানি হাসি মরিয়া বাঁচিয়া
তুলিবে অমর করি একটি চুম্বন!

—

চিত্রপটে নিদ্রিতা রমণীর চিত্র।

মায়ায় রয়েছে বাঁধা প্রদোষ আঁধার,
চিত্রপটে সন্ধ্যাতারা অস্ত নাহি যায়!
এলাইয়া ছড়াইয়া গুচ্ছ কেশভার
বাহুতে মাথাটী রেখে রমণী ঘুমায়!
চারিদিকে পৃথিবীতে চির জাগরণ
কে ওরে পাড়ালে ঘুম তারি মাঝখানে!

কোথা হ'তে আহরিয়া নীরব গুঞ্জন
চিরদিন রেখে গেছে ভরি কাণে কাণে।
ছবির আড়ালে কোথা অনন্ত নির্ঝর
নীরব ঝর্ঝর গানে পড়িছে ঝরিয়া।
চিরদিন কাননের নীরব মর্ম্মর।
লজ্জা চিরদিন আছে দাঁড়ায়ে সমুখে,
যেমনি ভাঙ্গিবে ঘুম মরমে মরিয়া
বুকের বসনখানি তুলে দিবে বুকে।

—

কল্পনা-মধুপ।

প্রতিদিন প্রাতে শুধু গুণ্ গুণ্ গান,
লালসে অলস-পাখা অলির মতন।
বিকল হৃদয় লয়ে পাগল পরাণ
কোথায় করিতে যায় মধু অন্বেষণ!
বেলা ব'হে যায় চলে—শ্রান্ত দিনমান,
তরুতলে ক্লান্ত ছায়া করিছে শয়ন,
মুরছিয়া পড়িতেছে বাঁশরীর তান,
সেঁউতি শিথিলবৃন্ত মুদিছে নয়ন।
কুসুম দলের বেড়া, তারি মাঝে ছায়া,
সেথা ব'সে করি আমি ফুলমধু পান;
বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী মায়া
তাহারি কুহকে আমি করি আত্মদান;
রেণুমাখা পাখা লয়ে ঘরে ফিরে আসি
আপন সৌরভে থাকি আপনি উদাসী!

—

পূর্ণ মিলন।

নিশিদিন কাঁদি সখি মিলনের তরে,
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন!
লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে,
লও লজ্জা লও বস্ত্র লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি করে,
আঁখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।
জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হরে
অনন্তকালের মোর জীবন মরণ!
বিজন বিশ্বের মাঝে, মিলন শ্মশানে,
নির্ব্বাপিত সূর্য্যালোক লুপ্ত চরাচর,
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে,
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর!
এ কি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে!

—

শ্রান্তি।

সুখশ্রমে আমি সখি শ্রান্ত অতিশয়;
পড়েছে শিথিল হ'য়ে শিরার বন্ধন।
অসহ্য কোমল ঠেকে কুসুম শয়ন,
কুসুম রেণুর সাথে হয়ে যাই লয়।
স্বপনের জালে যেন পড়েছি জড়ায়ে!
যেন কোন অস্তাচলে সন্ধ্যা-স্বপ্নময়
রবির ছবির মত যেতেছি গড়ায়ে;
সুদূরে মিলিয়া যায় নিখিল নিলয়।
ডুবিতে ডুবিতে যেন সুখের সাগরে
কোথাও না পাই ঠাঁই, শ্বাসরুদ্ধ হয়,
পরাণ কাঁদিতে থাকে মৃত্তিকার তরে।
এ যে সৌরভের বেড়া, পাষাণের নয়;
কেমনে ভাঙ্গিতে হবে ভাবিয়া না পাই,
অসীম নিদ্রার ভারে পড়ে আছি তাই।

—

বন্দী।

দাও খুলে দাও সখি ওই বাহু পাশ!
চুম্বন মদিরা আর করায়োনা পান!
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ!
কোথায় উষার আলো কোথায় আকাশ!
এ চির পূর্ণিমা রাত্রি হোক্ অবসান!
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ,
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ!
আকুল অঙ্গুলি গুলি করি কোলাকুলি
গাঁথিছে সর্ব্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ।

ঘুমঘোরে শূন্য পানে দেখি মুখ তুলি
শুধু অবিশ্রাম-হাসি একখানি চাঁদ!
স্বাধীন করিয়া দাও বেঁধনা আমায়
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়!

কেন?

কেন গো এমন স্বরে বাজে তবে বাঁশি,
মধুর সুন্দর রূপে কেঁদে ওঠে হিয়া,
রাঙা অধরের কোণে হেরি মধু হাসি
পুলকে যৌবন কেন উঠে বিকশিয়া!
কেন তনু বাহু ডোরে ধরা দিতে চায়,
ধায় প্রাণ দুটি কালো আঁখির উদ্দেশে,
হায় যদি এত লাজ কথায় কথায়,
হায় যদি এত শ্রান্তি নিমেষে নিমেষে।
কেন কাছে ডাকে যদি মাঝে অন্তরাল,
কেন রে কাঁদায় প্রাণ সবি যদি ছায়া,
আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল
এরি তরে এত তৃষ্ণা, এ কাহার মায়া!
মানব হৃদয় নিয়ে এত অবহেলা,
খেলা যদি, কেন হেন মর্ম্মভেদী খেলা!

মোহ।

এ মোহ ক দিন থাকে, এ মায়া মিলায়!
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির-আঁখিতে।
কেহ কারে নাহি চিনে আঁধার নিশায়।
ফুল ফোটা সাঙ্গ হলে গাহে না পাখীতে!
কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বন-তৃষিত
রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর!
কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণ বিকশিত
কম্পিত পুলক ভরে, যৌবন কাতর!
তখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা,
সেই চির পিপাসিত যৌবনের কথা,
সেই প্রাণ-পরিপূর্ণ মরণ অনল,
মনে পোড়ে হাসি আসে? চোখে আসে জল?

পবিত্র প্রেম।

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ও'রে, দাঁড়াও সরিয়া।
ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে!
ওই দেখ তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
বাসনা-নিশ্বাস তব গরল বরষে!
জান না কি হৃদি মাঝে ফুটেছে যে ফুল,
ধূলায় ফেলিলে তারে ফুটিবে না আর!
জান না কি সংসারের পাথার অকূল,
জান না কি জীবনের পথ অন্ধকার!
আপনি উঠেছে ওই তব ধ্রুব তারা,
আপনি ফুটেছে ফুল বিধির কৃপায়;
সাধ করে কে আজিরে হবে পথহারা!
সাধ করে এ কুসুম কে দলিবে পায়!
যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস,
যারে ভালবাস' তারে করিছ বিনাশ!

পবিত্র জীবন।

মিছে হাসি, মিছে বাঁশি, মিছে এ যৌবন,
মিছে এই দরশের পরশের খেলা!
চেয়ে দেখ, পবিত্র এ মানব জীবন,
কে ইহারে অকাতরে করে অবহেলা!
ভেসে ভেসে এই মহা চরাচরস্রোতে
কে জানে গো আসিয়াছে কোন্‌খান হতে,
কোথা হতে নিয়ে এল প্রেমের আভাস,
কোন্ অন্ধকার ভেদি উঠিল আলোতে!
এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশ,
বোলো না ইহার কানে আবেশের বাণী,
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিও না টানি;
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি!

মরীচিকা।

এস, ছেড়ে এস, সখি, কুসুম শয়ন!
বাজুক্ কঠিন মাটি চরণের তলে।
কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশ-কুসুমবনে স্বপন চয়ন!
দেখ ওই দূর হতে আসিছে ঝটিকা,
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে!
দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপ শিখা
দহিবে আঁধার নিদ্রা বিমল অনলে।
চল গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখ দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়,
হাসি কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসার-সংশয়-রাত্রি রহিব নির্ভয়।
সুখ-রৌদ্র-মরীচিকা নহে বাসস্থান,
মিলায় মিলায় বলি ভয়ে কাঁপে প্রাণ!

গান রচনা।

এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জ্জন;
এ শুধু আপন মনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা
নিমেষের হাসিকান্না গান গেয়ে সমাপন।
শ্যামল পল্লব পাতে রবিকরে সারাবেলা
আপনার ছায়া লয়ে খেলা করে ফুলগুলি,
এও সেই ছায়া-খেলা বসন্তের সমীরণে!
কুহকের দেশে যেন সাধ ক'রে পথ ভুলি
হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারাদিন আনমনে!
কারে যেন দেব' ব'লে কোথা যেন ফুল তুলি,
সন্ধ্যায় মলিন ফুল উড়ে যায় বনে বনে!
এ খেলা খেলিবে হায় খেলার-সাথী কে আছে?
ভুলে ভুলে গান গাই—কে' শোনে,কে নাই শোনে,
যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে!

সন্ধ্যার বিদায়।

সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায়, শিথিল কবরী পড়ে খুলে,—
যেতে যেতে কনক আঁচল বেধে যায় বকুল-কাননে,
চরণের পরশ-রাঙিমা রেখে যায় যমুনার কূলে;
নীরবে-বিদায়-চাওয়া চোখে, গ্রন্থি-বাঁধা রক্তিম দুকূলে
আঁধারের ম্লান-বধূ যায় বিষাদের বাসর-শয়নে।
সন্ধ্যাতারা পিছনে দাঁড়ায়ে চেয়ে থাকে আকুল-নয়নে।
যমুনা কাঁদিতে চাহে বুঝি কেনরে কাঁদেনা কণ্ঠ তুলে,
বিস্ফারিত হৃদয় বহিয়া চলে যায় আপনার মনে।
মাঝে মাঝে ঝাউবন হতে গভীর নিশ্বাস ফেলে ধরা।
সপ্ত ঋষি দাঁড়াইল আসি নন্দনের সুরতরু মূলে,
চেয়ে থাকে পশ্চিমের পথে ভুলে যায় আশীর্ব্বাদ করা'।
নিশীথিনী রহিল জাগিয়া বদন ঢাকিয়া এলোচুলে।
কেহ আর কহিল না কথা, একটিও বহিল না শ্বাস;
আপনার সমাধি মাঝারে নিরাশা নীরবে করে বাস॥

রাত্রি।

জগতেরে জড়াইয়া শতপাকে যামিনী-নাগিনী,
আকাশ পাতাল জুড়ি ছিল প'ড়ে নিদ্রায় মগনা,
আপনার হিম দেহে আপনি বিলীনা একাকিনী।
মিটি মিটি তারকায় জ্বলে তার অন্ধকার ফণা!
উষা আসি মন্ত্র পড়ি বাজাইলা ললিত রাগিণী
রাঙা-আঁখি পাকালিয়া সাপিনী উঠিল তাই জাগি,
একে একে খুলে পাক, আঁকি বাকি কোথা যায় ভাগি!
পশ্চিম সাগর তলে আছে বুঝি বিরাট গহ্বর,
সেথায় ঘুমাবে ব'লে ডুবিতেছে বাসুকি-ভগিনী,
মাথায় বহিয়া তার শত লক্ষ রতনের কণা;
শিয়রেতে সারাদিন জেগে রবে বিপুল সাগর,
নিভৃতে, স্তিমিত দীপে চুপি চুপি কহিয়া কাহিনী
মিলি কত নাগবালা স্বপ্নমালা করিবে রচনা।

মানব-হৃদয়ের বাসনা।

নিশীথে রয়েছি জেগে; দেখি অনিমিখে,
লক্ষ হৃদয়ের সাধ শূন্যে উড়ে যায়।
কত দিক হতে তারা ধায় কত দিকে।
কত না অদৃশ্য-কায়া ছায়া-আলিঙ্গন
বিশ্বময় কারে চাহে করে হায় হায়!

কত স্মৃতি খুঁজিতেছে শ্মশান শয়ন ;
অন্ধকারে হের শত তৃষিত নয়ন
ছায়াময় পাখী হ'য়ে কার পানে ধায় !
ক্ষীণশ্বাস মুমূর্ষুর অতৃপ্ত বাসনা
ধরণীর কূলে কূলে ঘুরিয়া বেড়ায় !
উদ্দেশে ঝরিছে কত অশ্রুবারি কণা
চরণ খুঁজিয়া তারা মরিবারে চায় !
কে শুনিছে শত কোটি হৃদয়ের ডাক !
নিশীথিনী স্তব্ধ হ'য়ে রয়েছে অবাক !

ক্ষুদ্র অনন্ত।

অনন্ত দিবস রাত্রি কালের উচ্ছ্বাস
তারি মাঝখানে শুধু একটী নিমেষ,
একটী মধুর সন্ধ্যা, একটু বাতাস্—
মৃদু আলো আঁধারের মিলন আবেশ—
তারি মাঝখানে শুধু একটুকু জুঁই,—
একটুকু হাসিমাখা সৌরভের লেশ—
একটু অধর তার ছুঁই কি না ছুঁই—
আপন আনন্দ ল'য়ে উঠিতেছে ফুটে,
আপন আনন্দ ল'য়ে পড়িতেছে টুটে !
সমগ্র অনন্ত ঐ নিমেষের মাঝে
একটী বনের প্রান্তে জুঁই হয়ে উঠে।
পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে।
যেমনি পলক টুটে ফুল ঝরে যায়
অনন্ত আপনা মাঝে আপনি মিলায় !

সমুদ্র।

কিসের অশান্তি এই মহা পারাবারে !
সতত ছিঁড়িতে চাহে কিসের বন্ধন !
অব্যক্ত অস্ফুটবাণী ব্যক্ত করিবারে
শিশুর মতন সিন্ধু করিছে ক্রন্দন !
যুগযুগান্তর ধরি যোজন যোজন
ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে উত্তাল উচ্ছ্বাস ;
অশান্ত বিপুল প্রাণ করিছে গর্জ্জন,
নীরবে শুনিছে তাই প্রশান্ত আকাশ।

আছাড়ি চূর্ণিতে চাহে সমগ্র হৃদয়
কঠিন পাষাণময় ধরণীর তীরে,
জোয়ারে সাধিতে চায় আপন প্রলয়,
ভাঁটায় মিলাতে চায় আপনার নীরে !
অন্ধ প্রকৃতির হৃদে মৃত্তিকায় বাঁধা
সতত দুলিছে ওই অশ্রুর পাথার,
উন্মুখী বাসনা পায় পদে পদে বাধা,
কাঁদিয়া ভাসাতে চাহে জগৎ সংসার !
সাগরের কণ্ঠ হতে কেড়ে নিয়ে কথা
সাধ যায় ব্যক্ত করি মানব ভাষায় ;
শান্ত করে দিই ওই চির ব্যাকুলতা,
সমুদ্র বায়ুর ওই চির হায় হায় !
একটি সঙ্গীতে মোর দিবস রজনী
ধ্বনিবে পৃথিবী-ঘেরা সঙ্গীতের ধ্বনি !

অস্তমান রবি।

আজ কি তপন তুমি যাবে অস্তাচলে
না শুনে আমার মুখে একটিও গান !
দাঁড়াও গো, বিদায়ের দুটো কথা বলে
আজিকার দিন আমি করি অবসান !
থাম ওই সমুদ্রের প্রান্ত-রেখা পরে,
মুখে মোর রাখ তব একমাত্র আঁখি !
দিবসের শেষ পলে নিমেষের তরে
তুমি চেয়ে থাক আর আমি চেয়ে থাকি !
দুজনের আঁখি পরে সায়াহ্ন আঁধার
আঁখির পাতার মত আসুক মুদিয়া,
গভীর তিমির-স্নিগ্ধ শান্তির পাথার
নিবায়ে ফেলুক আজি দুটি দীপ্ত হিয়া !
শেষ গান সাঙ্গ করে থেমে গেছে পাখী,
আমার এ গানখানি ছিল শুধু বাকী !

অস্তাচলের পরপারে।

(সন্ধ্যা সূর্য্যের প্রতি।)

আমার এ গান তুমি যাও সাথে করে
নূতন সাগর তীরে দিবসের পারে!

সায়াহ্নের কূল হতে যদি ঘুমঘোরে
এ গান উষার কূলে পশে কারো কানে!
সারারাত্রি নিশীথের সাগর বাহিয়া
স্বপনের পরপারে যদি ভেসে যায়!
প্রভাত পাখীরা যবে উঠিবে গাহিয়া
আমার এ গান তারা যদি খুঁজে পায়!
গোধূলির তীরে বসে কেঁদেছে যে জন
ফেলেছে আকাশে চেয়ে অশ্রু জল কত,
তার অশ্রু পড়িবে কি হইয়া নূতন
নব প্রভাতের মাঝে শিশিরের মত!
সায়াহ্নের কুঁড়িগুলি আপনা টুটিয়া
প্রভাতে কি ফুল হয়ে উঠে না ফুটিয়া!

প্রত্যাশা।

সকলে আমার কাছে যত কিছু চায়
সকলেরে আমি তাহা পেরেছি কি দিতে!
আমি কি দিইনি ফাঁকি কত জনে হায়,
রেখেছি কত না ঋণ এই পৃথিবীতে!
আমি তবে কেন বকি সহস্র প্রলাপ,
সকলের কাছে চাই ভিক্ষা কুড়াইতে!
এক তিল না পাইলে দিই অভিশাপ
অমনি কেনরে বসি কাতরে কাঁদিতে!
হা ঈশ্বর, আমি কিছু চাহিনাক আর,
ঘুচাও আমার এই ভিক্ষার বাসনা!
মাথায় বহিয়া লয়ে চির ঋণভার
"পাইনি" "পাইনি" বলে আর কাঁদিব না!
তোমারেও মাগিব না, অলস কাঁদনি!
আপনারে দিলে তুমি আসিবে আপনি!

কবির অহঙ্কার।

গান গাহি বলে কেন অহঙ্কার করা!
শুধু গাহি বলে কেন কাঁদি না সরমে!
খাঁচার পাখীর মত গান গেয়ে মরা,
এই কি গো আদি অন্ত মানব জনমে!
সুখ নাই—সুখ নাই—শুধু মর্ম্ম ব্যথা—
মরীচিকা-পানে শুধু মরি পিপাসায়,
কে দেখালে প্রলোভন, শূন্য অমরতা,
প্রাণে ম'রে গানে কিরে বেঁচে থাকা যায়!
কে আছ মলিন হেথা, কে আছ দুর্ব্বল,
মোরে তোমাদের মাঝে কর গো আহ্বান,
বারেক একত্রে বসে ফেলি অশ্রু জল,
দূর করি হীন গর্ব্ব, শূন্য অভিমান!
তার পরে একসাথে এস কাজ করি,
কেবলি বিলাপ গান দূরে পরিহরি।

বিজনে।

আমারে ডেকোনা আজি এ নহে সময়,
একাকী রয়েছি হেথা গভীর বিজন,
রুধিয়া রেখেছি আমি অশান্ত হৃদয়,
দুরন্ত হৃদয় মোর করিব শাসন!
মানবের মাঝে গেলে এ যে ছাড়া পায়,
সহস্রের কোলাহলে হয় পথহারা,
লুব্ধ মুষ্টি যাহা পায় আঁকড়িতে চায়,
চিরদিন চিররাত্রি কেঁদে কেঁদে সারা!
ভর্ৎসনা করিব তারে বিজনে বিরলে,
একটুকু ঘুমাক্ সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
শ্যামল বিপুল কোলে আকাশ অঞ্চলে
প্রকৃতি জননী তারে রাখুন্ বাঁধিয়া!
শান্ত স্নেহকোলে বসে শিখুক্ সে স্নেহ,
আমারে আজিকে তোরা ডাকিস্‌নে কেহ!

সিন্ধুতীরে।

হেথা নাই ক্ষুদ্র কথা, তুচ্ছ কানাকানি,
ধ্বনিত হতেছে চির-দিবসের বাণী।
চির দিবসের রবি ওঠে অস্ত যায়,
চির দিবসের কবি গাহিছে হেথায়!
ধরণীর চারিদিকে সীমাশূন্য গানে
সিন্ধু শত তটিনীরে করিছে আহ্বান,

হেথায় দেখিলে চেয়ে আপনার পানে
দুই চোখে জল আসে, কেঁদে উঠে প্রাণ!
শত যুগ হেথা বসে মুখপানে চায়,
বিশাল আকাশে পাই হৃদয়ের সাড়া।
তীব্র বক্র ক্ষুদ্র হাসি পায় যদি ছাড়া
রবির কিরণে এসে মরে সে লজ্জায়!
সবারে আনিতে বুকে বুক বেড়ে যায়,
সবারে করিতে ক্ষমা আপনারে ছাড়া!

সত্য।

(১)

ভয়ে ভয়ে ভ্রমিতেছি মানবের মাঝে
হৃদয়ের আলোটুকু নিবে গেছে বলে;
কে কি বলে তাই শুনে মরিতেছি লাজে,
কি হয় কি হয় ভেবে ভয়ে প্রাণ দোলে!
"আলো" "আলো" খুঁজে মরি পরের নয়নে,
"আলো" "আলো" খুঁজে খুঁজে কাঁদি পথে পথে,
অবশেষে শুয়ে পড়ি ধূলির শয়নে
ভয় হয় এক পদ অগ্রসর হতে!
বজ্রের আলোক দিয়ে ভাঙ্গ অন্ধকার,
হৃদি যদি ভেঙ্গে যায় সেও তবু ভাল,
যে গৃহে জানালা নাই সে ত কারাগার,
ভেঙ্গে ফেল, আসিবেক স্বরগের আলো!
হায় হায় কোথা সেই অখিলের জ্যোতি!
চলিব সরল পথে অশঙ্কিত গতি!

(২)

জালায়ে আঁধার শূন্যে কোটি রবি শশি
দাঁড়ায়ে রয়েছ একা অসীম সুন্দর।
সুগভীর শান্ত নেত্র রয়েছে বিকশি,
চির স্থির শুভ্র হাসি, প্রসন্ন অধর।
আনন্দে আঁধার মরে চরণ পরশি,
লাজ ভয় লাজে ভয়ে মিলাইয়া যায়,
আপন মহিমা হেরি আপনি হরষি
চরাচর শির তুলি তোমা পানে চায়!

আমার হৃদয় দীপ আঁধার হেথায়,
ধূলি হতে তুলি এরে দাও জ্বালাইয়া,
ওই ধ্রুব তারাখানি রেখেছ যেথায়
সেই গগনের প্রান্তে রাখ ঝুলাইয়া।
চিরদিন জেগে রবে, নিবিবে না আর,
চির দিন দেখাইবে আঁধারের পার!

আত্ম অপমান।

মোছ তবে অশ্রুজল, চাও হাসি মুখে
বিচিত্র এ জগতের সকলের পানে!
মানে আর অপমানে সুখে আর দুখে
নিখিলেরে ডেকে লও প্রসন্ন পরাণে!
কেহ ভাল বাসে কেহ নাহি ভাল বাসে,
কেহ দূরে যায় কেহ কাছে চলে আসে,
আপনার মাঝে গৃহ পেতে চাও যদি
আপনারে ভুলে তবে থাক নিরবধি।
ধনীর সন্তান আমি, নহি গো ভিখারী,
হৃদয়ে লুকানো আছে প্রেমের ভাণ্ডার,
আমি ইচ্ছা করি যদি বিলাইতে পারি
গভীর সুখের উৎস হৃদয় আমার।
দুয়ারে দুয়ারে ফিরি মাগি অন্নপান
কেন আমি করি তবে আত্ম অপমান।

ক্ষুদ্র আমি।

বুঝেছি বুঝেছি সখা, কেন হাহাকার,
আপনার পরে মোর কেন সদা রোষ!
বুঝেছি বিফল কেন জীবন আমার,
আমি আছি তুমি নাই তাই অসন্তোষ!
সকল কাজের মাঝে আমারেই হেরি—
ক্ষুদ্র আমি জেগে আছে ক্ষুধা লয়ে তার,
শীর্ণ-বাহু-আলিঙ্গনে আমারেই ঘেরি
করিছে আমার হায় অস্থিচর্ম্মসার!
কোথা নাথ কোথা তব সুন্দর বদন,
কোথায় তোমার নাথ বিশ্ব-ঘেরা হাসি!

আমারে কাড়িয়া লও, করগো গোপন,
আমারে তোমার মাঝে করগো উদাসী!
ক্ষুদ্র আমি করিতেছে বড় অহঙ্কার,
ভাঙ্গ নাথ, ভাঙ্গ নাথ অভিমান তার!

প্রার্থনা।

তুমি কাছে নাই ব'লে হের সখা তাই
"আমি বড়" "আমি বড়" করিছে সবাই!
সকলেই উচ্চ হয়ে দাঁড়ায়ে সমুখে
বলিতেছে "এ জগতে আর কিছু নাই!"
নাথ তুমি একবার এস হাসি মুখে
এরা সবে ম্লান হয়ে লুকাক্ লজ্জায়—
সুখ দুঃখ টুটে যাক্ তব মহা সুখে,
যাক্ আলো অন্ধকার তোমার প্রভায়!
নহিলে ডুবেছি আমি, মরেছি হেথায়,
নহিলে ঘুচেনা আর মর্ম্মের ক্রন্দন,
শুষ্ক ধূলি তুলি শুধু সুধা পিপাসায়
প্রেম ব'লে পরিয়াছি মরণ বন্ধন!
কভু পড়ি কভু উঠি, হাসি আর কাঁদি—
খেলাঘর ভেঙ্গে পড়ে রচিবে সমাধি।

বাসনার ফাঁদ।

যারে চাই, তার কাছে আমি দিই ধরা,
সে আমার না হইতে আমি হই তার!
পেয়েছি বলিয়ে মিছে অভিমান করা,
অন্যেরে বাঁধিতে গিয়ে বন্ধন আমার!
নিরখিয়া দ্বারমুক্ত সাধের ভাণ্ডার
দুই হাতে লুটে নিই রত্ন ভূরি ভূরি,
নিয়ে যাব মনে করি, ভারে চলা ভার,
চোরা দ্রব্য বোঝা হয়ে চোরে করে চুরি!
চিরদিন ধরণীর কাছে ঋণ চাই,
পথের সম্বল বলে জমাইয়া রাখি,
আপনারে বাঁধা রাখি সেটা ভুলে যাই,
পাথেয় লইয়া শেষে কারাগারে থাকি!
বাসনার বোঝা নিয়ে ডোবে ডোবে তরী,
ফেলিতে সরে না মন, উপায় কি করি!

চিরদিন।

(১)

কোথা রাত্রি, কোথা দিন, কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য্য তারা,
কেবা আসে কেবা যায়, কোথা বসে জীবনের মেলা,
কেবা হাসে কেবা গায়, কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা,
কোথা পথ, কোথা গৃহ, কোথা পান্থ, কোথা পথহারা!
কোথা খ'সে পড়ে পত্র জগতের মহাবৃক্ষ হতে,
উড়ে উড়ে ঘুরে মরে অসীমেতে না পায় কিনারা,
বহে যায় কাল বায়ু অবিশ্রাম আকাশের পথে,
ঝর ঝর মর মর শুষ্ক পত্র শ্যাম পত্রে মিলে!
এত ভাঙ্গা, এত গড়া, আনাগোনা জীবন্ত নিখিলে,
এত গান এত তান এত কান্না এত কলরব—
কোথা কেবা, কোথা সিন্ধু, কোথা উর্ম্মি, কোথা তার বেলা;
গভীর অসীম গর্ব্ভে নির্ব্বাসিত নির্ব্বাপিত সব!
জনপূর্ণ সুবিজনে, জ্যোতির্বিদ্ধ আঁধারে বিলীন
আকাশ- মণ্ডপে শুধু বসে আছে এক "চির-দিন"।

(২)

কি লাগিয়া বসে আছ, চাহিয়া রয়েছ কার লাগি!
প্রলয়ের পর-পারে নেহারিছ কার আগমন!
কার দূর পদধ্বনি চিরদিন করিছ শ্রবণ!
চির-বিরহীর মত চির-রাত্রি রহিয়াছ জাগি।
অসীম অতৃপ্তি লয়ে মাঝে মাঝে ফেলিছ নিশ্বাস,
আকাশ-প্রান্তরে তাই কেঁদে উঠে প্রলয়-বাতাস,
জগতের উর্ণাজাল ছিঁড়ে টুটে কোথা যায় ভাগি!
অনন্ত আঁধার মাঝে কেহ তব নাহিক দোসর,
পশে না তোমার প্রাণে আমাদের হৃদয়ের আশ,
পশে না তোমার কানে আমাদের পাখীদের স্বর—
সহস্র জগতে মিলি রচে তব বিজন প্রবাস,
সহস্র শবদে মিলি বাঁধে তব নিঃশব্দের ঘর,
হাসি, কাঁদি, ভালবাসি, নাই তব হাসি, কান্না, মায়া,
আসি থাকি চলে যাই কত ছায়া কত উপছায়া!

(৩)

তাই কি ? সকলি ছায়া ? আসে, থাকে, আর মিলে যায় ?
তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই ?
যুগ যুগান্তর ধ'রে ফুল ফুটে, ফুল ঝরে তাই ?
প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই সে কি শুধু মরণের পায় ?
এ ফুল চাহে না কেহ ? লহে না এ পূজা-উপহার ?
এ প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শূন্যতায় !
বিশ্বের উঠিছে গান, বধিরতা বসি সিংহাসনে ?
বিশ্বের কাঁদিছে প্রাণ; শূন্যে ঝরে অশ্রুবারিধার ?
যুগ যুগান্তের প্রেম কে লইবে, নাই ত্রিভুবনে ?
চরাচর মগ্ন আছে নিশিদিন আশার স্বপনে—
বাঁশী শুনে চলিয়াছে, সে কি হায় বৃথা অভিসার !
বোলো না সকলি স্বপ্ন, সকলি এ মায়ার ছলন,
বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন কাহার স্বপন ?
সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার ?

(৪)

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম, শুধিবারে অসীমের ঋণ—
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতি দিন—
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীন হীন,
অসীমে জগতে এ কি পিরীতির আদান প্রদান!
কাহারে পূজিছে ধরা শ্যামল যৌবন উপহারে,
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।
প্রেমে টেনে আনে প্রেম, সে প্রেমের পাথার কোথারে !
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে,—কোথা সেই অনন্ত জীবন !
ক্ষুদ্র আপনারে দিলে, কোথা পাই অসীম আপন,
সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে !

শেষ কথা।

মনে হয় কি একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয় !
কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে তারি পাছে পাছে,
তারি তরে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয় !
শত গান উঠিতেছে তারি অন্বেষণে,
পাখীর মতন ধায় চরাচরময়।
শত গান মরে গিয়ে, নূতন জীবনে
একটি কথায় চাহে হইতে বিলয় !
সে কথা হইলে বলা নীরব বাঁশরী,
আর বাজাব না বীণা চিরদিন তরে,
সে কথা শুনিতে সবে আছে আশা করি,
মানব এখনো তাই ফিরিছে না ঘরে।
সে কথায় আপনারে পাইব জানিতে,
আপনি কৃতার্থ হব আপন বাণীতে !

মায়ার খেলা।

প্রথম দৃশ্য।

কানন।

মায়াকুমারীগণ।

পিলু।

সকলে। (মোরা) জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি।
প্রথমা। (মোরা) স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি।
দ্বিতীয়া। গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি।
তৃতীয়া। (মোরা) মদির-তরঙ্গ তুলি বসন্ত সমীরে!
প্রথমা। দুরাশা জাগায় প্রাণে প্রাণে আধ-তানে ভাঙ্গা গানে
ভ্রমর গুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।
দ্বিতীয়া। নরনারী হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে।
তৃতীয়া। কত ভুল করে তারা কত কাঁদে হাসে।
প্রথমা। মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,
আনি মান অভিমান!
দ্বিতীয়া। বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথী!
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।
প্রথমা। চল, সখি, চল!
কুহক-স্বপন খেলা খেলাবে চল!
দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেম ছল
প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাতি!
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গৃহ।

গমনোন্মুখ অমর। শান্তার প্রবেশ।

ইমন কল্যাণ।

শান্তা। পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে,
ওগো যাও, কোথা যাও!
সুখে ঢলঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও কারে চাও!
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়,
কোথা পড়ে আছে ধরণী!
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো
মায়াপুরী পানে ধাও!

মিশ্র কালাংড়া।

অমর। জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত!
নবীন বাসনা ভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত!
সুখভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে!
তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত!

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ।

কাফি।

সকলে। কাছে আছে দেখিতে না পাও!
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!
অমর। (শান্তার প্রতি।) যেমন দখিণে বায়ু ছুটেছে!
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে!
তেমনি আমিও সখি যাব,
না জানি কোথায় দেখা পাব!
কার্ সুধাস্বর মাঝে জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার্ নয়নে!
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত!
তাহারে খুঁজিব দিক্ দিগন্ত!

প্রস্থান।

কাফি।

মায়াকুমারীগণ। মনের মত কারে খুঁজে মর,

সে কি আছে ভুবনে!
সে ত রয়েছে মনে!
ওগো, মনের মত সেই ত হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও!

সিন্ধু কানাড়া।

শান্তা। (নেপথ্যে চাহিয়া।) আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি তাই, তুমি তাই গো!
তোমা ছাড়া আর এজগতে
মোর, কেহ নাই কিছু নাই গো!
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও, সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে
আর কিছু নাহি চাই গো!
আমি, তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী
দীর্ঘ বরষ মাস!
যদি আর কারে ভালবাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি যত দুখ পাই গো!

কাফি।

(নেপথ্যে চাহিয়া)

মায়াকুমারীগণ। কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!
প্রথমা। মনের-মত কারে খুঁজে মর'!
দ্বিতীয়া। সে কি আছে ভুবনে!
সে যে রয়েছে মনে!
তৃতীয়া। ওগো মনের মত সেই ত হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও!
প্রথমা। তোমার আপনার যে জন দেখিলে না তারে!
দ্বিতীয়া। তুমি যাবে কার দ্বারে!
তৃতীয়া। যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তাও!

তৃতীয় দৃশ্য।

কানন।

প্রমদার সখীগণ।

বেহাগ।

প্রথমা। সখি, সে গেল কোথায়।
তারে ডেকে নিয়ে আয়!
সকলে। দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায়!
প্রথমা। আজি এ মধুর সাঁঝে কাননে ফুলের মাঝে,
হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তায়!
দ্বিতীয়া। আকাশে তারা ফুটেছে, দখিণে বাতাস ছুটেছে।
পাখীটী ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে!
প্রথমা। আয়লো আনন্দময়ি, মধুর বসন্ত লয়ে!
সকলে। লাবণ্য ফুটাবিলো তরুলতায়!

প্রমদার প্রবেশ।

দেশ।

প্রমদা। দেলো, সখি, দে পরাইয়ে গলে
সাধের বকুলফুলহার।
আধফুট' জুঁইগুলি যতনে আনিয়া তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে
কবরী ভরিয়ে ফুলভার!
তুলে দেলো চঞ্চল কুন্তল
কপোলে পড়িছে বারেবার!
প্রথমা। আজি এত শোভা কেন! আনন্দে বিবশা যেন!
দ্বিতীয়া। বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে!
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে!
প্রথমা। সখি তোরা দেখে যা, দেখে যা,
তরুণ তনু এত রূপরাশি
বহিতে পারে না বুঝি আর!

মিশ্র ভূপালী।

তৃতীয় সখী। সখি, বহে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা,
এ কি আর ভাল লাগে!
আকুল তিয়াষ প্রেমের পিয়াস
প্রাণে কেন নাহি জাগে!

কবে আর হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন,
মধুর হুতাশে মধুর দহন
নিত-নব অনুরাগে!
তরল কোমল নয়নের জল
নয়নে উঠিবে ভাসি।
সে বিষাদ-নীরে নিবে যাবে ধীরে
প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে
আশা নিরাশায় পরাণ টুটিবে,
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে
সরম-অরুণ-রাগে!

খাম্বাজ।

প্রমদা। ওলো রেখে দে, সখি, রেখে দে,
মিছে কথা ভালবাসা!
সুখের বেদনা সোহাগ-যাতনা
বুঝিতে পারি না ভাষা।
ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,
পরাণ সঁপিতে প্রাণের সাধন,
"লহ" "লহ" ব'লে পরে আরাধন
পরের চরণে আশা!
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া,
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া,
পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রু সাগরে ভাসা'।
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা'!

জিলফ।

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়
সলিল ব'হে যায় নয়নে!

কুমারের প্রবেশ।

ছায়ানট।

কুমার। (প্রমদার প্রতি) যেওনা, যেওনা ফিরে;
দাঁড়াও, বারেক দাঁড়াও হৃদয় আসনে!
চঞ্চল সমীর সম ফিরিছ কেন
কুসুমে কুসুমে কাননে কাননে!
তোমায় ধরিতে চাহি ধরিতে পারিনে,
তুমি গঠিত যেন স্বপনে,
এসহে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি
ধরিয়ে রাখি যতনে।
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব,
ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,
তুমি দিবস নিশি রহিবে মিশি
কোমল প্রেম শয়নে!

বসন্ত বাহার।

প্রমদা। কে ডাকে! আমি কভু ফিরে নাহি চাই!
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে,
আমি শুধু বহে চলে যাই!
পরশ পুলক-রস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।
উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হা হুতাশ,
চকিতে শুনিতে শুধু পাই,
চলে যাই।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই!

অশোকের প্রবেশ।

মিশ্র পিলু।

এসেছিগো এসেছি, মন দিতে এসেছি,
যারে ভাল বেসেছি!
ফুল দলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে,
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে
রেখ রেখ চরণ হৃদি মাঝে,
না হয় দ'লে যাবে প্রাণ ব্যথা পাবে,
আমি ত ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি!

বেহাগ।

প্রমদা। ওকে বল, সখি, বল, কেন মিছে করে ছল,
মিছে হাসি কেন, সখি, মিছে আঁখিজল!
জানিনে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা,
কে জানে কোথায় সুধা, কোথা হলাহল!

সখিগণ। কাঁদিতে জানেনা এরা কাঁদাইতে জানে কল,
মুখের বচন শুনে মিছে কি হইবে ফল!
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,
ফিরে যাই এই বেলা, চল, সখি, চল! প্রস্থান।

ঝিলঝ।

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়
সলিল বহে যায় নয়নে!
এ সুখ-ধরণীতে কেবলি চাহ নিতে,
জান না হবে দিতে আপনা,
সুখের ছায়া ফেলি কখন্ যাবে চলি
বরিবে সাধ করি বেদনা!
কখন্ বাজে বাঁশি গরব যায় ভাসি
পরাণ পড়ে আসি বাঁধনে!

চতুর্থ দৃশ্য।

কানন।

অমর, কুমার, অশোক।

বেলাওল্।

অমর। মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে,
মনের বাসনা যত মনেই থাকে।
বুঝিয়াছি এ নিখিলে চাহিলে কিছু না মিলে,
এরা, চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে।
এত লোক আছে কেহ কাছে না ডাকে!

জয়জয়ন্তি।

অশোক। তারে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ! (খুলে গো)
কেন বুঝাতে পারিনে হৃদয় বেদনা!
কেমনে সে হেসে চলে যায়, কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়,
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান!
এত ব্যথাভরা ভালবাসা কেহ দেখে না,
প্রাণে গোপনে রহিল!
এ প্রেম কুসুম যদি হত
প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার, চরণে করিতাম দান!
বুঝি সে তুলে নিত না,
শুকাত অনাদরে,
তবু তার সংশয় হত অবসান!

ভৈরবী।

কুমার। সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কি হবে!
আপন মন যদি বুঝিতে নারি
পরের মন বুঝে কে কবে!

অমর। অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে
বাসনা কাঁদে প্রাণে হাহা রবে,
এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেল
কেন গো নিতে চাও মন তবে!
স্বপন সম সব জানিয়ো মনে,
তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে;
যে জন ফিরিতেছে আপন আশে,
তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে!
নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও,
হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও!

কুমার। তোমারে মুখে তুলে চাহে না যে
থাক্ সে আপনার গরবে!

সুরট।

অশোক। আমি, জেনে শুনে বিষ করেছি পান।
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ।
যতই দেখি তারে ততই দহি,
আপন মনোজ্বালা নীরবে সহি,
তবু পারিনে দূরে যেতে, মরিতে আসি,
লইগো বুক পেতে অনল বাণ!
যতই হাসি দিয়ে দহন করে
ততই বাড়ে তৃষা প্রেমের তরে,
প্রেম-অমৃত ধারা ততই যাচি,
যতই করে প্রাণে অশনি দান!

কাফি।

অমর। ভালবেসে যদি সুখ নাহি
তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালবাসা!

অশোক। মন দিয়ে মন পেতে চাহি।

অমর ও কুমার। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা!
অশোক। হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে।
অমর ও কুমার। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ পিপাসা!
অমর। আপনি যে আছে আপনার কাছে
নিখিল জগতে কি অভাব আছে!
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ
কোকিল-কুজিত কুঞ্জ!
অশোক। বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়,
এ কি ঘোর প্রেম অন্ধ রাহু প্রায়
জীবন যৌবন গ্রাসে!
অমর ও কুমার। তবে কেন,
তবে কেন মিছে এ কুয়াশা!

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ।

ঝিঁঝিট।

প্রমদা। সুখে আছি সুখে আছি, (সখা, আপন মনে!)
প্রমদা ও সখীগণ। কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না,
শুধু চেয়ে দেখ, শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি!
প্রমদা। সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ।
রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালা গাছি;
প্রমদা ও সখীগণ। মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাক,
শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি!
প্রমদা। মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয় বায়!
এই মাধুরী ধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছু নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, আপন সৌরভে সারা,
যেন আপনার মন আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি!

মূলতান।

অশোক। ভালবেসে দুখ সেও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে!
প্রমদা ও সখীগণ। না না না সখা ভুলিনে ছলনাতে!
কুমার। মন দাও, দাও, দাও, সখি দাও পরের হাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না মোরা ভুলিনে ছলনাতে!
অশোক। সুখের শিশির নিমেষে শুকায় সুখ চেয়ে দুখ ভাল,
আন, সজল বিমল প্রেম ছল ছল নলিন নয়ন পাতে!
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা, ভুলিনে ছলনাতে!
কুমার। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়,
সুখ পায় তায় সে!
চির-কলিকা-জনম কে করে বহন চির-শিশির রাতে!
প্রমদা ও সখীগণ। না না না মোরা ভুলিনে ছলনাতে!

হাম্বির।

অমর। ওই কে গো হেসে চায়! চায় প্রাণের পানে!
গোপন হৃদয় তলে কি জানি কিসের ছলে
আলোক হানে!
এ প্রাণ নূতন ক'রে কে যেন দেখালে মোরে,
বাজিল মরম-বীণা নূতন তানে!
এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণ ভরি বিকশিল,
তৃষা-ভরা তৃষা-হরা এ অমৃত কোথা ছিল!
কোন্ চাঁদ হেসে চাহে! কোন্ পাখী গান গাহে!
কোন্ সমীরণ বহে লতা-বিতানে!

রামকেলী।

প্রমদা। দূরে দাঁড়ায়ে আছে,
কেন আসে না কাছে।
যা তোরা যা সখি যা শুধাগে
ঐ আকুল অধর আঁখি কি ধন যাচে!
সখীগণ। ছি ওলো ছি, হল কি, ওলো সখি!
প্রথমা। লাজ বাঁধ কে ভাঙ্গিল, এত দিনে সরম টুটিল!
তৃতীয়া। কেমনে যাব, কি শুধাব!
প্রথমা। লাজে মরি কি মনে করে পাছে!
প্রমদা। যা তোরা যা সখি যা শুধাগে
ওই আকুল অধর আঁখি কি ধন যাচে!

কালাংড়া।

মায়াকুমারীগণ। প্রেম পাশে ধরা পড়েছে দুজনে
দেখ দেখ সখি চাহিয়া;
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই,
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া!

জয়জয়ন্তী।

সখীগণ—(অমরের প্রতি) ওগো, দেখি, আঁখি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর!

অমর। আমি কি যেন করেছি পান,
কোন্ মদিরা রস-ভোর।
আমার চোখে তাই ঘুমঘোর!

সখীগণ। ছি ছি ছি!

অমর। সখি ক্ষতি কি!
(এ ভবে) কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলা মন,
কেহ সচেতন কেহ অচেতন,
কাহারো নয়নে হাসির কিরণ,
কাহারো নয়নে লোর।
আমার চোখে শুধু ঘুমঘোর!

সখীগণ। সখা, কেন গো অচলপ্রায়
হেথা, দাঁড়ায়ে তরুছায়!

অমর। অবশ হৃদয়ভারে চরণ
চলিতে নাহি চায়,
তাই দাঁড়ায়ে তরুছায়।

সখীগণ। ছি, ছি, ছি!

অমর। সখি ক্ষতি কি!
(এ ভবে) কেহ পড়ে থাকে, কেহ চলে যায়,
কেহ বা আলসে চলিতে না চায়
কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো
চরণে পড়েছে ডোর,
কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর!

ঝিঁঝিট।

সখীগণ। ওকে বোঝা গেল না—চলে আয়, চলে আয়।
ও কি কথা যে বলে সখি কি চোখে যে চায়!
চলে আয় চলে আয়।
লাজ টুটে-শেষে মরি লাজে,
মিছে কাজে,
ধরা দিবে না যে বল কে পারে তায়!
আপনি সে জানে তার মন কোথায়!
চলে আয় চলে আয়!

প্রস্থান।

কালাংড়া।

মায়াকুমারীগণ। প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে
দেখ দেখ সখি চাহিয়া!
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ঐ
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।
চাঁদিনী যামিনী, মধু সমীরণ,
আধ ঘুম ঘোর, আধ জাগরণ,
চোখচোখী হতে ঘটালে প্রমাদ,
কুহু স্বরে পিক গাহিয়া।
দেখ দেখ সখি চাহিয়া!

পঞ্চম দৃশ্য।

কানন।

সিন্ধু।

অমর। দিবস রজনী আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি!
(তাই) চমকিত মন চকিত শ্রবণ
তৃষিত আকুল আঁখি!
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
"কে আসিছে" বলে চমকিয়ে চাই
কাননে ডাকিলে পাখী।
জাগরণে তারে না দেখিতে পাই
থাকি স্বপনের আশে,
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়
বাঁধিব স্বপন পাশে।
এত ভালবাসি, এত যারে চাই
মনে হয় না ত সে যে কাছে নাই,
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে
তাহারে আনিবে ডাকি!

প্রমদা, সখীগণ, অশোক ও কুমারের প্রবেশ।

বাহার।

কুমার। সখি সাধ করে যাহা দেবে তাই লইব।

সখীগণ। আহা মরি মরি সাধের ভিখারী
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন!

কুমার। দাও যদি ফুল শিরে তুলে রাখিব,

সখি। দেয় যদি কাঁটা!

কুমার। তাও সহিব!

সখীগণ। আহা মরি মরি সাধের ভিখারী
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।
কুমার। যদি একবার চাও সখি মধুর নয়ানে,
ওই আঁখি-সুধাপানে
চির জীবন মাতি রহিব!
সখীগণ। যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে!
কুমার। তাও হৃদয়ে বিধায়ে চিরজীবন বহিব!
সখীগণ। আহা মরি মরি সাধের ভিখারী
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।

সিন্ধু।

প্রমদা। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল
শুধাইল না কেহ!
সে ত এল না যারে সঁপিলাম
এই প্রাণ মন দেহ!
সে কি মোর তরে পথ চাহে,
সে কি বিরহ গীত গাহে,
যার বাঁশরী ধ্বনি শুনিয়ে
আমি ত্যজিলাম গেহ!

সিন্ধু।

মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে সরমে বাধিল,
মরমের কথা হল না!
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম বেদনা!

বারোঁয়া।

অশোক। (প্রমদার প্রতি)
ওগো, সখি, দেখি, দেখি, মন কোথা আছে!
সখিগণ। কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে হের কারে যাচে!
অশোক। কি মধু কি সুধা কি সৌরভ
কি রূপ রেখেছ লুকায়ে!
সখিগণ। কোন্ প্রভাতে, কোন্ রবির আলোকে
দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে!
অশোক। সে যদি না আসে এ জীবনে
এ কাননে পথ না পায়!
সখিগণ। যারা এসেছে, তারা বসন্ত ফুরালে
নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে!

আলেয়া।

প্রমদা। এ ত খেলা নয়! খেলা নয়!
এ যে হৃদয়-দহন-জ্বালা, সখি!
এ যে, প্রাণভরা ব্যাকুলতা, গোপন মর্ম্মের ব্যথা,
এ যে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা'!
কে যেন সতত মোরে ডাকিয়ে আকুল করে,
যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারিনে!
যে কথা বলিতে চাহি তা বুঝি বলিতে নাহি,
কোথায় নামায়ে রাখি সখি এ প্রেমের ডালা!
যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারিনে মালা!

দেশ।

প্রথম সখী। সে জন কে, সখি, বোঝা গেছে,
আমাদের সখি যারে মন প্রাণ সঁপেছে!
দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। ও সে কে, কে, কে!
প্রথমা। ওই যে তরুতলে বিনোদ মালা গলে
না জানি কোন্ ছলে বসে রয়েছে!
দ্বিতীয়া। সখি কি হবে!
ও কি কাছে আসিবে কভু, কথা কবে!
তৃতীয়া। ও কি প্রেম জানে, ও কি বাঁধন মানে?
ও কি মায়াগুণে মন লয়েছে!
দ্বিতীয়া। বিভল আঁখি তুলে আঁখি পানে চায়,
যেন কি পথ ভুলে এল কোথায়!
তৃতীয়া। যেন কি গানের স্বরে শ্রবণ আছে ভরে,
যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মগ্ন হয়েছে!

মিশ্র ভৈরবী।

অমর। ওই মধুর মুখ জাগে মনে!
ভুলিব না এজীবনে।
কি স্বপনে কি জাগরণে!
তুমি জান বা না জান
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরী বাজে,
হৃদয়ে সদা আছ ব'লে।
আমি প্রকাশিতে পারিনে,
শুধু চাহি কাতর নয়নে।

ভৈরোঁ।

সখীগণ। তারে কেমনে ধরিবে, সখি, যদি ধরা দিলে!
প্রথমা। তারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে!
দ্বিতীয়। যদি মন পেতে চাও মন রাখ গোপনে!
তৃতীয়া। কে তারে বাঁধিবে তুমি আপনায় বাঁধিলে?
সকলে। কাছে আসিলে ত কেহ কাছে রহে না!
কথা কহিলে ত কেহ কথা কহে না!
প্রথমা। হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায়!
দ্বিতীয়া। হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে!

কানেড়া।

অমর। (নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি)
সকল হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছি যারে,
সে কি ফিরাতে পারে সখি!
সংসার বাহিরে থাকি
জানিনে কি ঘটে সংসারে!
কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়,
তারে পায় কি না পায়,
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো
অজানা হৃদয় দ্বারে!
তোমার সকলি ভালবাসি,
ওই রূপ রাশি!
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধু হাসি!
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি,
কোথায় তোমার সীমা ভুবন মাঝারে!

কেদারা।

সখীগণ। তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা!
দ্বিতীয়া। কে জানিতে চায়, তুমি ভালবাস,কি ভালবাস না!
প্রথমা। হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্ল কুঞ্জকানন,
হাসে হৃদয় বসন্তে বিকচ-যৌবন।
তুমি কেন ফেল শ্বাস, তুমি কেন হাস না!
সকলে। এসেছ কি ভেঙ্গে দিতে খেলা!
সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা!
দ্বিতীয়া। আপন দুঃখ আপন ছায়া লয়ে যাও!
প্রথমা। জীবনের আনন্দ পথ ছেড়ে দাঁড়াও!
তৃতীয়া। দূর হতে কর পূজা হৃদয়-কমল-আসনা!

বেহাগ।

অমর। তবে সুখে থাক, সুখে থাক, আমি যাই—যাই।
প্রমদা। সখী ওরে ডাক, মিছে খেলায় কাজ নাই।
সখিগণ। অধীরা হোয়ো না সখি,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
আশ রাখিলে ফেরে!
অমর। ছিলাম একেলা সেই আপন ভুবনে,
এসেছি এ কোথায়!
হেথাকার পথ জানিনে! ফিরে যাই!
যদি সেই বিরাম ভবন ফিরে পাই!

প্রস্থান।

প্রমদা। সখি ওরে ডাক ফিরে!
মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই!
সখি। অধীরা হোয়ো না, সখি,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
আশ রাখিলে ফেরে!

সিন্ধু।

মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে সরমে বাধিল
মরমের কথা হোল না!
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম-বেদনা!
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ,
পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ,
মেলিতে নয়ন মিলাল স্বপন,
এমনি প্রেমের ছলনা।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গৃহ।

শান্তা। অমরের প্রবেশ।

কাফি।

অমর। সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল!
সেই রবি শশি তারা, সেই শোকশান্ত সন্ধ্যা সমীরণ
সেই শোভা, সেই ছায়া, সেই স্বপন!
সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল,
গৃহহারা হৃদয় লবে কাহার শরণ!

(শান্তার প্রতি) এসেছি ফিরিয়ে, জেনেছি তোমারে,
এনেছি হৃদয় তব পায়—
শীতল স্নেহসুধা কর দান ;
দাও প্রেম দাও শান্তি, দাও তন জীবন !

আলাইয়া।

মায়াকুমারী। কাছে ছিলে দূরে গেলে, দূর হতে এস কাছে !
ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনো বসে আছে !
ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পারনি ভাল,
এখন বিরহানলে প্রেমানল জলিয়াছে !

কুকব।

শান্তা। দেখো, সখা, ভুল করে ভালবেস না !
আমি ভালবাসি বলে কাছে এস না !
তুমি যাহে সুখী হও তাই কর সখা,
আমি সুখী হব বলে যেন হেস না !
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভাল,
কি হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো !
আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই,
আমার অদৃষ্ট স্রোতে তুমি ভেসো না !

ললিত বসন্ত।

অমর। ভুল করেছিনু ভুল ভেঙ্গেছে !
এবার জেগেছি, জেনেছি,
এবার আর ভুল নয় ভুল নয়।
ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে,
জেনেছি স্বপন সব মিছে !
বিঁধেছে বাসনা কাঁটা প্রাণে
এ ত ফুল নয় ফুল নয় !
পাই যদি ভালবাসা হেলা করিব না,
খেলা করিব না লয়ে মন !
ওই প্রেমময় প্রাণে লইব আশ্রয় সখি,
অতল সাগর এ সংসার,
এ ত কূল নয় কূল নয় !

(প্রমদার সখীগণের প্রবেশ।)

মিশ্র দেশ।

সখীগণ (দূর হইতে) অলি বার বার ফিরে যায়
অলি বার বার ফিরে আসে,
তবে ত ফুল বিকাশে !

প্রথমা। কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, মরে লাজে মরে ত্রাসে !
ভুলি মান অপমান, দাও মন প্রাণ, নিশি দিন রহ পাশে !

দ্বিতীয়া। ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও,
হৃদয় রতন আশে !

সকলে। ফিরে এস, ফিরে এস, বন মোদিত ফুলবাসে !
আজি বিরহরজনী, ফুল্ল কুসুম শিশির সলিলে ভাসে !

পূরবী।

অমর। ঐ, কে আমায় ফিরে ডাকে !
ফিরে যে এসেছে তারে কে মনে রাখে !

কানেড়া।

মায়াকুমারী। বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে,
এখন্ ফিরাবে তারে কিসের ছলে !
আজি মধু সমীরণে নিশীথে কুসুম বনে
তারে কি পড়েছে মনে বকুল তলে ?
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে !

পূরবী।

অমর। আমি চলে এনু বলে কার বাজে ব্যথা !
কাহার মনের কথা মনেই থাকে !
আমি শুধু বুঝি সখি সরল ভাষা,
সরল হৃদয় আর সরল ভালবাসা !
তোমাদের কত আছে কত মনপ্রাণ,
আমার হৃদয় নিয়ে ফেলো না বিপাকে !

কানেড়া।

মায়াকুমারীগণ। সেদিনো ত মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশদিশি কুসুম দলে।
দুটি সোহাগের বাণী যদি হত কানাকানী,
যদি ঐ মালাখানি পরাতে গলে !
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে !

ভূপালী।

শান্তা। (অমরের প্রতি)
না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে।
ওগো কে আছে চাহিয়া শূন্য পথপানে,
কাহার জীবনে নাহি সুখ, কাহার পরাণ জ্বলে।

পড়নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝনি কাহার মরমের আশা,
দেখনি ফিরে,
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে!

বেহাগ।

অমর। আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেছি তোমারে।
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয় আঁধারে।
ফিরিয়াছি ঐ ভুবন, পাইনি ত কারো মন,
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে।
এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি,
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি!
কেবল তোমারে জানি, বুঝেছি তোমার বাণী,
তোমাতে পেয়েছি কূল অকূল পাথারে!

প্রস্থান।

বিভাস।

সখীগণ। প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে,
বিরহ-বিধুর হিয়া মরিল ঝুরে!
ম্লান শশি অস্ত গেল, ম্লান হাসি মিলাইল,
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর সুরে!

প্রমদার প্রবেশ।

প্রমদা। চল্ সখি চল্ তবে ঘরেতে ফিরে,
যাক্ ভেসে ম্লান আঁখি নয়ন নীরে!
যাক্ ফেটে শূন্য প্রাণ, হোক্ আশা অবসান,
হৃদয় যাহারে ডাকে থাক্ সে দূরে!

প্রস্থান।

কানেড়া।

মায়া কুমারীগণ। মধুনিশি পূর্ণিমার ফিরে আসে বারবার,
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চলে!
ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল,
চির দিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে!
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!

সপ্তম দৃশ্য।

কানন।

অমর, শান্তা, ও অন্যান্য পুরনারী ও পৌরজন।

মিশ্র বসন্ত।

স্ত্রীগণ। এস এস বসন্ত ধরাতলে!
আন কুহুতান, প্রেমগান,
আন গন্ধমদভরে অলস সমীরণ;
আন নবযৌবন হিল্লোল, নব প্রাণ,
প্রফুল্ল নবীন বাসনা ধরাতলে।

পুরুষগণ। এস থরথর-কম্পিত, মর্ম্মর-মুখরিত,
নব-পল্লব-পুলকিত
ফুল-আকুল মালতী-বল্লি-বিতানে,
সুখছায়ে, মধুবায়ে, এস, এস!
এস অরুণ-চরণ কমল-বরণ তরুণ উষার কোলে!
এস জ্যোৎস্না-বিবশ-নিশীথে,
কল-কল্লোল তটিনী তীরে,
সুখসুপ্ত সরসী-নীরে, এস, এস!

স্ত্রীগণ। এস যৌবন-কাতর হৃদয়ে,
এস মিলন-সুখালস নয়নে,
এস মধুর সরম মাঝারে,
দাও বাহুতে বাহু বাঁধি,
নবীন কুসুম পাশে রচি দাও নবীন মিলন বাঁধন।

সাহানা।

অমর (শান্তার প্রতি) মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে।
মধুর মলয়-সমীরে মধুর মিলন রটাতে।
কুহক লেখনী ছুটায়ে কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয় কাহিনী বিবিধ বরণ ছটাতে।
পুরাণ প্রাচীন ধরণী হয়েছে শ্যামল বরণী,
যৌবন-স্রোত ছুটিছে কালের শাসন টুটাতে;
পুরাণ বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে!

মিশ্র মূলতান।

স্ত্রীগণ। আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে,
মনোমোহন মিলন মাধুরী যুগল মুরতি!

পুরুষগণ। ফুলগন্ধে আকুল করে, বাজে বাঁশরী উদাস স্বরে,
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে;—
স্ত্রীগণ। তারি মাঝে, মনোমোহন মিলন মাধুরী যুগল মূরতি।
আন আন ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে!
পুরুষ। হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন,
স্ত্রীগণ। চির দিন হেরিবহে
মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মূরতি।

(প্রমদা ও সখিগণের প্রবেশ।)

বেহাগ।

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!
শান্তা। (প্রমদার প্রতি) আহা কেগো তুমি মলিন বয়নে,
আধ-নিমীলিত নলিন নয়নে,
যেন আপনারি হৃদয় শয়নে
আপনি রয়েছ লীন!
পুরুষগণ। তোমা তরে সবে রয়েছে চাহিয়া,
তোমা লাগি পিক উঠিছে গাহিয়া,
ভিখারী সমীর কানন বাহিয়া
ফিরিতেছে সারাদিন!
অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!
শান্তা। যেন শরতের মেঘখানি ভেসে
চাঁদের সভাতে দাঁড়ায়েছ এসে,
এখনি মিলাবে ম্লান হাসি হেসে,
কাঁদিয়া পড়িবে ঝরি!
পুরুষগণ। জাগিছে পূর্ণিমা পূর্ণ নীলাম্বরে,
কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে,
হাসিটি কখন্ ফুটিবে অধরে
রয়েছি তিয়াষ ধরি।
অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!

মিশ্র ঝিঁঝিট।

সখীগণ। আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,
এত বাঁশি বাজে, এত পাখী গায়,
সখীর হৃদয় কুসুম-কোমল
কার অনাদরে আজি ঝরে যায়!
কেন কাছে আস, কেন মিছে হাস,
কাছে যে আসিত সেত আসিতে না চায়!
সুখে আছে যারা, সুখে থাক্ তারা,
সুখের বসন্ত সুখে হোক্ সারা,
দুখিনী নারীর নয়নের নীর
সুখী জনে যেন দেখিতে না পায়!
তারা দেখেও দেখে না তারা বুঝেও বোঝে না,
তারা ফিরেও না চায়!

ঝিঁঝিট।

শান্তা। আমি ত বুঝেছি সব যে বোঝে না বোঝে,
গোপনে হৃদয় দুটি কে কাহারে খোঁজে!
আপনি বিরহ গড়ি আপনি রয়েছ পড়ি,
বাসনা কাঁদিছে বসি হৃদয় সরোজে!
আমি কেন মাঝে থেকে দুজনারে রাখি ঢেকে,
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি ম'জে!

গৌড় সারং।

অশোক। (প্রমদার প্রতি) এতদিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে।
ভাল যারে বাস, তারে আনিব ফিরে।
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধা দেখিতে না পায় আঁধা,
নয়ন রয়েছে ঢাকা নয়ন-নীরে।

সোহিনী।

শান্তা ও স্ত্রীগণ। চাঁদ, হাস, হাস!
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে!
পুরুষ। কত দুখে কত দূরে আঁধার সাগর ঘুরে,
সোনার তরণী দুটি তীরে এসেছে!
মিলন দেখিবে বলে ফিরে বায়ু কুতূহলে,
চারিধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেছে।
সকলে। চাঁদ হাস হাস!
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে!

ভৈরবী।

প্রমদা। আর কেন, আর কেন!
দলিত কুসুমে বহে বসন্ত সমীরণ!

ফুরায়ে গিয়াছে বেলা, এখন্ এ মিছে খেলা,
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ!

সখীগণ। অশ্রু যবে ফুরায়েছে তখন্ মুছাতে এলে!
অশ্রুভরা হাসিভরা নবীন নয়ন ফেলে!

প্রমদা। এই লও, এই ধর, এ মালা তোমরা পর,
এ খেলা তোমরা খেল সুখে থাক অনুক্ষণ!

খট।

অমর। এ ভাঙ্গা সুখের মাঝে নয়ন জলে
এ মলিন মালা কে লইবে!
ম্লান আলো ম্লান আশা হৃদয়তলে
এ চির বিষাদ কে বহিবে!
সুখনিশি অবসান, গেছে হাসি, গেছে গান,
এখন্ এ ভাঙ্গা প্রাণ লইয়া গলে
নীরব নিরাশা কে সহিবে!

রামকেলি।

শান্তা। যদি স্নেহ নাহি চায়, আমি লইব।
তোমার সকল দুখ আমি সহিব।
আমার হৃদয় মন সব দিব বিসর্জ্জন,
তোমার হৃদয় ভার আমি বহিব!

টোড়ি।

মায়াকুমারীগণ। দুখের মিলন টুটিবার নয়।
নাহি আর ভয় নাহি সংশয়।
নয়ন সলিলে যে হাসি ফুটে গো
রয় তাহা রয় চিরদিন রয়।

ভৈরবী।

প্রমদা। কেন এলি রে, ভালবাসিলি, ভালবাসা পেলি নে!
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলিনে!

সখীগণ। সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না।
কারেও সে ধরে রাখে না।
যে থাকে সে থাকে, আর যে যায় সে যায়,
কারো তরে ফিরেও না চায়!

প্রমদা। হায় হায় এ সংসারে যদি না পূরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা,
চলে যাও ম্লানমুখে ধীরে ধীরে ফিরে যাও,
থেকে যেতে কেহ বলিবে না।
তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে
আর ত কেহ অশ্রু ফেলিবে না। প্রস্থান।

মায়াকুমারীগণ।

বিভাস।

সকলে। এরা, সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
প্রথমা। শুধু সুখ চলে যায়!
দ্বিতীয়া। এমনি মায়ার ছলনা।
তৃতীয়া। এরা ভুলে যায় কারে ছেড়ে কারে চায়!
সকলে। তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ,
তাই মান অভিমান,
প্রথমা। তাই এত হায় হায়!
দ্বিতীয়া। প্রেমে সুখ দুখ ভুলে তবে সুখ পায়।
সকলে। সখি চল, গেল নিশি, স্বপন ফুরাল!
মিছে আর কেন বল!
প্রথমা। শশি ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল।
সকলে। সখি চল।
প্রথম। প্রেমের কাহিনী গান, হয়ে গেল অবসান।
দ্বিতীয়া। এখন্ কেহ হাসে কেহ বসে ফেলে অশ্রুজল!

সমাপ্ত।

মানসী।

উপহার।

নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।
সুখ দুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর,
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা;
বিচিত্র সে কলরোল ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চির-জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি' শুধু অসীমের সীমা;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে' তুলি মানসী-প্রতিমা।

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্য্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহ-মন্ত্র গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি' অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্ত্তিমতী মর্ম্মের কামনা।
অন্তরে বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছ্বাস।
সে আনন্দ-ক্ষণগুলি তব করে দিনু তুলি'
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রকাশ।

৩০ বৈশাখ। ১৮৯০।

ভুলে।

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,
এসেছি ভুলে'।
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে'!
দেখি, ও নয়নে নিমেষের তরে
সে দিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখিপাতা দুটি
পড়ে কি ঢুলে'!
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙ্গায়ো না,
এসেছি ভুলে'।

বেল কুঁড়ি দুটি করে ফুটি-ফুটি
অধর-খোলা।
মনে পড়ে' গেল সে কালের সেই
কুসুম তোলা।
সেই শুকতারা সেই চোখে চায়,
বাতাস কাহারে খুঁজিয়ে বেড়ায়,
উষা না ফুটিতে হাসি ফুটে তার
গগন মূলে;
সে দিন যে গেছে ভুলে' গেছি, তাই
এসেছি ভুলে'।

ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে
পড়ে না মনে,
দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে
নাই স্মরণে।
শুধু মনে পড়ে হাসি মুখখানি,
লাজে বাধ'-বাধ' সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয়-উছাস
নয়ন-কূলে।
তুমি যে ভুলেছ ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে'।

কাননের ফুল, এরা ত ভোলেনি;
আমরা ভুলি?

সেই ত ফুটেছে পাতায় পাতায়
কামিনীগুলি।
চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া
অরুণ-কিরণ কোমল করিয়া,
বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায়
কাহার চুলে ?
কেহ ভোলে, কেউ ভোলে না যে, তাই
এসেছি ভুলে' !

এমন করিয়া কেমনে কাটিবে
মাধবী রাতি ?
দখিণে বাতাসে কেহ নেই পাশে
সাথের সাথী !
চারিদিক হতে বাঁশি শোনা যায়,
সুখে আছে যারা তারা গান গায় ;
আকুল বাতাসে, মদির সুবাসে,
বিকচ ফুলে,
এখনো কি কেঁদে চাহিবে না কেউ,
আসিলে ভুলে' ?

বৈশাখ। ১৮৮৭।

—

ভুল-ভাঙ্গা।

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি-চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া,
চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।

হাসিটুকু আর পড়ে না ত ধরা
অধর কোণে।
আপনারে আর চাহ না লুকাতে
আপন মনে।
স্বর শুনে' আর উতলা হৃদয়
উথলি উঠে না সারা দেহময়,
গান শুনে আর ভাসে না নয়নে
নয়ন-লোর।
আঁখিজলরেখা ঢাকিতে চাহে না
সরম চোর।

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর
আগের মত,
জ্যোৎস্না যামিনী যৌবনহারা,
জীবন-হত।
আর বুঝি কেহ বাজায় না বীণা,
কে জানে কাননে ফুল ফোটে কি না,
কে জানে সে ফুল তোলে কি না কেউ
ভরি আঁচোর,
কে জানে সে ফুলে মালা গাঁথে কি না
সারা প্রহর !

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই—
থামিল বাঁশি !
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি !
মধু নিশা গেছে স্মৃতি তারি আজ
মর্ম্মে মর্ম্মে হানিতেছে লাজ,
সুখ গেছে, আছে সুখের ছলনা
হৃদয়ে তোর,
প্রেম গেছে, শুধু আছে প্রাণপণ
মিছে আদর।

কতই না জানি জেগেছ রজনী
করুণ দুখে,
সদয় নয়নে চেয়েছ আমার
মলিন মুখে।
পর-দুখ-ভার সহেনাক' আর,
লতায়ে পড়িছে দেহ সুকুমার,

তবু আসি আমি, পাষাণ হৃদয়
বড় কঠোর!
ঘুমাও, ঘুমাও, আঁখি ঢুলে' আসে,
ঘুমে কাতর!

বৈশাখ। ১৮৮৭।

বিরহানন্দ।

ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী,
বিরহ-তপোবনে আনমনে উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে দিশে দিশে খেলিত;
অটবী বায়ু বশে উঠিত সে উছাসি'।
কখনো ফুল দুট' আঁখিপুট মেলিত,
কখনো পাতা ঝরে' পড়িত রে নিশাসি'।

তবু সে ছিনু ভাল আধাআলো- আঁধারে,
গহন শত-ফের বিষাদের মাঝারে।
নয়নে কত ছায়া কত মায়া ভাসিত,
উদাস বায়ু সেত ডেকে যেত আমারে।
ভাবনা কত সাজে হৃদিমাঝে আসিত,
খেলাত অবিরত কত শত আকারে!

বিরহ-পরিপূত ছায়াযুত শয়নে,
ঘুমের সাথে স্মৃতি আসে নিতি নয়নে।
কপোত দুটি ডাকে বসি শাখে মধুরে,
দিবস চলে' যায় গলে' যায় গগনে।
কোকিল কুহু তানে ডেকে আনে বধুরে,
নিবিড় শীতলতা তরুলতা-গহনে।

আকাশে চাহিতাম গাহিতাম একাকী,
মনের যত কথা ছিল সেথা লেখা কি?
দিবস নিশি ধরে' ধ্যান করে' তাহারে
নীলিমা-পরপার পাব তার দেখা কি?
তটিনী অনুখণ ছোটে কোন্ পাথারে,
আমি যে গান গাই তারি ঠাঁই শেখা কি?

বিরহে তারি নাম শুনিতাম পবনে,
তাহারি সাথে থাকা মেঘে ঢাকা ভবনে।
পাতার মরমর কলেবর হরষে;
তাহারি পদধ্বনি যেন গণি কাননে।
মুকুল সুকুমার যেন তার পরশে,
চাঁদের চোখে ক্ষুধা তারি সুধা- স্বপনে।

করুণা অনুখণ প্রাণ মন ভরিত,
ঝরিলে ফুলদল চোখে জল ঝরিত।
পবন হুহু ক'রে করিত রে হাহাকার,
ধরার তরে যেন মোর প্রাণ ঝুরিত!
হেরিলে দুখে শোকে কারো চোখে আঁখিধার,
তোমারি আঁখি কেন মনে যেন পড়িত!

শিশুরে কোলে নিয়ে জুড়াইয়ে যেত বুক,
আকাশে বিকশিত' তোরি মত স্নেহ-মুখ।
দেখিলে আঁখি রাঙা পাখা-ভাঙা পাখীটি
"আহাহা" ধ্বনি তোর প্রাণে মোর দিত দুখ।
মুছালে দুখনীর দুখিনীর আঁখিটি,
জাগিত মনে ত্বরা দয়াভরা তোর মুখ।

সারাটা দিনমান রচি গান কত না!
তোমারি পাশে রহি' যেন কহি বেদনা।
কানন মরমরে কত স্বরে কহিত,
ধ্বনিত' যেন দিশে তোমারি সে রচনা।
সতত দূরে কাছে আগে পাছে বহিত
তোমারি যত কথা পাতা-লতা ঝরণা।

তোমারে আঁকিতাম, রাখিতাম ধরিয়া
বিরহ-ছায়াতল সুশীতল করিয়া।
কখন দেখি যেন ম্লানহেন মুখানি,
কখন আঁখিপুটে হাসি উঠে ভরিয়া।
কখন সারারাত ধরি হাত দুখানি
রহি গো বেশবাসে কেশপাশে মরিয়া।

বিরহ সুমধুর হ'ল দূর কেন রে?
মিলন দাবানলে গেল জ্বলে যেন রে!

কই সে দেবী কই, হের ওই একাকার,
শ্মশান-বিলাসিনী বিবাসিনী বিহরে।
নাই গো দয়ামায়া স্নেহছায়া নাহি আর,
সকলি করে ধূধূ প্রাণ শুধু শিহরে।

জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৭।

ক্ষণিক মিলন।

একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া
আসিল সে আমার ভাঙ্গা দ্বার খুলিয়া।
জ্যোৎস্না অনিমিখ, চারিদিক সুবিজন,
চাহিল একবার আঁখি তার তুলিয়া।
দখিণ বায়ুভরে থরথরে কাঁপে বন,
উঠিল প্রাণ মম তারি সম দুলিয়া।

আবার ধীরে ধীরে গেল ফিরে আলসে,
আমার সব হিয়া মাড়াইয়া গেল সে।
আমার যাহা ছিল সব নিল আপনায়,
হরিল আমাদের আকাশের আলো সে।
সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হয়ে যায়,
তাহারি চরণের শরণের লালসে।

যে জন চলিয়াছে তারি পাছে সবে ধায়,
নিখিলে যত প্রাণ যত গান ঘিরে তায়।
সকল রূপ-হার উপহার চরণে,
ধায় গো উদাসিয়া যত হিয়া পায় পায়।
যে জন পড়ে থাকে একা ডাকে মরণে,
সুদূর হতে হাসি আর বাঁশি শোনা যায়।

শবদ নাহি আর, চারিধার প্রাণহীন,
কেবল ধুক্‌ধুক্ করে বুক নিশিদিন।
যেন গো ধ্বনি এই তারি সেই চরণের,
কেবলি বাজে শুনি, তাই গুণি দুই তিন।
কুড়ায়ে সব শেষ, অবশেষ স্মরণের
বসিয়া একজন আনমন উদাসীন।

৯ই ভাদ্র। ১৮৮৯।

নূতন প্রেম।

আবার মোরে পাগল করে'
দিবে কে?
হৃদয় যেন পাষাণ-হেন
বিরাগ-ভরা বিবেকে।
আবার প্রাণে নূতন টানে
প্রেমের নদী
পাষাণ হতে উছল-স্রোতে
বহায় যদি!
আবার দুটি নয়নে লুটি'
হৃদয় হরে' নিবে কে?
আবার মোরে পাগল করে'
দিবে কে?

আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা?
কাহার প্রেমে আসিবে নেমে
স্বরগ হতে করুণা?
নিশীথ-নভে শুনিব কবে
গভীর গান,
যে দিকে চাব দেখিতে পাব
নবীন প্রাণ,
নূতন প্রীতি আনিবে নিতি
কুমারী উষা অরুণা;
আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা?

অনেক দিন পরাণহীন
ধরণী।
বসনাবৃত খাঁচার মত
তামসঘনবরণী।
নাই সে শাখা, নাই সে পাখা,
নাই সে পাতা,
নাই সে ছবি, নাই সে রবি,
নাই সে গাথা;

জীবন চলে আঁধার জলে
আলোকহীন তরণী।
অনেক দিন পরাণহীন
ধরণী!

মায়া-কারায় বিভোর প্রায়
সকলি;
শতেক পাকে জড়ায়ে রাখে
ঘুমের ঘোর শিকলি।
দানব-হেন আছে কে যেন
দুয়ার আঁটি।
কাহার কাছে না জানি আছে
সোণার কাঠি?
পরশ লেগে উঠিবে জেগে
হরষ-রস-কাকলি!
মায়া-কারায় বিভোর প্রায়
সকলি।

দিবে সে খুলি' এ ঘোর ধূলি-
আবরণ।
তাহার হাতে আঁখির পাতে
জগত-জাগা জাগরণ।
সে হাসিখানি আনিবে টানি'
সবার হাসি,
গড়িবে গেহ, জাগাবে স্নেহ,
জীবনরাশি।
প্রকৃতি-বধূ চাহিবে মধু,
পরিবে নব আভরণ,
সে দিবে খুলি' এ ঘোর ধূলি-
আবরণ।

পাগল করে দিবে সে মোরে
চাহিয়া,
হৃদয়ে এসে মধুর হেসে
প্রাণের গান গাহিয়া।
আপনা থাকি ভাসিবে আঁখি
আকুল নীরে;
ঝরণা সম জগৎ, মম
ঝরিবে শিরে;
তাহার বাণী দিবে গো আনি'
সকল বাণী বাহিয়া।
পাগল করে' দিবে সে মোরে
চাহিয়া।

আষাঢ়। ১৮৮৭।

আত্ম সমর্পণ।

আমি এ কেবল মিছে বলি,
শুধু আপনার মন ছলি।
কঠিন বচন শুনায়ে তোমারে
আপন মর্ম্মে জ্বলি।
থাক্ তবে থাক্ ক্ষীণ প্রতারণা,
কি হবে লুকায়ে বাসনা বেদনা,
যেমন আমার হৃদয় পরাণ
তেমনি দেখাব খুলি'।

আমি মনে করি যাই দূরে,
তুমি রয়েছ বিশ্ব জুড়ে'।
যতদূরে যাই ততই তোমার
কাছাকাছি ফিরি ঘুরে।
চোখে চোখে থেকে কাছে নহ তবু,
দূরেতে থেকেও দূর নহ কভু,
সৃষ্টি ব্যাপিয়া, রয়েছ তবুও
আপন অন্তঃপুরে।

আমি যেমনি করিয়া চাই,
আমি যেমনি করিয়া গাই,
বেদনাবিহীন ওই হাসিমুখ
সমান দেখিতে পাই।
ওই রূপরাশি আপনা বিকাশি'
রয়েছে পূর্ণ গৌরবে ভাসি,'
আমার ভিখারী প্রাণের বাসনা
হোথায় না পায় ঠাঁই।

শুধু ফুটন্ত ফুল মাঝে
দেবি, তোমার চরণ সাজে।
অভাব-কঠিন মলিন মর্ত্ত
কোমল চরণে বাজে।
জেনে শুনে তবু কি ভ্রমে ভুলিয়া
আপনারে আমি এনেছি তুলিয়া,
বাহিরে আসিয়া দরিদ্র আশা
লুকাতে চাহিছে লাজে।

তবু থাক্ প'ড়ে ওইখানে,
চেয়ে' তোমার চরণ পানে।
যা' দিয়েছি তাহা গেছে চিরকাল
আর ফিরিবে না প্রাণে।
তবে ভাল করে' দেখ একবার
দীনতা-হীনতা যা আছে আমার,
ছিন্ন মলিন অনাবৃত হিয়া
অভিমান নাহি জানে।

তবে লুকাব না আমি আর
এই ব্যথিত হৃদয়ভার।
আপনার হাতে চাব না রাখিতে
আপনার অধিকার।
বাঁচিলাম প্রাণে তেয়াগিয়া লাজ,
বদ্ধ বেদনা ছাড়া পেলে আজ,
আশা নিরাশায় তোমারি যে আমি
জানাইনু শতবার।

১১ই ভাদ্র। ১৮৮৯।

নিস্ফল কামনা।

বৃথা এ ক্রন্দন!
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা!

রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার আকাশেতে আলো।
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়-বিষাদ-শ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।

দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি!
যে অমৃত লুকান' তোমায়
সে কোথায়!
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমির তলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য শিখা।
তাই চেয়ে আছি।
প্রাণ মন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষা-পারাবারে।
তোমার আঁখির মাঝে, হাসির আড়ালে,
বচনের সুধাস্রোতে,
তোমার বয়ন ব্যাপী
করুণ শান্তির তলে
তোমারে কোথায় পাব
তাই এ ক্রন্দন!

বৃথা এ ক্রন্দন!
হায় রে দুরাশা!
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস্ তাই ভাল,
হাসিটুকু, কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কি দুঃসাহস!
কি আছে বা তোর,
কি পারিবি দিতে!

আছে কি অনন্ত প্রেম?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব?
মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ জনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ,
দুর্গম উদয়-অস্তাচল,
এরি মাঝে পথ করি'
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চির-সহচরে
চির রাত্রি দিন
একা অসহায়?
যে জন আপনি ভীত, কাতর, দুর্ব্বল,
ম্লান, ক্ষুধাতৃষাতুর, অন্ধ, দিশাহারা,
আপন হৃদয় ভারে পীড়িত জর্জ্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চির দিন তরে?

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে,
অতি সঙ্গোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে
শত ঋতু-আবর্ত্তনে
বিশ্ব জগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখ তার সৌন্দর্য্য বিকাশ,
মধু তার কর তুমি পান,
ভালবাস,' প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে!
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।
শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে!
চল ধীরে ঘরে ফিরে যাই!

১৩ অগ্রহায়ণ। ১৮৮৭।

সংশয়ের আবেগ।

ভালবাস কি না বাস বুঝিতে পারিনে,
তাই কাছে থাকি।
তাই তব মুখপানে রাখিয়াছি মেলি'
সর্ব্বগ্রাসী আঁখি।
তাই সারা রাত্রিদিন শ্রান্তিতৃপ্তিনিদ্রাহীন
করিতেছি পান
যতটুকু হাসি পাই, যতটুকু কথা,
যতটুকু গান!

তাই কভু ফিরে যাই, কভু ফেলি শ্বাস,
কভু ধরি হাত,
কখনো কঠিন কথা কখনো সোহাগ,
কভু অশ্রুপাত;
তুলি ফুল দেব বলে,' ফেলে দিই ভূমিতলে
করি খান্ খান্।
কখনো আপন মনে আপনার সাথে
করি অভিমান।

জানি যদি ভালবাস চির-ভালবাসা,
জনমে বিশ্বাস,
যেথা তুমি যেতে বল সেথা যেতে পারি,
ফেলিনে নিঃশ্বাস।
তরঙ্গিত এ হৃদয় তরঙ্গিত সমুদয়
বিশ্ব চরাচর
মুহূর্ত্তে হইবে শান্ত, টলমল প্রাণ
পাইবে নির্ভর।

বাসনার তীব্র জ্বালা দূর হয়ে যাবে,
যাবে অভিমান,
হৃদয়-দেবতা হবে, করিব চরণে
পুষ্প অর্ঘ্য দান।

দিবানিশি অবিরল লয়ে শ্বাস অশ্রুজল
লয়ে' হাহুতাশ
চির ক্ষুধাতৃষা লয়ে আঁখির সম্মুখে
করিব না বাস।

তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে,
মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
সংসারের পথে।
দূরে যাবে ভয় লাজ, সাধিব আপন কাজ
শতগুণ বলে,
বাড়িবে আমার প্রেম পেয়ে তব প্রেম,
দিব তা' সকলে।

নহে ত আঘাত কর কঠোর কঠিন
কেঁদে যাই চলে' !
কেড়ে লও বাহু তব, ফিরে লও আঁখি,
প্রেম দাও দলে'।
কেন এ সংশয়-ডোরে বাঁধিয়া রেখেছ মোরে,
বহে যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে,—প্রেম নহে ফাঁকি
প্রাণ নহে খেলা।
১৫ই অগ্রহায়ণ। ১৮৮৭।

বিচ্ছেদের শান্তি।

সেই ভাল, তবে তুমি যাও!
তবে আর কেন মিছে করুণ-নয়নে
আমার মুখের পানে চাও!
এ চোখে ভাসিছে জল, এ শুধু মায়ার ছল,
কেন কাঁদি তাও নাহি জানি।
নীরব আঁধার রাতি, তারকার ম্লান ভাতি,
মোহ আনে বিদায়ের বাণী।
নিশিশেষে দিবালোকে এ জল রবে না চোখে
শান্ত হবে অধীর হৃদয়,
জাগ্রত জগত মাঝে ধাইব আপন কাজে
কাঁদিবার রবে না সময়।

দেখেছি অনেক দিন বন্ধন হয়েছে ক্ষীণ
ছেঁড় নাই করুণার বশে।
গানে লাগিত না সুর, কাছে থেকে ছিলে দূর,
যাও নাই কেবল আলসে।
পরাণ ধরিয়া তবু পারিতাম না ত কভু
তোমা ছেড়ে' করিতে গমন।
প্রাণপণে কাছে থাকি' দেখিতাম মেলি আঁখি
পলে পলে প্রেমের মরণ।
তুমি ত আপনা হ'তে এসেছ বিদায় ল'তে
সেই ভাল তবে তুমি যাও।
যে প্রেমেতে এত ভয় এত দুঃখ লেগে রয়
সে বন্ধন তুমি ছিঁড়ে দাও।

আমি রহি একধারে, তুমি যাও পরপারে,
মাঝখানে বহুক্ বিস্মৃতি;
একেবারে ভুলে যেয়ো, শত গুণে ভাল সেও,
ভাল নয় প্রেমের বিকৃতি।
কে বলে যায় না ভোলা! মরণের দ্বার খোলা,
সকলেরি আছে সমাপন,
নিবে যায় দাবানল, শুকায় সমুদ্র জল,
থেমে যায় ঝটিকার রণ।
থাকে শুধু মহা শান্তি, মৃত্যুর শ্যামল কান্তি,
জীবনের অনন্ত নির্ঝর,—
শত সুখ দুঃখ দলে' কালচক্র যায় চলে,'
রেখা পড়ে যুগ যুগান্তর।

যেখানে যে এসে পড়ে, আপনার কাজ করে,
সহস্র জীবন মাঝে মিশে,'
কত যায় কত থাকে, কত ভোলে কত রাখে,
চলে' যায় বিষাদে হরিষে।
তুমি আমি যাব দূরে, তবুও জগৎ ঘুরে,
চন্দ্র সূর্য্য জাগে অবিরল,
থাকে সুখ দুঃখ লাজ, থাকে শত শত কাজ,
এ জীবন হয় না নিষ্ফল।

মিছে কেন কাটে কাল, ছিঁড়ে দাও স্বপ্ন জাল,
চেতনার বেদনা জাগাও,—
নূতন আশ্রয় ঠাঁই দেখি পাই কি না পাই,
সেই ভাল তবে তুমি যাও!
১৪ই অগ্রহায়ণ। ১৮৮৭।

তবু।

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি',
সেই পুরাতন প্রেম যদি এককালে
হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি,
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।
তবু মনে রেখো, যদি বড় কাছে থাকি,
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন,
দেখে' না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি,
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।
তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস বিষাদভরে কাটে সন্ধে বেলা,
অথবা শরদ প্রাতে বাধা পড়ে কাজে,
অথবা বসন্ত রাতে থেমে যায় খেলা।
তবু মনে রেখো, যদি মনে পড়ে' আর
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।
১৫ই অগ্রহায়ণ। ১৮৮৭।

একাল ও সেকাল।

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।
গাঢ় ছায়া সারাদিন, মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার পাগলিনী রাধিকার,
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে!

সেদিনো এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া।
এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি তড়িত চকিত দৃষ্টি,
এমনি কাতর হায় রমণীর হিয়া!

বিরহিনী মর্ম্মে মরা মেঘমন্দ্র স্বরে;
নয়নে নিমেষ নাহি, গগনে রহিত চাহি',
আঁকিত প্রাণের আশা জলদের স্তরে।

চাহিত পথিকবধূ শূন্য পথপানে।
মল্লার গাহিত কা'রা, ঝরিত বরষা ধারা,
নিতান্ত বাজিত গিয়া কাতর পরাণে।

যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন;
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ, অযত্ন-শিথিল বেশ;
সেদিনো এমনিতর অন্ধকার দিন।

সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর,
সেই সে শিখির নৃত্য এখনো হরিছে চিত্ত,
ফেলিছে বিরহ ছায়া শ্রাবণ তিমির।

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায় শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা সারানিশি, সারাবেলা,
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটীরে।
২১ বৈশাখ। ১৮৮৮।

আকাঙ্ক্ষা।

আর্দ্র তীব্র পূর্ব্ব বায়ু বহিতেছে বেগে,
ঢেকেছে উদয়পথ ঘননীল মেঘে।
দূরে গঙ্গা, নৌকা নাই, বালু উড়ে যায়,
বসে' বসে' ভাবিতেছি, আজি কে কোথায়!

শুষ্ক পাতা উড়ে পড়ে জনহীন পথে,
বনের উতল রোল আসে দূর হতে।
নীরব প্রভাত পাখী, কম্পিত কুলায়,
মনে জাগিতেছে সদা, আজি সে কোথায়!

কতকাল ছিল কাছে, বলিনিত কিছু,
দিবস চলিয়া গেছে দিবসের পিছু।
কত হাস্য পরিহাস, বাক্য হানাহানি,
তার মাঝে রয়ে' গেছে হৃদয়ের বাণী।

মনে হয় আজ যদি পাইতাম কাছে,
বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে।
বচনে পড়িত নীল জলদের ছায়,
ধ্বনিতে ধ্বনিত' আর্দ্র উতরোল বায়।

ঘনাইত' নিস্তব্ধতা দূর ঝটিকার,
নদীতীরে মেঘে বনে হত একাকার।
এলোকেশ মুখে তার পড়িত নামিয়া,
নয়নে সজল বাষ্প রহিত থামিয়া।

জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা,
অরণ্য-মর্ম্মর সম মর্ম্ম-ব্যাকুলতা,
ইহপরকালব্যাপী সুমহান প্রাণ,
উচ্ছ্বসিত উচ্চ আশা, মহত্ত্বের গান,

বৃহৎ বিষাদ ছায়া, বিরহ গভীর,
প্রচ্ছন্ন হৃদয়রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অধীর,
বর্ণন-অতীত যত অস্ফুট বচন,
নির্জ্জন ফেলিত ছেয়ে মেঘের মতন।

যথা দিবা-অবসানে, নিশীথ নিলয়ে
বিশ্ব দেখা দেয় তার গ্রহ তারা লয়ে,'
হাস্যপরিহাসমুক্ত হৃদয়ে আমার
দেখিত সে অন্তহীন জগত বিস্তার।

নিম্নে শুধু কোলাহল, খেলাধুলা, হাস,
উপরে নির্লিপ্ত শান্ত অন্তর আকাশ।
আলোকেতে দেখ শুধু ক্ষণিকের খেলা,
অন্ধকারে আছি আমি অসীম একেলা।

কতটুকু ক্ষুদ্র মোরে দেখে' গেছে চলে,'
কত ক্ষুদ্র সে বিদায় তুচ্ছ কথা বলে'!
কল্পনার সত্য রাজ্য দেখাইনি তারে,
বসাইনি এ নির্জ্জন আত্মার আঁধারে।

এ নিভৃতে, এ নিস্তব্ধে, এ মহত্ত্ব মাঝে
দুটি চিত্ত চিরনিশি যদি'রে বিরাজে,
হাসিহীন শব্দশূন্য ব্যোম দিশাহারা,
প্রেমপূর্ণ চারি চক্ষু জাগে চারি তারা!

শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই, বাধা নাই পথে,
জীবন ব্যাপিয়া যায় জগতে জগতে,
দুটি প্রাণতন্ত্রী হতে পূর্ণ একতানে
উঠে গান অসীমের সিংহাসন পানে।

২০ বৈশাখ। ১৮৮৮।

নিষ্ঠুর সৃষ্টি।

মনে হয় সৃষ্টি বুঝি বাঁধা নাই নিয়ম-নিগড়ে,
আনাগোনা মেলামেশা সবি অন্ধ দৈবের ঘটনা।
এই ভাঙ্গে, এই গড়ে, এই উঠে, এই পড়ে,
কেহ নাহি চেয়ে দেখে কার কোথা বাজিছে বেদনা।

মনে হয়, যেন ওই অবারিত শূন্যতলপথে
অকস্মাৎ আসিয়াছে সৃজনের বন্যা ভয়ানক;
অজ্ঞাত শিখর হতে সহসা প্রচণ্ড স্রোতে
ছুটে' আসে সূর্য্য চন্দ্র, ধেয়ে' আসে লক্ষ কোটি লোক।

কোথাও পড়েছে আলো, কোথাও বা অন্ধকার নিশি,
কোথাও সফেন শুভ্র, কোথাও বা আবর্ত্ত আবিল,
সৃজনে প্রলয়ে মিশি' আক্রমিছে দশদিশি,
অনন্ত প্রশান্ত শূন্য তরঙ্গিয়া করিছে ফেনিল।

মোরা শুধু খড়কুটো স্রোতোমুখে চলিয়াছি ছুটি,'
অর্দ্ধ পলকের তরে কোথাও দাঁড়াতে নাহি ঠাঁই।
এই ডুবি, এই উঠি, ঘুরে' ঘুরে' পড়ি লুটি,'
এই যারা কাছে আসে, এই তারা কাছাকাছি নাই।

সৃষ্টি-স্রোত-কোলাহলে বিলাপ শুনিবে কেবা কার!
আপন গর্জ্জনে বিশ্ব আপনারে করেছে বধির।
শত কোটি হাহাকার কলধ্বনি রচে তার,
পিছু ফিরে চাহিবার কাল নাই, চলেছে অধীর।

হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানব হৃদয়,
খসিয়া পড়িলি কোন্ নন্দনের তটতরু হতে ?
যার লাগি সদা ভয়, পরশ নাহিক সয়,
কে তারে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে ?

তুমি কি শুনিছ বসি হে বিধাতা, হে অনাদি কবি,
ক্ষুদ্র এ মানব শিশু রচিতেছে প্রলাপ জল্পনা ?
সত্য আছে স্তব্ধ ছবি যেমন উষার রবি,
নিয়ে তারি ভাঙ্গেগড়ে মিথ্যা যত কুহক কল্পনা।

১৩ বৈশাখ। ১৮৮৮।

প্রকৃতির প্রতি।

শত শত প্রেমপাশে টানিয়া হৃদয়
এ কি খেলা তোর ?
ক্ষুদ্র এ কোমল প্রাণ, ইহারে বাঁধিতে
কেন এত ডোর ?
ঘুরে' ফিরে' পলে পলে ভালবাসা নিস্ ছলে,
ভাল না বাসিতে চাস্ হায় মনোচোর !

শূন্যক্ষেত্রে নিশিদিন আপনার মনে
কৌতুকের খেলা।
বুঝিতে পারিনে তোর কারে ভালবাসা
কারে অবহেলা !
প্রভাতে যাহার পর বড় স্নেহ সমাদর,
বিস্মৃত সে ধূলিতলে সেই সন্ধেবেলা।

তবু তোরে ভালবাসি, পারিনে ভুলিতে
অয়ি মায়াবিনী !
স্নেহহীন আলিঙ্গন জাগায় হৃদয়ে
সহস্র রাগিণী।
এই সুখে দুঃখে শোকে বেঁচে আছি দিবালোকে,
নাহি চাহি হিমশান্ত অনন্ত যামিনী।

আপনি নাহিক জান আপনার সীমা,
রহস্য আপন।
তাই, অন্ধ রজনীতে যবে সপ্তলোক
নিদ্রায় মগন,
চুপি চুপি কৌতুহলে দাঁড়াস্ আকাশতলে,
জ্বালাইয়া শত লক্ষ নক্ষত্র কিরণ।

আধ ঢাকা আধ খোলা ওই তোর মুখ
রহস্য নিলয়,
প্রেমের বেদনা আনে হৃদয়ের মাঝে
সঙ্গে আনে ভয়।
বুঝিতে পারিনে তব কত ভাব নব নব,
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রাণ পরিপূর্ণ হয়।

প্রাণ মন পসারিয়া ধাই তোর পানে
নাহি দিস্ ধরা।
দেখা যায় মৃদু মধু কৌতুকের হাসি,
অরুণ অধরা।
যদি চাই দূরে যেতে কত ফাঁদ থাক পেতে,
কত ছল কত বল চপলা মুখরা !

তবে ত করেছ বশ এমনি করিয়া
অসংখ্য পরাণ।
যুগযুগান্তর ধরে' রয়েছে নূতন
মধুর বয়ান।
সাজি' শত মায়া-বাসে আছ সকলেরি পাশে,
তবু আপনারে কা'রে কর নাই দান।

যত অন্ত নাহি পাই তত জাগে মনে
মহা রূপরাশি ;
তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা,
যত কাঁদি হাসি।
যত তুই দূরে যাস্ তত প্রাণে লাগে ফাঁস,
যত তোরে নাহি বুঝি তত ভালবাসি।

১৫ই বৈশাখ। ১৮৮৮।

কুহুধ্বনি।

প্রখর মধ্যাহ্ন তাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে
বাষ্পশিখা অনল-শ্বসনা।

অন্বেষিয়া দশ দিশা যেন ধরণীর তৃষা
মেলিয়াছে লেলিহা রসনা।
ছায়া মেলি' সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন চারি
সিসু গাছ পাণ্ডু-কিশলয়,
নিম্ববৃক্ষ ঘনশাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা,
আম্রবন তাম্র ফলময়।
গোলক চাঁপার ফুলে গন্ধের হিল্লোল তুলে,
বন হতে আসে বাতায়নে,
ঝাউগাছ ছায়হীন নিঃশ্বসিছে উদাসীন
শূন্যে চাহি আপনার মনে।
দূরান্ত প্রান্তর শুধু তপনে করিছে ধূ ধূ,
বাঁকা পথ শুষ্ক তপ্তকায়া;
তারি প্রান্তে উপবন, মৃদুমন্দ সমীরণ,
ফুল গন্ধ, শ্যামস্নিগ্ধ ছায়া।
ছায়ায় কুটীরখানা দু'ধারে বিছায়ে ডানা
পক্ষীসম করিছে বিরাজ;
তারি তলে সবে মিলি,' চলিতেছে নিরিবিলি
সুখে দুঃখে দিবসের কাজ।
কোথা হতে নিদ্রাহীন রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ দিন
কোকিল গাহিছে কুহুস্বরে।
সেই পুরাতন তান প্রকৃতির মর্ম্ম গান
পশিতেছে মানবের ঘরে।

বসি' আঙ্গিনার কোণে গম ভাঙ্গে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি;
বাঁধা কূপ, তরুতল, বালিকা তুলিছে জল,
খরতাপে ম্লান মুখখানি।
দূরে নদী, মাঝে চর, বসিয়া মাচার পর
শস্যক্ষেত আগলিছে চাষী;
রাখাল শিশুরা জুটে' নাচে গায় খেলে ছুটে;
দূরে তরী চলিয়াছে ভাসি।
কত কাজ কত খেলা, কত মানবের মেলা,
সুখ দুঃখ ভাবনা অশেষ,
তারি মাঝে কুহুস্বর একতান সকাতর
কোথা হতে লভিছে প্রবেশ!
নিখিল করিছে মগ্ন জড়িত মিশ্রিত ভগ্ন
গীতহীন কলরব কত,
পড়িতেছে তারি পর পরিপূর্ণ সুধাস্বর
পরিস্ফুট পুষ্পটির মত।
এত কাণ্ড, এত গোল, বিচিত্র এ কলরোল
সংসারের আবর্ত্ত-বিভ্রমে,
তবু সেই চিরকাল অরণ্যের অন্তরাল
কুহুধ্বনি ধ্বনিছে পঞ্চমে।
যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে
যেন কোন্ সরলা সুন্দরী,
যেন সেই রূপবতী সঙ্গীতের সরস্বতী
সম্মোহন বীণা করে ধরি'।
সুকুমার কর্ণে তার ব্যথা দেয় অনিবার
গণ্ডগোল দিবসে নিশীথে;
জটিল সে ঝঙ্কনায় বাঁধিয়া তুলিতে চায়
সৌন্দর্য্যের সরল সঙ্গীতে।
তাই ওই চিরদিন ধ্বনিতেছে শ্রান্তিহীন
কুহুতান, করিছে কাতর;
সঙ্গীতের ব্যথা বাজে, মিশিয়াছে তার মাঝে
করুণার অনুনয় স্বর।

কেহ ব'সে গৃহ মাঝে, কেহ বা চলেছে কাজে,
কেহ শোনে, কেহ নাহি শোনে,
তবুও সে কি মায়ায় ওই ধ্বনি থেকে যায়
বিশ্বব্যাপী মানবের মনে।
তবু যুগ যুগান্তর মানব জীবনস্তর
ওই গানে আর্দ্র হয়ে আসে;
কত কোটি কুহুতান মিশায়েছে নিজ প্রাণ
জীবের জীবন-ইতিহাসে।
সুখে দুঃখে উৎসবে গান উঠে কলরবে
বিরল গ্রামের মাঝখানে,
তারি সাথে সুধাস্বরে মিশে ভালবাসাভরে
পাখী গানে মানবের গানে।
কোজাগর পূর্ণিমায় শিশু শূন্যে হেসে চায়,
ঘিরে হাসে জনক জননী,
সুদূর বনান্ত হতে দক্ষিণ সমীর স্রোতে
ভেসে আসে কুহু কুহুধ্বনি।
প্রচ্ছায় তমসাতীরে শিশু কুশলব ফিরে,
সীতা হেরে বিষাদে হরিষে,

যন সহকারশাথে মাঝে মাঝে পিক ডাকে,
কুহুতানে করুণা বরিষে।
লতাকুঞ্জে তপোবনে বিজনে দুষ্মন্তসনে
শকুন্তলা লাজে থরথর,
তখন সে কুহু ভাষা রমণীর ভালবাসা
করেছিল সুমধুরতর।
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তাই অতীতের মাঝে ধাই,
শুনিয়া আকুল কুহুরব।
বিশাল মানব প্রাণ মোর মাঝে বর্ত্তমান,
দেশ কাল করি অভিভব।
অতীতের দুঃখ সুখ, দূরবাসী প্রিয় মুখ,
শৈশবের স্বপ্নশ্রুত গান,
ওই কুহুমন্ত্র বলে জাগিতেছে দলে দলে,
লভিতেছে নূতন পরাণ।

২২ বৈশাখ। ১৮৮৮।

পত্র।

(বাসস্থান পরিবর্ত্তন উপলক্ষে।)

বন্ধুবর,
দক্ষিণে বেঁধেছি নীড়, চুকেছে লোকের ভীড় ;
বকুনীর বিড়্ বিড়্ গেছে থেমে-থুমে।
আপনারে করে' জড় কোণে বসে' আছি দড়,
আর সাধ নেই বড় আকাশ-কুসুমে!
সুখ নেই আছে শান্তি, ঘুচেছে মনের ভ্রান্তি,
"বিমুখা বান্ধবা যান্তি" বুঝিয়াছি সার ;
কাছে থেকে কাটে সুখে গন্ন ও গুড়ুক ফুঁকে,
গেলে দক্ষিণের মুখে দেখা নেই আর!
কাজ কি এ মিছে নাট, তুলেছি দোকান-হাট,
গোলমাল চণ্ডিপাঠ আছি ভাই ভুলি' !
তবু কেন খিটিমিটি, মাঝে মাঝে কড়া চিঠি,
থেকে থেকে দু-চারিটি চোখা-চোখা বুলি!
"পেটে খেলে পিঠে সয়" এইত প্রবাদে কয়,
ভুলে যদি দেখা হয় তবু সয়ে' থাকি।
হাত করে নিশ্‌পিশ্‌ মাঝে রেখে পোষ্টাপিশ,
ছাড় শুধু দশ বিশ শব্দভেদী ফাঁকি!

বিষম উৎপাৎ এ কি! হায় নারদের ঢেঁকি!
শেষকালে এযে দেখি ঝগড়ার মত!
মেলা কথা হল জমা, এইখানে দিই comma,
আমার স্বভাব ক্ষমা, নির্ব্বিবাদ ব্রত।
কেদারার পরে চাপি' ভাবি শুধু ফিলজাফি,
নিতান্তই চুপিচাপি মাটির মানুষ।
লেখা ত লিখেছি ঢের, এখন পেয়েছি টের
সে কেবল কাগজের রঙিন্ ফানুষ।
আঁধারের কূলে কূলে ক্ষীণশিখা মরে ছলে,
পথিকেরা মুখ তুলে চেয়ে দেখে তাই।
নকল-নক্ষত্র হায় ধ্রুবতারা পানে ধায়,
ফিরে আসে এ ধরায় একরত্তি ছাই।
সবারে সাজেনা ভাল,— হৃদয়ে স্বর্গের আলো ;
আছে যার, সেই জালো আকাশের ভালে ;
মাটির প্রদীপ যার নিভে নিভে বারবার,
সে দীপ জলুক্ তার গৃহের আড়ালে!
যারা আছে কাছাকাছি তাহাদের নিয়ে' আছি,
শুধু ভালবেসে' বাঁচি বাঁচি যত কাল।
আশ কভু নাহি মেটে ভূতের বেগার খেটে',
কাগজে আঁচড় কেটে' সকাল বিকাল।
কিছু নাহি করি দাওয়া, ছাতে বসে খাই হাওয়া,
যতটুকু পড়ে'-পাওয়া ততটুকু ভাল ;
যারা মোরে ভালবাসে ঘুরে' ফিরে' কাছে আসে,
হাসিখুসি আশেপাশে নয়নের আলো।
বাহবা যে জন চায় বসে' থাক্ চৌমাথায়,
নাচুক্ তৃণের প্রায় পথিকের স্রোতে!
পরের মুখের বুলি ভরুক ভিক্ষার ঝুলি,
নাই চাল নাই চুলি ধূলির পর্ব্বতে!
বেড়ে যায় দীর্ঘ ছন্দ, লেখনী না হয় বন্ধ,
বক্তৃতার নাম গন্ধ পেলে রক্ষে নেই!
ফেনা ঢোকে নাকে-চোখে, প্রবল মিলের ঝোঁকে
ভেসে যাই এক রোখে বুঝি দক্ষিণেই!
বাহিরেতে চেয়ে' দেখি, দেবতা-দুর্য্যোগ এ কি!
বসে বসে লিখিতে কি আর সরে মন!
আর্দ্র বায়ু বহে বেগে, গাছপালা ওঠে জেগে,
ঘনঘোর স্নিগ্ধ মেঘে আঁধার গগন।

বেলা যায়, বৃষ্টি বাড়ে, বসি' আলিশার আড়ে
ভিজে কাক ডাক ছাড়ে মনের অসুখে।
রাজপথ জনহীন, শুধু পান্থ দুই তিন
ছাতার ভিতরে লীন ধায় গৃহমুখে।
বৃষ্টি-ঘেরা চারিধার, ঘনশ্যাম অন্ধকার,
ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ, আর ঝরঝর পাতা।
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে আষাঢ়ের গাথা।
পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার,
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ।
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল,
আর, দুটি ছল ছল নলিন নয়ন।
এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে' মন যেতে চায়।
বিজন যমুনা কূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিরহ ব্যথায়।
দোহাই কল্পনা তোর, ছিন্ন কর্ মায়া-ডোর,
কবিতায় আর মোর নাই কোন দাবী;
বিরহ, বকুল, আর বৃন্দাবন স্তূপাকার,
সে গুলো চাপাই কার স্কন্ধে, তাই ভাবি!
এখন ঘরের ছেলে বাঁচি ঘরে ফিরে গেলে,
দুদণ্ড সময় পেলে নাবার খাবার।
কলম হাঁকিয়ে ফেরা সকল রোগের সেরা,
তাই কবি মানুষেরা অস্থিচর্ম্মসার।
কলমের গোলামীটা আর নাহি লাগে মিঠা,
তার চেয়ে দুধ-ঘিটা বহু গুণে শ্রেয়!
সাঙ্গ করি এইখানে; শেষে বলি কানে কানে,
পুরাণো বন্ধুর পানে মুখ তুলে' চেয়ো!

বৈশাখ। ১৮৮৭

সিন্ধু তরঙ্গ।

(পুরী-তীর্থযাত্রী তরণীর নিমজ্জন উপলক্ষে)

দোলেরে প্রলয় দোলে অকূল সমুদ্র কোলে,
উৎসব ভীষণ!
শত পক্ষ ঝাপটিয়া বেড়াইছে দাপটিয়া
দুর্দ্দম পবন।
আকাশ সমুদ্র সাথে প্রচণ্ড মিলনে মাতে,
অখিলের আঁখিপাতে আবরি তিমির।
বিদ্যুৎ চমকে ত্রাসি,' হা হা করে ফেণরাশি,
তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড়-প্রকৃতির।
চক্ষুহীন কর্ণহীন গেহহীন স্নেহহীন
মত্ত দৈত্যগণ
মরিতে ছুটেছে কোথা, ছিঁড়েছে বন্ধন।

হারাইয়া চারিধার নীলাম্বুধি অন্ধকার
কল্লোলে, ক্রন্দনে,
রোষে, ত্রাসে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, অট্টরোলে, অট্টহাসে,
উন্মাদ গর্জ্জনে,
ফাটিয়া ফুটিয়া উঠে, চূর্ণ হয়ে' যায় টুটে'
খুঁজিয়া মরিছে ছুটে' আপনার কূল
যেন রে পৃথিবী ফেলি বাসুকী করিছে কেলি
সহস্রৈক ফণা মেলি, আছাড়ি লাঙ্গুল।
যেন রে তরল নিশি টলমলি দশদিশি
উঠেছে নড়িয়া,—
আপন নিদ্রার জাল ফেলিছে ছিঁড়িয়া।

নাই সুর, নাই ছন্দ, অর্থহীন, নিরানন্দ
জড়ের নর্ত্তন!
সহস্র জীবনে বেঁচে' ওই কি উঠেছে নেচে'
প্রকাণ্ড মরণ?
জল বাষ্প বজ্র বায়ু লভিয়াছে অন্ধ আয়ু,
নূতন জীবন স্নায়ু টানিছে হতাশে,
দিগ্বিদিক্ নাহি জানে, বাধা বিঘ্ন নাহি মানে
ছুটেছে প্রলয়পানে আপনারি ত্রাসে।
হের, মাঝখানে তারি আটশত নরনারী
বাহু বাঁধি' বুকে,
প্রাণে আঁকড়িয়া প্রাণ, চাহিয়া সম্মুখে।

তরণী ধরিয়া ঝাঁকে, রাক্ষসী ঝটিকা হাঁকে
"দাও, দাও, দাও!"
সিন্ধু ফেনোচ্ছল ছলে কোটি ঊর্দ্ধকরে বলে
"দাও, দাও, দাও!"
বিলম্ব দেখিয়া রোষে ফেনায়ে' ফেনায়ে' ফোঁসে,
নীল মৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হয়ে' উঠে।

ক্ষুদ্র তরী গুরুভার সহিতে পারে না আর
লৌহবক্ষ ওই তার যায় বুঝি টুটে'!
অধো ঊর্দ্ধ এক হয়ে' ক্ষুদ্র এ খেলেনা লয়ে'
খেলিবারে চায়।
দাঁড়াইয়া কর্ণধার তরীর মাথায়।

নরনারী কম্পমান ডাকিতেছে ভগবান্,
হায় ভগবান!
দয়া কর,' দয়া কর,' উঠিছে কাতর স্বর,
রাখ' রাখ' প্রাণ!
কোথা সেই পুরাতন রবি শশি তারাগণ,
কোথা আপনার ধন ধরণীর কোল!
আজন্মের স্নেহসার কোথা সেই ঘরদ্বার!
পিশাচী এ বিমাতার হিংস্র উতরোল!
যে দিকে ফিরিয়া চাই পরিচিত কিছু নাই,
নাই আপনার;
সহস্র করাল মুখ সহস্র আকার।

নাই তুমি, ভগবান্, নাই দয়া, নাই প্রাণ,
জড়ের বিলাস!
ভয় দেখে' ভয় পায়, শিশু কাঁদে উভরায়;
নিদারুণ হায় হায় থামিল চকিতে।
নিমেষেই ফুরাইল, কখন্ জীবন ছিল
কখন্ জীবন গেল নারিল লখিতে।
যেন রে একই ঝড়ে নিবে গেল একত্তরে
শত দীপ-আলো,
চকিতে সহস্র গৃহে আনন্দ ফুরালো!

প্রাণহীন এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা,
না জানে আপন।
এর মাঝে কেন রয় ব্যথা-ভরা স্নেহময়
মানবের মন!
মা কেন রে এইখানে, শিশু চায় তার পানে,
ভাই সে ভায়ের টানে কেন পড়ে বুকে!
মধুর রবির করে কত ভালবাসাভরে
কত দিন খেলা করে কত সুখে দুখে!

কেন করে টল্‌মল ছুটি ছোট অশ্রুজল,
সকরুণ আশা!
দীপশিখা সম কাঁপে ভীত ভালবাসা।

এমন জড়ের কোলে কেমনে নির্ভয়ে দোলে
নিখিল মানব!
সব সুখ সব আশ কেন নাহি করে গ্রাস
মরণ দানব!
ওই যে জন্মের তরে জননী ঝাঁপিয়ে পড়ে
কেন বাঁধে বক্ষোপরে সন্তান আপন!
মরণের মুখে ধায়, সেথাও দিবে না তায়,
কাড়িয়া রাখিতে চায় হৃদয়ের ধন!
আকাশেতে পারাবারে দাঁড়ায়েছে এক ধারে
একধারে নারী,
দুর্ব্বল শিশুটি তার কে লইবে কাড়ি?

এ বল কোথায় পেলে! আপন কোলের ছেলে
এত করে' টানে!
এ নিষ্ঠুর জড়-স্রোতে প্রেম এল কোথা হতে
মানবের প্রাণে!
নৈরাশ্য কভু না জানে, বিপত্তি কিছু না মানে
অপূর্ব্ব অমৃত পানে অনন্ত নবীন
এমন মায়ের প্রাণ যে বিশ্বের কোনখান্
তিলেক পেয়েছে স্থান সে কি মাতৃহীন?
এ প্রলয়-মাঝখানে অবলা জননী প্রাণে
স্নেহ মৃত্যুজয়ী;
এ স্নেহ জাগায়ে রাখে কোন্ স্নেহময়ী?

পাশাপাশি একঠাই দয়া আছে, দয়া নাই,
বিষম সংশয়।
মহাশঙ্কা মহা আশা একত্র বেঁধেছে বাসা
এক সাথে রয়।
কেবা সত্য, কেবা মিছে, নিশিদিন আকুলিছে
কভু ঊর্দ্ধে কভু নীচে টানিছে হৃদয়।
জড় দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিক মানে,
প্রেম এসে কোলে টানে দূর করে ভয়।

এ কি ছুই দেবতার ছ্যাত খেলা অনিবার
ভাঙ্গাগড়াময় ?
চিরদিন অন্তহীন জয়পরাজয় ?

আষাঢ়। ১৮৮৭।

—

শ্রাবণের পত্র।

বন্ধু হে,
পরিপূর্ণ বরষায় আছি তব ভরষায়
কাজ কর্ম্ম কর সায়, এস চট্‌পট্‌!
শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য, তুমি কর ডেপুটিত্ব,
একা পড়ে' মোর চিত্ত করে ছট্‌ফট্‌!
যখন্ যা সাজে ভাই তখন্ করিবে তাই,
কালাকাল মানা নাই কলির বিচার!
শ্রাবণে ডিপুটি-পনা এ ত কভু নয় সনা-
তন প্রথা, এ যে অনা-সৃষ্টি অনাচার!
ছুটি লয়ে কোন মতে, পোট্‌ম্যান্টো তুলি রথে,
সেজেগুজে রেলপথে কর অভিসার!
লয়ে দাড়ি, লয়ে হাসি, অবতীর্ণ হও আসি,
রুধিয়া জানালা শাসি বসি একবার!
বজ্ররবে সচকিত কাঁপিবে গৃহের ভিৎ,
পথে শুনি কদাচিৎ চক্র খড়খড়্!
হারেরে ইংরাজ-রাজ, এ সাধে হানিলি বাজ,
শুধু কাজ—শুধু কাজ, শুধু ধড়্ ফড়্!
আম্‌লা-শাম্‌লা স্রোতে ভাসাইলি এ ভারতে,
যেন নেই ত্রিজগতে হাসি গল্প গান!
নেই বাঁশি, নেই বঁধু, নেই রে যৌবন-মধু,
মুচেছে পথিকবধূ সজল নয়ান।
যেনরে সরম টুটে' কদম্ব আর না ফুটে,
কেতকী শিহরি উঠে করে না আকুল!
কেবল জগৎটাকে জড়ায়ে সহস্র পাকে
গবর্মেণ্ট পড়ে থাকে বিরাট বিপুল।
বিষম রাক্ষস ওটা, মেলিয়া আপিষ-কোটা
গ্রাস করে গোটা গোটা বন্ধু বান্ধবেরে,
বৃহৎ বিদেশে দেশে কে কোথা তলায় শেষে,
কোথাকার সর্ব্বনেশে সর্ব্বিসের ফেরে!

এদিকে বাদর ভরা, নবীন শ্যামল ধরা,
নিশি দিন জল-ঝরা' সঘন গগন,
এ দিকে ঘরের কোণে বিরহিনী বাতায়নে
দিগন্তে তমালবনে নয়ন মগন।
হেঁটমুণ্ড করি হেঁট্ মিছে কর agitate,
খালি রেখে খালি পেট ভরিছ কাগজ,
এদিকে যে গোরা মিলে' কালা বন্ধু লুটে নিলে,
তার বেলা কি করিলে নাই কোন খোঁজ!
দেখিছ না আঁখি খুলে' ম্যাঞ্চেষ্টর লিভারপুলে
দেশি শিল্প জলে গুলে করিল finish!
"আষাঢ়ে গল্প" সে কই! সেও বুঝি গেল ওই
আমাদের নিতান্তই দেশের জিনিষ!
তুমি আছ কোথা গিয়া, আমি আছি শূন্য হিয়া,
কোথায় বা সে তাকিয়া শোকতাপহরা!
সে তাকিয়া—গল্পগীতি সাহিত্য চর্চ্চার স্মৃতি
কত হাসি কত প্রীতি কত তুলো-ভরা!
কোথায় সে যদুপতি, কোথা মথুরার গতি,
অথ, চিন্তা করি ইতি কুরু মনস্থির,
মায়াময় এ জগৎ নহে সৎ নহে সৎ,
যেন পদ্মপত্রবৎ, তদুপরি নীর।
অতএব ত্বরা করে' উত্তর লিখিবে মোরে,
সর্ব্বদা নিকটে ঘোরে কাল সে করাল।
(সুধী তুমি ত্যজি নীর গ্রহণ করিয়ো ক্ষীর)
এই তত্ত্ব এ চিঠির জানিয়ো moral।

শ্রাবণ। ১৮৮৭।

—

নিষ্ফল প্রয়াস।

ওই যে সৌন্দর্য্য লাগি' পাগল ভুবন,
ফুটন্ত অধর প্রান্তে হাসির বিলাস,
গভীর তিমির মগ্ন আঁখির কিরণ,
লাবণ্য তরঙ্গভঙ্গ গতির উচ্ছ্বাস,
যৌবন ললিত-লতা বাহুর বন্ধন,
এরা ত তোমারে ঘিরে আছে অনুক্ষণ,
তুমি কি পেয়েছ নিজ সৌন্দর্য্য-আভাস?
মধুরাতে ফুলপাতে করিয়া শয়ন
বুঝিতে পার কি নিজ মধু আলিঙ্গন?

আপনার প্রস্ফুটিত তনুর উল্লাস
আপনারে করেছে কি মোহ-নিমগন ?
তবে মোরা কি লাগিয়া করি হা হতাশ !
দেখ শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন ;
রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস !

১৮ অগ্রহায়ণ। ১৮৮৭।

—

হৃদয়ের ধন।

কাছে যাই, ধরি হাত, বুকে লই টানি',—
তাহার সৌন্দর্য্য লয়ে আনন্দে মাখিয়া
পূর্ণ করিবারে চাহি মোর দেহখানি,
আঁখিতলে বাহুপাশে কাড়িয়া রাখিয়া !
অধরের হাসি ল'ব করিয়া চুম্বন,
নয়নের দৃষ্টি ল'ব নয়নে আঁকিয়া,
কোমল পরশখানি করিয়া বসন
রাখিব দিবসনিশি সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া !

নাই—নাই—কিছু নাই—শুধু অন্বেষণ !
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে ?

১৮ অগ্রহায়ণ। ১৮৮৭।

—

নারীর উক্তি।

মিছে তর্ক—থাক্ তবে থাক্ !
কেন কাঁদি বুঝিতে পার না ?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি ? এই মুছিলাম আঁখি
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা !

আমি কি চেয়েছি পায়ে ধরে'
ওই তব আঁখি-তুলে'-চাওয়া,
ওই কথা, ওই হাসি, ওই কাছে-আসা-আসি,
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চলে' যাওয়া ?

কেন আন বসন্ত নিশীথে
আঁখি-ভরা আবেশ বিহ্বল,
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্ত মনে, ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল ?

আছি যেন সোনার খাঁচায়
একখানি পোষ-মানা' প্রাণ !
এও কি বুঝাতে হয় প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান ?

মনে আছে সেই একদিন
প্রথম প্রণয় সে তখন।
বিমল শরতকাল, শুভ্র ক্ষীণ মেঘজাল,
মৃদু শীত বায়ে স্নিগ্ধ রবির কিরণ।

কাননে ফুটিত শেফালিকা,
ফুলে ছেয়ে যেত তরুমূল,
পরিপূর্ণ সুরধুনী, কুলুকুলু ধ্বনি শুনি,
পরপারে বনশ্রেণী কুয়াশা-আকুল।

আমা-পানে চাহিয়ে, তোমার
আঁখিতে কাঁপিত প্রাণখানি।
আনন্দে বিষাদে মেশা সেই নয়নের নেশা
তুমি ত জান না তাহা—আমি তাহা জানি।

সে কি মনে পড়িবে তোমার—
সহস্র লোকের মাঝখানে
যেমনি দেখিতে মোরে, কোন্ আকর্ষণ-ডোরে
আপনি আসিতে কাছে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে !

ক্ষণিক বিরহ-অবসানে
নিবিড়-মিলন-ব্যাকুলতা।
মাঝে মাঝে সব ফেলি রহিতে নয়ন মেলি
আঁখিতে শুনিতে যেন হৃদয়ের কথা !

কোন কথা না রহিলে তবু
শুধাইতে নিকটে আসিয়া।

নীরবে চরণ ফেলে　চুপি-চুপি কাছে এলে
কেমনে জানিতে পেতে, ফিরিতে হাসিয়া।

আজ তুমি দেখেও দেখ না,
সব কথা শুনিতে না পাও!
কাছে আস' আশা করে'　আছি সারাদিন ধরে,'
আনমনে পাশ দিয়ে তুমি চলে' যাও!

দীপ জ্বেলে দীর্ঘ ছায়া লয়ে'
বসে আছি সন্ধ্যার ক'জনা,
হয় ত বা কাছে এস,　হয় ত বা দূরে বস,
সে সকলি ইচ্ছাহীন দৈবের ঘটনা।

এখন হয়েছে বহু কাজ,
সতত রয়েছ অন্যমনে;
সর্ব্বত্র ছিলাম আমি,　এখন এসেছি নামি'
হৃদয়ের প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্র গৃহকোণে!

দিয়েছিলে হৃদয় যখন,
পেয়েছিলে প্রাণমন দেহ,
আজ সে হৃদয় নাই,　যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস, বিষাদ, সন্দেহ!

জীবনের বসন্তে যাহারে
ভাল বেসেছিলে একদিন,
হায় হায় কি কুগ্রহ,　আজ তারে অনুগ্রহ!
মিষ্ট কথা দিবে তারে গুটি দুই তিন!

অপবিত্র ও কর-পরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে!
মনে কি করেছ, বঁধু,　ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে।

তুমিইত দেখালে আমায়
(স্বপ্নেও ছিল না তত আশা,)
প্রেমে দেয় কতখানি,　কোন্ হাসি কোন্ বাণী,
হৃদয় বাসিতে পারে কত ভালবাসা!

তোমারি সে ভালবাসা দিয়ে
বুঝেছি আজি এ ভালবাসা,
আজি এই দৃষ্টি হাসি,　এ আদর রাশি রাশি,
এই দূরে-চলে'-যাওয়া, এই কাছে-আসা!

বুক ফেটে কেন অশ্রু পড়ে
তবুও কি বুঝিতে পার না?
তর্কেতে বুঝিবে তা' কি!　এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা!

২১ অগ্রহায়ণ। ১৮৮৭।

পুরুষের উক্তি।

যে দিন সে প্রথম দেখিনু
সে তখন প্রথম যৌবন।
প্রথম জীবন-পথে　বাহিরিয়া এ জগতে
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন!

তখন উষার আধ' আলো
পড়েছিল মুখে দুজনার,
তখন কে জানে কারে,　কে জানিত আপনারে,
কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার!

কে জানিত শ্রান্তি তৃপ্তি ভয়,
কে জানিত নিরাশা-যাতনা,
কে জানিত শুধু ছায়া　যৌবনের মোহমায়া,
আপনার হৃদয়ের সহস্র ছলনা!

আঁখি মেলি, যারে ভাল লাগে
তাহারেই ভাল বলে' জানি,
সব প্রেম প্রেম নয়　ছিল না ত সে সংশয়,
যে আমারে কাছে টানে তা'রে কাছে টানি।

অনন্ত বাসর-সুখ যেন
নিত্য-হাসি প্রকৃতি বধূর,
পুষ্প যেন চিরপ্রাণ,　পাখীর অশ্রান্ত গান,
বিশ্ব করেছিল ভান অনন্ত মধুর।

সেই গানে, সেই ফুল ফুলে,
সেই প্রাতে, প্রথম যৌবনে,
ভেবেছিনু এ হৃদয় অনন্ত অমৃতময়
প্রেম চিরদিন রয় এ চির জীবনে।

তাই সেই আশার উল্লাসে
মুখ তুলে' চেয়েছিনু মুখে।
সুধাপাত্র লয়ে হাতে কিরণ কিরীট মাথে
তরুণ দেবতাসম দাঁড়ানু সম্মুখে।

পত্র-পুষ্প-গ্রহ-তারা-ভরা
নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর,
তুমি তারি মাঝখানে কি মূর্ত্তি আঁকিলে প্রাণে,
কি ললাট, কি নয়ন, কি শান্ত অধর !

সুগভীর কলধ্বনিময়
এ বিশ্বের রহস্য অকূল,
মাঝে তুমি শতদল ফুটেছিলে ঢল ঢল,
তীরে আমি দাঁড়াইয়া সৌরভে আকুল।

পরিপূর্ণ পূর্ণিমার মাঝে
উর্দ্ধমুখে চকোর যেমন
আকাশের ধারে যায়, ছিঁড়িয়া দেখিতে চায়
অগাধ স্বপন-ছাওয়া জ্যোৎস্না আবরণ ;

তেমনি সভয়ে প্রাণ মোর
তুলিতে যাইত কতবার
একান্ত নিকটে গিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে'—
মধুর রহস্যময় সৌন্দর্য্য তোমার।

হৃদয়ের কাছাকাছি সেই
প্রেমের প্রথম আনাগোনা,
সেই হাতে হাতে ঠেকা, সেই আধ' চোখে দেখা,
চুপি চুপি প্রাণের প্রথম জানাশোনা !

অজানিত, সকলি নূতন,
অবশ চরণ টলমল,
কোথা পথ, কোথা নাই, কোথা যেতে কোথা যাই,
কোথা হতে উঠে হাসি, কোথা অশ্রুজল !

অতৃপ্ত বাসনা প্রাণে লয়ে
অবারিত প্রেমের ভবনে
যাহা পাই তাই তুলি, খেলাই আপনা ভুলি,'
কি যে রাখি, কি যে ফেলি, বুঝিতে পারিনে !

ক্রমে আসে আনন্দ-আলস,
কুসুমিত ছায়া তরু তলে
জাগাই সরসী জল, ছিঁড়ি বসে' ফুলদল,
ধূলি সেও ভাল লাগে খেলাবার ছলে।

অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে' আসে,
শ্রান্তি আসে হৃদয় ব্যাপিয়া,
থেকে থেকে সন্ধ্যাবায় করে' ওঠে হায় হায়,
অরণ্য মর্ম্মরি' ওঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

মনে হয় এ কি সব ফাঁকি,
এই বুঝি, আর কিছু নাই !
অথবা যে রত্ন তরে এসেছিনু আশা করে'
অনেক লইতে গিয়ে হারাইনু তাই।

সুখের কাননতলে বসি'
হৃদয়ের মাঝারে বেদনা,
নিরখি কোলের কাছে মৃৎপিণ্ড পড়িয়া আছে,
দেবতারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে করেছি খেলনা।

এরি মাঝে ক্লান্তি কেন আসে,
উঠিবারে করি প্রাণপণ,
হাসিতে আসে না হাসি, বাজাতে বাজে না বাঁশি,
সরমে তুলিতে নারি নয়নে নয়ন।

কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে' এলে,
রহিল না ধ্যান ধারণার !
সেই মায়া-উপবন কোথা হল অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকাল পাথার !

স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয়,
প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে
এই দিবা, এই নিশা, এই ক্ষুধা, এই তৃষা,
প্রাণপাখী কাঁদে এই বাসনার টানে !

আমি চাই তোমারে যেমন,
তুমি চাও তেমনি আমারে,
কৃতার্থ হইব আশে গেলেম তোমার পাশে
তুমি এসে বসে' আছ আমার দুয়ারে।

সৌন্দর্য্য-সম্পদ মাঝে বসি'
কে জানিত কাঁদিছে বাসনা!
ভিক্ষা, ভিক্ষা, সব ঠাঁই, তবে আর কোথা যাই
ভিখারিণী হ'ল যদি কমল-আসনা!

তাই আর পারি না সঁপিতে
সমস্ত এ বাহির অন্তর।
এ জগতে তোমা ছাড়া ছিল না তোমার বাড়া,
তোমারে ছেড়েও আজ আছে চরাচর।

কখনো বা চাঁদের আলোতে,
কখনো বসন্ত সমীরণে,
সেই ত্রিভুবনজয়ী অপার রহস্যময়ী
আনন্দ মুরতিখানি জেগে ওঠে মনে।

কাছে যাই তেমনি হাসিয়া
নবীন যৌবনময় প্রাণে,
কেন হেরি অশ্রুজল, হৃদয়ের হলাহল,
রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে!

প্রাণ দিয়ে সেই দেবী পূজা
চেয়ো না চেয়ো না তবে আর।
এস থাকি দুই জনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে,
দেবতার তরে থাক্ পুষ্প অর্ঘ্যভার।

২৩ অগ্রহায়ণ। ১৮৮৭।

শূন্য গৃহে।

কে তুমি দিয়েছ স্নেহ মানব-হৃদয়ে,
কে তুমি দিয়েছ প্রিয়জন!
বিরহের অন্ধকারে কে তুমি কাঁদাও তারে,
তুমিও কেন গো সাথে কর না ক্রন্দন!

প্রাণ যাহা চায় তাহা দাও বা না দাও,
তা' বলে' কি করুণা পাব না?
দুর্লভ ধনের তরে শিশু কাঁদে সকাতরে,
তা' বলে' কি জননীর বাজে না বেদনা?

দুর্ব্বল মানব-হিয়া বিদীর্ণ যেথায়,
মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা বিষম,
জীবন নির্ভর-হারা ধূলায় লুটায়ে সারা,
সেথাও কেন গো তব কঠিন নিয়ম!

সেথাও জগত তব চিরমৌনী কেন,
নাহি দেয় আশ্বাসের সুখ!
ছিন্ন করি' অন্তরাল অসীম রহস্য জাল
কেন না প্রকাশ পায় গুপ্ত স্নেহমুখ!

ধরণী জননী কেন বলিয়া উঠে না
—করুণ মর্ম্মর কণ্ঠস্বর—
"আমি শুধু ধূলি নই, বৎস, আমি প্রাণময়ী
জননী, তোদের লাগি অন্তর কাতর!

"নহ তুমি পরিত্যক্ত অনাথ সন্তান
চরাচর নিখিলের মাঝে;
তোমার ব্যাকুলস্বর উঠিছে আকাশ পর,
তারায় তারায় তার ব্যথা গিয়ে বাজে!"

কাল ছিল প্রাণ জুড়ে, আজ কাছে নাই—
নিতান্ত সামান্য এ কি নাথ?
তোমার বিচিত্র ভবে কত আছে কত হবে,
কোথাও কি আছে, প্রভু, হেন বজ্রপাত?

আছে সেই সূর্য্যালোক, নাই সেই হাসি,
আছে চাঁদ, নাই চাঁদ মুখ!
শূন্য পড়ে আছে গেহ, নাই কেহ, নাই কেহ,
রয়েছে জীবন, নেই জীবনের সুখ!

সেইটুকু মুখখানি, সেই দুটি হাত,
সেই হাসি অধরের ধারে,

সে নহিলে এ জগৎ শুষ্ক মরুভূমিবৎ,—
নিতান্ত সামান্য এ কি এ বিশ্বব্যাপারে?

এ আর্ত্তস্বরের কাঁছে রহিবে অটুট
চৌদিকের চির-নীরবতা?
সমস্ত মানব প্রাণ বেদনায় কম্পমান
নিয়মের লৌহ বক্ষে বাজিবে না ব্যথা!
১১ বৈশাখ। ১৮৮৮।

জীবন মধ্যাহ্ন।

জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে,
চলেছিনু আপনার বলে,
সুদীর্ঘ জীবনযাত্রা নবীন প্রভাতে
আরম্ভিনু খেলিবার ছলে।
অশ্রুতে ছিল না তাপ, হাস্যে উপহাস,
বচনে ছিল না বিষানল,
ভাবনা-ভ্রূকুটিহীন সরল ললাট
সুপ্রশান্ত আনন্দ-উজ্জ্বল।

কুটিল হইল পথ, জটিল জীবন,
বেড়ে গেল জীবনের ভার,
ধরণীর ধূলি মাঝে গুরু আকর্ষণ
পতন হইল কতবার।
আপনার পরে আর কিসের বিশ্বাস,
আপনার মাঝে আশা নাই,
দর্প চূর্ণ হয়ে' গেছে ধূলি সাথে মিশে'
লজ্জাবস্ত্র জীর্ণ শত ঠাঁই।

তাই আজ বার বার ধাই তব পানে,
ওহে তুমি নিখিল-নির্ভর!
অনন্ত এ দেশকাল আচ্ছন্ন করিয়া
আছ তুমি আপনার পর।
ক্ষণেক দাঁড়ায়ে পথে দেখিতেছি চেয়ে
তোমার এ ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ,
কোথায় এসেছি আমি, কোথায় যেতেছি,
কোন্ পথে চলেছে জগৎ!

প্রকৃতির শান্তি আজি করিতেছি পান
চিরস্রোত সান্ত্বনার ধারা।
নিশীথ আকাশ মাঝে নয়ন তুলিয়া
দেখিতেছি কোটি গ্রহতারা,—
সুগভীর তামসীর ছিদ্রপথে যেন
জ্যোতির্ম্ময় তোমার আভাস,
ওহে মহা অন্ধকার, ওহে মহা জ্যোতি,
অপ্রকাশ, চির-স্বপ্রকাশ!

যখন জীবন-ভার ছিল লঘু অতি,
যখন ছিল না কোন পাপ,
তখন তোমার পানে দেখি নাই চেয়ে
জানি নাই তোমার প্রতাপ,
তোমার অগাধ শান্তি, রহস্য অপার,
সৌন্দর্য্য অসীম অতুলন।
স্তব্ধভাবে মুগ্ধনেত্রে নিবিড় বিস্ময়ে
দেখি নাই তোমার ভুবন।

কোমল সায়াহ্ন-লেখা বিষণ্ণ উদার
প্রান্তরের প্রান্ত আম্রবনে;
বৈশাখের নীলধারা বিমল বাহিনী
ক্ষীণ গঙ্গা সৈকত-শয়নে;
শিরোপরি সপ্ত ঋষি, যুগযুগান্তের
ইতিহাসে নিবিষ্ট নয়ান;
নিদ্রাহীন পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধ নিশীথে
নিদ্রার সমুদ্রে ভাসমান;

নিত্য-নিঃশ্বসিত বায়ু; উন্মেষিত উষা;
কনকে শ্যামলে সম্মিলন;
দূর-দূরান্তরশায়ী মধ্যাহ্ন উদাস;
বনচ্ছায়া নিবিড় গহন;
যতদূর নেত্র যায় শস্যশীর্ষরাশি
ধরার অঞ্চলতল ভরি',—
জগতের মর্ম্ম হ'তে মোর মর্ম্মস্থলে
আনিতেছে জীবন-লহরী।

বচন-অতীত ভাবে ভরিছে হৃদয়,
নয়নে উঠিছে অশ্রুজল,

বিরহ বিষাদ মোর গলিয়া ঝরিয়া
ভিজায় বিশ্বের বক্ষস্থল।
প্রশান্ত গভীর এই প্রকৃতির মাঝে
আমার জীবন হয় হারা,
মিশে যায় মহাপ্রাণসাগরের বুকে
ধূলিম্লান পাপতাপ ধারা।

শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুর,
বেড়ে যায় জীবনের গতি,
ধূলিধৌত দুঃখশোক শুভ্রশান্ত বেশে
ধরে যেন আনন্দ মুরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে,
বিশ্বের নিঃশ্বাস লাগি' জীবন-কুহরে
মঙ্গল আনন্দধ্বনি বাজে।

১৪ বৈশাখ। ১৮৮৮।

বিচ্ছেদ।

ব্যাকুল নয়ন মোর, অস্তমান রবি,
সায়াহ্ন মেঘাবনত পশ্চিম গগনে,
সকলে দেখিতেছিল সেই মুখচ্ছবি ;—
একা সে চলিতেছিল আপনার মনে।

ধরণী ধরিতেছিল কোমল চরণ ;
বাতাস লভিতেছিল বিমল নিঃশ্বাস ;
সন্ধ্যার আলোক-আঁকা দুখানি নয়ন
ভুলায়ে লইতেছিল পশ্চিম আকাশ।

রবি তারে দিতেছিল আপন কিরণ,
মেঘ তারে দিতেছিল স্বর্ণময় ছায়া,
মুগ্ধ হিয়া পথিকের উৎসুক নয়ন
মুখে তার দিতেছিল প্রেমপূর্ণ মায়া।

চারিদিকে শস্যরাশি চিত্রসম স্থির,
প্রান্তে নীল নদীরেখা, দূর পরপারে
শুভ্র চর, আরো দূরে বনের তিমির
দহিতেছে অগ্নিদীপ্তি দিগন্ত মাঝারে।

দিবসের শেষ দৃষ্টি, অস্তিম মহিমা
সহসা ঘেরিল তারে কনক আলোকে,
বিষণ্ণ কিরণ-পটে মোহিনী-প্রতিমা
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে' অনিমেষ চোখে।

নিমেষে ঘুরিল ধরা, ডুবিল তপন,—
সহসা সম্মুখে এল ঘোর অন্তরাল,
নয়নের দৃষ্টি গেল, রহিল স্বপন,
অনন্ত আকাশ, আর ধরণী বিশাল।

১৯ বৈশাখ। ১৮৮৮।

মানসিক অভিসার।

মনে হয় সেও যেন রয়েছে বসিয়া
চাহি' বাতায়ন হ'তে নয়ন উদাস,
কপোলে, কানের কাছে, যায় নিঃশ্বসিয়া
কে জানে কাহার কথা বিষণ্ণ বাতাস!

ত্যজি' তার তনুখানি, কোমল হৃদয়
বাহির হয়েছে যেন দীর্ঘ অভিসারে,
সম্মুখে অপার ধরা কঠিন নিদয় ;
একাকিনী দাঁড়ায়েছে তাহারি মাঝারে!

হয়ত বা এখনি সে এসেছে হেথায়
মৃদুপদে পশিতেছে এই বাতায়নে,
মানস-মূরতিখানি আকুল আমায়
বাঁধিতেছে দেহহীন স্বপ্ন-আলিঙ্গনে।

তারি ভালবাসা, তারি বাহু সুকোমল,
উৎকণ্ঠ চকোর সম বিরহ তিয়াষ,
বহিয়া আনিছে এই পুষ্প-পরিমল,
কাঁদায়ে তুলিছে এই বসন্ত বাতাস।

২১ বৈশাখ। ১৮৮৮।

পত্রের প্রত্যাশা।

চিঠি কই!—দিন গেল, বইগুলো ছুঁড়ে' ফেলে,
আর ত লাগে না ভাল ছাই পাঁশ পড়া!
মিটায়ে মনের খেদ গেঁথে গেছে অবিচ্ছেদ
পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদ মিছে মন-গড়া!
কাননপ্রান্তের কাছে ছায়া পড়ে গাছে গাছে,
ম্লান আলো শুয়ে আছে বালুকার তীরে।
বায়ু উঠে ঢেউ তুলি,' টলমল পড়ে ঢুলি'
কূলে বাঁধা নৌকাগুলি জাহ্নবীর নীরে।

চিঠি কই! হেথা এসে একা বসে' দূর দেশে
কি পড়িব দিনশেষে সন্ধ্যার আলোকে!
গোধূলির ছায়াতলে কে বল গো মায়াবলে
সেই মুখ অশ্রুজলে এঁকে দেবে চোখে!
গভীর গুঞ্জন-স্বনে ঝিল্লিরব উঠে বনে,
কে মিশাবে তারি সনে স্মৃতি-কণ্ঠস্বর!
তীরতরু ছায়ে ছায়ে কোমল সন্ধ্যার বায়ে
কে আনিয়া দিবে গায়ে সুকোমল কর!

পাখী তরুশিরে আসে, দূর হতে নীড়ে আসে,
তরীগুলি তীরে আসে, ফিরে আসে সবে,
তার সেই স্নেহস্বর ভেদি' দূর দূরান্তর
কেন এ কোলের পর আসে না নীরবে!
দিনান্তে স্নেহের স্মৃতি একবার আসে নিতি,
কলরবভরা প্রীতি লয়ে' তার মুখে,
দিবসের ভার যত তবে হয় অপগত
নিশি নিমেষের মত কাটে স্বপ্নসুখে।

সকলি ত মনে আছে, যত দিন ছিল কাছে
কত কথা বলিয়াছে কত ভালবেসে,
কত কথা শুনি নাই, হৃদয়ে পায়নি ঠাঁই,
মুহূর্ত্তে শুনিয়া তাই ভুলেছি নিমেষে।
পাতা পোরাবার ছলে আজ সে যা' কিছু বলে
তাই শুনে মন গলে চোখে আসে জল,
তারি লাগি কত ব্যথা, কত মনোব্যাকুলতা,
দু চারিটি তুচ্ছ কথা জীবন সম্বল!

দিবা যেন আলোহীনা এই দুটি কথা বিনা
"তুমি ভাল আছ কি না" "আমি ভাল আছি।"
স্নেহ যেন নাম ডেকে কাছে এসে যায় দেখে',
দুটি কথা দূর থেকে করে কাছাকাছি।
দরশ পরশ যত সকল বন্ধন গত
মাঝে ব্যবধান কত নদী গিরি পারে,—
স্মৃতি শুধু স্নেহ বয়ে দুঁহু করস্পর্শ লয়ে'
অক্ষরের মালা হয়ে' বাঁধে দু'জনারে।

কই চিঠি! এল নিশা, তিমিরে ডুবিল দিশা,
সারা দিবসের তৃষা রয়ে গেল মনে।
অন্ধকার নদীতীরে বেড়াতেছি ফিরে ফিরে,
প্রকৃতির শান্তি ধীরে পশিছে জীবনে।
ক্রমে আঁখি ছলছল, দুটি ফোঁটা অশ্রুজল,
ভিজায় কপোলতল, শুকায় বাতাসে।
ক্রমে অশ্রু নাহি বয়, ললাট শীতল হয়
রজনীর শান্তিময় শীতল নিঃশ্বাসে।

২৩ বৈশাখ। ১৮৮৮।

বধূ।

"বেলা যে পড়ে' এল, জল্‌কে চল্!"—
পুরাণো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখি, কোথা সে জল!
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথ-তল!
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে "জল্‌কে চল!"
কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূধূ,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু'ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয়-মাখা।
পথে আসিতে ফিরে, আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা!

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি',
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি'।
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি'।
প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনী ফুলে ভরা লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে বসে থাকি,
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি'।

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁসে।
বাঁধের জলরেখা ঝলসে, যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে।

হায় রে রাজধানী পাষাণ-কায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে,
ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া!
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথ ঘাট,
পাখীর গান কই, বনের ছায়া!

কে যেন চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে;
খুলিতে নারি মন শুনিবে পাছে!
হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে।

আমার আঁখি জল কেহ না বোঝে।
অবাক্ হয়ে সবে কারণ খোঁজে!
"কিছুতে নাহি তোষ, এত বিষম দোষ!
গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ওযে!
স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি,
ও কেন কোণে বসে নয়ন বোজে?"

কেহ বা দেখে মুখ কেহ বা দেহ;
কেহ বা ভাল বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালা গাছি বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন করে' কাটে সারাটা বেলা!
ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ-কীট,
নাইক ভালবাসা নাইক খেলা।

কোথায় আছ তুমি কোথায় মাগো!
কেমনে ভুলে তুই আছিস্ হাঁগো!
উঠিলে নব শশি, ছাদের পরে বসি
আর কি রূপকথা বলিবি না গো!

হৃদয়-বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি মা আঁখিজলে রজনী জাগো!
কুসুম তুলি লয়ে, প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো।

হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে।
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে।
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে,
যেন সে ভালবেসে চাহে আমারে!

নিমেষ তরে তাই আপনা ভুলি'
ব্যাকুল ছুটে যাই দুয়ার খুলি'।
অমনি চারিধারে নয়ন উঁকি মারে,
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি'।

দেবে না ভালবাসা, দেবে না আলো।
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভাল!

ডাক্‌লো ডাক্ তোরা, বল্‌লো বল্—
"বেলা যে পড়ে এল, জল্‌কে চল্!"
কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস্ যদি কেহ আমায় বল্!

১১ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

—

ব্যক্ত প্রেম।

কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ আবরণ?
হৃদয়ের দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে,
শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জ্জন?

আপন অন্তরে আমি ছিলাম আপনি,
সংসারের শত কাজে ছিলাম সবার মাঝে,
সকলে যেমন ছিল আমিও তেমনি।

তুলিতে পূজার ফুল যেতেম যখন,
সেই পথ ছায়া-করা, সেই বেড়া লতাভরা,
সেই সরসীর তীরে করবীর বন;

সেই কুহরিত পিক শিরীষের ডালে,
প্রভাতে সখীর মেলা, কত হাসি কত খেলা,
কে জানিত কি ছিল এ প্রাণের আড়ালে।

বর্ষ আসে বর্ষ যায়, গৃহ কাজ করি;
সুখ দুঃখ ভাগ লয়ে' প্রতিদিন যায় বয়ে,'
গোপন স্বপন লয়ে' কাটে বিভাবরী।

লুকান প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত,
আঁধার হৃদয় তলে মাণিকের মত জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মত!

ভাঙ্গিয়া দেখিলে ছিছি নারীর হৃদয়!
লাজে ভয়ে থরথর ভালবাসা সকাতর
তার লুকাবার ঠাঁই কাড়িলে নিদয়!

আজিও ত সেই আসে বসন্ত শরৎ,
বাঁকা সেই চাঁপা শাখে সোনা ফুল ফুটে থাকে,
সেই তারা তোলে এসে, সেই ছায়াপথ।

সবাই যেমন ছিল, আছে অবিকল;
সেই তারা কাঁদে হাসে কাজ করে, ভালবাসে,
করে পূজা, জ্বালে দীপ, তুলে আনে জল।

কেহ উঁকি মারে নাই তাহাদের প্রাণে,
ভাঙ্গিয়া দেখেনি কেহ হৃদয় গোপন গেহ,
আপন মরম তারা আপনি না জানে।

আমি আজ ছিন্ন ফুল রাজপথে পড়ি,'
পল্লবের সুচিকণ ছায়াস্নিগ্ধ আবরণ
তেয়াগি' ধূলায় হায় যাই গড়াগড়ি।

নিতান্ত ব্যথার ব্যথী ভালবাসা দিয়ে
সযতনে চিরকাল রচি' দিবে অন্তরাল
নগ্ন করেছিনু প্রাণ সেই আশা নিয়ে।

মুখ ফিরাতেছ, সখা, আজ কি বলিয়া!
ভুল করে এসেছিলে? ভুলে ভাল বেসেছিলে?
ভুল ভেঙ্গে গেছে তাই যেতেছ চলিয়া?

তুমি ত ফিরিয়া যাবে আজ বই কাল,
আমার যে ফিরিবার পথ রাখ নাই আর,
ধূলিসাৎ করেছ যে প্রাণের আড়াল।

এ কি নিদারুণ ভুল! নিখিল নিলয়ে
এত শত প্রাণ ফেলে ভুল করে' কেন এলে
অভাগিনী রমণীর গোপন হৃদয়ে!

ভেবে দেখ আনিয়াছ মোরে কোন্ খানে!
শতলক্ষ আঁখিভরা কৌতুক-কঠিন ধরা
চেয়ে রবে অনাবৃত কলঙ্কের পানে!

ভালবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে,
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে, একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভবের মাঝে বিবসনা-বেশে!

১১ জ্যৈষ্ঠ। ১০৮৮।

গুপ্ত প্রেম।

তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে!

মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায় না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে, চাহিয়া দেখি তারে,
কি বলে' আপনারে দিব তা'য়!

ভাল বাসিলে ভাল যারে দেখিতে হয়
সে যেন পারে ভাল বাসিতে।
মধুর হাসি তার দিক্ সে উপহার
মাধুরী ফুটে যার হাসিতে!

যার নবনী-সুকুমার কপোলতল
কি শোভা পায় প্রেম-লাজে গো!
যাহার ঢল ঢল নয়ন শতদল
তারেই আঁখিজল সাজে গো!

তাই লুকায়ে থাকি সদা পাছে সে দেখে,
ভালবাসিতে মরি সরমে।
রুধিয়া মনোদ্বার প্রেমের কারাগার
রচেছি আপনার মরমে।

আহা এ তনু-আবরণ শ্রীহীন ম্লান
ঝরিয়া পড়ে যদি শুকায়ে,
হৃদয় মাঝে মম দেবতা মনোরম
মাধুরী নিরুপম লুকায়ে।

যত গোপনে ভালবাসি পরাণ ভরি'
পরাণ ভরি' উঠে শোভাতে।
যেমন কালো মেঘে অরুণ আলো লেগে
মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে।

আমি সে শোভা কাহারে ত দেখাতে নারি,
এ পোড়া দেহ সবে দেখে' যায়।
প্রেম যে চুপে চুপে ফুটিতে চাহে রূপে
মনেরি অন্ধকূপে থেকে যায়।

দেখ, বনের ভালবাসা আঁধারে বসি'
কুসুম আপনারে বিকাশে।
তারকা নিজ হিয়া তুলিছে উজলিয়া
আপন আলো দিয়া লিখা সে।

ভবে প্রেমের আঁখি প্রেম কাড়িতে চাহে
মোহন রূপ তাই ধরিছে।
আমি যে আপনায় ফুটাতে পারি নাই
পরাণ কেঁদে তাই মরিছে!

আমি রূপসী নহি, তবু আমারো মনে
প্রেমের রূপ সেত সুমধুর।
ধন সে যতনের শয়ন স্বপনের
করে সে জীবনের তমোদূর।

আমি আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহে না ত অপমান।
অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে,
তোমারো চেয়ে সে যে মহীয়ান্।

পাছে কুরূপ কভু তারে দেখিতে হয়
কুরূপ দেহ মাঝে উদিয়া,
প্রাণের একধারে দেহের পরপারে
তাই ত রাখি তারে রুধিয়া।

তাই আঁখিতে প্রকাশিতে চাহিনে তারে,
নীরবে থাকে তাই রসনা।
মুখে সে চাহে যত নয়ন করি নত,
গোপনে মরে কত বাসনা।

তাই যদি সে কাছে আসে পালাই দূরে,
আপন মনোআশা দলে' যাই,
পাছে সে মোরে দেখে' থমকি' বলে "এ কে!"
দু হাতে মুখ ঢেকে চলে যাই।

পাছে নয়নে বচনে সে বুঝিতে পারে
আমার জীবনের কাহিনী,
পাছে সে মনে ভাবে 'এও কি প্রেম জানে!
আমি ত এর পানে চাহিনি!"

তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে, যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে!

১৩ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৭।

অপেক্ষা।

সকল বেলা কাটিয়া গেল বিকাল নাহি যায়।
দিনের শেষে শ্রান্ত ছবি কিছুতে যেতে পারে না রবি,
চাহিয়া থাকে ধরণীপানে বিদায় নাহি চায়।

মেঘেতে দিন জড়ায়ে থাকে মিলায়ে থাকে মাঠে,
পড়িয়া থাকে তরুর শিরে, কাঁপিতে থাকে নদীর নীরে,
দাঁড়ায়ে থাকে, দীর্ঘছায়া মেলিয়া ঘাটে বাটে।

এখনো ঘুঘু ডাকিছে ডালে করুণ একতানে।
অলস দুখে দীর্ঘ দিন ছিল সে বসে' মিলনহীন,
এখনো তার বিরহ-গাথা বিরাম নাহি মানে।

বধূরা দেখ আইল ঘাটে এল না ছায়া তবু।
কলস ঘায়ে ঊর্ম্মি টুটে, রশ্মিরাশি চূর্ণি' উঠে,
শান্ত বায়ু প্রান্ত নীর চুম্বি যায় কভু।

দিবস-শেষে বাহিরে এসে সেও কি এতক্ষণে
নীলাম্বরে অঙ্গ ঘিরে' নেমেছে সেই নিভৃত নীরে,
প্রাচীরে ঘেরা ছায়াতে ঢাকা বিজন ফুলবনে।

স্নিগ্ধ জল মুগ্ধভাবে ধরেছে তনুখানি।
মধুর দুটি বাহুর ঘায় অগাধ জল টুটিয়া যায়,
গ্রীবার কাছে নাচিয়া উঠি' করিছে কানাকানি।

কপোলে তার কিরণ পড়ে' তুলেছে রাঙা করি'।
মুখের ছায়া পড়িয়া জলে নিজেরে যেন খুঁজিছে ছলে,
জলের 'পরে ছড়ায়ে পড়ে আঁচল খসি' পড়ি'।

জলের পরে এলায়ে দিয়ে আপন রূপখানি,
সরমহীন আরাম সুখে হাসিটি ভাসে মধুর মুখে,
বনের ছায়া ধরার চোখে দিয়েছে পাতা টানি'।

সলিল তলে সোপান পরে উদাস বেশবাস।
আধেক কায়া আধেক ছায়া জলের পরে রচিছে মায়া,
দেহেরে যেন দেহের ছায়া করিছে পরিহাস।

আম্রবন মুকুলে ভরা গন্ধ দেয় তীরে।
গোপন শাখে বিরহী পাখী, আপন মনে উঠিছে ডাকি,'
বিবশ হয়ে বকুল ফুল খসিয়া পড়ে নীরে।

দিবস ক্রমে মুদিয়া আসে মিলায়ে আসে আলো।
নিবিড় ঘন বনের রেখা আকাশ-শেষে যেতেছে দেখা,
নিদ্রালস আঁখির পরে ভুরুর মত কালো।

বুঝিবা তীরে উঠিয়াছে সে জলের কোল ছেড়ে।
ত্বরিত পদে চলেছে গেহে, সিক্ত বাস লিপ্ত দেহে,
যৌবন-লাবণ্য যেন লইতে চাহে কেড়ে।

মাজিয়া তনু যতন করে' পরিবে নব বাস।
কাঁচল পরি' আঁচল টানি', আঁটিয়া লয়ে' কাঁকণ খানি
নিপুণ করে রচিয়া বেণী বাঁধিবে কেশপাশ।

উরসে পরি' যূঁথির হার, বসনে মাথা ঢাকি'
বনের পথে নদীর তীরে অন্ধকারে বেড়াবে ধীরে,
গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে রেখার মত রাখি।

বাজিবে তার চরণ ধ্বনি বুকের শিরে শিরে।
কখন, কাছে না আসিতে সে পরশ যেন লাগিবে এসে,
যেমন করে' দখিন বায়ু জাগায় ধরণীরে।

যেমনি কাছে দাঁড়াব গিয়ে আর কি হবে কথা?
ক্ষণেক শুধু অবশ কায় থমকি' রবে ছবির প্রায়
মুখের পানে চাহিয়া শুধু সুখের আকুলতা।

দোঁহার মাঝে ঘুচিয়া যাবে আলোর ব্যবধান।
আঁধার তলে গুপ্ত হয়ে' বিশ্ব যাবে লুপ্ত হয়ে,'
আসিবে মুদে' লক্ষ কোটি জাগ্রত নয়ান।

অন্ধকারে নিকট করে আলোতে করে দূর,
যেমন, দুটি ব্যথিত প্রাণে দুঃখনিশি নিকটে টানে,
সুখের প্রাতে যাহারা রহে আপনা-ভঙ্গুর।

অাঁধারে যেন দুজনে আর দুজন নাহি থাকে।
হৃদয় মাঝে যতটা চাই   ততটা যেন পূরিয়া পাই,
প্রলয়ে যেন সকল যায় হৃদয় বাকি রাখে।

হৃদয় দেহ আঁধারে যেন হয়েছে একাকার।
মরণ যেন অকালে আসি'   দিয়েছে সব বাঁধন নাশি,'
ত্বরিৎ যেন গিয়েছি দোঁহে জগৎ-পরপার।

দু দিক হতে দুজনে যেন বহিয়া খরধারে
আসিতেছিল দোঁহার পানে   ব্যাকুল গতি ব্যগ্র প্রাণে,
সহসা এসে মিশিয়া গেল নিশীথ-পারাবারে!

থামিয়া গেল অধীর স্রোত থামিল কলতান,
মৌন এক মিলন রাশি   তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি,
প্রলয়তলে দোঁহার মাঝে দোঁহার অবসান।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

দুরন্ত আশা।

মর্ম্মে যবে মত্ত আশা সর্প সম ফোঁসে
অদৃষ্টের বন্ধনেতে দাপিয়া বৃথা রোষে,
তখনো ভাল মানুষ সেজে,   বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে,
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে, খেলিতে হবে কসে!
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব
জন-দশেকে জটলা করি তক্তপোষে বসে'।

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়, পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি,   মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্ট-গতি, গৃহের প্রতি টান;
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোট বহরে বড় বাঙ্গালী সন্তান।

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন!
চরণ তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন!
ছুটেছে ঘোড়া,উড়েছে বালি,   জীবন স্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়-তলে বহ্নি জ্বালি চলেছি নিশি দিন;
বরষা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ,—
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন।

বিপদ মাঝে ঝাঁপায়ে পড়ে শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে জীবন জেগে উঠে।
অন্ধকারে, সূর্য্যালোতে,   সন্তরিয়া মৃত্যু স্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্বমাঝে মহান্ যাহা, সঙ্গী পরাণের,
ঝঞ্ঝামাঝে ধায় সে প্রাণ সিন্ধু মাঝে লুটে।

নিমেষতরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে' যাইতে ছুটে, জীবন-উচ্ছ্বাসে।
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ   মদ্য সম করিতে পান,
মুক্ত করি' রুদ্ধ প্রাণ উর্দ্ধ নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্রকোণে আম্রবন ছায়ে,
সুপ্ত হয়ে' লুপ্ত হয়ে' গুপ্ত গৃহবাসে।

বেহালাখানা বাঁকায়ে ধরি' বাজাও ওকি সুর!
তব্‌লা বাঁয়া কোলেতে টেনে বাদ্যে ভরপূর!
কাগজ নেড়ে উচ্চ স্বরে   পোলিটিকাল্ তর্ক করে,
জান্‌লা দিয়ে পশিছে ঘরে বাতাস ঝুরুঝুর।
পানের বাটা, ফুলের মালা, তব্‌লা বাঁয়া দুটো,
দম্ভভরা কাগজগুলো করিয়া দাও দূর!

কিসের এত অহঙ্কার! দম্ভ নাহি সাজে!
বরং থাক মৌন হয়ে সসঙ্কোচ লাজে!
অত্যাচারে, মত্ত পারা   কভু কি হও আত্মহারা?
তপ্ত হয়ে রক্তধারা ফুটে কি দেহ মাঝে?
অহর্নিশি হেলার হাসি তীব্র অপমান
মর্ম্মতল বিদ্ধ করি' বজ্রসম বাজে?

দাস্যসুখে হাস্যমুখ, বিনীত যোড়কর,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোদুল কলেবর।
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি,'   ঘৃণায় মাথা অন্ন খুঁটি,'
ব্যগ্র হয়ে ভরিয়া মুঠি যেতেছ ফিরি' ঘর।
ঘরেতে বসে' গর্ব্ব কর পূর্ব্ব পুরুষের,
আর্য্য-তেজ-দর্পভরে পৃথ্বী থরহর!

হেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে মিষ্টহাসি টানি'
বলিতে আমি পারিব না ত ভদ্রতার বাণী!

উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি' বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি,'
প্রকাশহীন চিন্তা রাশি, করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই বাঁচিয়া যাই তবে,
ভব্যতার গণ্ডীমাঝে শান্তি নাহি মানি।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

দেশের উন্নতি।

বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ রয়েছে রেশ কানে,
কি যেন করা উচিত ছিল কি করি কে তা' জানে!
অন্ধকারে ওই রে শোন্ ভারত মাতা করেন্ groan,
এ হেন কালে ভীষ্ম দ্রোণ গেলেন কোন্‌খানে!
দেশের দুখে সতত দহি মনের ব্যথা সবারে কহি,
এস ত করি নামটা সহি লম্বা পিটিষানে।
আয় রে ভাই সবাই মাতি, যতটা পারি ফুলাই ছাতি,
নহিলে গেল আর্য্যজাতি রসাতলের পানে!

উৎসাহেতে জলিয়া উঠি' দু' হাতে দাও তালি!
আমরা বড় এ যে না বলে তাহারে দাও গালি!
কাগজ ভরে' লেখরে লেখ, এম্‌নি করে' যুদ্ধ শেখ,
হাতের কাছে রেখরে রেখ কলম আর কালী!
চারটি করে' অন্ন খেয়ো, দুপুর বেলা আপিষ যেয়ো,
তাহার পরে সভায় ধেয়ো বাক্যানল জালি';
কাঁদিয়া লয়ে' দেশের দুখে সন্ধেবেলা বাসায় ঢুকে'
শ্যালীর সাথে হাস্যমুখে করিয়ো চতুরালী!

দূর হোক্ এ বিড়ম্বনা, বিদ্রূপের ভাণ!
সবারে চাহে বেদনা দিতে বেদনাভরা প্রাণ!
আমার এই হৃদয়তলে সরম তাপ সতত জলে,
তাই ত চাহি হাসির ছলে করিতে লাজ দান।
আয় না ভাই বিরোধ ভুলি, কেন রে মিছে লাথিয়ে তুলি
পথের যত মতের ধূলি আকাশ পরিমাণ!
পরের মাঝে, ঘরের মাঝে মহৎ হব সকল কাজে,
নীরবে যেন মরে গো লাজে মিথ্যা অভিমান!

ক্ষুদ্রতার মন্দিরেতে বসায়ে আপনারে
আপন পায়ে না দিই যেন অর্ঘ্য ভারে ভারে!
জগতে যত মহৎ আছে হইব নত সবার কাছে,
হৃদয় যেন প্রসাদ যাচে তাঁদের দ্বারে দ্বারে।
যখন কাজ ভুলিয়া যাই মর্ম্মে যেন লজ্জা পাই,
নিজেরে নাহি ভুলাতে চাই বাক্যের আঁধারে!
ক্ষুদ্র কাজ ক্ষুদ্র নয় এ কথা মনে জাগিয়া রয়,
বৃহৎ বলে না মনে হয় বৃহৎ কল্পনারে!

সবাই বড় হইলে তবে স্বদেশ বড় হবে;
যে কাজে মোরা লাগাব হাত সিদ্ধ হবে তবে।
সত্যপথে আপন বলে তুলিয়া শির সকলে চলে,
মরণভয় চরণতলে দলিত হয়ে' র'বে।
নহিলে শুধু কথাই সার, বিফল আশা লক্ষবার,
দলাদলি ও অহঙ্কার উচ্চ কলরবে।
আমোদ করা কাজের ভাণে, পেখম তুলি গগন-পানে
সবাই মাতে আপন মানে, আপন গৌরবে!

বাহবা কবি! বলিছ ভাল! শুনিতে লাগে বেশ!
এমনি ভাবে বলিলে হবে উন্নতি বিশেষ!
"ওজস্বিতা" "উদ্দীপনা" ছুটাও ভাষা অগ্নিকণা,
আমরা করি' সমালোচনা জাগায়ে তুলি দেশ!
বীর্য্যবল বাঙ্গালার কেমনে বল টিঁকিবে আর,
প্রেমের গানে করেছে তার দুর্দ্দশার শেষ!
যাক্‌না দেখা দিন-কতক যেখানে যত রয়েছে লোক
সকলে মিলে লিখুক্ শ্লোক "জাতীয়" উপদেশ!
নয়ন বাহি' অনর্গল ফেলিব সবে অশ্রুজল
উৎসাহেতে বীরের দল লোমাঞ্চিত কেশ!

রক্ষা কর! উৎসাহের যোগ্য আমি কই!
সভা-কাঁপানো করতালিতে কাতর হয়ে রই!
দশ-জনাতে যুক্তি করে' দেশের যারা মুক্তি করে
কাঁপায় ধরা বসিয়া ঘরে তাদের আমি নই!
চাহি না আমি অনুগ্রহ-বচন এত শত!
"ওজস্বিতা" "উদ্দীপনা" থাকুক্ আপাতত।
স্পষ্ট তবে খুলিয়া বলি, তুমিও চল আমিও চলি,
পরস্পরে কেন এ ছলি নির্ব্বোধের মত!

আমিও রব তোমারি দলে পড়িয়া এক ধার,—
মাদুর পেতে' ঘরের ছাতে ডাবা হুঁকোটি ধরিয়া হাতে

করিব আমি সবার সাথে দেশের উপকার।
বিজ্ঞভাবে নাড়িব শির অসংশয়ে করি' স্থির
মোদের বড় এ পৃথিবীর কেহই নহে আর!
নয়ন যদি মুদিয়া থাক সে ভুল কভু ভাঙ্গিবে নাক,
নিজেরে বড় করিয়া রাখ মনেতে আপনার!
বাঙ্গালী বড় চতুর, তাই আপনি বড় হইয়া যাই,
অথচ কোন কষ্ট নাই চেষ্টা নাই তার!
হোথায় দেখ খাটিয়া মরে, দেশে বিদেশে ছড়ায়ে পড়ে,
জীবন দেয় ধরার-তরে ম্লেচ্ছ সংসার!
ফুকারো তবে উচ্চরবে বাঁধিয়া একসার,
মহৎ মোরা বঙ্গবাসী আর্য্য পরিবার!

১৯ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

বঙ্গবীর।

ভুলুবাবু বসি' পাশের ঘরেতে
নাম্‌তা পড়েন উচ্চস্বরেতে,
হিষ্ট্রি কেতাব লইয়া করেতে
কেদারা হেলান্ দিয়ে
দুই ভাই মোরা সুখে সমাসীন,
মেজের উপরে জলে কেরাসিন্,
পড়িয়া ফেলেছি চ্যাপ্টার তিন,
দাদা এমে, আমি বিএ।

যত পড়ি তত পুড়ে যায় তেল,
মগজে গজিয়ে উঠে আক্কেল,
কেমন করিয়া বীর ক্রমোয়েল
পাড়িল রাজার মাথা,
বালক যেমন ঠেঙ্গার বাড়িতে
পাকা আমগুলো রহে গো পাড়িতে;
কৌতুক ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে
উলটি ব'য়ের পাতা।

কেহ মাথা ফেলে ধর্ম্মের তরে
পরহিতে, কারো মাথা খসে' পড়ে,
রণভূমে কেহ মাথা রেখে মরে
কেতাবে রয়েছে লেখা;
আমি কেদারায় মাথাটি রাখিয়া
এই কথাগুলি চাখিয়া চাখিয়া
সুখে পাঠ করি থাকিয়া থাকিয়া
পড়ে' কত হয় শেখা!

পড়িয়াছি বসে' জানলার কাছে
জ্ঞান খুঁজে কা'রা ধরা ভ্রমিয়াছে,
কবে মরে তা'রা মুখস্থ আছে
কোন্ মাসে কি তারিখে।
কর্ত্তব্যের কঠিন শাসন
সাধ করে' কারা করে উপাসন,
গ্রহণ করেছে কণ্টকাসন,
খাতায় রেখেছি লিখে।

বড় কথা শুনি, বড় কথা কই,
জড় করে' নিয়ে পড়ি বড় বই,
এমনি করিয়া ক্রমে বড় হই
কে পারে রাখিতে চেপে।
কেদারায় বসে' সারাদিন ধরে'
বই পড়ে' পড়ে' মুখস্থ করে'
কভু মাথা ধরে কভু মাথা ঘোরে
বুঝি বা যাইব ক্ষেপে।

ইংরেজ চেয়ে কিসে মোরা কম!
আমরা যে ছোট সেটা ভারি ভ্রম;
আকার-প্রকার রকম-সকম
এতেই যা' কিছু ভেদ।
যাহা লেখে তারা তাই ফেলি শিখে,
তাহাই আবার বাংলায় লিখে'
করি কত মত গুরুমারা টীকে,
লেখনীর ঘুচে খেদ।

মোক্ষ মূলর বলেছে "আর্য্য,"
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য্য,
মোরা বড় বলে' করেছি ধার্য্য,
আরামে পড়েছি শুয়ে।

মনু না কি ছিল আধ্যাত্মিক!
আমরাও তাই,—করিয়াছি ঠিক,
এ যে নাহি বলে ধিক্ তারে ধিক্!
শাপ দি' পৈতে ছুঁয়ে!

কে বলিতে চায় মোরা নহি বীর,
প্রমাণ যে তার রয়েছে গভীর,
পূর্ব্বপুরুষ ছুঁড়িতেন তীর
সাক্ষী বেদব্যাস।
আর কিছু তবে নাহি প্রয়োজন,
সভাতলে মিলে' বারো তেরো জন
শুধু তরজন আর গরজন
এই কর অভ্যাস!

আলো চাল আর কাঁচকলা-ভাতে
মেখেচুখে নিয়ে কদলীর পাতে
ব্রহ্মচর্য্য পেত' হাতে হাতে
ঋষিগণ তপ করে,'
আমরা যদিও পাতিয়াছি মেজ,
হোটেলে ঢুকেছি পালিয়ে কালেজ,
তবু আছে সেই ব্রাহ্মণ তেজ
মনু তর্জ্জমা পড়ে'।

সংহিতা আর মুর্গি জবাই
এই দুটো কাজে লেগেছি সবাই,
বিশেষতঃ এই আমরা ক' ভাই
নিমাই নেপাল ভুতো!
দেশের লোকের কানের গোড়াতে
বিদ্যেটা নিয়ে লাঠিম ঘোরাতে,
বক্তৃতা আর কাগজ পোরাতে
শিখেছি হাজার ছুতো!

ম্যারাথন্ আর থর্ম্মপলিতে
কি যে হয়েছিল বলিতে বলিতে
শিরায় শোণিত রহে গো জ্বলিতে
পাটের পলিতে সম!
মূর্খ যাহারা কিছু পড়ে নাই
তা'রা এত কথা কি বুঝিবে ছাই!
হাঁ করিয়া থাকে, কভু তোলে হাই,
বুক ফেটে যায় মম!

আগাগোড়া যদি তাহারা পড়িত
গারিবাল্‌ডির জীবন-চরিত,
না জানি তা হলে কি তারা করিত
কেদারায় দিয়ে ঠেস্!
মিল করে' করে' কবিতা লিখিত,
দু' চারটে কথা বলিতে শিখিত,
কিছু দিন তবু কাগজ টিঁকিত
উন্নত হত দেশ!

না জানিল তারা সাহিত্য-রস,
ইতিহাস নাহি করিল পরশ,
ওয়াষিংটনের জন্ম-বরষ
মুখস্থ হল নাকো!
ম্যাট্‌সিনি-লীলা এমন সরেস্
এরা সে কথার না জানিল লেশ,
হা অশিক্ষিত অভাগা স্বদেশ
লজ্জায় মুখ ঢাকো!

আমি দেখ ঘরে চৌকি টানিয়ে
লাইব্রেরি হ'তে হিষ্ট্রি আনিয়ে
কত পড়ি, লিখি বানিয়ে বানিয়ে
শানিয়ে শানিয়ে ভাষা!
জ্বলে' ওঠে প্রাণ, মরি পাথা করে,'
উদ্দীপনায় শুধু মাথা ঘোরে,
তবুও যা হোক্ স্বদেশের তরে
একটুকু হয় আশা!

যাক্, পড়া যাক্ "ন্যাস্‌বি" সমর,
আহা; ক্রমোয়েল্, তুমিই অমর!
থাক্ এইখেনে, ব্যথিছে কোমর,
কাহিল হতেছে বোধ!
ঝি কোথায় গেল, নিয়ে আয় সাবু!
আরে, আরে এস! এস ননি বাবু!
তাস পেড়ে নিয়ে খেলা যাক্ গ্রাবু
কালুকের দেব শোধ!

২১ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

আঁখির অপরাধ।

পবিত্র তুমি, নির্ম্মল তুমি, তুমি দেবী, তুমি সতী,
কুৎসিত দীন অধম পামর পঙ্কিল আমি অতি!
তোমারে কহিব লজ্জা-কাহিনী লজ্জা নাহিক তায়।
তোমার আভায় মলিন লজ্জা পলকে মিলায়ে যায়!
যেমন রয়েছ তেমনি দাঁড়াও,
আঁখি নত করি' আমা-পানে চাও
খুলে' দাও মুখ আনন্দময়ি, আবরণে নাহি কাজ!
নিরখি তোমারে ভীষণ মধুর,
আছ কাছে তবু আছ অতি দূর,
উজ্জ্বল যেন দেব-রোষানল, উদ্যত যেন বাজ!

জান কি আমি এ পাপ আঁখি মেলি' তোমারে দেখেছি চেয়ে,
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা ওই মুখপানে ধেয়ে।
তুমি কি তখন্ পেরেছ জানিতে?
বিমল হৃদয়-আরশিখানিতে
চিহ্ন কিছু কি পড়েছিল এসে নিঃশ্বাস-রেখা-ছায়া?
ধরার কুয়াশা ম্লান করে যথা আকাশ-উষার কায়া।
লজ্জা সহসা আসি অকারণে
বসনের মত রাঙা আবরণে
চাহিয়াছিল কি ঢাকিতে তোমায় লুব্ধ নয়ন হ'তে?
মোহ-চঞ্চল সে লালসা মম
কৃষ্ণবরণ ভ্রমরের সম
ফিরিতেছিল কি গুন্‌গুন্ কেঁদে তোমার দৃষ্টিপথে?

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাত-রশ্মি সম;
দাও, বিঁধে দাও বাসনা-সঘন এ কালো নয়ন মম!
এ আঁখি আমার শরীরে ত নাই ফুটেছে মর্ম্মতলে;
নির্ব্বাণহীন অঙ্গার সম নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হতে তারে উপাড়িয়া লও জ্বালাময় দুটো চোখ!
তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার সে আঁখি তোমারি হোক্!

অপার ভুবন, উদার গগন, শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি মুগ্ধ মূরতি, স্বচ্ছ নদীর জল,
বিবিধ বরণ সন্ধ্যা নীরদ, গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র প্রসারিত দূর দিশি,
সুনীল গগনে ঘনতর নীল অতি দূর গিরিমালা,
তারি পরপারে রবির উদয় কনক কিরণ জ্বালা,'
চকিত-তড়িৎ সঘন বরষা পূর্ণ ইন্দ্রধনু,
শরত-আকাশে অসীম বিকাশ জ্যোৎস্না শুভ্রতনু
লও, সব লও, তুমি কেড়ে লও, মাগিতেছি অকপটে,
তিমির-তুলিকা দাও বুলাইয়া আকাশ-চিত্রপটে!

ইহারা আমারে ভুলায় সতত কোথা নিয়ে যায় টেনে!
মাধুরী-মদিরা পান করে' শেষে প্রাণ পথ নাহি চেনে!
সবে মিলে যেন বাজাইতে চায় আমার বাঁশরী কাড়ি,'
পাগলের মত রচি নব গান, নব নব তান ছাড়ি;
আপন ললিত রাগিণী শুনিয়া আপনি অবশ মন,
ডুবাইতে থাকে কুসুম গন্ধ বসন্ত সমীরণ।
আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে, ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্না প্রবাহ সর্ব্ব শরীরে পশে!
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তার বেষ্টন করে কায়া।
চারিদিকে ঘিরি' করে আনাগোনা কল্প মূরতি কত,
কুসুম-কাননে বেড়াই ফিরিয়া যেন বিভোরের মত!
শ্লথ হয়ে' আসে হৃদয় তন্ত্রী বীণা খসে' যায় পড়ি'।
নাহি বাজে আর হরিনাম গান বরষ বরষ ধরি'।
হরিহীন সেই অনাথ বাসনা পিয়াসে জগতে ফিরে।
বাড়ে তৃষা,—কোথা পিপাসার জল অকূল লবণ-নীরে!
গিয়েছিল, দেবি, সেই ঘোর তৃষা তোমার রূপের ধারে,
আঁখির সহিতে আঁখির পিপাসা লোপ কর একেবারে!

ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্ত্তি পশেছে জীবন মূলে,
এই ছুরি দিয়ে সে মূরতি খানি কেটে কেটে লও তুলে'!
তারি সাথে হায় আঁধারে মিশাবে নিখিলের শোভা যত,
লক্ষ্মী যাবেন, তারি সাথে যাবে জগৎ ছায়ার মত।

যাক্, তাই যাক্! পারিনে ভাসিতে কেবলি মূরতি স্রোতে!
লহ মোরে তুলে' আলোক-মগন মূরতি-ভুবন হ'তে!
আঁখি গেলে মোর সীমা চলে' যাবে, একাকী অসীম ভরা,
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন মিলাবে সকল ধরা।
আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে আমার বিজন বাস,
প্রলয় আসন জুড়িয়া বসিয়া র'ব আমি বারো মাস।

থাম একটুকু! বুঝিতে পারিনে, ভাল করে' ভেবে দেখি!
বিশ্ব-বিলোপ বিমল আঁধার চিরকাল র'বে সে কি?
ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে ফুটিয়া উঠিবে না কি
পবিত্র মুখ, মধুর মূর্ত্তি, স্নিগ্ধ আনত আঁখি?
এখন যেমন রয়েছ দাঁড়ায়ে দেবীর প্রতিমা সম,
স্থির গম্ভীর করুণ নয়নে চাহিছ হৃদয়ে মম,
বাতায়ন হতে সন্ধ্যা-কিরণ পড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম নিবিড় তিমির কেশে,
শান্তি রূপিণী এ মুরতি তব অতি অপূর্ব্ব সাজে
অনল রেখায় ফুটিয়া উঠিবে অনন্ত নিশি মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ আপনি সৃজিত হবে,
এ সন্ধ্যা-শোভা তোমারে ঘিরিয়া চিরকাল জেগে র'বে।
এই বাতায়ন ওই চাঁপা গাছ, দূর সরযুর রেখা
নিশিদিনহীন অন্ধ হৃদয়ে চিরদিন যাবে দেখা!'
সে নব জগতে কাল স্রোত নাই, পরিবর্ত্তন নাহি,
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে চিরদিন র'বে চাহি।
তবে তাই হোক্, হোয়ো না বিমুখ, দেবি, তাহে কিবা ক্ষতি!
হৃদয়-আকাশে থাক্‌না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি!
বাসনা-মলিন আঁখি-কলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল চির দিন র'বে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী!

২৩ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

নিন্দুকের প্রতি নিবেদন।

হউক্ ধন্য তোমার যশ, লেখনী ধন্য হোক্,
তোমার প্রতিভা উজ্জ্বল হয়ে জাগাক্ সপ্তলোক!
যদি পথে তব দাঁড়াইয়া থাকি আমি ছেড়ে দিব ঠাঁই,
কেন হীন ঘৃণা, ক্ষুদ্র এ দ্বেষ, বিদ্রূপ কেন ভাই!
আমার এ লেখা কারো ভাল লাগে তাহা কি আমার দোষ?
কেহ কবি বলে, (কেহ বা বলে না) কেন তাহে তব রোষ?

কত প্রাণপণ, দগ্ধ হৃদয়, বিনিদ্র বিভাবরী,
জান কি বন্ধু উঠেছিল গীত কত ব্যথা ভেদ করি'?
রাঙা ফুল হয়ে' উঠিছে ফুটিয়া হৃদয়-শোণিতপাত,
অশ্রু ঝলিছে শিশিরের মত পোহায়ে দুঃখ রাত।
জীবনে যে সাধ হয়েছে বিফল সে সাধ ফুটিছে গানে,
মরীচিকা রচি' মিছে সে তৃপ্তি, তৃষ্ণা কাঁদিছে প্রাণে!
এনেছি তুলিয়া পথের প্রান্তে মর্ম্ম-কুসুম মম,
আসিছে পান্থ, যেতেছে লইয়া স্মরণচিহ্নসম।
কোন ফুল যাবে দু' দিনে ঝরিয়া কোন ফুল বেঁচে র'বে,
কোন ছোট ফুল আজিকার কথা কালিকার কানে ক'বে।
তুমি কেন, ভাই, বিমুখ এমন, নয়নে কঠোর হাসি!
দূর হ'তে যেন ফুঁসিছ সবেগে উপেক্ষা রাশি রাশি!
কঠিন বচন জরিছে অধরে উপহাস হলাহলে,
লেখনীর মুখে করিতে দগ্ধ ঘৃণার অনল জ্বলে।

ভালবেসে যাহা ফুটেছে পরাণে সবার লাগিবে ভাল,
যে জ্যোতি হরিছে আমার আঁধার সবারে দিবে সে আলো;
অন্তর মাঝে সবাই সমান, বাহিরে প্রভেদ ভবে,
একের বেদনা করুণা প্রবাহে সান্ত্বনা দিবে সবে।
তোমার দেবার যদি কিছু থাকে তুমিও দাও না এনে!
প্রেম দিলে সবে নিকটে আসিবে তোমারে আপন জেনে।
ঘৃণা জ্বলে' মরে আপনার বিষে, রহে না সে চিরদিন,
অমর হইতে চাহ যদি, জেনো প্রেম সে মরণহীন!
এতই কোমল মানবের মন এমনি পরের বশ,
নিষ্ঠুর বাণে সে প্রাণ ব্যথিতে কিছুই নাহিক যশ।
তীক্ষ্ণ হাসিতে বাহিরে শোণিত, বচনে অশ্রু উঠে,
নয়ন কোণের চাহনি-ছুরিতে মর্ম্মতন্তু টুটে।
সান্ত্বনা দেওয়া নহেত সহজ, দিতে হয় সারা প্রাণ,
মানব মনের অনল নিভাতে আপনারে বলিদান।

দুর্ব্বল মোরা, কত ভুল করি, অপূর্ণ সব কাজ!
নেহারি' আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা আপনি যে পাই লাজ।
তা বলে' যা' পারি তাও করিব না? নিস্ফল হব ভবে?
প্রেম ফুল ফোটে, ছোট হ'ল বলে' দিব না কি তাহা সবে?
হয় ত এ ফুল সুন্দর নয় ধরেছি সবার আগে,
চলিতে চলিতে আঁখির পলকে ভুলে কারো ভাল লাগে।
যদি ভুল হয়, ক'দিনের ভুল! দু'দিনে ভাঙ্গিবে তবে।
তোমার এমন শাণিত বচন সেই কি অমর হবে?

২৪ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

নিষ্ফল উপহার।

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
ঊর্দ্ধে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর, তাহে পশি জলধার
ছল ছল করতালি দেয় অনিবার।

বরষার নির্ঝরে অঙ্কিতকায়
দুইতীরে গিরিমালা কতদূর যায়!
স্থির তারা, নিশিদিন তবু যেন চলে,
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি হস্ত বাড়ায়ে।
তৃণহীন সুকঠিন বিদীর্ণ ধরা
রৌদ্র-বরণ ফুলে কাঁটাগাছ ভরা।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে
পথহীন, জনহীন, শব্দ-বিহীন।
ডুবে রবি, যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উতরিলা,
শিখ-গুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা।
রঘু কহিলেন নমি' চরণে তাঁহার
"দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার!"

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশীষিলা মাথায় পরশি করতল।
কনকে হীরকে গাঁথা বলয় দু'খানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি' দুইপাণি।

ভূমিতল হ'তে বালা লইলেন তুলে'
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে আঙুলে।
হীরকের সূচিমুখ শতবার ঘুরি'
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি,'
আবার সে পুঁথিপরে নিবেশিলা আঁখি।

সহসা একটি বালা শিলাতল হ'তে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

"আহা আহা" চীৎকার করি' রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু'হাত।
আগ্রহে যেন তার প্রাণমন কায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে ধায়!

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ,
নিভৃত হৃদয়ে তাঁর জাগে পাঠসুখ।
কালো জল চুপে চুপে বহিল গোপন
ছলভরা সুগভীর চুরির মতন।

দিবালোক চলে' গেল দিবসের পিছু।
যমুনা উতলা করি' না মিলিল কিছু।
সিক্ত বসন লয়ে' শ্রান্ত শরীরে
রঘুনাথ গুরু কাছে আসিলেন ফিরে'।

"এখনো উঠাতে পারি" করযোড়ে যাচে
"যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে।"
দ্বিতীয় বলয়খানি ছুঁড়ি' দিয়া জলে,
গুরু কহিলেন "আছে ওই নদীতলে!"

২৭ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

পরিত্যক্ত।

বন্ধু!—

মনে আছে সেই প্রথম বয়স, নূতন বঙ্গভাষা
তোমাদের মুখে জীবন লভিছে বহিয়া নূতন আশা।
নিমেষে নিমেষে আলোক-রশ্মি অধিক জাগিয়া উঠে,
বঙ্গ-হৃদয় উন্মীলি' যেন রক্তকমল ফুটে!

প্রতিদিন যেন পূর্ব্বগগণে চাহি' রহিতাম একা,—
কখন্ ফুটিবে তোমাদের ওই লেখনী-অরুণ-লেখা।
তোমাদের ওই প্রভাত-আলোক প্রাচীন তিমির নাশি'
নব-জাগ্রত নয়নে আনিবে নূতন জগৎ-রাশি।

একদা জাগিনু, সহসা দেখিনু প্রাগমন আপনার;
হৃদয়ের মাঝে জীবন জাগিছে পরশ লভিনু তা'র।
ধন্য হইল মানব-জনম ধন্য তরুণ প্রাণ।
মহৎ আশায় বাড়িল হৃদয় জাগিল হর্ষগান।
দাঁড়ায়ে বিশাল ধরণীর তলে ঘুচে' গেল ভয় লাজ,
বুঝিতে পারিনু এ জগৎ মাঝে আমারো রয়েছে কাজ।
স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে কহিলাম যোড়করে—
"এই লহ, মাতঃ এ চির-জীবন সঁপিনু তোমারি তরে!"

বন্ধু, এ দীন হয়েছে বাহির তোমাদেরি কথা শুনে,
সেই দিন হ'তে কণ্টক পথে চলিয়াছি দিন গুণে'।
পদে পদে জাগে নিন্দা ও ঘৃণা ক্ষুদ্র অত্যাচার,
একে একে সবে পর হয়ে যায় ছিল যা'রা আপনার।
ধ্রুবতারা পানে রাখিয়া নয়ন চলিয়াছি পথ ধরি,'
সত্য বলিয়া জানিয়াছি যাহা তাহাই পালন করি।

কোথা গেল সেই প্রভাতের গান, কোথা গেল সেই আশা,
আজিকে, বন্ধু, তোমাদের মুখে এ কেমনতর ভাষা!
আজি বলিতেছ "বসে' থাক, বাপু, ছিল যাহা, তাই ভালো,
যা' হ'বার তাহা আপনি হইবে কাজ কি এতই আলো!"
কলম মুছিয়া তুলিয়া রেখেছ, বন্ধ করেছ গান,
সহসা সবাই প্রাচীন হয়েছ, নিতান্ত সাবধান।
আনন্দে যা'রা চলিতে চাহিছে ছিঁড়ি' অসত্য-পাশ,
ঘর হ'তে বসি' করিছ তাদের উপহাস পরিহাস।
এতদূরে এনে ফিরিয়া দাঁড়ায়ে হাসিছ নিঠুর হাসি,
চির জীবনের প্রিয়তম ব্রত চাহিছ ফেলিতে নাশি'।
তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ ভেঙ্গেছ মাটির আল,
তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে উজান স্রোতের কাল।
নিজের জীবন মিশায়ে, যাহারে আপনি তুলেছ গড়ি'
হাসিয়া হাসিয়া আজিকে তাহারে ভাঙ্গিছ কেমন করি'?
তবে সেই ভাল, কাজ নেই তবে, তবে ফিরে যাওয়া যাক্!
গৃহকোণে এই জীবন আবেগ করি বসে' পরিপাক!
সানাই বাজিয়ে ঘরে নিয়ে আসি আট বরষের বধূ,
শৈশব-কুঁড়ি ছিঁড়িয়া, বাহির করি যৌবন-মধু।
ফুটন্ত নব-জীবনের পরে চাপায়ে শাস্ত্রভার
জীর্ণ যুগের ধুলি সাথে তারে করে' দিই একাকার!

বন্ধু, এ তব বিফল চেষ্টা, আর কি ফিরিতে পারি?
শিখর গুহায় আর ফিরে যায় নদীর প্রবল বারি?
জীবনের স্বাদ পেয়েছি যখন্ চলেছি যখন্ কাজে,
কেমনে আবার করিব প্রবেশ মৃত বরষের মাঝে?
সে নবীন আশা নাইক যদিও তবু যাব এই পথে,
পাবনা শুনিতে আশিষ বচন তোমাদের মুখ হ'তে।
তোমাদের ওই হৃদয় হইতে নূতন পরাণ আনি'
প্রতি পলে পলে আসিবে না আর সেই আশ্বাসবাণী।
শত হৃদয়ের উৎসাহ মিলি' টানিয়া লবে না মোরে,
আপনার বলে চলিতে হইবে আপনার পথ করে'।
আকাশে চাহিব, হায়, কোথা সেই পুরাতন শুকতারা!
তোমাদের মুখ ভ্রূকুটী-কুটিল নয়ন আলোকহারা।
মাঝে মাঝে শুধু শুনিতে পাইব হা হা হা অট্টহাসি,
শ্রান্ত-হৃদয়ে আঘাত করিবে নিঠুর বচন আসি।
ভয় নাই যার কি করিবে তার এই প্রতিকূল স্রোতে!
তোমারি শিক্ষা করিবে রক্ষা তোমারি বাক্য হ'তে।

২৮ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

ভৈরবী গান।

ওগো কে তুমি বসিয়া উদাস মূরতি
বিষাদ-শান্ত-শোভাতে!
ওই ভৈরবী আর গেয়োনাকো এই
প্রভাতে!
মোর গৃহছাড়া এই পথিক-পরাণ
তরুণ হৃদয় লোভাতে।

ওই মন-উদাসীন, ওই আশাহীন
ওই ভাষাহীন কাকলি
দেয় ব্যাকুল-পরশে সকল জীবন
বিকলি'।
দেয় চরণে বাঁধিয়া প্রেম-বাহুঘেরা
অশ্রু-কোমল শিকলি।
হায় মিছে মনে হয় জীবনের ব্রত,
মিছে মনে হয় সকলি।

যা'রে ফেলিয়া এসেছি, মনে করি, তা'রে
ফিরে' দেখে আসি শেষবার;

ওই কাঁদিছে সে যেন এলায়ে আকুল
কেশভার!
যা'রা গৃহছায়ে বসি' সজল নয়ন
মুখ মনে পড়ে সে সবার।

সেই সারা দিনমান সুনিভৃত ছায়া
তরু মর্ম্মর পবনে,
সেই মুকুল-আকুল বকুল-কুঞ্জ-
ভবনে,
সেই কুহু-কুহরিত বিরহ-রোদন
থেকে থেকে পশে শ্রবণে,

সেই চির-কলতান উদার গঙ্গা
বহিছে আঁধারে আলোকে
সেই তীরে চিরদিন খেলিছে বালিকা-
বালকে।
ধীরে সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে
স্বপ্ন পাখীর পালকে!

সদা করুণ কণ্ঠ কাঁদিয়া গাহিবে,—
"হোল না, কিছুই হ'বে না।
এই মায়াময় ভবে চিরদিন কিছু
র'বে না।
কেহ জীবনের যত গুরুভার ব্রত
ধূলি হ'তে তুলি' লবে না।

"এই সংশয়-মাঝে কোন্ পথে যাই,
কা'র তরে মরি খাটিয়া!
আমি কা'র মিছে দুখে মরিতেছি, বুক
ফাটিয়া!
ভবে সত্য মিথ্যা কে করেছে ভাগ,
কে রেখেছে মত আঁটিয়া!

"যদি কাজ নিতে হয়, কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে!
কাঁদে শিশির বিন্দু জগতের তৃষা
হরিতে!
কেন অকুল সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ তরীতে!

"শেষে দেখিব, পড়িল সুখ-যৌবন
ফুলের মতন খসিয়া,
হায় বসন্ত বায়ু মিছে চলে' গেল
শ্বসিয়া!
সেই যেখানে জগৎ ছিল এককালে
সেইখানে আছে বসিয়া!"

ওগো, থাম! যারে তুমি বিদায় দিয়েছ
তা'রে আর ফিরে' চেয়ো না!
ওই অশ্রু-সজল ভৈরবী আর
গেয়ো না!
আজি, প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ
নয়ন-বাষ্পে ছেয়ো না!

ওই কুহক রাগিণী এখনি কেন গো
পথিকের প্রাণ বিবশে?
পথে এখনো উঠিবে প্রখর তপন
দিবসে!
পথে রাক্ষসী সেই তিমির রজনী
না জানি কোথায় নিবসে!

থাম'! শুধু একবার ডাকি নাম তাঁর
নবীন জীবন ভরিয়া!
যাব যাঁর বল পেয়ে সংসার-পথ
তরিয়া,
যত মানবের গুরু মহৎ জনের
চরণ-চিহ্ন ধরিয়া।

সদা সহিয়া চলিব প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে!
যাব আজীবন কাল পাষাণ-কঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে!

২৯ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

ধর্ম্ম প্রচার।

(কলিকাতার এক বাসায়)

ওই শোন, ভাই বিশু, পথে শুনি "জয় যিশু"!
কেমনে এ নাম করিব সহ্য আমরা আর্য্য-শিশু।
কূর্ম্ম, কল্কি, স্কন্দ এখন কর ত বন্ধ!
যদি যিশু ভজে র'বে না ভারতে পুরাণের নাম গন্ধ!
ওই দেখ, ভাই শুনি, যাজ্ঞবল্ক্য মুনি,
বিষ্ণু, হারীত, নারদ, অত্রি কেঁদে হল খুণোখুণি!
কোথায় রহিল কর্ম্ম! কোথা সনাতন ধর্ম্ম!
সম্প্রতি তবু কিছু শোনা যায় বেদ পুরাণের মর্ম্ম!
ওঠ, ওঠ ভাই, জাগো! মনে মনে খুব রাগো!
আর্য্য শাস্ত্র উদ্ধার করি, কোমর বাঁধিয়া লাগো!
কাছা কোঁচা লও আঁটি,' হাতে তুলে লও লাঠি!
হিন্দুধর্ম্ম করিব রক্ষা খৃষ্টানী হ'বে মাটি!
কোথা গেল ভাই ভজা! হিন্দুধর্ম্ম-ধ্বজা!
যণ্ডা ছিল সে সে যদি থাকিত আজ হ'ত ভূশো মজা!
এস মোনো, এস ভুতো! পরে লও বুট জুতো!
পাদ্রি বেটার পা মাড়িয়ে দিয়ো পাও যদি কোন ছুতো!
আগে দেব হুয়ো তালি, তার পরে দেব গালি।
কিছু না বলিলে পড়িব তখন বিশ পঁচিশ বাঙ্গালী।
তুমি আগে যেয়ো তেড়ে,' আমি নেব টুপি কেড়ে'।
গোলেমালে শেষে পাঁচজনে পড়ে' মাটিতে ফেলিয়ো পেড়ে'!
কাঁচি দিয়ে তা'র চুল কেটে দেব বিল্‌কুল্।
কোটের বোতাম আগাগোড়া তার করে' দেব নির্ম্মূল!
তবে উঠ, সবে উঠ'! বাঁধ কটি, আঁট মুঠো!
দেখো, ভাই, যেন ভুলো না, অম্‌নি সাথে নিয়ো লাঠি ছুটো!

(দলপতির শিষ ও গান)
প্রাণ সইরে, মনোজ্বালা কারে কই রে!

(কোমরে চাদর বাঁধিয়া লাঠি লস্তে
মহোৎসাহে সকলের প্রস্থান)
(পথে। বিশু হারু মোনো ভুতোর সমাগম।
গেরুয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত অনাবৃত পদ
মুক্তি ফৌজের প্রচারক)—
"ধন্য হউক্ তোমার প্রেম, ধন্য তোমার নাম!
ভুবন মাঝারে হউক্ উদয় নূতন জেরুজিলাম!
ধরণী হইতে যাক্ ঘৃণা দ্বেষ, নিঠুরতা দূর হোক্!
মুছে দাও প্রভু মানবের আঁখি, ঘুচাও মরণ শোক!
তৃষিত যাহারা, জীবনের বারি কর' তাহাদের দান!
দয়াময় যিশু, তোমার দয়ায় পাপীজনে কর ত্রাণ!"

"ওরে ভাই বিশু, এ কে! জুতো কোথা এল রেখে!
গোরা বটে, তবু হতেছে ভরসা গেরুয়া বসন দেখে'!"
"বধির নিদয় কঠিন হৃদয় তারে প্রভু দাও কোল!
অক্ষম আমি কি করিতে পারি—" "হরিবোল্ হরিবোল্!
"আরে, রেখে দাও খৃষ্ট! এখনি দেখাও পৃষ্ঠ!
দাঁড়ে উঠে' চড়' পড়' বাবা পড়' হরে হরে হরে কৃষ্ণ!"

"তুমি যা সয়েছ তাহাই স্মরিয়া সহিব সকল ক্লেশ,
ক্রুশ গুরুভার করিব বহন,—" "বেশ, বাবা, বেশ বেশ!"
"দাও ব্যথা, যদি কারো মুছে পাপ আমার নয়ননীরে!
প্রাণ দিব, যদি এ জীবন দিলে পাপীর জীবন ফিরে।
আপনার জন, আপনার দেশ হয়েছি সর্ব্বত্যাগী।
হৃদয়ের প্রেম সব ছেড়ে যায় তোমার প্রেমের লাগি'।
সুখ সম্ভোগ রমণীর প্রেম বন্ধুর কোলাকুলি
ফেলি' দিয়া পথে তব মহাব্রত মাথায় লয়েছি তুলি'!
এখনো তাদের ভুলিতে পারিনে, মাঝে মাঝে জাগে প্রাণে,
চিরজীবনের সুখবন্ধন সেই গৃহমাঝে টানে।
তখন্ তোমার রক্ত-সিক্ত ওই মুখপানে চাহি,
ও প্রেমের কাছে স্বদেশ বিদেশ আপনা ও পর নাহি!
ওই প্রেম তুমি কর বিতরণ আমার হৃদয় দিয়ে,
বিষ দিতে যা'রা এসেছে, তাহারা ঘরে যাক্ সুধা নিয়ে!
পাপ লয়ে' প্রাণে এসেছিল যারা তাহারা আসুক্ বুকে।
পড়ুক্ প্রেমের মধুর আলোক ভ্রুকুটি-কুটিল মুখে!"

"আর প্রাণে নাহি সহে, আর্য্যরক্ত দহে!"
"ওহে হারু, ওহে মাধু লাঠি নিয়ে ঘা-কতক দাওতহে!"
"যদি চাস্ তুই ইষ্ট বল্ মুখে বল্ কৃষ্ণ!"
"ধন্য হউক্ তোমার নাম দয়াময় যিশুখৃষ্ট!"
"তবেরে লাগাও লাঠি কোমরে কাপড় আঁট'!"
"হিন্দুধর্ম্ম হউক্ রক্ষা খৃষ্টানী হোক্ মাটি!"
(প্রচারকের মাথায় লাঠি প্রহার।
মাথা ফাটিয়া রক্তপাত।
(রক্ত মুছিয়া)

"প্রভু তোমাদের করুন্ কুশল, দিন্ তিনি শুভমতি!
আমি তাঁর দীন অধম ভৃত্য, তিনি জগতের পতি!"
"ওরে শিবু, ওরে হারু, ওরে ননি, ওরে চারু,
তামাসা দেখার এই কি সময়, প্রাণে ভয় নেই কারু?"
"পুলিষ আসিছে গুঁতা উঁচাইয়া, এই বেলা দাও দৌড়!"
"ধন্য হইল আর্য্যধর্ম্ম, ধন্য হইল গৌড়!"

(ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন)—

৩২ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৮।

নব-বঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ।

(বাসর-শয়নে)

বর। জীবনে জীবন প্রথম মিলন,
সে সুখের কোথা তুলা নাই!
এস, সব-ভুলে' আজি আঁখি তুলে'
শুধু দুঁহু দোঁহা মুখ চাই।
মরমে মরমে সরমে ভরমে
যোড়া লাগিয়াছে একঠাঁই,
যেন এক মোহে ভুলে' আছি দোঁহে
যেন এক ফুলে মধু খাই!
জনম অবধি বিরহে দগধি'
এ পরাণ হয়েছিল ছাই,
তোমার অপার প্রেম পারাবার
জুড়াইতে আমি এনু তাই!
বল একবার, "আমিও তোমার,
তোমা ছাড়া কা'রে নাহি চাই!"
ওঠ কেন, ও কি! কোথা যাও সখি?
কনে। (সরোদনে) "আইমার কাছে শুতে যাই!"

(দু'দিন পরে)

বর। কেন সখি কোণে কাঁদিছ বসিয়া
চোখে কেন জল পড়ে?
উষা কি তাহার শুকতারা-হারা
তাই কি শিশির ঝরে?
বসন্ত কি নাই, বনলক্ষ্মী তাই
কাঁদিছে আকুল স্বরে?
উদাসিনী স্মৃতি কাঁদিছে কি বসি'
আশার সমাধি পরে?
খসে'-পড়া' তারা করিছে কি শোক
নীল আকাশের তরে?
কি লাগি কাঁদিছ?
কনে। পুষি মেনিটিরে
ফেলিয়া এসেছি ঘরে।

(অন্দরের বাগানে)

বর। কি করিছ বনে শ্যামল শয়নে
আলো করে' বসে' তরুমূল?
কোমল কপোলে যেন নানা ছলে
উড়ে এসে পড়ে এলোচুল!
পদতল দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বহে' যায় নদী কুলুকুল।
সারাদিনমান শুনি' সেই গান
তাই বুঝি আঁখি ঢুলুঢুল!
আঁচল ভরিয়া মরমে মরিয়া
পড়ে' আছে বুঝি ঝুরো ফুল?
বুঝি মুখ কা'র মনে পড়ে, আর
মালা গাঁথিবারে হয় ভুল!
কা'র কথা বলি' বায়ু পড়ে ঢলি'
কানে দুলাইয়া যায় দুল!
গুন্ গুন্ ছলে কা'র নাম বলে
চঞ্চল যত অলিকুল?
কানন নিরালা, আঁখি হাসি ঢালা,
মন সুখস্মৃতি-সমাকুল!
কি করিছ বনে কুঞ্জ-ভবনে?
কনে।— খেতেছি বসিয়া টোপাকুল!

বর। আসিয়াছি কাছে মনে যাহা আছে
বলিবারে চাহি সমুদয়!
আপনার ভার বহিবারে আর
পারে না ব্যাকুল এ হৃদয়!
আজি মোর মন কি জানি কেমন!
বসন্ত আজি মধুময়,
আজি প্রাণ খুলে' মালতী-মুকুলে
বায়ু করে যায় অনুনয়।

যদি আঁখি ছটি মোর পানে ফুটি'
আশাভরা দুটি কথা কয়,
ও হৃদয় টুটে' যদি প্রেম উঠে
নিয়ে আধ লাজ আধ ভয়!
তোমার লাগিয়া পরাণ জাগিয়া
নিশিদিন যেন সারা হয়,
কোন্ কাজে তব দিবে তার সব
তারি লাগি যেন চেয়ে রয়!
জগৎ ছানিয়া কি দিব আনিয়া
জীবন যৌবন করি' ক্ষয়?
তোমা তরে, সখি, বল, করিব কি?
কনে।— আরো কুল পাড়' গোটাছয়!—
বর। তবে যাই সখি, নিরাশা-কাতর
শূন্য জীবন নিয়ে!
আমি চলে' গেলে এক ফোঁটা জল
পড়িবে কি আঁখি দিয়ে?
বসন্ত বায়ু মায়া-নিঃশ্বাসে
বিরহ জ্বালাবে হিয়ে?
ঘুমন্ত প্রায় আকাঙ্ক্ষা যত
পরাণে উঠিবে জিয়ে?
বিষাদিনী বসি' বিজন বিপিনে
কি করিবে তুমি প্রিয়ে?
বিরহের বেলা কেমনে কাটিবে?
কনে। দেব পুতুলের বিয়ে!

২৩ আষাঢ়। ১৮৮৮।

প্রকাশ-বেদনা।

আপন প্রাণের গোপন বাসনা
টুটিয়া দেখাতে চাহিরে,
হৃদয়-বেদনা হৃদয়েই থাকে,
ভাষা থেকে যায় বাহিরে।

শুধু কথার উপরে কথা,
নিষ্ফল ব্যাকুলতা!
বুঝিতে বোঝাতে দিন চলে' যায়
ব্যথা থেকে যায় ব্যথা।

মর্ম্মবেদন আপন আবেগে
স্বর হয়ে' কেন ফোটে না?
দীর্ণ হৃদয় আপনি কেনরে
বাঁশি হয়ে বেজে ওঠে না?

আমি চেয়ে থাকি শুধু মুখে,
ক্রন্দনহারা দুখে;
শিরায় শিরায় হাহাকার কেন
ধ্বনিয়া উঠে না বুকে?

অরণ্য যথা চির নিশিদিন
শুধু মর্ম্মর স্বনিছে,
অনাদি কালের বিজন বিরহ
সিন্ধুমাঝারে ধ্বনিছে,

যদি ব্যাকুল ব্যথিত প্রাণ
তেমনি গাহিত গান,
চিরজীবনের বাসনা তাহার
হইত মূর্ত্তিমান!

তীরের মতন পিপাসিত বেগে
ক্রন্দন ধ্বনি ছুটিয়া
হৃদয় হইতে হৃদয়ে পশিত
মর্ম্মে রহিত ফুটিয়া।

আজ মিছে এ কথার মালা!
মিছে এ অশ্রু ঢালা'!
কিছু নেই পোড়া ধরণী মাঝারে
বোঝাতে মর্ম্মজ্বালা!

৬ বৈশাখ। ১৮৮৯।

মায়া।

বৃথা এ বিড়ম্বনা!
কিসের লাগিয়া এতই তিয়াষ, কেন এত যন্ত্রণা!

ছায়ার মতন ভেসে চলে' যায় দরশন পরশন,
এই যদি পাই, এই ভুলে' যাই তৃপ্তি না মানে মন।

কতবার আসে, কতবার ভাসে মিশে যায় কতবার,
পেলেও যেমন না পেলে তেমন শুধু থাকে হাহাকার।
সন্ধ্যা পবনে কুঞ্জভবনে নির্জ্জন নদীতীরে
ছায়ার মতন হৃদয়-বেদন ছায়ার লাগিয়া ফিরে!

কত দেখা-শোনা করে আনাগোনা চারিদিকে অবিরত,
শুধু তারি মাঝে একটি কে আছে তারি তরে ব্যথা কত!
চিরদিন ধরে' এমনি চলিছে, যুগ যুগ গেছে চলে';
মানবের মেলা করে' গেছে খেলা এই ধরণীর কোলে;
এই ছায়া লাগি' কত নিশি জাগি' কাঁদায়েছে কাঁদিয়াছে,
মহাসুখ মানি' প্রিয়তনুখানি বাহুপাশে বাঁধিয়াছে।
নিশিদিন কত ভেবেছে সতত নিয়ে কা'র হাসি কথা;
কোথা তা'রা আজ, সুখ দুখ লাজ, কোথা তাহাদের ব্যথা?
কোথা সে দিনের অতুল রূপসী হৃদয়-প্রেয়সীচয়?
নিখিলের প্রাণে ছিল যে জাগিয়া আজ সে স্বপনো নয়!
ছিল সে নয়নে অধরের কোণে জীবন মরণ কত,
বিকচ সরস তনুর পরশ কোমল প্রেমের মত!
এত সুখ দুখ, তীব্র কামনা জাগরণ হাহুতাশ
যে রূপ-জ্যোতিরে সদা ছিল ঘিরে কোথা তার ইতিহাস?
যমুনার ঢেউ সন্ধ্যারঙীন্ মেঘটিরে ভালবাসে,
এও চলে' যায়, সেও চলে' যায়, অদৃষ্ট বসে' হাসে!

১ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৭।

বর্ষার দিনে।

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়!
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়!

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখী গভীর দুখে দুখী;
আকাশে জল ঝরে অনিবার;
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব!
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে'
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে' গেছে আর সব!

বলিতে বাজিবে না নিজ কানে,
চমক লাগিবে না নিজ প্রাণে।
সে কথা আঁখিনীরে মিশিয়া যাবে ধীরে
এ ভরা বাদলের মাঝখানে।
সে কথা মিশে যাবে দুটি প্রাণে।

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কা'র,
নামাতে পারি যদি মনোভার?
শ্রাবণ বরিষণে একদা গৃহকোণে
দু' কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার?

আছে ত তার পরে বারো মাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস!
আসিবে কত লোক কত না দুখ শোক,
সে কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ!
জগৎ চলে' যাবে বারো মাস।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়!

৩ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৯।

ধ্যান।

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি;
তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি!

তোমার পাইনে কূল,
আপনা মাঝারে আপনার প্রেম তাহারো পাইনে তুল!

উদয় শিখরে সূর্য্যের মত সমস্ত প্রাণমম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত একটি নয়ন সম ;
অগাধ অপার উদাস দৃষ্টি নাহিক তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার আনন্দ পূর্ণিমা !
তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরাম বিহীন
চঞ্চল অনিবার,
যতদূর হেরি দিক্‌দিগন্তে তুমি আমি একাকার !

২৬ শ্রাবণ। ১৮৮৯।

পূর্ব্বকালে।

প্রাণমন দিয়ে ভাল বাসিয়াছে
এত দিন এত লোক,
এত কবি এত গেঁথেছে প্রেমের শ্লোক ;
তবু তুমি ভবে চির-গৌরবে
ছিলে না কি একেবারে
হৃদয় সবার করি অধিকার ?
তোমা-ছাড়া কেহ কারে
বুঝিতে পারিনে ভাল কি বাসিতে পারে ?

গিয়েছে এসেছে কেঁদেছে হেসেছে
ভাল ত বেসেছে তা'রা,
আমি ততদিন কোথা ছিনু দল-ছাড়া ?
ছিনু বুঝি বসে' কোন্ এক পাশে
পথ-পাদপের ছায়
সৃষ্টিকালের প্রত্যুষ হ'তে
তোমারি প্রতীক্ষায় ;
চেয়ে দেখি কত পথিক চলিয়া যায় !

অনাদি-বিরহ-বেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ !
সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাইত আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমার সুখ নহে, দুখ নহে !

২ ভাদ্র। ১৮৮৯।

অনন্ত প্রেম।

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শত রূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার !
চিরকাল ধরে' মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার;
কত রূপ ধরে' পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির-রজনী ভেদিয়া
তোমারি মূরতি এসে,
চির স্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হ'তে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়ন সলিলে
মিলন-মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে।

আজি সেই চির দিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে' তোমার পায়ের কাছে।

নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি,
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি।

২ ভাদ্র। ১৮৮৯।

আশঙ্কা।

কে জানে এ কি ভালো ?
আকাশভরা কিরণ ধারা আছিল মোর তপন তারা,
আজিকে শুধু একেলা তুমি আমার আঁখি-আলো,
কে জানে এ কি ভালো ?
কত না শোভা, কত না সুখ, কত না ছিল অমিয়-মুখ,
নিত্য-নব পুষ্পরাশি ফুটিত মোর দ্বারে ;
ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র স্নেহ, মনের ছিল শতেক গেহ,
আকাশ ছিল, ধরণী ছিল আমার চারিধারে ;
কোথায় তারা, সকলে আজি তোমাতেই লুকালো।
কে জানে এ কি ভালো ?

কম্পিত এ হৃদয়খানি তোমার কাছে তাই।
দিবস নিশি জাগিয়া আছি নয়নে ঘুম নাই।
সকল গান, সকল প্রাণ তোমারে আমি করেছি দান,
তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর তিলেক নাহি ঠাঁই।
সকল পেয়ে তবুও যদি তৃপ্তি নাহি মেলে,
তবুও যদি চলিয়া যাও আমারে পাছে ফেলে,
নিমেষে সব শূন্য হ'বে তোমারি এই আসন ভবে,
চিহ্নসম কেবল র'বে মৃত্যু-রেখা কালো।
কে জানে এ কি ভালো ?

১৪ ভাদ্র। ১৮৮৯।

ভাল করে' বলে' যাও !

ওগো—ভাল করে' বলে' যাও !
বাঁশরী বাজায়ে যে কথা জানাতে
সে কথা বুঝায়ে দাও !

যদি না বলিবে কিছু, তবে কেন এসে
মুখপানে শুধু চাও !

আজি অন্ধ-তামসী নিশি।
মেঘের আড়ালে গগনের তারা
সবগুলি গেছে মিশি'।
শুধু বাদলের বায় করি' হায় হায়
আকুলিছে দশ দিশি।

আমি কুন্তল দিব খুলে'।
অঞ্চল মাঝে ঢাকিব তোমায়
নিশীথ-নিবিড় চুলে।
দুটি বাহুপাশে বাঁধি নত মুখখানি
বক্ষে লইব তুলে'।

সেথা নিভৃত নিলয়-সুখে
আপনার মনে বলে' যেয়ো কথা
মিলন-মুদিত বুকে।
আমি নয়ন মুদিয়া শুনিব কেবল
চাহিব না মুখে মুখে।

যবে ফুরাবে তোমার কথা,
যে যেমন আছি রহিব বসিয়া
চিত্রপুতলী যথা !
শুধু শিয়রে দাঁড়ায়ে করে কানাকানি
মর্ম্মর তরুলতা।

শেষে রজনীর অবসানে
অরুণ উদিলে, ক্ষণেকের তরে
চাব দুঁহু দোঁহা পানে।
ধীরে ঘরে যাব ফিরে দোঁহে দুই পথে
জলভরা দু'নয়ানে।

তবে ভাল করে' বলে যাও !
আঁখিতে বাঁশিতে যে কথা ভাষিতে
সে কথা বুঝায়ে দাও !

শুধু কম্পিত সুরে আধ ভাষা পুরে'
কেন এসে গান গাও!

৭ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৯৯।

মেঘদূত।

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ স্নিগ্ধ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপনার অন্ধকার স্তরে
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে'।

সে দিন সে উজ্জয়িনী প্রাসাদ-শিখরে
কি না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবন-বেগ, গুরুগুরু রব!
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মেঘ-সংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ-ক্রন্দন
এক দিনে। ছিন্ন করি' কালের বন্ধন
সেই দিন ঝরে' পড়েছিল অবিরল
চির দিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি' তোমার উদার শ্লোকরাশি!

সে দিন কি জগতের যতেক প্রবাসী
যোড়হস্তে মেঘপানে শূন্যে তুলি' মাথা
গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা
ফিরি' প্রিয়-গৃহপানে? বন্ধন-বিহীন
নবমেঘ-পক্ষ পরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রু বাষ্পভরা,—দূর বাতায়নে যথা
বিরহিনী ছিল শুয়ে ভূতল-শয়নে
মুক্ত কেশে, ম্লান বেশে সজল-নয়নে?

সে দিনের পরে গেছে কত শতবার
প্রথম দিবস, স্নিগ্ধ নব-বরষার।
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের পরে, করি' বরিষণ
নববৃষ্টি বারিধারা; করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া; করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদ মন্দ্রের;
স্ফীত করি' স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষা-তরঙ্গিনী সম!

কত কাল ধরে'
কত সঙ্গিহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত, বহু দীর্ঘ, লুপ্ত-তারাশশি
আষাঢ় সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি'
ওই ছন্দ মন্দ মন্দ করি' উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজন-বেদন!
সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি সম
তব কাব্য হ'তে!

ভারতের পূর্ব্ব শেষে
আমি বসে আজি, যে শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি, আর এক বর্ষা দিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমাল-বিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।

আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি' মেঘভার
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।

অন্ধকার রুদ্ধ গৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশ দেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান্ আম্রকূট; কোথা বহিয়াছে
বিমলা বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি; বেত্রবতী কূলে
পরিণত-ফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে

প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা ;
পথ-তরু-শাখে কোথা গ্রাম-বিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে'
বনস্পতি ; না জানি সে কোন্ নদীতীরে
যূথীবনবিহারিনী বনাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি' হতেছে বিকল ;
ভ্রূবিলাস শেখে নাই কা'রা সেই নারী
জনপদ-বধূজন, গগনে নেহারি'
ঘনঘটা, ঊর্দ্ধনেত্রে চাহে মেঘপানে,
ঘন নীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে ;
কোন্ মেঘশ্যামশৈলে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা
স্নিগ্ধ নবঘন হেরি' আছিল উন্মনা
শিলাতলে, সহসা আসিতে মহা ঝড়
চকিত চকিত হয়ে' ভয়ে জড়সড়
সম্বরি' বসন, ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি'
বলে "মাগো গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি !"
কোথায় অবন্তীপুরী ; নির্ব্বিন্ধ্যা তটিনী ;
কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী
স্বমহিমচ্ছায়া ; যেথা নিশি দ্বিপ্রহরে
সুপ্ত পারাবত ; শুধু বিরহ-বিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথ মাঝে
ক্বচিৎ-বিদ্যুতালোকে ; কোথা সে বিরাজে
ব্রহ্মাবর্ত্তে কুরুক্ষেত্র ; কোথা কনখল,
যেথা সেই জহ্নু-কন্যা যৌবন-চঞ্চল,
গৌরীর ভ্রূকুটি-ভঙ্গী করি' অবহেলা
ফেন-পরিহাসচ্ছলে, করিতেছে খেলা
লয়ে' ধূর্জ্জটীর জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল !

এই মত মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিনী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্য্যের আদিসৃষ্টি ; সেথা কে পারিত
লয়ে' যেতে, তুমি ছাড়া, করি' অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী—অমর ভুবনে !
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীল শৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবর কূলে
মণিহর্ম্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদনা !
মুক্ত বাতায়ন হ'তে যায় তারে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীন-তনু ক্ষীণ শশি-রেখা
পূর্ব্ব গগণের মূলে যেন অস্তপ্রায় !
কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে' যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা ;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চির নিশি যাপিতেছে বিরহিনী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্য্যমাঝে একাকী জাগিয়া।

আবার হারায়ে যায় ;—হেরি চারিধার
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম ; ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জ্জন নিশা ; প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল উদ্দেশে।
ভাবিতেছি অর্দ্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?
কেন ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেই খানে,
মানস-সরসী তীরে বিরহ-শয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে !

৮ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৯০।

অহল্যার প্রতি।

কি স্বপ্নে কাটালে তুমি দীর্ঘ দিবানিশি,
অহল্যা, পাষাণ রূপে ধরাতলে মিশি,
নির্ব্বাপিত-হোম-অগ্নি তাপস-বিহীন
শূন্য তপোবনচ্ছায়ে ? আছিলে বিলীন
বৃহৎ পৃথ্বির সাথে হয়ে' এক-দেহ,
তখন কি জেনেছিলে তার মহাস্নেহ ?

ছিল কি পাষাণ-তলে অস্পষ্ট চেতনা ?
জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদনা,
মাতৃধৈর্য্যে মৌন মূক দুঃখ সুখ যত
অনুভব করেছিলে স্বপনের মত
সুপ্ত আত্মা মাঝে ? দিবারাত্রি অহরহ
লক্ষকোটি পরাণীর মিলন, কলহ,
আনন্দ-বিষাদ-ক্ষুব্ধ ক্রন্দন, গর্জ্জন,
অযুত পান্থের পদধ্বনি অনুক্ষণ
পশিত কি অভিশাপ-নিদ্রা ভেদ করে'
কর্ণে তোর, জাগাইয়া রাখিত কি তোরে
নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্দ্ধ জাগরণে ?
বুঝিতে কি পেরেছিলে আপনার মনে
নিত্য নিদ্রাহীন ব্যথা মহা জননীর ?
যেদিন বহিত নব বসন্ত সমীর,
ধরণীর সর্ব্বাঙ্গের পুলক প্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে ? জীবন-উৎসাহ
ছুটিত সহস্রপথে মরু-দিগ্বিজয়ে
সহস্র আকারে, উঠিত সে ক্ষুব্ধ হয়ে'
তোমার পাষাণ ঘেরি', করিতে নিপাত
অনুর্ব্বরা-অভিশাপ তব, সে আঘাত
জাগাত' কি জীবনের কম্প তব দেহে ?
যামিনী পশিত যবে মানবের গেহে
ধরণী লইত টানি' শ্রান্ত তনুগুলি
আপনার বক্ষোপরে ; দুঃখশ্রম ভুলি'
ঘুমাত অসংখ্য জীব—জাগিত আকাশ—
তাদের শিথিল অঙ্গ, সুষুপ্ত নিঃশ্বাস
বিভোর করিয়া দিত ধরণীর বুক ;
মাতৃ অঙ্গে সেই কোটি জীবস্পর্শ সুখ—
কিছু তা'র পেয়েছিলে আপনার মাঝে ?

যে গোপন অন্তঃপুরে জননী বিরাজে,—
বিচিত্রিত যবনিকা পত্রপুষ্পজালে
বিবিধ বর্ণের লেখা,—তা'রি অন্তরালে
রহিয়া অসূর্য্যম্পশ্য, নিত্য চুপে চুপে
ভরিছ সন্তানগৃহ ধনধান্যরূপে
জীবনে যৌবনে ; সেই গূঢ় মাতৃকক্ষে
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে,
চিররাত্রিসুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে ;
যেথায় অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে
লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায় ;
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে' পড়ে' যায়
দিবসের তাপে শুষ্ক ফুল, দগ্ধ তারা,
জীর্ণ কীর্ত্তি, শ্রান্ত সুখ, দুঃখ দাহহারা।

সেথা স্নিগ্ধ হস্ত দিয়ে পাপতাপ রেখা
মুছিয়া দিয়াছে মাতা ; দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মত
সুন্দর সরল শুভ্র ; হ'য়ে বাক্যহত
চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে ;
যে শিশির পড়ে' ছিল তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা, এখন্ সে কাঁপিছে উল্লাসে
আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।
যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায়
ধরণীর শ্যামশোভা অঞ্চলের প্রায়
বহু বর্ষ হ'তে—পেয়ে বহু বর্ষাধারা
সতেজ, সরস, ঘন—এখনো তাহারা
লগ্ন হয়ে' আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে।

১২ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৯০।

উচ্ছৃঙ্খল।

এ মুখের পানে চাহিয়া রয়েছ
কেন গো অমন করে' ?
তুমি চিনিতে নারিবে বুঝিতে নারিবে মোরে !
আমি কেঁদেছি হেসেছি ভাল যে বেসেছি
এসেছি যেতেছি সরে'
কি জানি কিসের ঘোরে !

কোথা হ'তে এত বেদনা বহিয়া
এসেছে পরাণ মম,
বিধাতার এক অর্থ-বিহীন
প্রলাপ-বচন সম !

প্রতিদিন যারা আছে সুখে দুখে
আমি তাহাদের নই,—
আমি এসেছি নিমেষে যাইব নিমেষ বই।
আমি আমারে চিনিনে, তোমারে জানিনে,
আমার আলয় কই!

জগৎ বেড়িয়া নিয়মের পাশ
অনিয়ম শুধু আমি!
বাসা বেঁধে আছে কাছে কাছে সবে
কত কাজ করে কত কলরবে,
চিরকাল ধরে' দিবস চলিছে
দিবসের অনুগামী।
শুধু আমি নিজবেগ সামালিতে নারি
ছুটেছি দিবসযামী।

প্রতিদিন বহে মৃদু সমীরণ,
প্রতিদিন ফুটে ফুল।
ঝড় শুধু আসে ক্ষণেকের তরে
সৃজনের এক ভুল।
দুরন্ত সাধ কাতর বেদনা
ফুকারিয়া উভরায়
আঁধার হইতে আঁধারে ছুটিয়া যায়।

এ আবেগ নিয়ে কা'র কাছে যাব,
নিতে কে পারিবে মোরে!
কে আমারে পারে আঁকড়ি' রাখিতে
দু'খানি বাহুর ডোরে!

আমি কেবল কাতর গীত!
কেহ বা শুনিয়া ঘুমায় নিশীথে,
কেহ জাগে চমকিত।
কত যে বেদনা সে কেহ বোঝে না,
কত যে আকুল আশা,
কত যে তীব্র পিপাসা-কাতর ভাষা!

ওগো তোমরা জগৎ-বাসী,
তোমাদের আছে বরষ বরষ
দরশ পরশ রাশি;
আমার কেবল একটি নিমেষ,
তা'রি তরে ধেয়ে আসি।

শুধু একটি মুখের এক নিমেষের
একটি মধুর কথা,
তারি তরে বহি চিরদিবসের
চির মনোব্যাকুলতা।
কালের কাননে নিমেষ লুটিয়া
কে জানে চলেছি কোথা!
ওগো মিটে না তাহাতে মিটে না প্রাণের ব্যথা!

৫ ভাদ্র। ১৮৯০।

বিদায়।

অকূল সাগর মাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবন তরণী। ধীরে লাগিছে আসিয়া
তোমার বাতাস, বহি' আনি' কোন্ দূর
পরিচিত তীর হ'তে কত সুমধুর
পুষ্পগন্ধ, কত সুখস্মৃতি, কত ব্যথা,
আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা।
সম্মুখেতে তোমারি নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধার মাঝে অস্তাচল কাছে
স্থির ধ্রুবতারাসম; সেই অনিমেষ
আকর্ষণে চলেছি কোথায়, কোন্ দেশ
কোন্ নিরুদ্দেশ মাঝে! এমনি করিয়া
চিহ্নহীন পথহীন অকূল ধরিয়া
দূর হ'তে দূরে ভেসে' যাব,—অবশেষে
দাঁড়াইব দিবসের সর্ব্বপ্রান্ত দেশে
এক মুহূর্ত্তের তরে;—সারাদিন ভেসে'
মেঘখণ্ড যথা রজনীর তীরে এসে
দাঁড়ায় থমকি'। ওগো, বারেক তখন
জীবনের খেলা রেখে করুণ নয়ন
পাঠায়ো পশ্চিমপানে, দাঁড়ায়ো একাকী
ওই দূর তীরদেশে অনিমেষ আঁখি।

মুহূর্ত্তে আঁধার নামি' দিবে সব ঢাকি'
বিদায়ের পথ ; তোমার অজ্ঞাত দেশে
আমি চলে' যাব ; তুমি ফিরে যেয়ো হেসে'
সংসারের খেলাঘরে, তোমার নবীন
দিবালোকে। অবশেষে যবে একদিন—
বহুদিন পরে—তোমার জগৎমাঝে
সন্ধ্যা দেখা দিবে,—দীর্ঘ জীবনের কাজে
প্রমোদের কোলাহলে শ্রান্ত হবে প্রাণ,
মিলায়ে আসিবে ধীরে স্বপন সমান
চির রৌদ্রদগ্ধ এই কঠিন সংসার,
সেই দিন এইখানে আসিয়ো আবার ;
এই তটপ্রান্তে বসে' শ্রান্ত দু'নয়ানে
চেয়ে দেখো ওই অস্ত অচলের পানে
সন্ধ্যার তিমিরে,—যেথা সাগরের কোলে
আকাশ মিশায়ে গেছে। দেখিবে তা' হ'লে
আমার সে বিদায়ের শেষ-চেয়ে-দেখা
এইখানে রেখে গেছে জ্যোতির্ম্ময় রেখা।
সে অমর অশ্রুবিন্দু সন্ধ্যা-তারকার
বিষণ্ণ আকার ধরি' উদিবে তোমার
নিদ্রাতুর আঁখি পরে ;—সারারাত্রি ধরে'
তোমার সে জনহীন বিশ্রাম-শিয়রে
একাকী জাগিয়া রবে। হয়ত স্বপনে
ধীরে ধীরে এনে দেবে তোমার স্মরণে
জীবনের প্রভাতের দু'য়েকটি কথা।
একধারে সাগরের চির চঞ্চলতা
তুলিবে অস্ফুটধ্বনি, রহস্য অপার,
অন্ধধারে ঘুমাইবে সমস্ত সংসার।

আশ্বিন। ১৮৯০।

সন্ধ্যায়।

ওগো তুমি, অমনি সন্ধ্যার মত হও!
সুদূর পশ্চিমাচলে কনক আকাশ তলে
অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও!
অমনি সুন্দর শান্ত, অমনি করুণ ক্লান্ত
অমনি নীরব উদাসিনী,
ওই মত ধীরে ধীরে আমার জীবন তীরে
বারেক দাঁড়াও একাকিনী!
জগতের পরপারে নিয়ে যাও আপনারে,
দিবসনিশার প্রান্তদেশে!
থাক্ হাস্য-উৎসব, না আসুক্ কলরব
সংসারের জনহীন শেষে!
এস তুমি চুপে চুপে শ্রান্তিরূপে নিদ্রারূপে,
এস তুমি নয়ন আনত,
এস তুমি ম্লান হেসে দিবাদগ্ধ আয়ুশেষে
মরণের আশ্বাসের মত।
আমি শুধু চেয়ে থাকি অশ্রুহীন শ্রান্তআঁখি,
পড়ে' থাকি পৃথিবীর পরে ;
খুলে' দাও কেশভার, ঘনস্নিগ্ধ অন্ধকার
মোরে ঢেকে দিক্ স্তরে স্তরে!
রাখ এ কপালে মম নিদ্রার আবেশসম
হিমস্নিগ্ধ করতল খানি!
বাক্যহীন স্নেহভরে অবশ দেহের পরে
অঞ্চলের প্রান্ত দাও টানি'!
তার পরে পলে পলে করুণার অশ্রুজলে
ভরে' যাক্ নয়ন-পল্লব!
সেই স্তব্ধ আকুলতা গভীর বিদায় ব্যথা
কায়মনে করি অনুভব!

৭ কার্ত্তিক। ১৮৯০।

শেষ উপহার।

আমি রাত্রি, তুমি ফুল। যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়া ছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি'
সমস্ত নক্ষত্র নিয়ে, তোমারে লুকায়ে বুকে ;
যখন ফুটিলে তুমি সুন্দর তরুণ মুখে
তখনি প্রভাত এল ; ফুরাল আমার কাল ;
আলোকে ভাঙ্গিয়া গেল রজনীর অন্তরাল।
এখন বিশ্বের তুমি ; গুন্ গুন্ মধুকর
চারিদিকে তুলিয়াছে বিস্ময়ব্যাকুল স্বর ;
গাহে পাখী, বহে বায়ু ; প্রমোদ হিল্লোলধারা
নবস্ফুট জীবনেরে করিতেছে দিশাহারা।

এত আলো, এত সুখ, এত গান, এত প্রাণ
ছিল না আমার কাছে; আমি করেছিনু দান
শুধু নিদ্রা, শুধু শান্তি, সযতন নীরবতা,
শুধু চেয়ে-থাকা আঁখি, শুধু মনে মনে কথা।

আর কি দিইনি কিছু? প্রলুব্ধ প্রভাত যবে
চাহিল তোমার পানে, শত পাখী শত রবে
ডাকিল তোমার নাম, তখন পড়িল ঝরে'
আমার নয়ন হ'তে তোমার নয়ন পরে
একটি শিশির কণা। চলে' গেনু পরপার।
সেই বিষাদের বিন্দু, বিদায়ের উপহার
প্রখর প্রমোদ হ'তে রাখিবে শীতল করে'
তোমার তরুণ মুখ; রজনীর অশ্রু পরে
পড়ি' প্রভাতের হাসি দিবে শোভা অনুপম,
বিকচ সৌন্দর্য্য তব করিবে সুন্দরতম।

৯ কার্ত্তিক। ১৮৯০।

মৌন ভাষা।

থাক্ থাক্ কাজ নাই, বলিয়োনা কোন কথা।
চেয়ে দেখি, চলে' যাই, মনে মনে গান গাই,
মনে মনে রচি বসে' কত সুখ কত ব্যথা।
বিরহী পাখীর প্রায় অজানা কানন-ছায়
উড়িয়া বেড়াক্ সদা হৃদয়ের কাতরতা;
তারে বাঁধিয়োনা ধরে', বলিয়োনা কোন কথা!

আঁখি দিয়ে যাহা বল সহসা আসিয়া কাছে
সেই ভাল, থাক্ তাই, তার বেশি কাজ নাই,
কথা দিয়ে বল যদি মোহ ভেঙ্গে যায় পাছে!
এত মৃদু, এত আধো, অশ্রুজলে বাধো-বাধো
সরমে সভয়ে ম্লান এমন কি ভাষা আছে?
কথায় বোলোনা তাহা আঁখি যাহা বলিয়াছে!

তুমি হয়ত বা পার আপনারে বুঝাইতে;
মনের সকল ভাষা, প্রাণের সকল আশা'
পার তুমি গেঁথে গেঁথে রচিতে মধুর গীতে;
আমিত জানিনে মোরে, দেখি নাই ভাল করে'
মনের সকল কথা পশিয়া আপন চিতে।
কি বুঝিতে কি বুঝেছি, কি বলিব কি বলিতে!

তবে থাক্! ওই শোন, অন্ধকারে শোনা যায়
জলের কল্লোলস্বর পল্লবের মরমর,
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনিয়া শিহরে কায়!
আরো ঊর্দ্ধে দেখ চেয়ে—অনন্ত আকাশ ছেয়ে
কোটি কোটি মৌন দৃষ্টি তারকায় তারকায়;
প্রাণপণ দীপ্তভাষা জলিয়া ফুটিতে চায়।

এস চুপ করে' শুনি এই বাণী স্তব্ধতার;
এই অরণ্যের তলে কানাকানি জলে-স্থলে;
মনে করি হ'ল বলা ছিল যাহা বলিবার।
হয়ত তোমার ভাবে তুমি এক বুঝে যাবে,
আমার মনের মত আমি বুঝে যাব আর;
নিশীথের কণ্ঠ দিয়ে কথা হ'বে দু'জনার!

মনে করি দুটি তারা জগতের এক ধারে
পাশাপাশি কাছাকাছি তৃষাতুর চেয়ে আছি,
চিনিতেছি চিরযুগ, চিনিনাক কেহ কারে।
দিবসের কোলাহলে প্রতিদিন যাই চলে'
ফিরে আসি রজনীর ভাষাহীন অন্ধকারে;
বুঝিবার নহে যাহা, চাই তাহা বুঝিবারে!

তোমার সাহস আছে, আমার সাহস নাই।
এই যে শঙ্কিত আলো অন্ধকারে জলে ভালো
কে বলিতে পারে বল যাহা চাই একি তাই!
তবে ইহা থাক্ দূরে কল্পনার স্বপ্নপুরে,
যার যাহা মনে লয় তাই মনে করে' যাই;
এই চির-আবরণ খুলে' ফেলে' কাজ নাই!

এস তবে বসি হেথা, বলিয়ো না কোন কথা!
নিশীথের অন্ধকারে ঘিরে' দিক্ দুজনারে
আমাদের দুজনের জীবনের নীরবতা।
দুজনের কোলে বুকে আঁধারে বাড়ুক্ সুখে
দুজনের এক শিশু জনমের মনোব্যথা!
তবে আর কাজ নাই! বলিয়ো না কোন কথা!

৮০ কার্ত্তিক। ১৮৯০।

আমার সুখ।

ভালবাসা-ঘেরা ঘরে কোমল শয়নে, তুমি
যে সুখেই থাক
যে মাধুরী এ জীবনে আমি পাইয়াছি, তাহা
তুমি পেলেনাক!
এই যে অলস বেলা, অলস মেঘের মেলা,
জলেতে আলোতে খেলা সারা দিনমান,
এরি মাঝে চারিপাশে কোথা হ'তে ভেসে' আসে
ওই মুখ, ওই হাসি, ওই দুনয়ান।
সদা শুনি কাছে দূরে মধুর কোমল সুরে
তুমি মোরে ডাক;
তাই ভাবি, এ জীবনে আমি যাহা পাইয়াছি
তুমি পেলে নাক!

কোন দিন একদিন আপনার মনে, শুধু
এক সন্ধেবেলা
আমারে এমনি করে' ভাবিতে পারিতে যদি
বসিয়া একেলা!
এমনি সুদূর বাঁশি শ্রবণে পশিত আসি
বিষাদ-কোমল হাসি ভাসিত অধরে।
নয়নে জলের রেখা একবিন্দু দিত দেখা,
তা'রি পরে সন্ধ্যালোক কাঁপিত কাতরে।
ভেসে যেত মনখানি কনক তরণীসম
গৃহহীন স্রোতে,
শুধু একদিন তরে আমি ধন্য হইতাম,
তুমি ধন্য হ'তে!

তুমি কি করেছ মনে দেখেছ, পেয়েছ তুমি
সীমারেখা মম?
'ফেলিয়া দিয়াছ মোরে আদি অন্ত শেষ করে'
পড়া পুঁথি সম?
নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।
আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পার ভরে'।
আমাতেও স্থান পেত অবাধে, সমস্ত তব
জীবনের আশা।
একবার ভেবে দেখ এ পরাণে ধরিয়াছে
কত ভালবাসা!

সহসা কি শুভক্ষণে অসীম হৃদয়রাশি
দৈবে পড়ে চোখে।
দেখিতে পাওনি যদি, দেখিতে পাবে না আর,
মিছে মরি বকে'!
আমি যা পেয়েছি, তাই সাথে নিয়ে ভেসে যাই,
কোনখানে সীমা নাই ও মধু মুখের।
শুধু স্বপ্ন, শুধু স্মৃতি, তাই নিয়ে থাকি নিতি
আর আশা নাহি রাখি সুখের দুখের।
আমি যাহা দেখিয়াছি, আমি যাহা পাইয়াছি
এ জনম-সই
জীবনের সব শূন্য আমি যাহে ভরিয়াছি
তোমার তা' কই!

১১ কার্ত্তিক। ১৮৯০।

রাজা ও রাণী।

নাটকের পাত্রগণ।

বিক্রমদেব। জালন্ধরের রাজা।
দেবদত্ত। রাজার বাল্যসখা ব্রাহ্মণ।
জয়সেন। } যুধাজিৎ। } রাজ্যের প্রধান নায়ক।
ত্রিবেদী। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
মিহিরগুপ্ত। জয়সেনের অমাত্য।
চন্দ্রসেন। কাশ্মীরের রাজা।
কুমার। কাশ্মীরের যুবরাজ। চন্দ্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র।
শঙ্কর। কুমারের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য।
অমরুরাজ। ত্রিচূড়ের রাজা।
সুমিত্রা। জালন্ধরের মহিষী। কুমারের ভগিনী।
নারায়ণী। দেবদত্তের স্ত্রী।
রেবতী। চন্দ্রসেনের মহিষী।
ইলা। অমরুর কন্যা। কুমারের সহিত বিবাহ পণে বদ্ধ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জালন্ধর।

প্রাসাদের এক কক্ষ।

বিক্রমদেব ও দেবদত্ত।

দেব। মহারাজ, এ কি উপদ্রব!
বিক্র। হয়েছে কি!
দেব। আমারে বরিবে না কি পুরোহিত পদে?
কি দোষ করেছি প্রভো? কবে শুনিয়াছ
ত্রিষ্টুভ অনুষ্টুভ এই পাপমুখে?
তোমার সংসর্গে পড়ে ভুলে বসে আছি
যত যাগযজ্ঞবিধি! আমি পুরোহিত?
শ্রুতিস্মৃতি ঢালিয়াছি বিস্মৃতির জলে!
এক বই পিতা নয় তাঁরি নাম ভুলি
দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি সবে!
স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতে খানা
তেজহীন ব্রহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলষ!
বি। তাইত নির্ভয়ে আমি দিয়েছি তোমারে
পৌরোহিত্য ভার। শাস্ত্র নাই, মন্ত্র নাই,
নাই কোন ব্রহ্মণ্য বালাই।
দে। তুমি চাও
নখদন্তভাঙ্গা এক পোষা পুরোহিত!
বি। পুরোহিত, এককেটা ব্রহ্মদৈত্য যেন!
একেত আহার করে রাজস্কন্ধে চেপে
সুখে বার মাস, তার পরে দিন রাত
অনুষ্ঠান, উপদ্রব, নিষেধ, বিধান,
অনুযোগ—অনুস্বর বিসর্গের ঘটা—
দক্ষিণায় পূর্ণ হস্তে শূন্য আশীর্ব্বাদ!
দে। শাস্ত্রহীন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যদি,
আছেন ত্রিবেদী; অতিশয় সাধুলোক;
সর্ব্বদাই রয়েছেন জপমালা হাতে
ক্রিয়াকর্ম্ম নিয়ে; শুধু মন্ত্র উচ্চারণে
লেশমাত্র নাই তাঁর ক্রিয়াকর্ম্মজ্ঞান!
বি। অতি ভয়ানক! সখা, শাস্ত্র নাই যার
শাস্ত্রের উপদ্রব তার চতুর্গুণ!
নাই যার বেদবিদ্যা, ব্যাকরণ-বিধি,
নাই তার বাধাবিঘ্ন,—শুধু বুলি ছোটে
পশ্চাতে ফেলিয়া রেখে তদ্ধিৎ প্রত্যয়
অমর পাণিনি! এক সঙ্গে নহি সয়
রাজা আর ব্যাকরণ দোঁহারে পীড়ন।
দে। আমি পুরোহিত? মহারাজ, এ সংবাদে
ঘন আন্দোলিত হবে কেশলেশহীন

যতেক চিক্কন মাথা ; অমঙ্গল স্মরি
রাজ্যের টিকি যত হবে কণ্টকিত !

বি। কেন অমঙ্গলশঙ্কা ?

দে। কর্ম্মকাণ্ডহীন
এ দীন বিপ্রের দোষে কুলদেবতার
রোষ হুতাশন—

বি। রেখে দাও বিভীষিকা।
কুলদেবতার রোষ নতশির পাতি
সহিতে প্রস্তুত আছি ;—সহেনা কেবল
কুল-পুরোহিত-আস্ফালন ! জান সখা,
দীপ্ত সূর্য্য সহ্য হয় তপ্ত বালি চেয়ে !
দূর কর মিছে তর্ক যত ! এস করি
কাব্য আলোচনা ! কাল বলেছিলে তুমি
পুরাতন কবি বাক্য--"নাহিক বিশ্বাস
রমণীরে"—আর বার বল শুনি !

দে। "শাস্ত্রং—"

বি। রক্ষা কর ছেড়ে দাও অনুস্বরগুলো !

দে। অনুস্বর ধনুঃশর নহে, মহারাজ,
কেবল টঙ্কারমাত্র ! হে বীরপুরুষ,
ভয় নাই ! ভাল, আমি ভাষায় বলিব।
"যত চিন্তা কর শাস্ত্র, চিন্তা আরো বাড়ে,
যত পূজা কর ভূপে, ভয় নাহি ছাড়ে।
কোলে থাকিলেও নারী রেখো সাবধানে,
শাস্ত্র নৃপ, নারী কভু বশ নাহি মানে !"

বি। বশ নাহি মানে ! ধিক্ স্পর্দ্ধা, কবি তব !
চাহে কে করিতে বশ ? বিদ্রোহী সে জন !
বশ করিবার নহে নৃপতি, রমণী !

দে। তা বটে ! পুরুষ রবে রমণীর বশে !

বি। রমণীর হৃদয়ের রহস্য কে জানে ?
বিধির বিধান সম অজ্ঞেয়, তা ব'লে
অবিশ্বাস জন্মে যদি বিধির বিধানে,
রমণীর প্রেমে,—আশ্রয় কোথায় পাবে ?
নদী ধায়, বায়ু বহে, কেমনে কে জানে ?
সেই নদী দেশের কল্যাণ-প্রবাহিণী,
সেই বায়ু জীবের জীবন।

দে। বন্যা আনে
সেই নদী ; সেই বায়ু ঝঞ্ঝা নিয়ে আসে !

বি। প্রাণ দেয়, মৃত্যু দেয়, লই শিরে তুলি ;
তাই বলে কোন্ মূর্খ চাহে তাহাদের
বশ করিবারে ! বদ্ধ নদী, বদ্ধ বায়ু
রোগ, শোক, মৃত্যুর নিদান। হে ব্রাহ্মণ,
নারীর কি জান তুমি ?

দে। কিছু না রাজন !
ছিলাম উজ্জ্বল করে পিতৃমাতৃকুল
ভদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে। তিনসন্ধ্যা ছিল
আহ্নিক তর্পণ ;—শেষে তোমারি সংসর্গে
বিসর্জ্জন করিয়াছি সকল দেবতা
কেবল অনঙ্গদেব রয়েছেন বাকি।
ভুলেছি মহিম্নস্তব—শিখেছি গাহিতে
নারীর মহিমা ; সেও বিদ্যা পুঁথিগত ,
তার পরে মাঝে মাঝে চক্ষু রাঙাইলে
সে বিদ্যাও ছুটে যায় স্বপ্নের মতন !

বি। না না ভয় নাই সখা, মৌন রহিলাম ;
তোমার নূতন বিদ্যা বলে যাও তুমি !

দে। শুন তবে—বলিছেন কবি ভর্ত্তৃহরি,—
"নারীর বচনে মধু, হৃদয়েতে হলাহল,
অধরে পিয়ায় সুধা, চিত্তে জ্বালে দাবানল !"

বি। সেই পুরাতন কথা !

দে। সত্য পুরাতন।
কি করিব মহারাজ, যত পুঁথি খুলি
ওই এক কথা ! যত প্রাচীন পণ্ডিত
প্রেয়সীরে ঘরে নিয়ে এক দণ্ড কভু
ছিল না সুস্থির ! আমি শুধু ভাবি, যার
ঘরের ব্রাহ্মণী ফিরে পরের সন্ধানে,
সে কেমনে কাব্য লেখে ছন্দ গেঁথে গেঁথে
পরম নিশ্চিন্ত মনে ?

বি। মিথ্যা অবিশ্বাস !
ও কেবল ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রবঞ্চনা !
ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম নিতান্ত বিশ্বাসে
হয়ে আসে মৃত জড়বৎ—তাই তারে
জাগায়ে তুলিতে হয় মিথ্যা অবিশ্বাসে।
হের, ওই আসিছেন মন্ত্রী !, স্তূপাকার
রাজ্যভার স্কন্ধে নিয়ে ! পলায়ন করি !

দে। রাণীর রাজত্বে তুমি লওগে আশ্রয় !

ধাও অন্তঃপুরে! অসম্পূর্ণ রাজকার্য্য
দুয়ার বাহিরে পড়ে থাক্; স্ফীত হোক্
যত যায় দিন! তোমার দুয়ার ছাড়ি
ক্রমে উঠিবে সে, ঊর্দ্ধদিকে; দেবতার
বিচার আসন পানে!

বি। এ কি উপদেশ?

দে। না রাজন্! প্রলাপ বচন! যাও তুমি,
কাল নষ্ট হয়!

রাজার প্রস্থান।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

ম। ছিলেন না মহারাজ?

দে। করেছেন অন্তর্দ্ধান অন্তঃপুর পানে!

ম। (বসিয়া পড়িয়া)
হা বিধাতঃ, এ রাজ্যের কি দশা করিলে?
কোথা রাজা, কোথা দণ্ড, কোথা সিংহাসন!
শ্মশানভূমির মত বিষণ্ণ বিশাল
রাজ্যের বক্ষের পরে সগর্ব্বে দাঁড়ায়ে
বধির পাষাণ-রুদ্ধ অন্ধ অন্তঃপুর!
রাজশ্রী দুয়ারে বসি অনাথার বেশে
কাঁদে হাহাকার রবে!

দে। দেখে হাসি আসে!
রাজা করে পলায়ন—রাজ্য ধায় পিছে;—
হল ভাল মন্ত্রিবর; অহর্নিশি যেন
রাজ্য ও রাজায় মিলে লুকোচুরি খেলা!

ম। এ কি হাসিবার কথা ব্রাহ্মণ ঠাকুর?

দে। না হাসিয়া করিব কি! অরণ্যে ক্রন্দন
সে ত বালকের কাজ;—দিবস রজনী
বিলাপ না হয় সহ্য তাই মাঝে মাঝে
রোদনের পরিবর্ত্তে শুষ্ক শ্বেত হাসি
জমাট অশ্রুর মত তুষার-কঠিন!
কি ঘটেছে বল শুনি!

ম। জান ত সকলি!
রাণীর কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরী
দেশ জুড়ে বসিয়াছে; রাজার প্রতাপ
ভাগ করে লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি,
বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন মৃত সতী-দেহ সম।
বিদেশীর অত্যাচারে জর্জ্জর কাতর
কাঁদে প্রজা। অরাজক, রাজসভামাঝে
মিলায় ক্রন্দন। বিদেশী অমাত্য যত
বসে বসে হাসে। শূন্য সিংহাসন পার্শ্বে
বিদীর্ণ-হৃদয় মন্ত্রী বসি নতশিরে!

দে। বহে ঝড়, ডোবে তরী, কাঁদে যাত্রী যত,
রিক্তহস্ত কর্ণধার উচ্চে একা বসি
বলে 'কর্ণ কোথা গেল!' মিছে খুঁজে মর,
রমণী নিয়েছে টেনে রাজকর্ণখানা,
বাহিছে প্রেমের তরী লীলা সরোবরে
বসন্ত পবনে—রাজ্যের বোঝাই নিয়ে
মন্ত্রীটা মরুক্ ডুবে অকুল পাথারে!

ম। হেসো না ঠাকুর! ছি ছি, শোকের সময়ে
হাসি অকল্যাণ!

দে। আমি বলি মন্ত্রিবর
রাজারে ডিঙ্গায়ে, একেবারে পড় গিয়ে
রাণীর চরণে!

ম। আমি পারিব না তাহা!
আপন আত্মীয় জনে করিবে বিচার
রমণী, এমন কথা শুনি নাই কভু।

দে। শুধু শাস্ত্র জান মন্ত্রী! চেন না মানুষ!
বরঞ্চ আপন জনে আপনার হাতে
দণ্ড দিতে পারে নারী; পারে না সহিতে
পরের বিচার!

ম। ওই শোন কোলাহল!

দে। এ কি প্রজার বিদ্রোহ?

ম। চল, দেখে আসি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

লোকারণ্য।

কিনু নাপিত। ওরে ভাই কান্নার দিন নয়! অনেক কেঁদেছি তাতে কিছু হল কি?

মনসুখ চাষা। ঠিক বলেছিসরে, সাহসে সব কাজ হয়—

ওই যে কথায় বলে "আছে যার বুকের পাটা, যম্‌রাকে সে দেখায় ঝাঁটা।"

কুঞ্জরলাল কামার। ভিক্ষে করে কিছু হবে না আমরা লুট কর্ব্ব।

কিনু নাপিত। ভিক্ষেং নৈম নৈমচং। কি বল খুড়ো, তুমিত স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের ছেলে, লুটপাটে দোষ আছে কি?

নন্দলাল। কিছু না, ক্ষিদের কাছে পাপ নেই রে বাবা। জানিস্‌ত অগ্নিকে বলে পাবক, অগ্নিতে সকল পাপ নষ্ট করে। জঠরাগ্নির বাড়া ত আর অগ্নি নেই।

অনেকে। আগুন! তা ঠিক বলেছ। বেঁচে থাক ঠাকুর! তবে তাই হবে! তা আমরা আগুনই লাগিয়ে দেব। ওরে আগুনে পাপ নেইরে। এবার ওঁদের বড় বড় ভিটেতে ঘুঘু চরাব!

কুঞ্জর। আমার তিনটে সড়কি আছে।

মনসুক। আমার একগাছা লাঙ্গল আছে, এবার তাজ-পরা মাথা-গুলো মাটির ঢেলার মত চষে ফেল্‌ব!

শ্রীহর কলু। আমার এক গাছ বড় কুড়ুল আছে, কিন্তু পালাবার সময় সেটা বাড়িতে ফেলে এসেচি!

হরিদীন কুমোর। ওরে তোরা মর্ত্তে বসেচিস্ না কি? বলিস্ কিরে! আগে রাজাকে জানা, তার পরে যদি না শোনে তখন অন্য পরামর্শ হবে।

কিনুনাপিত। আমিও ত সেই কথা বলি।

কুঞ্জর। আমিও ত তাই ঠাওরাচ্চি।

শ্রীহর। আমি বরাবর বলে আস্‌চি, ঐ কায়স্থের পোকে বল্‌তে দাও। আচ্ছা, দাদা, তুমি রাজাকে ভয় কর্‌বে না?

মন্নুরাম কায়স্থ। ভয় আমি কাউকে করিনে। তোরা লুঠ কর্ত্তে যাচ্চিস্ আর আমি ছুটো কথা বল্‌তে পারিনে?

মনসুক। দাঙ্গা করা এক আর কথা বলা এক। এই ত বরাবর দেখে আস্‌চি, হাত চলে কিন্তু মুখ চলে না।

কিনু। মুখের কোন কাজটাই হয় না—অন্নও জোটে না কথাও ফোটে না।

কুঞ্জর। আচ্ছা তুমি কি বল্‌বে বল।

মন্নু। আমি ভয় করে বল্‌ব না; আমি প্রথমেই শাস্ত্র বল্‌ব।

শ্রীহর। বল কি? তোমার শাস্তর জানা আছে? আমি ত তাই গোড়াগুড়িই বল্‌ছিলুম কায়স্থর পোকে বল্‌তে দাও—ও জানে শোনে।

মন্নু। আমি প্রথমেই বল্‌ব—

অতিদর্পে হতালঙ্কা, অতি মানে চ কৌরবঃ।
অতি দানে বলির্বদ্ধ সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং।

হরিদীন। হাঁ এ শাস্ত্র বটে!

কিনু। (ব্রাহ্মণের প্রতি) কেমন খুড়ো, তুমিত ব্রাহ্মণের ছেলে, এ শাস্ত্র কি না? তুমি ত এ সমস্তই বোঝ।

নন্দ। হাঁ—তা-ইয়ে—ওর নাম কি—তা বুঝি বই কি! কিন্তু রাজা যদি না বোঝে, তুমি কি করে বুঝিয়ে দেবে বলত শুনি!

মন্নু। অর্থাৎ বাড়াবাড়িটে কিছু নয়।

জওহর। ঐ অত বড় কথাটার এইটুকু মানে হল?

শ্রীহর। তা না হলে আর শাস্তর কিসের?

নন্দ। চাষাভুষোর মুখে যে কথাটা ছোট্ট, বড় লোকের মুখে সেইটেই কত বড় শোনায়।

মনসুখ। কিন্তু কথাটা ভাল, "বাড়াবাড়ি কিছু নয়" শুনে রাজার চোখ ফুট্‌বে।

জওহর। কিন্তু ঐ একটাতে হবে না আরো শাস্তর চাই।

মন্নু। তা আমার পুঁজি আছে আমি বল্‌ব—

"লালনে বহবো দোষা স্তাড়নে বহবো গুণাঃ;
তস্মাৎ মিত্রঞ্চ পুত্রঞ্চ তাড়য়েৎ নতু লালয়েৎ।"

তা আমরা কি পুত্র নই? হে মহারাজ, আমাদের তাড়না করবে না—ঐটে ভাল নয়।

হরিদীন। এ ভাল কথা, মস্ত কথা, ঐ যে কি বল্লে ও কথাগুলো শোনাচ্চে ভাল।

শ্রীহর। কিন্তু কেবল শাস্তর বল্লেত চল্‌বে না—আমার ঘানির কথাটা কখন্ আস্‌বে? অম্‌নি ঐ সঙ্গে যুড়ে দিলে হয় না?

নন্দ। বেটা তুমি ঘানির সঙ্গে শাস্তর জুড়বে? এ কি তোমার গরু পেয়েছ?

জওহর তাঁতি। কলুর ছেলে ওর আর কত বুদ্ধি হবে?

কুঞ্জর। দু ঘা না পিঠে পড়লে ওর শিক্ষা হবে না। কিন্তু আমার কথাটা কখন্ পাড়বে? মনে থাকবে ত? আমার নাম কুঞ্জরলাল। কাঙ্গালাল নয়—সে আমার ভাই-পো, সে বুধকোটে থাকে—সে যখন সবে তিন বছর তখন তাকে—

হরিদীন। সব বুঝলুম কিন্তু যে রকম কাল পড়েছে, রাজা যদি শাস্তর না শোনে!

কুঞ্জর। তখন আমরাও শাস্তর ছেড়ে অস্তর ধরব।

কিনু। সাবাস্ বলেছ শাস্তর ছেড়ে অস্তর।

মনসুক্। কে বল্লেহে? কথাটা কে বল্লে?

কুঞ্জর। (সগর্ব্বে) আমি বলেছি। আমার নাম কুঞ্জরলাল, কাঞ্জিলাল আমার ভাইপো।

কিনু। তা ঠিক বলেছ ভাই—শাস্তর আর অস্তর—কখন শাস্তর কখন অস্তর—আবার কখন অস্তর কখন শাস্তর।

জওহর। কিন্তু বড় গোলমাল হচ্চে। কথাটা কিযে স্থির হল বুঝতে পারছিনে। শাস্তর না অস্তর?

শ্রীহর কলু। বেটা তাঁতি কি না, এইটে আর বুঝ্‌তে পাল্লিনে? তবে এতক্ষণ ধরে কথাটা হল কি? স্থির হল যে শাস্তরের মহিমা বুঝ্‌তে ঢের দেরি হয় কিন্তু অস্তরের মহিমা খুব চট্‌পট্ বোঝা যায়।

অনেকে। (উচ্চস্বরে) তবে শাস্তর চুলোয় যাক্—অস্তর ধর!

দেবদত্তের প্রবেশ।

দে। বেশি ব্যস্ত হবার দরকার করে না। চুলোতেই যাবে শীগ্‌গির। তার আয়োজন হচ্চে। বেটা তোরা কি বল্‌ছিলিরে?

শ্রীহর। আমরা ঐ ভদ্রলোকের ছেলেটির কাছে শাস্তর শুন্‌ছিলুম ঠাকুর!

দেব। এম্‌নি মন দিয়েই শাস্তর শোনে বটে! চীৎকারের চোটে রাজ্যের কানে তালা ধরিয়ে দিলে। যেন ধোবাপাড়ায় আগুন লেগেছে।

কিনু। তোমার কি ঠাকুর! তুমি ত রাজবাড়ির সিধে খেয়ে খেয়ে ফুল্‌চ—আমাদের পেটে নাড়িগুলো জলে জলে মল—আমরা কি বড় সুখে চেঁচাচ্চি?

মনসুক্। আজকালের দিনে আস্তে বল্লে শোনে কে? এখন চেঁচিয়ে কথা কইতে হয়।

কুঞ্জর। কান্নাকাটি ঢের হয়েছে এখন দেখ্‌চি অন্য উপায় আছে কি না।

দেব। কি বলিস্‌রে! তোদের বড় আস্পর্দ্ধা হয়েচে। তবে শুন্‌বি? তবে বল্‌ব?

"নসমানসমানসমানসমাগমমাপসমীক্ষ্য বসন্তনভ
ভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমদ ভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ।"

হরিদীন। ও বাবা, শাপ দিচ্চে না কি?

দেব। (মনুর প্রতি) তুমি ত ভদ্রলোকের ছেলে তুমি ত শাস্তর বোঝ—কেমন, এ ঠিক কথা কি না? "নস মানস মানস মানসং।"

মনু। আহা ঠিক। শাস্ত্র যদি চাও ত এই বটে! তা আমিও ত ঠিক ঐ কথাটাই বোঝাচ্ছিলুম!

দেব। (নন্দর প্রতি) নমস্কার! তুমি ত ব্রাহ্মণ দেখ্‌চি। কি বল ঠাকুর, পরিণামে এই সব মূর্খরা 'ভ্রমদভ্রমদভ্রমৎ" হয়ে মরবে না?

নন্দ। বরাবর তাই বলচি কিন্তু বোঝে কে? ছোট লোক কিনা!

দেব। (মনসুকের প্রতি) তোমাকেই এর মধ্যে বুদ্ধিমানের মত দেখাচ্চে, আচ্ছা তুমিই বল দেখি কথাগুলো কি ভাল হচ্ছিল? (কুঞ্জরের প্রতি) আর তোমাকেও ত বেশ ভালমানুষ দেখ্‌ছি হে তোমার নাম কি?

কুঞ্জর। আমার নাম কুঞ্জরলাল—কাঞ্জিলাল আমার ভাইপোর নাম।

দেব। ওঃ—তোমারই ভাইপোর নাম কাঞ্জিলাল বটে? তা আমি রাজার কাছে বিশেষ করে তোমাদের নাম করব।

হরিদীন। আর আমাদের কি হবে?

দেব। তা আমি বল্‌তে পারিনে বাপু। এখন্ ত তোরা কান্না ধরেচিস্—এই একটু আগে আর এক সুর বের করেছিলি। সে কথাগুলো কি রাজা শোনেনি? রাজা সব শুন্‌তে পায়।

অনেকে। দোহাই ঠাকুর, আমরা কিছু বলিনি ঐ কাঞ্জলাল না মাঞ্জলাল অস্তরের কথা পেড়েছিল।

কুঞ্জর। চুপ কর্। আমার নাম খারাপ করিস্‌নে। আমার নাম কুঞ্জরলাল। তা মিছে কথা বল্‌ব না—আমি বল্‌ছিলুম "যেমন শাস্তর আছে তেম্‌নি অস্তরও আছে—রাজা যদি শাস্তরের দোহাই না মানে তখন অস্তর আছে।" কেমন বলেছি ঠাকুর?

দেব। ঠিক বলেচ—তোমার উপযুক্ত কথাই বলেচ। অস্ত্র কি? না, বল। তা তোমাদের বল কি? না "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা" কি না, রাজাই দুর্ব্বলের বল। আবার "বালানাং

রোদনং বলং” রাজার কাছে তোমরা বালক বই নও। অতএব এখেনে কান্নাই তোমাদের অস্ত্র। অতএব শাস্তর যদি না খাটে ত তোমাদের অস্ত্র আছে কান্না। বড় বুদ্ধিমানের মত কথা বলেচ,—প্রথমে আমাকেই ধাঁদা লেগে গিয়েছিল। তোমার নামটা মনে রাখ্‌তে হবে। কি হে তোমার নাম কি?

কুঞ্জর। আমার নাম কুঞ্জরলাল। কাঞ্জিলাল আমার ভাইপো।

অন্য সকলে। ঠাকুর, আমাদের মাপ কর, ঠাকুর মাপ কর—

দেব। আমি মাপ করবার কে? তবে দেখ্‌, কান্নাকাটি করে দেখ্‌, রাজা যদি মাপ করে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

প্রমোদকানন।

বিক্রমদেব। সুমিত্রা।

বিক্রম। মৌন মুগ্ধ সন্ধ্যা ওই মন্দ মন্দ আসে
কুঞ্জবন মাঝে, প্রিয়তমে, লজ্জানম্র
নববধূ সম; সম্মুখে গম্ভীর নিশা
বিস্তার করিয়া অন্তহীন অন্ধকার
এ কনক-কান্তিটুকু চাহে গ্রাসিবারে।
তেমনি দাঁড়ায়ে আছি হৃদয় প্রসারি
ওই হাসি, ওই রূপ, ওই তব জ্যোতি
পান করিবারে; দিবালোক-তট হতে
এস, নেমে এস, কনক চরণ দিয়ে
এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথ সাগরে।
কোথা ছিলে প্রিয়ে?

সুমিত্রা। নিতান্ত তোমারি আমি
সদা মনে রেখো এ বিশ্বাস। থাকি যবে
গৃহ-কাজে—জেনো, নাথ, তোমারি সে গৃহ,
তোমারি সে কাজ।

বিক্রম। থাক্‌ গৃহ, গৃহকাজ!
সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি;
অন্তরে তোমার গৃহ—আর গৃহ নাই—
বাহিরে কাঁদুক্‌ পড়ে বাহিরের কাজ!

সুমিত্রা। কেবল অন্তরে তব? নহে, নাথ, নহে;
রাজন্‌, তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে!
অন্তরে প্রেয়সী তব, বাহিরে মহিষী।

বিক্রম। হায়, প্রিয়ে, আজ কেন স্বপ্ন মনে হয়
সে সুখের দিন? সেই প্রথম মিলন;—
প্রথম প্রেমের ছটা;—দেখিতে দেখিতে
সমস্ত হৃদয়ে দেহে যৌবন-বিকাশ;—
সেই নিশি-সমাগমে দুরুদুরু হিয়া;
নয়ন-পল্লবে লজ্জা, ফুলদলপ্রান্তে
শিশির বিন্দুর মত;—অধরের হাসি
নিমেষে জাগিয়া ওঠে, নিমেষে মিলায়,
সন্ধ্যার বাতাস গেলে কাতর কম্পিত
দীপশিখাসম; নয়নে-নয়নে হয়ে
ফিরে আসে আঁখি; বেধে যায় হৃদয়ের
কথা; হাসে চাঁদ কৌতুকে আকাশে; চাহে
নিশীথের তারা, লুকায়ে জানালা পাশে;
সেই নিশি-অবসানে আঁখি ছলছল;
সেই বিরহের ভয়ে বদ্ধ আলিঙ্গন;
তিলেক বিচ্ছেদ লাগি কাতর হৃদয়!
কোথা ছিল গৃহকাজ! কোথা ছিল, প্রিয়ে,
সংসার ভাবনা!

সুমিত্রা। তখন ছিলাম শুধু
ছোট দুটি বালক বালিকা; আজ মোরা
রাজা রাণী।

বিক্রম। রাজা রাণী! কে রাজা? কে রাণী?
নহি আমি রাজা! শূন্য সিংহাসন কাঁদে!
জীর্ণ রাজকার্য্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে!

সুমিত্রা। শুনিয়া লজ্জায় মরি! ছিছি মহারাজ,
এ কি ভালবাসা? এ যে মেঘের মতন
রেখেছে আচ্ছন্ন করে মধ্যাহ্ন আকাশে
উজ্জ্বল প্রতাপ তব! শোন প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজা,
তুমি স্বামী—আমি শুধু অনুগত ছায়া,

তার বেশি নই ;—আমারে দিওনা লাজ ;
আমারে বেসো না ভাল রাজশ্রীর চেয়ে !

বিক্রম। চাহ না আমার প্রেম ?

সুমিত্রা। কিছু চাই নাথ ;
সব নহে। স্থান দিয়ো হৃদয়ের পাশে,
সমস্ত হৃদয় তুমি দিয়ো না আমারে।

বিক্রম। আজো রমণীর মন নারিনু বুঝিতে।

সুমিত্রা। তোমরা পুরুষ, দৃঢ় তরুর মতন
আপনি অটল রবে আপনার পরে
স্বতন্ত্র উন্নত ; তবে ত আশ্রয় পাব
আমরা লতার মত তোমাদের শাখে !
তোমরা সকল মন দিয়ে ফেল যদি
কে রহিবে আমাদের ভালবাসা নিতে,
কে রহিবে বহিবারে সংসারের ভার ?
তোমরা রহিবে কিছু স্নেহময়, কিছু
উদাসীন ; কিছু মুক্ত, কিছু বা জড়িত ;
সহস্র পাখীর গৃহ, পান্থের বিশ্রাম,
তপ্ত ধরণীর ছায়া, মেঘের বান্ধব,
ঝটিকার প্রতিদ্বন্দ্বী, লতার আশ্রয় !

বিক্রম। এ কথা দূর কর প্রিয়ে ; হের সন্ধেবেলা
মৌন-প্রেমসুখে সুপ্ত বিহঙ্গের নীড়,
নীরব কাকলি ! তবে মোরা কেন দোঁহে
কথার উপরে কথা করি বরিষণ ?
অধর অধরে বসি প্রহরীর মত
চপল কথার দ্বার রাখুক্ রুধিয়া !

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। এখনি দর্শনপ্রার্থী মন্ত্রীমহাশয়,
গুরুতর রাজকার্য্য, বিলম্ব সহে না।

বিক্রম। ধিক্ তুমি ! ধিক্ মন্ত্রী ! ধিক্ রাজকার্য্য !
রাজ্য রসাতলে যাক্ মন্ত্রী লয়ে সাথে !

কঞ্চুকীর প্রস্থান।

সুমিত্রা। যাও, নাথ, যাও !

বিক্রম। বার বার এক কথা !
নির্ম্মম, নিষ্ঠুর ! কাজ, কাজ, যাও, যাও !
যেতে কি পারিনে আমি ? কে চাহে থাকিতে ?
সবিনয় করপুটে কে মাগে তোমার
সযত্নে ওজন-করা বিন্দু বিন্দু কৃপা ?
এখনি চলিনু !
অয়ি হৃদিলগ্ন লতা !
ক্ষম মোরে, ক্ষম অপরাধ ; মোছ আঁখি,
ম্লান মুখে হাসি আন, অথবা ভ্রূকুটি ;
দাও শাস্তি, কর তিরস্কার !

সুমিত্রা। মহারাজ,
এখন সময় নয়,—আসিয়োনা কাছে ;
এই মুছিয়াছি অশ্রু, যাও রাজ-কাজে।

বিক্রম। হায় নারী, কি কঠিন হৃদয় তোমার !
কোন কাজ নাই প্রিয়ে, মিছে উপদ্রব !
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, প্রজা সুখে আছে,
রাজকার্য্য চলিছে অবাধে ; এ কেবল
সামান্য কি বিঘ্ন নিয়ে, তুচ্ছ কথা তুলে
বিজ্ঞ বৃদ্ধ অমাত্যের অতি-সাবধান !

সুমিত্রা। ওই শোন ক্রন্দনের ধ্বনি—সকাতরে
প্রজার আহ্বান ! ওরে বৎস, মাতৃহীন
ন'স্ তোরা কেহ, আমি আছি—আমি আছি—
আমি এ রাজ্যের রাণী, জননী তোদের !

প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অন্তঃপুরের কক্ষ।

সুমিত্রা।

সুমিত্রা। এখনো এল না কেন ? কোথায় ব্রাহ্মণ ?
ওই ক্রমে বেড়ে ওঠে ক্রন্দনের ধ্বনি !

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। জয় হোক্ !

সুমিত্রা। ঠাকুর, কিসের কোলাহল ?

দেব। শোন কেন মাতঃ ! শুনিলেই কোলাহল !
সুখে থাক, রুদ্ধ কর কান ! অন্তঃপুরে,

সেথাও কি পশে কোলাহল? শান্তি নেই
সেথানেও? বল ত এখনি সৈন্য লয়ে
তাড়া করে নিয়ে যাই পথ হতে পথে
জীর্ণচীর ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহল!

সুমিত্রা। বল শীঘ্র কি হয়েছে!

দেব। কিছু না—কিছু না!
শুধু ক্ষুধা, হীন ক্ষুধা, দরিদ্রের ক্ষুধা!
অভদ্র অসভ্য যত বর্ব্বরের দল
মরিছে চীৎকার করি ক্ষুধার তাড়নে
কর্কশ ভাষায়! রাজকুঞ্জে ভয়ে মৌন
কোকিল পাপিয়া যত!

সুমিত্রা। আহা, কে ক্ষুধিত?

দেব। অভাগ্যের দুরদৃষ্ট! দীন প্রজা যত
চিরদিন কেটে গেছে অর্দ্ধাশনে যার
আজো তার অনশন হল না অভ্যাস,
এমনি আশ্চর্য্য!

সুমিত্রা। হে ঠাকুর, এ কি শুনি!
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, তবু প্রজা কাঁদে
অনাহারে?

দেব। ধান্য তার বসুন্ধরা যার।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু
যজ্ঞভূমে কুক্কুরের মত, লোলজিহ্বা
একপাশে পড়ে থাকে, পায় ভাগ্যক্রমে
কভু যষ্টি, উচ্ছিষ্ট কখনো! বেঁচে যায়
দয়া হয় যদি, নহে ত কাঁদিয়া ফেরে
পথপ্রান্তে মরিবার তরে!

সুমিত্রা। কি বলিলে,
রাজা কি নির্দ্দয় তবে? দেশ অরাজক?

দেব। অরাজক কে বলিবে? সহস্ররাজক!

সুমিত্রা। রাজকার্য্যে অমাত্যের দৃষ্টি নাই বুঝি?

দেব। দৃষ্টি নাই? সে কি কথা! বিলক্ষণ আছে!
গৃহপতি নিদ্রাগত, তা' বলিয়া গৃহে
চোরের কি দৃষ্টি নাই? সে যে শনিদৃষ্টি!
তাদের কি দোষ? এসেছে বিদেশ হতে
রিক্ত হস্তে, সে কি শুধু দীন প্রজাদের
আশীর্ব্বাদ করিবারে দুই হাত তুলে?

সুমিত্রা। বিদেশী? কে তারা? তবে আমার আত্মীয়?

দেব। রাণীর আত্মীয় তারা, প্রজার মাতুল,
যেমন মাতুল কংস, মামা কালনেমী!

সুমিত্রা। জয়সেন?

দেব। ব্যস্ত তিনি প্রজা সুশাসনে।
প্রবল শাসনে তাঁর সিংহগড় দেশে
যত উপসর্গ ছিল অন্নবস্ত্র আদি
সব গেছে—আছে শুধু অস্থি আর চর্ম্ম।

সুমিত্রা। শিলাদিত্য?

দেব। তাঁর দৃষ্টি বাণিজ্যের প্রতি।
বণিকের ধনভার করিয়া লাঘব
নিজস্কন্ধে করেন বহন।

সুমিত্রা। যুধাজিৎ?

দেব। নিতান্তই ভদ্র লোক, অতি মিষ্টভাষী।
থাকেন বিজয়কোটে, মুখে লেগে আছে
বাপু বাছা, আড়চক্ষে চাহেন চৌদিকে,
আদরে বুলান্ হাত ধরণীর পিঠে;
যাহা কিছু হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি।

সুমিত্রা। এ কি লজ্জা! এ কি পাপ! আমার আত্মীয়!
পিতৃকুল অপযশ! ছিছি এ কলঙ্ক
করিব মোচন। তিলেক বিলম্ব নহে! (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

দেবদত্তের গৃহ।

নারায়ণী গৃহকার্য্যে নিযুক্ত।

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। প্রিয়ে বলি ঘরে কিছু আছে কি?

নারা। তোমার থাকার মধ্যে আছি আমি। তাও না থাক্‌লেই আপদ চোকে!

দেব। ও আবার কি কথা!

নারা। তুমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে যত রাজ্যের ভিক্ষুক যুটিয়ে আন, ঘরে ক্ষুদ্ কুঁড়ো আর বাকী রইল না। খেটে খেটে আমার শরীরও আর থাকে না।

দেব। আমি সাধে আনি? হাতে কাজ থাক্‌লে তুমি থাক ভাল, সুতরাং আমিও ভাল থাকি। আর কিছু না হোক্ তোমার ঐ মুখখানি বন্ধ থাকে!

নারা। বটে? তা আমি এই চুপ করলুম। আমার কথা যে তোমার এত অসহ্য হয়ে উঠেছে তা কে জান্‌ত? তা', কে বলে আমার কথা শুন্‌তে—

দেব। তুমিই বল, আবার কে বল্‌বে? এক কথা না শুন্‌লে দশ কথা শুনিয়ে দাও!

নারা। বটে! আমি দশ কথা শোনাই! তা আমি এই চুপ করলুম। আমি একেবারে থাম্‌লেই তুমি বাঁচ। এখন কি আর সে দিন আছে—সে দিন গেছে। এখন আবার নতুন মুখের নতুন কথা শুন্‌তে সাধ গিয়েছে—এখন আমার কথা পুরাণো হয়ে গেছে!

দেব। বাপ্‌রে! আবার নতুন মুখের নতুন কথা! শুন্‌লে আতঙ্ক হয়! তবু পুরোণো কথাগুলো অনেকটা অভ্যেস হয়ে এসেছে।

নারা। আচ্ছা, বেশ! এতই জালাতন হয়ে থাক ত আমি এই চুপ করলুম। আমি আর একটি কথাও কব না। আগে বল্লেই হত—আমি ত জানতুম না। জান্‌লে কে তোমাকে—

দেব। আগে বলিনি? কতবার বলেছি! কৈ, কিছু হল না ত!

নারা। বটে! তা বেশ, আজ থেকে তবে এই চুপ করলুম। তুমিও সুখে থাক্‌বে, আমিও সুখে থাক্‌ব। আমি সাধে বকি? তোমার রকম দেখে—

দেব। এই বুঝি তোমার চুপ করা!

নারা। আচ্ছা। (বিমুখ)

দেব। প্রিয়ে! প্রেয়সী! মধুরভাষিণী! কোকিল-গঞ্জিনী!

নারা। চুপ কর।

দেব। রাগ কোরোনা প্রিয়ে—কোকিলের মত রং বল্‌চিনে, কোকিলের মত পঞ্চম স্বর।

নারা। যাও যাও বোকো না! কিন্তু তা বল্‌চি, তুমি যদি আরো ভিখিরী জুটিয়ে আন তা হলে হয় তাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করব, নয় নিজে বনবাসিনী হয়ে বেরিয়ে যাব।

দেব। তা'হলে আমিও তোমার পিছনে পিছনে যাব—এবং ভিক্ষুকগুলোও যাবে।

নারা। মিছে না! ঢেঁকির স্বর্গেও সুখ নেই।

নারায়ণীর প্রস্থান।

ত্রিবেদীর মালা জপিতে জপিতে প্রবেশ।

ত্রিবেদী। শিব শিব শিব। তুমি রাজপুরোহিত হয়েছ?

দেব। তা হয়েছি! কিন্তু রাগ কেন ঠাকুর? কোন দোষ ছিল না। মালাও জপিনে ভগবানের নামও করিনে। রাজার মর্জ্জি!

ত্রি। পিপীলিকার পক্ষচ্ছেদ হয়েছে। শ্রীহরি!

দেব। আমার প্রতি রাগ করে শব্দশাস্ত্রের প্রতি উপদ্রব কেন? পক্ষচ্ছেদ নয় পক্ষোদ্ভেদ।

ত্রি। তা ও একই কথা। চ্ছেদ যা' ভেদও তা! কথায় বলে ছেদভেদ! হে ভব-কাণ্ডারী! যাহোক্ তোমার যতদূর বার্দ্ধক্য হবার তা হয়েছে।—

দেব। ব্রাহ্মণী সাক্ষী এখনো আমার যৌবন পেরোয়নি!

ত্রিবে। আমিও তাই বল্‌চি। যৌবনের দর্পেই তোমার এতটা বার্দ্ধক্য হয়েচে। তা তুমি মরবে! হরিহে দীনবন্ধু!

দেব। ব্রাহ্মণবাক্য মিথ্যে হবে না—তা আমি মরব। কিন্তু সে জন্যে তোমার বিশেষ আয়োজন কর্ত্তে হবে না; স্বয়ং যম রয়েছেন। ঠাকুর, তোমার চেয়ে আমার সঙ্গে যে তাঁর বেশি কুটুম্বিতে তা নয়—সকলেরই প্রতি তাঁর সমান নজর!

ত্রি। তোমার সময় নিতান্ত এগিয়ে এসেচে। দয়াময় হরি!

দেব। তা কি করে জান্‌ব? দেখেচি বটে আজ কাল মরে ঢের লোক—কেউবা গলায় দড়ি দিয়ে মরে, কেউ বা গলায় কলসী বেঁধে মরে, আবার সর্পাঘাতেও মরে কিন্তু ব্রহ্মশাপে মরে না। ব্রাহ্মণের লাঠিতে কেউ কেউ মরেছে শুনেছি কিন্তু ব্রাহ্মণের কথায় কেউ মরে না। অতএব যদি শীঘ্র না মরে উঠ্‌তে পারি ত রাগ কোরো না ঠাকুর—সে আমার দোষ নয়, সে কালের দোষ!

ত্রি। প্রণিপাত! শিব শিব শিব!

দেব। আর কিছু প্রয়োজন আছে?

ত্রি। না। কেবল এই খবরটা দিতে এলুম। দয়াময়! তা তোমার চালে যদি দু একটা বেশি কুম্‌ড়ো ফলে থাকে ত দিতে পার—আমার দরকার আছে।

দেব। এনে দিচ্চি।

(প্রস্থান)

———

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

পুষ্পোদ্যান।

বিক্রমদেব। রাজমাতুল বৃদ্ধ অমাত্য।

বিক্রম। শুনো না অলীক কথা, মিথ্যা অভিযোগ ;
যুধাজিৎ, জয়সেন, উদয়ভাস্কর,
সুযোগ্য সুজন। একমাত্র অপরাধ
বিদেশী তাহারা—তাই এ রাজ্যের মনে
বিদ্বেষ অনল উদ্গারিছে কৃষ্ণ ধূম
নিন্দা রাশি রাশি !

অমাত্য। সহস্র প্রমাণ আছে,
বিচার করিয়া দেখ।

বিক্রম। কি হবে প্রমাণ ?
চলিছে বৃহৎ রাজ্য বিশ্বাসের বলে ;
যার পরে রয়েছে যে ভার, যতনে
তাই সে পালিছে ! প্রতিদিন তাহাদের
বিচার করিতে হবে নিন্দাবাক্য শুনে,
নহে ইহা রাজকর্ম্ম। আর্য্য, যাও, ঘরে,
করিয়ো না বিশ্রামে ব্যাঘাত।

অমাত্য। পাঠায়েছে
মন্ত্রী মোরে ; সানুনয়ে করিছে প্রার্থনা
দর্শন তোমার, গুরু রাজকার্য্যতরে।

বিক্রম। চিরকাল আছে রাজ্য, আছে রাজকার্য্য ;
সুমধুর অবসর শুধু মাঝে মাঝে
দেখা দেয়, অতি ভীরু, অতি সুকুমার ;
ফুটে ওঠে পুষ্পটির মত, টুটে যায়
বেলা না ফুরাতে ; কে তারে ভাঙ্গিতে চাহে
অকালে চিন্তার ভারে ? বিশ্রামেরে জেনো
কর্ত্তব্য কাজের অঙ্গ।

অমাত্য। যাই মহারাজ ! (প্রস্থান)

রাণীর আত্মীয় অমাত্যের প্রবেশ।

অমাত্য। বিচারের আজ্ঞা হোক্ !

বিক্রম। কিসের বিচার ?

অমাত্য। শুনি না কি, মহারাজ, নির্দ্দোষীর নামে
মিথ্যা অভিযোগ—

বিক্রম। সত্য হবে ! কিন্তু যতক্ষণ
বিশ্বাস রেখেছি আমি তোমাদের পরে
ততক্ষণ থাক মৌন হয়ে। এ বিশ্বাস
ভাঙ্গিবে যখন, তখন আপনি আমি
সত্য মিথ্যা করিব বিচার। যাও চলে !

অমাত্যের প্রস্থান।

বিক্রম। হায় কষ্ট মানব জীবন ! পদে পদে
নিয়মের বেড়া। আপন রচিত জালে
আপনি জড়িত। অশান্ত আকাঙ্ক্ষা পাখী
মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পঞ্জর পিঞ্জরে !
কেন এ জটিল অধীনতা ? কেন এত
আত্মপীড়া ? কেন এ কর্ত্তব্য কারাগার ?
তুই সুখী অয়ি মাধবিকা ! বসন্তের
আনন্দমঞ্জরী ! শুধু প্রভাতের আলো,
নিশির শিশির, শুধু গন্ধ, শুধু মধু,
শুধু মধুপের গান—বায়ুর হিল্লোল—
স্নিগ্ধ পল্লব শয়ন,—প্রস্ফুট শোভায়
সুনীল আকাশ পানে নীরবে উত্থান,
তার পরে ধীরে ধীরে শ্যাম দূর্ব্বাদলে
নীরবে পতন। নাই তর্ক, নাই বিধি,
বিনিদ্র নিশায় মর্ম্মে সংশয় দংশন,
নিরাশ্বাস প্রণয়ের নিষ্ফল আবেগ !

সুমিত্রার প্রবেশ।

এসেছ পাষাণি ! দয়া হয়েছে কি মনে ?
হল সারা সংসারের যত কাজ ছিল ?
মনে কি পড়িল তবে অধীন এ জনে
সংসারের সব শেষে ? জাননা কি, প্রিয়ে,
সকল কর্ত্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর ?
প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্ত্তব্য।

সুমি। হায়, ধিক্ মোরে ! কেমনে বোঝাব, নাথ,
তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি প্রেমে !
মহারাজ, অধীনীর শোন নিবেদন—
এ রাজ্যের প্রজার জননী আমি। প্রভু,

পারিনে শুনিতে আর কাতর অভাগা
সন্তানের করুণ ক্রন্দন! রক্ষা কর
পীড়িত প্রজারে!

বিক্রম। কি করিতে চাহ রাণী?

সুমিত্রা। আমার প্রজারে যারা করিছে পীড়ন
রাজ্য হতে দূর করে দাও তাহাদের!

বিক্রম। কে তাহারা জান?

সুমিত্রা। জানি।

বিক্রম। তোমার আত্মীয়!

সুমিত্রা। নহে মহারাজ! আমার সন্তান চেয়ে
নহে তারা অধিক আত্মীয়! এ রাজ্যের
অনাথ আতুর যত তাড়িত ক্ষুধিত
তারাই আমার আপনার। সিংহাসন
রাজছত্রছায়ে ফিরে যারা গুপ্তভাবে
শিকারসন্ধানে—তারা দস্যু, তারা চোর!

বিক্রম। যুধাজিৎ, শিলাদিত্য, জয়সেন তারা!

সুমিত্রা। এই দণ্ডে তাহাদের দাও দূর করে!

বিক্রম। আরামে রয়েছে তারা, যুদ্ধ ছাড়া কভু
নড়িবেনা এক পদ।

সুমিত্রা। তবে যুদ্ধ কর!

বিক্রম। যুদ্ধ কর! হায় নারী, তুমি কি রমণী?
ভাল, যুদ্ধে যাব আমি। কিন্তু তার আগে
তুমি মান' অধীনতা, তুমি দাও ধরা;
ধর্ম্মাধর্ম্ম, আত্মপর, সংসারের কাজ
সব ছেড়ে হও তুমি আমারি কেবল।
তবেই ফুরাবে কাজ,—তৃপ্তমন হয়ে
বাহিরিব বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে!
অতৃপ্ত রাখিবে মোরে যতদিন তুমি
তোমার অদৃষ্ট সম রব তব সাথে!

সুমিত্রা। আজ্ঞা কর মহারাজ, মহিষী হইয়া
আপনি প্রজারে আমি করিব রক্ষণ। (প্রস্থান)

বিক্রম। এমনি করেই মোরে করেছ বিকল!
আছ তুমি আপনার মহত্ব শিখরে
বসি একাকিনী; আমি পাইনে তোমারে!
দিবানিশি চাহি তাই! তুমি যাও কাজে,
আমি ফিরি তোমারে চাহিয়া! হায় হায়,
তোমায় আমায় কভু হবে কি মিলন?

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। জয় হোক্ মহারাণী—কোথা মহারাণী?
একা তুমি মহারাজ?

বিক্রম। তুমি কেন হেথা?
ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্র অন্তঃপুর মাঝে?
কে দিয়েছে মহিষীরে রাজ্যের সংবাদ?

দেব। রাজ্যের সংবাদ রাজ্য আপনি দিয়েছে।
ঊর্দ্ধস্বরে কেঁদে মরে রাজ্য উৎপীড়িত
নিতান্ত প্রাণের দায়ে—সে কি ভাবে কভু
পাছে তব বিশ্রামের হয় কোন ক্ষতি?
ভয় নাই, মহারাজ, এসেছি, কিঞ্চিৎ
ভিক্ষা মাগিবার তরে রাণী মার কাছে।
ব্রাহ্মণী বড়ই রুক্ষ, গৃহে অন্ন নাই,
অথচ ক্ষুধার কিছু নাই অপ্রতুল। (প্রস্থান)

বিক্রম। সুখী হোক্, সুখে থাক্ এ রাজ্যের সবে!
কেন দুঃখ, কেন পীড়া, কেন এ ক্রন্দন?
অত্যাচার, উৎপীড়ন, অন্যায় বিচার,
কেন এ সকল? কেন মানুষের পরে
মানুষের এত উপদ্রব? দুর্ব্বলের
ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র শান্তিটুকু, তার পরে
সবলের শ্যেনদৃষ্টি কেন? যাই, দেখি,
যদি কিছু খুঁজে পাই শান্তির উপায়!

সপ্তম দৃশ্য।

মন্ত্রগৃহ।

বিক্রমদেব ও মন্ত্রী।

বিক্রম। এই দণ্ডে রাজ্য হতে দাও দূর করে
যত সব বিদেশী দস্যুরে! সদা দুঃখ,
সদা ভয়, রাজ্য জুড়ে কেবল ক্রন্দন!
আর যেন একদিন না শুনিতে হয়
পীড়িত প্রজার এই নিত্য কোলাহল!

মন্ত্রী। মহারাজ, ধৈর্য্য চাই। কিছু দিন ধরে
রাজার নিয়ত-দৃষ্টি পড়ুক সর্ব্বত্র,
ভয় শোক বিশৃঙ্খলা তবে দূর হবে।

অন্ধকারে বাড়িয়াছে বহুকাল ধরে
অমঙ্গল—একদিনে কি করিবে তার ?

বিক্রম। একদিনে চাহি তারে সমূলে নাশিতে।
শত বরষের শাল যেমন সবলে
একদিনে কাঠুরিয়া করে ভূমিসাৎ!

মন্ত্রী। অস্ত্র চাই, লোক চাই—

বিক্রম। সেনাপতি কোথা ?

মন্ত্রী। সেনাপতি নিজেই বিদেশী।

বিক্রম। বিড়ম্বনা!
তবে ডেকে নিয়ে এস দীন প্রজাদের,
খাদ্য দিয়ে তাহাদের বন্ধ কর মুখ,
অর্থ দিয়ে করহ বিদায়! রাজ্য ছেড়ে
যাক্ চলে, যেথা গিয়ে সুখী হয় তারা! (প্রস্থান)

দেবদত্তের সহিত সুমিত্রার প্রবেশ।

সুমিত্রা। আমি এ রাজ্যের রাণী—তুমি মন্ত্রী বুঝি ?

মন্ত্রী। প্রণাম জননি! দাস আমি। কেন মাতঃ,
অন্তঃপুর ছেড়ে আজ মন্ত্রগৃহে কেন ?

সুমিত্রা। প্রজার ক্রন্দন শুনে পারিনে তিষ্ঠিতে
অন্তঃপুরে। এসেছি করিতে প্রতিকার!

মন্ত্রী। কি আদেশ মাতঃ ?

সুমি। বিদেশী নায়ক
এ রাজ্যে যতেক আছে করহ আহ্বান
মোর নামে ত্বরা করি।

মন্ত্রী। সহসা আহ্বানে
সংশয় জন্মিবে মনে—কেহ আসিবে না।

সুমি। মানিবে না রাণীর আদেশ ?

দেব। রাজা রাণী
ভুলে গেছে সবে। কদাচিৎ জনশ্রুতি
শোনা যায়।

সুমি। কালভৈরবের পুজোৎসবে
কর নিমন্ত্রণ। সে দিন বিচার হবে।
গর্ব্বে অন্ধ দণ্ড যদি না করে স্বীকার
সৈন্যবল কাছাকাছি রাখিয়ো প্রস্তুত! (প্রস্থান)

দেব। কাহারে পাঠাবে দূত ?

মন্ত্রী। ত্রিবেদী ঠাকুরে।
নির্ব্বোধ সরল মন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ,
তার পরে কারো আর সন্দেহ হবে না।

দেব। ত্রিবেদী সরল ? নির্ব্বুদ্ধিই বুদ্ধি তার,
সরলতা বক্রতার নির্ভরের দণ্ড।

অষ্টম দৃশ্য।

ত্রিবেদীর কুটীর।

মন্ত্রী ও ত্রিবেদী।

মন্ত্রী। বুঝেছ ঠাকুর, এ কাজ তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেওয়া যায় না।

ত্রি। তা বুঝেছি। হরিহে! কিন্তু মন্ত্রী, কাজের সময় আমাকে ডাক, আর পৌরহিত্যের বেলায় দেবদত্তর খোঁজ পড়ে।

মন্ত্রী। তুমি ত জান ঠাকুর, দেবদত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ওঁকে দিয়ে আর ত কোন কাজ হয় না! উনি কেবল মন্ত্র পড়তে আর ঘণ্টা নাড়তে পারেন।

ত্রি। কেন, আমার কি বেদের উপরে কম ভক্তি? আমি বেদ পূজো করি, তাই বেদ পাঠ করবার সুবিধে হয়ে ওঠে না। চন্দনে আর সিঁদুরে আমার বেদের একটা অক্ষরও দেখ্‌বার যো নেই। আজই আমি যাব! হে মধুসূদন!

মন্ত্রী। কি বল্‌বে ?

ত্রি। তা আমি বল্‌ব কালভৈরবের পুজো, তাই রাজা তোমাদের নিমন্ত্রণ করেচেন—আমি খুব বড় রকম সালঙ্কার দিয়েই বল্‌ব—সব কথা এখন মনে আসচে না—পথে যেতে যেতে ভেবে নেব। হরি হে তুমিই সত্য!

মন্ত্রী। যাবার আগে একবার দেখা করে যেয়ো ঠাকুর।
(প্রস্থান)

ত্রি। আমি নির্ব্বোধ, আমি শিশু, আমি সরল, আমি তোমাদের কাজ উদ্ধার করবার গরু! পিঠে বস্তা, নাকে দড়ি, কিছু বুঝ্‌ব না, শুধু ল্যাজে মোড়া খেয়ে চল্‌ব—আর সন্ধেবেলায় দুটি খানি শুকনো বিচিলি খেতে দেবে! হরি হে, তোমারি ইচ্ছে! দেখা যাবে, কে কতখানি বোঝে! ওরে এখনো পুজোর সামগ্রী দিলিনে? বেলা যায় যে! নারায়ণ নারায়ণ!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সিংহগড়।

জয়সেনের প্রাসাদ।

জয়সেন, ত্রিবেদী, মিহির গুপ্ত।

ত্রি। তা বাপু, তুমি যদি চক্ষু অমন রক্তবর্ণ কর তা হলে আমার আপ্তবিশ্রুতি হবে। ভক্তবৎসল হরি! দেবদত্ত আর মন্ত্রী আমাকে অনেক করে শিখিয়ে দিয়েছে—কি বল্‌ছিলেম ভাল? আমাদের রাজা, কাল্‌ভৈরবের পূজো নামক একটা উপলক্ষ্য করে—

জয়। উপলক্ষ্য করে?

ত্রি। হাঁ, তা নয় উপলক্ষ্যই হল, তাতে দোষ হয়েছে কি? মধুসূদন! তা তোমার চিন্তা হতে পারে বটে! উপ-লক্ষ্য"শব্দটা কিঞ্চিৎ কাঠিন্যরসাসক্ত হয়ে পড়েছ—ওর যা' যথার্থ অর্থ সেটা নিরাকার করতে অনেকেরই গোল ঠেকে দেখেছি।

জয়। তাই ঠাকুর, ওর যথার্থ অর্থটাই ঠাওরাচ্চি!

ত্রি। রাম নাম সত্য। তা না হয় উপলক্ষ্য না বলে উপসর্গ বলা গেল। শব্দের অভাব কি বাপু? শাস্ত্রে বলে শব্দ ব্রহ্ম। অতএব উপলক্ষ্যই বল আর উপসর্গই বল, অর্থ সমানই রইল।

জয়। তা বটে। রাজা যে আমাদের আহ্বান করেচেন তার উপলক্ষ্য এবং উপসর্গ পর্য্যন্ত বোঝা গেল—কিন্তু তার যথার্থ কারণটা কি খুলে বল দেখি।

ত্রি। ঐটে বল্‌তে পারলুম না বাপু—ঐটে আমায় কেউ বুঝিয়ে বলে নি! হরিহে!

জয়। ব্রাহ্মণ, তুমি বড় কঠিন স্থানে এসেছ, কথা গোপন কর ত বিপদে পড়বে।

ত্রি। হে ভগবান্! হা দেখ বাপু, তুমি রাগ কোরো না, তোমার স্বভাবটা নিতান্ত যে মধুমত্ত মধুকরের মত তা বোধ হচ্চে না।

জয়। বেশি বোকোনা, ঠাকুর, যথার্থ কারণ যা জান বলে ফেল।

ত্রি। বাসুদেব! সকল জিনিষেরই কি যথার্থ কারণ থাকে? যদি বা থাকে ত সকল লোকে কি টের পায়? যারা গোপনে পরামর্শ করেছে তারাই জানে, মন্ত্রী জানে দেবদত্ত জানে। তা বাপু, তুমি অধিক ভেবোনা, বোধ করি সেখেনে যাবামাত্রই যথার্থ কারণ অবলম্বে টের পাবে।

জয়। মন্ত্রী তোমাকে আর কিছু বলেনি?

ত্রিবে। নারায়ণ, নারায়ণ! তোমার দিব্যি কিছু বলেনি। মন্ত্রী বল্লে—"ঠাকুর, যা বল্লুম, তা ছাড়া একটি কথা বোলোনা। দেখো, তোমাকে যেন এক্‌টুও সন্দেহ না করে!" আমি বল্লুম, "হে রাম! সন্দেহ কেন কর্ব্বে? তবে বলা যায় না। আমি ত সরলচিত্তে বলে যাব, যিনি সন্দগ্ধ হবেন তিনি হবেন!" হরি হে তুমিই সত্য!

জয়। পূজো উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, এ ত সামান্য কথা,—এতে সন্দেহ হবার কি কারণ থাক্‌তে পারে?

ত্রি। তোমরা বড় লোক, তোমাদের এই রকমই হয়। নইলে "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতি" বল্‌বে কেন? যদি তোমাদের কেউ এসে বলে "আয় ত রে পাষণ্ড তোর মুণ্ডটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলি" অমনি তোমাদের উপলুব্ধ হয় যে, আর যাই হোক্ লোকটা প্রবঞ্চনা করচে না, মুণ্ডটার উপরে বাস্তবিক তার নজর আছে বটে! কিন্তু যদি কেউ বলে "এস ত বাপধন, আস্তে আস্তে তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিই," অম্‌নি তোমাদের সন্দেহ হয়। যেন আস্ত মুণ্ডটা ধরে টান মারার চেয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেওয়া শক্ত কাজ! হে ভগবান্, যদি রাজা স্পষ্ট করেই বল্‌ত—একবার হাতের কাছে এস ত, তোমাদের একেকটাকে ধরে রাজ্য থেকে নির্ব্বসন করে পাঠাই—তা হলে এটা কখনও সন্দেহ কর্ত্তে না যে হয় ত বা রাজকন্যার সঙ্গে পরিণাম বন্ধন করবার জন্যেই রাজা ডেকে থাকবেন! কিন্তু রাজা বলেছেন নাকি হে বন্ধু সকল, রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধব অতএব তোমরা পূজো উপলক্ষে এখেনে এসে কিঞ্চিৎ ফলা-হার করবে"—অম্‌নি তোমাদের সন্দেহ হয়েছে সে ফলা-হারটা কি রকমের না জানি! হে মধুসূদন! তা এম্‌নি হয় বটে! বড় লোকের সামান্য কথায় সন্দেহ হয়, আবার সামান্য লোকের বড় কথায় সন্দেহ হয়।

জয়। ঠাকুর, তুমি অতি সরল প্রকৃতির লোক। আমার যে টুকু বা সন্দেহ ছিল, তোমার কথায় সমস্ত ভেঙ্গে গেছে।

ত্রি। তা লেহ্য কথা বলেছ। আমি তোমাদের মত

বুদ্ধিমান নই—সকল কথা তলিয়ে বুঝ্‌তে পারিনে—কিন্তু, বাবা, সরল—পুরাণ সংহিতায় যাকে বলে "অন্যে পরে কা কথা" অর্থাৎ অন্যের কথা নিয়ে কখনো থাকিনে!

জয়। আর কাকে কাকে তুমি নিমন্ত্রণ কর্ত্তে বেরিয়েছ?

ত্রি। তোমাদের পোড়া নাম আমার মনে থাকে না। তোমাদের কাশ্মীরী স্বভাব যেমন তোমাদের নামগুলোও ঠিক তেম্‌নি শ্রুতি-পৌরুষ! তা এরাজ্যে তোমাদের গুষ্টির যেখেনে যে আছে সকলকেই ডাক পড়েছে। শূলপাণি! কেউ বাদ যাবে না!

জয়। যাও, ঠাকুর, এখন বিশ্রাম করগে!

ত্রি। যাহোক্, তোমার মন থেকে যে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে মন্ত্রী এ কথা শুন্‌লে ভারী খুসী হবে। মুকুন্দ মুরহর মুরারে! (প্রস্থান)

জয়। মিহির গুপ্ত, সমস্ত অবস্থা বুঝ্‌লে ত? এখন গৌরসেন, যুধাজিৎ, উদয়ভাস্কর ওঁদের কাছে শীঘ্র লোক পাঠাও। বল, অবিলম্বে সকলে একত্র মিলে একটা পরামর্শ করা আবশ্যক।

মিহির। যে আজ্ঞা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

বিক্রমদেব, রাণীর আত্মীয় সভাসদ।

সভাসদ। ধন্য মহারাজ!

বিক্রম। কেন এত ধন্যবাদ?

সভা। মহত্ত্বের এই ত লক্ষণ—দৃষ্টি তার
সকলের পরে। ক্ষুদ্রপ্রাণ ক্ষুদ্র জনে
পায় না দেখিতে! প্রবাসে পড়িয়া আছে
সেবক যাহারা, জয়সেন, যুধাজিৎ—
মহোৎসবে তাহাদের করেছ স্মরণ।
আনন্দে বিহ্বল তারা। সত্বর আসিছে
দলবল নিয়ে।

বিক্রম। যাও, যাও! তুচ্ছ কথা,
তার লাগি এত যশোগান! জানিও সে
আহূত হয়েছে কারা পূজার উৎসবে!

সভা। রবির উদয় মাত্রে আলোকিত হয়
চরাচর, নাই চেষ্টা, নাই পরিশ্রম,
নাই তাহে ক্ষতি বৃদ্ধি তার! জানেও না
কোথা কোন্ তৃণতলে কোন্ বনফুল
আনন্দে ফুটিছে তার কনক কিরণে।
কৃপাবৃষ্টি কর অবহেলে, যে পায় সে
ধন্য হয়!

বিক্রম। থাম, থাম, যথেষ্ট হয়েছে!
আমি যত অবহেলে কৃপাবৃষ্টি করি
তার চেয়ে অবহেলে সভাসদ্‌গণ
করে স্তুতিবৃষ্টি! বলা ত হয়েছে শেষ
যত কথা করেছ রচনা! যাও এবে!

সভাসদের প্রস্থান।

সুমিত্রার প্রবেশ।

কোথা যাও, একবার ফিরে চাও রাণী!

বিক্রম। রাজা আমি পৃথিবীর কাছে, তুমি শুধু
জান মোরে দীন বলে। ঐশ্বর্য্য আমার
বাহিরে বিস্তৃত—শুধু তোমার নিকটে
ক্ষুধার্ত্ত কঙ্কালসার কাঙাল বাসনা!
তাই কি ঘৃণার দর্পে চলে যাও দূরে
মহারাণী, রাজরাজেশ্বরী?

সুমিত্রা। মহারাজ,
যে প্রেম করিছে ভিক্ষা সমস্ত বসুধা
একা আমি সে প্রেমের যোগ্য নই কভু!

বিক্রম। অপদার্থ আমি! দীন কাপুরুষ আমি!
কর্ত্তব্যবিমুখ আমি, অন্তঃপুরচারী!
কিন্তু মহারাণী, সে কি স্বভাব আমার?
আমি ক্ষুদ্র, তুমি মহীয়সী? তুমি উচ্চে,
আমি ধূলি মাঝে? নহে তাহা! জানি আমি
আপন ক্ষমতা! রয়েছে দুর্জ্জয় শক্তি
এ হৃদয় মাঝে; প্রেমের আকারে তাহা
দিয়েছি তোমারে। বজ্রাগ্নিরে করিয়াছি
বিদ্যুতের মালা; পরায়েছি কণ্ঠে তব।

সুমিত্রা। ঘৃণা কর, মহারাজ, ঘৃণা কর মোরে
সেও ভাল—একেবারে ভুলে যাও যদি
সেও সহ্য হয়—ক্ষুদ্র এ নারীর পরে
করিও না বিসর্জন সমস্ত পৌরুষ।

বিক্রম। এত প্রেম, হায় তার এত অনাদর!
চাহ না এ প্রেম? না চাহিয়া দস্যুসম
নিতেছ কাড়িয়া!—উপেক্ষার ছুরি দিয়া
কাটিয়া তুলিছ, রক্তসিক্ত তপ্ত প্রেম
মর্ম্মবিদ্ধ করি! ধূলিতে দিতেছ ফেলি
নির্ম্মম নিষ্ঠুর! পাষাণ-প্রতিমা তুমি,
যত বক্ষে চেপে ধরি অনুরাগভরে,
তত বাজে বুকে!

সুমিত্রা। চরণে পতিত দাসী,
কি করিতে চাও কর। কেন তিরস্কার?
নাথ, কেন আজি এত কঠিন বচন?
কত অপরাধ তুমি করেছ মার্জ্জনা,
কোন রোষ বিনা অপরাধে?

বিক্রম। প্রিয়তমে,
উঠ, উঠ,—এস বুকে—স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে
এ দীপ্ত হৃদয়জ্বালা করহ নির্ব্বাণ!
কত সুধা, কত ক্ষমা ওই অশ্রুজলে,
অয়ি প্রিয়ে, কত প্রেম, কতই নির্ভর!
কোমল হৃদয়তলে তীক্ষ্ণ কথা বিঁধে
প্রেম-উৎস ছুটে—অর্জ্জুনের শরাঘাতে
মর্ম্মাহত ধরণীর ভোগবতী সম!

নেপথ্যে। মহারাণী!

সুমিত্রা। (অশ্রু মুছিয়া) দেবদত্ত! আর্য্য, কি সংবাদ?

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। রাজ্যের নায়কগণ রাজনিমন্ত্রণ
করিয়াছে অবহেলা;—বিদ্রোহের তরে
হয়েছে প্রস্তুত।

সুমিত্রা। শুনিতেছ মহারাজ?

বিক্রম। দেবদত্ত, অন্তঃপুর নহে মন্ত্রগৃহ!

দেব। মহারাজ, মন্ত্রগৃহ অন্তঃপুর নহে
তাই সেথা নৃপতির পাইনে দর্শন!

সুমিত্রা। স্পর্দ্ধিত কুক্কুর যত বর্দ্ধিত হয়েছে
রাজ্যের উচ্ছিষ্ট অন্নে! রাজার বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ করিতে চাহে! এ কিঅহঙ্কার?
মহারাজ, মন্ত্রণার আছে কি সময়?
মন্ত্রণার কি আছে বিষয়! সৈন্য লয়ে
যাও অবিলম্বে, রক্তশোষী কীটদের
দলন করিয়া ফেল চরণের তলে!

বিক্রম। সেনাপতি শত্রুপক্ষ,—

সুমি। নিজে যাও তুমি।

বিক্রম। আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপন, কণ্ঠলগ্ন কাঁটা?
হেথা হতে একপদ নড়িব না, রাণি,
পাঠাইব সন্ধির প্রস্তাব। কে ঘটালে
এই উপদ্রব? ব্রাহ্মণে নারীতে মিলে
বিবরের সুপ্তসর্প জাগাইয়া তুলি
এ কি খেলা! আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা
নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ!

সুমিত্রা। ধিক্ এ অভাগা রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা!
ধিক্ আমি, এ রাজ্যের রাণী!

(প্রস্থান)

বিক্রম। দেবদত্ত
বন্ধুত্বের এই পুরস্কার? বৃথা আশা!
রাজার অদৃষ্টে বিধি লেখেনি প্রণয়;
ছায়াহীন সঙ্গীহীন পর্ব্বতের মত
একা মহাশূন্য মাঝে দগ্ধ উচ্চ শিরে
প্রেমহীন নীরস মহিমা; ঝঞ্ঝাবায়ু
করে আক্রমণ, বজ্র এসে বিঁধে, সূর্য্য
রক্তনেত্রে চাহে; ধরণী পড়িয়া থাকে
চরণ ধরিয়া! কিন্তু ভালবাসা কোথা?
রাজার হৃদয় সেও হৃদয়ের তরে
কাঁদে; হায় বন্ধু, মানব জীবন লয়ে
রাজত্বের ভান করা শুধু বিড়ম্বনা!
দম্ভ-উচ্চ সিংহাসন চূর্ণ হয়ে গিয়ে
ধরা সাথে হোক্ সমতল; একবার
হৃদয়ের কাছাকাছি পাই তোমাদের!
বাল্যসখা, রাজা বলে ভুলে যাও মোরে,
একবার ভাল করে কর অনুভব
বান্ধব-হৃদয়-ব্যথা বান্ধব হৃদয়ে!

দেব। সখা, এ হৃদয় মোর জানিয়ো তোমার।
কেবল প্রণয় নয়, অপ্রণয় তব
সেও আমি স'ব অকাতরে; রোষানল

লব বক্ষ পাতি. যেমন অগাধ সিন্ধু
আকাশের বজ্র লয় বুকে।

বিক্র। দেবদত্ত,
সুখনীড় মাঝে কেন হানিছ বিরহ?
সুখস্বর্গ মাঝে কেন আনিছ বহিয়া
হাহাধ্বনি?

দেব। সখা, আগুন লেগেছে ঘরে
আমি শুধু এনেছি সংবাদ! সুখনিদ্রা
দিয়েছি ভাঙ্গায়ে!

বিক্র। এর চেয়ে সুখস্বপ্নে
মৃত্যু ছিল ভাল!

দেব। ধিক্ লজ্জা, মহারাজ,
রাজ্যের মৃত্যুর চেয়ে তুচ্ছ স্বপ্নসুখ
বেশি হল?

বি। যোগাসনে লীন যোগীবর
তার কাছে কোথা আছে বিশ্বের প্রলয়?
স্বপ্ন এ সংসার! অর্দ্ধশত বর্ষ পরে
আজিকার সুখ দুঃখ কার মনে রবে?
যাও যাও, দেবদত্ত, যেথা ইচ্ছা তব!
আপন সান্তনা আছে আপনার কাছে।
দেখে আসি ঘৃণাভরে কোথা গেল রাণী! (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দির।

পুরুষ বেশে রাণী সুমিত্রা।

বাহিরে অনুচর।

সুমিত্রা। জগত জননী মাতা, দুর্ব্বল হৃদয়
তনয়ারে করিয়ো মার্জ্জনা! আজ সব
পূজা ব্যর্থ হল;—শুধু সে সুন্দর মুখ
পড়ে মনে, সেই প্রেমপূর্ণ চক্ষু দুটি,
সেই শয্যা পরে একা সুপ্ত মহারাজ!
হায় মা, নারীর প্রাণ এত কি কঠিন?
দক্ষযজ্ঞে তুই যবে গিয়েছিলি, সতি,
প্রতিপদে আপন হৃদয়খানি তোর
আপন চরণ দুটি জড়ায়ে কাতরে
বলে নি কি ফিরে যেতে পতিগৃহ পানে?
সেই কৈলাসের পথে আর ফিরিল না
ও রাঙা চরণ! মাগো, সে দিনের কথা
দেখ্ মনে করে! জননি, এসেছি আমি
রমণীহৃদয় বলি দিতে, রমণীর
ভালবাসা, ছিন্ন শতদল সম, দিতে
পদতলে। নারী তুমি, নারীর হৃদয়
জান তুমি; বল দাও জননী আমারে!
থেকে থেকে ওই শুনি রাজগৃহ হতে
"ফিরে এস, ফিরে এস রাণী," প্রেমপূর্ণ
পুরাতন সেই কণ্ঠস্বর। খড়্গ নিয়ে
তুমি এস, দাঁড়াও রুধিয়া পথ, বল,
"তুমি যাও, রাজধর্ম্ম উঠুক্ জাগিয়া,
ধন্য হোক্ রাজা, প্রজা হোক্ সুখী, রাজ্যে
ফিরে আসুক্ কল্যাণ, দূর হোক্ যত
অত্যাচার, ভূপতির যশোরশ্মি হ'তে
ঘুচে যাক্ কলঙ্ককালিমা। তুমি নারী
ধরাপ্রান্তে যেথা স্থান পাও—একাকিনী
বসে বসে, নিজ দুঃখে মর বুক ফেটে!"
পিতৃসত্য পালনের তরে, রামচন্দ্র
গিয়েছেন বনে, পতিসত্য পালনের
লাগি আমি যাব। যে সত্যে আছেন বাঁধা
মহারাজ রাজ্যলক্ষ্মী কাছে—কভু তাহা
ব্যর্থ হইবে না—সামান্য নারীর তরে! প্রস্থান।

ত্রিবেদীর প্রবেশ।

ত্রি। হে হরি, কি দেখলুম! পুরুষমূর্ত্তি ধরে রাণী সুমিত্রা ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। মন্দিরে দেবপূজোর ছলে এসে রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছেন। আমাকে দেখে বড় খুসি! মধুসূদন! ভাব্লে ব্রাহ্মণ বড় সরল হৃদয়, মাথার তেলোয় যেমন একগাছি চুল দেখা যায় না, তেলায় তেমনি বুদ্ধির লেশমাত্র নাই—একে দিয়ে একটা 'কাজ' করিয়ে নেওয়া যাক্। এর মুখ দিয়ে রাজাকে দুটো মিষ্টি কথা পাঠিয়ে দেওয়া যাক্! বাবা, তোমরা বেঁচে থাক! যখনি তোমাদের কিছু দরকার পড়বে বুড়ো ত্রিবেদীকে ডেকো, আর

দান-দক্ষিণের বেলায় দেবদত্ত আছেন। দয়াময়! তা' বল্‌ব! খুব মিষ্টি মিষ্টি করেই বল্‌ব! আমার মুখে মিষ্টি কথা আরো বেশি মিষ্টি হয়ে ওঠে! কমললোচন! রাজা কি খুসীই হবে! কথাগুলো যত বড় বড় করে বল্‌ব রাজার মুখের হাঁ তত বেড়ে যাবে। দেখেছি, আমার মুখে বড় কথাগুলো শোনায় ভাল—লোকের বিশেষ আমোদ বোধ হয়! বলে, ব্রাহ্মণ বড় সরল। পতিতপাবন! এবারে কতটা আমোদ হবে বল্‌তে পারিনে! কিন্তু শব্দশাস্ত্র একেবারে উলোট পালট করে দেব! আঃ কি দুর্য্যোগ! আজ সমস্ত দিন দেবপূজো হয় নি, এইবার একটু পূজো-অর্চ্চনায় মন দেওয়া যাক্! দীনবন্ধু, ভক্তবৎসল!

প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রাসাদ।

বিক্রমদেব, মন্ত্রী ও দেবদত্ত।

বিক্রম। পলায়ন! রাজ্য ছেড়ে পলায়ন! এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়? এই রাজা?
এই কি মহিমা তার? বৃহৎ প্রতাপ,
লোকবল অর্থবল নিয়ে, পড়ে থাকে
শূন্য স্বর্ণপিঞ্জরের মত, ক্ষুদ্র পাখী
উড়ে চলে যায়!

মন্ত্রী। হায় হায়, মহারাজ,
লোকনিন্দা, ভগ্নবাঁধ জলস্রোত সম,
ছুটে চারিদিক হতে!

বিক্রম। চুপ কর মন্ত্রী!
লোকনিন্দা, লোকনিন্দা সদা! নিন্দাভারে
রসনা খসিয়া যাক্ অলস লোকের!
দিবা যদি গেল, উঠুক্ না চুপি চুপি
ক্ষুদ্র পঙ্ককুণ্ড হতে, দুষ্ট বাষ্পরাশি;
অমার আঁধার তাহে বাড়িবে না কিছু।
লোকনিন্দা!

দেব। মন্ত্রি, পরিপূর্ণ সূর্য্যপানে
কে পারে তাকাতে? তাই গ্রহণের বেলা
ছুটে আসে যত মর্ত্ত্যলোক, দীননেত্রে
চেয়ে দেখে দুর্দ্দিনের দিনপতি পানে;
আপনার কালিমাখা কাচখণ্ড দিয়ে
কালো দেখে গগনের আলো! মহারাণী,
মা জননি, এই ছিল অদৃষ্টে তোমার?
তব নাম ধূলায় লুটায়? তব নাম
ফিরে মুখে মুখে? একি এ দুর্দ্দিন আজি?
তবু তুমি তেজস্বিনী সতী। এরা সব
পথের কাঙ্গাল!

বি। ত্রিবেদী কোথায় গেল?
মন্ত্রী, ডেকে আন তারে! শোনা হয় নাই
তার সব কথা; ছিনু অন্য মনে।

মন্ত্রী। যাই
ডেকে আনি তাঁরে! (প্রস্থান)

বিক্রম। এখনো সময় আছে;
এখনো ফিরাতে পারি পাইলে সন্ধান!
আবার সন্ধান? এমনি কি চিরদিন
কাটিবে জীবন? সে দিবে না ধরা, আমি
ফিরিব পশ্চাতে? প্রেমের শৃঙ্খল হাতে
রাজ্য রাজকর্ম্ম ফেলে শুধু রমণীর
পলাতক হৃদয়ের সন্ধানে ফিরিব?
পলাও, পলাও নারী, চির দিনরাত
কর পলায়ন; গৃহহীন, প্রেমহীন,
বিশ্রাম বিহীন, অনাবৃত পৃথিমাঝে
কেবল পশ্চাতে লয়ে আপনার ছায়া!

ত্রিবেদীর প্রবেশ।

চলে যাও, দূর হও, কে ডাকে তোমারে?
বারবার তার কথা কে চাহে শুনিতে
প্রগল্‌ভ ব্রাহ্মণ, মূর্খ!

ত্রি। হে মধুসূদন! (প্রস্থানোদ্যম)

বিক্রম। শোন, শোন, ছোটো কথা শুধাবার আছে।
চোখে অশ্রু ছিল?

ত্রি। চিন্তা নেই বাপু! অশ্রু
দেখি নাই!

বিক্রম। মিথ্যা করে বল! অতিক্ষুদ্র
সকরুণ দুটি মিথ্যে কথা! হে ব্রাহ্মণ!
বৃদ্ধ তুমি ক্ষীণদৃষ্টি, কি করে জানিলে
চোখে তার অশ্রু ছিল কি না? বেশি নয়,
একবিন্দু জল! নহে ত নয়ন-প্রান্তে
ছলছল ভাব; কম্পিত কাতর কণ্ঠে
অশ্রুবদ্ধ বাণী! তাও নয়? সত্য বল,
মিথ্যা বল! বোলোনা, বোলোনা, চলে যাও!

ত্রিবেদী। হরি হে তুমিই সত্য! (প্রস্থান)

বিক্রম। অন্তর্যামী দেব,
তুমি জান, জীবনের সব অপরাধ
তারে ভালবাসা; পুণ্য গেল, স্বর্গ গেল,
রাজ্য যায়, অবশেষে সেও চলে গেল!
তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম্ম মোর;
রাজধর্ম্ম ফিরে দাও; পুরুষ হৃদয়
মুক্ত করে দাও এই বিশ্বরঙ্গ মাঝে!
কোথা কর্ম্মক্ষেত্র! কোথা জনস্রোত! কোথা
জীবন মরণ! কোথা সেই মানবের
অবিশ্রাম সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ,
তরঙ্গ উচ্ছ্বাস?—

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। মহারাজ, অশ্বারোহী
পাঠায়েছি চারিদিকে রাজ্ঞীর সন্ধানে!

বিক্রম। ফিরাও, ফিরাও মন্ত্রী! স্বপ্ন ছুটে গেছে,
অশ্বারোহী কোথা তারে পাইবে খুঁজিয়া?
সৈন্যদল করহ প্রস্তুত! যুদ্ধে যাব,
নাশিব বিদ্রোহ!

মন্ত্রী। যে আদেশ মহারাজ! (প্রস্থান)

বিক্র। দেবদত্ত, কেন নত মুখ, ম্লান দৃষ্টি?
ক্ষুদ্র সান্ত্বনার কথা বোলোনা ব্রাহ্মণ!
আমারে পশ্চাতে ফেলে চলে গেছে চোর,
আপনারে পেয়েছি কুড়ায়ে! আজি, সখা,
আনন্দের দিন! এস আলিঙ্গন পাশে!
(আলিঙ্গন করিয়া) বন্ধু, বন্ধু, মিথ্যা কথা, মিথ্যা এই ভান!
থেকে থেকে বজ্রশেল ছুটিছে বিঁধিছে
মর্ম্মে! এস, এস, একবার অশ্রুজল
ফেলি, বন্ধুর হৃদয়ে! মেঘ যাক্ কেটে!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাশ্মীর।

প্রাসাদ সম্মুখে রাজপথ।

দ্বারে শঙ্কর।

শঙ্কর। এতটুকু ছিল, আমার কোলে খেলা করত। যখন কেবল চারটি দাঁত উঠেছে তখন সে আমাকে সঙ্কল দাদা বল্‌ত! এখন বড় হয়ে উঠেছে এখন সঙ্কল দাদার কোলে আর ধরে না, এখন সিংহাসন চাই। স্বর্গীয় মহারাজ মরবার সময় তোদের ছুটি ভাই বোনকে আমার কোলে দিয়ে গিয়েছিল। বোনটিত ছুদিন বাদে স্বামীর কোলে গেল। মনে করেছিলুম কুমারসেনকে আমার কোলে থেকে একেবারে সিংহাসনে উঠিয়ে দেব। কিন্তু খুড়ো মহারাজ আর সিংহাসন থেকে নাবেন না। শুভলগ্ন কতবার হল, কিন্তু আজকাল করে আর সময় হল না। কত ওজর কত আপত্তি! আরে ভাই সঙ্কলের কোল এক, আর সিংহাসন এক। বুড়ো হয়ে গেলুম—তোকে কি আর রাজাসনে দেখে যেতে পারব?

দুইজন সৈনিকের প্রবেশ।

১। আমাদের যুবরাজ কবে রাজা হবেরে ভাই? সে দিন আমি তোদের সকলকে মহুয়া খাওয়াব।

২। আরে, তুই ত মহুয়া খাওয়াবি—আমি জান্ দেব, আমি লড়াই করে করে বেড়াব, আকি পাঁচটা গাঁ লুঠ করে আন্‌ব। আমি আমার মহাজন বেটার মাথা ভেঙ্গে দেব। বলিস্ ত, আমি খুসি হয়ে যুবরাজের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অম্‌নি মরে পড়ে যাব!

১। তা কি আমি পারিনে? মরবার কথা কি বলিস! আমার যদি শওয়া শ বরষ পরমায়ু থাকে আমি যুবরাজের জন্যে রোজ নিয়মিত দু সন্ধে দুবার করে মর্ত্তে পারি। তা ছাড়া উপুরি আছে।

২। ওরে যুবরাজত আমাদেরই—স্বর্গীয় মহারাজ তাকে আমাদেরই হাতে দিয়ে গেছেন। আমরা তাকে কাঁধে করে ঢাক বাজিয়ে রাজা করে দেব। তা, কাউকে ভয় করব না,—

১। খুড়ো মহারাজকে গিয়ে বলব, তুমি নেমে এস; আমরা আমাদের রাজপুত্তুরকে সিংহাসনে চড়িয়ে আনন্দ কর্ত্তে চাই।

২। শুনেচিস্ পূর্ণিমা তিথিতে যুবরাজের বিয়ে।

১। সে ত আজ পাঁচ বৎসর ধরে শুনে আস্‌চি!

২। এইবার পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে। ত্রিচুড়ের রাজবংশে নিয়ম চলে আস্‌চে যে, পাঁচ বৎসর রাজকন্যার অধীন হয়ে থাক্‌তে হবে। তার পরে তার হুকুম হলে বিয়ে হবে।

১। বাবা, এ আবার কি নিয়ম! আমরা ক্ষত্রিয়, আমাদের চিরকাল চলে আস্‌চে শ্বশুরের গালে চড় মেরে মেয়েটার ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে আসি—ঘণ্টাদুয়ের মধ্যে সমস্ত পরিস্কার হয়ে যায়—তার পরে আবার দশটা বিয়ে করবার ফুরসুৎ পাওয়া যায়!

২। যোধমল, সে দিন কি করবি বল দেখি?

১। সে দিন আমিও আরেকটা বিয়ে করে ফেল্‌ব।

২। সাবাস্ বলেছিস্ রে ভাই!

১। মহিচাঁদের মেয়ে! খাসা দেখ্‌তে ভাই! কি চোখ্ রে! সে দিন বিতস্তার জল আন্‌তে যাচ্ছিল, দুটো কথা বল্‌তে গেলুম কঙ্কণ তুলে মারতে এল। দেখ্‌লুম চোখের চেয়ে তার কঙ্কণ ভয়ানক। চট্‌পট সরে পড়তে হল!

গান।

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

ঐ আঁখিরে!
ফিরে ফিরে চেয়োনা চেয়োনা, ফিরে যাও
কি আর রেখেছ বাকি রে!
মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নীদ,
কি সুখে পরাণ আর রাখিরে!

২। সাবাস্ ভাই!

১। ঐ দেখ্ শঙ্কর দাদা! যুবরাজ এখেনে নেই—তবু বুড়ো সাজসজ্জা করে সেই দুয়োরে বসে আছে। পৃথিবী যদি উলট্‌পালট্ হয়ে যায় তবু বুড়োর নিয়মের ত্রুটি হবে না।

২। আয় ভাই ওকে যুবরাজের দুটো কথা জিজ্ঞাসা করা যাক্!

১। জিজ্ঞাসা করলেও কি' উত্তর দেবে? ও তেমন বুড়ো নয়। যেন ভরতের রাজত্বে রামচন্দ্রের জুতো জোড়াটার মত পড়ে আছে মুখে কথাটি নেই।

২। (শঙ্করের নিকটে গিয়া) হাঁ দাদা, বলনা দাদা, যুবরাজ রাজা হবে কবে?

শঙ্কর। তোদের সে খবরে কাজ কি?

১। না, না, বলচি আমাদের যুবরাজের বয়েস হয়েছে এখন খুড়ো রাজা নাবচে না কেন?

শঙ্কর। তাতে দোষ হয়েছে কি? হাজার হোক্, খুড়ো ত বটে?

২। তা ত বটেই। কিন্তু যে দেশের যেমন নিয়ম— আমাদের নিয়ম আছে যে—

শঙ্কর। নিয়ম তোরা মান্‌বি, আমরা মান্‌ব, বড় লোকের আবার নিয়ম কি? সবাই যদি নিয়ম মান্‌বে তবে নিয়ম গড়বে কে?

১। আচ্ছা, দাদা, তা যেন হল—কিন্তু এই পাঁচ বছর ধরে বিয়ে করা এ কেমন নিয়ম দাদা? আমি ত বলি, বিয়ে করা বাণ খাওয়ার মত—চট্ করে লাগ্‌ল তীর তার পরে ইহজন্মের মত বিঁধে রইল। আর ভাবনা রইল না! কিন্তু দাদা, পাঁচ বৎসর ধরে এ কি রকম কারখানা!

শঙ্কর। তোদের আশ্চর্য্য ঠেক্‌বে বলে কি যে দেশের যা নিয়ম তা উল্‌টে যাবে? নিয়ম ত কারো ছাড়াবার যো নেই! এ সংসার নিয়মেই চল্‌চে। যা যা আর বকিস্‌নে যা! এ সকল কথা তোদের মুখে ভাল শোনায় না।

১। তা চল্লুম। আজ কাল আমাদের দাদার মেজাজ ভাল নেই! একেবারে শুকিয়ে যেন খড়খড় করচে!

প্রস্থান।

পুরুষবেশী সুমিত্রার প্রবেশ।

সুমি। তুমি কি শঙ্কর দাদা?

শঙ্কর। কে তুমি ডাকিলে
পুরাতন পরিচিত স্নেহভরা সুরে?
কে তুমি পথিক?

সুমি। এসেছি বিদেশ হতে।

শঙ্কর। এ কি স্বপ্ন দেখি আমি ? কি মন্ত্র-কুহকে
কুমার আবার এল বালক হইয়া
শঙ্করের কাছে ? যেন সেই সন্ধেবেলা
খেলাশ্রান্ত সুকুমার বাল্য তনুখানি,
চরণ কমল ক্লিষ্ট, বিবর্ণ কপোল;
ক্লান্ত শিশুহিয়া, বৃদ্ধ শঙ্করের বুকে
বিশ্রাম মাগিছে।

সুমি। জালন্ধর হতে আমি
এসেছি সংবাদ লয়ে কুমারের কাছে।

শঙ্কর। কুমারের বাল্যকাল এসেছে আপনি
কুমারের কাছে। শৈশবের খেলাধুলা
মনে করে দিতে, ছোট বোন পাঠায়েছে
তারে ! দূত তুমি, এ মূর্ত্তি কোথায় পেলে ?
মিছে বকিতেছি কত ! ক্ষমা কর মোরে !
বল বল কি সংবাদ ! রাণী দিদি মোর
ভাল আছে, সুখে আছে, পতির সোহাগে
মহিষী গৌরবে ? সুখে প্রজাগণ তারে
মা বলিয়া করে আশীর্ব্বাদ ? রাজলক্ষ্মী
অন্নপূর্ণা বিতরিছে রাজ্যের কল্যাণ ?
ধিক্ মোরে, শ্রান্ত তুমি পথশ্রমে, চল
গৃহে চল ! বিশ্রামের পরে একে একে
বোলো তুমি সকল সংবাদ। গৃহে চল !

সুমিত্রা। শঙ্কর, মনে কি আছে এখনো রাণীরে ?

শঙ্কর। সেই কণ্ঠস্বর ! সেই গভীর গম্ভীর
দৃষ্টি স্নেহভারনত ! এ কি মরীচিকা ?
এনেছ কি চুরি করে মোর সুমিত্রার
ছায়াখানি ? মনে নাই তারে ? তুমি বুঝি
তাহারি অতীত স্মৃতি বাহিরিয়া এলে
আমারি হৃদয় হতে আমারে ছলিতে ?
বার্দ্ধক্যের মুখরতা ক্ষমা কর যুবা !
বহুদিন মৌন ছিনু—আজ কত কথা
আসে মুখে, চোখে আসে জল ! নাহি জানি
কেন এত স্নেহ আসে মনে, তোমা পরে !
যেন তুমি চিরপরিচিত ! যেন তুমি
চিরজীবনের মোর আদরের ধন !

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ত্রিচূড়, ক্রীড়াকানন।

কুমারসেন, ইলা, সখীগণ।

ইলা। যেতে হবে ? কেন যেতে হবে যুবরাজ ?
ইলারে লাগে না ভাল দুদণ্ডের বেশি,
ছিছি চঞ্চল হৃদয় ?

কুমার। প্রজাগণ সবে—

ইলা। তারা কি আমার চেয়ে হয় ম্রিয়মাণ
তব অদর্শনে ? রাজ্যে তুমি চলে গেলে
মনে হয়, আর আমি নেই ! যতক্ষণ
তুমি মোরে মনে কর ততক্ষণ আছি,
একাকিনী কেহ নই আমি ! রাজ্যে তব
কত লোক, কত চিন্তা, কত কার্য্যভার,
কত রাজ আড়ম্বর, আর সব আছে,
শুধু সেথা ক্ষুদ্র ইলা নাই !

কুমার। সব আছে
তবু কিছু নাই, তুমি না থেকেও আছ
প্রাণতমে !

ইলা। মিছে কথা বোলো না কুমার !
তুমি রাজা আপন রাজত্বে, এ অরণ্যে
আমি রাণী, তুমি প্রজা মোর। কোথা যাবে ?
যেতে আমি দিব না তোমারে ! সখি তোরা
আয় ; এরে বাঁধ্ ফুলপাশে ; কর্ গান,
কেড়ে নে সকলে মিলে রাজ্যের ভাবনা।

সখীদের গান।

মিশ্রমোল্লার—একতালা।

যদি আসে তবে কেন যেতে চায় ?
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায় ?
চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল,
বায়ু বলে এসে ভেসে যাই !
ধরে রাখ, ধরে রাখ,
সুখ পাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায় ॥
পথিকের বেশে সুখনিশি এসে
বলে হেসে হেসে, মিশে যাই !

জেগে থাক, জেগে থাক,
বরষের সাধ নিমেষে মিলায়!

কুমার। আমারে কি করেছিস্, অয়ি কুহকিনি?
নির্ব্বাপিত আমি। সমস্ত জীবন, মন,
নয়ন, বচন, ধাইছে তোমার পানে
কেবল বাসনাময় হয়ে! যেন আমি
আমারে ভাঙ্গিয়ে দিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যাব
তোমার মাঝারে প্রিয়ে! যেন মিশে রব
সুখস্বপ্ন হয়ে ওই নয়ন পল্লবে!
হাসি হয়ে ভাসিব অধরে! বাহু দুটি
ললিত লাবণ্য সম রহিব বেড়িয়া,
মিলন সুখের মত কোমল হৃদয়ে
রহিব মিলায়ে!

ইলা। তার পরে অবশেষে
সহসা টুটিবে স্বপ্নজাল, আপনারে
পড়িবে স্মরণে;—গীতহীনা বীণাসম
আমি পড়ে রব ভূমে, তুমি চলে যাবে
গুন্ গুন্ গাহি অন্য মনে! না না, সখা,
স্বপ্ন নয়, মোহ নয়, এ মিলন পাশ
কখন্ বাঁধিয়া যাবে বাহুতে বাহুতে,
চোখে চোখে, মর্ম্মে মর্ম্মে, জীবনে জীবনে!

কুমার। সে ত আর দেরি নাই—আজি সপ্তমীর
অর্দ্ধ চাঁদ ক্রমে ক্রমে পূর্ণ শশি হয়ে
দেখিবেক আমাদের পূর্ণ সে মিলন!
ক্ষীণ বিচ্ছেদের বাধা মাঝখানে রেখে
কম্পিত আগ্রহবেগে মিলনের সুখ—
আজি তার শেষ! দূরে থেকে কাছাকাছি,
কাছে থেকে তবু দূর, আজি তার শেষ!
সহসা সাক্ষাৎ, সহসা বিস্ময় রাশি,
সহসা মিলন, সহসা বিরহব্যথা—
বনপথ দিয়ে, ধীরে ধীরে ফিরে যাওয়া
শূন্য গৃহ পানে, সুখস্মৃতি সঙ্গে নিয়ে,
প্রতি কথা, প্রতি হাসিটুকু শতবার
উলটি পালটি মনে, আজি তার শেষ!
মৌনলজ্জা প্রতিবার প্রথম মিলনে,
অশ্রুজল প্রতিবার বিদায়ের বেলা—
আজি তার শেষ!

ইলা। আহা তাই যেন হয়!
সুখের ছায়ার চেয়ে সুখ ভাল, দুঃখ
সেও ভাল! তৃষ্ণা ভাল মরীচিকা চেয়ে!
কখন্ তোমারে পাব, কখন্ পাব না,
তাই সদা মনে হয়—কখন্ হারাব!
একা বসে বসে ভাবি, কোথা আছ তুমি,
কি করিছ; কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে আসে
অরণ্যের প্রান্ত হতে। বনের বাহিরে
তোমারে জানিনে আর, পাইনে সন্ধান।
সমস্ত ভুবনে তব রহিব সর্ব্বদা,
কিছুই রবে না আর অচেনা, অজানা,
অন্ধকার! ধরা দিতে চাহ না কি নাথ?

কুমার। ধরা ত দিয়েছি আমি আপন ইচ্ছায়
তবু কেন বন্ধনের পাশ? বল দেখি
কি তুমি পাওনি, কোথা রয়েছে অভাব?

ইলা। যখন তোমার কাছে সুমিত্রার কথা
শুনি বসে, মনে মনে ব্যথা যেন বাজে!
মনে হয় সে যেন আমায় ফাঁকি দিয়ে
চুরি করে রাখিয়াছে শৈশব তোমার
গোপনে আপন কাছে! কভু মনে হয়
যদি সে ফিরিয়া আসে, বাল্য সহচরী
ডেকে নিয়ে যায় সেই সুখশৈশবের
খেলাঘরে—সেথা তারি তুমি! সেথা মোর
নাই অধিকার! মাঝে মাঝে সাধ যায়
তোমার সে সুমিত্রারে দেখি একবার!

কুমার। সে যদি আসিত, আহা, কত সুখ হত!
উৎসবের আনন্দ-কিরণখানি হয়ে
দীপ্তি পেত পিতৃগৃহে শৈশবভবনে।
অলঙ্কারে সাজাত তোমারে, বাহুপাশে
বাঁধিত সাদরে, চুরি করে হাসিমুখে
দেখিত মিলন! আর কি সে মনে করে
আমাদের! পরগৃহে পর হয়ে আছে?

ইলার গান।

পিলু বাঁরোয়া—আড়খেম্টা।

এরা, পরকে আপন করে, আপনারে পর,
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।

ভাল বাসে সুখে দুখে
ব্যথা সহে হাসি মুখে,
মরণেরে করে চির-জীবন-নির্ভর!

কুমার। কেন এ করুণ সুর? কেন দুঃখগান?
বিষণ্ণ নয়ন কেন?

ইলা। এ কি দুঃখগান?
শোনায় গভীর সুখ দুঃখের মতন
উদার উদাস। সুখ দুঃখ ছেড়ে দিয়ে
আত্ম বিসর্জ্জন করি রমণীর সুখ!

কুমার। পৃথিবী করিব বশ তোমার এ প্রেমে।
আনন্দে জীবন মোর উঠে উচ্ছসিয়া
বিশ্বমাঝে! শ্রান্তিহীন কর্ম্মসুখতরে
ধায় হিয়া। চিরকীর্ত্তি করিয়া অর্জ্জন
তোমারে করিব তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
বিরলে বিলাসে বসে এ অগাধ প্রেম
পারিনে করিতে ভোগ অলসের মত।

ইলা। ওই দেখ রাশি রাশি মেঘ উঠে আসে
উপত্যকা হতে, ঘিরিতে পর্ব্বত শৃঙ্গ,—
সৃষ্টির বিচিত্র লেখা মুছিয়া ফেলিতে।

কুমার। দক্ষিণে চাহিয়া দেখ—অস্তরবিকরে
সুবর্ণ সমুদ্র সম সমতলভূমি
গেছে চলে নিরুদ্দেশ কোন্ বিশ্বপানে!
শস্যক্ষেত্র, বনরাজি, নদী, লোকালয়
অস্পষ্ট সকলি—যেন স্বর্ণ চিত্রপটে
শুধু নানা বর্ণ সমাবেশ, চিত্ররেখা
এখনো ফোটেনি! যেন আমারি আকাঙ্ক্ষা
শৈল অন্তরাল ছেড়ে ধরণীর পানে
চলেছে বিস্তৃত হয়ে, হৃদয়ে বহিয়া
কল্পনার স্বর্ণলেখা ছায়াস্ফুট ছবি!
আহা হোথা কত দেশ, নব দৃশ্য কত,
কত নব কীর্ত্তি, কত নব রঙ্গভূমি!

ইলা। অনন্তের মূর্ত্তি ধরে ওই মেঘ আসে
মোদের করিতে গ্রাস! নাথ কাছে এস!
আহা যদি চিরকাল এই মেঘমাঝে
লুপ্তবিশ্বে থাকিতাম তোমাতে আমাতে!
দুটি পাখী একমাত্র মহামেঘনীড়ে!
পারিতে থাকিতে তুমি? মেঘআবরণ
ভেদ ক'রে কোথা হতে পশিত শ্রবণে
ধরার আহ্বান; তুমি ছুটে চলে যেতে
আমারে ফেলিয়া রেখে প্রলয়ের মাঝে!

পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। কাশ্মীরে এসেছে দূত জালন্ধর হতে
গোপন সংবাদ লয়ে।

কুমার। তবে যাই, প্রিয়ে,
আবার আসিব ফিরে পূর্ণিমার রাতে
নিয়ে যাব হৃদয়ের চিরপূর্ণিমারে—
হৃদয়দেবতা আছ, গৃহলক্ষ্মী হবে! (প্রস্থান।)

ইলা। যাও তুমি, আমি একা কেমনে পারিব
তোমারে রাখিতে ধরে! হায়, কত ক্ষুদ্র,
কত ক্ষুদ্র আমি! কি বৃহৎ এ সংসার,
কি উদ্দাম তোমার হৃদয়! কে জানিবে
আমার বিরহ? কে গণিবে অশ্রু মোর?
কে মানিবে এ নিভৃত বনপ্রান্তভাগে
শূন্যহিয়া বালিকার মর্ম্মকাতরতা!

তৃতীয় দৃশ্য।

কাশ্মীর।

যুবরাজের প্রাসাদ।

কুমারসেন ও ছদ্মবেশী সুমিত্রা।

কু। কত যে আগ্রহ মোর কেমনে দেখাব
তোমারে ভগিনী? আমারে ব্যথিছে যেন
প্রত্যেক নিমেষ পল,—যেতে চাই আমি
এখনি লইয়া সৈন্য—দুর্বিনীত সেই
দস্যুদের করিতে দমন;—কাশ্মীরের
কলঙ্ক করিতে দূর। কিন্তু পিতৃব্যের
পাইনে আদেশ। ছদ্মবেশ দূর কর
বোন! চল মোরা যাই দোঁহে,—পড়ি গিয়ে
রাজার চরণে!

সুমি। সে কি কথা, ভাই? আমি
এসেছি তোমার কাছে, জানাতে তোমারে

ভগ্নীর হৃদয়ব্যথা। আমি কি এসেছি
জালন্ধর রাজ্য হতে ভিখারিণী রাণী
ভিক্ষা মাগিবার তরে কাশ্মীরের কাছে?
ছদ্মবেশ দহিছে হৃদয়। আপনার
পিতৃগৃহে আসিলাম এতদিন পরে
আপনারে করিয়া গোপন! কতবার
বৃদ্ধ শঙ্করের কাছে কণ্ঠরুদ্ধ হল
অশ্রুভরে,—কতবার মনে করেছিনু
কাঁদিয়া তাহারে বলি—"শঙ্কর, শঙ্কর,
তোদের সুমিত্রা সেই ফিরিয়া এসেছে
দেখিতে তোদের!" হায়, বৃদ্ধ, কত অশ্রু
ফেলে গিয়েছিনু সেই বিদায়ের দিনে,
মিলনের অশ্রুজল নারিলাম দিতে!
শুধু আমি নহি আর কন্যা কাশ্মীরের
আজ আমি জালন্ধর-রাণী।

কুমার। বুঝিয়াছি
বোন! যাই দেখি, অন্য কি উপায় আছে।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাশ্মীর প্রাসাদ।

অন্তঃপুর।

রেবতী, চন্দ্রসেন।

রেবতী। যেতে দাও—মহারাজ! কি ভাবিছ বসি?
ভাবিছ কি লাগি? যাক্ যুদ্ধে,—তার পরে
দেবতা কৃপায়, আর যেন নাহি আসে
ফিরে!

চন্দ্র। ধীরে, রাণি, ধীরে!

রেব। ক্ষুধিত মার্জ্জার
বসেছিলে এত দিন সময় চাহিয়া,
আজ ত সময় এল—তবু আজো কেন
সেই বসে আছ?

চন্দ্র। কে বসিয়াছিল, রাণি,
কিসের লাগিয়া?

রেব। ছি, ছি, আবার ছলনা?
লুকাবে আমার কাছে? কোন্ অভিপ্রায়ে
এতদিন কুমারের দাওনি বিবাহ?
কেনবা সম্মতি দিলে ত্রিচূড় রাজ্যের
এই অনার্য্য প্রথায়? পঞ্চবর্ষ ধরে
কন্যার সাধনা!

চন্দ্র। ধিক্! চুপ কর রাণী—
কে বোঝে কাহার অভিপ্রায়?

রেবতী। তবে, বুঝে
দেখ ভাল করে! যে কাজ করিতে চাও
জেনে শুনে কর। আপনার কাছ হতে
রেখো না গোপন করে উদ্দেশ্য আপন।
দেবতা তোমার হয়ে অলক্ষ্য সন্ধানে
করিবে না তব লক্ষ্য ভেদ! নিজ হাতে
উপায় রচনা কর অবসর বুঝে!
বাসনার পাপ সেই হতেছে সঞ্চয়
তার পরে কেন থাকে অসিদ্ধির ক্লেশ?
কুমারে পাঠাও যুদ্ধে!

চন্দ্র। বাহিরে রয়েছে
কাশ্মীরের যত উপদ্রব। পররাজ্যে
আপনার বিষদন্ত করিতেছে ক্ষয়।
ফিরায়ে আনিতে চাও তাদের আবার?

রেব। অনেক সময় আছে সে কথা ভাবিতে।
আপাতত পাঠাও কুমারে। প্রজাগণ
ব্যগ্র অতি যৌবরাজ্য অভিষেক তরে
তাদের থামাও কিছু দিন। ইতিমধ্যে
কত কি ঘটিতে পারে পরে ভেবে দেখো!

কুমারের প্রবেশ।

রেব। (কুমারের প্রতি) যাও যুদ্ধে, পিতৃব্যের হয়েছে আদেশ
বিলম্ব কোরো না আর, বিবাহ উৎসব
পরে হবে। দীপ্ত যৌবনের তেজ ক্ষয়
করিও না, গৃহে বসে আলস্য-উৎসবে!

কুমার। জয় হোক্ জয় হোক্ জননি তোমার!
এ কি আনন্দ সংবাদ! নিজমুখে তাত,
করহ আদেশ।

চন্দ্র। যাও তবে; দেখো, বৎস,
থেকো সাবধানে। দর্পমদে ইচ্ছা করে
বিপদে দিয়ো না ঝাঁপ। আশীর্ব্বাদ করি
ফিরে এসো জয়গর্ব্বে অক্ষত শরীরে
পিতৃসিংহাসন পরে।

কুমার। মাগি জননীর
আশীর্ব্বাদ!

রেব। কি হইবে মিথ্যা আশীর্ব্বাদে?
আপনারে রক্ষা করে আপনার বাহু!

পঞ্চম দৃশ্য।

ত্রিচূড়।

ক্রীড়া কানন।

ইলার সখীগণ।

১। আলো কোথায় কোথায় দেবে ভাই?

২। আলোর জন্যে ভাবিনে। আলো ত কেবল এক-রাত্রি জ্বল্‌বে। কিন্তু বাঁশি এখনো এল না কেন? বাঁশি না বাজ্‌লে আমোদ নেই ভাই!

৩। বাঁশি কাশ্মীর থেকে আন্‌তে গেছে—এতক্ষণে এল বোধ হয়। কখন্ বাজ্‌বে ভাই?

১। বাজ্‌বে লো বাজ্‌বে! তোর অদৃষ্টেও একদিন বাজ্‌বে!

৩। পোড়াকপাল আর কি! আমি সেই জন্যেই ভেবে মরচি!

প্রথমার গান।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

বাজিবে, সখি, বাঁশি বাজিবে।
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি, কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজ হাসি সাজিবে!
নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল,
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মূরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণ-যুগ-রাজীবে!

২। তোর গান রেখে দে! এক একবার মন কেমন হুহু করে উঠ্‌চে। মনে পড়চে কেবল একটি রাত আলো, হাসি, বাঁশি, আর গান। তার পরদিন থেকে সমস্ত অন্ধকার!

১। কাঁদবার সময় ঢের আছে বোন্! এই ছুটো দিন একটু হেসে আমোদ করে নে! ফুল যদি না শুকোত তা হলে আমি আজ থেকেই মালা গাঁথ্‌তে বস্‌তুম।

২। আমি বাসরঘর সাজাব।

১। আমি সখীকে সাজিয়ে দেব।

৩। আর, আমি কি করব?

১। ওলো, তুই আপনি সাজিস্। দেখিস্ যদি যুব-রাজের মন ভোলাতে পারিস্!

৩। তুই ত ভাই চেষ্টা করতে ছাড়িস্‌নি! তা তুই যখন পারলিনে তখন কি আর আমি পারব? ওলো, আমাদের সখীকে যে একবার দেখেছে—তার মন কি আর অম্‌নি পথেঘাটে চুরি যায়? ঐ বাঁশি এসেছে। ঐ শোন্ বেজে উঠেছে।

প্রথমার গান।

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে!
বনমাঝে, কি মনমাঝে?
বসন্ত বায় বহিছে কোথায়
কোথায় ফুটেছে ফুল!
বল গো সজনি, এ সুখ রজনী
কোন্‌খানে উদিয়াছে?
বন মাঝে কি মন মাঝে?
যাব কি যাবনা মিছে এ ভাবনা
মিছে মরি লোকলাজে!
কে জানে কোথা সে বিরহ হুতাশে
ফিরে অভিসার-সাজে,
বন মাঝে কি মন মাঝে?

২। ওলো থাম্—ঐ দেখ্ যুবরাজ কুমার সেন এসেচেন!

৩। চল্ চল্ ভাই, আমরা একটু আড়ালে দাঁড়াই গে! তোরা পারিস, কিন্তু কে জানে, ভাই, যুবরাজের সাম্‌নে যেতে আমার কেমন করে?

২। কিন্তু কুমার আজ হঠাৎ অসময়ে এলেন কেন?

১। ওলো এর কি আর সময় অসময় আছে? রাজার ছেলে, বলে কি পঞ্চশর ওকে ছেড়ে কথা কয়? থাক্‌তে পারবে কেন?

৩। চল্ ভাই আড়ালে চল্!

[অন্তরালে গমন।

কুমারসেন ও ইলার প্রবেশ।

ইলা। থাক্ নাথ, আর বেশি বোলো না আমারে।
কাজ আছে, যেতে হবে রাজ্য ছেড়ে, তাই
বিবাহ স্থগিত রবে কিছু কাল, এর
বেশি কি আর শুনিব ?

কুমার। এমনি বিশ্বাস
মোর পরে রেখো চিরদিন। মন দিয়ে
মন বোঝা যায়; গভীর বিশ্বাস শুধু
নীরব প্রাণের কথা টেনে নিয়ে আসে!
প্রবাসীরে মনে কোরো এই উপবনে,
এই নির্ঝরিণী তীরে, এই লতাগৃহে,
এই সন্ধ্যালোকে, পশ্চিম গগন প্রান্তে
ওই সন্ধ্যা তারা পানে চেয়ে! মনে কোরো,
আমিও প্রদোষে, প্রবাসে তরুর তলে
একেলা বসিয়া ওই তারকার পরে
তোমারি আঁখির তারা পেতেছি দেখিতে।
মনে কোরো মিশিতেছে এই নীলাকাশে
পুষ্পের সৌরভ-সম তোমার আমার
প্রেম। এক চন্দ্র উঠিয়াছে উভয়ের
বিরহ রজনী পরে!

ইলা। জানি, জানি, নাথ,
জানি আমি তোমার হৃদয়!

কুমার। যাই তবে,
অয়ি তুমি অন্তরের ধন, জীবনের
মর্ম্মস্বরূপিনী, অয়ি সবার অধিক! (প্রস্থান)

সখিগণের প্রবেশ।

২। হায়, এ কি শুনি ?

৩। সখি, কেন যেতে দিলে ?

১। ভালই করেছে। স্বেচ্ছায় না দিলে ছাড়ি
বাঁধন ছিঁড়িয়া যায় চিরদিন তরে।
হায়, সখি, হায়; শেষে নিবাতে হল কি
উৎসবের দীপ ?

ইলা। সখি, তোরা চুপ কর,
টুটিছে হৃদয়! ভেঙ্গে দে, ভেঙ্গে দে ওই
দীপমালা! বল্ সখি কে দিবে নিবায়ে
লজ্জাহীনা পূর্ণিমার আলো? কেন আজ
মনে হয়, আমার এ জীবনের সুখ
আজি দিবসের সাথে ডুবিল পশ্চিমে ?
অমনি ইলারে কেন অস্তপথপানে
সঙ্গে নাহি নিয়ে গেল ছায়ার মতন ?

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জালন্ধর। রণক্ষেত্র। শিবির।

বিক্রমদেব, সেনাপতি।

সেনা। বন্দীকৃত শিলাদিত্য, উদয়ভাস্কর;
শুধু যুধাজিৎ পলাতক—সঙ্গে লয়ে
সৈন্যদলবল।

বিক্রম। চল তবে অবিলম্বে
তাহার পশ্চাতে। উঠাও শিবির তবে।
ভালবাসি আমি এই ব্যগ্র ঊর্দ্ধশ্বাস
মানব মৃগয়া; গ্রাম হতে গ্রামান্তরে,
বন গিরি নদী তীরে দিবারাত্রি এই
কৌশলে কৌশলে খেলা। বাকি আছে আর
কেবা বিদ্রোহী দলের ?

সেনা। শুধু জয়সেন।
কর্ত্তা সেই বিদ্রোহের। সৈন্যবল তার
সব চেয়ে বেশি।

বিক্রম। চল তবে সেনাপতি,
তার কাছে। আমি চাই উদগ্র সংগ্রাম,
বুকে বুকে বাহুতে বাহুতে—অতি তীব্র
প্রেম আলিঙ্গন সম। ভাল নাহি লাগে
অস্ত্রে অস্ত্রে মৃদু ঝনুঝনি—ক্ষুদ্র যুদ্ধে
ক্ষুদ্র জয় লাভ!

সেনা। কথা ছিল আসিবে সে
গোপনে সহসা; করিবে পশ্চাৎ হতে
আক্রমণ; বুঝি শেষে জাগিয়াছে মনে
বিপদের ভয়, সন্ধির প্রস্তাব তরে
হয়েছে উন্মুখ।

বিক্রম। ধিক্! ভীরু, কাপুরুষ!
সন্ধি নহে—যুদ্ধ চাই আমি! রক্তে রক্তে
মিলনের স্রোত—অস্ত্রে অস্ত্রে সঙ্গীতের
ধ্বনি। চল সেনাপতি!

সেনা। যে আদেশ প্রভু! (প্রস্থান)

বিক্রম। এ কি মুক্তি! এ কি পরিত্রাণ! কি আনন্দ
হৃদয় মাঝারে! অবলার ক্ষীণ বাহু
কি প্রচণ্ড সুখ হতে রেখেছিল মোরে
বাঁধিয়া বিবর মাঝে? উদ্দাম হৃদয়
অপ্রশস্ত অন্ধকার গভীরতা খুঁজে
ক্রমাগত যেতেছিল রসাতল পানে।
মুক্তি! মুক্তি আজি! শৃঙ্খল বন্দীরে
ছেড়ে আপনি পলায়ে গেছে। এতদিন
এ জগতে কত যুদ্ধ, কত সন্ধি, কত
কীর্ত্তি, কত রঙ্গ—কত কি চলিতেছিল
কর্ম্মের প্রবাহ—আমি ছিনু অন্তঃপুরে
পড়ে; রুদ্ধদল চম্পক কোরক মাঝে
সুপ্তকীট সম! কোথা ছিল লোকলাজ,
কোথা ছিল বীরপরাক্রম! কোথা ছিল
এ বিপুল বিশ্বতটভূমি! কোথা ছিল
হৃদয়ের তরঙ্গতর্জ্জন! কে বলিবে
আজি মোরে দীন কাপুরুষ! কে বলিবে
অন্তঃপুরচারী! মৃদু গন্ধবহ আজি
জাগিয়া উঠেছে বেগে ঝঞ্ঝাবায়ু রূপে!
এ প্রবল হিংসা ভাল, ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে!
প্রলয় ত বিধাতার চরম আনন্দ!
হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধন-মুক্তির
সুখ! হিংসা জাগরণ! হিংসা স্বাধীনতা!

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনা। আসিছে বিদ্রোহী সৈন্য।

বিক্রম। চল তবে চল।

চরের প্রবেশ।

চর। রাজন্, বিপক্ষদল নিকটে এসেছে।
নাই বাদ্য, নাই জয়ধ্বজা, নাই কোন
যুদ্ধ আস্ফালন; মার্জ্জনা-প্রার্থনা তরে
আসিতেছে যেন!

বিক্রম। চাহিনা শুনিতে
মার্জ্জনার কথা! আগে আমি আপনারে
করিব মার্জ্জনা;—অপযশ রক্তস্রোতে
করিব ক্ষালন। যুদ্ধে চল সেনাপতি।

২য় চরের প্রবেশ।

২। বিপক্ষ শিবির হতে আসিছে শিবিকা—
বোধ করি সন্ধিদূত লয়ে।

সেনা। মহারাজ,
তিলেক অপেক্ষা কর—আগে শোনা যাক্
কি বলে বিপক্ষদূত—

বিক্রম। যুদ্ধ তার পরে।

সৈনিকের প্রবেশ।

সৈ। মহারাণী এসেছেন বন্দী করে লয়ে
যুধাজিত আর জয়সেনে।

বিক্রম। কে এসেছে?

সৈ। মহারাণী।

বিক্রম। মহারাণী! কোন মহারাণী?

সৈনিক। আমাদের মহারাণী।

বিক্রম। বাতুল উন্মাদ!
যাও সেনাপতি। দেখে এস কে এসেছে।

সেনাপতি প্রভৃতির প্রস্থান

মহারাণী এসেছেন বন্দী করে লয়ে
যুধাজিৎ জয়সেনে! এ কি স্বপ্ন না কি!
এ কি রণক্ষেত্রে নয়? এ কি অন্তঃপুর?
এতদিন ছিলাম কি যুদ্ধের স্বপনে
মগ্ন? সহসা জাগিয়া আজ দেখিব কি
সেই ফুলবন, সেই মহারাণী, সেই
পুষ্পশয্যা, সেই সুদীর্ঘ অলস দিন,
দীর্ঘনিশি বিজড়িত ঘুমে জাগরণে?
বন্দী? কারে বন্দী? কি শুনিতে কি শুনেছি?
এসেছে কি আমারে করিতে বন্দী? দূত!
সেনাপতি! কে এসেছে? কারে বন্দী লয়ে?

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনা। মহারাণী এসেছেন লয়ে কাশ্মীরের
সৈন্যদল —সোদর কুমারসেন সাথে।
এনেছেন পথ হতে যুদ্ধে বন্দী করে
পলাতক যুধাজিৎ আর জয়সেনে।
আছেন শিবিরদ্বারে সাক্ষাতের তরে
অভিলাষী।

বিক্রম। সেনাপতি, পালাও, পালাও!
চল, চল সৈন্য লয়ে—আর কি কোথাও
নাই শত্রু—আর কেহ নাহি কি বিদ্রোহী?
সাক্ষাৎ? কাহার সাথে? রমণীর সনে
সাক্ষাতের এ নহে সময়!

সেনাপতি। মহারাজ—

বিক্রম। চুপকর সেনাপতি;—শোন, যাহা বলি।
রুদ্ধ কর দ্বার—এ শিবিরে শিবিকার
প্রবেশ-নিষেধ!

সেনা। যে আদেশ মহারাজ!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দেবদত্তের কুটীর।

দেবদত্ত, নারায়ণী।

দে। প্রিয়ে, তবে অনুমতি কর—দাস বিদায় হয়।

না। তা যাওনা, আমি তোমাকে বেঁধে রেখেছি না কি?

দে। ঐ ত—ঐ জন্যেই ত কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে না—বিদায় নিয়েও সুখ নেই। যা' বলি তা' কর। ঐখানটায় আছাড় খেয়ে পড়। বল হা হতোঽস্মি, হা ভগবতি ভবিতব্যতে! হা ভগবন মকরকেতন!

নারা। মিছে বোকো না! মাথা খাও, সত্যি করে বল, কোথায় যাবে?

দে। রাজার কাছে।

নারা। রাজা ত যুদ্ধ কর্ত্তে গেছে। তুমি যুদ্ধ কর্ব্বে না কি? দ্রোণাচার্য্য হয়ে উঠেছ?

দেব। তুমি থাক্‌তে আমি যুদ্ধ করব?—যাহোক, এবার যাওয়া যাক।

নারা। সেই অবধি ত ঐ এক কথাই বল্‌চ। তা যাওনা। কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে ধরে রেখেছে?

দেব। হায় মকরকেতন, এখেনে তোমার পুষ্পশরের কর্ম্ম নয়—একেবারে আস্ত শক্তিশেল না ছাড়লে মর্ম্মে গিয়ে পৌঁছয় না! বলি, ও শিখরদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চোখ দিয়ে জল্‌টল্ কিছু বেরোবে কি? সে গুলো শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেল—আমি উঠি।

নারা। পোড়া কপাল! চোখের জল ফেল্‌ব কি দুঃখে? হাঁ গা, তুমি না গেলে কি রাজার যুদ্ধ চল্‌বে না? তুমি কি মহাবীর ধূম্রলোচন হয়েছ?

দেব। আমি না গেলে রাজার যুদ্ধ থাম্‌বে না। মন্ত্রী বারবার লিখে পাঠাচ্ছে রাজ্য ছারখারে যায় কিন্তু মহারাজ কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে চান না। এদিকে বিদ্রোহ সমস্ত থেমে গেছে।

নারা। বিদ্রোহই যদি থেমে গেল ত মহারাজ কার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে যাবেন?

দেব। মহারাণীর ভাই কুমারসেনের সঙ্গে।

নারা। হাঁ গা, সে কি কথা! শ্যালার সঙ্গে যুদ্ধ? বোধ করি রাজায় রাজায় এই রকম করেই ঠাট্টা চলে। আমরা হলে শুধু কান মলে দিতুম। কি বল?

দেব। বড় ঠাট্টা নয়। মহারাণী কুমারসেনের সাহায্যে জয়সেন ও যুধাজিৎকে যুদ্ধে বন্দী করে মহারাজের কাছে নিয়ে আসেন। মহারাজ তাঁকে শিবিরে প্রবেশ কর্ত্তে দেননি।

নারা। হাঁ গা, বল কি! তা তুমি এত দিন যাওনি কেন? এ খবর শুনেও বসে আছ? যাও, যাও, এখনি যাও। আমাদের রাণীর মত অমন সতী লক্ষ্মীকে অপমান করলে? রাজার শরীরে কলি প্রবেশ করেচে।

দেব। বন্দী বিদ্রোহীরা রাজাকে বলেচে—মহারাজ, আমরা তোমারই প্রজা—অপরাধ করে থাকি তুমি শাস্তি দেবে। একজন বিদেশী এসে আমাদের অপমান করবে এতে তোমাকেই অপমান করা হল—যেন তোমার নিজ রাজ্য নিজে শাসন করবার ক্ষমতা নেই। একটা সামান্য যুদ্ধ, এর জন্যে অমনি কাশ্মীর থেকে সৈন্য এল, এর চেয়ে উপহাস আর কি হতে পারে? এই শুনে মহারাজ আগুন

হয়ে কুমারসেনকে পাঁচটা ভৎর্সনা করে এক দূত পাঠিয়ে দেন। কুমারসেন উদ্ধত যুবাপুরুষ, সহ্য কর্ত্তে পারবে কেন? বোধ করি সেও দূতকে দু কথা শুনিয়ে দিয়ে থাকবে।

না। তা বেশত—কুমারসেন ত রাজার পর নয় আপনার লোক, তা কথা চলছিল বেশ তাই চলুক। তুমি কাছে না থাক্‌লে রাজার ঘটে কি দুটো কথাও যোগায় না? কথা বন্ধ করে অস্ত্র চালাবার দরকার কি বাপু! ঐ ওতেই ত হার হল!

দেব। আসল কথা, একটা যুদ্ধ করবার ছুতো। রাজা এখন কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে পারচেন না। নানা ছল অন্বেষণ করচেন। রাজাকে সাহস করে দুটো ভাল কথা বলে এমন বন্ধু কেউ নেই। আমি ত আর থাকতে পারচিনে আমি চল্লুম।

নারা। যেতে ইচ্ছে হয় যাও আমি কিন্তু একলা তোমার ঘরকন্না করতে পারব না। তা আমি বলে রাখলুম। এই রইল তোমার সমস্ত পড়ে রইল; আমি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাব।

দেব। রোসো আগে আমি ফিরে আসি তার পরে যেয়ো। বল ত আমি থেকে যাই।

না। না না তুমি যাও! আমি কি আর তোমাকে সত্যি থাকতে বল্‌চি? ওগো,তুমি চলে গেলে আমি একেবারে বুক ফেটে মরবনা,সে জন্যে ভেবো না। আমার বেশ চলে যাবে।

দেব। তা কি আর আমি জানিনে? মলয় সমীরণ তোমার কিছু কর্ত্তে পারবে না। বিরহ ত সামান্য, বজ্রাঘাতেও তোমার কিছু হয় না। (প্রস্থানোন্মুখ)

নারা। হে ঠাকুর, রাজাকে সুবুদ্ধি দাও ঠাকুর! শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়ে আন।

দেব। এ ঘর ছেড়ে কখন কোথাও যাইনি। হে ভগবান্ এঁদের সকলের উপর তোমার দৃষ্টি রেখো। প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

জালন্ধর। কুমারসেনের শিবির।

কুমারসেন ও সুমিত্রা।

সুমি। ভাই, রাজাকে মার্জ্জনা কর; কর রোষ
আমার উপরে। আমি মাঝে না থাকিলে
যুদ্ধ করে বীর নাম করিতে উদ্ধার।
যুদ্ধের আহ্বান শুনে অটল রহিলে
তবু তুমি; জানি না কি অসম্মান শেল
চিরজীবী মৃত্যুসম মানীর হৃদয়ে?
আপন ভায়ের হৃদে দুর্ভাগিনী আমি,
হানিতে দিলাম হেন অপমান শর
যেন আপনারি হস্তে! মৃত্যু ভাল ছিল,
ভাই, মৃত্যু ভাল ছিল!

কুমার। জানিস্‌ত বোন,
যুদ্ধ বীরধর্ম্ম বটে, ক্ষমা তার চেয়ে
বীরত্ব অধিক। অপমান অবহেলা
কে পারে করিতে মানী ছাড়া?

সুমি। ধন্য, ভাই,
ধন্য তুমি! সঁপিলাম এ জীবন মোর
তোমার লাগিয়া। তোমার এ স্নেহঋণ
প্রাণ দিয়ে কেমনে করিব পরিশোধ?
বীর তুমি, মহাপ্রাণ, তুমি নরপতি
এ নরসমাজ মাঝে—

কুমার। আমি ভাই তোর।
চল্ বোন্, আমাদের সেই শৈলগৃহে
তুষারশিখরঘেরা শুভ্র সুশীতল
আনন্দ কাননে। দুটি নির্ঝরের মত
একত্রে করেছি খেলা দুই ভাই বোনে,—
এখন আর কি ফিরে যেতে পারিবিনে
সেই উচ্চ, সেই শুভ্র শৈশব শিখরে?

সুমি। চল, ভাই চল। যে ঘরেতে ভাইবোনে
করিতাম খেলা, সেই ঘরে নিয়ে এসো
প্রেয়সী নারীরে;—সন্ধেবেলা বসে তারে
তোমার মনের মত সাজাব যতনে।
শিখাইয়া দিব তারে তুমি ভালবাস
কোন্ ফুল, কোন্ গান্, কোন্ কাব্য রস।
শুনাব বাল্যের কথা; শৈশব মহত্ব
তব শিশু হৃদয়ের।

কুমার। মনে পড়ে মোর,
দোঁহে শিখিতাম বীণা। আমি ধৈর্য্যহীন
যেতেম পালায়ে। তুই শয্যাপ্রান্তে বসে
কেশবেশ ভুলে গিয়ে সারা সন্ধেবেলা

বাজাতিস্ গম্ভীর আনন্দ মুখখানি।
সঙ্গীতেরে করে তুলেছিলি, তোর সেই
ছোট ছোট অঙ্গুলির বশ।

সুমিত্রা। মনে আছে,
খেলা হতে ফিরে এসে শোনাতে আমারে
অদ্ভুত কল্পনা কথা; কোথা দেখেছিলে
অজ্ঞাত নদীর ধারে স্বর্ণ স্বর্গ পুর;
অলৌকিক কল্পকুঞ্জে কোথায় ফলিত
অমৃতমধুর ফল; ব্যথিত হৃদয়ে
সবিস্ময়ে শুনিতাম; স্বপ্নে দেখিতাম
সেই কিন্নর কানন।

কুমার। বলিতে বলিতে
নিজের কল্পনা শেষে নিজেরে ছলিত।
সত্য মিথ্যা হত একাকার, মেঘ আর
গিরির মতন; দেখিতে পেতেম যেন
দূর শৈল পরপারে রহস্য নগরী।
শঙ্কর আসিছ ওই ফিরে। শোনা যাক্
কি সংবাদ।

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। প্রভু তুমি, তুমি মোর রাজা,
ক্ষমা কর বৃদ্ধ এ শঙ্করে। ক্ষমা কর
রাণি, দিদি মোর! মোরে কেন পাঠাইলে
দূত করে রাজার শিবিরে? আমি বৃদ্ধ,
নহি পটু সাবধান বচন বিন্যাসে,
আমি কি সহিতে পারি তব অপমান?—
শান্তির প্রস্তাব শুনে যখন হাসিল
ক্ষুদ্র জয়সেন, হাসিমুখে ভৃত্য যুধাজিৎ
করিল সুতীব্র উপহাস,—সভ্রভঙ্গে
কহিলা বিক্রমদেব জালন্ধররাজ
তোমারে বালক, ভীরু; মনে হল যেন
চারিদিকে হাসিতেছে সভাসদ যত
পরস্পর মুখ চেয়ে, হাসিতেছে দূরে
দ্বারের প্রহরী—পশ্চাতে আছিল যারা
তাদের নীরব হাসি ভুজঙ্গের মত
যেন পৃষ্ঠে আসি মোর দংশিতে লাগিল।
তখন ভুলিয়া গেনু শিখেছিনু যত
শান্তিপূর্ণ মৃদুবাক্য, কহিলাম রোষে
কলহেরে জান তুমি বীরত্ব বলিয়া
নারী তুমি, নহ ক্ষত্রবীর, সেই খেদে
মোর রাজা কোষে লয়ে কোষরুদ্ধ অসি
ফিরে যেতেছেন দেশে, জানাইনু সবে।"
শুনিয়া কম্পিততনু জালন্ধরপতি;
প্রস্তুত হতেছে সৈন্য।

সুমিত্রা। ক্ষমা কর ভাই।

শঙ্কর। এই কি উচিত তব, কাশ্মীর তনয়া
তুমি, ভারতে রটায়ে যাবে কাশ্মীরের
অপমান কথা? বীরের স্বধর্ম্ম হতে
বিরত কোরো না তুমি আপন ভ্রাতারে,
রাখ্ এ মিনতি!

সু। বোলো না, বোলো না আর
শঙ্কর!—মার্জ্জনা কর ভাই! পদতলে
পড়িলাম;—ওই তব রুদ্ধ কম্পমান
রোষানল নির্ব্বাণ করিতে চাও? আছে
মোর হৃদয় শোণিত! মৌন কেন ভাই?
বাল্যকাল হতে আমি ভালবাসা তব
পেয়েছি না চেয়ে, আজ আমি ভিক্ষা মাগি
ওই রোষ তব, দাও তাহা!

শঙ্কর। শোন প্রভু!

কুমার। চুপ কর বৃদ্ধ! যাও, তুমি, সৈন্যদের
জানাও আদেশ—এখনি ফিরিতে হবে
কাশ্মীরের পথে!

শঙ্কর। হায় এ কি অপমান,
পলাতক ভীরু বলে রটিবে অখ্যাতি!

সুমিত্রা। শঙ্কর, বারেক তুই মনে করে দেখ্
সেই ছেলেবেলা! দুটি ছোট ভাই বোনে
কোলে বেঁধে রেখেছিলি এক স্নেহপাশে।
তার চেয়ে বেশি হল খ্যাতি ও অখ্যাতি?
প্রাণের সম্পর্ক এযে চির জীবনের—
পিতা মাতা বিধাতার আশীর্ব্বাদে ঘেরা
পুণ্য স্নেহতীর্থ খানি;—বাহির হইতে
হিংসানলশিখা আনি এ কল্যাণ-ভূমি
শঙ্কর, করিতে চাস্ অঙ্গার-মলিন?

শঙ্কর। চল্ দিদি, চল্ ভাই, ফিরে চলে যাই
সেই শান্তিসুধাস্নিগ্ধ বাল্যকাল মাঝে!

চতুর্থ দৃশ্য।

বিক্রমদেবের শিবির।

বিক্রম, যুধাজিৎ, জয়সেন।

বিক্রম। পলাতক অরাতিরে আক্রমণ করা
নহে ক্ষাত্রধর্ম্ম।

যুধা। পলাতক অপরাধী
সহজে নিষ্কৃতি পায় যদি, রাজদণ্ড
ব্যর্থ হয় তবে।

বিক্রম। বালক সে, শাস্তি তার
যথেষ্ট হয়েছে। পলায়ন, অপমান,
আর শাস্তি কিবা?

যুধা। গিরিরুদ্ধ কাশ্মীরের
বাহিরে পড়িয়া রবে যত অপমান।
সেথায় সে যুবরাজ, কে জানিবে তার
কলঙ্কের কথা?

জয়। চল, মহারাজ চল
সেই কাশ্মীরের মাঝে যাই,—সেথা গিয়ে
দোষীরে শাসন করে আসি; সিংহাসনে
দিয়ে আসি কলঙ্কের ছাপ!

বিক্রম। তাই চল।
বাড়ে চিন্তা যত চিন্তা কর। কার্য্যস্রোতে
আপনারে ভাসাইয়া দিনু, দেখি, কোথা
গিয়ে পড়ি, কোথা পাই কূল!

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। মহারাজ,
এসেছে সাক্ষাৎ-তরে ব্রাহ্মণ তনয়
দেবদত্ত।

বিক্রম। দেবদত্ত? নিয়ে এস, নিয়ে
এস তারে! না না, রোস, থাম, ভেবে দেখি!
কি লাগিয়ে এসেছে ব্রাহ্মণ? জানি তারে
ভাল মতে। এসেছে সে যুদ্ধক্ষেত্র হতে
ফিরাতে আমারে। হায়, বিপ্র, তোমরাই
ভাঙ্গিয়াছ বাঁধ; এখন প্রবল স্রোত
শুধু কি শস্যের ক্ষেত্রে জলসেক করে
ফিরে যাবে তোমাদের আবশ্যক বুঝে
পোষ-মানা প্রাণীর মতন? চূর্ণিবে সে
লোকালয়, উচ্ছন্ন করিবে দেশগ্রাম।
সকম্পিত পরামর্শ উপদেশ নিয়ে
তোমরা চাহিয়া থাক, আমি ধেয়ে চলি
কার্য্যবেগে, অবিশ্রাম গতিসুখে; মত্ত
মহানদী যে আনন্দে শিলারোধ ভেঙ্গে
ছুটে চিরদিন। প্রচণ্ড আনন্দ অন্ধ!
মুহূর্ত্ত তাহার পরমায়ু; তারি মধ্যে
উৎপাটিয়া নিয়ে আসে অনন্তের সুখ,
মত্ত করীশুণ্ডে ছিন্ন রক্তপদ্ম সম।
বিচার বিবেক পরে হবে। চিরকাল
জড় সিংহাসনে পড়ি করিব মন্ত্রণা।
চাহি না করিতে দেখা ব্রাহ্মণের সনে!

জয়। যে আদেশ!

যুধা। (জনান্তিকে জয়সেনের প্রতি)
ব্রাহ্মণেরে জেনো শত্রু ব'লে!
বন্দী করে রাখ!

জয়। বিলক্ষণ জানি তারে!

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাশ্মীর প্রাসাদ।

রেবতী ও চন্দ্রসেন।

রেবতী। যুদ্ধসজ্জা? কেন যুদ্ধসজ্জা? শত্রু কোথা?
মিত্র আসিতেছে! সমাদরে ডেকে আন
তারে! করুক সে অধিকার কাশ্মীরের
সিংহাসন! রাজ্যরক্ষা তরে তুমি এত
ব্যস্ত কেন? এ কি তব আপনার ধন?
আগে তারে নিতে দাও, তার পরে ফিরে

নিয়ো বন্ধুভাবে! তখন এ পররাজ্য
হবে আপনার।

চন্দ্র। চুপ কর, চুপ কর,
বোলো না অমন করে! কর্ত্তব্য আমার
করিব পালন; তার পরে দেখা যাবে
অদৃষ্ট কি করে!

রেবতী। তুমি কি করিতে চাও
আমি জানি তাহা। যুদ্ধের ছলনা করে
পরাজয় মানিবারে চাও। তার পর
চারিদিক রক্ষা করে সুবিধা বুঝিয়া
কৌশলে করিতে চাও উদ্দেশ্য সাধন!

চন্দ্র। ছি ছি রাণি, এ সকল কথা শুনি যবে
তব মুখে, ঘৃণা হয় আপনার পরে!
মনে হয় সত্য বুঝি এমনি পাষণ্ড
আমি! আপনারে ছদ্মবেশী চোর বলে
সন্দেহ জনমে! কর্ত্তব্যের পথ হতে
ফিরায়োনা মোরে!

রেবতী। আমিও পালিব তবে
কর্ত্তব্য আপন। নিশ্বাস করিয়া রোধ
বধিব আপন হস্তে সন্তান আপন।
রাজা যদি না করিবে তারে, কেন তবে
রোপিলে সংসারে পরাধীন ভিক্ষুকের
বংশ? অরণ্যে গমন ভাল, মৃত্যু ভাল,
রিক্তহস্তে পরের সম্পদছায়ে ফেরা
ধিক্ বিড়ম্বনা! জেনো তুমি, রাজভ্রাতা,
আমার গর্ভের ছেলে সহিবে না কভু
পরের শাসনপাশ; সমস্ত জীবন
পরদত্ত সাজ প'রে রহিবে না বসে
রাজসভা পুত্তলিকা হয়ে। আমি তারে
দিয়েছি জনম, আমি তারে সিংহাসন
দিব,—নহে আমি নিজ হস্তে মৃত্যু দিব
তারে। নতুবা সে কুমাতা বলিয়া মোরে
দিবে অভিশাপ!

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। যুবরাজ এসেছেন
রাজধানী মাঝে! আসিছেন অবিলম্বে
রাজসাক্ষাতের তরে। (প্রস্থান)

রেবতী। অন্তরালে রব
আমি। তুমি তারে বোলো, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়ি
জালন্ধর রাজপদে অপরাধী ভাবে
করিতে হইবে তারে আত্মসমর্পণ।

চন্দ্র। যেয়ো না চলিয়া।

রেবতী। পারিনে লুকাতে আমি
হৃদয়ের ভাব। স্নেহের ছলনা করা
অসাধ্য আমার! তার চেয়ে অন্তরালে
গুপ্ত থেকে শুনি বসে তোমাদের কথা। (প্রস্থান)

কুমার ও সুমিত্রার প্রবেশ।

কুমার। প্রণাম!

সুমিত্রা। প্রণাম তাতঃ!

চন্দ্র। দীর্ঘজীবি হও!

কুমার। বহুপূর্ব্বে পাঠায়েছি সংবাদ, রাজন্,
শত্রুসৈন্য আসিছে পশ্চাতে, আক্রমণ
করিতে কাশ্মীর। কই রণসজ্জা কই?
কোথা সৈন্যবল?

চন্দ্র। শত্রুপক্ষ কারে বল?
বিক্রম কি শত্রু হল? জননি, সুমিত্রা,
বিক্রম কি নহে বৎসে কাশ্মীর জামাতা?
সে যদি আসিল গৃহে এত কাল পরে,
অসি দিয়ে তারে কি করিব সম্ভাষণ?

সুমিত্রা। হায় তাত, মোরে কিছু কোরো না জিজ্ঞাসা!
আমি দুর্ভাগিনী নারী কেন আসিলাম
অন্তঃপুর ছাড়ি? কোথা লুকাইয়া ছিল
এত অকল্যাণ? অবলা নারীর ক্ষীণ
ক্ষুদ্র পদক্ষেপে সহসা উঠিল রুষি
সর্প শতফণা। মোরে কিছু শুধায়ো না!
বুদ্ধিহীনা আমি! তুমি সব জান ভাই!
তুমি জ্ঞানী, তুমি বীর, আমি পদপ্রান্তে
মৌন ছায়া। তুমি জান সংসারের গতি,
আমি শুধু তোমারেই জানি!

কুমার। মহারাজ,

আমাদের শত্রু নহে জালন্ধরপতি ;
নিতান্তই আপনার জন। কাশ্মীরের
শত্রু তিনি, আসিছেন শত্রুভাব ধরি।
অকাতরে সহিয়াছি নিজ অপমান,
কেমনে উপেক্ষা করি রাজ্যের বিপদ !

চন্দ্র। সে জন্য ভেবো না বৎস, যথেষ্ট রয়েছে
বল। কাশ্মীরের তরে আশঙ্কা কিছুই
নাই।

কুমার। মোর হাতে দাও সৈন্যভার !

চন্দ্র। দেখা
যাবে পরে। আগে হতে প্রস্তুত হইলে
অকারণে জেগে ওঠে যুদ্ধের কারণ।
আবশ্যককালে তুমি পাবে সৈন্যভার।

রেবতীর প্রবেশ।

রেবতী। কে চাহিছে সৈন্যভার ?

সুমিত্রা ও কুমার। প্রণাম জননী।

রেবতী। যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে তুমি এসেছ পলায়ে,
নিতে চাও অবশেষে ঘরে ফিরে এসে
সৈন্যভার ? তুমি রাজপুত্র ? তুমি চাও
কাশ্মীরের সিংহাসন ? ছিছি লজ্জাহীন !
বনে গিয়ে থাক লুকাইয়া। সিংহাসনে
বস যদি, বিশ্বসুদ্ধ সকলে দেখিবে
কনক কিরীট চূড়া কলঙ্কে অঙ্কিত।

কুমার। জননি, কি অপরাধ করেছি চরণে ?
কি কঠিন বচন তোমার ! এ কি মাতা
স্নেহের ভর্ৎসনা ? বহুদিন হতে তুমি
অপ্রসন্ন অভাগার পরে। রোষদীপ্ত
দৃষ্টি তব বিঁধে মোর মর্ম্মস্থলে সদা ;
কাছে গেলে চলে যাও কথা না কহিয়া
অন্য ঘরে ; অকারণে কহ তীব্র বাণী !
বল মাতা কি করিলে আমারে তোমার
আপন সন্তান বলে হইবে বিশ্বাস ?

রেবতী। বলি তবে ?

চন্দ্র। ছিছি, চুপ কর রাণি !

কুমার। মাতঃ,
অধিক কহিতে কথা নাহিক সময়।
দ্বারে এল শত্রুদল আমারে করিতে
আক্রমণ। তাই আমি সৈন্য ভিক্ষা মাগি।

রেবতী। তোমারে করিয়া বন্দী অপরাধী ভাবে
জালন্ধর রাজকরে করিব অর্পণ।
মার্জ্জনা করেন ভাল, নতুবা যেমন
বিধান করেন শাস্তি নিয়ো নতশিরে।

কু। কাল যায়, মহারাজ, কহ কি আদেশ ?

চ। বৎস তুমি অনভিজ্ঞ মনে কর তাই
শুধু ইচ্ছামাত্রে সব কার্য্য সিদ্ধ হয়
চক্ষের নিমেষে। রাজকার্য্য মনে রেখো
সুকঠিন অতি। সহস্রের শুভাশুভ
কেমনে করিব স্থির মুহূর্ত্তের মাঝে ?

কু। নির্দ্দয় বিলম্ব তব পিতঃ। বিপদের
মুখে মোরে ফেলি অনায়াসে, স্থির ভাবে
বিচার মন্ত্রণা ? প্রণাম, বিদায় হই।

সুমিত্রাকে লইয়া প্রস্থান।

চ। তোমার নিষ্ঠুর বাক্য শুনে দয়া হয়
কুমারের পরে ; প্রাণে বাজে, ইচ্ছা করে
ডেকে নিয়ে তারে বেঁধে রাখি বক্ষমাঝে,
স্নেহ দিয়ে দূর করি আঘাত বেদনা !

রেব। শিশু তুমি ! মনে কর আঘাত না করে
আপনি ভাঙ্গিবে বাধা ? পুরুষের মত
যদি তুমি কার্য্যে দিতে হাত আমি তবে
দয়া মায়া করিতাম ঘরে বসে বসে
অবসর বুঝে। এখন সময় নাই। (প্রস্থান)

চ। অতি-ইচ্ছা চলে অতি-বেগে। দেখিতে না
পায় পথ, আপনারে করে সে নিষ্ফল !
বায়ুবেগে ছুটে গিয়ে মত্ত অশ্ব যথা
চূর্ণ করে ফেলে রথ পাষাণ প্রাচীরে !

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাশ্মীর।

হাট।

লোকসমাগম।

১। কেমন্ হে খুড়ো, গোলা ভরে ভরে যে গম জমিয়ে রেখেছিলে আজ বেচবার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন ?

২। না বেচ্‌লে কি আর রক্ষে আছে? এদিকে জালন্ধরের সৈন্য এল বলে। সমস্ত লুটে নেবে। আমাদের এই মহাজনদের বড় বড় গোলা আর মোটা মোটা পেট বেবাক্ ফাঁসিয়ে দেবে। গম আর রুটি দুয়েরই জায়গা থাক্‌বে না।

মহাজন। আচ্ছা ভাই আমোদ করে নে। কিন্তু শীঘ্‌গির তোদের ঐ দাঁতের পাটি ঢাক্‌তে হবে। গুঁতো সকলেরই উপর পড়বে।

১। সেই সুখেই ত হাস্‌চি বাবা! এবারে তোমায় আমায় এক সঙ্গে মরব। তুমি রাখ্‌তে গম জমিয়ে আর আমি মর্ত্তুম পেটের জ্বালায়। সেইটে হবে না। এবারে তোমাকেও জ্বালা ধরবে। সেই শুক্‌নো মুখখানি দেখে যেন মর্ত্তে পারি!

২। আমাদের ভাবনা কি ভাই! আমাদের আছে কি? প্রাণখানা এম্‌নেও বেশিদিন টিঁকবে না অম্‌নেও বেশি দিন টিঁক্‌বে না। এ কটা দিন বসে মজা করে নেরে ভাই!

১। ও জনার্দ্দন, এতগুলে থলে এনেছ কেন? কিছু কিন্‌বে না কি?

জনা। একেবারে বছরখানেকের মত গম কিনে রাখ্‌ব।

২। কিন্‌লে যেন, রাখ্‌বে কোথায়?

জ। আজ রাত্তিরেই মামার বাড়ি পালাচ্চি।

১। মামার বাড়ি পর্য্যন্ত পৌছলে ত! পথে অনেক মামা বসে আছে, আদর করে ডেকে নেবে!

কোলাহল করিতে করিতে একদল লোকের প্রবেশ।

৫। ওরে কে তোরা লড়াই কর্ত্তে চাস্ আয়!

১। রাজি আছি; কার সঙ্গে লড়তে হবে বলে দে!

৫। খুড়ো রাজা জালন্ধরের সঙ্গে ষড়্ করে যুবরাজকে ধরিয়ে দিতে চায়।

২। বটে! খুড়ো রাজার দাড়িতে আমরা মশাল ধরিয়ে দেব।

অনেক। আমাদের যুবরাজকে আমরা রক্ষে করব।

৫। খুড়ো রাজা গোপনে যুবরাজকে বন্দী কর্ত্তে চেষ্টা করেছিল তাই আমরা যুবরাজকে লুকিয়ে রেখেছি।

১। চল্ ভাই খুড়ো রাজাকে গুঁড়ো করে দিয়ে আসি গে।

২। চল্ ভাই তার মুণ্ডুখানা খসিয়ে তাকে মুড়ো করে দিই গে।

৫। সে সব পরে হবে রে। আপাতত লড়তে হবে।

১। তা লড়ব। এই হাট থেকেই লড়াই সুরু করে দেওয়া যাক্ না। প্রথমে ওই মহাজনদের গমের বস্তাগুলো লুটে নেওয়া যাক্। তার পরে ঘি আছে, চাম্‌ড়া আছে, কাপড় আছে।

ষষ্ঠের প্রবেশ।

৬। শুনেছিস্—যুবরাজ লুকিয়েচেন শুনে জালন্ধরের রাজা রটিয়েছে যে তার সন্ধান বলে দেবে তাকে পুরস্কার দেবে।

৫। তোর এ সব খবরের কাজ কি?

২। তুই পুরস্কার নিবি না কি?

১। আয় না ভাই, ওকে সবাই মিলে পুরস্কার দিই। যা হয় একটা কাজ আরম্ভ করে দেওয়া যাক্। চুপ করে বসে থাক্‌তে পারিনে।

৬। আমাকে মারিস্‌নে ভাই, দোহাই বাপসকল! আমি তোদের সাবধান করে দিতে এসেছি।

২। বেটা তুই আপনি সাবধান হ।

৫। এ খবর যদি তুই রটাবি তা হলে তোর জিব টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌ব।

দূরে কোলাহল।

অনেকে মিলিয়া। এসেছে—এসেছে।

সকলে। ওরে এসেছেরে; জালন্ধরের সৈন্য এসে পৌঁচেছে।

১। তবে আর কি! এবারে লুট কর্ত্তে চলুম। ঐ, জনার্দ্দন থলে ভরে গরুর পিঠে বোঝাই করচে। এই বেলা চল্। ঐ জনার্দ্দনটাকে বাদ দিয়ে বাকী কটা গরু বোঝাই-সুদ্ধ তাড়া করা যাক্।

২। তোরা যা ভাই! আমি তামাসা দেখে আসি। সার বেঁধে খোলা তলোয়ার হাতে যখন সৈন্য আসে আমার দেখ্‌তে বড় মজা লাগে।

গান।

মিশ্র—একতালা।

যমের দুয়োর খোলা পেয়ে
ছুটেছে সব ছেলে মেয়ে!

হরিবোল্ হরিবোল্।
রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা,
মরণ-বাঁচন অবহেলা,
ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণটা দিলে
সুখ আছে কি মরার চেয়ে!
হরিবোল্ হরিবোল্!
বেজেছে ঢোল বেজেছে ঢাক্,
ঘরে ঘরে পড়েছে ডাক,
এখন কাজকর্ম্ম চুলোতে যাক্
কেজো লোক সব আয়রে ধেয়ে!
হরিবোল্ হরিবোল্!
রাজা প্রজা হবে জড়,
থাক্‌বে না আর ছোট বড়,
একই স্রোতের মুখে ভাস্‌বে সুখে
বৈতরণীর নদী বেয়ে!
হরিবোল্ হরিবোল্!

তৃতীয় দৃশ্য।

ত্রিচূড়।

প্রসাদ।

অমরুরাজ, কুমারসেন।

অমরু। পালাও, পালাও। এসোনা আমার রাজ্যে।
আপনি মজিবে তুমি আমারে মজাবে।
তোমারে আশ্রয় দিয়ে চাহিনে হইতে
অপরাধী জালন্ধর রাজকাছে। হেথা
তব নাহি স্থান!

কুমার। আশ্রয় চাহিনে আমি।
অনিশ্চিত অদৃষ্টের পারাবার মাঝে
ভাসাইব জীবন তরণী,—তার আগে
একবার শুধু ইলারে দেখিয়া যাব
এই ভিক্ষা মাগি।

অম। আমি তারে জানায়েছি
কাশ্মীরে রয়েছ তুমি রাজমর্য্যাদায়
ক্ষুদ্র বলে আমাদের অবহেলা করে।
বিদেশে সংগ্রামযাত্রা মিছে ছল শুধু
বিবাহ ভাঙ্গিতে।

কু। ধিক্—ধিক্ প্রতারণা!
সরল বালিকা সে কি তোমারি দুহিতা?
এ নিষ্ঠুর মিথ্যা তারে কহিলে যখন
বিধাতা কি ঘুমাইতেছিল? শিরে তব
বজ্র পড়িল না ভেঙ্গে? এখনো সে বেঁচে
রয়েছে কি? যেতে দাও, যেতে দাও মোরে—
দিবে না কি যেতে? হান তবে তরবারী—
বোলো তারে মরে গেছি আমি। প্রতারণা।
কোরো না তাহারে।

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। আসিছে সন্ধানে তব
শত্রুচর, পেয়েছি সংবাদ। এই বেলা
চল যাই।

কুমার। কোথা যাব? কি হবে লুকায়ে?
এ জীবন পারিনে বহিতে!

শঙ্কর। বনপ্রান্তে
তোমার অপেক্ষা করি আছেন সুমিত্রা!

কুমার। চল, যাই চল। ইলা, কোথা আছ ইলা!
ফিরে গেনু দুয়ারে আসিয়া! দুর্ভাগ্যের
দিনে, জগতের চারিদিকে রুদ্ধ হয়
আনন্দের দ্বার! প্রিয়ে, হতভাগ্য আমি,
তাই বলে নহি অবিশ্বাসী! চল, যাই!

চতুর্থ দৃশ্য।

ত্রিচূড়।

অন্তঃপুর।

ইলা ও সখীগণ।

ইলা। মিছে কথা, মিছে কথা! তোরা চুপ কর্!
আমি তাঁর মন জানি! সখি ভাল করে
বেঁধে দে কবরী মোর ফুলমালা দিয়ে;

নিয়ে আয় সেই নীলাম্বর! স্বর্ণথালে
আন্ তুলে শুভ্র ফুল্ল মালতীর ফুল।
নির্ঝরিণীতীরে ওই বকুলের তলা
ভাল সে বাসিত; ওইখেনে শিলাতলে
পেতে দে আসনখানি। এমনি যতনে
প্রতিদিন করি সাজ; এমনি করিয়া
প্রতিদিন থাকি বসে; কে জানে কখন্
সহসা আসিবে ফিরে প্রিয়তম মোর!
এসেছিল আমাদের মিলন দেখিতে
পরে পরে ছুটি পূর্ণিমার রাত, অস্ত
গেছে নিরাশ হইয়া। মনে স্থির জানি
এবার পূর্ণিমা নিশি হবে না নিষ্ফল।
আসিবে সে দেখা দিতে। নাই যদি আসে,
তোদের কি! আমারে সে ভুলে যায় যদি
আমিই সে বুঝিব অন্তরে। কেনই বা
না ভুলিবে, কি আছে আমার! ভুলে যদি
সুখী হয় সেই ভাল—ভালবেসে যদি
সুখী হয় সেও ভাল! তোরা, সখি, মিছে
বকিস্‌নে আর! একটুকু চুপ কর্!

গান।

গৌরী—কাওয়ালি।

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিয়ো!
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি
তোমার যখন্ মনে পড়ে আসিয়ো!
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া
রব' বিরহ শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো!
তুমি চিরদিন মধুপবনে
চির বিকশিত বন-ভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখ-স্রোতে ভাসিয়ো!
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো!

পঞ্চম দৃশ্য।

কাশ্মীর।

শিবির।

বিক্রমদেব, জয়সেন, যুধাজিত।

জয়। কোথায় সে পালাবে রাজন্! ধরে এনে
দিব তারে রাজপদে। বিবর দুয়ারে
অগ্নি দিলে বাহিরিয়া আসে ভুজঙ্গম
উত্তাপকাতর। সমস্ত কাশ্মীর ঘিরি
লাগাব আগুন; আপনি সে ধরা দিবে।

বিক্রম। এতদূর এনু পিছে পিছে,—কত বন,
কত নদী, কত তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গি;—
আজ সে পালাবে হাত ছেড়ে? চাহি তারে,
চাহি তারে আমি! সে না হলে সুখ নাই
নিদ্রা নাই মোর। শীঘ্র না পাইলে তারে
সমস্ত কাশ্মীর আমি খণ্ড দীর্ণ করি
দেখিব কোথা সে আছে!

যুধা। ধরিবারে তারে
পুরস্কার করেছি ঘোষণা।

বিক্র। তারে পেলে
অন্যকার্য্যে দিতে পারি হাত। রাজ্য মোর
রয়েছে পড়িয়া; শূন্যপ্রায় রাজকোষ;
দুর্ভিক্ষ হয়েছে রাজা অরাজক দেশে
ফিরিতে পারিনে তবু। এ কি দৃঢ় পাশে
আমারে করেছে বন্দী শত্রু পলাতক!
সচকিতে সদা মনে হয়, এই এল,
এই হল, ওই দেখা যায়, ওই বুঝি
উড়ে ধূলা, আর দেরি নাই, এই বার
বুঝি পাব তারে ধাবমান ঘনশ্বাস
ত্রস্তআঁখি মৃগসম। শীঘ্র আন তারে
জীবিত কি মৃত! ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক

মায়াপাশ! নতুবা যা-কিছু আছে মোর
সব যাবে অধঃপাতে।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্র। রাজা চন্দ্রসেন,
মহিষী রেবতী, এসেছেন ভেটিবার
তরে।

বিক্রম। তোমরা সরিয়া যাও। (প্রহরীকে) নিয়ে এস
তাঁহাদের প্রণাম জানায়ে।

অন্য সকলের প্রস্থান।

কি বিপদ!
আসিছেন শ্বাশুড়ি আমার! কি বলিব
শুধাইলে কুমারের কথা? কি করিব
মার্জ্জনা চাহেন যদি যুবরাজ তরে
সহিতে পারিনে আমি অশ্রু রমণীর!

চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রবেশ।

প্রণাম! প্রণাম আর্য্যা!

চন্দ্র। চিরজীবী হও!

রেব। জয়ী হও পূর্ণ হোক্ মনস্কাম তব।

চন্দ্র। শুনেছি তোমার কাছে কুমার হয়েছে
অপরাধী।

বিক্রম। অপমান করেছে আমারে।

চন্দ্র। বিচারে কি শাস্তি তার করেছ বিধান?

বিক্র। বন্দীভাবে অপমান করিলে স্বীকার,
করিব মার্জ্জনা।

রেবতী। এই শুধু? আর কিছু
নয়? অবশেষে মার্জ্জনা করিবে যদি
তবে কেন এত ক্লেশে এত সৈন্য লয়ে
এত দূরে আসা?

বিক্রম। ভর্ৎসনা কোরোনা মোরে।
রাজার প্রধান কাজ আপনার মান
রক্ষা করা। যে মস্তক মুকুট বহিছে
অপমান পারে না বহিতে। মিছে কাজে
আসিনি হেথায়।

চন্দ্র। ক্ষমা তারে কর, বৎস,
বালক সে অল্পবুদ্ধি। ইচ্ছা কর যদি
রাজ্য হতে করিয়ো বঞ্চিত—কেড়ে নিয়ো
সিংহাসন-অধিকার। নির্ব্বাসন সেও
ভাল, প্রাণে বধিয়ো না!

বিক্রম। চাহিনা বধিতে।

রেবতী। তবে কেন এত অস্ত্র এনেছ বহিয়া?
এত অসি শর? নির্দ্দোষী সৈনিকদের
বধ করে যাবে, যথার্থ যেজন দোষী
ক্ষমিবে তাহারে?

বি। বুঝিতে পারিনে দেবি,
কি বলিছ তুমি।

চন্দ্র। কিছু নয়, কিছু নয়।
আমি তবে বলি বুঝাইয়া। সৈন্য যবে
মোর কাছে মাগিল কুমার—আমি তারে
কহিলাম, বিক্রম স্নেহের পাত্র মোর,
তার সনে যুদ্ধ নাহি সাজে। সেই ক্ষোভে
ক্রুদ্ধ যুবা প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়া
বিদ্রোহে করিল উত্তেজিত। অসন্তুষ্ট
মহারাণী তাই; রাজবিদ্রোহীর শাস্তি
করিছে প্রার্থনা তোমা কাছে। গুরু দণ্ড
দিয়ো না তাহারে, সে যে অবোধ বালক।

বিক্রম! আগে তারে বন্দী করে আনি। তার পরে
যথাযোগ্য করিব বিচার।

রেবতী। প্রজাগণ
লুকায়ে রেখেছে তারে। আগুণ জ্বালাও
ঘরে ঘরে তাহাদের। শস্যক্ষেত্র কর
ছারখার। ক্ষুধা রাক্ষসীর হাতে সঁপি
দাও দেশ, তবে তারে করিবে বাহির!

চন্দ্র। চুপ কর চুপ কর রাণী। চল বৎস
শিবির ছাড়িয়া চল কাশ্মীর প্রাসাদে।

বিক্রম। পরে যাব অগ্রসর হও মহারাজ।

চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রস্থান।

ওরে হিংস্র নারী! ওরে নরকাগ্নি শিখা!
বন্ধুত্ব আমার সনে! এতদিন পরে
আপনার হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তিখানা
দেখিতে পেলেম ওই রমণীর মুখে!
অমনি শাণিত ক্রুর বক্র জ্বালারেখা
আছে কি ললাটে মোর? রুদ্ধ হিংসাভারে

অধরের ছুই প্রান্ত পড়েছে কি মুয়ে ?
অমনি কি তীক্ষ মোর উষ্ণ তিক্ত বাণী
খুণীর ছুরির মত বাঁকা বিষমাখা ?
নহে নহে কভু নহে ! এ হিংসা আমার
চোর নহে, ক্রুর নহে, নহে ছদ্মবেশী।
প্রচণ্ড প্রেমের মত প্রবল এ জ্বালা
অভ্রভেদী সর্ব্বগ্রাসী উদ্দাম উন্মাদ
ছুর্নিবার ! নহি আমি তোদের আত্মীয়।
হে বিক্রম, ক্ষান্ত কর এ সংহার খেলা !
এ শ্মশাননৃত্য তব থামাও থামাও,
নিবাও এ চিতা ! পিশাচ পিশাচী যত
অতৃপ্ত হৃদয়ে লয়ে দীপ্ত হিংসাতৃষা
ফিরে যাক্ রুদ্ধরোষে, লালায়িত লোভে।
একদিন দিব বুঝাইয়া, নহি আমি
তোমাদের কেহ। নিরাশ করিব এই
গুপ্ত লোভ, বক্র রোষ, দীপ্ত হিংসাতৃষা !
দেখিব কেমন করে আপনার বিষে
আপনি জরিয়া মরে নর-বিষধর !
রমণীর হিংস্রমুখ সূচিময় যেন—
কি ভীষণ, কি নিষ্ঠুর, একান্ত কুৎসিৎ !

চরের প্রবেশ।

চর। ত্রিচূড়ের অভিমুখে গেছেন কুমার।
বিক্রম। এ সংবাদ রাখিয়ো গোপনে ! একা আমি
যাব সেথা মৃগয়ার ছলে।
চর। যে আদেশ।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অরণ্য।

শুষ্ক পর্ণ শয্যায় কুমার শয়ান।

সুমিত্রা আসীন।

কুমার। কত রাত্রি ?
সুমি। রাত্রি আর নাই ভাই। রাঙা
হয়ে উঠেছে আকাশ। শুধু বনছায়া
অন্ধকার রাখিয়াছে বেঁধে।
কুমার। সারারাত্রি
জেগে বসে আছ, বোন, ঘুম নেই চোখে ?
সুমি। জাগিয়াছি ছুঃস্বপন দেখে। সারারাত
মনে হয় শুনি যেন পদশব্দ কার
শুষ্ক পল্লবের পরে। তরু-অন্তরালে
শুনি যেন কাহাদের চুপি চুপি কথা,
বিজন মন্ত্রণা। শ্রান্ত আঁখি যদি কভু
মুদে আসে, দারুণ ছুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে
জেগে উঠি ; সুখসুপ্ত মুখখানি তব
দেখে পুন প্রাণ পাই প্রাণে !
কুমার। ছুর্ভাবনা
ছুঃস্বপ্ন জননী। ভেবোনা আমার তরে
বোন্ ! সুখে আছি। মগ্ন হয়ে জীবনের
মাঝখানে, কে জেনেছে জীবনের সুখ ?
মরণের তটপ্রান্তে বসে, এ যেন গো
প্রাণপণে জীবনের একান্ত সম্ভোগ।
এ সংসারে যত সুখ, যত শোভা, যত
প্রেম আছে, সকলি প্রগাঢ় হয়ে যেন
আমারে করিছে আলিঙ্গন ! জীবনের
প্রতি বিন্দুটিতে যত মিষ্ট আছে, সব
আমি পেতেছি আস্বাদ ! ঘন বন,
তুঙ্গ শৃঙ্গ, উদার আকাশ, উচ্ছ্বসিত
নির্ঝরিণী, আশ্চর্য্য এ শোভা। অযাচিত
ভালবাসা অরণ্যের পুষ্পবৃষ্টিসম
অবিশ্রাম হতেছে বর্ষণ ! চারিদিকে
ভক্ত প্রজাগণ। তুমি আছ প্রীতিময়ী
শিয়রে বসিয়া। উড়িবার আগে বুঝি
জীবন বিহঙ্গ বিচিত্রবরণ পাখা
করিছে বিস্তার। ওই শোন কাঠুরিয়া
গান গায় ; শোনা যাবে রাজ্যের সংবাদ।

কাঠুরিয়ার প্রবেশ ও গান।

বিভাস—একতালা।

বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে।
বনফুলের বিনোদ-মালা দেব গলে !

সিংহাসনে বসাইতে
হৃদয়খানি দেব পেতে,
অভিষেক করব তোমায় আঁখিজলে।

কুমার। (অগ্রসর হইয়া) বন্ধু আজি কি সংবাদ?

কাঠু। ভাল নয় প্রভু!
জয়সেন কাল রাত্রে জ্বালায়ে দিয়েছে
নন্দীগ্রাম; আজ আসে পাণ্ডুপুর পানে।

কুমার। হায়, ভক্ত প্রজা মোর, কেমনে তোদের
রক্ষা করি? ভগবান, নির্দ্দয় কেন গো
নির্দ্দোষ দীনের পরে?

কাঠুরিয়া। (সুমিত্রার প্রতি) জননি, এনেছি
কাষ্ঠভার, রাখি শ্রীচরণে!

সুমিত্রা। বেঁচে থাক! (কাঠুরিয়ার প্রস্থান)

মধুজীবীরপ্রবেশ।

কুমার। কি সংবাদ?

মধু। সাবধানে থেকো যুবরাজ।
তোমারে যে ধরে দেবে জীবিত কি মৃত
পুরস্কার পাইবে সে, ঘোষণা করেছে
যুধাজিৎ। বিশ্বাস কোরো না কারে প্রভু।

কুমা। বিশ্বাস করিয়া মরা ভাল;—অবিশ্বাস
কাহারে করিব? তোরা সব অনুরক্ত
বন্ধু মোর সরল হৃদয়।

মধু। মা জননি,
এনেছি সঞ্চয় করে কিছু বনমধু
দয়া করে কর মা গ্রহণ।

সুমি। ভগবান
মঙ্গল করুন তোর।

(মধুজীবীর প্রস্থান।)

শিকারীর প্রবেশ।

শি। জয় হোক্ প্রভু।
ছাগ শিকারের তরে যেতে হবে দূর
গিরিদেশে, দুর্গম সে পথ। তব পদে
প্রণাম করিয়া যাব। জয়সেন গৃহ
মোর দিয়েছে জ্বালায়ে।

কুমার। ধিক্ সে পিশাচ!

শিকা। আমরা শিকারী। যতদিন বন আছে
আমাদের কে পারে করিতে গৃহহীন?
কিছু খাদ্য এনেছি জননী, দরিদ্রের
তুচ্ছ উপহার। আশীর্ব্বাদ কর যেন
ফিরে এসে আমাদের যুবরাজে দেখি
সিংহাসনে।

কু। (বাহু বাড়াইয়া) এস তুমি, এস আলিঙ্গনে।

শীকারীর প্রস্থান।

ওই দেখ পল্লব ভেদিয়া, পড়িতেছে
রবিকররেখা। যাই নির্ঝরের ধারে
স্নান সন্ধ্যা করি সমাপন। শিলাতটে
বসে বসে কতক্ষণ দেখি আপনার
ছায়া, আপনারে ছায়া বলে মনে হয়।
নদী হয়ে গেছে চলে এই নির্ঝরিণী
ত্রিচূড় প্রমোদবন দিয়ে। ইচ্ছা করে
ছায়া মোর ভেসে যায় স্রোতে, যেথা-সেই
সন্ধেবেলা বসে থাকে তীরতরুতলে
ইলা;—তার ম্লান ছায়াখানি সঙ্গে নিয়ে
চিরকাল ভেসে যায় সাগরের পানে!
থাক্, থাক্ কল্পনা স্বপন। চল, বোন,
যাই নিত্য কাজে! ওই শোন চারিদিকে
অরণ্য উঠেছে জেগে বিহঙ্গের গানে।

সপ্তম দৃশ্য।

ত্রিচূড়।

প্রমোদবন।

বিক্রমদেব, অমরুরাজ।

অমরু। তোমারে করিনু সমর্পণ, যাহা আছে
মোর। তুমি বীর, তুমি রাজ অধিরাজ।
তব যোগ্য কন্যা মোর, তারে লহ তুমি!
সহকার মাধবিকালতার আশ্রয়।
ক্ষণেক বিলম্ব কর, মহারাজ, তারে
দিই পাঠাইয়া। (প্রস্থান)

বিক্রম। কি মধুর শান্তি হেথা!
চিরস্তব্ধ অরণ্য আবাস, সুখসুপ্ত
ঘনচ্ছায়া, নির্ঝরিণী নিরন্তর-ধ্বনি।

শান্তি যে শীতল এত, এমন গম্ভীর,
এমন নিস্তব্ধ তবু এমন প্রবল
উদার সমুদ্রসম, বহুদিন ভুলে
ছিনু যেন! মনে হয়, আমার প্রাণের
অনন্ত অনল দাহ, সেও যেন হেথা
হারাইয়া ডুবে যায়, না থাকে নির্দ্দেশ,
এত ছায়া, এত স্থান, এত গভীরতা!
এমনি নিভৃত সুখ ছিল আমাদের,
গেল কার অপরাধে? আমার, কি তার?
যারি হোক্—এ জনমে আর কি পাব না?
যাও তবে! একেবারে চলে যাও দূরে!
জীবনে থেকোনা জেগে অনুতাপরূপে!
দেখা যাক যদি এইখানে—সংসারের
নির্জ্জন নেপথ্য দেশে পাই নব প্রেম,
তেমনি অতলস্পর্শ, তেমনি মধুর!

সখী সহিত ইলার প্রবেশ।

একি অপরূপ মূর্ত্তি! চরিতার্থ আমি!
আসন গ্রহণ কর দেবি। কেন মৌন,
নতশির, কেন ম্লানমুখ, দেহলতা
কম্পিত কাতর? কিসের বেদনা তব?

ইলা। (নতজানু) শুনিয়াছি মহারাজ-অধিরাজ তুমি,
সসাগরা ধরণীর পতি। ভিক্ষা আছে
তোমার চরণে!

বিক্রম। উঠ, উঠ, হে সুন্দরি!
তব পদ-স্পর্শযোগ্য নহে এ ধরণী
তুমি কেন ধূলায় পতিত? চরাচরে
কিবা আছে অদেয় তোমারে?

ইলা। মহারাজ,
পিতা মোরে দিয়াছেন সঁপি তব হাতে;
আপনারে ভিক্ষা চাহি আমি। ফিরাইয়া
দাও মোরে। কত ধন, রত্ন, রাজ্য, দেশ,
আছে তব, ফেলে রেখে যাও মোরে এই
ভূমিতলে; তোমার অভাব কিছু নাই!

বিক্রম। আমার অভাব নাই? কেমনে দেখাব
গোপন হৃদয়? কোথা সেথা ধনরত্ন?
কোথা সসাগরাধরা? সব শূন্যময়!
রাজ্য ধন না থাকিত যদি,—শুধু তুমি
থাকিতে আমার—

ইলা। (উঠিয়া) লহ তবে এ জীবন।
তোমরা যেমন করে বনের হরিণী
নিয়ে যাও, বুকে তার তীক্ষ্ণতীর বিঁধে,
তেমনি হৃদয় মোর বিদীর্ণ করিয়া
জীবন কাড়িয়া আগে, তার পরে মোরে
নিয়ে যাও!

বিক্রম। কেন দেবি মোর পরে এত
অবহেলা? আমি কি নিতান্ত তব যোগ্য
নহি? এত রাজ্য, দেশ, করিলাম জয়,
প্রার্থনা করেও আমি পাবনা কি তবু
হৃদয় তোমার?

ইলা। সে কি আর আছে মোর?
সমস্ত সঁপেছি যারে, বিদায়ের কালে
হৃদয় সে নিয়ে চলে গেছে, বলে গেছে—
ফিরে এসে দেখা দেবে এই উপবনে।
কতদিন হল! বনপ্রান্তে দিন আর
কাটেনাক! পথ চেয়ে সদা প'ড়ে আছি;
যদি এসে দেখিতে না পায়, ফিরে যায়,
আর যদি ফিরিয়া না আসে! মহারাজ,
কোথা নিয়ে যাবে? রেখে যাও তার তরে
যে আমারে ফেলে রেখে গেছে!

বিক্রম। না জানি সে
কোন্ ভাগ্যবান! সাবধান, অতি-প্রেম
সহে না বিধির। শুন তবে মোর কথা।
এককালে চরাচর তুচ্ছ করি আমি
শুধু ভালবাসিতাম; সে প্রেমের পরে
পড়িল বিধির হিংসা; জেগে দেখিলাম
চরাচর পড়ে আছে, প্রেম গেছে ভেঙ্গে!
বসে আছ যার তরে কি নাম তাহার?

ইলা। কাশ্মীরের যুবরাজ—কুমার তাহার
নাম।

বিক্রম। কুমার?

ইলা। তারে জান তুমি! কেই বা
না জানে! সমস্ত কাশ্মীর তারে দিয়েছে
হৃদয়।

বিক্রম। কুমার? কাশ্মীরের যুবরাজ?
ইলা। সেই বটে মহারাজ! তার নাম সদা
ধ্বনিছে চৌদিকে! তোমারি সে বন্ধু বুঝি!
মহৎ সে, ধরণীর যোগ্য অধিপতি।
বিক্রম। তাহার সৌভাগ্যরবি গেছে অস্তাচলে,
ছাড় তার আশা! শিকারের মৃগসম
সে আজ তাড়িত, ভীত, আশ্রয়বিহীন,
গোপন অরণ্যছায়ে রয়েছে লুকায়ে।
কাশ্মীরের দীনতম ভিক্ষাজীবী আজ
সুখী তার চেয়ে!
ইলা। কি বলিলে মহারাজ?
বিক্রম। তোমরা বসিয়া থাক ধরাপ্রান্ত ভাগে;
শুধু ভালবাস। জাননা বাহিরে বিশ্বে
গরজে সংসার; কর্ম্মস্রোতে কে কোথায়
ভেসে যায়; ছল ছল বিশাল নয়নে
তোমরা চাহিয়া থাক! বৃথা তার আশা!
ইলা। সত্য বল মহারাজ। ছলনা কোরো না।
জেনো এই অতি ক্ষুদ্র রমণীর প্রাণ,
শুধু আছে তারি তরে, তারি পথ চেয়ে।
কোন্ গৃহহীন পথে কোন্ বনমাঝে
কোথা ফিরে কুমার আমার? আমি যাব,
বলে দাও—গৃহ ছেড়ে কখনো যাইনি,
কোথা যেতে হবে? কোন্ দিকে, কোন্ পথে?
বিক্রম। বিদ্রোহী সে, রাজসৈন্য ফিরিতেছে সদা
সন্ধানে তাহার।
ইলা। তোমরা কি বন্ধু নহ
তার? তোমরা কি রক্ষা করিবে না তারে?
রাজপুত্র ফিরিতেছে বনে, তোমরা কি
রাজা হয়ে দেখিবে চাহিয়া? এতটুকু
দয়া নেই কারো? প্রিয়তম, প্রিয়তম,
আমি ত জানিনে, নাথ, সঙ্কটে পড়েছ
আমি হেথা বসে আছি তোমার লাগিয়া।
অনেক বিলম্ব দেখে মাঝে মাঝে মনে
চকিত বিদ্যুত সম বেজেছে সংশয়।
শুনেছিনু এত লোক ভালবাসে তারে
কোথা তারা বিপদের দিনে? তুমি না কি
পৃথিবীর রাজা? বিপন্নের কেহ নহ?
এত সৈন্য, এত যশ, এত বল নিয়ে
দূরে বসে রবে? তবে পথ বলে দাও।
জীবন সঁপিব একা অবলা রমণী!
বিক্রম। কি প্রবল প্রেম! ভালবাস' ভালবাস'
এমনি সবেগে চির দিন! যে তোমার
হৃদয়ের রাজা, শুধু তারে ভালবাস!
প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে
ধন্য হই! দেবি, চাহিনে তোমার প্রেম;
শুষ্ক শাখে ঝরে ফুল, অন্য তরু হতে
ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তারে কেমনে সাজাব?
আমারে বিশ্বাস কর—আমি বন্ধু তব;
চল মোর সাথে, আমি তারে এনে দেব;
সিংহাসনে বসায়ে কুমারে—তার হাতে
সঁপি দিব তোমারে কুমারী!
ইলা। মহারাজ,
প্রাণ দিলে মোরে! যেথা যেতে বল, যাব।
বিক্রম। এস তবে প্রস্তুত হইয়া। যেতে হবে
কাশ্মীরের রাজধানী মাঝে!
(ইলা ও সখীর প্রস্থান।)
যুদ্ধ নাহি
ভাল লাগে। শান্তি আরো অসহ দ্বিগুণ।
গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে! এ সংসারে যেথা যাও, সাথে থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম, দেবতার
ধ্রুবদৃষ্টিসম; পবিত্র কিরণে তারি
দীপ্তি পায় বিপদের মেঘ, স্বর্ণময়
সম্পদের মত। আমি কোন্ সুখে ফিরি
দেশ দেশান্তরে, স্কন্ধে ব'হে জয়ধ্বজা,
অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ!
কোথা আছে কোন্ স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
প্রস্ফুটিত শুভ্রপ্রেম শিশিরশীতল!
ধুয়ে দাও, প্রেমময়ি, পুণ্য অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর রক্তকলুষিত!

প্রহরীর প্রবেশ।

প্র। ব্রাহ্মণ এসেছে মহারাজ, তব সাথে
সাক্ষাতের তরে!

বিক্রম। নিয়ে এস, দেখা যাক্!

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। রাজার দোহাই! ব্রাহ্মণেরে রক্ষা কর!
বিক্রম। এ কি! তুমি! কোথা হতে এলে? অনুকূল
দৈব মোর পরে! তুমি বন্ধুরত্ন মোর!
দেব। তাই বটে, মহারাজ, রত্ন বটে আমি!
অতি যত্নে বদ্ধ করে রেখেছিলে তাই!
ভাগ্যবলে পলায়েছি, খোলা পেয়ে দ্বার!
আবার দিয়ো না সঁপি প্রহরীর হাতে
রত্নভ্রমে! আমি শুধু বন্ধুরত্ন নহি,
ব্রাহ্মণীর স্বামীরত্ন আমি! সে কি হায়
এতদিন বেঁচে আছে আর?
বিক্রম। এ কি কথা!
আমিত জানিনে কিছু, এত দিন রুদ্ধ
আছ তুমি!
দে। তুমি কি জানিবে মহারাজ!
তোমার প্রহরী ছুটো জানে। কত শাস্ত্র
বলি তাহাদের, কত কাব্যকথা, শুনে
মূর্খ ছুটো হাসে! একদিন বর্ষা দেখে
বিরহ ব্যথায় মেঘদূত কাব্যখানা
শুনালেম দোঁহে ডেকে; গ্রাম্য মূর্খ ছুটো
পড়িল কাতর হয়ে নিদ্রার আবেশে।
তখনি ধিক্কারভরে কারাগার ছাড়ি
আসিনু চলিয়া। বেছে বেছে ভাল লোক
দিয়েছিলে বিরহী এ ব্রাহ্মণের পরে!
এত লোক আছে সখা অধীনে তোমার
শাস্ত্র বোঝে এমন কি ছিল না দুজন?
বিক্রম। বন্ধুবর, বড় কষ্ট দিয়েছে তোমারে!
সমুচিত শাস্তি দিব তারে, যে পাষণ্ড
রেখেছিল রুধিয়া তোমায়। নিশ্চয় সে
ক্রূরমতি জয়সেন।
দে। শাস্তি পরে হবে।
আপাতত যুদ্ধ রেখে, অবিলম্বে দেশে
ফিরে চল। সত্য কথা বলি, মহারাজ,
বিরহ সামান্য ব্যথা নয়; এবার তা
পেরেছি বুঝিতে! আগে আমি ভাবিতাম
শুধু বড় বড় লোক বিরহেতে মরে;
এবার দেখেছি, সামান্য এ ব্রাহ্মণের
ছেলে, এরেও ছাড়ে না পঞ্চবাণ; ছোট
বড় করে না বিচার!
বিক্রম। যম আর প্রেম
উভয়েরি সমদৃষ্টি সর্ব্বভূতে। বন্ধু
ফিরে চল দেশে। কেবল, যাবার আগে
এক কাজ বাকি আছে। তুমি লহ ভার!
অরণ্যে কুমারসেন আছে লুকাইয়া,
ত্রিচূড়রাজের কাছে সন্ধান পাইবে
সখে, তার কাছে যেতে হবে। বোলো তারে
আর আমি শত্রু নহি। অস্ত্র ফেলে দিয়ে
বসে আছি প্রেমে বন্দী করিবারে তারে!
আর সখা,—আর কেহ যদি থাকে সেথা—
যদি দেখা পাও আর কারো—
দেব। জানি, জানি—
তাঁর কথা জাগিতেছে হৃদয়ে সতত!
এতক্ষণ বলি নাই কিছু। মুখে যেন
সরে না বচন। এখন তাঁহার কথা
বচনের অতীত হয়েছে। সাধ্বী তিনি,
তাই এত দুঃখ তাঁর। তাঁরে মনে করে
মনে পড়ে পুণ্যবতী জানকীর কথা!
চলিলাম তবে!
বিক্রম। বসন্ত না আসিতেই
আগে আসে দক্ষিণ পবন, তার পরে
পল্লবে কুসুমে বনশ্রী প্রফুল্ল হয়ে
ওঠে। তোমারে হেরিয়া আশা হয় মনে
আবার আসিবে ফিরে সেই পুরাতন
দিন মোর, নিয়ে তার সব সুখ ভার!

নবম দৃশ্য।

অরণ্য।

কুমারের দুইজন অনুচর।

১। হ্যা দেখ্ মাধু, কাল যে স্বপ্নটা দেখলুম তার কোন মানে ভেবে পাচ্ছিনে। সহরে গিয়ে দৈবিজ্ঞি ঠাকুরের কাছে শুনিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

২। কি স্বপ্নটা বল্‌ত শুনি।

১। যেন একজন মহাপুরুষ ঐ জল থেকে উঠে আমাকে তিনটে বড় বড় বেল দিতে এল। আমি ছুটো ছুহাতে নিলুম,—আর একটা কোথায় নেব ভাবনা পড়ে গেল।

২। দূর মূর্খ, তিনটেই চাদরে বেঁধে নিতে হয়।

১। আরে জেগে থাক্‌লে ত সকলেরই বুদ্ধি যোগায়—সে সময়ে তুই কোথায় ছিলি? তার পরে শোন্‌না; সেই বাকি বেলটা মাটিতে পড়েই গড়াতে আরম্ভ করলে, আমি তার পিছন পিছন ছুট্‌লুম। হঠাৎ দেখি যুবরাজ অশথতলায় বসে আহ্নিক করচেন। বেলটা টপ্‌ করে তাঁর কোলের উপরে গিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌ল। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

২। এটা আর বুঝ্‌তে পারলিনে? যুবরাজ শীগ্‌গির রাজা হবে।

১। আমিও তাই ঠাউরেছিলুম। কিন্তু আমি যে ছুটো বেল পেলুম, আমার কি হবে?

২। তোর আবার হবে কি? এ বৎসর তোর ক্ষেতে বেগুন বেশি করে ফল্‌বে।

১। না ভাই, আমি ঠাউরে রেখেছি আমার ছুই পুত্তর সন্তান হবে।

২। হ্যা দ্যাখ্‌ ভাই বল্লে পিত্তয় যাবিনে কাল ভারি আশ্চর্য্য কাণ্ড হয়ে গেছে। ঐ জলের ধারে বসে রামচরণে আমাতে চিঁড়ে ভিজিয়ে খাচ্ছিলুম—তা আমি কথায় কথায় বল্লুম আমাদের দোবেজী গুণে বলেছে যুবরাজের ফাঁড়া প্রায় কেটে এসেছে। আর দেরি নেই। এবার শীঘ্‌ঘির রাজা হবে। হঠাৎ, মাথার উপর কে তিনবার বলে উঠ্‌ল "ঠিক্‌, ঠিক্‌, ঠিক্‌,"—উপরে চেয়ে দেখি, ডুমুরের ডালে এত বড় একটা টিক্‌টিকি।

রামচরণের প্রবেশ।

১। কি খবর রামচরণ?

রা। ওরে ভাই, আজ একটা ব্রাহ্মণ এই বনের আশে পাশে যুবরাজের সন্ধান নিয়ে ফিরছিল। আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত কথাই জিগ্‌গেষা করলে। আমি তেম্‌নি বোকা আর কি? আমিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জবাব দিতে লাগ্‌লুম। অনেক খোঁজ করে শেষকালে চলে গেল। তাকে আমি চিত্তলের রাস্তা দেখিয়ে দিলুম। ব্রাহ্মণ না হলে তাকে আজ আর আমি আস্ত রাখ্‌তুম না।

২। কিন্তু তা হলে ত এ বন ছাড়তে হচ্চে। বেটারা সন্ধান পেয়েছে দেখ্‌চি।

১। এইখেনে বসে পড় না ভাই রামচরণ—ছুটো গল্প করা যাক্‌।

রাম। যুবরাজের সঙ্গে আমাদের মাঠাকরুণ এই দিকে আস্‌চেন। চল্‌ ভাই, তফাতে গিয়ে বসিগে।

প্রস্থান।

কুমারসেন ও সুমিত্রার প্রবেশ।

কুমার। শঙ্কর পড়েছে ধরা। রাজ্যের সংবাদ
নিতে গিয়েছিল বৃদ্ধ, গোপনে ধরিয়া
ছদ্মবেশ। শত্রুচর ধরেছে তাহারে।
নিয়ে গেছে জয়সেন কাছে। শুনিয়াছি
চলিতেছে নিষ্ঠুর পীড়ন তা'র পরে—
তবু সে অটল। একটি কথাও তারা
পারে নাই মুখ হতে করিতে বাহির!

সুমি। হায় বৃদ্ধ প্রভু বৎসল! প্রাণাধিক্‌
ভালবাস যারে, সেই কুমারের কাজে
সঁপি দিলে তোমার কুমারগত প্রাণ!

কুমার। এ সংসারে সব চেয়ে বন্ধু সে আমার,
আজন্মের সখা। আপনার প্রাণ দিয়ে
আড়াল করিয়া, চাহে সে রাখিতে মোরে
নিরাপদে। অতি বৃদ্ধ ক্ষীণ জীর্ণ দেহ,
কেমনে সে সহিছে যন্ত্রণা? আমি হেথা
সুখে আছি লুকায়ে বসিয়া!

সুমিত্রা। আমি যাই,
ভাই। ভিখারিণীবেশে সিংহাসন তলে
গিয়া—শঙ্করের প্রাণভিক্ষা মেগে আসি!

কুমার। বাহির হইতে তারা আবার তোমারে
দিবে ফিরাইয়া। তোমার পিতার রাজ্য
হবে নতশির। বজ্রসম বাজিবে সে
মর্ম্মে গিয়ে মোর।

চরের প্রবেশ।

চর। গত রাত্রে গীধ্‌কুট
জ্বালায়ে দিয়েছে জয়সেন। গৃহহীন

গ্রামবাসীগণ আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে
মন্দুর অরণ্যমাঝে।

(প্রস্থান।)

কুমার। আর ত সহেনা।
ঘৃণা হয় এ জীবন করিতে বহন
সহস্রের জীবন করিয়া ক্ষয়।

সুমি। চল
মোরা দুইজনে যাই রাজসভা মাঝে;
দেখিব কেমনে, কোন্ ছলে জালন্ধর
স্পর্শ করে কেশ তব!

কুমার। শঙ্কর বলিত,—
"প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু বন্দীভাবে
কখনো দিয়ো না ধরা।" পিতৃসিংহাসনে
বসি বিদেশের রাজা, দণ্ড দিবে মোরে
বিচারের ছল করি—এ কি সহ্য হবে?
অনেক সহেছি বোন্, পিতৃপুরুষের
অপমান সহিব কেমনে?

সুমিত্রা। তার চেয়ে
মৃত্যু ভাল।

কুমার। বল, বোন, বল "তার চেয়ে
মৃত্যু ভাল!" এই ত তোমার যোগ্য কথা।
তার চেয়ে মৃত্যু ভাল! ভাল করে ভেবে
দেখ! বেঁচে থাকা ভীরুতা কেবল! বল
এ কি সত্য নয়? থেকো না নীরব হয়ে,
বিষাদ আনত নেত্রে চেয়ো না ভূতলে।
মুখ তোল, স্পষ্ট করে বল একবার
ঘৃণিত এ প্রাণ লয়ে লুকায়ে লুকায়ে
নিশিদিন মরে থাকা এক দণ্ড এ কি
উচিত আমার?

সুমি। ভাই—

কুমার। আমি রাজপুত্র,
ছারখার হয়ে যায় সোণার কাশ্মীর,
পথে পথে, বনে বনে ফিরে গৃহহীন
প্রজা,—কেঁদে মরে পতিপুত্রহীন নারী।
তবু আমি কোন মতে বাঁচিব গোপনে?

সুমি। তার চেয়ে মৃত্যু ভাল!

কুমা। বল, তাই বল!
ভক্ত যারা অনুরক্ত মোর—প্রতিদিন
সঁপিছে আপন প্রাণ নির্য্যাতন সহি।
তবু আমি তাহাদের পশ্চাতে লুকায়ে
জীবন করিব ভোগ—এ কি বেঁচে থাকা!

সুমি। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল!

কুমার। বাঁচিলাম শুনে!
কোন মতে রেখেছিনু তোমারি লাগিয়া
এ হীন জীবন, প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর
নির্দ্দোষীর প্রাণবায়ু করিয়া শোষণ।
আমার চরণ ছুঁয়ে করহ শপথ
যে কথা বলিব তাহা করিবে পালন
যতই কঠিন হোক!

সুমি। করিনু শপথ!

কুমা। এ জীবন দিব বিসর্জ্জন। তার পরে
তুমি মোর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে, নিজহস্তে
জালন্ধররাজকরে দিবে উপহার!
বলিও তাহারে—"কাশ্মীরে অতিথি তুমি।
ব্যাকুল হয়েছ এত যে দ্রব্যের তরে
কাশ্মীরের যুবরাজ দিতেছেন তাহা
আতিথ্যের অর্ঘ্যরূপে তোমারে পাঠায়ে।"
মৌন কেন বোন? সঘনে কাঁপিছে কেন
চরণ তোমার? বস এই তরুতলে!
পারিবে না তুমি? একান্ত অসাধ্য এ কি!
তবে কি ভৃত্যের হস্তে পাঠাইতে হবে
তুচ্ছ উপহার সম এ রাজমস্তক?
সমস্ত কাশ্মীর তারে ফেলিবেক ছিন্ন
ছিন্ন করি। (সুমিত্রার মূর্চ্ছা)
ছি ছি বোন! উঠ, উঠ তুমি!
পাষাণে হৃদয় বাঁধ! হোয়ো না বিহ্বল!
দুঃসহ এ কাজ—তাইত তোমার পরে
দিতেছি দুরূহ ভার। অয়ি প্রাণাধিকে,
মহৎ হৃদয় ছাড়া কাহারা সহিবে
জগতের মহাক্লেশ যত! বল, বোন,
পারিবে করিতে?

সু। পারিব।

কুমার। দাঁড়াও তবে।
ধর বল, তোল শির! উঠাও জাগায়ে

সমস্ত হৃদয় মন! ক্ষুদ্র নারী সম
আপন বেদনা ভারে পোড়ো না ভাঙ্গিয়া!

সুমিত্রা। অভাগিনী ইলা!

কুমার। তারে কি জানিনে আমি?
হেন অপমান লয়ে সে কি মোরে কভু
বাঁচিতে বলিত? সে আমার ধ্রুবতারা
মহৎ মৃত্যুর দিকে দেখাইছে পথ।
কাল পূর্ণিমার তিথি মিলনের রাত।
জীবনের গ্লানি হতে মুক্ত ধৌত হয়ে
চির মিলনের বেশ করিব ধারণ।
চল বোন। আগে হতে সংবাদ পাঠাই
দূতমুখে রাজসভা মাঝে, কাল আমি
যাব ধরা দিতে। তাহা হলে অবিলম্বে
শঙ্কর পাইবে ছাড়া—বান্ধব আমার।

দশম দৃশ্য।

কাশ্মীর রাজসভা।

বিক্রমদেব, চন্দ্রসেন।

বিক্রম। আর্য্য, তুমি কেন আজ নীরব এমন?
মার্জ্জনা ত করেছি কুমারে!

চন্দ্র। তুমি তারে
মার্জ্জনা করেছ। আমি ত এখনো তার
বিচার করিনি। বিদ্রোহী সে মোর কাছে।
এবার তাহার শাস্তি দিব।

বিক্রম। কোন্ শাস্তি
করিয়াছ স্থির?

চন্দ্র। সিংহাসন হতে তারে
করিব বঞ্চিত।

বিক্রম। অতি অসম্ভব কথা!
সিংহাসন দিব তারে নিজ হস্তে আমি।

চন্দ্র। কাশ্মীরের সিংহাসনে তোমার কি আছে
অধিকার?

বিক্রম। বিজয়ীর অধিকার।

চন্দ্র। তুমি
হেথা আছ বন্ধুভাবে অতিথির মত।
কাশ্মীরের সিংহাসন কর নাই জয়।

বিক্রম। বিনাযুদ্ধে করিয়াছে কাশ্মীর আমারে
আত্মসমর্পণ। যুদ্ধ চাও, যুদ্ধ কর,
রয়েছি প্রস্তুত। আমার এ সিংহাসন!
যারে ইচ্ছা দিব!

চন্দ্র। তুমি দিবে! জানি আমি
গর্ব্বিত কুমারসেনে জন্মকাল লবে।
সে কি লবে আপনার পিতৃসিংহাসন
ভিক্ষার স্বরূপে? প্রেম দাও প্রেম লবে,
হিংসা দাও প্রতিহিংসা লবে, ভিক্ষা দাও
ঘৃণাভরে পদাঘাত করিবে তাহাতে!

বিক্রম। এত গর্ব্ব যদি তার তবে সে কি কভু
ধরা দিতে মোর কাছে আপনি আসিত?
তাই ভাবিতেছি, মহারাজ, নহে ইহা
কুমারসেনের মত কাজ। দৃপ্ত যুবা
সিংহসম। সে কি আজ স্বেচ্ছায় আসিবে
শৃঙ্খল পরিতে গলে? জীবনের মায়া
এতই কি বলবান?

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহ। শিবিকার দ্বার
রুদ্ধ করি প্রাসাদে আসিছে যুবরাজ।

বিক্রম। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ?

চন্দ্র। সে কি আর কভু
দেখাইবে মুখ? আপনার পিতৃরাজ্যে
আসিছে সে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে; রাজপথে
লোকারণ্য চারিদিকে, সহস্রের আঁখি
রয়েছে তাকায়ে। কাশ্মীর ললনা যত
গবাক্ষে দাঁড়ায়ে। উৎসবের পূর্ণচন্দ্র
চেয়ে আছে আকাশের মাঝখান হতে!
সেই চিরপরিচিত গৃহ পথ হাট
সরোবর মন্দির কানন; পরিচিত
প্রত্যেক প্রজার মুখ— কোন্ লাজে আজি
দেখা দিবে সবারে সে? মহারাজ, শোন
নিবেদন। গীতবাদ্য বন্ধ করে দাও!
এ উৎসব উপহাস মনে হবে তার!
আজ রাত্রে দীপালোক দেখে, ভাবিবে সে

নিশীথ তিমিরে পাছে লজ্জা ঢাকা পড়ে
তাই এত আলো! এ আলোক শুধু বুঝি
অপমান-পিশাচের পরিহাস-হাসি!

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। জয়োস্তু রাজন্! কুমারের অন্বেষণে
বনে বনে ফিরিয়াছি, পাই নাই দেখা।
আজ শুনিলাম নাকি আসিছেন তিনি
স্বেচ্ছায় নগরে ফিরি। তাই চলে এনু।

বিক্র। করিব রাজার মত অভ্যর্থনা তারে।
তুমি হবে পুরোহিত অভিষেক কালে।
পূর্ণিমা নিশীথে আজ কুমারের সনে
ইলার বিবাহ হবে, করেছি তাহার
আয়োজন।

নগরের ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।

সকলে। মহারাজ, জয় হোক্।

প্রথম। করি
আশীর্ব্বাদ, ধরণীর অধীশ্বর হও!
লক্ষ্মী হোন্ অচলা তোমার গৃহে সদা।
আজ যে আনন্দ তুমি দিয়েছ সবারে
বলিতে শকতি নাহি—লহ মহারাজ
কৃতজ্ঞ এ কাশ্মীরের কল্যাণ আশিষ।
(রাজার মস্তকে ধান্য দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ)

বিক্র। ধন্য আমি, কৃতার্থ জীবন। (ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।)

যষ্টি হস্তে কষ্টে শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। (চন্দ্রসেনের প্রতি) মহারাজ!
এ কি সত্য? যুবরাজ আসিছেন নিজে
শত্রুকরে করিবারে আত্মসমর্পণ?
বল, এ কি সত্য কথা?

চন্দ্র। সত্য বটে!

শঙ্কর। ধিক্!
সহস্র মিথ্যার চেয়ে এই সত্যে ধিক্!
হায় যুবরাজ, বৃদ্ধ ভৃত্য আমি তব,
সহিলাম এত যে যন্ত্রণা, জীর্ণ অস্থি
চূর্ণ হয়ে গেল, মূক সম রহিলাম
তবু, সে কি এরি তরে? অবশেষে তুমি
আপনি ধরিলে বন্দীবেশ, কাশ্মীরের
রাজপথ দিয়ে চলে এলে নত শিরে
বন্দিশালা মাঝে? এই কি সে রাজসভা
পিতামহদের? যেথা বসি পিতা তব
উঠিতেন ধরণীর সর্ব্বোচ্চ শিখরে
সে আজ তোমার কাছে ধরার ধুলার
চেয়ে নীচে! তার চেয়ে নিরাশ্রয় পথ
গৃহ তুল্য, অরণ্যের ছায়া সমুজ্জ্বল,
কঠিন পর্ব্বতশৃঙ্গ অনুর্ব্বর মরু
রাজার সম্পদে পূর্ণ! চিরভৃত্য তব
আজি দুর্দ্দিনের আগে মরিল না কেন?

বিক্রম। ভাল হতে মন্দটুকু নিয়ে, বৃদ্ধ, মিছে
এ তব ক্রন্দন!

শঙ্কর। রাজন্, তোমার কাছে
আসিনি কাঁদিতে। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রগণ
রয়েছেন জাগি ওই সিংহাসন কাছে
আজি তাঁরা ম্লানমুখ, লজ্জানত শির,
তাঁরা বুঝিবেন মোর হৃদয় বেদনা।

বিক্রম। কেন মোরে শত্রু বলে করিতেছ ভ্রম?
মিত্র আমি আজি।

শঙ্কর। অতিশয় দয়া তব
জালন্ধরপতি! মার্জ্জনা করেছ তুমি!
দণ্ড ভাল মার্জ্জনার চেয়ে!

বিক্রম। এর মত
হেন ভক্ত বন্ধু হায় কে আমার আছে?

দেব। আছে বন্ধু, আছে মহারাজ!
(বাহিরে হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কোলাহল।)
শঙ্করের দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহ। আসিয়াছে
দুয়ারে শিবিকা।

বিক্রম। বাদ্য কোথা, বাজাইতে
বল! চল, সখা, অগ্রসর হয়ে তারে
অভ্যর্থনা করি! (বাদ্যোদ্যম।)

সভামধ্যে শিবিকার প্রবেশ।

বিক্রম। (অগ্রসর হইয়া) এস, এস, বন্ধু এস!

স্বর্ণথালে ছিন্নমুণ্ড লইয়া সুমিত্রার শিবিকা বাহিরে আগমন।
সহসা সমস্ত বাদ্য নীরব।

বিক্রম। সুমিত্রা! সুমিত্রা!
চন্দ্র। এ কি, জননি, সুমিত্রা!
সুমি। ফিরেছ সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধরে
কাননে, কান্তারে, শৈলে, রাজ্য, ধর্ম্ম, দয়া,
রাজলক্ষ্মী সব বিসর্জ্জিয়া; যার লাগি
দিগ্বিদিকে হাহাকার করেছ প্রচার;
মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে,
লহ, মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
শ্রেষ্ঠ সেই শির; আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ। পূর্ণ তব
মনস্কাম, এবে শান্তি হোক্, শান্তি হোক্
এ জগতে, নিবে যাক্ নরকাগ্নিরাশি,
সুখী হও তুমি! (উর্দ্ধস্বরে) মাগো, জগতজননি,
দয়াময়ি, স্থান দাও কোলে! (পতন ও মৃত্যু)

ছুটিয়া ইলার প্রবেশ।

ইলা। এ কি, এ কি,
মহারাজ, কুমার আমার— (মূর্চ্ছা)
শঙ্কর। (অগ্রসর হইয়া) প্রভু স্বামি,
বৎস, প্রাণাধিক, বৃদ্ধের জীবনধন,
এই ভাল, এই ভাল! মুকুট পরেছ
তুমি; এসেছ রাজার মত আপনার
সিংহাসনে; মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখা
উজ্জ্বল করেছে তব ভাল; এতদিন
এ বৃদ্ধেরে রেখেছিল বিধি, আজি তব
এ মহিমা দেখাবার তরে! গেছ তুমি
পুণ্যধামে—ভৃত্য আমি চিরজনমের
আমিও যাইব সাথে!
চন্দ্রসেন। (মাথা হইতে মুকুট ভূমে ফেলিয়া) ধিক্ এ মুকুট!
ধিক্ এই সিংহাসন! (সিংহাসনে পদাঘাত)

রেবতীর প্রবেশ।

চন্দ্র। রাক্ষসী, পিশাচী
দূর হ দূর হ—আমারে দিসনে দেখা
পাপীয়সি!
রেবতী। এ রোষ রবে না চিরদিন! (প্রস্থান।)
বিক্রম। (নতজানু) দেবি, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জ্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির-অপরাধী করে? ইহজন্ম
নিত্য-অশ্রু-জলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব; তাহারো দিলে না অবকাশ?
দেবতার মত তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান!

বিসর্জন।

নাটকের পাত্রগণ।

গোবিন্দমাণিক্য। ত্রিপুরার রাজা।
নক্ষত্র রায়। গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
রঘুপতি। রাজ পুরোহিত।
জয়সিংহ। রঘুপতির পালিত রাজপুত যুবক; রাজ মন্দিরের সেবক।
চাঁদপাল। দেওয়ান।
নয়ন রায়। সেনাপতি।
ধ্রুব। রাজার পালিত বালক।
মন্ত্রী।
পৌরগণ।

গুণবতী। মহিষী।
অপর্ণা। ভিখারিণী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্দির।

গুণবতী।

গুণবতী। মা'র কাছে কি করেছি দোষ! ভিখারী যে
সন্তান বিক্রয় করে উদরের দায়ে
তারে দাও শিশু—পাপিষ্ঠা যে লোকলাজে
সন্তানেরে বধ করে, তার গর্ভে দাও
পাঠাইয়া—অসহায় জীব! আমি হেথা
সোনার পালঙ্কে মহারাণী শত শত
দাস দাসী সৈন্য প্রজা লয়ে, বসে আছি
তপ্তবক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব;—এই বক্ষ, এই বাহু দুটি,
এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে
নিবিড় জীবন্ত নীড়, শুধু একটুকু
প্রাণকণিকার তরে! হেরিবে আমারে
একটি নূতন আঁখি প্রথম আলোকে,
ফুটিবে আমারি কোলে কথাহীন মুখে
অকারণ আনন্দের প্রথম হাসিটি!
কুমারজননী মাতঃ, কোন্ পাপে মোরে
করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হতে?

রঘুপতির প্রবেশ।

প্রভু,
চিরদিন মা'র পূজা করি! জেনে শুনে
কিছুত করিনি দোষ! পুণ্যের শরীর
মোর স্বামী মহাদেবসম—তবে কোন্
দোষ দেখে আমারে করিল মহামায়া
নিঃসন্তানশ্মশানচারিণী?

রঘু। মা'র খেলা
কে বুঝিতে পারে বল? পাষাণ-তনয়া
ইচ্ছাময়ী,—সুখ দুঃখ তাঁরি ইচ্ছা! ধৈর্য্য
ধর! এবার তোমার নামে মা'র পূজা
হবে। প্রসন্ন হইবে শ্যামা!

গুণ। এবৎসর
পূজার বলির পশু আমি নিজে দিব!
করিনু মানৎ, মা যদি সন্তান দেন্
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে একশ' মহিষ,
তিন শত ছাগ!

রঘু। পূজার সময় হল।

উভয়ের প্রস্থান।

গোবিন্দমাণিক্য অপর্ণা ও জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়। কি আদেশ মহারাজ!

গোবিন্দ। ক্ষুদ্র ছাগশিশু
দরিদ্র এ বালিকার স্নেহের পুত্তলি,
তারে না কি কেড়ে আনিয়াছ মার কাছে
বলি দিতে? এ দান কি নেবেন জননী
প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে?

জয়। কেমনে জানিব,
মহারাজ, কোথা হতে অনুচরগণ
আনে পশু দেবীর পূজার তরে!—হাঁ গা,
কেন তুমি কাঁদিতেছ? আপনি নিয়েছে
যারে বিশ্বমাতা, তার তরে ক্রন্দন কি
শোভা পায়?

অপর্ণা। কে তোমার বিশ্বমাতা! মোর
শিশু চিনিবে না তারে। মা-হারা শাবক
জানে না সে আপন মায়েরে। আমি যদি
বেলা ক'রে আসি, খায় না সে তৃণদল,
ডেকে ডেকে চায় পথপানে—কোলে ক'রে
নিয়ে তারে, ভিক্ষা অন্ন কয় জনে ভাগ
করে খাই। আমি তার মাতা!

জয়। মহারাজ,
আপনার প্রাণঅংশ দিয়ে, যদি তারে
বাঁচাইতে পারিতাম দিতাম বাঁচায়ে।
মা তাহারে নিয়েছেন—আমি তারে আর
ফিরাব কেমনে?

অপর্ণা। মা তাহারে নিয়েছেন?
মিছে কথা! রাক্ষসী নিয়েছে তারে!

জয়। ছিছি!
ও কথা এনো না মুখে!

অপর্ণা। মা, তুমি নিয়েছ
কেড়ে দরিদ্রের ধন! রাজা যদি চুরি
করে, শুনিয়াছি না কি, আছে জগতের
রাজা, তুমি যদি চুরি কর, কে তোমার
করিবে বিচার! মহারাজ বল তুমি—

রাজা। বৎসে, আমি বাক্যহীন,—এত ব্যথা কেন,
এত রক্ত কেন, কে বলিয়া দিবে মোরে?

অপর্ণা। এই যে সোপান বেয়ে রক্তচিহ্ন দেখি
এ কি তারি রক্ত? ওরে বাছনি আমার!
মরি মরি, মোরে ডেকে কেঁদেছিল কত,
চেয়েছিল চারিদিকে ব্যাকুল নয়নে
কম্পিত কাতর বক্ষে, মোর প্রাণ কেন
যেথা ছিল সেথা হতে ছুটিয়া এল না?

জয়সিংহ। (প্রতিমার প্রতি)
আজন্ম পূজিনু তোরে তবু তোর মায়া
বুঝিতে পারিনে! করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের,—দয়া নাই বিশ্ব জননীর!

অপর্ণা। (জয়সিংহের প্রতি)
তুমি ত নিষ্ঠুর নহ—আঁখি প্রান্তে তব
অশ্রু ঝরে মোর দুখে! তবে এস তুমি,
এ মন্দির ছেড়ে এস! তবে ক্ষম মোরে,
মিথ্যা আমি অপরাধী করেছি তোমায়!

জয়সিংহ। (প্রতিমার প্রতি)
তোমার মন্দিরে এ কি নূতন সঙ্গীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি হে গিরি-নন্দিনী,
করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে! ভক্ত হৃদি
অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি!
—হে শোভনে, কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে।
কোথায় আশ্রয় আছে?

রাজা। (জনান্তিক হইতে) যেথা আছে প্রেম। প্রস্থান

জয়সিংহ। কোথা আছে প্রেম!—অয়ি ভদ্রে, এস তুমি
আমার কুটীরে। অতিথিরে দেবীরূপে
আজিকে করিব পূজা করিয়াছি পণ!

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

সভাসদ্‌গণ।

রাজা, রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ।

সকলে উঠিয়া। জয় হোক্ মহারাজ!

রঘু। রাজার ভাণ্ডারে
এসেছি বলির পশু সংগ্রহ করিতে!

গোবিন্দ। মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে
হইল নিষেধ।
নয়ন। বলি নিষেধ!
মন্ত্রী। নিষেধ!
নক্ষত্র। তাইত! বলি নিষেধ!
রঘু। এ কি স্বপ্নে শুনি?
গোবিন্দ। স্বপ্ন নহে প্রভু! এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ! বালিকার মূর্ত্তি ধ'রে
স্বয়ং জননী মোরে ব'লে গিয়েছেন
জীবরক্ত সহে না তাঁহার!
রঘু। এতদিন
সহিল কি ক'রে? সহস্র বৎসর ধরে
রক্ত করেছেন পান আজি এ অরুচি?
গোবিন্দ। করেন নি পান! মুখ ফিরাতেন দেবী
করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন।
রঘু। মহারাজ, কি করিছ ভাল করে ভেবে
দেখ! শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে!
গোবিন্দ। সকল শাস্ত্রের বড় দেবীর আদেশ।
রঘু। একে ভ্রান্তি, তাহে অহঙ্কার! অজ্ঞ নর,
তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই?
নক্ষত্র। তাই ত কি বল মন্ত্রী,
এ বড় আশ্চর্য্য! ঠাকুর শোনেন নাই?
গোবিন্দ। দেবী-আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে।
সেইত বধিরতম যে জন সে বাণী
শুনেও শুনে না।
রঘু। পাষণ্ড, নাস্তিক তুমি।
গোবিন্দ। ঠাকুর, সময় নষ্ট হয়। যাও এবে
মন্দিরের কাজে! প্রচার করিয়া দিয়ো
পথে যেতে যেতে, আমার ত্রিপুররাজ্যে
যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর
পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্ব্বাসন দণ্ড!
রঘু। এই কি হইল স্থির?
গোবিন্দ। স্থির এই!
রঘু। (উঠিয়া) তবে
উচ্ছন্ন! উচ্ছন্ন যাও!
চাঁদ। (ছুটিয়া আসিয়া) হাঁ হাঁ! থাম! থাম!

গোবিন্দ। বোস চাঁদপাল! ঠাকুর বলিয়া যাও!
মনোব্যথা লঘু ক'রে যাও নিজ কাজে!
রঘু। তুমি কি ভেবেছ মনে ত্রিপুর-ঈশ্বরী
ত্রিপুরার প্রজা? প্রচারিবে তাঁর পরে
তোমার নিয়ম? হরণ করিবে তাঁর
বলি? হেন সাধ্য নাই তব! আমি আছি
মায়ের সেবক! প্রস্থান।
নয়ন। ক্ষমা কর অধীনের
স্পর্দ্ধা মহারাজ! কোন্ অধিকারে, প্রভু,
জননীর বলি—
চাঁদ। শান্ত হও সেনাপতি!
মন্ত্র। মহারাজ, একেবারে করেছ কি স্থির?
আজ্ঞা আর ফিরিবে না?
গোবিন্দ। আর নহে মন্ত্রি;
বিলম্ব উচিত নহে বিনাশ করিতে
পাপ!
মন্ত্রী। পাপের কি এত পরমায়ু হবে?
কত শত বর্ষ ধরে যে প্রাচীন প্রথা
দেবতাচরণতলে বৃদ্ধ হয়ে এল
সে কি পাপ হতে পারে?
(রাজার নিরুত্তরে চিন্তা।)
নক্ষত্র। তাইত হে মন্ত্রি,
সে কি পাপ হতে পারে?
মন্ত্রী। পিতামহগণ
এসেছে পালন করে যত্নে ভক্তিভরে
সনাতন রীতি। তাঁহাদের অপমান
তার অপমানে!
(রাজার চিন্তা।)
নয়ন। ভেবে দেখ মহারাজ,
যুগে যুগে যে পেয়েছে শত সহস্রের
ভক্তির সম্মতি, তাহারে করিতে নাশ
তোমার কি আছে অধিকার!
গোবিন্দ। (সনিঃশ্বাসে) থাক্ তর্ক!
যাও মন্ত্রী আদেশ প্রচার কর গিয়ে
আজ হতে বন্ধ বলিদান। প্রস্থান।
মন্ত্রী। একি হল!
নক্ষ। তাইত হে মন্ত্রী, একি হল! শুনেছিনু

মগের মন্দিরে বলি নেই, অবশেষে
মগেতে হিন্দুতে ভেদ রহিল না কিছু!
কি বল হে চাঁদপাল, তুমি কেন চুপ?

চাঁদ। ভীরু আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, বুদ্ধি কিছু কম,
না বুঝে পালন করি রাজার আদেশ।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দির।

জয়সিংহ।

জয়। মাগো, শুধু তুই আর আমি! এ মন্দিরে
সারাদিন আর কেহ নাই। সারা দীর্ঘ
দিন! মাঝে মাঝে কে আমারে ডাকে যেন!
তোর কাছে থেকে তবু একা মনে হয়!

নেপথ্যে গান।

আমি একলা চলেছি এ ভবে—
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?

জয়। মাগো এ কি মায়া! দেবতারে প্রাণ দেয়
মানবের প্রাণ! এইমাত্র ছিলে তুমি
নির্ব্বাক্ নিশ্চল—উঠিলে জীবন্ত হয়ে,
সন্তানের কণ্ঠস্বরে সজাগ জননী!

গান গাহিতে গাহিতে অপর্ণার প্রবেশ।

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?
ভয় নেই, ভয় নেই,
যাও আপন মনেই,
যেমন, একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে!

জয়। কেবলি একেলা! দক্ষিণ বাতাস যদি
বন্ধ হয়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি
নাহি আসে, দশদিক্ জেগে ওঠে যদি
দশটি সন্দেহ সম, তখন কোথায়
সুখ, কোথা পথ? জান কি একেলা কারে
বলে?

অপর্ণা। জানি। যবে বসে আছি ভরা মনে
দিতে চাই নিতে কেহ নাই!

জয়। স্বজনের
আগে দেবতা যেমন একা! তাই বটে!
তাই বটে! মনে হয় এ জীবন বড়
বেশি আছে,—যত বড় তত শূন্য, তত
আবশ্যকহীন!

অপর্ণা। জয়সিংহ, তুমি বুঝি
একা! তাই দেখিয়াছি. কাঙাল যে জন
তাহারো কাঙাল তুমি! যে তোমার সব
নিতে পারে, তারে তুমি খুঁজিতেছ যেন!
ভ্রমিতেছ দীনদুঃখী সকলের দ্বারে!
এতদিন ভিক্ষা মেগে ফিরিতেছি—কত
লোক দেখি, কত মুখপানে চাই, লোকে
ভাবে শুধু বুঝি ভিক্ষা তরে,—দূর হতে
দেয় তাই মুষ্টি ভিক্ষা ক্ষুদ্র দয়াভরে;
এত দয়া পাইনে কোথাও—যাহা পেয়ে
আপনার দৈন্য আর মনে নাহি পড়ে!

জয়। যথার্থ যে দাতা, আপনি নামিয়া আসে
দানরূপে দরিদ্রের পানে, ভূমিতলে।
যেমন আকাশ হতে বৃষ্টিরূপে মেঘ
নেমে আসে মরুভূমে—দেবী নেমে আসে
মানবী হইয়া, যারে ভালবাসি তার
মুখে। দরিদ্র ও দাতা, দেবতা মানব
সমান হইয়া যায়।
ওই আসিছেন
মোর গুরুদেব!

অপর্ণা। আমি তবে সরে যাই
অন্তরালে। ব্রাহ্মণেরে বড় ভয় করি!
কি কঠিন তীব্রদৃষ্টি! কঠিন ললাট
পাষাণ সোপান যেন দেবী মন্দিরের!

অপর্ণার প্রস্থান।

জয়। কঠিন? কঠিন বটে! বিধাতার মত!
কঠিনতা নিখিলের অটল নির্ভর!

রঘুপতির প্রবেশ।

জয়। (পা ধুইবার জল প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া)
গুরুদেব!

রঘু। যাও, যাও!

জয়। আনিয়াছি জল!

রঘু। থাক্, রেখে দাও জল!

জয়। বসন!

রঘু। কে চাহে
বসন!

জয়। অপরাধ করেছি কি?

রঘু। আবার!
কে নিয়েছে অপরাধ তব?
ঘোর কলি
এসেছে ঘনায়ে! বাহুবল রাহুসম
ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়—সিংহাসন
তোলে শির যজ্ঞবেদী পরে! হায়, হায়,
কলির দেবতা, তোমরাও চাটুকর
সভাসদসম, নতশিরে রাজআজ্ঞা
বহিতেছ? চতুর্ভুজা, চারিহস্ত আছ
যোড় করি'! বৈকুণ্ঠ কি আবার নিয়েছে
কেড়ে দৈত্যগণ? গিয়েছে দেবতা যত
রসাতলে? শুধু দানবে মানবে মিলে
বিশ্বের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ?
দেবতা না যদি থাকে ব্রাহ্মণ রয়েছে!
ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দণ্ড সিংহাসন
হবিকাষ্ঠ হবে!
(জয়সিংহের নিকটে গিয়া সস্নেহে) বৎস, আজ করিয়াছি
রুক্ষ আচরণ তোমাপরে, চিত্ত বড়
ক্ষুব্ধ মোর!

জয়। কি হয়েছে প্রভু?

রঘু। কি হয়েছে?
শুধাও অপমানিত ত্রিপুরেশ্বরীরে!
এই মুখে কেমনে বলিব কি হয়েছে?

জয়। কে করেছে অপমান?

রঘু। গোবিন্দমাণিক্য।

জয়। গোবিন্দমাণিক্য! প্রভু, কারে অপমান?

রঘু। কারে! তুমি, আমি, সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বদেশ,
সর্ব্বকাল, সর্ব্বদেশকালঅধিষ্ঠাত্রী
মহাকালী, সকলেরে করে অপমান,
ক্ষুদ্র সিংহাসনে বসি!

জয়। গোবিন্দমাণিক্য!

রঘু। হাঁগো, হাঁ, তোমার রাজা গোবিন্দমাণিক্য!
তোমার সকল শ্রেষ্ঠ—তোমার প্রাণের
অধীশ্বর! অকৃতজ্ঞ! পালন করিনু
এত যত্নে স্নেহে তোরে শিশুকাল হতে,
আমা চেয়ে প্রিয়তর আজ তোর কাছে
গোবিন্দমাণিক্য?

জয়। প্রভু, পিতৃকোলে বসি
আকাশে বাড়ায় হাত ক্ষুদ্র মুগ্ধ শিশু
পূর্ণচন্দ্রপানে—দেব, তুমি পিতা মোর,
পূর্ণশশি মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য!
কিন্তু এ কি বকিতেছি? কি কথা শুনিনু?
মায়ের পূজার বলি নিষেধ করেছে
রাজা? এ আদেশ কে মানিবে?

রঘু। না মানিলে
নির্ব্বাসন।

জয়। মাতৃপূজাহীন রাজ্য হতে
নির্ব্বাসন দণ্ড নহে। এ প্রাণ থাকিতে
অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর পূজা!

চতুর্থ দৃশ্য।

অন্তঃপুর। গুণবতী। পরিচারিকা।

গুণ। কি বলিস্? মন্দিরের দুয়ার হইতে
রাণীর পূজার বলি ফিরায়ে দিয়াছে?
একদেহে কত মুণ্ড আছে তার? কে সে
দুরদৃষ্ট?

পরি। বলিতে সাহস নাহি মানি—

গুণ। বলিতে সাহস নাহি? একথা বলিলি
কি সাহসে? আমাচেয়ে কারে তোর ভয়?

পরি। ক্ষমা কর!

গুণ। কাল সন্ধেবেলা ছিনু রাণী;
কাল সন্ধেবেলা বন্দীগণ ক'রে গেছে
স্তব, বিপ্রগণ করে গেছে আশীর্ব্বাদ,
ভৃত্যগণ করযোড়ে আজ্ঞা লয়ে গেছে,
একরাত্রে উলটিল সকল নিয়ম?
দেবী পাইল না পূজা, রাণীর মহিমা

অবনত? ত্রিপুরা কি স্বপ্নরাজ্য ছিল?
ত্বরা করে ডেকে আন ব্রাহ্মণ ঠাকুরে!

পরিচারিকার প্রস্থান।

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ।

গুণ। মহারাজ, শুনিতেছ? মার দ্বার হতে
আমার পূজার বলি ফিরায়ে দিয়েছে।
গোবি। জানি তাহা!
গুণ। জান তুমি? নিষেধ করনি
তবু? জ্ঞাতসারে মহিষীর অপমান?
গোবিন্দ। তারে ক্ষমা কর প্রিয়ে!
গুণ। দয়ার শরীর
তব, কিন্তু মহারাজ, এ ত দয়া নয়,
এ শুধু কাপুরুষতা! দয়ায় দুর্ব্বল
তুমি, নিজ হাতে দণ্ড দিতে নাহি পার
যদি, আমি দণ্ড দিব। বল মোরে কে সে
অপরাধী!
গোবিন্দ। দেবি, আমি! অপরাধ আর
কিছু নহে, তোমারে দিয়েছি ব্যথা এই
অপরাধ!
গুণ। কি বলিছ মহারাজ!
গোবিন্দ। আজ
হতে দেবতার নামে জীবরক্তপাত
আমার ত্রিপুররাজ্যে হয়েছে নিষেধ।
গুণ। কাহার নিষেধ?
গোবিন্দ। জননীর।
গুণ। কে শুনেছে?
গোবিন্দ। আমি।
গুণ। তুমি? মহারাজ, শুনে হাসি আসে!
রাজদ্বারে এসেছেন ভুবন ঈশ্বরী
জানাইতে আবেদন!
গোবিন্দ। হেসোনা মহিষী!
জননী আপনি এসে সন্তানের প্রাণে
বেদনা জানায়েছেন, আবেদন নহে!
গুণ। কথা রেখে দাও মহারাজ! মন্দিরের
বাহিরে তোমার রাজ্য, সেথা তব আজ্ঞা
নাহি চলে, সেথা আজ্ঞা নাহি দিয়ো!
গোবিন্দ। মার
আজ্ঞা, মোর আজ্ঞা নহে!
গুণ। কেমনে জানিলে?
গোবিন্দ। ক্ষীণ দীপালোকে গৃহ কোণে থেকে যায়
অন্ধকার; সব পারে আপনার ছায়া
কিছুতে ঘুচাতে নারে দীপ। মানবের
বুদ্ধি দীপসম, যত আলো করে দান
তত রেখে দেয় সংশয়ের ছায়া, স্বর্গ
হতে নামে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয়
টুটে। আমার হৃদয়ে সংশয় কিছুই
নাই।
গুণ। শুনিয়াছি আপনার পাপপুণ্য
আপনার কাছে। তুমি থাক আপনার
অসংশয় নিয়ে—আমারে দুয়ার ছাড়
আমার পূজার বলি আমি নিয়ে যাই
আমার মায়ের কাছে।
গোবিন্দ। দেবি! জননীর
আজ্ঞা পারি না লঙ্ঘিতে।
গুণ। আমিও পারিনা!
মা'র কাছে আছি প্রতিশ্রুত। সেই মত
যথাশাস্ত্র যথাবিধি পূজিব তাঁহারে
যাও, তুমি যাও!
গোবিন্দ। যে আদেশ মহারাণী!

প্রস্থান।

রঘুপতির প্রবেশ।

গুণ। ঠাকুর, আমার পূজা ফিরায়ে দিয়েছে
মাতৃদ্বার হতে!
রঘু। মহারাণী, মা'র পূজা
ফিরে গেছে, নহে সে তোমার! উঞ্ছবৃত্ত
দরিদ্রের ভিক্ষালব্ধ পূজা, রাজেন্দ্রাণী,
তোমার পূজার চেয়ে ন্যূন নহে! কিন্তু
এই বড় সর্ব্বনাশ, মা'র পূজা ফিরে
গেছে! এই বড় সর্ব্বনাশ, রাজদর্প
ক্রমে স্ফীত হয়ে করিতেছে অতিক্রম
পৃথিবীর রাজত্বের সীমা—বসিয়াছে
দেবতার দ্বার রোধ করি—জননীর
ভক্তদের প্রতি দুই আঁখি রাঙাইয়া!

গুণ। কি হবে ঠাকুর?

রঘু। জানেন্ তা' মহামায়া!
এই শুধু জানি—যে সিংহাসনের ছায়া
পড়েছে মায়ের দ্বারে—ফুৎকারে ফাটিবে
সেই দম্ভমঞ্চখানি জলবিম্বসম!
যুগে যুগে রাজপিতাপিতামহ মিলে
উর্দ্ধপানে তুলিয়াছে যে রাজমহিমা
অভ্রভেদী করে, মুহূর্ত্তে হইয়া যাবে
ধূলিসাৎ বজ্রদীর্ণ দগ্ধ ঝঞ্ঝাহত।

গুণ। রক্ষা কর, রক্ষা কর প্রভু!

রঘু। হাঁ, হাঁ, আমি
রক্ষা করিব তোমারে! যে প্রবল রাজা
স্বর্গে মর্ত্ত্যে প্রচারিছে আপন শাসন
তুমি তাঁরি রাণী! দেব ব্রাহ্মণেরে যিনি—
ধিক্,ধিক্, শতবার! ধিক্ লক্ষ বার!
কলির ব্রাহ্মণে ধিক্! ব্রহ্মশাপ কোথা!
ব্যর্থ ব্রহ্মতেজ শুধু বক্ষে আপনার
আহত বৃশ্চিক সম আপনি দংশিছে!
মিথ্যা ব্রহ্ম আড়ম্বর! (পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত)

গুণ। কি কর, কি কর
দেব! রাখ, রাখ, দয়া কর নির্দ্দোষীরে!

রঘু। ফিরায়ে দে ব্রাহ্মণের অধিকার!

গুণ। দিব!
যাও প্রভু, পূজা কর মন্দিরেতে গিয়ে,
হবে নাক' পূজার ব্যাঘাত!

রঘু। যে আদেশ
রাজ অধীশ্বরী! দেবতা কৃতার্থ হল
তোমারি আদেশবলে, ফিরে পেল পুন
ব্রাহ্মণ আপন তেজ! ধন্য তোমরাই,
যত দিন নাহি জাগে কল্কিঅবতার!

প্রস্থান।

গোবিন্দমাণিক্যের পুনঃ প্রবেশ।

গোবিন্দ। অপ্রসন্ন প্রেয়সীর মুখ, বিশ্বমাঝে
সব আলো সব সুখ লুপ্ত করে রাখে।
উন্মনা উৎসুক চিত্তে ফিরে ফিরে আসি।

গুণ। যাও, যাও, এসোনা এ গৃহে! অভিশাপ,
আনিয়োনা হেথা!

গোবিন্দ। প্রিয়তমে! প্রেমে করে
অভিশাপ নাশ, দয়া করে অকল্যাণ
দূর! সতীর হৃদয় হতে প্রেম গেলে
পতিগৃহে লাগে অভিশাপ! যাই তবে
দেবি!

গুণ। যাও! ফিরে আর দেখায়োনা মুখ!

গোবিন্দ। স্মরণ করিবে যবে, আবার আসিব। (প্রস্থানোন্মুখ)

গুণ। (পায়ে পড়িয়া) ক্ষমা কর, ক্ষমা কর নাথ! এতই কি
হয়েছ নিষ্ঠুর, রমণীর অভিমান
ঠেলে চলে যাবে? জাননা কি প্রিয়তম,
ব্যর্থ প্রেম দেখা দেয় রোষের ধরিয়া
ছদ্মবেশ? ভাল, আপনার অভিমানে
আপনি করিনু অপমান—ক্ষমা কর!

গোবিন্দ। প্রিয়তমে তোমাপরে টুটিলে বিশ্বাস
সেই দণ্ডে টুটিত জীবনবন্ধ! জানি
প্রিয়ে, মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের
সূর্য্য!

গুণ। মেঘ ক্ষণিকের। এ মেঘ কাটিয়া
যাবে, বিধির উদ্যত বজ্র ফিরে যাবে,
চিরদিবসের সূর্য্য উঠিবে আবার
চিরদিবসের প্রথা জাগায়ে জগতে,
অভয় পাইবে সর্ব্বলোক—ভুলে যাবে
দুদণ্ডের দুঃস্বপন! সেই আজ্ঞা কর!
ব্রাহ্মণ ফিরিয়া পাক্ নিজ অধিকার,
দেবী নিন্ পূজা, রাজদণ্ড ফিরে যাক্
নিজ অপ্রমত্ত মর্ত্ত্য অধিকার মাঝে!

গোবিন্দ। ধর্ম্মহানি ব্রাহ্মণের নহে অধিকার!
অসহায় জীবরক্ত নহে জননীর
পূজা! দেবতার আজ্ঞা পালন করিতে
রাজা বিপ্র সকলের কাছে অধিকার!

গুণ। ভিক্ষা! ভিক্ষা চাই। একান্ত মিনতি করি
চরণে তোমার প্রভু! চিরাগত প্রথা
চিরপ্রবাহিত মুক্ত সমীরণসম,
নহে তা রাজার ধন,—তা'ও যোড় করে
সমস্ত প্রজার নামে ভিক্ষা মাগিতেছে
মহিষী তোমার! প্রেমের দোহাই মান

প্রিয়তম ! বিধাতাও করিবেন ক্ষমা
প্রেম আকর্ষণবশে কর্ত্তব্যের ত্রুটি।

গোবিন্দ। এই কি উচিত মহারাণী ? নীচস্বার্থ,
নিষ্ঠুর ক্ষমতাদর্প,অন্ধ অজ্ঞানতা,
চিররক্তপানে স্ফীত হিংস্র বৃদ্ধ প্রথা,
সহস্র শত্রুর সাথে একা যুদ্ধ করি ;
শ্রান্তদেহে আসি গৃহে নারীচিত্ত হতে
অমৃত করিতে পান ; সেথাও কি নাই
দয়া সুধা ? গৃহমাঝে পুণ্য প্রেম বহে—
তারো সাথে মিশিয়াছে রক্তধারা ? এত
রক্তস্রোত কোন্ দৈত্য দিয়েছে খুলিয়া,
ভক্তিতে প্রেমেতে রক্ত মাখামাখি হয়,
ক্রূর হিংসা দয়াময়ী রমণীর প্রাণে
দিয়ে যাঁয় শোণিতের ছাপ ! এ শোণিত
তবু করিব না রোধ ?

গুণ। (মুখ ঢাকিয়া) যাও—যাও তুমি !

গোবিন্দ। হায় মহারাণী, কর্ত্তব্য কঠিন হয়
তোমরা ফিরালে মুখ ! প্রস্থান।

গুণবতী। (কাঁদিয়া উঠিয়া) ওরে অভাগিনী,
এত দিন এ কি ভ্রান্তি পুষেছিলি মনে।
ছিল না সংশয়মাত্র, ব্যর্থ হবে আজ
এত অনুরোধ, এত অনুনয়, এত
অভিমান ! ধিক্, কি সোহাগে পুত্রহীনা
পতিরে জানায় অভিমান ? ছাই হোক্
অভিমান তোর ! ছাই এ কপাল ! ছাই
মহিষী গরব ! আর নহে প্রেমখেলা,
সোহাগক্রন্দন ! বুঝিয়াছি আপনার
স্থান—হয় ধূলিতলে নতশির—নয়
ঊর্দ্ধফণা ভুজঙ্গিনী আপনার তেজে !

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্দির।

একদল লোকের প্রবেশ।

নেপাল। কোথায় হে, তোমাদের তিন শো পাঁঠা, একশোএক মোষ ! একটা টিকটিকির ছেঁড়া নেজটুকু পর্য্যন্ত দেখবার যো নেই ! বাজ্‌নাবাদ্যি গেল কোথায়, সব যে হাঁ হাঁ করচে ! খরচপত্র করে পুজো দেখ্‌তে এলুম, আচ্ছা শাস্তি হয়েছে !

গণেশ। দেখ্ মন্দিরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অমন করে বলিস্‌নে ! মা পাঁঠা পায় নি, এবার জেগে উঠে তোদের একএকটাকে ধরে ধরে মুখে পুরবে !

হারু। কেন ! গেল বছরে বাছারা সব ছিলে কোথায় ? আর সেই ওবছর, যখন ব্রতসাঙ্গ করে রাণীমা পুজো দিয়েছিল, তখন কি তোদের পায়ে কাঁটা ফুটেছিল ? তখন একবার দেখে যেতে পারনি ? রক্তে যে গোমতী রাঙা হয়ে গিয়েছিল ? আর অলুক্ষুণে বেটারা এসেছিস্ আর মায়ের খোরাক্ পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তোদের এককেটাকে ধরে মা'র কাছে নিবেদন করে দিলে মনের খেদ মেটে !

কানু। আর ভাই, মিছে রাগ করিস্ ! আমাদের কি আর বল্‌বার মুখ আছে ! তাহলে কি আর দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনি !

হারু। তা যা বলিস্ ভাই, অল্পেতেই আমার রাগ হয় সে কথা সত্যি ! সে দিন ওব্যক্তি শালা পর্য্যন্ত উঠেছিল তার বেশি যদি একটা কথা বল্‌ত, কিম্বা আমার গায়ে হাত দিত, মাইরি বল্‌চি, তাহলে আমি—

নেপাল। তা চল্ না দেখি, কার হাড়ে কত শক্তি আছে।

হারু। তা আয় না ! জানিস্, এখানকার দফাদার আমার মামাতো ভাই হয় !

নেপাল। তা নিয়ে আয়—তোর মামাকে সুদ্ধ নিয়ে আয়, তোর দফাদারের দফা নিকেশ করে দিই !

হারু। তোমরা সকলেই শুন্‌লে !

গণেশ কানু। আর দূর কর ভাই, ঘরে চল্ ! আজ আর কিছুতে গা লাগ্‌চে না। এখন তোদের তামাসা তুলে রাখ্।

হারু। এ কি তামাসা হল ? আমার মামাকে নিয়ে তামাসা ! আমাদের দফাদারের আপনার বাবাকে নিয়ে—

গণেশ কানু। আর রেখেদে ! তোর আপনার বাবা নিয়ে তুই আপনি মর ! প্রস্থান।

রঘুপতি, নয়নরায় ও জয়সিংহের প্রবেশ।

রঘু। মা'র পরে ভক্তি নাই তব ?

নয়ন। হেন কথা
কার সাধ্য বলে? ভক্তবংশে জন্ম মোর!
রঘু। সাধু, সাধু! তবে তুমি মায়ের সেবক,
আমাদেরি লোক।
নয়ন। প্রভু, মাতৃভক্ত যাঁরা
আমি তাঁহাদেরি দাস!
রঘু। সাধু! ভক্তি তব
হউক্ অক্ষয়! ভক্তি তব বাহু মাঝে
করুক্ সঞ্চার, অতি দুর্জ্জয় শকতি!
ভক্তি তব তরবারী করুক্ শাণিত,
বজ্রসম দিক্ তাহে তেজ! ভক্তি তব
হৃদয়েতে করুক্ বসতি, পদমান
সকলের উচ্চে।
নয়ন। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ
ব্যর্থ হইবে না।
রঘু। শুন তবে সেনাপতি,
তোমার সকল বল কর একত্রিত
মা'র কাজে! নাশ কর মাতৃবিদ্রোহীরে!
নয়ন। যে আদেশ প্রভু! কে আছে মায়ের শত্রু?
রঘু। গোবিন্দমাণিক্য।
নয়ন। আমাদের মহারাজ?
রঘু। লয়ে তব সৈন্যদল, আক্রমণ কর
তারে!
নয়ন। ধিক্ পাপপরামর্শ! প্রভু, এ কি
পরীক্ষা আমারে?
রঘু। পরীক্ষাই বটে! কার
ভৃত্য তুমি, এবার পরীক্ষা হবে তার।
ছাড় চিন্তা, ছাড় দ্বিধা, কাল নাহি আর,
ত্রিপুরেশ্বরীর আজ্ঞা হতেছে ধ্বনিত,
প্রলয়ের শৃঙ্গসম—ছিন্ন হয়ে গেছে
আজি সকল বন্ধন।
নয়ন। নাই চিন্তা, নাই
কোন দ্বিধা। যে পদে রেখেছে দেবী, আমি
তাহে রয়েছি অটল।
রঘু। সাধু!
নয়ন। এত আমি
নরাধম জননীর সেবকের মাঝে,
মোর পরে হেন আজ্ঞা? আমি হব
বিশ্বাসঘাতক? আপনি দাঁড়ায়ে আছে
বিশ্বমাতা—হৃদয়ের বিশ্বাসের পরে,
সেই তাঁর অটল আসন, আপনি তা'
ভাঙ্গিতে বলিবে দেবী আপনার মুখে?
তাহা হলে আজ যাবে রাজা, কাল দেবী,
মনুষ্যত্ব ভেঙ্গে পড়ে যাবে, জীর্ণভিত্তি
অট্টালিকা সম!
জয়। ধন্য, সেনাপতি ধন্য!
রঘু। ধন্য বটে তুমি! কিন্তু এ কি ভ্রান্তি তব!
যে রাজা বিশ্বাসঘাতী জননীর কাছে,
তার সাথে বিশ্বাসের বন্ধন কোথায়?
নয়ন। কি হইবে মিছে তর্কে! বুদ্ধির বিপাকে
চাহিনা পড়িতে। আমি জানি এক পথ
আছে—সেই পথ বিশ্বাসের পথ! সেই
সিধে পথ বেয়ে চিরদিন চলে যাবে
অবোধ অধমভৃত্য এ নয়ন রায়! প্রস্থান।
জয়। চিন্তা কেন দেব? এমনি বিশ্বাস-বলে
মোরাও করিব কাজ। কারে ভয় প্রভু?
সৈন্য বলে কোন্ কাজ? অস্ত্র কোন্ ছার!
যার পরে রয়েছে যে ভার—বল তার
আছে সে কাজের। করিবই মা'র পূজা
যদি সত্য মায়ের সেবক হই মোরা!
চল প্রভু,—বাজাই মায়ের ডঙ্কা, ডেকে
আনি পুরবাসীগণে! মন্দিরের দ্বার
খুলে দিই!—ওরে আয় তোরা, আয়, আয়,
অভয়ার পূজা হবে—নির্ভয়ে আয়রে
তোরা মায়ের সন্তান! আয় পুরবাসী! প্রস্থান।

পুরবাসীগণ।

অক্রুর। ওয়ে আয়রে আয়!
সকলে! জয় মা!
হারু। আয়রে মায়ের সাম্‌নে বাহু তুলে নৃত্য করি!

ভৈরোঁ—একতালা।

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।
আমরা নৃত্য করিসঙ্গে!

দশদিক্ আঁধার করে মাতিল দিক্ বসনা,
জলে বহ্নিশিখা রাঙা রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে!
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকাল তরাসে!
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে!

সকলে। জয় মা!

গণেশ। আর ভয় নেই!

কানু। ওরে, সেই দক্ষিণদ'র মানুষগুলো এখন গেল কোথায়!

গণেশ। মায়ের ঐশ্বর্য্য বেটাদের সইল না। তারা ভেগেছে!

হারু। কেবল মায়ের ঐশ্বর্য্য নয়, আমি তাদের এম্‌নি শাসিয়ে দিয়েছি তারা আর এমুখো হবে না। বুঝ্‌লে অক্রুর দা, আমার মামাতো ভাই দফাদারের নাম করবামাত্র তাদের মুখ চুন হয়ে গেল!

অক্রুর। আমাদের নিতাই সেদিন তাদের খুব কড়া কড়া ছুটো কথা শুনিয়ে দিয়েছিল। ওই যার সেই ছুঁচপারা মুখ সেই বেটা তেড়ে উত্তর দিতে এসেছিল; আমাদের নিতাই বল্লে, "ওরে, তোরা দক্ষিণদেশে থাকিস্ তোরা উত্তরের কি জানিস্? উত্তর দিতে এসেছিস্, উত্তরের জানিস্ কি?" শুনে আমরা হেসে কে কার গায়ে পড়ি!

গণেশ। ইদিকে ঐ ভালমানুষটি কিন্তু নিতাইয়ের সঙ্গে কথায় আঁটবার বো নেই!

হারু। নিতাই আমার পিসে হয়।

কানু। শোন একবার কথা শোন! নিতাই আবার তোর পিসে হল কবে?

হারু। তোমরা আমার সকল কথাই ধর্‌তে আরম্ভ করেছ! আচ্ছা, পিসে নয়ত পিসে নয়! তাতে তোমার সুখটা কি হল? আমার হল না বলে কি তোমারি পিসে হল?

রঘুপতি জয়সিংহের প্রবেশ।

রঘু। শুনলুম সৈন্য আস্‌চে। জয়সিংহ অস্ত্র নিয়ে তুমি এইখানে দাঁড়াও। তোরা আয়, তোরা এইখানে দাঁড়া! মন্দিরের দ্বার আগ্‌লাতে হবে। আমি তোদের অস্ত্র এনে দিচ্ছি।

গণেশ। অস্ত্র কেন ঠাকুর?

রঘু। মায়ের পূজো বন্ধ করবার জন্যে রাজার সৈন্য আস্‌চে।

হারু। সৈন্য আস্‌চে! প্রভু তবে আমরা প্রণাম হই!

কানু। আমরা ক'জনা, সৈন্য এলে কি কর্‌তে পারব?

হারু। কর্ত্তে সবই পারি—কিন্তু সৈন্য এলে এখেনে জায়গা হবে কোথায়? লড়াইত পরের কথা, এখানে দাঁড়াব কোন্‌খানে?

অক্রুর। তোর কথা রেখে দে! দেখ্‌চিস্‌নে, প্রভু রাগে কাঁপচেন। তা ঠাকুর অনুমতি করেন ত আমাদের দলবল সমস্ত ডেকে নিয়ে আসি।

হারু। সেই ভাল। অম্‌নি আমার মামাতো ভাইকে ডেকে আনি। কিন্তু আর একটুও বিলম্ব করা উচিত নয়।

সকলের প্রস্থানোদ্যম।

রঘু। (সরোষে) দাঁড়া তোরা!

জয়। (করযোড়ে) যেতে দাও প্রভু—প্রাণভয়ে ভীত এরা
বুদ্ধিহীন—আগে হতে রয়েছে মরিয়া।
আমি আছি মায়ের সৈনিক। এক দেহে
সহস্র সৈন্যের বল। অস্ত্র থাক্ পড়ে!
ভীরুদের যেতে দাও!

রঘু। (স্বগত) সে কাল গিয়েছে!
অস্ত্র চাই—অস্ত্র চাই—শুধু ভক্তি নয়!
(প্রকাশ্যে) জয়সিংহ, তবে বলি আন, করি পূজা!

(বাহিরে বাদ্যোদ্যম।)

জয়। সৈন্য নহে প্রভু, আসিছে রাণীর পূজা!

রাণীর অনুচর ও পুরবাসীগণের প্রবেশ।

সকলে। ওরে ভয় নেই—সৈন্য কোথায়! মা'র পূজা আস্‌চে।

হারু। আমরা আছি খবর পেয়েছে, সৈন্যেরা শীঘ্র এ দিকে আস্‌চে না!

অনু। ঠাকুর, রাণীমা পূজো পাঠিয়েছেন।

রঘু। জয়সিংহ, শীঘ্র পূজার আয়োজন কর।

জয়সিংহ প্রস্থান।

পুরবাসীগণের নৃত্য গীত।

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ।

গোবিন্দ। চলে যাও হেথা হতে—নিয়ে যাও বলি!

রঘুপতি, শোন নাই আদেশ আমার?
রঘু। শুনি নাই।
গোবিন্দ। তবে তুমি এ রাজ্যের নহ।
রঘু। নহি আম! আমি আছি যেথা, সেথা এলে
রাজদণ্ড খসে যায় রাজহস্তে হতে,
মুকুট ধূলায় পড়ে লুটে! কে আছিস্,
আন্ মা'র পূজা।

বাদ্যোদ্যম।

গোবিন্দ। চুপ কর্! (অনুচরের প্রতি) কোথা আছে
সেনাপতি, ডেকে আন! হায়, রঘুপতি,
অবশেষে সৈন্য দিয়ে ঘিরিতে হইল
ধর্ম্ম! লজ্জা হয় ডাকিতে সৈনিকদল,
বাহুবল দুর্ব্বলতা করায় স্মরণ!
রঘু। অবিশ্বাসী, সত্যই কি হয়েছে ধারণা
কলিযুগে ব্রহ্মতেজ গেছে—তাই এত
দুঃসাহস? যায় নাই! যে দীপ্ত অনল
জ্বলিছে অন্তরে, সে তোমার সিংহাসনে
নিশ্চয় লাগিবে! নতুবা এ মনানলে
ছাই ক'রে পুড়াইব সব শাস্ত্র, সব
ব্রহ্মগর্ব্ব, সমস্ত তেত্রিশকোটি মিথ্যা!
আজ নহে মহারাজ রাজ অধিরাজ,
এই দিন মনে কোরো আর একদিন!

নয়নরায় ও চাঁদপালের প্রবেশ।

গোবিন্দ। (নয়নের প্রতি) সৈন্য লয়ে থাক হেথা নিষেধ করিতে
জীববলি।
নয়ন। ক্ষমা কর অধম কিঙ্করে।
অক্ষম রাজার ভৃত্য দেবতা মন্দিরে।
যতদূর যেতে পারে রাজার প্রতাপ
মোরা ছায়া সঙ্গে যাই!
চাঁদ। থাম সেনাপতি,
দীপশিখা থাকে এক ঠাঁই, দীপালোক
যায় বহুদূরে। রাজইচ্ছা যেথা যাবে
সেথা যাব মোরা।
গোবিন্দ। সেনাপতি, মোর আজ্ঞা
তোমার বিচারাধীন নহে! ধর্ম্মাধর্ম্ম
লাভক্ষতি রহিল আমার, কার্য্য শুধু
তব হাতে!
নয়ন। এ কথা হৃদয় নাহি মানে
মহারাজ, ভৃত্য বটে, তবুও মানুষ
আমি। আছে বুদ্ধি, আছে ধর্ম্ম, আছ প্রভু,
আছেন দেবতা!
গোবিন্দ। তবে ফেল অস্ত্র তব।
চাঁদপাল, তুমি হলে সেনাপতি, দুই
পদ রহিল তোমার। সাবধানে সৈন্য
লয়ে মন্দির করিবে রক্ষা!
চাঁদ। যে আদেশ
মহারাজ!
গোবিন্দ। নয়ন, তোমার অস্ত্র দাও
চাঁদপালে!
নয়ন। চাঁদপালে? কেন মহারাজ?
এ অস্ত্র, তোমার পূর্ব্ব রাজপিতামহ
দিয়েছেন আমাদের পিতামহে। ফিরে
নিতে চাও যদি, তুমি লও! স্বর্গে আছ
তোমরা হে পিতৃপিতামহ, সাক্ষী থাক
এতদিন যে রাজবিশ্বাস পালিয়াছ
বহু যত্নে, সাগ্নিকের পুণ্য অগ্নি সম,
যার ধন তারি হাতে ফিরে দিনু আজ
কলঙ্কবিহীন।
চাঁদ। কথা আছে ভাই!
নয়ন। ধিক্!
চুপ কর! মহারাজ, বিদায় হলেম!

প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান।

গোবিন্দ। ক্ষুদ্র স্নেহ নাই রাজকাজে! দেবতার
কার্য্যভার তুচ্ছ মানবের পরে, হায়
কি কঠিন!
রঘু। এমনি করিয়া ব্রহ্মশাপ
ফলে, বিশ্বাসী হৃদয় ক্রমে দূরে যায়,
ভেঙ্গে যায় দাঁড়াবার স্থান।

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়। আয়োজন
হয়েছে পূজার। প্রস্তুত রয়েছে বলি।

গোবিন্দ। বলি কার তরে?

জয়। মহারাজ, তুমি হেথা!
তবে শোন নিবেদন—একান্ত মিনতি
যুগল চরণতলে, প্রভু, ফিরে লও
তব গর্ব্বিত আদেশ! মানব হইয়া
দাঁড়ায়োনা দেবীরে আচ্ছন্ন করি—

রঘু। ধিক্
জয়সিংহ, ওঠ, ওঠ! চরণে পতিত
কার কাছে? আমি যার গুরু, এ সংসারে
এই পদতলে তার একমাত্র স্থান!
মূঢ়, ফিরে দেখ্,—গুরুর চরণ ধ'রে
ক্ষমা ভিক্ষা কর! রাজার আদেশ নিয়ে
করিব দেবীর পুজা,—করাল কালিকা,
এত কি হয়েছে তোর অধঃপাত? থাক্
পুজা, থাক্ বলি,—দেখিব রাজার দর্প
কতদিন থাকে। চলে এস জয়সিংহ।

উভয়ের প্রস্থান।

গোবিন্দ। এ সংসারে বিনয় কোথায়? মহাদেবী,
যারা করে বিচরণ তব পদতলে
তারাও শেখেনি হায় কত ক্ষুদ্র তারা!
হরণ করিয়া লয়ে তোমার মহিমা
আপনার দেহে বহে, এত অহঙ্কার!

প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্দির। রঘুপতি। জয়সিংহ। নক্ষত্ররায়।

নক্ষত্র। কি জন্য ডেকেছ গুরুদেব?

রঘু। কাল রাত্রে
স্বপন দিয়েছে দেবি, তুমি হবে রাজা।

নক্ষত্র। আমি হব রাজা! হা, হা! বল কি ঠাকুর!
রাজা হব? এ কথা নূতন শোনা গেল!

রঘু। তুমি রাজা হবে।

নক্ষত্র। বিশ্বাস না হয় মোর!

রঘু। দেবীর স্বপন সত্য। রাজটীকা পাবে
তুমি, নাহিক সন্দেহ!

নক্ষত্র। নাহিক সন্দেহ!
কিন্তু যদি নাই পাই!

রঘু। আমার কথায়
অবিশ্বাস!

নক্ষত্র। অবিশ্বাস কিছুমাত্র নেই,
কিন্তু দৈবাতের কথা যদি নাই হয়!

রঘু। অন্যথা হবে না কভু!

নক্ষত্র। অন্যথা হবে না!
দেখো প্রভু, কথা যেন ঠিক থাকে শেষে!
রাজা হয়ে মন্ত্রীটারে দেব দূর করে,
সর্ব্বদাই দৃষ্টি তার রয়েছে পড়িয়া
আমা পরে, যেন সে বাপের পিতামহ!
বড় ভয় করি তারে—বুঝেছ ঠাকুর,
তোমারে করিব মন্ত্রী।

রঘু। মন্ত্রিত্বের পদে
পদাঘাত করি আমি!

নক্ষত্র। আচ্ছা, জয়সিংহ
মন্ত্রী হবে। কিন্তু হে ঠাকুর, সবি যদি
জান তুমি, বল দেখি কবে রাজা হব!

রঘু। রাজরক্ত চান্ দেবী।

নক্ষত্র। রাজরক্ত চান্!

রঘু। রাজরক্ত আগে আন পরে রাজা হবে।

নক্ষত্র। পাব কোথা!

রঘু। ঘরে আছে গোবিন্দমাণিক্য।
তাঁরি রক্ত চাই!

নক্ষত্র। তাঁরি রক্ত চাই!

র। স্থির
হয়ে থাক জয়সিংহ, হোয়োনা চঞ্চল!
—বুঝেছ কি? শোন তবে,—
গোপনে তাঁহারে
বধ ক'রে, আনিবে সে তপ্তরাজরক্ত
দেবীর চরণে। জয়সিংহ, স্থির যদি
না থাকিতে পার, চলে যাও অন্য ঠাঁই!
—বুঝেছ নক্ষত্ররায়, দেবীর আদেশ
রাজরক্ত চাই—শ্রাবণের শেষ রাত্রে!
তোমরা রয়েছ দুই রাজভ্রাতা—জ্যেষ্ঠ
যদি অব্যাহতি পায়—তোমার শোণিত

আছে। তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী,
তখন সময় আর নাই বিচারের।

নক্ষত্র। সর্ব্বনাশ! হে ঠাকুর, কাজ কি রাজত্বে!
রাজরক্ত থাক্ রাজদেহে, আমি যাহা
আছি সেই ভাল!

রঘু। মুক্তি নাই! মুক্তি নাই
কিছুতেই! রাজরক্ত আনিতেই হবে!

নক্ষত্র। বলে দাও, হে ঠাকুর, কি করিতে হবে!

রঘু। প্রস্তুত হইয়া থাক। যখন যা' বলি
অবিলম্বে সাধন করিবে। কার্য্যসিদ্ধি
যত দিন নাহি হয় বন্ধ রেখো মুখ!
এখন বিদায় হও!

নক্ষত্র। হে মা কাত্যায়নী!

(প্রস্থান।)

জয়। এ কি কথা শুনিলাম! দয়াময়ি, এ কি
কথা! তোর আজ্ঞা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
বিশ্বের জননি! গুরু দেব! হেন আজ্ঞা
মাতৃআজ্ঞা ব'লে করিলে প্রচার!

রঘু। আর
কি উপায় আছে বল!

জয়। উপায়! কিসের
উপায় প্রভু! হা ধিক্! জননী, তোমার
হস্তে খড়্গ নাই? রোষে তব বজ্রানল
নাহি চণ্ডি? তব ইচ্ছা উপায় খুঁজিছে,
খুঁড়িছে সুরঙ্গপথ চোরের মতন
রসাতলগামী? এ কি পাপ!

রঘু। পাপপুণ্য
তুমি কিবা জান!

জয়। শিখেছি তোমারি কাছে!

রঘু। তবে এস বৎস, আর এক শিক্ষা দিই!
পাপপুণ্য কিছু নাই। কেবা ভ্রাতা, কেবা
আত্মপর। কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ!
এ জগৎ মহা হত্যাশালা! জাননা কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চির আঁখি মুদিতেছে! সে কাহার খেলা?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি!
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট;
তাহারা কি জীব নহে? রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগর জলে, নির্ম্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে,
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণপণে—ব্যাঘ্রের আক্রমে
মৃগসম, মুহূর্ত্ত দাঁড়াতে নাহি পারে!
মহাকালী কালস্বরূপিনী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়া, তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি,—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চিররক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তাঁর—

জয়। থাম, থাম, থাম! মায়াবিনি, পিশাচিনি,
মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস্ তুই
মা'র ছদ্মবেশ ধরে রক্তপান লোভে।
ক্ষুধিত বিহঙ্গশিশু অরক্ষিত নীড়ে
চেয়ে থাকে মা'র প্রত্যাশায়, কাছে আসে
লুব্ধকাক, ব্যগ্রকণ্ঠে অন্ধশাবকেরা
মা মনে করিয়া তারে করে ডাকাডাকি,
হারায় কোমল প্রাণ হিংস্রচঞ্চুঘাতে,
তেমনি কি তোর ব্যবসায়? প্রেম মিথ্যা,
স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর সব,
সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা! তবে
কেন মেঘ হতে, ঝরে আশীর্ব্বাদ সম
বৃষ্টিধারা দগ্ধ ধরণীর বক্ষ পরে,
গলে আসে পাষাণ হইতে দয়াময়ী
স্রোতস্বিনী মরুমাঝে, কোটি কণ্টকের
শিরোভাগে কেন ফুল ওঠে বিকশিয়া?
ছলনা করেছ মোরে প্রভু! দেখিতেছ
মাতৃভক্তি রক্তসম হৃদয় টুটিয়া
ফেটে পড়ে কিনা! আমারি হৃদয় বলি
দিলে মাতৃপদে। ওই দেখ হাসিতেছে
মা আমার স্নেহপরিহাস বশে! বটে,

তুই রাক্ষসী পাষাণী বটে, মা আমার
রক্ত পিয়াসিনী! নিবি মা আমার রক্ত—
ঘুচাবি সন্তানজন্ম এ জন্মের তরে,
দিব ছুরি বুকে? এই শিরা ছেঁড়া রক্ত
বড় কি লাগিবে ভাল? ওরে মা আমার
রাক্ষসী পাষাণী বটে! ডাকিছ কি মোরে
গুরুদেব? ছলনা বুঝেছি আমি তব!
ভক্তহিয়া বিদারিত এই রক্ত চাও!
দিয়েছিলে এই যে বেদনা, তারি পরে
জননীর স্নেহ হস্ত পড়িয়াছে। দুঃখ
চেয়ে সুখ শতগুণ। কিন্তু রাজরক্ত!
ছিছি! ভক্তিপিপাসিতা মাতা, তাঁরে বল
রক্তপিপাসিনী!

রঘু। বন্ধ হোক্ বলিদান
তবে!

জয়। হোক্ বন্ধ! না, না, গুরুদেব, তুমি
জান ভালমন্দ! সরল ভক্তির বিধি
শাস্ত্রবিধি নহে। আপন আলোকে আঁখি
দেখিতে না পায়, আলোক আকাশ হতে
আসে। প্রভু ক্ষমা কর—ক্ষমা কর দাসে!
ক্ষমা কর স্পর্দ্ধা মূঢ়তার; ক্ষমা কর
নিতান্ত বেদনাবশে উদ্ভ্রান্ত প্রলাপ!
বল প্রভু, সত্যই কি রাজরক্ত চান্
মহাদেবী?

রঘু। হায় বৎস, হায়! অবশেষে
অবিশ্বাস মোর প্রতি?

জয়। অবিশ্বাস! কভু
নহে! তোমারে ছাড়িলে বিশ্বাস আমার
দাঁড়াবে কোথায়? বাসুকীর শিরশ্চ্যুত
বসুধার মত, শূন্য হতে শূন্যে পাবে
লোপ! রাজরক্ত চায় তবে মহামায়া,
সে রক্ত আনিব আমি। দিব না ঘটিতে
ভ্রাতৃহত্যা!

রঘু। দেবতার আজ্ঞা পাপ নহে।

জয়। পুণ্য তবে, আমিই সে করিব অর্জ্জন!

রঘু। সত্য ক'রে বলি বৎস তবে। তোরে আমি
ভালবাসি প্রাণের অধিক—পালিয়াছি
শিশুকাল হতে তোরে, মায়ের অধিক
স্নেহে, তোরে আমি নারিব হারাতে!

জয়। মোর
স্নেহে ঘটিতে দিব না পাপ, অভিশাপ
আনিব না এ স্নেহের পরে।

রঘু। ভাল ভাল
সে কথা হইবে পরে—কল্য হবে স্থির।

উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দির। অপর্ণা।

গান।

ওগো পুরবাসী!
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।

জয়সিংহ, কোথা জয়সিংহ! কেহ নাই
এ মন্দিরে! তুমি কে দাঁড়ায়ে আছ হোথা
অচল মূরতি,—কোন কথা না বলিয়া
হরিতেছ জগতের সারধন যত!
আমরা যাহার লাগি কাতর কাঙাল
ফিরে মরি পথে পথে, সে আপনি এসে
তব পদতলে করে আত্মসমর্পণ!
তাহে তোর কোন্ প্রয়োজন! কেন তারে
কৃপণের ধন সম রেখে দিস্ পুঁতে
মন্দিরের তলে—দরিদ্র এ সংসারের
সর্ব্ব ব্যবহার হতে করিয়া গোপন!
জয়সিংহ, এ পাষাণী কোন্ সুখ দেয়,
কোন্ কথা বলে তোমা কাছে, কোন্ চিন্তা
করে তোমা তরে,—প্রাণের গোপন পাত্রে
কোন্ সান্ত্বনার সুধা চির রাত্রি দিন
রেখে দেয় করিয়া সঞ্চিত! ওরে চিত্ত
উপবাসী, কার রুদ্ধ দ্বারে আছ বসে?

গান।

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।

হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা,
শুনিতেছি সারাবেলা সুমধুর বাঁশি!

রঘুপতির প্রবেশ।

রঘু। কে রে তুই এ মন্দিরে!

অপর্ণা। আমি ভিখারিণী।
জয়সিংহ কোথা!

রঘু। দূর হ এখান হতে
মায়াবিনী! জয়সিংহে চাহিস্ কাড়িতে
দেবীর নিকট হতে ওরে উপদেবী!

অপর্ণা। আমা হতে দেবীর কি ভয়? আমি ভয়
করি তারে, পাছে মোর সব করে গ্রাস্!

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

চাহিনা অনেক ধন, রবনা অধিকক্ষণ
যেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি!
তোমরা আনন্দে রবে নব নব উৎসবে
কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি!

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দির সম্মুখে পথ।

জয়সিংহ।

জয়। দূর হোক্ চিন্তা জাল! দ্বিধা দূর হোক্!
চিন্তার নরক চেয়ে কার্য্য ভাল, যত
ক্রূর, যতই কঠোর হোক্! কার্য্যের ত
শেষ আছে, চিন্তার সীমানা নাই কোথা;—
ধরে সে সহস্র মূর্ত্তি পলকে পলকে
বাষ্পের মতন,—চারিদিকে যতই সে
পথ খুঁজে মরে, পথ তত লুপ্ত হয়ে
যায়। এক ভাল অনেকের চেয়ে! তুমি
সত্য, গুরুদেব, তোমারি আদেশ সত্য—
সত্যপথ তোমারি ইঙ্গিতমুখে। হত্যা
পাপ নহে, ভ্রাতৃহত্যা পাপ নহে, নহে
পাপ রাজহত্যা!—সেই সত্য, সেই সত্য!
পাপ পুণ্য নাই, সেই সত্য! থাক্ চিন্তা,
থাক্ আত্মদাহ, থাক্ বিচার বিবেক!

কোথা যাও ভাই সব, মেলা আছে বুঝি
নিশিপুরে!—কুকী রমণীর নৃত্য হবে?
আমিও যেতেছি!—এ ধরায় কত সুখ
আছে—নিশ্চিন্ত আনন্দসুখে নৃত্য করে
নারীদল,—মধুর অঙ্গের রঙ্গভঙ্গ
উচ্ছসিয়া উঠে চারিদিকে, তটপ্লাবী
তরঙ্গিণীসম! নিশ্চিন্ত আনন্দে সবে
ধায় চারিদিক হতে—উঠে গীত গান,
বহে হাস্য পরিহাস, ধরণীর শোভা
উজ্জ্বল মূরতি ধরে!—আমিও চলিনু!

গান।

বাউলের সুর।

আমারে, কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে!
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে সঙ্গে তোদের নিয়ে
যা'রে।

দূরে অপর্ণার প্রবেশ।

ওকিও অপর্ণা! দূরে দাঁড়াইয়া কেন?
শুনিতেছ অবাক্ হইয়া, জয়সিংহ
গান গাহে? সব মিথ্যা, বৃহৎ বঞ্চনা,
তাই হাসিতেছি—তাই গাহিতেছি গান।
ওই দেখ পথ দিয়ে তাই চলিতেছে
লোক নির্ভাবনা, তাই ছোটকথা নিয়ে
এতই কৌতুক হাসি, এত কুতূহল,
তাই এত যত্নভরে সেজেছে যুবতী!
সত্য যদি হত, তবে হত কি এমন?
সহজে আনন্দ এত বহিত কি হেথা?
তাহা হলে বেদনায় বিদীর্ণ ধরায়
বিশ্বব্যাপী ব্যাকুল ক্রন্দন থেমে গিয়ে,
মূক হয়ে রহিত অনন্তকাল ধরি!
বাঁশি যদি সত্যই কাঁদিত বেদনায়—
ফেটে গিয়ে সঙ্গীত নীরব হত তার।
মিথ্যা ব'লে তাই এত হাসি; শ্মশানের
কোলে বসে খেলা, বেদনার পাশে শুয়ে
গান, হিংসা ব্যাঘিণীর থর নখতলে

চলিতেছে প্রতিদিবসের কর্ম্মকাজ !
সত্য হ'লে এমন কি হত ? হা অপর্ণা,
তুমি আমি কিছু সত্য নই—তাই জেনে
সুখী হও,—বিষন্ন বিস্ময়ে মুগ্ধ আঁখি
তুলে কেন্ন রয়েছিস্ চেয়ে ! আয় সখি,
চিরদিন চ'লে যাই দুই জনে মিলে
সংসারের পর দিয়ে—শূন্য নভস্তলে
দুই লঘু মেঘখণ্ড সম !

রঘুপতির প্রবেশ ।

রঘু। জয়সিংহ !

জয়। তোমারে চিনিনে আমি ! আমি চলিয়াছি
আমার অদৃষ্টভরে ভেসে নিজ পথে,—
পথের সহস্র লোক যেমন চলেছে।
তুমি কে বলিছ মোরে দাঁড়াইতে ? তুমি
চলে যাও—আমি চলে যাই !

রঘু। জয়সিংহ !

জয়। ওইত সম্মুখে পথ চলেছে সরল—
চলে যাব ভিক্ষাপাত্র হাতে, সঙ্গে লয়ে
ভিখারিণী সখী মোর।—কে বলিল এই
সংসারের রাজপথ দুরূহ জটিল !
যেমন ক'রেই যাই, দিবা-অবসানে
পঁহুছিব জীবনের অন্তিম পলকে ;
আচার বিচার তর্ক-বিতর্কের জাল
কোথা মিশে যাবে ! ক্ষুদ্র এই পরিশ্রান্ত
নরজন্ম সমর্পিব ধরণীর কোলে ;
দু'চারি দিনের এই সমষ্টি আমার,
দুচারিটা ভুল-ভ্রান্তি ভয় দুঃখ সুখ
ক্ষীণ হৃদয়ের আশা, দুর্ব্বলতা বশে
ভ্রষ্ট ভগ্ন এ জীবনভার, ফিরে দিয়ে
অনন্তকালের হাতে গভীর বিশ্রাম !
এইত সংসার ! কি কাজ শাস্ত্রের বিধি,
কি কাজ গুরুতে !—প্রভু, পিতা, গুরুদেব,
কি বলিতেছিনু ! স্বপ্নে ছিনু এতক্ষণ !
এই সে মন্দির—ওই সেই মহাবট
দাঁড়ায়ে রয়েছে, অটল কঠিন দৃঢ়
নিষ্ঠুর সত্যের মত ! কি আদেশ দেব !
ভুলি নাই কি করিতে হবে। এই দেখ,
(ছুরি দেখাইয়া)
তোমার আদেশ স্মৃতি অন্তরে বাহিরে
হতেছে শাণিত। আরো কি আদেশ আছে
প্রভু !

রঘু। দূর ক'রে দাও ওই বালিকারে
মন্দির হইতে। মায়াবিনী, জানি আমি
তোদের কুহক ! দূর করে দাও ওরে !

জয়। দূর ক'রে দিব ? দরিদ্র, আমারি মত
মন্দির আশ্রিত, আমারি মতন হায়
সঙ্গীহীন, অকণ্টক পুষ্পের মতন
নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, শুভ্র, সুন্দর, সরল,
সুকোমল, বেদনাকাতর, দূর করে
দিতে হবে ওরে ? তাই দিব গুরুদেব !
চলে যা' অপর্ণা ! দয়ামায়া স্নেহ প্রেম
সব মিছে ! মরে যা' অপর্ণা ! সংসারের
বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
তবু দয়াময় মৃত্যু ! চলে যা' অপর্ণা !

অপর্ণা। তুমি চলে এস জয়সিংহ, এ মন্দির
ছেড়ে, দুইজনে চলে যাই !

জয়। দুইজনে
চলে যাই ! এ ত স্বপ্ন নয় ! একবার
স্বপ্নে মনে করেছিনু স্বপ্ন এ জগৎ !
তাই হেসেছিনু, সুখে গান গেয়েছিনু।
কিন্তু সত্য এ যে ! বোলো না সুখের কথা
আর—দেখায়ো না স্বাধীনতা প্রলোভন—
বন্দী আমি সত্য কারাগারে !

রঘু। জয়সিংহ,
কাল নাই মিষ্ট আলাপের ! দূর করে
দাও ওই বালিকারে !

জয়। চলে যা অপর্ণা !

অপর্ণা। কেন যাব ?

জয়। এই নারী-অভিমান তোর ?

অপর্ণা। অভিমান কিছু নাই আর। জয়সিংহ,
তোমার বেদনা, আমার সকল ব্যথা
সব গর্ব্ব চেয়ে বেশি। কিছু মোর নাই
অভিমান।

জয়। তবে আমি যাই। মুখ তোর
দেখিব না, যতক্ষণ রহিবি হেথায়!
চলে যা অপর্ণা।

অপর্ণা। নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ। ধিক্
থাক্ ব্রাহ্মণত্বে তব! আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ বন্ধনে
জয়সিংহ পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে। প্রস্থান।

রঘু। বৎস, তোল মুখ, কথা কও একবার!
প্রাণপ্রিয় প্রাণাধিক, আমার কি প্রাণে
অগাধ সমুদ্রসম স্নেহ নাই! আরো
চাস্? আমি আজন্মের বন্ধু, হৃদণ্ডের
মায়াপাশ ছিন্ন হয়ে যায় যদি, তাহে
এত ক্লেশ!

জয়। থাক্ প্রভু, বোলো না স্নেহের
কথা আর! কর্ত্তব্য রহিল শুধু মনে।
স্নেহপ্রেম তরুলতাপত্রপুষ্পসম
ধরণীর উপরেতে শুধু, আসে যায়
শুকায় মিলায় নব নব স্বপ্নবৎ!
নিম্নে থাকে শুষ্ক রূঢ় পাষাণের স্তূপ
রাত্রিদিন, অনন্ত হৃদয়ভারসম! প্রস্থান।

রঘু। জয়সিংহ, কিছুতে পাইনে তোর মন,
এত যে সাধনা করি নানা ছলে বলে! প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্দির প্রাঙ্গন।

জনতা।

গণেশ। এবারে মেলায় তেমন লোক হল না!

অক্রুর। এবারে আর লোক হবে কি করে? এ ত আর হিঁদুর রাজত্ব রইল না। এ যেন নবাবের রাজত্ব হয়ে উঠ্‌ল! ঠাকরুণের বলিই বন্ধ হয়ে গেল, ত মেলায় লোক আস্‌বে কি!

কানু। ভাই, রাজার ত এ বুদ্ধি ছিল না, বোধ হয় কিসে তাকে পেয়েছে।

অক্রুর। যদি পেয়ে থাকে ত কোন্ মুসলমানের ভূতে পেয়েছে, নইলে বলি উঠিয়ে দেবে কেন?

গণেশ। কিন্তু যাই বল, এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না!

কানু। পুরুত ঠাকুর ত স্বয়ং বলে দিয়েছেন তিন মাসের মধ্যে মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যাবে।

হারু। তিন মাস কেন যে রকম দেখ্‌চি তাতে তিন দিনের ভর সইবে না। এই দেখ না কেন, আমাদের মোধো এই আড়াই বছর ধ'রে ব্যাম ভুগে ভুগে বরাবরই ত বেঁচে এসেছে, ঐ যেমন বলি বন্ধ হল অম্‌নি মারা গেল।

অক্রুর। না রে, সে ত আজ তিন মাস হল মরেছে!

হারু। না হয় তিন মাসই হল কিন্তু এই বছরেই ত মরেচে বটে!

ক্ষান্তমণি। ওগো, তা কেন, আমার ভাসুরপো, সে যে মরবে কে জান্‌ত! তিন দিনের জ্বর। ঐ যেম্‌নি কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অম্‌নি চোখ উল্‌টে গেল!

গণেশ। সে দিন মথুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগ্‌ল, এক-খানি চালা বাকি রইল না!

চিন্তামণি। অত কথায় কাজ কি! দেখ না কেন, এ বছর ধান যেমন শস্তা হয়েছে এমন আর কোন বছরে হয়নি। এ বছর চাষার কপালে কি আছে কে জানে!

হারু। ঐ রে রাজা আস্‌চে! সকালবেলাতেই আমা-দের এমন রাজার মুখ দেখ্‌লুম, দিন কেমন যাবে কে জানে! চল এখান থেকে সরে পড়ি! সকলের প্রস্থান।

চাঁদপাল ও গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ।

চাঁদ। মহারাজ, সাবধানে থেকো! চারিদিকে
চক্ষুকর্ণ পেতে আছি, রাজইষ্টানিষ্ট
কিছু না এড়ায় মোর কাছে। মহারাজ,
তব প্রাণ হত্যা তরে গুপ্ত আলোচনা
স্বকর্ণে শুনেছি।

গোবিন্দ। প্রাণহত্যা! কে করিবে?

চাঁদ। বলিতে সঙ্কোচ মানি। ভয় হয় পাছে
সত্যকার ছুরি চেয়ে নিষ্ঠুর সংবাদ
অধিক আঘাত করে রাজার হৃদয়ে!

গোবিন্দ। অসঙ্কোচে বলে যাও। রাজার হৃদয়
সতত প্রস্তুত থাকে আঘাত সহিতে।
কে করেছে হেন পরামর্শ?

চাঁদ। যুবরাজ
নক্ষত্ররায়।
গোবিন্দ। নক্ষত্র?
চাঁদ। স্বকর্ণে শুনেছি
মহারাজ, রঘুপতি যুবরাজে মিলে
গোপনে মন্দিরে বসে স্থির হয়ে গেছে
সব কথা।
গোবিন্দ। দুই দণ্ডে স্থির হয়ে গেল
আজন্মের বন্ধন টুটিতে! হায় বিধি!
চাঁদ। দেবতার কাছে তব রক্ত এনে দেবে—
গোবিন্দ। দেবতার কাছে! তবে আর নক্ষত্রের
নাই দোষ। জানিয়াছি, দেবতার নামে
মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ। ভয় নাই
যাও তুমি কাজে। সাবধানে রব আমি।
চাঁদপাল প্রস্থান।
রক্ত নহে, ফুল আনিয়াছি, মহাদেবী,
ভক্তি শুধু, হিংসা নহে, বিভীষিকা নহে!
এ জগতে দুর্ব্বলেরা বড় অসহায়
মা জননি, বাহুবল বড়ই নিষ্ঠুর,
স্বার্থ বড় ক্রূর, লোভ বড় নিদারুণ,
অজ্ঞান একান্ত অন্ধ, গর্ব্ব চ'লে যায়
অকাতরে ক্ষুদ্রেরে দলিয়া পদতলে!
হেথা স্নেহ প্রেম অতি ক্ষীণবৃন্তে থাকে
পলকে খসিয়া প'ড়ে স্বার্থের পরশে।
তুমিও জননী যদি খড়্গ উঠাইলে,
মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার!
ভাই তাই ভাই নহে আর, পতি প্রতি
সতী বাম, বন্ধু শত্রু, শোণিতে পঙ্কিল
মানবের বাসগৃহ, হিংসা পুণ্য, দয়া
নির্ব্বাসিত। আর নহে, আর নহে, ছাড়
ছদ্মবেশ! এখনো কি হয়নি সময়?
এখনো কি রহিবে প্রলয় রূপ তব?
এই যে উঠিছে খড়্গ চারিদিক হতে
মোর শির লক্ষ্য করি, মাতঃ একি তোরি
চারিভুজ হতে? তাই হবে! তবে তাই
হোক্! বুঝি মোর রক্তপাতে হিংসানল
নিবে যাবে। ধরণীর সহিবে না এত
হিংসা! রাজহত্যা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
সমস্ত প্রজার বুকে লাগিবে বেদনা,
সমস্ত ভা'য়ের প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া!
মোর রক্তে হিংসার ঘুচিবে মাতৃবেশ,
প্রকাশিবে রাক্ষসী আকার! এই যদি
দয়ার বিধান তোর, তবে তাই হোক্!

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়। বল্ চণ্ডি, সত্যই কি রাজরক্ত চাই?
এই বেলা বল্—বল্ নিজ মুখে, বল্
মানব ভাষায়, বল্ শীঘ্র, সত্যই কি
রাজরক্ত চাই?
(নেপথ্যে) চাই!
জয়। তবে মহারাজ,
নাম লহ ইষ্ট দেবতার! কাল তব
নিকটে এসেছে!
গোবিন্দ। কি হয়েছে জয়সিংহ?
জয়। শুনিলে না নিজ কর্ণে? দেবীরে শুধানু,
সত্যই কি রাজরক্ত চাই—দেবী নিজে
কহিলেন—চাই!
গোবিন্দ। দেবী নহে জয়সিংহ,
কহিলেন রঘুপতি অন্তরাল হতে,
পরিচিত স্বর।
জয়। কহিলেন রঘুপতি?
অন্তরাল হতে? নহে নহে, আর নহে!
কেবলি সংশয় হতে সংশয়ের মাঝে
নামিতে পারিনে আর! যখনি কূলের
কাছে আসি—কে মোরে ঠেলিয়া ফেলে দেয়
অতলের মাঝে! সে যে অবিশ্বাস দৈত্য।
আর নহে! গুরু হোক্, কিম্বা দেবী হোক্
একই কথা! (ছুরিকা উন্মোচন)
ফুল নে মা! নে মা! ফুল নে মা।
পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক্ তোর
পরিতোষ! আর রক্ত না মা, আর রক্ত
নয়! এও যে রক্তের মত রাঙা, দুটি
জবাফুল! পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে
উঠিয়াছে ফুটে, সন্তানের রক্তপাতে

ব্যথিত ধরার স্নেহবেদনার মত।
নিতে হবে! এই নিতে হবে! আমি
নাহি ডরি তোর রোষ! রক্ত নাহি দিব!
রাঙা' তোর আঁখি! তোল তোর খড়্গ! আন্
তোর শ্মশানের দল! আমি নাহি ডরি!

জয়সিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

এ কি হল হায়! দেবী গুরু যাহা ছিল
এক দণ্ডে বিসর্জ্জন দিনু—বিশ্ব মাঝে
কিছু রহিল না আর!

রঘুপতির প্রবেশ।

রঘু। সকল শুনেছি
আমি! সব পণ্ড হল! কি করিলি, ওরে
অকৃতজ্ঞ!

জয়। দণ্ড দাও প্রভু!

রঘু। সব ভেঙ্গে
দিলি! ব্রহ্মশাপ ফিরাইলি অর্দ্ধপথ
হতে! লজ্বিলি গুরুর বাক্য! ব্যর্থ করে
দিলি দেবীর আদেশ! আপন বুদ্ধিরে
করিলি সকল হতে বড়! আজন্মের
স্নেহঋণ শুধিলি এমনি করে!

জয়। দণ্ড
দাও পিতা!

রঘু। কোন্ দণ্ড দিব?

জয়। প্রাণদণ্ড!

রঘু। নহে। তার চেয়ে গুরুদণ্ড চাই! স্পর্শ
কর্ দেবীর চরণ!

জয়। করিনু পরশ!

রঘু। বল্ তবে, আমি এনে দিব রাজরক্ত
শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে!

জয়। আমি এনে দিব রাজরক্ত, শ্রাবণের
শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।

রঘু। চলে যাও!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্দির।

জনতা। রঘুপতি। জয়সিংহ।

রঘু। তোরা এখেনে সব কি কর্‌তে এলি?

সকলে। আমরা ঠাকরুণ দর্শন কর্ত্তে এসেছি।

রঘু। বটে! দর্শন কর্‌তে এসেছ? এখনো তোমাদের চোখ দুটো যে আছে সে কেবল বাপের পুণ্যে! ঠাকরুণ কোথায়? ঠাকরুণ এ রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন! তোরা ঠাকরুণকে রাখ্‌তে পারলি কৈ? তিনি চলে গেছেন।

সকলে। কি সর্ব্বনাশ। সে কি কথা ঠাকুর! আমরা কি অপরাধ করেছি!

নিস্তারিণী। আমার বোনপোর ব্যামো ছিল বলেই যা আমি ক'দিন পূজো দিতে আস্‌তে পারিনি!

গোবর্দ্ধন। আমার পাঁঠা দুটো ঠাকরুণকেই দেব বলে অনেক দিন থেকে মনে করে রেখেছিলুম, এরি মধ্যে রাজা বলি বন্ধ করে দিলে ত আমি কি করব!

হারু। এই আমাদের গন্ধমাদন যা মানৎ করেছিল তা মাকে দেয় নি বটে কিন্তু মাও ত তেম্‌নি তাকে শাস্তি দিয়েচেন! তার পিলে বেড়ে ঢাক্ হয়ে উঠেছে—আজ ছ'টি মাস বিছানায় প'ড়ে! তা' বেশ হয়েছে, আমাদেরি যেন সে মহাজন তাই বলে কি মা'কে ফাঁকি দিতে পার্‌বে!

অক্রুর। চুপ কর্ তোরা! মিছে গোল করিস্‌নে! আচ্ছা ঠাকুর, মা কেন চলে গেলেন, আমাদের কি অপরাধ হয়েছিল?

রঘু। মা'র জন্যে এক ফোঁটা রক্ত দিতে পারিস্‌নে এই ত তোদের ভক্তি?

অনেকে। রাজার আজ্ঞা, তা আমরা কি কর্‌ব!

রঘু। রাজা কে! মা'র সিংহাসন তবে কি রাজার সিংহাসনের নীচে? তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে নিয়েই থাক্, দেখি তোদের রাজা কি ক'রে রক্ষে করে!

(সকলের সভয়ে গুনগুন্ স্বরে কথা)

অক্রুর। চুপ কর্! সন্তান যদি অপরাধ করে থাকে

মা তাকে দণ্ড দিক্, কিন্তু একেবারে ছেড়ে চলে যাবে এ কি মা'র মত কাজ? বলে দাও, কি করলে মা ফিরবে!

রঘু। তোদের রাজা যখন রাজ্য ছেড়ে যাবে মাও তখন রাজ্যে ফিরে পদার্পণ করবে।

নিস্তব্ধভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন।

রঘু। তবে তোরা দেখ্‌বি? এইখেনে আয়! অনেক দূর থেকে অনেক আশা ক'রে ঠাকরুণকে দেখ্‌তে এসেছিস্, তবে একবার চেয়ে দেখ্!

মন্দিরের দ্বারউদ্ঘাটন। প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দৃশ্যমান।

সকলে। ও কি! মা'র মুখ কোন্ দিকে?

অক্রুর। ওরে, মা বিমুখ হয়েচেন।

সকলে। ওমা, ফিরে দাঁড়া মা, ফিরে দাঁড়া মা, ফিরে দাঁড়া মা! একবার ফিরে দাঁড়া! মা কোথায়! মা কোথায়! আমরা তোকে ফিরিয়ে আন্‌ব মা! আমরা তোকে ছাড়ব না! চাইনে আমাদের রাজা! যাক্ রাজা! মরুক্ রাজা!

জয়। (রঘুপতির নিকটে আসিয়া) প্রভু, আমি কি একটি কথাও কব না?

রঘু। না!

জয়। সন্দেহের কি কোন কারণ নেই!

রঘু। না!

জয়। সমস্তই কি বিশ্বাস করিব?

রঘু। হাঁ!

অপর্ণা। (পার্শ্বে আসিয়া) জয়সিংহ,এস জয়সিংহ,শীঘ্র এস
এ মন্দির ছেড়ে!

জয়। বিদীর্ণ হইল বক্ষ!

রঘুপতি অপর্ণা জয়সিংহের প্রস্থান।

রাজার প্রবেশ।

প্রজাগণ। রক্ষা কর মহারাজ, আমাদের রক্ষা
কর – মাকে ফিরে দাও!

গোবি। বৎসগণ, কর
অবধান! সেই মোর প্রাণপণ সাধ,
জননীরে ফিরে এনে দেব।

প্রজা। জয় হোক্
মহারাজ, জয় হোক্ তব!

গোবি। একবার
শুধাই তোদের, তোরা কি মায়ের গর্ভে
নিস্‌নি জনম? মাতৃগণ, তোমরাত
অনুভব করিয়াছ কোমল হৃদয়ে
মাতৃস্নেহসুধা; বল দেখি মা কি নেই?

মাতৃস্নেহ সব হতে পবিত্র প্রাচীন;
সৃষ্টির প্রথম দণ্ডে মাতৃস্নেহ শুধু
একেলা জাগিয়া বসে ছিল, নতনেত্রে
তরুণ বিশ্বেরে কোলে লয়ে! আজিও সে
পুরাতন মাতৃস্নেহ রয়েছে বসিয়া
ধৈর্য্যের প্রতিমা হয়ে! সহিয়াছে কত
উপদ্রব, কত শোক, কত ব্যথা, কত
অনাদর,—চথের সম্মুখে ভায়ে ভায়ে
কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠুরতা, কত
অবিশ্বাস—বাক্যহীন বেদনা বহিয়া
তবু সে জননী আছে বসে, দুর্ব্বলের
তরে কোল পাতি, একান্ত যে নিরুপায়
তারি তরে সমস্ত হৃদয় দিয়ে। আজ
কি এমন অপরাধ করিয়াছি মোরা
যার লাগি সে অসীম স্নেহ চলে গেল
চিরমাতৃহীন ক'রে অনাথ সংসার!
বৎসগণ, মাতৃগণ, বল, খুলে বল,
কি এমন করিয়াছি অপরাধ?

কেহ কেহ। মা'র
বলি নিষেধ করেছ! বন্ধ মা'র পূজা!

গোবি। নিষেধ করেছি বলি, সেই অভিমানে
বিমুখ হয়েছে মাতা! আসিছে মড়ক,
উপবাস, অনাবৃষ্টি, অগ্নি, রক্তপাত;
মা তোদের এমনি মা বটে! দণ্ডে দণ্ডে
ক্ষীণ শিশুটিরে স্তন্য দিয়ে বাঁচাইয়ে
তোলে মাতা, সে কি তার রক্ত পান লোভে?
হেন মাতৃঅপমান মনে স্থান দিলি
যবে, আজন্মের মাতৃস্নেহস্মৃতিমাঝে
ব্যথা বাজিল না? মনে পড়িল না মা'র
মুখ?—রক্ত চাই, রক্ত চাই, গরজন
করিছে জননী, অবোলা দুর্ব্বল জীব
প্রাণভয়ে কাঁপে থরথর,—নৃত্য করে

দয়াহীন নরনারী রক্তমত্ততায়,
এই কি মায়ের পরিবার ? পুত্রগণ
এই কি মায়ের স্নেহছবি ?

প্রজাগণ। মূর্খ মোরা
বুঝিতে পারিনে।

গোবি। বুঝিতে পার না ! শিশু
দুদিনের, কিছু যে বোঝেনা আর, সেও
তার জননীরে বোঝে ! সেও বোঝে, ভয়
পেলে নির্ভয় মায়ের কাছে, সেও বোঝে
ক্ষুধা পেলে দুগ্ধ আছে মাতৃস্তনে, সেও
ব্যথা পেলে কাঁদে মা'র মুখ চেয়ে ! —তোরা
এমনি কি ভুলে ভ্রান্ত হলি, মা'কে গেলি
ভুলে ? বুঝিতে পার না মাতা দয়াময়ী ?
বুঝিতে পার না জীবজননীর পূজা
জীব রক্ত দিয়ে নহে, ভালবাসা দিয়ে !
বুঝিতে পার না—ভয় যেথা মা সেথানে
নয়, হিংসা যেথা মা সেথানে নাই, রক্ত
যেথা মা'র সেথা অশ্রুজল ! ওরে বৎস,
কি করিয়া দেখাব তোদের, কি বেদনা
দেখেছি মায়ের মুখে, কি কাতর দয়া,
কি ভর্ৎসনা অভিমানভরা ছলছল
নেত্রে তাঁর ! দেখাইতে পারিতাম যদি,
সেই দণ্ডে চিনিতিস্ আপনার মাকে !
দয়া এল দীনবেশে মন্দিরের দ্বারে,
অশ্রুজলে মুছে দিতে কলঙ্কের দাগ
মার সিংহাসন হতে, সেই অপরাধে
মাতা চলে গেল রোষভরে, এই তোরা
করিলি বিচার ?

প্রজা। আপনি চাহিয়া দেখ,
বিমুখ হয়েছে মাতা সন্তানের পরে !

অপর্ণা। (মন্দির দ্বারে উঠিয়া)
বিমুখ হয়েছে মাতা ! আয় ত মা, দেখি,
আয় ত সমুখে একবার ! (প্রতিমা ফিরাইয়া)
এই দেখ,
মুখ ফিরায়েছে মাতা !

সকলে। ফিরেছে জননী !
জয়হোক্ জয়হোক্ !

ভৈরবী। একতাল।

থাক্‌তে আর ত পারলি নে মা, পার্‌লি কৈ ?
কোলের সন্তানেরে ছাড়্‌লি কৈ ?
দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে,
মুখ ত ফিরালি শেষে, অভয়চরণ কাড়্‌লি কৈ ?

সকলের প্রস্থান।

জয়সিংহ ও রঘুপতির প্রবেশ।

জয়। সত্য বল, প্রভু, তোমারি এ কাজ !

রঘু। সত্য
কেন না বলিব ? আমি কি ডরাই সত্য
বলিবারে ? আমারি এ কাজ। প্রতিমার
মুখ ফিরায়ে দিয়েছি আমি। কি বলিতে
চাও, বল ! হয়েছ গুরুর গুরু তুমি,
কি ভর্ৎসনা করিবে আমারে ? দিবে কোন্
উপদেশ ?

জয়। বলিবার কিছু নাই মোর !

রঘু। কিছু নাই ? কোন প্রশ্ন নাই মোর কাছে ?
সন্দেহ জন্মিলে মনে মীমাংসার তরে
চাহিবে না গুরু উপদেশ ? এত দূরে
গেছ ? মনে এতই কি ঘটেছে বিচ্ছেদ ?
মূঢ়, শোন ! সত্যই ত বিমুখ হয়েছে
দেবী, কিন্তু তাই বলে প্রতিমার মুখ
নাহি ফিরে ! মন্দিরে যে রক্তপাত করি
দেবী তাহা করে পান, প্রতিমার মুখে
সে রক্ত উঠে না। দেবতার অসন্তোষ
প্রতিমার মুখে প্রকাশ না পায়। কিন্তু
মূর্খদের কেমনে বুঝাব। চোখে চাহে
দেখিবারে, চোখে যাহা দেখিবার নয়।
মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই।
মূর্খ ! তোমার আমার হাতে সত্য নাই !
সত্যের প্রতিমা সত্য নহে, কথা সত্য
নহে, লিপি সত্য নহে, মূর্ত্তি সত্য নহে,
চিন্তা সত্য নহে ! সত্য কোথা আছে, কেহ
নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে !
সেই সত্য কোটি মিথ্যা রূপে চারিদিকে
ফাটিয়া পড়েছে ; সত্য তাই নাম ধরে

মহামায়া, অর্থ তার মহামিথ্যা! সত্য
মহারাজ বসে থাকে রাজঅন্তঃপুরে—
শত মিথ্যা প্রতিনিধি তার, চতুর্দ্দিকে
মরে খেটে খেটে!—শিরে হাত দিয়ে, বসে
বসে ভাব'—আমার অনেক কাজ আছে।
আবার গিয়েছে ফিরে প্রজাদের মন।

জয়। যে তরঙ্গ তীরে নিয়ে আসে, সেই ফিরে
অকূলের মাঝখানে টেনে নিয়ে যায়!
সত্য নহে, সত্য নহে, সত্য নহে; সবি
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা! দেবী নাই প্রতিমার
মাঝে, তবে কোথা আছে? কোথাও সে নাই!
দেবী নাই! ধন্য ধন্য ধন্য মিথ্যা তুমি!

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ কক্ষ।

রাজা। চাঁদপাল।

চাঁদ। প্রজারা করিছে কুমন্ত্রণা। মোগলের
সেনাপতি চলিয়াছে আসামের দিকে
যুদ্ধ লাগি,—নিকটেই আছে, দুই চারি
দিবসের পথে। প্রজারা তাহারি কাছে
পাঠাবে প্রস্তাব—তোমারে করিতে দূর
সিংহাসন হতে!

গোবিন্দ। আমারে করিবে দূর?
মোর পরে এত অসন্তোষ?

চাঁদ। মহারাজ,
সেবকের অনুনয় রাখ—পশুরক্ত
এত যদি ভাল লাগে নিষ্ঠুর প্রজার,
দাও তাহাদের পশু,—রাক্ষসী প্রবৃত্তি
পশুর উপর দিয়া যাক্! সর্ব্বদাই
ভয়ে ভয়ে আছি কখন্ কি হয়ে পড়ে।

গোবিন্দ। আছে ভয় জানি চাঁদপাল। রাজকার্য্য
সেও আছে! পাথার ভীষণ, তবু তরী
তীরে নিয়ে যেতে হবে। গেছে কি প্রজার
দূত মোগলের কাছে?

চাঁদ। এতক্ষণে গেছে।

গোবিন্দ। চাঁদ পাল, তুমি তবে যাও এই বেলা,
মোগলের শিবিরের কাছাকাছি থেকো—
যখন যা ঘটে সেথা পাঠায়ো সংবাদ!

চাঁদ। মহারাজ! সাবধানে থেকো হেথা প্রভু,
অন্তরে বাহিরে শত্রু!

প্রস্থান।

গুণবতীর প্রবেশ।

গোবিন্দ। প্রিয়ে, বড় শুষ্ক,
বড় শূন্য এ সংসার! অন্তরে বাহিরে
শত্রু। তুমি এসে ক্ষণেক দাঁড়াও হেসে,
ভালবেসে চাও মুখ পানে। প্রেমহীন
অন্ধকার ষড়যন্ত্র বিপদ বিদ্বেষ
সবার উপরে হোক্ তব সুধাময়
আবির্ভাব, ঘোর নিশীথের শিরোদেশে
নির্নিমেষ চন্দ্রের মতন। প্রিয়তমে,
নিরুত্তর কেন? অপরাধ বিচারের
এই কি সময়? তৃষার্ত্ত হৃদয় যবে
মুমূর্ষুর মত চাহে মরুভূমি মাঝে
সুধাপাত্র হাতে নিয়ে চলে যাবে? চলে
গেলে? হায়, দুর্ব্বহ জীবন!

গুণবতীর প্রস্থান।

নক্ষত্রের প্রবেশ।

নক্ষত্র। (স্বগত) যেথা যাই সকলেই বলে "রাজা হবে?"
"রাজা হবে?" এ বড় আশ্চর্য্য কাণ্ড! একা
বসে থাকি তবু শুনি কে যেন বলিছে
রাজা হবে? রাজা হবে? দুই কানে যেন
বাসা করিয়াছে দুই টিয়ে পাখী—এক
বুলি জানে শুধু—রাজা হবে? রাজা হবে?
ভাল বাপু তাই হব,—কিন্তু রাজরক্ত
সে কি তোরা এনে দিবি?

গোবিন্দ। নক্ষত্র! (নক্ষত্র সচকিত)
নক্ষত্র!
আমারে মারিবে তুমি? বল, সত্য বল,
আমারে মারিবে? এই কথা জাগিতেছে

হৃদয়ে তোমার নিশিদিন? এই কথা
মনে নিয়ে মোর সাথে হাসিয়া বলেছ
কথা, প্রণাম করেছ পায়ে, আশীর্ব্বাদ
করেছ গ্রহণ, মধ্যাহ্নে আহার কালে
এক অন্ন ভাগ ক'রে করেছ ভোজন,
এই কথা নিয়ে? বুকে ছুরি দেবে? ওরে
ভাই, এই বুকে টেনে নিয়েছিনু তোরে
এ কঠিন মর্ত্ত্যভূমি প্রথম চরণে
তোর বেজেছিল যবে,—এই বুকে টেনে
নিয়েছিনু তোরে, যে দিন জননী, তোর
শিরে শেষ স্নেহ হস্ত রেখে, চলে গেল
ধরাধাম শূন্য করি—আজ সেই তুই
সেই বুকে ছুরি দিবি? এক রক্ত ধারা
বহিতেছে দোঁহার শরীরে, যেই রক্ত
পিতৃপিতামহ হতে বহিয়া এসেছে
চিরদিন, ভাইদের শিরায় শিরায়,
সেই শিরা ছিন্ন করে দিয়ে, সেই রক্ত
ফেলিবি ভূতলে?—এই বন্ধ করে দিনু
দ্বার, এই নে আমার তরবারী, মার্
অবারিত বক্ষে, পূর্ণ হোক্ মনস্কাম!

নক্ষত্র। ক্ষমা কর! ক্ষমা কর ভাই! ক্ষমা কর!

গোবিন্দ। এস বৎস ফিরে এস! সেই বক্ষে ফিরে
এস! ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছ? এসংবাদ
শুনেছি যখন, তখনি করেছি ক্ষমা!
তোরে ক্ষমা না করিতে অক্ষম যে আমি!

নক্ষত্র। রঘুপতি দেয় কুমন্ত্রণা! রক্ষ মোরে
তার কাছ হতে!

গোবিন্দ। কোন ভয় নেই ভাই!

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর কক্ষ।

গুণবতী।

গুণ। তবু ত হল না! আশা ছিল মনে মনে
কঠিন হইয়া থাকি কিছু দিন যদি
তাহা হলে আপনি আসিবে ধরা দিতে
প্রেমের তৃষায়। এত অহঙ্কার ছিল
মনে! মুখ ফিরে থাকি, কথা নাহি কই,
অশ্রুও ফেলিনে, শুধু শুষ্ক রোষ, শুধু
অবহেলা, এমন ত কতদিন গেল!
শুনেছি নারীর রোষ পুরুষের কাছে
শুধু শোভা আভাময়, তাপ নাহি তাহে,
হীরকের দীপ্তিসম! ধিক্ থাক্ শোভা!
এ রোষ বজ্রের মত হত যদি, তবে
পড়িত প্রাসাদ পরে, ভাঙ্গিত রাজার
নিদ্রা, চূর্ণ হত রাজ অহঙ্কার, পূর্ণ
হ'ত রাণীর মহিমা! আমি রাণী, কেন
জন্মাইলে এ মিথ্যা বিশ্বাস! হৃদয়ের
অধীশ্বরী তব—এই মন্ত্র প্রতিদিন
কেন দিলে কানে? কেন না জানালে মোরে
আমি ক্রীতদাসী, রাজার কিঙ্করী শুধু,
রাণী নহি,—তাহা হলে আজিকে সহসা
এ আঘাত, এ পতন সহিতে হত না!

ধ্রুবের প্রবেশ।

কোথা যাস্ তুই?

ধ্রুব। আমারে ডেকেছে রাজা।

প্রস্থান।

গুণ। রাজার হৃদয় রত্ন এই সে বালক!
ওরে শিশু, চুরি করে নিয়েছিস্ তুই
আমার সন্তান তরে যে আসন ছিল!
না আসিতে আমার বাছারা, তাহাদের
পিতৃস্নেহ পরে তুই বসাইলি ভাগ!
রাজ হৃদয়ের সুধাপাত্র হতে, তুই
নিলি প্রথম অঞ্জলি, রাজপুত্র এসে
তোরি কি প্রসাদ পাবে ওরে রাজদ্রোহী!
মাগো মহামায়া, এ কি তোর অবিচার!
এত সৃষ্টি, এত খেলা তোর—খেলাচ্ছলে
দে আমারে একটি সন্তান,—দে জননি,
শুধু এইটুকু শিশু, কোলটুকু ভ'রে
যার যাহে! তুই যা' বাসিস্ ভাল, তাই
দিব তোরে।

নক্ষত্রের প্রবেশ।

নক্ষত্র, কোথায় যাও! ফিরে
যাও কেন? এত ভয় কারে তব? আমি
নারী, অস্ত্রহীন, বলহীন, নিরুপায়,
অসহায়,—আমি কি ভীষণ এত?

নক্ষত্র। না, না,
মোরে ডাকিয়ো না!

গুণ। কেন কি হয়েছে?

নক্ষত্র। আমি
রাজা নাহি হব!

গুণ। নাই হ'লে! তাই বলে
এত আস্ফালন কেন?

নক্ষত্র। চিরকাল বেঁচে
থাক্ রাজা, আমি যেন যুবরাজ থেকে
মরি!

গুণ। তাই মর! শীঘ্র মর। পূর্ণ হোক্
মনোরথ। আমি কি তোমার পায়ে ধরে
রেখেছি বাঁচিয়ে?

নক্ষত্র। তবে কি বলিবে বল!

গুণ। যে চোর করিছে চুরি তোমারি মুকুট
তাহারে সরায়ে দাও! বুঝেছ কি?

নক্ষত্র। সব
বুঝিয়াছি, শুধু কে সে চোর বুঝি নাই!

গুণ। ওই যে বালক ধ্রুব। বাড়িছে রাজার
কোলে, দিনে দিনে উঁচু হয়ে উঠিতেছে
মুকুটের পানে।

নক্ষত্র। তাই বটে! এতক্ষণে
বুঝিলাম সব! মুকুট দেখেছি বটে
ধ্রুবের মাথায়! আমি বলি শুধু খেলা!

গুণ। মুকুট লইয়া খেলা? বড় কাল খেলা!
এই বেলা ভেঙ্গে দাও খেলা—নহে তুমি
সে খেলার হইবে খেলেনা!

নক্ষ। তাই বটে!
এ ত ভাল খেলা নয়!

গুণ। অর্দ্ধরাত্রে আজি
গোপনে লইয়া তারে দেবীর চরণে
মোর নামে কর নিবেদন। তার রক্তে
নিবে যাবে দেবরোষানল, স্থায়ী হবে
সিংহাসন এই রাজবংশে—পিতৃলোক
গাহিবেন কল্যাণ তোমার। বুঝেছ কি?

নক্ষ। বুঝিয়াছি!

গুণ। তবে যাও! যা বলিনু কর!
মনে রেখো, মোর নামে কোরো নিবেদন!

নক্ষত্র। তাই হবে। মুকুট লইয়া খেলা! এ কি
সর্ব্বনাশ! দেবীর সন্তোষ, রাজ্যরক্ষা,
পিতৃলোক—বুঝিতে কিছুই বাকি নেই।

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্দির সোপান।

জয়সিংহ।

জয়। দেবি, আছ, আছ তুমি! দেবি, থাক তুমি!
এ অসীম রজনীর সর্ব্ব প্রান্তশেষে
যদি থাক কণামাত্র হয়ে, সেথা হতে
ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বল মোরে
"বৎস আছি"!—নাই! নাই! দেবি নাই।
নাই? দয়া করে থাক! অয়ি মায়াময়ী
মিথ্যা, দয়া কর, দয়া কর্ জয়সিংহে,
সত্য হয়ে ওঠ্! আশৈশব ভক্তি মোর,
আজন্মের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে?
এত মিথ্যা তুই? এ জীবন কারে দিলি
জয়সিংহ? সব ফেলে দিলি সত্য শূন্য
দয়া শূন্য, মাতৃশূন্য সর্ব্ব শূন্য মাঝে!

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা, আবার এসেছিস্? তাড়ালেম
মন্দির বাহিরে, তবু তুই অনুক্ষণ
আশে পাশে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াস্
সুখের দুরাশা সম দরিদ্রের মনে?
সত্য আর মিথ্যায় প্রভেদ শুধু এই!
মিথ্যারে রাখিয়া দিই মন্দিরের মাঝে

বহুযত্নে, তবুও সে থেকেও থাকে না।
সত্যেরে তাড়ায়ে দিই মন্দির বাহিরে
অনাদরে, তবুও সে ফিরে ফিরে আসে!
অপর্ণা, যাস্‌নে তুই, তোরে আমি আর
ফিরাবনা! আয়, এইখানে বসি দোঁহে!
অনেক হয়েছে রাত। কৃষ্ণপক্ষশশি
উঠিতেছে তরু অন্তরালে। চরাচর
সুপ্তিমগ্ন, শুধু মোরা দোঁহে নিদ্রাহীন।
অপর্ণা, বিষাদময়ি, তোরেও কি গেছে
ফাঁকিদিয়ে মায়ার দেবতা? দেবতায়
কোন্ আবশ্যক! কেন তারে ডেকে আনি
আমাদের ছোট খাট সুখের সংসারে?
তারা কি মোদের ব্যথা বুঝে? পাষাণের
মত শুধু চেয়ে থাকে। আপন ভায়েরে
প্রেম হতে বঞ্চিত করিয়া, সেই প্রেম
দিই তারে, সে কি তার কোন কাজে লাগে?
এ সুন্দরী সুখময়ী ধরণী হইতে
মুখ ফিরাইয়া, তার দিকে চেয়ে থাকি,
সে কোথায় চায়? তার কাছে ক্ষুদ্র বটে
তুচ্ছ বটে, তবু ত আমার মাতৃধরা;
তার কাছে কীটবৎ তবু ত আমার
ভাই; অবহেলে অন্ধরথচক্রতলে
দলিয়া চলিয়া যায়, তবু সে দলিত
উপেক্ষিত, তারাত আমার আপনার!
আয় ভাই নির্ভয়ে দেবতাহীন হয়ে
আরো কাছাকাছি সবে বেঁধে বেঁধে থাকি।
রক্ত চাই! স্বরগের ঐশ্বর্য্য ত্যেজিয়া
এ দরিদ্র ধরাতলে তাই কি এসেছ?
সেথায় মানব নেই, জীব নেই কেহ,
রক্ত নেই, ব্যথা পাবে হেন কিছু নেই,
তাই স্বর্গে হয়েছে অরুচি! আসিয়াছ
মৃগয়া করিতে, নির্ভয় বিশ্বাস সুখে
যেথা বাসা বেঁধে আছে মানবের ক্ষুদ্র
পরিবার! অপর্ণা, বালিকা, দেবী নাই!

অপর্ণা। জয়সিংহ, তবে চলে এস, এ মন্দির
ছেড়ে।

জয়। যাব, যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে
যাব! হায়রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে!
তবু যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ করে দিয়ে তার রাজকর
তবে যেতে পাব! থাক্‌ও সকল কথা!
দেখ্ চেয়ে, গোমতীর শীর্ণ জলরেখা
জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত,—কলধ্বনি তার
এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ!
আকাশেতে অর্দ্ধচন্দ্র পাণ্ডুমুখচ্ছবি
শ্রান্তিক্ষীণ—বহু রাত্রিজাগরণে যেন
পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব
ঘুমভারে! সুন্দর জগৎ! হা অপর্ণা,
এমন রাত্রির মাঝে দেবী নাই! থাক্
দেবী! অপর্ণা, জানিস্ কিছু সুখভরা
সুধাভরা কোন কথা? শুধু তাই বল্!
যা শুনিলে মুহূর্ত্তে অতলে মগ্ন হয়ে
ভুলে যাব জীবনের তাপ, মরণ যে
কত মধুরতাময় আগে হতে পাব
তার স্বাদ! অপর্ণা, এমন কিছু বল্
ওই মধুকণ্ঠে তোর, ওই মধু আঁখি
রেখে মোর মুখপানে, এই জনহীন
স্তব্ধরজনীতে, এই বিশ্বজগতের
নিদ্রামাঝে, বল্‌রে অপর্ণা, যা শুনিলে
মনে হবে চারিদিকে আর কিছু নাই,
শুধু ভালবাসা ভাসিতেছে, পূর্ণিমার
সুপ্তরাত্রে রজনীগন্ধার গন্ধসম!

অপর্ণা। হায় জয়সিংহ, বলিতে পারিনে কিছু,
বুঝি মনে আছে কত কথা।

জয়। তবে আরো
কাছে আয়, মন হতে মনে যাক্ কথা!
—এ কি করিতেছি আমি! অপর্ণা, অপর্ণা,
চলে যা মন্দির ছেড়ে, গুরুর আদেশ!

অপর্ণা। জয়সিংহ, হোয়োনা নিষ্ঠুর! বারবার
ফিরায়োনা! কি সয়েছি অন্তর্যামী জানে!

জয়। তবে আমি যাই! এক দণ্ড হেথা নহে!
(কিয়দ্দূর গিয়া, ফিরিয়া)
অপর্ণা, নিষ্ঠুর আমি? এই কি রহিবে
তোর মনে, জয়সিংহ নিষ্ঠুর, কঠিন!

কখনো কি হাসিমুখে কহি নাই কথা?
কখনো কি ডাকি নাই কাছে? কখনো কি
ফেলি নাই অশ্রুজল তোর অশ্রু দেখে?
অপর্ণা, সে সব কথা পড়িবে না মনে,
শুধু মনে রহিবে জাগিয়া, জয়সিংহ
নিষ্ঠুর পাষাণ? যেমন পাষাণ ওই
পাষাণের ছবি, দেবী বলিতাম যারে!
হায় দেবী, তুই যদি দেবী হইতিস্,
তুই যদি বুঝিতিস্ এই অন্তর্দাহ!

অপর্ণা। বুদ্ধিহীন ব্যথিত এ ক্ষুদ্র নারী হিয়া,
ক্ষমা কর এরে! এই বেলা এস,
জয়সিংহ, এস মোরা এ মন্দির ছেড়ে
যাই!

জয়। রক্ষা কর! অপর্ণা, করুণা কর!
দয়া করে মোরে ফেলে চলে যাও! এক
কাজ বাকী আছে এ জীবনে, সেই হোক্
প্রাণেশ্বর, তার স্থান তুমি কাড়িয়ো না!

দ্রুত প্রস্থান।

অপর্ণা। শতবার সহিয়াছি, আজ কেন আর
নাহি সহে! আজ কেন ভেঙ্গে পড়ে প্রাণ!

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্দির।

নক্ষত্ররায়। রঘুপতি। নিদ্রিত ধ্রুব।

রঘু। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়সিংহ
এসেছিল মোর কোলে অমনি শৈশবে
পিতৃমাতৃহীন। সে দিন অমনি করে
কেঁদেছিল, নূতন দেখিয়া চারিদিক;
হতাশ্বাস শ্রান্ত শোকে অমনি করিয়া
ঘুমায়ে পড়িয়াছিল সন্ধ্যা হয়ে গেলে
ওইখানে দেবীর চরণে! ওরে দেখে
তার সেই শিশু মুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে।

নক্ষত্র। ঠাকুর কোরো না দেরী আর,
ভয় হয় কখন্ সংবাদ পাবে রাজা!

রঘু। সংবাদ কেমন করে পাবে? চারিদিক
নিশীথের নিদ্রা দিয়ে ঘেরা!

নক্ষত্র। একবার
মনে হল যেন দেখিলাম কার ছায়া!

রঘু। আপন ভয়ের!

নক্ষত্র। শুনিলাম যেন কার
ক্রন্দনের স্বর!

রঘু। আপনার হৃদয়ের!
দূর হোক্ নিরানন্দ! এস পান করি
কারণ সলিল। (মদ্যপান) মনে ভাব যতক্ষণ
মনে থাকে, ততক্ষণ দেখায় বৃহৎ,—
কার্য্যকালে ছোট হয়ে আসে! বহু বাষ্প
গ'লে গিয়ে একবিন্দু জল! কিছুই না!
শুধু মুহূর্ত্তের কাজ! শুধু শীর্ণশিখা
প্রদীপ নিভাতে যতক্ষণ! ঘুম হতে
চকিতে মিলায়ে যাবে গাঢ়তর ঘুমে
ওই প্রাণরেখাটুকু,—শ্রাবণ নিশীথে
বিজুলী ঝলক সম, শুধু বজ্র তার
চিরদিন বিঁধে রবে রাজদম্ভমাঝে!
এস, এস যুবরাজ, ম্লান হয়ে কেন
বসে আছ একপাশে—মুখে কথা নেই,
হাসি নেই, নির্ব্বাপিতপ্রায়। এস, পান
করি আনন্দ সলিল!

নক্ষত্র। অনেক বিলম্ব
হয়ে গেছে। আমি বলি আজ থাক্! কাল
পূজা হবে।

রঘু। বিলম্ব হয়েছে বটে। রাত্রি
শেষ হয়ে আসে।

নক্ষত্র। ওই শোন পদধ্বনি!

রঘু। কই! নাহি শুনি!

নক্ষত্র। ওই শোন। ওই দেখ
আলো!

রঘু। সংবাদ পেয়েছে রাজা। আর তবে
এক পল দেরী নয়। জয় মহাকালী!
(খড়্গ উত্তোলন)

রাজা, ও প্রহরীগণের দ্রুত প্রবেশ।

রাজার নির্দ্দেশক্রমে প্রহরীর দ্বারা রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় ধৃত হইল।

গোবিন্দ। নিয়ে যাও কারাগারে! বিচার হইবে।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিচার সভা।

গোবিন্দ। (রঘুপতিকে) আর কিছু বলিবার আছে?

রঘু। কিছু নাই।

গোবিন্দ। অপরাধ করিছ স্বীকার?

রঘু। অপরাধ?
অপরাধ করিয়াছি বটে! দেবীপূজা
করিতে পারিনি শেষ,—মোহে মূঢ় হয়ে
বিলম্ব করেছি অকারণে! তার শাস্তি
দিতেছেন দেবী, তুমি উপলক্ষ শুধু!

গোবিন্দ। শুন সর্ব্বলোক, আমার নিয়ম এই—
পবিত্র পূজার ছলে দেবতার কাছে
যে মোহান্ধ দিবে জীববলি, কিম্বা তারি
করিবে উদ্যোগ, রাজআজ্ঞা তুচ্ছ করি,
নির্ব্বাসনদণ্ড তার প্রতি। রঘুপতি,
অষ্টবর্ষ নির্ব্বাসনে করিবে যাপন;
তোমারে আসিবে রেখে সৈন্য চারিজন
রাজ্যের বাহিরে!

রঘু। দেবী ছাড়া, এ জগতে
এ জানু হয় নি নত আর কারো কাছে।
আমি বিপ্র তুমি শূদ্র, তবু যোড় করে,
নত জানু আজ আমি প্রার্থনা করিব
তোমা কাছে, দুইদিন দাও অবসর,
শ্রাবণের শেষ দুইদিন! তার পরে
শরতের প্রথম প্রত্যূষে—চলে যাব
তোমার এ অভিশপ্ত দগ্ধ রাজ্য ছেড়ে,
আর ফিরাবনা মুখ!

গোবিন্দ। দুই দিন দিনু
অবসর।

রঘু। মহারাজ রাজ অধিরাজ,
মহিমাসাগর তুমি কৃপা অবতার!
ধূলির অধম আমি, দীন অভাজন।

প্রস্থান।

গোবিন্দ। নক্ষত্র, স্বীকার কর অপরাধ তব।

নক্ষত্র। মহারাজ, দোষী আমি! সাহস না হয়
মার্জ্জনা করিতে ভিক্ষা। (পদতলে পতন)

গোবিন্দ। বল, তুমি কার
মন্ত্রণায় ভুলে এ কাজে দিয়েছ হাত?
স্বভাবকোমল তুমি, নিদারুণ বুদ্ধি
এ তোমার নহে।

নক্ষত্র। আর কারে দিব দোষ!
লবনা এ পাপমুখে আর কারো নাম।
আমি শুধু একা অপরাধী! আপনার
পাপমন্ত্রণায় আপনি ভুলেছি। শত
দোষ ক্ষমা করিয়াছ নির্ব্বোধ ভ্রাতার,
আরবার ক্ষমা কর!

গোবিন্দ। নক্ষত্র, চরণ
ছেড়ে ওঠ! শোন কথা! ক্ষমা কি আমার
কাজ? বিচারক আপন শাসনে বদ্ধ,
বন্দী হতে বেশি বন্দী! এক অপরাধে
দণ্ড পাবে একজনে, মুক্তি পাবে আর
এমন ক্ষমতা নাই বিধাতার, আমি
কোথা আছি!

সকলে। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর প্রভু,
নক্ষত্র তোমার ভাই!

গোবিন্দ। স্থির হও সবে।
ভাই বন্ধু কেহ নাই মোর, এ আসনে
যতক্ষণ আছি। প্রমাণ হইয়া গেছে
অপরাধ। ছাড়ায়ে ত্রিপুররাজ্যসীমা
ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে আছে রাজগৃহ
তীর্থস্নানতরে, সেথায় নক্ষত্ররায়
অষ্টবর্ষ নির্ব্বাসন করিবে যাপন।

প্রহরীগণ নক্ষত্রকে লইয়া যাইতে উদ্যত। রাজার সিংহাসন হইতে অবরোহণ।

গোবিন্দ। দিয়ে যাও বিদায়ের আলিঙ্গন! ভাই,
এ দণ্ড তোমার শুধু একেলার নহে,

এ দণ্ড আমার! আজ হতে রাজগৃহ
সূচিকণ্টকিত হয়ে বিঁধিবে আমায়!
রহিল তোমার সাথে আশীর্ব্বাদ মোর;
যতদিন দূরে র'বি রাখিবেন তোরে
দেবগণ!

নক্ষত্রের প্রস্থান।

গোবিন্দ। (সভাসদ্‌গণের প্রতি) সভাগৃহ ছেড়ে যাও সবে!
ক্ষণেক একেলা র'ব আমি!

সকলের প্রস্থান।

দ্রুত নয়নরায়ের প্রবেশ।

নয়ন। মহারাজ,
সমূহ বিপদ!

গোবিন্দ। রাজা কি মানুষ নহে?
হায় বিধি, হৃদয় তাহার গড়নি কি
অতি দীন দরিদ্রের সমান করিয়া?
দুঃখ দিবে সবার মতন, অশ্রুজল
ফেলিবারে অবসর দিবে না কি শুধু?
কিসের বিপদ, বলে যাও শীঘ্র করি!

নয়ন। মোগলের সৈন্য সাথে আসে চাঁদপাল,
নাশিতে ত্রিপুরা।

গোবিন্দ। এ নহে নয়নরায়
তোমার উচিত! শত্রু বটে চাঁদপাল
তাই ব'লে তার নামে হেন অপবাদ?

নয়ন। অনেক দিয়েছ দণ্ড দীন অধীনেরে,
আজ এই অবিশ্বাস সব চেয়ে বেশি!
শ্রীচরণচ্যুত হয়ে আছি, তাই বলে
গিয়েছি কি এত অধঃপাতে!

গোবিন্দ। ভাল করে
বল আরবার, বুঝে দেখি সব।

নয়ন। যোগ
দিয়ে মোগলের সাথে চাহে চাঁদপাল
তোমারে করিতে রাজ্যচ্যুত।

গোবিন্দ। তুমি কোথা
পেলে এ সংবাদ?

নয়ন। যে দিন আমারে প্রভু
নিরস্ত্র করিলে, অস্ত্রহীন লাজে, চলে
গেনু দেশান্তরে;—শুনিলাম আসামের
সাথে মোগলের বাধিছে বিবাদ; তাই
চলেছিনু সেথাকার রাজসন্নিধানে
মাগিতে সৈনিকপদ। পথে দেখিলাম
আসিছে মোগল সৈন্য ত্রিপুরার পানে
সঙ্গে চাঁদপাল। সন্ধানে জেনেছি তার
অভিসন্ধি। ছুটিয়া এসেছি রাজপদে!

গোবিন্দ। সহসা এ কি হল সংসারে, হে বিধাতঃ!
শুধু দুই চারিদিন হল, ধরণীর
কোন্‌খানে ছিদ্রপথ হয়েছে বাহির,
সমুদয় নাগবংশ রসাতল হতে
উঠিতেছে চারিদিকে পৃথিবীর পরে,
পদে পদে তুলিতেছে ফণা। এসেছে কি
প্রলয়ের কাল! এখন সময় নহে
বিস্ময়ের! সেনাপতি, লহ সৈন্যভার!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দির প্রাঙ্গন।

জয়সিংহ। রঘুপতি।

রঘু। গেছে গর্ব্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব!
ওরে বৎস, আমি তোর গুরু নহি আর!
কাল আমি অসংশয়ে করেছি আদেশ
গুরুর গৌরবে, আজ শুধু সানুনয়ে
ভিক্ষা মাগিবার মোর আছে অধিকার!
অন্তরেতে সে দীপ্তি নিভেছে, যার বলে
তুচ্ছ করিতাম আমি ঐশ্বর্য্যের জ্যোতি,
রাজার প্রতাপ। নক্ষত্র পড়িলে খসি
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মাটির প্রদীপ!
তাহারে খুঁজিয়া ফিরে পরিহাসভরে
খদ্যোৎ ধূলির মাঝে, খুঁজিয়া না পায়!
দীপ প্রতিদিন নেভে, প্রতিদিন জ্বলে,
বারেক নিবিলে তারা চিরঅন্ধকার!
আমি সেই চিরদীপ্তিহীন! সামান্য এ
পরমায়ু, দেবতার অতি ক্ষুদ্র দান,
ভিক্ষা মেগে লইয়াছি তারি দুটো দিন
রাজদ্বারে নতজানু হয়ে! জয়সিংহ,
সেই দুই দিন যেন ব্যর্থ নাহি হয়!
সেই দুই দিন যেন আপন কলঙ্ক

ঘুচায়ে মরিয়া যায়! কালামুখ তার
রাজরক্তে রাঙা করে তবে যায় যেন!
বৎস, কেন নিরুত্তর! গুরুর আদেশ
নাহি আর। তবু তোরে করেছি পালন
আশৈশব, কিছু নহে তার অনুরোধ?
নহি কিরে আমি তোর পিতার অধিক
পিতৃবিহীনের পিতা ব'লে? এই দুঃখ,
এত ক'রে স্মরণ করাতে হল! কৃপা
ভিক্ষা সহ্য হয়, ভালবাসা ভিক্ষা করে
যে অভাগ্য, ভিক্ষুকের অধম ভিক্ষুক
সে যে! বৎস, তবু নিরুত্তর? জানু তবে
আর বার নত হোক্! কোলে এসেছিল
যবে, ছিল এতটুকু, এ জানুর চেয়ে
ছোট, তার কাছে নত হোক্ জানু! পুত্র,
ভিক্ষা চাই আমি!

জয়। পিতা, এ বিদীর্ণ বুকে,
আর হানিয়োনা বজ্র! রাজরক্ত চাহে
দেবী, তাই তারে এনে দিব! যাহা চাহে
সব দিব! সব ঋণ শোধ করে দিয়ে
যাব! তাই হবে! তাই হবে! [প্রস্থান।

রঘু। তবে, তাই
হোক্! দেবী চাহে, তাই বলে দিস্! আমি
কেহ নই! হায় অকৃতজ্ঞ! দেবী তোর
কি করেছে? শিশু কাল হতে দেবী তোরে
প্রতিদিন করেছে পালন? রোগ হলে
করিয়াছে সেবা? ক্ষুধায় দিয়েছে অন্ন?
মিটায়েছে জ্ঞানের পিপাসা? অবশেষে
এই অকৃতজ্ঞতার ব্যথা নিয়েছে কি
দেবী বুক পেতে? হায়, কলিকাল! থাক্!

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ কক্ষ।

রাজা।

নয়নরায়ের প্রবেশ।

নয়ন। বিদ্রোহী সৈনিকদের এনেছি ফিরায়ে,
যুদ্ধ সজ্জা হয়েছে প্রস্তুত। আজ্ঞা দাও
মহারাজ, অগ্রসর হই,—আশীর্ব্বাদ
কর—

গোবিন্দ। চল সেনাপতি, নিজে আমি যাব
রণক্ষেত্রে।

নয়ন। যতক্ষণ এ দাসের দেহে
প্রাণ আছে, ততক্ষণ মহারাজ, ক্ষান্ত
থাক, বিপদের মুখে গিয়ে—

গোবিন্দ। সেনাপতি,
সবার বিপদ অংশ হতে মোর অংশ
নিতে চাই আমি! মোর রাজঅংশ সব
চেয়ে বেশি। এস সৈন্যগণ, লহ মোরে
তোমাদের মাঝে! তোমাদের নৃপতিরে
দূর সিংহাসনচূড়ে নির্ব্বাসিত ক'রে
সমরগৌরব হতে বঞ্চিত কোরো না!

চরের প্রবেশ।

চর। নির্ব্বাসনপথ হতে লয়েছে কাড়িয়া
কুমার নক্ষত্ররায়ে মোগলের সেনা;
রাজপদে বরিয়াছে তাঁরে। আসিছেন
সৈন্য লয়ে রাজধানী পানে।

গোবিন্দ। চুকে গেল।
আর ভয় নাই! যুদ্ধ তবে গেল মিটে!

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। বিপক্ষ শিবির হতে পত্র আসিয়াছে।

গোবিন্দ। নক্ষত্রের হস্তলিপি। শান্তির সংবাদ
হবে বুঝি।—এই কি স্নেহের সম্ভাষণ!
এ ত নহে নক্ষত্রের ভাষা! চাহে মোর
নির্ব্বাসন, নতুবা ভাসাবে রক্তস্রোতে
সোনার ত্রিপুরা—দগ্ধ করে দিবে দেশ,
বন্দী হবে মোগলের অন্তঃপুরতরে
ত্রিপুর রমণী?—দেখি, দেখি, এই বটে
তারি লিপি! "মহারাজ নক্ষত্রমাণিক্য!"
মহারাজ! দেখ সেনাপতি—এই দেখ
রাজ দণ্ডে নির্ব্বাসিত দিয়েছে রাজারে
নির্ব্বাসন দণ্ড! এমনি বিধির খেলা!

নয়ন। নির্ব্বাসন! এ কি স্পর্দ্ধা! এখনোত যুদ্ধ
শেষ হয় নাই!

গোবিন্দ। এ ত নহে মোগলের
দল! ত্রিপুরার রাজপুত্র রাজা হতে
করিয়াছে সাধ, তার তরে যুদ্ধ কেন?
নয়ন। রাজ্যের মঙ্গল—
গোবিন্দ। রাজ্যের মঙ্গল হবে?
দাঁড়াইয়া মুখোমুখী দুই ভাই হানে
ভ্রাতৃবক্ষ লক্ষ্য ক'রে মৃত্যুমুখী ছুরি—
রাজ্যের মঙ্গল হবে তাহে? রাজ্যে শুধু
সিংহাসন আছে,—গৃহস্থের ঘর নেই,
ভাই নেই, ভ্রাতৃত্ববন্ধন নেই হেথা?
দেখি দেখি আরবার—এ কি তার লিপি?
নক্ষত্রের নিজের রচনা নহে! আমি
দস্যু! আমি দেবদ্বেষী, আমি অবিচারী,
এ রাজ্যের অকল্যাণ আমি! নহে, নহে,
এ তার রচনা নহে!—রচনা যাহারি
হোক্, অক্ষর ত তারি বটে! নিজ হস্তে
লিখেছে ত সেই! যে সর্পেরি বিষ হোক্,
নিজের অক্ষর মুখে মাথায়ে দিয়েছে—
হেনেছে আমার বুকে!—বিধি, এ তোমার
শাস্তি,—তার নহে! নির্ব্বাসন! তাই হোক্!
তার নির্ব্বাসন দণ্ড তার হয়ে আমি
নীরবে বিনম্রশিরে করিব বহন!

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্দির বাহিরে ঝড়।

পূজোপকরণ লইয়া রঘুপতি।

রঘু। এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবি!
ওই রোষ হুহুঙ্কার! অভিশাপ হাঁকি
নগরের পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ
তিমিররূপিণী! ওই বুঝি তোর
প্রলয় সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্বমহাতরু!
আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস!
ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি এত দিন ছিলি
কোথা দেবি? তোর খড়্গ তুই না তুলিলে
আমরা কি পারি? আজ কি আনন্দ, তোর
চণ্ডিমূর্ত্তি দেখে! সাহসে ভরেছে চিত্ত,
সংশয় গিয়েছে; হতমান নতশির
উঠেছে নূতন তেজে! ওই পদধ্বনি
শুনা যায়, ওই আসে তোর পূজা! জয়
মহাদেবী!

অপর্ণার প্রবেশ।

দূর হ,' দূর হ' মায়াবিনী!
জয়সিংহে চাস্ তুই! আরে সর্ব্বনাশী
মহাপাতকিনী!

অপর্ণার প্রস্থান।

এ কি অকাল-ব্যাঘাত!
জয়সিংহ যদি নাই আসে! কভু নহে!
সত্যভঙ্গ কভু নাহি হবে তার!—জয়
মহাকালী, সিদ্ধিদাত্রী, জয় ভয়ঙ্করী!—
যদি বাধা পায়—যদি ধরা পড়ে শেষে—
যদি প্রাণ যায় তার প্রহরীর হাতে!
জয় মা অভয়া! জয় ভক্তের সহায়!
জয় মা জাগ্রত দেবী! জয় সর্ব্বজয়ী!
ভক্তবৎসলার যেন দুর্ণাম না রটে
এ সংসারে! শত্রুপক্ষ নাহি হাসে যেন
নিঃশঙ্ক কৌতুকে! মাতৃঅহঙ্কার যদি
চূর্ণ হয় সন্তানের, মা বলিয়া তবে
কেহ ডাকিবেনা তোরে! ওই পদধ্বনি!
জয়সিংহ বটে! জয় নৃমুণ্ডমালিনী!
পাষণ্ডদলনী মহাশক্তি!

জয়সিংহের দ্রুত প্রবেশ।

জয়সিংহ,
রাজরক্ত কই?
জয়। আছে আছে! ছাড় মোরে!
নিজে আমি করি নিবেদন!—রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী
মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না

তৃষা?—আমি রাজপুত, পূর্ব্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ—রাজরক্ত আছে দেহে!
এই রক্ত দিব! এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা! এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষাতুরা!
(বক্ষে ছুরি বিদ্ধ)

রঘু। জয়সিংহ! জয়সিংহ! নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর!
এ কি সর্ব্বনাশ করিলিরে? জয়সিংহ
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্ম্মঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী! জয়সিংহ, কুলিশকঠিন!
ওরে জয়সিংহ, মোর একমাত্র প্রাণ,
প্রাণাধিক, জীবন-মন্থন-করা-ধন।
জয়সিংহ, বৎস মোর গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি; অহঙ্কার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক্! তুই আয়!

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। পাগল করিবে মোরে! জয়সিংহ, কোথা
জয়সিংহ!

রঘু। আয় মা অমৃতময়ি! ডাক্
তোর সুধাকণ্ঠে, ডাক ব্যগ্রস্বরে ডাক্
প্রাণপণে! ডাক্ জয়সিংহে! তুই তারে
নিয়ে যা'মা আপনার কাছে, আমি নাহি
চাহি! (অপর্ণার মূর্চ্ছা)

রঘু। (প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া)
ফিরে দে! ফিরে দে! ফিরে দে! ফিরে দে!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ।

গোবিন্দমাণিক্য। নয়নরায়।

গোবিন্দ। এখনি আনন্দধ্বনি! এখনি পরেছে
দীপমালা নির্লজ্জ প্রাসাদ! উঠিয়াছে
রাজধানী বহির্দ্বারে বিজয় তোরণ
পুলকিত নগরের আনন্দ উৎক্ষিপ্ত
দুই বাহুসম! এখনো প্রাসাদ হতে
বাহিরে আসিনি—ছাড়ি নাই সিংহাসন।
এতদিন রাজা ছিনু—কারো কি করিনি
উপকার? কোনো অবিচার করি নাই
দূর? কোন অত্যাচার করিনি শাসন?
ধিক্ ধিক্ নির্ব্বাসিত রাজা! আপনারে
আপনি বিচার করি আপনার শোকে
আপনি ফেলিস্ অশ্রু!—মর্ত্ত্যরাজ্য গেল,
আপনার রাজা তবু আমি! মহোৎসব
হোক্ আজি অন্তরের সিংহাসন তলে!

গুণবতীর প্রবেশ।

গুণ। প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর, আর কেন নাথ!
এইবার শুনেছ ত দেবীর নিষেধ!
এস প্রভু, আজ রাত্রে শেষ পূজা করে
রামজানকীর মত যাই নির্ব্বাসনে!

গোবিন্দ। অয়ি প্রিয়তমে, আজি শুভদিন মোর!
রাজ্য গেল, তোমারে পেলেম ফিরে! এস
প্রিয়ে, যাই দোঁহে দেবীর মন্দিরে, শুধু
প্রেম নিয়ে, শুধু পুষ্প নিয়ে, মিলনের
অশ্রু নিয়ে, বিদায়ের বিশুদ্ধ বিষাদ
নিয়ে, আজ রক্ত নয়, হিংসা নয়!

গুণ। ভিক্ষা
রাখ নাথ!

গোবিন্দ। বল দেবি!

গুণ। হোয়ো না পাষাণ!
রাজগর্ব্ব ছেড়ে দাও! দেবতার কাছে
পরাভব না মানিতে চাও যদি, তবু
আমার যন্ত্রণা দেখে গলুক্ হৃদয়!
তুমি ত নিষ্ঠুর কভু ছিলেনাক প্রভু,
কে তোমারে করিল পাষাণ! কে তোমারে
আমার সৌভাগ্য হতে লইল কাড়িয়া!
করিল আমারে রাজাহীন রাণী!

গোবিন্দ। প্রিয়ে,
আমারে বিশ্বাস কর একবার শুধু!

না বুঝিয়া বোঝ মোর পানে চেয়ে! অশ্রু
দেখে বোঝ, আমারে যে ভালবাস, সেই
ভালবাসা দিয়ে বোঝ,—আর রক্তপাত
নহে! মুখ ফিরায়ো না দেবী, আর মোরে
ছাড়িয়ে না, নিরাশ কোরো না আশা দিয়ে!
যাবে যদি মার্জ্জনা করিয়া যাও তবে!
গেলে চলি!—কি কঠিন নিষ্ঠুর সংসার!—
ওরে কে আছিস্?—কেহ নাই! চলিলাম!
বিদায় হে সিংহাসন! হে পুণ্য প্রাসাদ,
আমার পৈতৃক ক্রোড়, নির্ব্বাসিত পুত্র
তোমারে প্রণাম ক'রে লইল বিদায়!

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর কক্ষ।

গুণবতী।

গুণ। বাজা' বাদ্য বাজা'! আজ রাত্রে পূজা হবে!
আজ মোর প্রতিজ্ঞা পুরিবে! আন্ বলি!
আন্ জবাফুল! রহিলি দাঁড়ায়ে?—আজ্ঞা
শুনিবিনে? আমি কেহ নই? রাজ্য গেছে
তাই ব'লে এতটুকু রাণী বাকি নেই
আদেশ শুনিবে যার কিঙ্কর কিঙ্করী!
এই নে কঙ্কণ, এই নে হীরার কণ্ঠী—
এই নে যতেক আভরণ! ত্বরা করে
কর গিয়ে আয়োজন দেবীর পূজার!
মহামায়া, এ দাসীরে রাখিয়ো চরণে!

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্দির।

রঘুপতি।

রঘু। দেখ, দেখ, কি করে দাঁড়ায়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ! মূঢ় নির্ব্বোধের মত!
মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির! তোরি কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে!
পাষাণ চরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারে ভাঙ্গিছে আছাড়ি! হা হা হা হা!
কোন্ দানবের এই ক্রূর পরিহাস
জগতের মাঝখানে রয়েছে বসিয়া!
মা বলিয়া ডাকে যত জীব—হাসে তত
ঘোরতর অট্টহাস্যে নির্দ্দয় বিদ্রূপ!
দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর! দে ফিরায়ে!
দে ফিরায়ে রাক্ষসী পিশাচী! (নাড়া দিয়ে)
শুনিতে কি
পাস্? আছে কর্ণ? জানিস্ কি করেছিস্?
কার রক্ত করেছিস্ পান? কোন্ পুণ্য
জীবনের? কোন্ স্নেহ দয়া প্রীতিভরা
মহা হৃদয়ের?
থাক্ তুই চিরকাল
এই মত—এই মন্দিরের সিংহাসনে,
সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস!
দিব তোর পূজা প্রতিদিন, পদতলে
করিব প্রণাম, দয়াময়ী মা বলিয়া
ডাকিব তোমারে! তোর পরিচয় কারো
কাছে নাহি প্রকাশিব, শুধু ফিরায়ে দে
মোর জয়সিংহে!—কার কাছে কাঁদিতেছি!
তবে দূর, দূর, দূর, দূর করে দাও
হৃদয়-দলনী পাষাণীরে! লঘু হোক্
জগতের বক্ষ! (দূরে গোমতীর জলে নিক্ষেপ)

মশাল লইয়া বাদ্য বাজাইয়া গুণবতীর প্রবেশ।

গুণ। জয় জয় মহাদেবী!
দেবী কই?
রঘু। দেবী নাই!
গুণ। ফিরাও দেবীরে
গুরুদেব, এনে দাও তাঁরে, রোষ শান্তি
করিব তাঁহার! আনিয়াছি মার পূজা!
রাজ্য পতি সব ছেড়ে পালিয়াছি শুধু
প্রতিজ্ঞা আমার! দয়া কর, দয়া ক'রে
দেবীরে ফিরায়ে আন শুধু আজি এই
একরাত্রি তরে! কোথা দেবী!

রঘু। কোথাও সে
নাই! ঊর্দ্ধে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে
নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো!

গুণ। প্রভু,
এইখানে ছিল না কি দেবী?

রঘু। দেবী বল
তারে? এ সংসারে কোথাও থাকিত দেবী
—তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা কভু
সহ্য কি করিত দেবী? মহত্ব কি তবে
ফেলিত নিস্ফল-রক্ত হৃদয় বিদারি'
মূঢ় পাষাণের পদে! দেবী বল তারে?
পুণ্য রক্ত পান ক'রে, সে মহারাক্ষসী
ফেটে মরে গেছে!

গুণ। গুরুদেব, বধিয়োনা
মোরে! সত্য করে বল আরবার! দেবী
নাই?

রঘু। নাই!

গুণ। দেবী নাই?

রঘু। নাই!

গুণ। দেবী নাই?
তবে কে রয়েছে?

রঘু। কেহ নাই! কিছু নাই!

গুণ। নিয়ে যা—নিয়ে যা পূজা! ফিরে যা, ফিরে যা!
বল্ শীঘ্র কোন্ পথে গেছে মহারাজ!

প্রস্থান।

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। পিতা!

রঘু। জননী, জননী, জননী আমার!
পিতা! এ ত নহে ভর্ৎসনার নাম; পিতা!
মা জননী, এ পুত্রঘাতীরে পিতা বলে
যে জন ডাকিত, সেই রেখে গেছে, ওই
সুধামাখা নাম তোর কণ্ঠে, এইটুকু
দয়া করে গেছে! আহা, ডাক্ আরবার!

অপর্ণা। পিতা! এস মোরা এ মন্দির ছেড়ে যাই!

চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রাঙ্গদা। মদন। বসন্ত।

চিত্রাঙ্গদা। তুমি পঞ্চশর ?
মদন। আমি সেই মনসিজ,
টেনে আনি নিখিলের নরনারী হিয়া
বেদনা বন্ধনে।
চিত্রাঙ্গদা। কি বেদনা কি বন্ধন
জানে তাহা দাসী। প্রণমি তোমার পদে।
প্রভু, তুমি কোন্ দেব ?
বসন্ত। আমি ঋতুরাজ।
জরা মৃত্যু দুই দৈত্য নিমেষে নিমেষে
বাহির করিতে চাহে বিশ্বের কঙ্কাল ;
আমি পিছে পিছে ফিরে' পদে পদে তারে
করি আক্রমণ ; রাত্রিদিন সে সংগ্রাম।
আমি অখিলের সেই অনন্ত যৌবন।
চিত্রাঙ্গদা। প্রণাম তোমারে ভগবন্ ! চরিতার্থ
দাসী দেব-দরশনে।
মদন। কল্যাণি, কি লাগি'
এ কঠোর ব্রত তব ? তপস্যার তাপে
করিছ মলিন খিন্ন যৌবন কুসুম,
অনঙ্গ পূজার নহে এমন বিধান।
কে তুমি, কি চাও ভদ্রে !
চিত্রাঙ্গদা। দয়া কর যদি,
শোন মোর ইতিহাস ! জানাব প্রার্থনা
তার পরে।
মদন। শুনিবারে রহিনু উৎসুক।
চিত্রাঙ্গদা। আমি চিত্রাঙ্গদা। মণিপুর-রাজ-সুতা।
মোর পিতৃবংশে কভু কন্যা জন্মিবে না—
দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতি
তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতা-বাক্য
মাতৃগর্ভে পশি, দুর্ব্বল প্রারম্ভ মোর
পারিল না পুরুষ করিতে শৈবতেজে,
এমনি কঠিন নারী আমি।
মদন। শুনিয়াছি।
তাই ত জনক তব পুত্রের সমান
পালিয়াছে তোমা। শিখায়েছে ধনুর্ব্বিদ্যা
রাজদণ্ডনীতি।
চিত্রাঙ্গদা। তাই পুরুষের বেশে
নিত্য করি রাজকাজ যুবরাজরূপে,
ফিরি স্বেচ্ছামতে ; নাহি জানি লজ্জা ভয়,
অন্তঃপুরবাস ; নাহি জানি হাব ভাব,
বিলাস-চাতুরী ; শিখিয়াছি ধনুর্ব্বিদ্যা,
শুধু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।
বসন্ত। সুনয়নে, সে বিদ্যা শিখে না কোন নারী ;
নয়ন আপনি করে আপনার কাজ,
বুকে যার বাজে সেই বোঝে।
চিত্রাঙ্গদা। একদিন
গিয়েছিনু মৃগ-অন্বেষণে, একাকিনী
ঘন বনে, পূর্ণা নদীতীরে। তরুমূলে
বাঁধি' অশ্ব, দুর্গম কুটিল বনপথে
পশিলাম মৃগপদচিহ্ন অনুসরি'।
ঝিল্লিমন্দ্রমুখরিত নিত্যঅন্ধকার
লতাগুল্মে-গহন গম্ভীর মহারণ্যে
কিছুদূর অগ্রসরি' দেখিনু সহসা
রুধিয়া সঙ্কীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান
ভূমিতলে, চীরধারী মলিন পুরুষ।
উঠিতে কহিনু তারে অবজ্ঞার স্বরে
সরে' যেতে,—নড়িল না, চাহিল না ফিরে'।
উদ্ধত অধীর রোষে ধনু-অগ্রভাগে
করিনু তাড়না ;—সরল সুদীর্ঘ দেহ

মুহূর্ত্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার,—ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে, শিখারূপে উঠে ঊর্দ্ধে
চক্ষের নিমেষে। শুধু ক্ষণেকের তরে
চাহিলা আমার মুখপানে,—রোষদৃষ্টি
মিশাল পলকে; নাচিল অধরপ্রান্তে
স্নিগ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃদুহাস্যরেখা
বুঝি সে বালকমূর্ত্তি হেরিয়া আমার।
শিখে' পুরুষের বিদ্যা, পরে' পুরুষের
বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন
ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখ চেয়ে, সেই
আপনাতে-আপনি-অটল-মূর্ত্তি হেরি,
সেই মুহূর্ত্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্ত্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।

মদন। সে শিক্ষা আমারি
সুলক্ষণে! আমিই চেতন করে' দিই
এক দিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।
কি ঘটিল পরে?

চিত্রাঙ্গদা। সভয়বিস্ময়কণ্ঠে
শুধানু "কে তুমি?" শুনিনু উত্তর "আমি
পার্থ, কুরুবংশধর।"
রহিনু দাঁড়ায়ে
চিত্রপ্রায়, ভুলে' গেনু প্রণাম করিতে।
এই পার্থ? আজন্মের বিস্ময় আমার!
শুনেছিনু বটে, সত্য পালনের তরে
দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ব্রহ্মচর্য্য
পালিছে অর্জ্জুন। এই সেই পার্থবীর!
বাল্য-দুরাশায় কতদিন করিয়াছি
মনে, পার্থকীর্ত্তি করিব নিষ্প্রভ আমি
নিজ ভুজবলে; সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য;
পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম
তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়।
হারে মুগ্ধে, কোথায় চলিয়া গেল সেই
স্পর্দ্ধা তোর! যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি,
শৌর্য্যবীর্য্য যাহা কিছু ধূলায় মিলায়ে
লভিতাম দুর্লভ মরণ, সেই তাঁর
চরণের তলে!—
কি ভাবিতেছিনু, মনে
নাই। দেখিনু চাহিয়া, ধীরে চলি' গেলা
বীর বন-অন্তরালে। উঠিনু চমকি;
সেইক্ষণে জন্মিল চেতনা; আপনারে
দিলাম ধিক্কার শতবার! ছিছি মূঢ়ে,
না করিলি সম্ভাষণ, না শুধালি কথা,
না চাহিলি ক্ষমা ভিক্ষা,—বর্ব্বরের মত
রহিলি দাঁড়ায়ে—হেলা করি' চলি' গেলা
বীর! বাঁচিতাম, সে মুহূর্ত্তে মরিতাম
যদি!—
পরদিন প্রাতে দূরে ফেলে' দিনু
পুরুষের বেশ। পরিলাম রক্তাম্বর,
কঙ্কণ কিঙ্কিণী কাঞ্চি। অনভ্যস্ত সাজ
লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ রহিল একান্ত
সসঙ্কোচে। গোপনে গেলাম সেই বনে।
অরণ্যের শিবালয়ে দেখিলাম তাঁরে।—

মদন। বলে' যাও বালা। মোর কাছে করিয়োনা
কোনো লাজ। আমি মনসিজ; মানসের
সকল রহস্য জানি।

চিত্রাঙ্গদা। মনে নাই ভাল,
তার পরে কি কহিনু আমি, কি উত্তর
শুনিলাম। আর শুধায়োনা, ভগবন্!
মাথায় পড়িল ভেঙ্গে লজ্জা বজ্ররূপে
তবু মোরে পারিল না শতধা করিতে—
নারী হয়ে এমনি পুরুষপ্রাণ মোর!
নাহি জানি কেমনে এলেম ঘরে ফিরে'
দুঃস্বপ্নবিহ্বলসম! শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল
"ব্রহ্মচারীব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে!"
পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য!
ধিক্ মোরে, তাও আমি নারিনু টলাতে!
তুমি জান, মীনকেতু, কত ঋষি মুনি
করিয়াছে বিসর্জ্জন নারীপদতলে
চিরার্জ্জিত তপস্যার ফল। ক্ষত্রিয়ের

ব্রহ্মচর্য্য!—গৃহে গিয়ে ভাঙ্গিয়ে ফেলিনু
ধনুঃশর যাহা কিছু ছিল;—কিণাঙ্কিত
এ কঠিন বাহু—ছিল যা' গর্ব্বের ধন
এতকাল মোর—লাঞ্ছনা করিনু তারে
নিষ্ফল আক্রোশভরে। এতদিন পরে
বুঝিলাম, নারী হয়ে পুরুষের মন
না যদি জিনিতে পারি বৃথা বিদ্যা যত!
অবলার কোমল মৃণাল বাহুদুটি
এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল!
ধন্য সেই মুগ্ধা মূর্খা ক্ষীণ-তনুলতা
পরাবলম্বিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী
সামান্যা ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্য্যবল, তপস্যার
তেজ!—হে অনঙ্গদেব, সব দম্ভ মোর
একদণ্ডে লয়েছ ছিনিয়া—সব বিদ্যা
সব বল করেছ তোমার পদানত।
এখন তোমার বিদ্যা শিখাও আমায়,
দাও মোরে অবলার বল, নিরস্ত্রের
অস্ত্র যত।

মদন। আমি হব সহায় তোমার।
অয়ি শুভে, বিশ্বজয়ী অর্জ্জুনে জিনিয়া
বন্দী করি' আনি দিব সম্মুখে তোমার!
রাজ্ঞী হয়ে দিয়ো তারে দণ্ড পুরস্কার
যথা ইচ্ছা! বিদ্রোহীরে করিয়ো শাসন।

চিত্রাঙ্গদা। সময় থাকিত যদি একাকিনী আমি
তিলে তিলে হৃদয় তাহার করিতাম
অধিকার, নাহি চাহিতাম দেবতার
সহায়তা। সঙ্গীরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সারথী, মৃগয়াতে
রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্ত রূপে
পূজিতাম, ভৃত্যরূপে করিতাম সেবা,
ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত আর্ত্তপরিত্রানে
সখারূপে হইতাম সহায় তাঁহার।
একদিন কৌতূহলে দেখিতেন চাহি,
ভাবিতেন মনে মনে "এ কোন্ বালক,
পূর্ব্বজনমের চিরদাস, এ জনমে
সঙ্গ লইয়াছে মোর সুকৃতির মত!"
ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার,
চিরস্থান লভিতাম সেথা। জানি আমি
এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে;
যে নারী নির্ব্বাক্ ধৈর্য্যে চির মর্ম্মব্যথা
নিশীথনয়নজলে করয়ে পালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,
আজন্ম বিধবা, আমি সে রমণী নহি;
আমার কামনা কভু হবে না নিষ্ফল!
আপনারে বারেক দেখাতে পারি যদি
নিশ্চয় সে দিবে ধরা! হায় হত বিধি,
সে দিন কি দেখেছিল! সরমে কুঞ্চিত
শঙ্কিত কম্পিত নারী, বিবশ বিহ্বল
প্রলাপবাদিনী! কিন্তু আমি যথার্থ কি
তাই! যেমন সহস্র নারী পথে গৃহে
চারিদিকে, শুধু ক্রন্দনের অধিকারী,
তার চেয়ে বেশি নই আমি! হায় হায়
আপনার পরিচয় দেওয়া বহু ধৈর্য্যে
বহুদিনে ঘটে, চির জীবনের কাজ,
জন্ম জন্মান্তের ব্রত। তাই আসিয়াছি
দ্বারে তোমাদের, করেছি কঠোর তপ!
হে ভুবনজয়ী দেব, হে মহাসুন্দর
ঋতুরাজ, শুধু এক দিবসের তরে
ঘুচাইয়া দাও, জন্মদাতা বিধাতার
বিনাদোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ!
কর মোরে অপূর্ব্ব সুন্দরী! দাও মোরে
সেই এক দিন—তার পরে চির দিন
রহিল আমার হাতে!—যখন প্রথম
দেখিলাম তারে, যেন মুহূর্ত্তের মাঝে
অনন্ত বসন্ত ঋতু পশিল হৃদয়ে!
বড় ইচ্ছা হয়েছিল, সে যৌবনোচ্ছ্বাসে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্ব্ব পুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণ সদ্য পদ্মের মতন!
হে বসন্ত, হে বসন্তসখে! সে বাসনা
পূরাও আমার শুধু দিনেকের তরে!

মদন। তথাস্তু!

বসন্ত। তথাস্তু! শুধু একদিন নহে,
বসন্তের পুষ্পশোভা একবর্ষ ধরি'
ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে বিকশি!

মণিপুর। অরণ্যে শিবালয়। অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। কাহারে হেরিনু? সে কি সত্য, কিম্বা মায়া?
নিবিড় নির্জ্জন বনে নির্ম্মল সরসী;—
এমনি নিভৃত নিরালয়, মনে হয়
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সেথা বনলক্ষ্মীগণ
স্নান ক'রে যায়; গভীর পূর্ণিমা রাত্রে,
সেই সুপ্ত সরসীর স্নিগ্ধ শষ্পতটে
শয়ন করেন সুখে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে
স্খলিত অঞ্চলে।
সেথা তরু অন্তরালে
অপরাহ্ণ বেলাশেষে, ভাবিতেছিলাম
আশৈশব জীবনের কথা; সংসারের
মূঢ় খেলা দুঃখ সুখ উলটি পালটি;
জীবনের অসন্তোষ, অসম্পূর্ণ আশা,
অনন্ত দারিদ্র্য এই মর্ত্ত্য মানবের।
হেন কালে ঘন তরু অন্ধকার হতে
ধীরে ধীরে বাহিরিয়া, কে আসি দাঁড়াল,
সরোবর-সোপানের শ্বেত শিলাপটে!
কি অপূর্ব্ব রূপ! কোমল চরণতলে
ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়ে ছিল?
উষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব্ব পর্ব্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভা খানি
করি বিকশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে। নামি' ধীরে সরোবর তীরে
কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া;
উঠিল চমকি'। ক্ষণ পরে মৃদু হাসি'
হেলাইয়া বাম বাহুখানি, হেলাভরে
এলাইয়া দিলা কেশপাশ; মুক্তকেশ
পড়িল বিহ্বল হয়ে চরণের কাছে।
অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন
অনিন্দিত বাহুখানি—পরশের রসে
কোমল কাতর—প্রেমের করুণা মাখা।
নিরখিলা নত করি' শির, পরিস্ফুট
দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ।
দেখিলা চাহিয়া, নব গৌরতনুতলে
আরক্তিম আলজ্জ আভাস; সরোবরে
পা দুখানি ডুবাইয়া দেখিলা আপন
চরণের আভা।—বিস্ময়ের নাই সীমা।
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরক বয়স
যাপিল নয়ন মুদি,—যে দিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেই দিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবর জলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে। ক্ষণ পরে,
কি জানি কি দুখে, হাসি মিলাইল মুখে,
ম্লান হ'ল দুটি আঁখি; বাঁধিয়া তুলিল
কেশপাশ; অঞ্চলে ঢাকিল দেহখানি;
নিঃশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে' গেল;
সোনার সায়াহ্ণ যথা ম্লান মুখ করি'
আঁধার রজনী পানে ধায় মৃদু পদে।

ভাবিলাম মনে, ধরণী দেখায়ে দিল
ঐশ্বর্য্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা
ক্ষণতরে চমকিয়া গেল।—ভাবিলাম
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষ গৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্ত্তিতৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের কাছে;
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর
ভুবনবাঞ্ছিত অরুণ-চরণতলে।
আর একবার যদি—কে দুয়ার ঠেলে!
(দ্বার খুলিয়া)
এ কি! সেই মূর্ত্তি! শান্ত হও হে হৃদয়!
কোন ভয় নাই মোরে বরাননে! আমি
ক্ষত্রকুলজাত; ভয়ভীত দুর্ব্বলের
ভয়হারী।

চিত্রাঙ্গদা। আর্য্য, তুমি অতিথি আমার!

এ মন্দির আমার আশ্রম। নাহি জানি
কেমনে করিব অভ্যর্থনা, কি সৎকারে
তোমারে তুষিব আমি!

অর্জ্জুন। অতিথি সৎকার
তব দরশনে, হে সুন্দরি! শিষ্টবাক্য
সমূহ সৌভাগ্য মোর। যদি নাহি লহ
অপরাধ, প্রশ্ন এক শুধাইতে চাহি,
চিত্ত মোর কুতূহলী।

চিত্রাঙ্গদা। শুধাও নির্ভয়ে।

অর্জ্জুন। শুচিস্মিতে, কোন্ সুকঠোর ব্রত লাগি'
জনহীন দেবালয়ে হেন রূপরাশি
হেলায় দিতেছ বিসর্জ্জন, হতভাগ্য
মর্ত্তজনে করিয়া বঞ্চিত!

চিত্রাঙ্গদা। গুপ্ত এক
কামনা সাধনা তরে, এক মনে করি
শিবপূজা।

অর্জ্জুন। হায়, কারে করিছে কামনা
জগতের কামনার ধন!—সুদর্শনে,
উদয়শিখর হতে অস্তাচলভূমি
ভ্রমণ করেছি আমি; সপ্তদ্বীপ মাঝে
যেথানে যা কিছু আছে দুর্লভ সুন্দর,
অচিন্ত্য মহান্, সকলি দেখেছি চখে;
কি চাও, কাহারে চাও, যদি বল মোরে
মোর কাছে পাইবে বারতা।

চিত্রাঙ্গদা। ত্রিভুবনে
পরিচিত তিনি আমি যাঁরে চাহি।

অর্জ্জুন। হেন
নর কে আছে ধরায়! কার যশোরাশি
অমরকাংক্ষিত তব মনোরাজ্য মাঝে
করিয়াছে অধিকার দুর্লভ আসন!
কহ নাম তার—শুনিয়া কৃতার্থ হই।

চিত্রা। জন্ম তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর।

অর্জ্জুন। মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে
মুখে মুখে কথায় কথায়; ক্ষণস্থায়ী
বাষ্প-যথা উষারে ছলনা করে' ঢাকে
যতক্ষণ সূর্য্য নাহি ওঠে। হে সরলে,
মিথ্যারে কোরো না উপাসনা, এ দুলভ
সৌন্দর্য্য সম্পদে। কহ শুনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
কোন্ বীর, ধরণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলে!

চিত্রা। পরকীর্ত্তি অসহিষ্ণু কে তুমি সন্ন্যাসি!
কে না জানে কুরুবংশ এ ভুবন মাঝে
রাজবংশচূড়া।

অর্জ্জুন। কুরুবংশ!

চিত্রা। সেই বংশে
কে আছে অক্ষয়যশ বীরেন্দ্রকেশরী
নাম শুনিয়াছ?

অর্জ্জুন। বল, শুনি তব মুখে।

চিত্রা। অর্জ্জুন, গাণ্ডীবধনু, ভুবনবিজয়ী।
সমস্ত জগৎ হতে সে অক্ষয় নাম,
করিয়া লুণ্ঠন, লুকায়ে রেখেছি যত্নে
কুমারী-হৃদয় পূর্ণ করি'। ব্রহ্মচারি,
কেন এ অধৈর্য্য তব?
তবে মিথ্যা এ কি!
মিথ্যা সে অর্জ্জুন নাম? কহ এই বেলা
মিথ্যা যদি হয় তবে হৃদয় ভাঙ্গিয়া
ছেড়ে দিই তারে, বেড়াক্ সে উড়ে উড়ে
শূন্যে শূন্যে মুখে মুখে! তার স্থান নহে
নারীর অন্তরাসনে।

অর্জ্জুন। অয়ি বরাঙ্গনে,
সে অর্জ্জুন, সে পাণ্ডব, সে গাণ্ডীবধনু,
চরণে শরণাগত সেই ভাগ্যবান।
নাম তার, খ্যাতি তার, শৌর্য্য বীর্য্য তার,
মিথ্যা হোক্ সত্য হোক্, যে দুর্লভ লোকে
করেছ তাহারে স্থান দান, সেথা হতে
আর তারে কোরো না বিচ্যুত, ক্ষীণপুণ্য
হৃতস্বর্গ হতভাগ্যসম।

চিত্রাঙ্গদা। তুমি পার্থ?

অর্জ্জুন। আমি পার্থ, দেবি, তোমার হৃদয়দ্বারে
প্রেমার্ত্ত অতিথি।

চিত্রাঙ্গদা। শুনেছিনু ব্রহ্মচর্য্য
পালিছে অর্জ্জুন দ্বাদশবরষব্যাপী।
সেই বীর কামিনীরে করিছে কামনা
ব্রত ভঙ্গ করি'! হে সন্ন্যাসি, তুমি পার্থ!

অর্জ্জুন। তুমি ভাঙ্গিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি'
যেমন নিমেষে ভেঙ্গে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা-অন্ধকার।

চিত্রাঙ্গদা। ধিক্, পার্থ, ধিক্!
কে আমি, কি আছে মোর, কি দেখেছ তুমি,
কি জান আমারে! কার লাগি আপনারে
হতেছ বিস্মৃত! মুহূর্ত্তেকে সত্য ভঙ্গ
করি,' অর্জ্জুনেরে করিতেছ অনর্জ্জুন
কার তরে? মোর তরে নহে। এই দুটি
নীলোৎপল নয়নের তরে; এই দুটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে, সব্যসাচী
অর্জ্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করি' সত্যের বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্য্যাদা! কোথায় রহিল পড়ে'
নারীর সম্মান! হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী! এতক্ষণে পারিনু জানিতে
মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার!

অর্জ্জুন। খ্যাতি মিথ্যা,
বীর্য্য মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি। আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়! শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য
তুমি, এক নারী, সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্ম্মের তুমি
বিশ্রাম রূপিনী। কেন জানি অকস্মাৎ
তোমারে হেরিয়া বুঝিতে পেরেছি আমি
কি আনন্দ কিরণেতে প্রথম প্রত্যূষে
অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টি শতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে
এক মুহূর্ত্তের মাঝে! আর সকলেরে
পলে পলে তিলে তিলে তবে জানা যায়
বহু দিনে;—তোমা পানে যেমনি চেয়েছি
অমনি সমস্ত তব পেয়েছি দেখিতে
তবু পাই নাই শেষ।—কৈলাস শিখরে
একদা মৃগয়াশ্রান্ত তৃষিত তাপিত
গিয়েছিনু দ্বিপ্রহরে কুসুমবিচিত্র
মানসের তীরে। যেমনি দেখিনু চেয়ে
সেই সুর-সরসীর সলিলের পানে
অমনি পড়িল চোখে অনন্ত অতল।
স্বচ্ছ জল, যত নিম্নে চাই। মধ্যাহ্নের
রবিরশ্মিরেখাগুলি স্বর্ণ নলিনীর
সুবর্ণ মৃণাল সাথে মিশি' নেমে গেছে
অগাধ অসীমে; কাঁপিতেছে আঁকি বাঁকি
জলের হিল্লোলে, লক্ষ কোটি অগ্নিময়ী
নাগিনীর মত। মনে হল ভগবান
সূর্য্যদেব সহস্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশিয়া
দি'ছেন দেখায়ে, জন্মশ্রান্ত কর্ম্মক্লান্ত
মর্ত্ত্যজনে, কোথা আছে সুন্দর মরণ
অনন্ত শীতল। সেই স্বচ্ছ অতলতা
দেখেছি তোমার মাঝে। চারিদিক হতে
দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব অলোক আলোক মাঝে
কীর্ত্তিক্লিষ্ট-জীবনের পূর্ণ নির্ব্বাপন।

চিত্রাঙ্গদা। আমি নহি, আমি নহি, হায়, পার্থ, হায়
কোন্ দেবের ছলনা! যাও যাও ফিরে
যাও, ফিরে যাও বীর! মিথ্যারে কোরো না
উপাসনা। শৌর্য্য বীর্য্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পদে! যাও, ফিরে যাও!

—

তরু তলে চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রাঙ্গদা। হায়, হায়, সে কি ফিরাইতে পারি! সেই
থরথর ব্যাকুলতা বীর হৃদয়ের,
তৃষার্ত্ত কম্পিত এক স্ফুলিঙ্গনিঃশ্বাসী
হোমাগ্নি শিখার মত; সেই, নয়নের
দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হয়ে, কেড়ে
নিতে আসিছে আমায়; উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্ব্বাঙ্গ টুটিয়া,
তাহার ক্রন্দনধ্বনি প্রতি অঙ্গে যেন
যায় শুনা! এ তৃষ্ণা কি ফিরাইতে পারি!

বসন্ত ও মদনের প্রবেশ।

হে অনঙ্গদেব, এ কি রূপ-হুতাশনে

ঘিরেছ আমারে, দগ্ধ হই, দগ্ধ করে'
মারি!

মদন। বল, তন্বি, কালিকার বিবরণ।
মুক্ত পুষ্পশর মোর কোথা কি সাধিল
কাজ, শুনিতে বাসনা।

চিত্রাঙ্গদা। কাল সন্ধ্যাবেলা,
সরসীর তৃণপুঞ্জ তীরে, পেতেছিনু
পুষ্পশয্যা, বসন্তের ঝরা ফুল দিয়ে।
শ্রান্ত কলেবরে, শুয়েছিনু আনমনে,
রাখিয়া অলস শির বামবাহুপরে
ভাবিতেছিলাম গত দিবসের কথা।
শুনেছিনু যেই স্তুতি অর্জ্জুনের মুখে,
আনিতেছিলাম তাহা মনে; দিবসের
সঞ্চিত অমৃত হ'তে বিন্দু বিন্দু লয়ে
করিতেছিলাম পান; ভুলিতেছিলাম
পূর্ব্ব ইতিহাস, গতজন্মকথা সম;
যেন আমি রাজকন্যা নহি; যেন মোর
নাই পূর্ব্বপর; যেন আমি ধরাতলে
পিতৃমাতৃহীন ফুল; শুধু এক বেলা
পরমায়ু, তারি মাঝে শুনে নিতে হবে
ভ্রমর গুঞ্জনগীতি, বন-বনান্তের
আনন্দ মর্ম্মর; পরে নীলাম্বর হতে
ধীরে নামাইয়া আঁখি, নুমাইয়া গ্রীবা,
টুটিয়া লুটিয়া যাব বায়ুস্পর্শভরে
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুমকাহিনীখানি আদিঅন্তহারা।

বসন্ত। একটি প্রভাতে ফুটে অনন্ত জীবন,
হে সুন্দরি,—

মদন। সঙ্গীতে যেমন, ক্ষণিকের
তানে, গুঞ্জরি কাঁদিয়া উঠে অন্তহীন
কথা। তার পরে বল।

চিত্রাঙ্গদা। ভাবিতে ভাবিতে
সর্ব্বাঙ্গে হানিতেছিল ঘুমের হিল্লোল
দক্ষিণের বায়ু। সপ্তপর্ণ শাখা হতে
ফুল্ল মালতীর লতা আলস্য আবেশে
মোর গৌর তনুপরে পাঠাইতেছিল
নিঃশব্দ চুম্বন; ফুলগুলি কেহ চুলে,
কেহ পদতলে, কেহ স্তন তটমূলে
বিছাইল আপনার মরণ শয়ন।

অচেতনে গেল কতক্ষণ! হেন কালে
ঘুমঘোরে কখন্ করিনু অনুভব
যেন কার মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টিপাত
দশ অঙ্গুলির মত পরশ করিছে
লালস-রভসে মোর নিদ্রালস তনু।
চমকি' উঠিনু জাগি'।

দেখিনু, সন্ন্যাসী
পদপ্রান্তে নির্নিমেষ দাঁড়ায়ে রয়েছে
স্থির প্রতিমূর্ত্তি সম। পূর্ব্বাচল হতে
ধীরে ধীরে সরে' এসে পশ্চিমে হেলিয়া
দ্বাদশীর শশি, সমস্ত হিমাংশু রাশি
দিয়াছে ঢালিয়া, স্খলিতবসন মোর
অম্লাননূতন শুভ্র সৌন্দর্য্যের পরে।
পুষ্পগন্ধে পূর্ণ তরুতল; ঝিল্লিরবে
তন্দ্রামগ্ন-নিশীথিনী; স্বচ্ছ সরোবরে
অকম্পিত চন্দ্রকরচ্ছায়া; সুপ্ত বায়ু;
শিরে লয়ে জ্যোৎস্নালোকে মসৃণ চিক্কন
রাশি রাশি অন্ধকার পল্লবের ভার
স্তম্ভিত অটবী। সেই মত চিত্রার্পিত
দাঁড়াইয়া দীর্ঘকায় বনস্পতিসম,
দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী ছায়াসহচর!

প্রথম সে নিদ্রাভঙ্গে চারিদিক চেয়ে
মনে হল, কবে কোন্ বিস্মৃত প্রদোষে
জীবন ত্যজিয়া, স্বপ্নজন্ম লভিয়াছি
কোন্ এক অপরূপ মোহ নিদ্রালোকে,
জনশূন্য ম্লানজ্যোৎস্না বৈতরণী তীরে।
দাঁড়ানু উঠিয়া। মিথ্যা সরম সঙ্কোচ
খসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মত
পদতলে। শুনিলাম, "প্রিয়ে! প্রিয়তমে!"
গম্ভীর আহ্বানে, মোর এক দেহ মাঝে
জন্ম জন্ম শত জন্ম উঠিল জাগিয়া!
কহিলাম "লহ, লহ, যাহা কিছু আছে,
সব লহ জীবন বল্লভ!" দুই বাহু

দিলাম বাড়ায়ে। - চন্দ্র অস্ত গেল বনে।
অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী। স্বর্গ মর্ত্ত্য
দেশকাল দুঃখসুখ জীবন মরণ
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে।
প্রভাতের প্রথম কিরণে, বিহঙ্গের
প্রথম সঙ্গীতে, বাম করে দিয়া ভর
ধীরে ধীরে শয্যাতলে উঠিয়া বসিনু।
দেখিনু চাহিয়া, সুখসুপ্ত বীরবর।
শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর
প্রভাতের চন্দ্রকলাসম, রজনীর
আনন্দের শীর্ণ অবশেষ। নিপতিত
উন্নত ললাট-পটে অরুণের আভা;
মর্ত্তলোকে যেন নব উদয় পর্ব্বতে
নবকীর্ত্তি-সূর্য্যোদয় পাইবে প্রকাশ।

উঠিনু শয়ন ছাড়ি' নিঃশ্বাস ফেলিয়া;
মালতীর লতাজাল দিলাম নামায়ে
সাবধানে, রবিকর করি' অন্তরাল
সুপ্তমুখ হতে।—দেখিলাম চতুর্দ্দিকে
সেই পূর্ব্বপরিচিত প্রাচীন পৃথিবী।
আপনারে আরবার মনে পড়ে' গেল,
ছুটিয়া পলায়ে এনু, নব প্রভাতের
শেফালি-বিকীর্ণ-তৃণ বনস্থলী দিয়ে,
আপনার ছায়াত্রস্তা হরিণীর মত।
বিজন বিতানতলে বসি,' করপুটে
মুখ আবরিয়া, কাঁদিবারে চাহিলাম,
এলনা ক্রন্দন।

মদন। হায়, মানবনন্দিনি,
স্বর্গের সুখের দিন স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া
ধরণীর এক রাত্রি পূর্ণ করি তাহে
যত্নে ধরিলাম তব অধর সম্মুখে;
শচীর প্রসাদসুধা, রতির চুম্বিত,
নন্দনবনের গন্ধে মোদিত-মধুর,
তোমারে করানু পান, তবু এ ক্রন্দন!

চিত্রাঙ্গদা। কারে, দেব, করাইলে পান! কার তৃষা
মিটাইলে! সে চুম্বন, সে প্রেমসঙ্গম
এখনো উঠিছে কাঁপি যে অঙ্গ ব্যাপিয়া
বীণার ঝঙ্কার সম, সে ত মোর নহে!
বহুকাল সাধনায় এক দণ্ড শুধু
পাওয়া যায় প্রথম মিলন, সে মিলন
কে লইল লুটি', আমারে বঞ্চিত করি'!
সে চিরদুর্লভ মিলনের সুখস্মৃতি,
সঙ্গে করে' ঝরে' পড়ে' যাবে, অতিস্ফুট
পুষ্পদল সম, এ মায়া-লাবণ্য মোর;
অন্তরের দরিদ্র রমণী, রিক্তদেহে
বসে' র'বে চির দিনরাত! মীনকেতু
কোন্ মহা রাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গ সহচরী করি ছায়ার মতন—
কি অভিসম্পাৎ! চিরন্তন তৃষ্ণাতুর
লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুম্বন,
সে করিল পান! সেই প্রেমদৃষ্টিপাত
এমনি আগ্রহপূর্ণ, যে অঙ্গেতে পড়ে
সেথা যেন অঙ্কিত করিয়া রেখে যায়
বাসনার রাঙা চিহ্নরেখা, সেই দৃষ্টি
রবিরশ্মিসম, চিররাত্রিতাপসিনী
কুমারীহৃদয়পদ্মপানে ছুটে এল,
সে তাহারে লইল ভুলায়ে।

মদন। কল্য নিশি
ব্যর্থ গেছে তবে! শুধু, কূলের সম্মুখে
আশার তরণী এসে গেছে ফিরে' ফিরে'
তরঙ্গ আঘাতে?

চিত্রা। কাল রাত্রে কিছু নাহি
মনে ছিল দেব। সুখস্বর্গ এত কাছে
দিয়েছিল ধরা, পেয়েছি কি না পেয়েছি
করিনি গণনা আত্মবিস্মরণসুখে!
আজ প্রাতে উঠে', নৈরাশ্যধিক্কারবেগে
অন্তরে অন্তরে টুটিছে হৃদয়! মনে
পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা।
বিদ্যুৎবেদনাসহ হতেছে চেতনা
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতীন,
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে, আমার আকাঙ্ক্ষা-তীর্থ
বাসর শয্যায়; অবিশ্রাম সঙ্গে রহি'

প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি'
তাহার আদর। ওগো, দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর! হে অতনু,
বর তব ফিরে' লও!

মদন। যদি ফিরে' লই,—
ছলনার আবরণ খুলে' ফেলে' দিয়ে
কাল প্রাতে কোন্ লাজে দাঁড়াইবে আসি
পার্থের সম্মুখে, কুসুমপল্লবহীন
হেমন্তের হিমশীর্ণ লতা? প্রমোদের
প্রথম আস্বাদটুকু দিয়ে, মুখ হতে
সুধাপাত্র কেড়ে নিয়ে চূর্ণ কর যদি
ভূমিতলে, অকস্মাৎ সে আঘাতভরে
চমকিয়া, কি আক্রোশে হেরিবে তোমায়!

চিত্রা। সেও ভাল! এই ছদ্মরূপিনীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে! সেই আপনারে
করিব প্রকাশ; ভাল যদি নাই লাগে,
ঘৃণা করে চলে' যান যদি, বুক ফেটে
মরি যদি আমি, তবু আমি, আমি র'ব!
সেও ভাল ইন্দ্রসখা!

বসন্ত। শোন মোর কথা!
ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল। যথাকালে
আপনি ঝরিয়া পড়ে' যাবে, তাপক্লিষ্ট
লঘু লাবণ্যের দল; আপন গৌরবে
তখন বাহির হবে; হেরিয়া তোমারে
নূতন সৌভাগ্য বলি' মানিবে ফাল্গুনী!
যাও, ফিরে' যাও, বৎসে, যৌবন উৎসবে!

অর্জ্জুন। চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রা। কি দেখিছ বীর!

অর্জ্জুন। দেখিতেছি পুষ্পবৃন্ত
ধরি', কোমল অঙ্গুলিগুলি রচিতেছে
মালা; নিপুণতা চারুতায় দুই বোনে
মিলি, খেলা করিতেছে যেন, সারাবেলা
চঞ্চল উল্লাসে, অঙ্গুলির আগে আগে।
দেখিতেছি, আর ভাবিতেছি।

চিত্রা। কি ভাবিছ?

অর্জ্জুন। ভাবিতেছি অমনি সুন্দর করে' ধরে'
সরসিয়া ওই রাঙা পরশের রসে
প্রবাস-দিবসগুলি গেঁথে গেঁথে প্রিয়ে
অমনি রচিবে মালা; মাথায় পরিয়া
অক্ষয় আনন্দ হার গৃহে ফিরে যাব।

চিত্রা। এ প্রেমের গৃহ আছে?

অর্জ্জুন। গৃহ নাই?

চিত্রা। নাই।
গৃহে নিয়ে যাবে! বোলো না গৃহের কথা!
গৃহ চির বরষের। নিত্য যাহা থাকে তাই
গৃহ নিয়ে যেয়ো। অরণ্যের ফুল যবে
শুকাইবে, গৃহে কোথা ফেলে' দিবে তারে,
অনাদরে পাষাণের মাঝে! তার চেয়ে
অরণ্যের অন্তঃপুরে নিত্য নিত্য যেথা
মরিছে অঙ্কুর, পড়িছে পল্লব রাশি,
ঝরিছে কেশর, খসিছে কুসুমদল,
ক্ষণিক জীবনগুলি ফুটিছে টুটিছে
প্রতি পলে পলে,—দিনান্তে আমার খেলা
সাঙ্গ হলে ঝরিব সেথায়, কাননের
শত শত সমাপ্ত সুখের সাথে। কোন
খেদ রহিবে না কারে মনে!

অর্জ্জুন। এই শুধু!

চিত্রা। শুধু এই। বীরবর তাহে দুঃখ কেন!
আলস্যের দিনে যাহা ভাল লেগেছিল,
আলস্যের দিনে তাহা ফেল শেষ করে।
সুখেরে তাহার বেশি একদণ্ড কাল
বাঁধিয়া রাখিলে, সুখ দুঃখ হয়ে ওঠে।
যাহা আছে তাই লও, যতক্ষণ আছে
ততক্ষণ রাখ। কামনার প্রাতঃকালে
যতটুকু চেয়েছিলে, তৃপ্তির সন্ধ্যায়
তার বেশি আশা করিয়ো না।
দিন গেল।
এই মালা পর গলে! শ্রান্ত মোর তনু
ওই তব বাহু পরে টেনে লও বীর।

সন্ধি হোক্ অধরের সুখ-সম্মিলনে
ক্ষান্ত করি' মিথ্যা অসন্তোষ। বাহুবন্ধে
এস বন্দী করি দোঁহে দোঁহা, প্রণয়ের
সুধাময় চির-পরাজয়ে।

অর্জ্জুন। ওই শোন
প্রিয়তমে, বনান্তের দূর লোকালয়ে
আরতির শান্তিশঙ্খ উঠিল বাজিয়া।

মদন ও বসন্ত।

বসন্ত। শ্রান্ত আমি, ক্ষান্ত দাও সখা! হে অনঙ্গ,
সাঙ্গ কর রণরঙ্গ তব। রাত্রিদিন
সচেতন থেকে, তব হুতাশনে আর
কতকাল করিব ব্যজন! মাঝে মাঝে
নিদ্রা আসে চোখে, নত হয়ে পড়ে পাখা,
ভস্মে ম্লান হয়ে আসে তপ্তদীপ্তিরাশি।
চমকিয়া জেগে, আবার নূতনশ্বাসে
জাগাইয়া তুলি তার নব-উজ্জলতা।
এবার বিদায় দাও সখা!

মদন। জানি তুমি
অনন্ত অস্থির, চিরশিশু। চিরদিন
বন্ধনবিহীন হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে
করিতেছ খেলা। একান্ত যতনে যারে
তুলিছ সুন্দর করি' বহুকাল ধরে'
নিমেষে যেতেছ তারে ফেলি' ধূলিতলে
পিছে না ফিরিয়া। আর বেশি দিন নাই;
আনন্দচঞ্চল দিনগুলি, লঘুবেগে,
তব পক্ষ-সমীরণে, হুহু করি' কোথা
যেতেছে উড়িয়া, চ্যুত পল্লবের মত।
হর্ষঅচেতন বর্ষ শেষ হয়ে এল।

অর্জ্জুন। আমি যেন পাইয়াছি, প্রভাতে জাগিয়া
ঘুম হ'তে, স্বপ্নলব্ধ অমূল্য রতন।
রাখিবার স্থান তার নাহি এ ধরায়;
ধরে' রাখে এমন কিরীট নাই কোথা,
গেঁথে রাখে হেন সূত্র নাই, ফেলে' যাই
হেন নরাধম নহি; তারে লয়ে তাই
চিররাত্রি চিরদিন ক্ষত্রিয়ের বাহু
বদ্ধ হয়ে পড়ে' আছে কর্ত্তব্য বিহীন।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদা। কি ভাবিছ?

অর্জ্জুন। ভাবিতেছি মৃগয়ার কথা।
ওই দেখ বৃষ্টিধারা আসিয়াছে নেমে
পর্ব্বতের পরে; অরণ্যেতে ঘনঘোর
ছায়া; নির্ঝরিণী উঠেছে দুরন্ত হয়ে,
কলগর্ব্ব-উপহাসে তটের তর্জ্জন
করিতেছে অবহেলা; মনে পড়িতেছে
এমনি বর্ষার দিনে, পঞ্চভ্রাতা মিলে
চিত্রক অরণ্যতলে যেতেম শিকারে।
সারাদিন রৌদ্রহীন স্নিগ্ধ অন্ধকারে
কাটিত উৎসাহে; গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে
নৃত্য করি' উঠিত হৃদয়; ঝরঝর
বৃষ্টিজলে, মুখর নির্ঝর কল্লোল্লাসে
সাবধান পদশব্দ শুনিতে পেতনা
মৃগ; চিত্রব্যাঘ্র পঞ্চনখচিহ্নরেখা
রেখে যেত পথপঙ্কপরে, দিয়ে যেত
আপনার গৃহের সন্ধান। কেকারবে
অরণ্য ধ্বনিত'। শিকার সমাধা হ'লে
পঞ্চসঙ্গী পণ করি' মোরা, সন্তরণে
হইতাম পার, বর্ষার সৌভাগ্যগর্ব্বে
স্ফীত তরঙ্গিণী। সেই মত বাহিরিব
মৃগয়ায়, করিয়াছি মনে।

চিত্রাঙ্গদা। হে শিকারি,
যে মৃগয়া আরম্ভ করেছ, আগে তাই
হোক্ শেষ! তবে কি জেনেছ স্থির
এই স্বর্ণ মায়ামৃগ তোমারে দিয়েছে
ধরা! নহে, তাহা নহে। এ বন্য-হরিণী
আপনি রাখিতে নারে আপনারে ধরি'!
চকিতে ছুটিয়া যায় কে জানে কখন্
স্বপনের মত! ক্ষণিকের খেলা সহে,
চিরদিবসের ভার বহিতে পারে না।
ওই চেয়ে দেখ, যেমন করিছে খেলা
বায়ুতে বৃষ্টিতে,—শ্যাম বর্ষা হানিতেছে
নিমেষে সহস্র শর বায়ুপৃষ্ঠপরে,

তবু সে দুরন্ত মৃগ মাতিয়া বেড়ায়
অক্ষত অজেয় ;—তোমাতে আমাতে, নাথ,
সেই মত খেলা, আজি বরষার দিনে ;—
চঞ্চলারে করিবে শিকার, প্রাণপণ
করি' ; যত শর, যত অস্ত্র আছে তূণে
একাগ্র আগ্রহভরে করিবে বর্ষণ।
কভু অন্ধকার, কভু বা চকিত আলো
চমকিয়া হাসিয়া মিলায়, কভু স্নিগ্ধ
বৃষ্টি বরিষণ, কভু দীপ্ত বজ্রজ্বালা।
মায়ামৃগী ছুটিয়া বেড়ায়, মেঘাচ্ছন্ন
জগতের মাঝে, বাধাহীন চিরদিন।

মদন ও চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রাঙ্গদা। হে মন্মথ, কি জানি কি দিয়েছ মাখায়ে
সর্ব্বদেহে মোর! তীব্র মদিরার মত
রক্ত সাথে মিশে', উন্মাদ করেছে মোরে!
আপনার গতিগর্ব্বে মত্ত মৃগী আমি,
ধাইতেছি মুক্তকেশে, উচ্ছ্বসিত বেশে
পৃথিবী লঙ্ঘিয়া। ধনুর্দ্ধর ঘনশ্যাম
ব্যাধেরে আমার, করিয়াছি পরিশ্রান্ত
আশাহত প্রায়, ফিরাতেছি পথে পথে
বনে বনে তারে। নির্দ্দয় বিজয়সুখে
হাসিতেছি কৌতুকের হাসি। এ খেলায়
ভঙ্গ দিতে হইতেছে ভয়, একদণ্ড
স্থির হলে পাছে, ক্রন্দনে হৃদয় ভরে'
ফেটে' পড়ে' যায়!

মদন। থাক্! ভাঙ্গিয়োনা খেলা।
এ খেলা আমার! ছুটুক্ ফুটুক্ বাণ,
টুটুক্ হৃদয়! আমার মৃগয়া আজি।
দাও দাও শ্রান্ত করে' দাও ; কর তারে
পদানত ; বাঁধ তারে দৃঢ়পাশে ; দয়া
করিয়ো না, হাসিতে জর্জ্জর করে' দাও,
অমৃতে-বিষেতে-মাখা খর বাক্যবাণ
হান বুকে! শিকারে দয়ার বিধি নাই!

অর্জ্জুন। চিত্রাঙ্গদা।

অর্জ্জুন। কোন গৃহ নাই তব প্রিয়ে, যে ভবনে
কাঁদিছে বিরহে তব প্রিয় পরিজন?
নিত্য স্নেহ-সেবা দিয়ে যে আনন্দপুরী
রেখেছিলে সুধামগ্ন করে', যেথাকার
প্রদীপ নিবায়ে দিয়ে এসেছ চলিয়া
অরণ্যের মাঝে? আপন শৈশবস্মৃতি
যেথায় কাঁদিতে যায় হেন স্থান নাই?

চিত্রাঙ্গদা। প্রশ্ন কেন? তবে কি আনন্দ মিটে গেছে?
যা' দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই
পরিচয়! প্রভাতে এই যে দুলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লব প্রান্তভাগে
একটি শিশির, এর কোন নাম ধাম
আছে? এর কি শুধায় কেহ পরিচয়?
তুমি যারে ভালবাসিয়াছ, সে এমনি
শিশিরের কণা, নামধামহীন।

অর্জ্জুন। কিছু
তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে? এক
বিন্দু স্বর্গ শুধু ভূমিতলে ভুলে' পড়ে'
গেছে?

চিত্রাঙ্গদা। তাই বটে। শুধু নিমেষের তরে
দিয়েছে আপন উজ্জলতা অরণ্যের
কুসুমেরে।

অর্জ্জুন। তাই সদা হারাই হারাই
করে প্রাণ, তৃপ্তি নাহি পাই, শান্তি নাহি
মানি। সুদুর্লভে, আরো কাছাকাছি এস!
নামধামগোত্রগৃহ বাক্যদেহমনে
সহস্র বন্ধনপাশে ধরা দাও প্রিয়ে!
চারিপার্শ্ব হ'তে ঘেরি পরশি তোমায়,
নির্ভয় নির্ভরে করি বাস! নাম নাই?
তবে কোন্ প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে
হৃদয় মন্দির মাঝে? গোত্র নাই? তবে
কি মৃণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব?

চিত্রাঙ্গদা। নাই, নাই, নাই!—যারে বাঁধিবারে চাও
কখনো সে বন্ধন জানেনি! সে কেবল
মেঘের সুবর্ণছটা, গন্ধ কুসুমের,
তরঙ্গের গতি।

অর্জ্জুন। তাহারে যে ভালবাসে
অভাগা সে! প্রিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে
আকাশকুসুম। বুকে রাখিবার ধন
দাও তারে, সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দ্দিনে।

চিত্রাঙ্গদা। এখনো যে বর্ষ যায় নাই, শ্রান্তি এরি
মাঝে? হায় হায় এখন বুঝিনু, পুষ্প
স্বল্প-পরমায়ু দেবতার আশীর্ব্বাদে!
গত বসন্তের যত মৃত পুষ্প সাথে
ঝরিয়া পড়িত যদি এ মোহন তনু
আদরে মরিত তবে। বেশি দিন নহে
পার্থ! যে ক'দিন আছে, আশা মিটাইয়া
কুতূহলে, আনন্দের মধুটুকু তার
নিঃশেষ করিয়া কর পান! এর পরে
বারবার আসিয়ো না স্মৃতির কুহকে
ফিরে' ফিরে,' গত সায়াহ্নের চ্যুতবৃন্ত
মাধবীর আশে, তৃষিত ভৃঙ্গের মত।

বনচরগণ। অর্জ্জুন।

বনচর। হায় হায় কে রক্ষা করিবে!

অর্জ্জুন। কি হয়েছে?

বনচর। উত্তর পর্ব্বত হতে আসিছে ছুটিয়া
দস্যুদল, বরষার পার্ব্বত্য বন্যার
মত বেগে, বিনাশ করিতে লোকালয়।

অর্জ্জুন। এ রাজ্যে রক্ষক কেহ নাই?

বনচর। রাজকন্যা
চিত্রাঙ্গদা আছিলেন দুষ্টের দমন;
তাঁর ভয়ে রাজ্যে নাহি ছিল কোন ভয়,
যমভয় ছাড়া। শুনেছি গেছেন তিনি
তীর্থ পর্য্যটনে, অজ্ঞাত ভ্রমণব্রত।

অর্জ্জুন। এ রাজ্যের রক্ষক রমণী?

বনচর। এক দেহে
তিনি পিতামাতা অনুরক্ত প্রজাদের।
স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্য্যে যুবরাজ!

প্রস্থান।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রা। কি ভাবিছ নাথ?

অর্জ্জুন। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
কেমন না জানি তাই ভাবিতেছি মনে।
প্রতিদিন শুনিতেছি শতমুখ হতে
তারি কথা, নব নব অপূর্ব্ব কাহিনী!

চিত্রা। কুৎসিৎ কুরূপ! এমন বঙ্কিম ভুরু
নাই তার, এমন নিবিড় কৃষ্ণতারা!
কঠিন সবল বাহু বিঁধিতে শিখেছে
লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতনু, হেন
সুকোমল নাগপাশে!

অর্জ্জুন। কিন্তু শুনিয়াছি,
স্নেহে নারী বীর্য্যে সে পুরুষ।

চিত্রা। ছিছি, সেই
তার মন্দভাগ্য! নারী যদি নারী হয়
শুধু, শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো,
শুধু ভালবাসা, শুধু সুমধুর ছলে,
শতরূপ ভঙ্গিমায় পলকে পলকে
লুটায়ে জড়ায়ে বেঁকে বেঁধে' হেসে কেঁদে
সেবায় সোহাগে ছেয়ে চেয়ে থাকে সদা
তবে তার সার্থক জনম! কি হইবে
কর্ম্মকীর্ত্তি বীর্য্যবল শিক্ষা দীক্ষা তার!
হে পৌরব, কাল যদি দেখিতে তাহারে
এই বন-পথপার্শ্বে, এই পূর্ণাতীরে
ওই দেবালয় মাঝে—হেসে চলে' যেতে!
হায় হায়, আজ এত হয়েছে অরুচি
নারীর সৌন্দর্য্যে, নারীতে খুঁজিতে চাও
পৌরুষের স্বাদ!
এস নাথ, ওই দেখ
গাঢ়চ্ছায়া শৈলগুহামুখে, বিছাইয়া
রাখিয়াছি আমাদের মধ্যাহ্ন-শয়ন,
কচি কচি পীত শ্যাম কিশলয় তুলি'
আর্দ্র করি' ঝরনার শীকর নিকরে।
গভীর পল্লবছায়ে বসি', ক্লান্তকণ্ঠে
কাঁদিছে কপোত, "বেলা যায়" "বেলা যায়"
বলি'। কুলু কুলু বহিয়া চলেছে নদী
ছায়াতল দিয়া। শিলাখণ্ডে স্তরে স্তরে

সরস সুস্নিগ্ধ সিক্ত শ্যামল শৈবাল
নয়ন চুম্বন করে কোমল অধরে।
এস নাথ বিরল বিরামে!

অর্জ্জুন। আজ নহে
প্রিয়ে!

চিত্রাঙ্গদা। কেন নাথ?

অর্জ্জুন। শুনিয়াছি দস্যুদল
আসিছে নাশিতে জনপদ। ভীতজনে
করিব রক্ষণ।

চিত্রাঙ্গদা। কোন ভয় নাই প্রভু!
তীর্থযাত্রাকালে, রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
স্থাপন করিয়া গেছে সতর্ক প্রহরী
দিকে দিকে; বিপদের যত পথ ছিল
বন্ধ করে', দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি'।'

অর্জ্জুন। তবু আজ্ঞা কর প্রিয়ে, স্বল্পকালতরে
করে' আসি কর্ত্তব্য সন্ধান। বহুদিন
রয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহু।
সুনয়নে, ক্ষীণকীর্ত্তি এই ভুজদ্বয়
পুনর্ব্বার নবীন গৌরবে ভরি' আনি'
তোমার মস্তকতলে যতনে রাখিব,
হবে তব যোগ্য উপধান।

চিত্রাঙ্গদা। যদি আমি
নাই যেতে দিই? যদি বেঁধে রাখি? ছিন্ন
করে' যাবে? তাই যাও! কিন্তু মনে রেখো
ছিন্ন লতা যোড়া নাহি লাগে! তৃপ্তি যদি
হয়ে থাকে, তবে যাও, করিব না মানা;
যদি তৃপ্তি নাহি হয়ে থাকে, তবে মনে
রেখো, চঞ্চলা সুখের লক্ষ্মী, কারো তরে
বসে' নাহি থাকে। সে কাহারো সেবাদাসী
নহে। তার সেবা করে নরনারী, অতি
ভয়ে ভয়ে, নিশিদিন রাখে চোখে চোখে
যত দিন প্রসন্ন সে থাকে। রেখে যাবে
যারে সুখের কলিকা, কর্ম্মক্ষেত্র হতে
ফিরে এসে সন্ধ্যাকালে দেখিবে তাহার
দলগুলি ফুটে' ঝরে' পড়ে' গেছে ভূমে;
সব কর্ম্ম ব্যর্থ মনে হবে। চির দিন
রহিবে জীবন মাঝে জীবন্ত অতৃপ্তি
ক্ষুধাতুরা। এস, নাথ, বস। কেন আজি
এত অন্যমন? কার কথা ভাবিতেছ?
চিত্রাঙ্গদা! আজ তার এত ভাগ্য কেন?

অর্জ্জুন। ভাবিতেছি বীরাঙ্গনা কিসের লাগিয়া
ধরেছে দুষ্কর ব্রত? কি অভাব তার?

চিত্রাঙ্গদা। কি অভাব তার? কি ছিল সে অভাগীর?
বীর্য্য তার অভ্রভেদী দুর্গ সুদুর্গম
রেখেছিল চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ করি'
রুধ্যমান রমণী চিত্তেরে। রমণী ত
সহজেই অন্তরবাসিনী; সঙ্গোপনে
থাকে আপনাতে; কে তারে দেখিতে পায়,
হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেহের শোভায়
প্রকাশ না পায় যদি! কি অভাব তার!
অরুণ-লাবণ্য-লেখা-চিরনির্ব্বাপিত
উষার মতন, যে রমণী আপনার
শতস্তর তিমিরের তলে বসে' থাকে
বীর্য্যশৈলশৃঙ্গপরে নিত্য-একাকিনী
কি অভাব তার! থাক্, থাক্ তার কথা!
পুরুষের শ্রুতি-সুমধুর নহে, তার
ইতিহাস।

অর্জ্জুন। বল বল। শ্রবণলালসা
ক্রমশ বাড়িছে মোর। হৃদয় তাহার
করিতেছি অনুভব হৃদয়ের মাঝে।
যেন পান্থ আমি, প্রবেশ করেছি গিয়া
কোন্ অপরূপ দেশে অর্দ্ধ রজনীতে।
নদী গিরি বনভূমি সুপ্তিনিমগন,
শুভ্রসৌধকিরীটিনী উদার নগরী
ছায়াসম অর্দ্ধস্ফুট দেখা যায়, শুনা
যায় সাগর গর্জ্জন; প্রভাত প্রকাশে
বিচিত্র বিস্ময়ে যেন ফুটিবে চৌদিক;
প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎসুক হৃদয়ে
তারি তরে। বল বল শুনি তার কথা!

চিত্রাঙ্গদা। কি আর শুনিবে?

অর্জ্জুন। দেখিতে পেতেছি তারে,
বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি অবহেলে
দক্ষিণেতে ধনুঃশর, হৃষ্ট নগরের
বিজয়লক্ষ্মীর মত, আর্ত্ত প্রজাগণে

করিছেন বরাভয় দান। দরিদ্রের
সঙ্কীর্ণ দুয়ারে, রাজার মহিমা যেথা
নত হয় প্রবেশ করিতে, মাতৃরূপ
ধরি' সেথা, করিছেন দয়া বিতরণ।
সিংহিনীর মত, চারিদিকে আপনার
বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া, শত্রু
কেহ কাছে নাহি আসে ডরে। ফিরিছেন
মুক্তলজ্জা, ভয়হীনা প্রসন্নহাসিনী,
বীর্য্যসিংহ পরে চড়ি' জগদ্ধাত্রী দয়া।
রমণীর কমনীয় দুই বাহু পরে
স্বাধীন সে অসঙ্কোচ বল, ধিক্ থাক্
তার কাছে রুনুঝুনু কঙ্কণ কিঙ্কিণী!
অয়ি বরারোহে! বহুদিন কর্ম্মহীন
এ পরাণ মোর, উঠিছে অশান্ত হয়ে
দীর্ঘশীত-সুপ্তোত্থিত ভুজঙ্গের মত।
এস এস দোঁহে দুই মত্ত অশ্ব লয়ে
পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে
দুই দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মত! বাহিরিয়া
যাই, এই রুদ্ধ সমীরণ, এই তিক্ত
পুষ্পগন্ধমদিরায় নিদ্রাঘনঘোর
অরণ্যের অন্ধগর্ভ হতে।

চিত্রা। হে কৌন্তেয়!
যদি এ লালিত্য, এই কোমল ভীরুতা,
স্পর্শক্লেশসকাতর শিরীষপেলব
এই রূপ, ছিন্ন করে, ঘৃণাভরে ফেলি
পদতলে, পরের বসনখণ্ড সম,—
সে ক্ষতি কি সহিতে পারিবে? কামিনীর
ছলাকলা মায়ামন্ত্র দূর করে' দিয়ে
উঠিয়া দাঁড়াই যদি সরল উন্নত
বীর্য্যমন্ত অন্তরের বলে, পর্ব্বতের
তেজস্বী তরুণ তরুসম, বায়ুভরে
আনম্র সুন্দর, কিন্তু লতিকার মত
নহে নিত্য কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত;—সেকি ভাল
লাগিবে পুরুষ চোখে!—থাক্ থাক্, তার
চেয়ে এই ভাল। আপন যৌবনখানি
দুদিনের বহুমূল্য ধন, সাজাইয়া
সযতনে, পথচেয়ে বসিয়া রহিব;
অবসরে আসিবে যখন, আপনার
সুধাটুকু দেহপাত্রে আকর্ণ পূরিয়া
করাইব পান; সুখস্বাদে শ্রান্তি হলে
চলে' যাবে কর্ম্মের সন্ধানে; পুরাতন
হলে, যেথা স্থান দিবে, সেথায় রহিব
পার্শ্বে পড়ি'! যামিনীর নর্ম্মসহচরী
যদি হয় দিবসের কর্ম্মসহচরী,
সতত প্রস্তুত থাকে বামহস্ত সম
দক্ষিণ হস্তের অনুচর, সে কি ভাল
লাগিবে বীরের প্রাণে?

অর্জ্জুন। বুঝিতে পারিনে
আমি রহস্য তোমার! এতদিন আছি,
তবু যেন পাইনি সন্ধান! তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা;
তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার
অন্তরালে থেকে, আমারে করিছ দান
অমূল্য চুম্বন রত্ন, আলিঙ্গন সুধা;
নিজে কিছু চাহ না, লহ না। অঙ্গহীন
ছন্দোহীন প্রেম প্রতিক্ষণে পরিতাপ
জাগায় অন্তরে! তেজস্বিনি, পরিচয়
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়।
তার কাছে এ সৌন্দর্য্যরাশি, মনে হয়
মৃত্তিকার মূর্ত্তি শুধু, নিপুণ চিত্রিত
শিল্প যবনিকা। মাঝে মাঝে মনে হয়
তোমারে তোমার রূপ ধারণ করিতে
পারিছে না আর, কাঁপিতেছে টলমল
করি'! নিত্যদীপ্ত হাসির অন্তরে
ভরা অশ্রু করিতেছে বাস, মাঝে মাঝে
ছলছল করে' ওঠে, দেখিতে দেখিতে
ফাটিয়া পড়িবে যেন আবরণ টুটি'।
সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়াকায়া ধরি'; তার পরে
সত্য দেখা দেয়, ভূষণ-বিহীনরূপে
আলো করি' অন্তর বাহির! সেই সত্য
কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে!
আমার যে সত্য তাই লও! শ্রান্তিহীন
সে মিলন চিরদিবসের। অশ্রু কেন

প্রিয়ে ? বাহুতে লুকায়ে মুখ কেন এই
ব্যাকুলতা ? বেদনা দিয়েছি প্রিয়তমে ?
তবে থাক্, তবে থাক্! ওই মনোহর
রূপ পুণ্যফল মোর! এই যে সঙ্গীত
শোনা যায় মাঝে মাঝে বসন্ত সমীরে
এ যৌবন যমুনার পরপার হতে,
এই মোর বহুভাগ্য! এ বেদনা মোর
সুখের অধিক সুখ, আশার অধিক
আশা, হৃদয়ের চেয়ে বড়, তাই তারে
হৃদয়ের ব্যথা বলে' মনে হয় প্রিয়ে!

মদন। বসন্ত। চিত্রাঙ্গদা।

মদন। শেষ রাত্রি আজি!

বসন্ত। আজ রাত্রি অবসানে
তব অঙ্গ-শোভা, ফিরে' যাবে বসন্তের
অক্ষয় ভাণ্ডারে। পার্থের চুম্বনস্মৃতি
ভুলে' গিয়ে, তব ওষ্ঠ-রাগ, দুটি নব
কিশলয়ে মঞ্জরি' উঠিবে লতিকায়।
অঙ্গের বরণ তব, শত শ্বেত ফুলে
ধরিয়া নূতন তনু, গতজন্মকথা
ত্যজিবে স্বপ্নের মত নব জাগরণে।

চিত্রাঙ্গদা। হে অনঙ্গ, হে বসন্ত, আজ রাত্রে তবে
এ মুমূর্ষু রূপ মোর, শেষ রজনীতে
অন্তিম শিখার মত শ্রান্ত প্রদীপের—
আচম্বিতে উঠুক্ উজ্জ্বলতম হয়ে।

মদন। তবে তাই হোক্! সখা, দক্ষিণ পবন
দাও তবে নিঃশ্বসিয়া প্রাণপূর্ণ বেগে।
অঙ্গে অঙ্গে উঠুক্ উচ্ছ্বসি পুনর্ব্বার
নবোল্লাসে যৌবনের ক্লান্ত মন্দ স্রোত।
আমি মোর পঞ্চ পুষ্পশরে, নিশীথের
নিদ্রাভেদ করি', ভোগবতী তটিনীর
তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে, প্লাবিত করিয়া দিব
বাহুপাশে বদ্ধ দুটি প্রেমিকের তনু।

শেষ রাত্রি। অর্জ্জুন। চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রা। প্রভু, মিটিয়াছে সাধ ? এই সুললিত
সুগঠিত নবনী-কোমল সৌন্দর্য্যের
যত গন্ধ যত মধু ছিল, সকলি কি
করিয়াছ পান! আর কিছু বাকি আছে ?
সব হয়ে গেছে শেষ ?—হয় নাই প্রভু!
ভাল হোক্, মন্দ হোক্, আরো কিছু বাকী
আছে, সে আজিকে দিব!
প্রিয়তম, ভাল
লেগেছিল বলে' করেছিনু নিবেদন
এ সৌন্দর্য্য-পুষ্পরাশি চরণকমলে—
নন্দনকানন হতে তুলে নিয়ে এসে
বহু সাধনায়! যদি সাঙ্গ হল পূজা
তবে আজ্ঞা কর প্রভু, নির্ম্মাল্যের ডালি
ফেলে দিই মন্দির বাহিরে! এইবার
প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকার পানে!

যে ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু
সে ফুলের মত প্রভু এত সুমধুর,
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর!
দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য
আছ ; কত দৈন্য আছে ; আছে আজন্মের
কত অতৃপ্ত তিয়াষা! সংসার-পথের
পান্থ, ধুলিলিপ্ত বাস, বিক্ষত চরণ ;
কোথা পাব কুসুম-লাবণ্য, দুদণ্ডের
জীবনের অকলঙ্ক শোভা! কিন্তু আছে
অক্ষয় অমর এক রমণী হৃদয়!
দুঃখ সুখ আশা ভয় লজ্জা দুর্ব্বলতা—
ধুলিময়ী ধরণীর কোলের সন্তান,
তার কত ভ্রান্তি, তার কত ব্যথা, তার
কত ভালবাসা, মিশ্রিত জড়িত হয়ে
আছে এক সাথে!—আছে এক সীমাহীন
অপূর্ণতা অনন্ত মহৎ। কুসুমের
সৌরভ মিলায়ে থাকে যদি, এইবার
সেই জন্ম জন্মান্তের সেবিকার পানে
চাও!

সূর্য্যোদয়।

(অবগুণ্ঠন খুলিয়া)

আমি চিত্রাঙ্গদা! রাজেন্দ্রনন্দিনী।
হয় ত পড়িবে মনে, সেই একদিন
সেই সরোবর তীরে, শিবালয়ে, দেখা
দিয়েছিল এক নারী, বহু আভরণে
ভারাক্রান্ত করি' তার রূপহীন তনু।
কি জানি কি বলেছিল নির্লজ্জ মুখরা,
পুরুষেরে করেছিল পুরুষ-প্রথায়
আরাধনা; প্রত্যাখ্যান করেছিল তারে।
ভালই করেছ। সামান্য সে নারীরূপে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অনুতাপ
বিঁধিত তাহার বুকে আমরণ কাল।
প্রভু আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নহি; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।
তার পরে পেয়েছিনু বসন্তের বরে
বর্ষকাল অপরূপ রূপ। দিয়েছিনু
শ্রান্ত করি' বীরের হৃদয়, ছলনার
ভারে। সেও আমি নহি।

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর'
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর' সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়। গর্ভে
আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জ্জুন করি, তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে,
তখন জানিবে মোরে প্রিয়তম!

আজ
শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা,
রাজেন্দ্রনন্দিনী।

অর্জ্জুন। প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।

সোনার তরী।

সোনার তরী।

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে' আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হ'ল সারা
ভরা নদী ক্ষুরধারা খর-পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা।
এ পারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে' যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরাপালে চলে যায়, কোন দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙ্গে দু'ধারে,
দেখে' যেন মনে হয় চিনি উহারে!

ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে!
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে!
যেয়ো যেথা যেতে চাও, যারে খুসি তারে দাও
শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে!

যত চাও তত লও তরণী পরে।
আর আছে?—আর নাই, দিয়েছি ভরে'।
এতকাল নদীকূলে যাহা ল'য়ে ছিনু ভুলে';
সকলি দিলাম তুলে' থরে বিথরে
এখন আমারে লহ করুণা করে'!

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই! ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি'।
শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি',
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

ফাল্গুন, ১২৯৮।

বিম্ববতী।

(রূপকথা।)

সযত্নে সাজিল রাণী, বাঁধিল কবরী,
নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে। তার পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি' আনিল বাহিরে
মায়াময় কনক দর্পণ। মন্ত্র পড়ি'
শুধাইল তারে—কহ মোরে সত্য করি'
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ,
দেখিয়া বিদারি' গেল মহিষীর বুক—
রাজকন্যা বিম্ববতী সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে!

তার পর দিন রাণী প্রবালের হার
পরিল গলায়। খুলি' দিল কেশভার
আজানুচুম্বিত। গোলাপী অঞ্চলখানি,
লজ্জার আভাসসম, বক্ষে দিল টানি'।
স্বর্ণ মুকুর রাখি কোলের উপরে
'শুধাইল মন্ত্র পড়ি'—কহ সত্য করে'
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী!
দর্পণে উঠিল ফুটে সেই মুখশশী।

কাঁপিয়া কহিল রাণী, অগ্নিসম জ্বালা -
পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা,
তবু মরিল না জ্বলে' সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

তার পরদিনে,—আবার রুধিল দ্বার
শয়নমন্দিরে। পরিল মুক্তার হার,
ভালে সিন্দুরের টিপ, নয়নে কাজল,
রক্তাম্বর পট্টবাস, সোনার আঁচল।
শুধাইল দর্পণেরে—কহ সত্য করি'
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি সুন্দরী!
উজ্জল কনক পটে ফুটিয়া উঠিল
সেই হাসিমাখা মুখ। হিংসায় লুটিল
রাণী শয্যার উপরে। কহিল কাঁদিয়া—
বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাঁধিয়া,
এখনো সে মরিল না সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে!

তার পরদিনে,—আবার সাজিল সুখে
নব অলঙ্কারে; বিরচিল হাসিমুখে
কবরী নূতন ছাঁদে বাঁকাইয়া গ্রীবা।
পরিল যতন করি' নবরৌদ্রবিভা
নব পীতবাস। দর্পণ সম্মুখে ধরে'
শুধাইল মন্ত্র পড়ি'—সত্য কহ মোরে
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী!
সেই হাসি সেই মুখ উঠিল বিকশি'
মোহন মুকুরে। রাণী কহিল জ্বলিয়া—
বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,
তবুও সে মরিল না সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

তার পর দিনে রাণী কনক রতনে
খচিত করিল তনু অনেক যতনে।
দর্পণেরে শুধাইল বহু দর্পভরে—
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ কার বল্ সত্য করে'।
দুইটি সুন্দর মুখ দেখা দিল হাসি'
রাজপুত্র রাজকন্যা দোঁহে পাশাপাশি
বিবাহের বেশে।—অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত
রাণীরে দংশিল যেন বৃশ্চিকের মত।

চীৎকারি' কহিল রাণী কর হানি' বুকে,
মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুখে
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

ঘষিতে লাগিল রাণী কনক মুকুর
বালু দিয়ে—প্রতিবিম্ব ন্যাহি হল দূর।
মসী লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না!
অগ্নি দিল, তবুও ত গলিল না সোনা।
আছাড়ি' ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে
ভাঙ্গিল না সে মায়া-দর্পণ। ভূমিতলে
চকিতে পড়িল রাণী, টুটি' গেল প্রাণ;—
সর্ব্বাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জ্বলিতে; ভূমে পড়ি' তারি পাশে
কনক দর্পণে দুটি হাসিমুখ হাসে।
বিম্ববতী, মহিষীর সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।

ফাল্গুন, ১২৯৮।

শৈশব সন্ধ্যা।

ধীরে ধীরে বিস্তারিছে ঘেরি চারিধার
শ্রান্তি, আর শান্তি, আর সন্ধ্যা-অন্ধকার,
মায়ের অঞ্চলসম। দাঁড়ায়ে একাকী
মেলিয়া পশ্চিম পানে অনিমেষ আঁখি
স্তব্ধ চেয়ে আছি; আপনারে মগ্ন করি'
অতলের তলে, ধীরে লইতেছি ভরি'
জীবনের মাঝে—আজিকার এই ছবি,
জনশূন্য নদীতীর, অস্তমান রবি,
ম্লান মূর্চ্ছাতুর আলো—রোদন-অরুণ
ক্লান্ত নয়নের যেন দৃষ্টি সকরুণ
স্থির বাক্যহীন,—এই গভীর বিষাদ,
জলে স্থলে চরাচরে শ্রান্তি অবসাদ।

সহসা উঠিল গাহি' কোন্‌খান্ হতে
বন-অন্ধকারঘন কোন্ গ্রামপথে
যেতে যেতে গৃহমুখী বালকপথিক।
উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর নিশ্চিন্ত নির্ভীক

কাঁপিছে সপ্তম স্বরে; তীব্র উচ্চতান
সন্ধ্যারে কাটিয়া যেন করিবে দু'খান।
দেখিতে না পাই তারে; ওই যে সম্মুখে
প্রান্তরের সর্ব্ব প্রান্তে, দক্ষিণের মুখে,
আখের ক্ষেতের পারে, কদলী সুপারি
নিবিড় বাঁশের বন, মাঝখানে তারি
বিশ্রাম করিছে গ্রাম,—হোথা আঁখি ধায়।
হোথা কোন গৃহপানে গেয়ে চ'লে' যায়
কোন্ রাখালের ছেলে, নাহি ভাবে কিছু,
নাহি চায় শূন্যপানে, নাহি আগুপিছু।

দেখে শুনে মনে পড়ে সেই সন্ধেবেলা
শৈশবের; কত গল্প কত বাল্যখেলা,
এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন;
সে কি আজিকার কথা, হল কত দিন!
এখনো কি বৃদ্ধ হয়ে যায় নি সংসার!
ভোলে নাই খেলাধূলা, নয়নে তাহার
আসে নাই নিদ্রাবেশ শান্ত সুশীতল,
বাল্যের খেলানাগুলি করিয়া বদল
পায় নি কঠিন জ্ঞান! দাঁড়ায়ে হেথায়
নির্জ্জন মাঠের মাঝে, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,
শুনিয়া কাহার গান পড়ি' গেল মনে
কত শত নদীতীরে, কত আম্রবনে,
কাংস্যঘণ্টামুখরিত মন্দিরের ধারে,
কত শস্যক্ষেত্রপ্রান্তে, পুকুরের পাড়ে
গৃহে গৃহে জাগিতেছে নব হাসিমুখ,
নবীন হৃদয়ভরা নব নব সুখ,
কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব্ব কল্পনা,
কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা,
অনন্ত বিশ্বাস। দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক।

ফাল্গুন, ১২৯৮।

রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে।

(রূপকথা।)

১

প্রভাতে।

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
দু'জনে দেখা হ'ত পথের মাঝে,
কে জানে কবেকার কথা!
রাজার মেয়ে দূরে সরে' যেত,
চুলের ফুল তার পড়ে' যেত.
রাজার ছেলে এসে তুলে' দিত
ফুলের সাথে বনলতা।
রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
পথের দুই পাশে ফুটেছে ফুল,
পাখীরা গান গাহে গাছে।
রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে,
রাজার ছেলে যায় পাছে।

২

মধ্যাহ্নে।

উপরে বসে' পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নীচে বসে।
পুঁথি খুলিয়া শেখে কত কি ভাষা,
খড়ি পাতিয়া আঁক কষে।
রাজার মেয়ে পড়া যায় ভুলে',
পুঁথিটি হাত হ'তে পড়ে খুলে',
রাজার ছেলে এসে দেয় তুলে',
আবার পড়ে' যায় খসে'।
উপরে বসে' পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নীচে বসে।
দুপুরে খরতাপ, বকুলশাখে
কোকিল কুহু কুহরিছে।
রাজার ছেলে চায় উপর পানে,
রাজার মেয়ে চায় নীচে।

৩

সায়াহ্নে।

রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে,
রাজার মেয়ে যায় ঘরে।

খুলিয়া গলা হতে মোতির মালা
রাজার মেয়ে খেলা করে।
পথে সে মালাখানি গেল ভুলে',
রাজার ছেলে সেটি নিল তুলে'
আপন মণিহার মনোভুলে
দিল সে বালিকার করে।
রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া এল,
রাজার মেয়ে গেল ঘরে।
শ্রান্ত রবি ধীরে অস্ত যায়
নদীর তীরে এক শেষে।
সাঙ্গ হয়ে গেল দোঁহার পাঠ,
যে যার গেল নিজ দেশে।—

৪

নিশীথে।

রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে,
স্বপনে দেখে রূপরাশি।
রূপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে
দেখিছে কার সুধা হাসি!
করিছে আনাগোনা সুখ দুখ,
কখনো দুরু দুরু করে বুক,
অধরে কভু কাঁপে হাসিটুক্,
নয়ন কভু যায় ভাসি।
রাজার মেয়ে কার দেখিছে মুখ,
রাজার ছেলে কার হাসি।
বাদর ঝর ঝর, গরজে মেঘ,
পবন করে মাতামাতি
শিথানে মাথা রাখি বিথান বেশ,
স্বপনে কেটে যায় রাতি।

চৈত্র, ১২৯৯।

নিদ্রিতা।

রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে,
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।
যেখানে যত মধুর মুখ আছে
বাকি ত কিছু রাখি নি দেখিবার।
কেহ বা ডেকে কয়েছে দুটো কথা,
কেহ বা চেয়ে করেছে আঁখি নত,
কাহারো হাসি ছুরির মত কাটে
কাহারো হাসি আঁখি জলেরি মত!
গরবে কেহ গিয়েছে নিজ ঘর
কাঁদিয়া কেহ চেয়েছে ফিরে ফিরে।
কেহ বা কারে কহে নি কোন কথা,
কেহ বা গান গেয়েছে ধীরে ধীরে।
এমনি করে ফিরেছি দেশে দেশে;
অনেক দূরে তেপান্তর-শেষে
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা,
তাহারি গলে এসেছি দিয়ে মালা!

একদা রাতে নবীন যৌবনে
স্বপ্ন হতে উঠিনু চমকিয়া,
বাহিরে এসে দাঁড়ানু একবার
ধরার পানে দেখিনু নিরখিয়া।
শীর্ণ হ'য়ে এসেছে শুকতারা,
পূর্ব্ব তটে হ'তেছে নিশি ভোর।
আকাশ কোণে বিকাশে জাগরণ,
ধরণীতলে ভাঙ্গে নি ঘুম-ঘোর।
সমুখে পড়ে' দীর্ঘ রাজপথ,
দু'ধারে তারি দাঁড়ায়ে তরুসার,
নয়ন মেলি' পূর্ব্ব পানে চেয়ে
আপন মনে ভাবিনু একবার,—
আমারি মত আজি এ নিশি শেষে
ধরার মাঝে নূতন কোন্ দেশে,
দুগ্ধফেনশয্যা করি' আলা
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা।

অশ্ব চড়ি' তখনি বাহিরিনু
কত যে দেশ-বিদেশ হনু পার!
একদা এক ধূসর সন্ধ্যায়
ঘুমের দেশে লভিনু পুরদ্বার!
সবাই সেথা অচল অচেতন,
কোথাও জেগে নাইক জনপ্রাণী,
নদীর তীরে জলের কলতানে
ঘুমায়ে আছে বিপুল পুরীখানি।

ফেলিতে পদ সাহস নাহি মানি,
নিমেষে পাছে সকল দেশ জাগে!
প্রাসাদ মাঝে পশিনু সাবধানে
শঙ্কা মোর চলিল আগে আগে।
ঘুমায় রাজা, ঘুমায় রাণী-মাতা,
কুমার সাথে ঘুমায় রাজভ্রাতা;
একটি ঘরে রত্ন-দীপ জ্বালা,
ঘুমায়ে সেথা রয়েছে রাজবালা।

কমলফুল-বিমল শেজখানি,
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা।
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে
বাজিল বুকে সুখের মত ব্যথা!
মেঘের মত গুচ্ছ কেশরাশি
শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে।
একটি বাহু বক্ষপরে পড়ি'
একটি বাহু লুটায় একধারে।
আঁচলখানি পড়েছে খসি' পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি',
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি!
দেখিনু তারে উপমা নাহি জানি;
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি;
পালঙ্কেতে মগন রাজবালা
আপন ভরা লাবণ্যে নিরালা!

ব্যাকুল বুকে চাপিনু দুই বাহু,
না মানে বাধা হৃদয় কম্পন!
ভূতলে বসি আনত করি' শির
মুদিত আঁখি করিনু চুম্বন!
পাতার ফাঁকে আঁখির তারা দুটি,
তাহারি পানে চাহিনু এক মনে,
দ্বারের ফাঁকে দেখিতে চাহি যেন
কি আছে কোথা নিভৃত নিকেতনে!
ভূর্জ্জপাতে কাজলমসী দিয়া
লিখিয়া দিনু আপন নাম ধাম।
লিখিনু "অয়ি নিদ্রানিমগনা,
আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম!"

যতন করি কনকসূতে গাঁথি
রতন হারে বাঁধিয়া দিনু পাঁতি।
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা,
তাহারি গলে পরায়ে দিনু মালা!

১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

সুপ্তোত্থিতা।

ঘুমের দেশে ভাঙ্গিল ঘুম; উঠিল কলস্বর।
গাছের শাখে জাগিল পাখী কুসুমে মধুকর।
অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া হস্তীশালে হাতী।
মল্লশালে মল্ল জাগি' উঠিছে পুন মাতি।
জাগিল পথে প্রহরী দল, দুয়ারে জাগে দ্বারী,
আকাশে চেয়ে নিরখে বেলা জাগিয়া নর নারী।
উঠিল জাগি' রাজাধিরাজ, জাগিল রাণীমাতা!
কচালি' আঁখি কুমার সাথে জাগিল রাজভ্রাতা।
নিভৃত ঘরে ধূপের বাস, রতন দীপ জ্বালা,
জাগিয়া উঠি' শয্যাতলে সুধাল রাজবালা
কে পরালে মালা!

খসিয়া-পড়া আঁচলখানি বক্ষে তুলি' দিল।
আপন-পানে নেহারি' চেয়ে সরমে শিহরিল!
ত্রস্ত হয়ে চকিত-চোখে চাহিল চারিদিকে;
বিজন গৃহ, রতন দীপ জ্বলিছে অনিমিখে!
গলার মালা খুলিয়া লয়ে ধরিয়া দুটি করে
সোনার সূতে যতনে গাঁথা লিখনখানি পড়ে।
পড়িল নাম, পড়িল ধাম, পড়িল লিপি তার,
কোলের পরে বিছায়ে দিয়ে পড়িল শতবার!
শয়নশেষে রহিল বসে' ভাবিল রাজবালা—
—আপন ঘরে ঘুমায়ে ছিনু নিতান্ত নিরালা
কে পরালে মালা!—

নূতন-জাগা কুঞ্জবনে কুহরি উঠে পিক,
বসন্তের চুম্বনেতে বিবশ দশ দিক্!
বাতাস ঘরে প্রবেশ করে ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে,
নব কুসুম মঞ্জরীর গন্ধ লয়ে আসে।
জাগিয়া উঠি বৈতালিক গাহিছে জয়গান,
প্রাসাদদ্বারে ললিত স্বরে বাঁশিতে উঠে তান।

শীতল ছায়া নদীর পথে কলসে লয়ে বারি—
কাঁকন বাজে নূপুর বাজে—চলিছে পুরনারী।
কাননপথে মর্ম্মরিয়া কাঁপিছে গাছপালা,
আধেক মুদি' নয়ন দুটি ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা!

বারেক মালা গলায় পরে বারেক লহে খুলি',
দুইটি করে চাপিয়া ধরে বুকের কাছে তুলি'।
শয়ন পরে মেলায়ে দিয়ে তৃষিত চেয়ে রয়,
এমনি করে' পাইবে যেন অধিক পরিচয়।
জগতে আজ কত না ধ্বনি উঠিছে কত ছলে,
একটি আছে গোপন কথা, সে কেহ নাহি বলে!
বাতাস শুধু কানের কাছে বহিয়া যায় হুহু
কোকিল শুধু অবিশ্রাম ডাকিছে কুহু কুহু।
নিভৃত ঘরে পরাণ মন একান্ত উতালা,
শয়নশেষে নীরবে বসে' ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা!

কেমন বীর-মূরতি তার মাধুরী দিয়ে মিশা!
দীপ্তিভরা নয়ন মাঝে তৃপ্তিহীন তৃষা!
স্বপ্নে তারে দেখেছে যেন এমনি মনে লয়,—
ভুলিয়া গেছে, রয়েছে শুধু অসীম বিস্ময়!
পারশে যেন বসিয়াছিল, ধরিয়াছিল কর,
এখনো তার পরশে যেন সরস কলেবর!
চমকি' মুখ দু'হাতে ঢাকে, সরমে টুটে মন,
লজ্জাহীন প্রদীপ কেন নিভে নি সেইক্ষণ!
কণ্ঠ হতে ফেলিল হার যেন বিজুলিজ্বালা,
শয়ন পরে লুটায়ে পড়ে' ভাবিল রাজবালা—
কে পরালে মালা!

এমনি ধীরে একটি করে কাটিছে দিন রাতি।
বসন্ত সে বিদায় নিল লইয়া যুথী জাতি।
সঘন মেঘে বরষা আসে, বরষে ঝর ঝর।
কাননে ফুটে নবমালতী কদম্ব কেশর।
স্বচ্ছ-হাসি শরৎ আসে পূর্ণিমা-মালিকা।
সকল বন আকুল করে শুভ্র শেফালিকা।
আসিল শীত সঙ্গে লয়ে দীর্ঘ দুখ-নিশা।
শিশির-ঝরা কুন্দ ফুলে হাসিয়া কাঁদে দিশা।

মাধবী মাস আবার এল বহিয়া ফুলডালা।
জানালা পাশে একেলা বসে ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা!

১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

তোমরা এবং আমরা।

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মত।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা আপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমল চরণ পড়িছে ধরণী মাঝে,
কনক নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে,
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা,
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।
আঁখি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল,
মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল।
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা,
কি কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা!

চকিত পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,
ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে, ত্বরা
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও!
যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়,
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে,
চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে!

আমরা মূর্খ কহিতে জানিনে কথা,
কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলি!
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন
পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁখি মেলি!

তোমরা দেখিয়া চুপিচুপি কথা কও,
সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও!
বসন আঁচল বুকেতে টানিয়া লয়ে
হেসে চলে' যাও আশার অতীত হ'য়ে।

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মত
আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি।
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে
টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও,
আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও,
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি
চকিত চরণে চলে' যাও দিয়ে ফাঁকি।

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
নয়ন অধর দেয়নি ভাষায় ভরে',
মোহন মধুর মন্ত্র জানিনে মোরা,
আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে'?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি!
কোন সুলগনে হব না কি কাছাকাছি!
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে!

১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

সোনার বাঁধন।

বন্দী হয়ে আছ তুমি সুমধুর স্নেহে,
অয়ি গৃহলক্ষ্মি, এই করুণ-ক্রন্দন
এই দুঃখ দৈন্যে ভরা মানবের গেহে;
তাই দুটি বাহু পরে সুন্দর বন্ধন
সোনার কঙ্কণ দুটি বহিতেছ দেহে
শুভ চিহ্ন, নিখিলের নয়ন-নন্দন।
পুরুষের দুই বাহু কিণাঙ্ক-কঠিন
সংসার সংগ্রামে, সদা বন্ধনবিহীন;
যুদ্ধ দ্বন্দ্ব যত কিছু নিদারুণ কাজে
বহ্নিবাণ বজ্রসম সর্ব্বত্র স্বাধীন।
তুমি বদ্ধ স্নেহ প্রেম করুণার মাঝে,—
শুধু শুভকর্ম্ম, শুধু সেবা নিশি দিন।
তোমার বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি,
দুইটি সোনার গণ্ডী, কাঁকন দু'খানি।

১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

হিং টিং ছট্।

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ,—
অর্থ তার ভাবি' ভাবি' গবুচন্দ্র চুপ!—
শিয়রে বসিয়া যেন তিনটে বাঁদরে
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে;
একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়
চখে মুখে লাগে তার নখের আঁচড়।
সহসা মিলাল তা'রা এল এক বেদে,
"পাখী উড়ে' গেছে" বলে' মরে কেঁদে কেঁদে;
সম্মুখে রাজারে দেখি তুলি নিল ঘাড়ে,
ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে।
নীচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়থুড়ি
হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সুড়সুড়ি।
রাজা বলে "কি আপদ!" কেহ নাহি ছাড়ে,
পা দু'টা তুলিতে চাহে, তুলিতে না পারে।
পাখীর মতন রাজা করে ঝটপট,—
বেদে কানে কানে বলে—"হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

হবুপুর রাজ্যে আজ দিন ছয় সাত
চখে কারো নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত।
শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি' শির
রাজ্যসুদ্ধ বালবৃদ্ধ ভেবেই অস্থির।
ছেলেরা ভুলেছে খেলা, পণ্ডিতেরা পাঠ,
মেয়েরা করেছে চুপ—এতই বিভ্রাট!
সারি সারি বসে' গেছে কথা নাই মুখে,
চিন্তা যত ভারি হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে।
ভুঁইফোঁড়া তত্ত্ব যেন ভূমিতলে খোঁজে,
সবে যেন বসে' গেছে নিরাকার ভোজে!

মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ হুকারি উঠে—"হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

চারিদিক হতে এল পণ্ডিতের দল,
অযোধ্যা কনোজ কাঞ্চী মগধ কোশল;
উজ্জয়িনী হতে এল বুধ-অবতংস—
কালিদাস কবীন্দ্রের ভাগিনেয়বংশ।
মোটা মোটা পুঁথি লয়ে উলটায় পাতা,
ঘন ঘন নাড়ে বসি' টিকিসুদ্ধ মাথা!
বড় বড় মস্তকের পাকা শস্যক্ষেত
বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ-সমেত!
কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহ বা পুরাণ,
কেহ ব্যাকরণ দেখে, কেহ অভিধান;
কোনখানে নাহি পায় অর্থ কোনরূপ,
বেড়ে ওঠে অনুস্বার বিসর্গের স্তূপ!
চুপ করে' বসে' থাকে বিষম সঙ্কট,
থেকে থেকে হেঁকে ওঠে—"হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

কহিলেন হতাশ্বাস হবুচন্দ্র রাজ—
ম্লেচ্ছদেশে আছে নাকি পণ্ডিতসমাজ!
তাহাদের ডেকে আন যে যেখানে আছে—
অর্থ যদি ধরা পড়ে তাহাদের কাছে।—
কটাচুল নীলচক্ষু কপিশ কপোল,
যবন পণ্ডিত আসে, বাজে ঢাক ঢোল।
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছোঁটা কুর্ত্তি,
গ্রীষ্মতাপে উষ্মা বাড়ে, ভারি উগ্রমূর্ত্তি!
ভূমিকা না করি' কিছু ঘড়ি খুলি' কয়—
"সতেরো মিনিট মাত্র রয়েছে সময়,
কথা যদি থাকে কিছু বল চটপট্!"
সভাসুদ্ধ বলি' উঠে "হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্।

স্বপ্ন শুনি ম্লেচ্ছমুখ রাঙা টক্‌টকে,
আগুন ছুটিতে চায় মুখে আর চখে!
হানিয়া দক্ষিণ মুষ্টি বাম করতলে
"ডেকে এনে পরিহাস!" রেগেমেগে বলে!—
ফরাসী পণ্ডিত ছিল, হাস্যোজ্জ্বলমুখে
কহিল নোয়ায়ে মাথা, হস্ত রাখি বুকে—
"স্বপ্ন যাহা শুনিলাম রাজযোগ্য বটে;
হেন স্বপ্ন সকলের অদৃষ্টে না ঘটে!
কিন্তু তবু স্বপ্ন ওটা করি অনুমান
যদিও রাজার শিরে পেয়েছিল্ স্থান!
অর্থ চাই রাজকোষে আছে ভূরি ভূরি,
রাজস্বপ্নে অর্থ নাই, যত মাথা খুঁড়ি!
নাই অর্থ কিন্তু তবু কহি অকপট
শুনিতে কি মিষ্ট আহা—হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

শুনিয়া সভাস্থ সবে করে ধিক্ ধিক্—
কোথাকার গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড নাস্তিক!
স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মস্তিষ্ক বিকার,
এ কথা কেমন করে' করিব স্বীকার!
জগৎ-বিখ্যাত মোরা "ধর্ম্মপ্রাণ" জাতি!
স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে!—দুপুরে ডাকাতি!
হবুচন্দ্র রাজা কহে পাকালিয়া চোখ—
"গবুচন্দ্র, এদের উচিত শিক্ষা হোক!
হেঁটোয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক,
ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক!"
সতেরো মিনিট কাল না হইতে শেষ,
ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের আর না মিলে উদ্দেশ!
সভাস্থ সবাই ভাসে আনন্দাশ্রুনীরে,
ধর্ম্মরাজ্যে পুনর্ব্বার শান্তি এল ফিরে।
পণ্ডিতেরা মুখ চক্ষু করিয়া বিকট
পুনর্ব্বার উচ্চারিল "হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।
নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—
কাছা কোঁচা শতবার খসে' খসে' পড়ে।

অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্ব্বদেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ!
এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল।
সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করে "কি লয়ে বিচার!
শুনিলে বলিতে পারি কথা দুই চার;
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট্‌পালট্!"
সমস্বরে কহে সবে—"হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

স্বপ্নকথা শুনি মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,
"নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার,
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ!
বিবর্ত্তন আবর্ত্তন সম্বর্ত্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্ম বিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে "হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

সাধু সাধু সাধু রবে কাঁপে চারিধার,
সবে বলে—পরিষ্কার—অতি পরিষ্কার!
দুর্ব্বোধ যা কিছু ছিল হয়ে গেল জল,
শূন্য আকাশের মত অত্যন্ত নির্ম্মল!
হাঁপ ছাড়ি উঠিলেন হবুচন্দ্র রাজ,
আপনার মাথা হতে খুলি লয়ে তাজ
পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙ্গালীর শিরে,
ভারে তার মাথাটুকু পড়ে বুঝি ছিঁড়ে'!

বহুদিন পরে আজ চিন্তা গেল ছুটে,
হাবুডুবু হবু রাজ্য নড়ি চড়ি উঠে।
ছেলেরা ধরিল খেলা, বৃদ্ধেরা তামুক,
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ।
দেশযোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট্,
সবাই বুঝিয়া গেল—হিং টিং ছট্!
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

যে শুনিবে এই স্বপ্নমঙ্গলের কথা,
সর্ব্বভ্রম ঘুচে যাবে নহিবে অন্যথা।
বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি' বুঝিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই, আর, নাই যাহা আছে,
এ কথা জাজ্জ্বল্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা কিছু,
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।
এস ভাই, তোল হাই, শুয়ে পড় চিত,
অনিশ্চিত এ সংসারে এ কথা নিশ্চিত—
জগতে সকলি মিথ্যা সব মায়াময়
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্।

১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

পরশ-পাথর।

ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর।
মাথায় বৃহৎ জটা ধূলায় কাদায় কটা,
মলিন ছায়ার মত ক্ষীণকলেবর।
ওষ্ঠে অধরেতে চাপি' অন্তরের দ্বার ঝাঁপি
রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে।
দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোৎ হেন
উড়ে' উড়ে' খুঁজে কারে নিজের আলোকে।
নাহি যার চাল চুলা গায়ে মাথে ছাই ধূলা,
কটিতে জড়ানো শুধু ধূসর কৌপীন,
ডেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে,
পথের ভিখারী হতে আরো দীনহীন,

তার এত অভিমান, সোণারূপা তুচ্ছজ্ঞান,
রাজসম্পদের লাগি' নহে সে কাতর,
দশা দেখে' হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়
একেবারে পেতে চায় পরশ-পাথর !

সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার।
তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি' হেসে হল কুটিকুটি
সৃষ্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার !
আকাশ রয়েছে চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি,
হুহু করে' সমীরণ ছুটেছে অবাধ ;
সূর্য্য ওঠে প্রাতঃকালে পূর্ব্ব গগনের ভালে
সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আসে চাঁদ।
জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে ;—
কাম্যধন আছে কোথা জানে যেন সব কথা,
সে ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি, মহাগাথা গান গাহি
সমুদ্র আপনি শুনে আপনার স্বর।
কেহ যায় কেহ আসে, কেহ কাঁদে, কেহ হাসে,
ক্ষ্যাপা তীরে খুঁজে' ফিরে পরশ-পাথর !

এতদিনে বুঝি তার ঘুচে গেছে আশ।
খুঁজে' খুঁজে' ফিরে তবু বিশ্রাম না জানে কভু,
আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।
বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারানিশি তরুশাখে,
যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা !
তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন
'একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা'।
আর সব কাজ ভুলি' আকাশে তরঙ্গ তুলি'
সমুদ্র না জানি কারে চাহে অবিরত !
যত করে হায় হায়, কোন কালে নাহি পায়
তবু শূন্যে তোলে বাহু, ওই তার ব্রত।
কারে চাহি ব্যোমতলে গ্রহতারা লয়ে চলে,
অনন্ত সাধনা করে বিশ্বচরাচর !
সেই মত সিন্ধুতটে ধূলিমাখা দীর্ঘজটে
ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর !

একদা শুধাল তারে গ্রামবাসী ছেলে
"সন্ন্যাসীঠাকুর এ কি ! কাঁকালে ওকিও দেখি !
সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে ?"
সন্ন্যাসী চমকি ওঠে, শিকল সোনার বটে,
লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কখন।
একি কাণ্ড চমৎকার, তুলে দেখে বারবার,
আঁখি কচালিয়া দেখে, এ নহে স্বপন !
কপালে হানিয়া কর ব'সে পড়ে ভূমিপর,
নিজেরে করিতে চাহে নির্দ্দয় লাঞ্ছনা,—
পাগলের মত চায়— কোথা গেল, হায় হায়,
ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা !
কেবল অভ্যাসমত নুড়ি কুড়াইত কত
ঠন্ করে' ঠেকাইত শিকলের পর,
চেয়ে দেখিত না, নুড়ি দূরে ফেলে' দিত ছুঁড়ি'
কখন্ ফেলেছে ছুঁড়ে' পরশ-পাথর !

তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন।
আকাশ সোণার বর্ণ, সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন !
সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্ব্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন করে' হারানো রতন !
সে শকতি নাহি আর নুয়ে পড়ে দেহভার
অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন।
পুরাতন দীর্ঘপথ পড়ে' আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কতদূর নাহি তার শেষ !
দিক্ হতে দিগন্তরে মরুবালি ধূধূ করে,
আসন্ন রজনী-ছায়ে ম্লান সর্ব্বদেশ।
অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি' কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুজি'
স্পর্শ লভেছিল যার এক পলভর,
বাকি অর্দ্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর !

১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

বৈষ্ণব-কবিতা।

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান !
পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা,—এই প্রণয়-স্বপন

শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে সম্ভ্রমে,—এ কি শুধু দেবতার!
এ সঙ্গীত-রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেম-তৃষা!
এ গীত-উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে;—
দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি' শুনি যদি তারি
দুয়েকটি তান,—দূর হ'তে তাই শুনে'
তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে
অন্তর পুলকি' উঠে; শুনি' সেই সুর'
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা;—মধুময় হ'য়ে উঠে
আমাদের বনচ্ছায়ে যে নদীটি ছুটে,
মোদের কুটীর-প্রান্তে যে কদম্ব ফুটে
বরষার দিনে;—সেই প্রেমাতুর তানে
যদি ফিরে চেয়ে দেখি মোর পার্শ্বপানে
ধরি মোর বামবাহু র'য়েছে দাঁড়ায়ে
ধরার সঙ্গিনী মোর; হৃদয় বাড়ায়ে
মোর দিকে, বহি নিজ মৌন ভালবাসা;
ওই গানে যদি বা সে পায় নিজ ভাষা,—
যদি তার মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি,
তোমার কি তাঁর, বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি!

সত্য করে' কহ মোরে, হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত? হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?
বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি! এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি' লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হ'তে! আজ তার নাহি অধিকার
সে সঙ্গীতে! তারি নারী-হৃদয়-সঞ্চিত
তার ভাষা হ'তে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন!

আমাদেরি কুটীর-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ! এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়!
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা!

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছি আপনার প্রিয় গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার; যুগে যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবকযুবতী
নরনারী এমনি চঞ্চল মতিগতি।
দুই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা
অবোধ অজ্ঞান। সৌন্দর্য্যের দস্যু তারা
লুটে পুটে নিতে চায় সব! এত গীতি,
এত ছন্দ, এত ভাবে উচ্ছ্বাসিত প্রীতি,
এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখ দিয়া
বহে' যায়—তাই তারা পড়েছে আসিয়া
সবে মিলি কলরবে সেই সুধাস্রোতে।
সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হ'তে
কলস ভরিয়া তারা ল'য়ে যায় তীরে
বিচার না করি কিছু, আপন কুটীরে
আপনার তরে! তুমি মিছে ধর দোষ,
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ!

যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে'।

১৮ আষাঢ়, ১২৯৯।

দুই পাখী।

খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কি ছিল বিধাতার মনে!
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।
খাঁচার পাখী বলে, বনের পাখী আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।
বনের পাখী বলে—না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব!
খাঁচার পাখী বলে—হায়
আমি কেমনে বনে বাহিরিব!

বনের পাখী গাহে বাহিরে বসি বসি
বনের গান ছিল যত।
খাঁচার পাখী পড়ে শিখানো বুলি তার
দোঁহার ভাষা দুই মত।
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই
বনের গান গাও দিখি।
খাঁচার পাখী বলে বনের পাখী ভাই
খাঁচার গান লহ শিখি।
বনের পাখী বলে—না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই,
খাঁচার পাখী বলে—হায়
আমি কেমনে বন-গান গাই!

বনের পাখী বলে আকাশ ঘননীল
কোথাও বাধা নাহি তার।
খাঁচার পাখী বলে খাঁচাটি পরিপাটী
কেমন ঢাকা চারিধার।
বনের পাখী বলে—আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।
খাঁচার পাখী বলে নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখ আপনারে।
বনের পাখী বলে—না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই!
খাঁচার পাখী বলে—হায়
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই!

এমনি দুই পাখী দোঁহারে ভালবাসে
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে
নীরবে চোখে চোখে চায়।
দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে
বুঝাতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা
কাতরে কহে কাছে আয়!
বনের পাখী বলে—না,
কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার।
খাঁচার পাখী বলে—হায়
মোর শকতি নাহি উড়িবার!

১৯ আষাঢ়, ১২৯৯।

আকাশের চাঁদ।

হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ—এই হ'ল তার বুলি।
দিবস রজনী যেতেছে বহিয়া, কাঁদে সে দু'হাত তুলি'।
হাসিছে আকাশ, বহিছে বাতাস, পাখীরা গাহিছে সুখে।
সকালে রাখাল চলিয়াছে মাঠে, বিকালে ঘরের মুখে।
বালক বালিকা ভাই বোনে মিলে খেলিছে আঙ্গিনা-কোণে,
কোলের শিশুরে হেরিয়া জননী হাসিছে আপন মনে।
কেহ হাটে যায় কেহ বাটে যায় চলেছে যে যার কাজে,
কত জনরব কত কলরব উঠিছে আকাশ মাঝে।
পথিকেরা এসে তাহারে শুধায় "কে তুমি কাঁদিছ বসি?"
সে কেবল বলে নয়নের জলে—হাতে পাই নাই শশি!

সকালে বিকালে ঝরি পড়ে কোলে অযাচিত ফুলদল,
দখিণ সমীর বুলায় ললাটে দক্ষিণ করতল;
প্রভাতের আলো আশীষ-পরশ করিছে তাহার দেহে,
রজনী তাহারে বুকের আঁচলে ঢাকিছে নীরব স্নেহে।

কাছে আসি শিশু মাগিছে আদর কণ্ঠ জড়ায়ে ধরি',
পাশে আসি যুবা চাহিছে তাহারে লইতে বন্ধু করি'।
এই পথে গৃহে কত আনাগোনা, কত ভালবাসাবাসি,
সংসারসুখ কাছে কাছে তার কত আসে যায় ভাসি',
মুখ ফিরাইয়া সে রহে বসিয়া, কহে সে নয়নজলে,—
তোমাদের আমি চাহি না কারেও, শশি চাই করতলে!

শশি যেথা ছিল সেথাই রহিল, সেও বসে' এক ঠাঁই।
অবশেষে যবে জীবনের দিন আর বেশি বাকি নাই,
এমন সময়ে সহসা কি ভাবি চাহিল সে মুখ ফিরে',
দেখিল ধরণী শ্যামল মধুর সুনীল সিন্ধুতীরে।
সোনার ক্ষেত্রে কৃষাণ বসিয়া কাটিতেছে পাকা ধান,
ছোট ছোট তরী পাল তুলে' যায় মাঝি বসে' গায় গান।
দূরে মন্দিরে বাজিছে কাঁসর, বধূরা চলেছে ঘাটে,
মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থ জন আসিছে গ্রামের হাটে।
নিশ্বাস ফেলি' রহে আঁখি মেলি' কহে ম্রিয়মাণ মন,
শশি নাহি চাই, যদি ফিরে পাই আরবার এ জীবন!

দেখিল চাহিয়া জীবনপূর্ণ সুন্দর লোকালয়
প্রতিদিবসের হরষে বিষাদে চির-কল্লোলময়।
স্নেহসুধা ল'য়ে গৃহের লক্ষ্মী ফিরিছে গৃহের মাঝে,
প্রতি দিবসেরে করিছে মধুর প্রতিদিবসের কাজে।
সকাল, বিকাল, দুটি ভাই আসে ঘরের ছেলের মত,
রজনী সবারে কোলেতে লইছে নয়ন করিয়া নত।
ছোট ছোট ফুল, ছোট ছোট হাসি, ছোট কথা, ছোট সুখ,
প্রতি নিমেষের ভালবাসাগুলি, ছোট ছোট হাসিমুখ
আপনা-আপনি উঠিছে ফুটিয়া মানবজীবন ঘিরি',
বিজন শিখরে বসিয়া সে তাই দেখিতেছে ফিরি ফিরি'!

দেখে বহুদূরে ছায়াপুরীসম অতীত জীবন রেখা,
অস্তরবির সোনার কিরণে নূতন বরণে লেখা।
যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া চাহে নি কখনো ফিরে,
নবীন আভায় দেখা দেয় তারা স্মৃতিসাগরের তীরে।
হতাশ হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া পূরবী রাগিণী বাজে,
দু'বাহু বাড়ায়ে ফিরে যেতে চায় ওই জীবনের মাঝে।
দিনের আলোক মিলায়ে আসিল তবু পিছে চেয়ে রহে;—
যাহা পেয়েছিল তাই পেতে চায় তার বেশি কিছু নহে।

সোনার জীবন রহিল পড়িয়া কোথা সে চলিল ভেসে!
শশির লাগিয়া কাঁদিতে গেল কি রবিশশিহীন দেশে!

২২ আষাঢ়, ১২৯৯।

গানভঙ্গ।

গাহিছে কাশিনাথ নবীন যুবা, ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি',
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর সাতটি যেন পোষা পাখী।
শাণিত তরবারি গলাটি যেন নাচিয়া ফিরে দশদিকে,
কখন্ কোথা যায় না পাই দিশা, বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে!
আপনি গড়ি' তোলে বিপদজাল আপনি কাটি' দেয় তাহা।
সভার লোকে শুনে অবাক্ মানে সঘনে বলে বাহা বাহা!

কেবল বুড়া রাজা প্রতাপ রায় কাঠের মত বসি আছে।
বরজলাল ছাড়া কাহারো গান ভাল না লাগে তার কাছে।
বালকবেলা হ'তে তাহারি গীতে দিল সে এতকাল যাপি',
বাদল দিনে কত মেঘের গান, হোলির দিনে কত কাফি!
গেয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে, গেয়েছে বিজয়ার গান,
হৃদয় উছসিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া গেছে দুনয়ান।
যখনি মিলিয়াছে বন্ধুজনে সভার গৃহ গেছে পূরে,
গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা ভূপালী মূলতানী সুরে।
ঘরেতে বারবার এসেছে কত বিবাহ-উৎসব রাতি,
পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস জ্বলেছে শত শত বাতি,
বসেছে নব বর সলাজ মুখে পরিয়া মণি-আভরণ,
করিছে পরিহাস কানের কাছে সমবয়সী প্রিয়জন,
সামনে বসি তার বরজলাল ধরেছে সাহানার সুর;—
সে সব দিন আর সে সব গান হৃদয়ে আছে পরিপূর।
সে ছাড়া কারো গান শুনিলে তাই মর্ম্মে গিয়ে নাহি লাগে,
অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।
প্রতাপ রায় তাই দেখিছে শুধু কাশির বৃথা মাথানাড়া,
সুরের পরে সুর ফিরিয়া যায় হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া।

থামিল গান যবে, ক্ষণেক তরে বিরাম মাগে কাশিনাথ।
বরজলাল পানে প্রতাপ রায় হাসিয়া করে আঁখিপাত।
কানের কাছে তার রাখিয়া মুখ, কহিল "ওস্তাদ জি,
গানের মত গান শুনায়ে দাও, এরে কি গান বলে, ছি!
এ যেন পাখী লয়ে বিবিধ ছলে শিকারী বিড়ালের খেলা!
সেকালে গান ছিল একালে হায় গানের বড় অবহেলা!"

বরজলাল বুড়া শুক্লকেশ শুভ্র উষ্ণীষ শিরে,
বিনতি করি' সবে, সভার মাঝে আসন নিল ধীরে ধীরে।
শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে তুলিয়া নিল তানপুর,
ধরিল নতশিরে নয়ন মুদি' ইমনকল্যাণ সুর।
কাঁপিয়া ক্ষীণ স্বর মরিয়া যায় বৃহৎ সভাগৃহকোণে,
ক্ষুদ্র পাখী যথা ঝড়ের মাঝে উড়িতে নারে প্রাণপণে।
বসিয়া বামপাশে প্রতাপ রায় দিতেছে শত উৎসাহ—
"আহাহা,বাবা বাহা!" কহিছে কানে"গলা ছাড়িয়া গান গাহ!"

সভার লোকে সবে অন্যমনা, কেহ বা কানাকানি করে।
কেহবা তোলে হাই, কেহবা ঢোলে, কেহবা চলে' যায় ঘরে।
"ওরে রে আয় লয়ে তামাকু পান" ভৃত্যে ডাকি কেহ কয়।
সঘনে পাখা নাড়ি' কেহ বা বলে "গরম আজি অতিশয়!"
করিছে আনাগোনা ব্যস্ত লোক, ক্ষণেক নাহি রহে চুপ;
নীরব ছিল সভা, ক্রমশ সেথা শব্দ উঠে শতরূপ।
বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায়, তুফান মাঝে ক্ষীণ তরি;
কেবল দেখা যায় তানপুরায় আঙুল কাঁপে থরথরি।
হৃদয়ে যেথা হ'তে গানের সুর উছসি উঠে নিজ সুখে
হেলার কলরব শিলার মত চাপে সে উৎসের মুখে।
কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ, দু'দিকে ধায় দুইজনে,
তবুও রাখিবারে প্রভুর মান বরজ গায় প্রাণপণে।

গানের এক পদ মনের ভ্রমে হারায়ে গেল কি করিয়া!
আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গাহে লইতে চাহে শুধরিয়া।
আবার ভুলে' যায়, পড়ে না মনে, সরমে মস্তক নাড়ি'
আবার সুরু হতে ধরিল গান আবার ভুলি দিল ছাড়ি'।
দ্বিগুণ থরথরি কাঁপিছে হাত, স্মরণ করে গুরুদেবে।
কণ্ঠ কাঁপিতেছে কাতরে, যেন বাতাসে দীপ নেবে-নেবে!
গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া রাখিল সুরটুকু ধরি',
সহসা হাহা রবে উঠিল কাঁদি গাহিতে গিয়া হা-হা করি'!
কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা, কোথায় তাল গেল ভাসি',
গানের সুতা ছিঁড়ি' পড়িল খসি' অশ্রু-মুকুতার রাশি।
কোলের সখী তানপুরার পরে রাখিল লজ্জিত মাথা,
ভুলিল শেখা গান, পড়িল মনে বাল্য ক্রন্দন-গাথা।
নয়ন ছলছল প্রতাপ রায় কর বুলায় তার দেহে।
"আইস, হেথা হ'তে আমরা যাই," কহিল সকরুণ স্নেহে।
শতেক দীপআলা' নয়ন-ভরা ছাড়ি সে উৎসব-ঘর।
বাহিরে গেল দু'টি প্রাচীন সখা ধরিয়া দুঁহু দোঁহা কর।

বরজ করযোড়ে কহিল, প্রভু, মোদের সভা হ'ল ভঙ্গ।
এখন আসিয়াছে নূতন লোক ধরায় নব নব রঙ্গ।
জগতে আমাদের বিজন সভা কেবল তুমি আর আমি।
সেথায় আনিয়োনা নূতন শ্রোতা, মিনতি তব পদে স্বামি!
একাকী গায়কের নহে ত গান, মিলিতে হবে দুইজনে!
গাহিবে এক জন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে!
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বন-সভা শিহরি' কাঁপে তবে সে মর্ম্মর ফুটে!
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে।
যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে।

২৪ আষাঢ়, ১৩০০।

আবেদন।

কানাড়া।

আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলাবে ওগো
পরাণ প্রিয়!
কোথা হতে ভেসে কূলে লেগেছে চরণ মূলে
তুলে দেখিয়ো।
এ নহে গো তৃণদল, ভেসে-আসা ফুলফল,
এ যে ব্যথাভরা মন মনে রাখিয়ো।
কেন আসে কেন যায় কেহ না জানে।
কে আসে কাহার পাশে কিসের টানে।
রাখ যদি ভালবেসে চিরপ্রাণ পাইবে সে
ফেলে যদি যাও তবে বাঁচিবে কি ও!
আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলাবে, ওগো
পরাণ প্রিয়!

আশ্বিন।

যেতে নাহি দিব।

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা দ্বিপ্রহর;
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর;
জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে যায়
মধ্যাহ্ন বাতাসে; স্নিগ্ধ অশথের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিণী জীর্ণ বস্ত্র পাতি'
ঘুমায়ে পড়েছে; যেন রৌদ্রময়ী রাতি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম;—
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।

গিয়েছে আশ্বিন,—পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহু দূর দেশে
সেই কর্ম্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিষপত্র দড়াদড়ি লয়ে,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এঘরে ওঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার
একদণ্ড তরে; বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে; যথেষ্ট না হয় মনে
যত বাড়ে বোঝা। আমি বলি, "এ কি কাণ্ড!
এত ঘট এত পট হাঁড়ি সরা ভাণ্ড
বোতল বিছানা বাক্স রাজ্যের বোঝাই
কি করিব লয়ে! কিছু এর রেখে যাই
কিছু লই সাথে!"

সে কথায় কর্ণপাত
নাহি করে কোন জন। "কি জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভূঁই বিদেশে!—
সোনা-মুগ সরুচাল সুপারি ও পান;
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই চারি খান
গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনা নারিকেল;
দুই ভাণ্ড ভাল রাই-শরিষার তেল;
আমসত্ব আমচুর; সের দুই দুধ;
এই সব শিশি কৌটা ওষুধ বিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে,
মাথা খাও, ভুলিয়োনা, খেয়ো মনে করে।"
বুঝিনু যুক্তির কথা বৃথা বাক্যব্যয়।
বোঝাই হইল উঁচু পর্ব্বতের ন্যায়।
তাকানু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে; কহিলাম ধীরে
"তবে আসি"। অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষুপরে বস্ত্রাঞ্চল টানি
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।
বাহিরে দ্বারের কাছে বসি অন্যমন
কন্যা মোর চারি বছরের; এতক্ষণ
অন্য দিনে হয়ে যেত স্নান সমাপন,
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা
মুদিয়া আসিত ঘুমে; আজি তার মাতা
দেখে নাই তারে; এত বেলা হয়ে যায়
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁসে,
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্ত দেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কি জানি কি ভেবে
চুপিচাপি বসেছিল। কহিনু যখন
"মাগো, আসি," সে কহিল বিষণ্ণ নয়ন
ম্লান মুখে "যেতে আমি দিব না তোমায়!"
যেখানে আছিল বসে' রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল—"যেতে আমি দিব না তোমায়!"
তবুও সময় হল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হল!

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে!
কে রে তুই, কোথা হতে কি শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা, এত স্পর্দ্ধাভরে—
"যেতে আমি দিব না তোমায়!" চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে' দুটি ছোট হাতে,
গরবিনি, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্ত ক্ষুদ্র দেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুকভরা স্নেহ!
ব্যথিত হৃদয় হতে বহুভয়ে লাজে
মর্ম্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে,—শুধু বলে রাখা "যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি!" হেন কথা কে পারে বলিতে
"যেতে নাহি দিব!" শুনি তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ব্ববাণী, সকৌতুকে
হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে,
তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভোরে
দুয়ারে রহিলি বসে ছবির মতন,
আমি দেখে চলে' এনু মুছিয়া নয়ন।

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুইধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ-পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মত
নীলাম্বরে শুয়ে।—দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিশ্বাস।

কি গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী! চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্ম্মান্তিক সুর
"যেতে আমি দিব না তোমায়!" ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্ব্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে
"যেতে নাহি দিব! যেতে নাহি দিব!" সবে
কহে "যেতে নাহি দিব!" তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে "যেতে নাহি দিব!"
আয়ুঃক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব'-নিব'
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে,
কহিতেছে শতবার "যেতে দিব না রে!"
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব।" হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়!

চারিদিকে জলে স্থলে শূন্য হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্ব-মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠস্বরে। শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরে'
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু ত রে
শিথিল হল না মুষ্টি, তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মত
অক্ষুণ্ণ প্রেমের গর্ব্বে কহিছে সে ডাকি
"যেতে নাহি দিব"; ম্লানমুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,—
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধকণ্ঠে কয়
"যেতে নাহি দিব।" যতবার পরাজয়
ততবার কহে—"আমি ভালবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে!
আমার আকাঙ্ক্ষাসম এমন আকুল,
এমন সকল-বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর!"
এত বলি দর্পভরে করে সে প্রচার
"যেতে নাহি দিব!"—তখনি দেখিতে পায়
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলিসম উড়ে' চলে' যায়
একটি নিশ্বাসে তার আদরের ধন,—
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব্ব নতশির।—তবু প্রেম বলে
"সত্য ভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার লিপি!" তাই স্ফীতবুকে
সর্ব্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে "মৃত্যু তুমি নাই।"—হেন গর্ব্বকথা!
মৃত্যু হাসে বসি! মরণ-পীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম, আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ণ নয়ন পরে
অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চির-কম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ-কুয়াশা
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে,
দু'খানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে,
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে
পড়ে' আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া,—
অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া!

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্ম্মরে
এত ব্যাকুলতা ; অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্তবায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে ; বেলা ধীরে যায় চলে'
ছায়া দীর্ঘতর করি' অশথের তলে।
মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে ; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্ম্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মত।

১৪ কার্ত্তিক, ১২৯৯।

সমুদ্রের প্রতি।

(পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া।)

হে আদিজননি, সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি' সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দিরপানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গল গানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি ; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে'
তরঙ্গ বন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি' সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে। এ কি সুগম্ভীর স্নেহখেলা
অম্বুনিধি, ছল করি' দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা
ধীরি ধীরি পা টিপিয়া পিছু হটি' চলি' যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও—আবার আনন্দপূর্ণ সুরে
উল্লসি' ফিরিয়া আসি' কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে
রাশি রাশি শুভ্রহাস্যে, অশ্রুজলে, স্নেহগর্ব্বসুখে
আর্দ্র করি' দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্ম্মল ললাট
আশীর্ব্বাদে। নিত্য বিগলিত তব অন্তর বিরাট,
আদি অন্ত স্নেহরাশি,—আদি অন্ত তাহার কোথারে,
কোথা তার তল, কোথা কূল! বল কে বুঝিতে পারে
তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপার ব্যাকুলতা,
তার সুগম্ভীর মৌন তার সমুচ্ছল কলকথা,
তার হাস্য, তার অশ্রুরাশি!—কখনো বা আপনারে
রাখিতে পার না যেন, স্নেহপূর্ণ স্ফীত স্তনভারে
উন্মাদিনী ছুটে' এসে ধরণীরে বক্ষে ধর চাপি'
নির্দ্দয় আবেগে ; ধরা প্রচণ্ড পীড়নে উঠে কাঁপি',
রুদ্ধশ্বাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে চীৎকারি' উঠিতে চাহে কাঁদি',
উন্মত্ত স্নেহক্ষুধায় রাক্ষসীর মত তারে বাঁধি'
পীড়িয়া নাড়িয়া যেন টুটিয়া ফেলিয়া একেবারে
অসীম অতৃপ্তিমাঝে গ্রাসিতে নাশিতে চাহ তারে
প্রকাণ্ড প্রলয়ে। পরক্ষণে মহা অপরাধীপ্রায়
পড়ে' থাক তটতলে স্তব্ধ হয়ে বিষণ্ণ ব্যথায়
নিষণ্ণ নিশ্চল ;—ধীরে ধীরে প্রভাত উঠিয়া এসে
শান্তদৃষ্টি চাহে তোমাপানে ; সন্ধ্যাসখী ভালবেসে
স্নেহকরস্পর্শ দিয়ে সান্ত্বনা করিয়ে চুপে চুপে
চলে' যায় তিমির-মন্দিরে ; রাত্রি শোনে বন্ধুরূপে
গুমরি'-ক্রন্দন তব রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে' ফুলে'।

আমি পৃথিবীর শিশু বসে' আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব ; ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম্ম তার—বোবার ইঙ্গিত-ভাষা হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে সেও যেন ওই ভাষা জানে
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে,—লক্ষকোটি বর্ষ ধরে'
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে ; সেই জন্ম-পূর্ব্বের স্মরণ,—
গর্ভস্থ পৃথিবীপরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মত
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি' নত
বসি' জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।
দিক্ হতে দিগন্তরে যুগ হতে যুগান্তর গণি'

তখন আছিলে তুমি একাকিনী অখণ্ড অকূল
আত্মহারা ; প্রথম গর্ভের মহা রহস্য বিপুল
না বুঝিয়া ! দিবারাত্রি গূঢ় এক স্নেহব্যাকুলতা,
গর্ভিণীর পূর্ব্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব্ব মমতা,
অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষারাশি, নিঃসন্তান শূন্য বক্ষোদেশে
নিরন্তর উঠিত ব্যাকুলি'। প্রতি প্রাতে উষা এসে
অনুমান করি' যেত মহা-সন্তানের জন্মদিন,
নক্ষত্র রহিত চাহি' নিশি নিশি নিমেষবিহীন
শিশুহীন শয়ন-শিয়রে। সেই আদি জননীর
জনশূন্য জীবশূন্য স্নেহচঞ্চলতা সুগভীর,
আসন্ন প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা,
অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা
অনাগত মহা ভবিষ্যৎ লাগি, হৃদয়ে আমার
যুগান্তর-স্মৃতিসম উদয় হতেছে বারম্বার।
আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য সুদূর তরে
উঠিছে মর্ম্মর স্বর। মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্দ্ধ অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি'
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম্ম তারে সত্য বলি' জানে,
সহস্র ব্যাঘাত মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে,
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে,
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, স্তনে যবে দুগ্ধ উঠে পূরে'।
প্রাণভরা ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছি তোমা পানে ; তুমি সিন্ধু প্রকাণ্ড হাসিয়ে
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কি নাড়ীর টানে
আমার এ মর্ম্মখানি তোমার তরঙ্গমাঝখানে
কোলের শিশুর মত !

হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানব ভাষা ? জান কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এপাশ ওপাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণশ্বাস,
নাহি জানে কি যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা,
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা-জালে। অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মত ; স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি'
সর্ব্বাঙ্গে সহস্রবার দিয়া তারে স্নেহময় চুমা,
বল তারে "শান্তি ! শান্তি !" বল তারে, "ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা !"

১৭ চৈত্র, ১২৯৯।

প্রতীক্ষা।

ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে
বেঁধেছিস্ বাসা,
যেখানে নির্জ্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর
স্নেহ ভালবাসা,
গোপন মনের আশা, জীবনের দুঃখ সুখ,
মর্ম্মের বেদনা,
চির দিবসের যত হাসি-অশ্রু-চিহ্ন আঁকা
বাসনা সাধনা ;
যেখানে নন্দন ছায়ে নিঃশঙ্কে করিছে খেলা
অন্তরের ধন,
স্নেহের পুত্তলিগুলি, আজন্মের স্নেহস্মৃতি,
আনন্দ-কিরণ ;
কত আলো, কত ছায়া, কত ক্ষুদ্র বিহঙ্গের
গীতিময়ী ভাষা,—
ওরে মৃত্যু, জানিয়াছি, তারি মাঝখানে এসে
বেঁধেছিস্ বাসা !

নিশিদিন নিরন্তর জগৎ জুড়িয়া খেলা
জীবন চঞ্চল !
চেয়ে দেখি রাজপথে চলেছে অশ্রান্ত গতি
যত পান্থ দল ;
রৌদ্রপাণ্ডু নীলাম্বরে পাখীগুলি উড়ে ধায়
প্রাণপূর্ণ বেগে,
সমীরকম্পিত বনে নিশিশেষে নব নব
পুষ্প উঠে জেগে ;

চারি দিকে কত শত দেখাশোনা আনাগোনা
প্রভাতে সন্ধ্যায় ;
দিনগুলি প্রতি প্রাতে খুলিতেছে জীবনের
নূতন অধ্যায় ;
তুমি শুধু এক প্রান্তে বসে আছ অহর্নিশি
স্তব্ধ নেত্র খুলি',—
মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা উঠ পক্ষ ঝাপটিয়া
বক্ষ উঠে দুলি' !

যে সুদূর সমুদ্রের পরপার রাজ্য হতে
আসিয়াছি হেথা,
এনেছ কি সেথাকার নূতন সংবাদ কিছু
গোপন বারতা !
সেথা শব্দহীন তীরে ঊর্ম্মিগুলি তালে তালে
মহামন্দ্রে বাজে,
সেই ধ্বনি কি করিয়া ধ্বনিয়া তুলিছ মোর
ক্ষুদ্র বক্ষ মাঝে !
রাত্রি দিন ধুক্ ধুক্ হৃদয়পঞ্জর তটে
অনন্তের ঢেউ,
অবিশ্রাম বাজিতেছে সুগম্ভীর সমতানে
শুনিছে না কেউ !
আমার এ হৃদয়ের ছোট খাট গীতগুলি,
স্নেহ-কলরব,
তারি মাঝে কে আনিল দিশাহীন সমুদ্রের
সঙ্গীত ভৈরব !

তুই কি বাসিস্ ভাল আমার এ বক্ষবাসী
পরাণ-পক্ষীরে ?
তাই এর পার্শ্বে এসে কাছে বসেছিস্ ঘেঁষে
অতি ধীরে ধীরে !
দিনরাত্রি নির্নিমেষে চাহিয়া নেত্রের পানে
নীরব সাধনা,
নিস্তব্ধ আসনে বসি একাগ্র আগ্রহভরে
রুদ্র আরাধনা !
চপল চঞ্চল প্রিয়া ধরা নাহি দিতে চায়
স্থির নাহি থাকে,
মেলি নানাবর্ণ পাখা উড়ে উড়ে চলে যায়
নব নব শাখে ;

তুই তবু একমনে মৌনব্রত একাসনে
বসি নিরলস।
ক্রমে সে পড়িবে ধরা, গীত বন্ধ হয়ে যাবে,
মানিবে সে বশ !

তখন কোথায় তারে ভুলায়ে লইয়া যাবি
কোন্ শূন্যপথে !
অচৈতন্য প্রেয়সীরে অবহেলে লয়ে কোলে
অন্ধকার রথে !
যেথায় অনাদি রাত্রি রয়েছে চির-কুমারী,—
আলোক পরশ
একটি রোমাঞ্চ রেখা আঁকেনি তাহার গাত্রে
অসংখ্য বরষ ;
সৃজনের পরপ্রান্তে যে অনন্ত অন্তঃপুরে
কভু দৈববশে
দূরতম জ্যোতিষ্কের ক্ষীণতম পদধ্বনি
তিল নাহি পশে ;
সেথায় বিরাট পক্ষ দিবি তুই বিস্তারিয়া
বন্ধন বিহীন,
কাঁপিবে বক্ষের কাছে নবপরিণীতা বধূ
নূতন স্বাধীন !

ক্রমে সে কি ভুলে যাবে ধরণীর নীড় খানি
তৃণে পত্রে গাঁথা,
এ আনন্দ সূর্য্যালোক, এই স্নেহ, এই গেহ,
এই পুষ্পপাতা ?
ক্রমে সে প্রণয়ভরে তোরেও কি করি লবে
আত্মীয় স্বজন ?
অন্ধকার বাসরেতে হবে কি দুজনে মিলি
মৌন আলাপন ?
তোর স্নিগ্ধ সুগম্ভীর অচঞ্চল প্রেমমূর্ত্তি,
অসীম নির্ভর,
নির্নিমেষ নীলনেত্র, বিশ্বব্যাপ্ত জটাজুট,
নির্ব্বাক্ অধর ;
তার কাছে পৃথিবীর চঞ্চল আনন্দগুলি
তুচ্ছ মনে হ'বে,
সমুদ্রে মিশিলে নদী বিচিত্র তটের স্মৃতি
স্মরণে কি র'বে ?

ওগো মৃত্যু, ওগো প্রিয়, তবু থাক্ কিছুকাল
ভুবন মাঝারে!
এরি মাঝে বধূবেশে অনন্ত বাসর দেশে
লইয়ো না তারে!
এখনো সকল গান করে নি সে সমাপন
সন্ধ্যায় প্রভাতে;
নিজের বক্ষের তাপে মধুর উত্তপ্ত নীড়ে
সুপ্ত আছে রাতে;
পান্থ পাখীদের সাথে এখনো সে যেতে হবে
নব নব দেশে,
সিন্ধুতীরে কুঞ্জবনে নব নব বসন্তের
আনন্দ উদ্দেশে;
ওগো মৃত্যু কেন তুই এখনি তাহার নীড়ে
বসেছিস্ এসে?
তার সব ভালবাসা আঁধার করিতে চাস্
তুই ভালবেসে?

এ যদি সত্যই হয় মৃত্তিকার পৃথ্বী পরে
মুহূর্ত্তের খেলা,
এই সব মুখোমুখী এই সব দেখাশোনা
ক্ষণিকের মেলা,
প্রাণপণ ভালবাসা সেও যদি হয় শুধু
মিথ্যার বন্ধন,
পরশে খসিয়া পড়ে, তার পরে দণ্ড দুই
অরণ্যে ক্রন্দন,
তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমাশূন্য
মহা পরিণাম,
যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম,
তবে মৃত্যু, দূরে যাও, এখনি দিয়োনা ভেঙ্গে
এ খেলার পুরী,
ক্ষণেক বিলম্ব কর, আমার দু'দিন হতে
করিয়ো না চুরী!

একদা নামিবে সন্ধ্যা, বাজিবে আরতি শঙ্খ
অদূর মন্দিরে,
বিহঙ্গ নীরব হবে, উঠিবে ঝিল্লির ধ্বনি
অরণ্য গভীরে,
সমাপ্ত হইবে কর্ম্ম, সংসার সংগ্রামশেষে
জয় পরাজয়,
আসিবে তন্দ্রার ঘোর পান্থের নয়ন পরে
ক্লান্ত অতিশয়,
দিনান্তের শেষ আলো দিগন্তে মিলায়ে যাবে,
ধরণী আঁধার,
সুদূরে জ্বলিবে শুধু অনন্তের যাত্রাপথে
প্রদীপ তারার,
শিয়রে নয়ন-শেষে বসি যারা অনিমেষে
তাহাদের চোখে
আসিবে শ্রান্তির ভার নিদ্রাহীন যামিনীতে
স্তিমিত আলোকে,—

একে একে চলে যাবে আপন আলয়ে সবে
সখাতে সখীতে,
তৈলহীন দীপশিখা নিবিয়া আসিবে ক্রমে
অর্দ্ধ রজনীতে,
উচ্ছ্বসিত সমীরণ আনিবে সুগন্ধ বহি'
অদৃশ্য ফুলের,
অন্ধকার পূর্ণ করি আসিবে তরঙ্গধ্বনি
অজ্ঞাত কূলের,
ওগো মৃত্যু সেই লগ্নে নির্জ্জন শয়নপ্রান্তে
এসো বরবেশে,
আমার পরাণ বধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালবেসে
ধরিবে তোমার বাহু; তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি নিয়ো;
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন দানে
পাণ্ডু করি দিয়ো!

১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০০।

মানস-সুন্দরী।

আজ কোন কাজ নয়;—সব ফেলে দিয়ে
ছন্দ বন্ধ গ্রন্থ গীত—এস তুমি প্রিয়ে,
আজন্ম-সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা, কল্পনা-লতা! শুধু একবার

কাছে বস! আজ শুধু কূজন গুঞ্জন
তোমাতে আমাতে; শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা,—
যতক্ষণ অন্তরের শিরা উপশিরা
লাবণ্য প্রবাহভরে ভরি' নাহি উঠে,
যতক্ষণে মহানন্দে নাহি যায় টুটে'
চেতনা বেদনাবন্ধ, ভুলে যাই সব
কি আশা মেটে নি প্রাণে, কি সঙ্গীতরব
গিয়েছে নীরব হয়ে, কি আনন্দ সুধা
অধরের প্রান্তে এসে অন্তরের সুধা
না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে। এই শান্তি,
এই মধুরতা, দিক্ সৌম্য ম্লান কান্তি
জীবনের দুঃখ দৈন্য অতৃপ্তির পর
করুণ কোমল আভা গভীর সুন্দর!

বীণা ফেলে দিয়ে এস, মানস সুন্দরী,
দুটি রিক্তহস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি'
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও,—মৃণাল-পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্কুরি উঠে মর্ম্মান্ত হরষে,—
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল,
মুগ্ধ তনু মরি যায়, অন্তর কেবল
অঙ্গের সীমান্ত প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
এখনি ইন্দ্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে!
অর্দ্ধেক অঞ্চল পাতি' বসাও যতনে
পার্শ্বে তব; সুমধুর প্রিয় সম্বোধনে
ডাক মোরে, বল, প্রিয়, বল, প্রিয়তম;—
কুন্তল-আকুল মুখ বক্ষে রাখি মম
হৃদয়ের কানে কানে অতি মৃদু ভাষে
সঙ্গোপনে বলে' যাও যাহা মুখে আসে
অর্থহারা ভাবে ভরা ভাষা! অয়ি প্রিয়া,
চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরায়ো না মুখ,
উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ
রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্ত ভৃঙ্গ তরে
সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসি স্তরে স্তরে
সরস সুন্দর; – নবস্ফুট পুষ্পসম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে' ধোরো; আনন্দ আভায়
বড় বড় দুটি চক্ষু পল্লব-প্রচ্ছায়
রেখো মোর মুখপানে প্রশান্ত বিশ্বাসে,
নিতান্ত নির্ভরে! যদি চোখে জল আসে
কাঁদিব দুজনে; যদি ললিত কপোলে
মৃদু হাসি ভাসি উঠে, বসি' মোর কোলে,
বক্ষ বাঁধি বাহুপাশে, স্কন্ধে মুখ রাখি
হাসিয়ো নীরবে অর্দ্ধ-নিমীলিত আঁখি;
যদি কথা পড়ে মনে তবে কলস্বরে
বলে যেয়ো কথা, তরল আনন্দ ভরে
নির্ঝরের মত, অর্দ্ধেক রজনী ধরি'
কত না কাহিনী স্মৃতি কল্পনা লহরী
মধুমাখা কণ্ঠের কাকলি; যদি গান
ভাল লাগে, গেয়ো গান; যদি মুগ্ধ প্রাণ
নিঃশব্দ নিস্তব্ধ শান্ত সম্মুখে চাহিয়া
বসিয়া থাকিতে চাও, তাই র'ব প্রিয়া!
হেরিব অদূরে পদ্মা, উচ্চ তটতলে
শ্রান্ত রূপসীর মত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
প্রসারিয়া তনুখানি, সায়াহ্ন-আলোকে
শুয়ে আছে; অন্ধকার নেমে আসে চোখে
চোখের পাতার মত; সন্ধ্যাতারা ধীরে,
সন্তর্পণে করে পদার্পণ, নদীতীরে
অরণ্যশিয়রে; যামিনী শয়ন তার
দেয় বিছাইয়া, একখানি অন্ধকার
অনন্ত ভুবনে। দোঁহে মোরা রব চাহি'
অপার তিমিরে; আর কোথা কিছু নাহি,
শুধু মোর করে তব করতল খানি,
শুধু অতি কাছাকাছি দুটি জন প্রাণী
অসীম নির্জ্জনে; বিষণ্ণ বিচ্ছেদরাশি
চরাচরে আর সব ফেলিয়াছে গ্রাসি'
শুধু এক প্রান্তে তার প্রলয়-মগন
বাকি আছে একখানি শঙ্কিত মিলন,
শুধু এক খানি ভয়, এক খানি আশা,
এক খানি অশ্রুভরে নম্র ভালবাসা।

আজিকে এমনি তবে কাটিবে যামিনী
আলস্য বিলাসে। অয়ি নিরভিমানিনী,

অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী,
মোর ভাগ্য গগনের সৌন্দর্য্যের শশি,
মনে আছে, কবে কোন্ ফুল্ল যূথী বনে,
বহু বাল্যকালে, দেখা হত দুই জনে
আধ চেনা-শোনা' ? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কি খেলা খেলাতে
সখি, আসিতে হাসিয়া, তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকা মূর্ত্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি'
উষার কিরণ ধারে সদ্যঃস্নান করি'
বিকচ কুসুমসম ফুল্ল মুখখানি
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি'
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশব-কর্ত্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি,
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালা কারা হতে ; কোথা গৃহকোণে
নিয়ে'যেতে নির্জ্জনেতে রহস্য-ভবনে ;
জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে
কি করিতে খেলা, কি বিচিত্র কথা বলে'
ভুলাতে আমারে, স্বপ্নসম চমৎকার
অর্থহীন, সত্য মিথ্যা তুমি জান তার।
দুটি কর্ণে দুলিত মুকুতা, দুটি করে
সোনার বলয়, দুটি কপোলের পরে
খেলিত অলক, দুটি স্বচ্ছ নেত্র হতে
কাঁপিত আলোক, নির্ম্মল নির্ঝর স্রোতে
চূর্ণরশ্মিসম। দোঁহে দোঁহা ভাল করে'
চিনিবার আগে, নিশ্চিন্ত বিশ্বাসভরে
খেলাধুলা ছুটাছুটি দুজনে সতত,
কথাবার্ত্তা বেশবাস বিথান বিতত।

তার পরে এক দিন—কি জানি সে কবে—
জীবনের বনে, যৌবন-বসন্তে যবে
প্রথম মলয় বায়ু ফেলেছে নিঃশ্বাস,
মুকুলিয়া উঠিতেছে শত নব আশ,
সহসা চকিত হয়ে আপন সঙ্গীতে
চমকিয়া হেরিলাম—খেলাক্ষেত্র হতে
কখন্ অন্তর-লক্ষ্মী এসেছ অন্তরে
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসি আছ মহিষীর মত ! কে তোমারে
এনেছিল বরণ করিয়া ? পুরদ্বারে
কে দিয়াছে হুলুধ্বনি ? ভরিয়া অঞ্চল
কে করেছে বরিষণ নব পুষ্পদল
তোমার আনম্র শিরে আনন্দে আদরে ?
সুন্দর সাহানা রাগে বংশীর সুস্বরে
কি উৎসব হয়েছিল আমার জগতে,
যে দিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল্ল পথে
লজ্জামুকুলিত মুখে রক্তিম অম্বরে
বধূ হয়ে প্রবেশিলে চির দিন তরে
আমার অন্তর গৃহে—যে গুপ্ত আলয়ে
অন্তর্যামী জেগে আছে সুখ দুঃখ লয়ে,
যেখানে আমার যত লজ্জা আশা ভয়
সদা কম্পমান, পরশ নাহিক সয়
এত সুকুমার। ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছ মোর মর্ম্মের গৃহিণী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী! কোথা সেই
অমূলক হাসি অশ্রু, সে চাঞ্চল্য নেই,
সে বাহুল্য কথা। স্নিগ্ধদৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছনীলাম্বর সম ; হাসিখানি স্থির
অশ্রু শিশিরেতে ধৌত ; পরিপূর্ণ দেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মত ; প্রীতি স্নেহ
গভীর সঙ্গীত তানে উঠিছে ধ্বনিয়া
স্বর্ণ বীণা-তন্ত্রী হতে রনিয়া রনিয়া
অনন্ত বেদনা বহি। সে অবধি প্রিয়ে,
রয়েছি বিস্মিত হয়ে তোমারে চাহিয়ে
কোথাও না পাই অন্ত! কোন্ বিশ্বপার
আছে তব জন্মভূমি? সঙ্গীত তোমার
কত দূরে নিয়ে যাবে, কোন্ কল্পলোকে
আমারে করিবে বন্দী, গানের পুলকে,
বিমুগ্ধ কুরঙ্গ সম? এই যে বেদনা
এর কোন ভাষা আছে ? এই যে বাসনা
এর কোন তৃপ্তি আছে ? এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার

ভাসায়েছ সুন্দর তরণী ; দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোল ধ্বনি চির দিবানিশি
কি কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোন কূল আছে? সৌন্দর্য্য পাথারে
যে বেদনা-বায়ু-ভরে ছুটে মনোতরী,
সে বাতাসে, কত বার মনে শঙ্কা করি
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল,
অভয় আশ্বাস ভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই ; বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে—আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্য্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ !

হাসিতেছ ধীরে
চাহি মোর মুখে, ওগো রহস্যমধুরা !
কি বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুরা
সীমন্তিনী মোর? কি কথা বুঝাতে চাও?
কিছু বলে' কাজ নাই—শুধু ঢেকে দাও
আমার সর্ব্বাঙ্গমন তোমার অঞ্চলে,
সম্পূর্ণ হরণ করি লহ গো সবলে
আমার আমারে ; নগ্ন বক্ষে বক্ষ দিয়া
অন্তর-রহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া !
তোমার হৃদয়কম্প অঙ্গুলির মত
আমার হৃদয়তন্ত্রী করিবে প্রহত,
সঙ্গীত তরঙ্গ ধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি'
সমস্ত জীবন ব্যাপি' থর থর করি !
নাই বা বুঝিনু কিছু, নাই বা বলিনু,
নাই বা গাঁথিনু গান, নাই বা চলিনু
ছন্দোবন্ধ পথে, সলজ্জ হৃদয় খানি
টানিয়া বাহিরে ! শুধু ভুলে গিয়ে বাণী
কাঁপিব সঙ্গীত ভরে, নক্ষত্রের প্রায়
শিহরি জ্বলিব শুধু কম্পিত শিখায়,
শুধু তরঙ্গের মত ভাঙ্গিয়া পড়িব
তোমার তরঙ্গ পানে, বাঁচিব মরিব
শুধু, আর কিছু করিব না ! দাও সেই
প্রকাণ্ড প্রবাহ, যাহে এক মুহূর্ত্তেই
জীবন করিয়া পূর্ণ, কথা না বলিয়া
উন্মত্ত হইয়া যাই উদ্দাম চলিয়া !

মানসীরূপিনী ওগো, বাসনা-বাসিনী,
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্মে তুমি কিগো মূর্ত্তিমতী হয়ে
জন্মিবে মানব গৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্দ্য সুন্দরী? এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হতে মর্ত্ত্যভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনক বর্ণে
রাঙ্গিছ অঞ্চল ; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছল ছলে
ললিত যৌবন খানি ; বসন্ত বাতাসে
চঞ্চল বাসনা ব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে
করিছ প্রকাশ ; নিসুপ্ত পূর্ণিমা রাতে
নির্জ্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধশুভ্র বিরহ শয়ন !
শরৎ প্রত্যুষে উঠি করিছ চয়ন
শেফালি, গাঁথিতে মালা, ভুলে গিয়া শেষে,
তরুতলে ফেলে দিয়ে, আলুলিত কেশে
গভীর অরণ্য ছায়ে উদাসিনী হয়ে
বসে থাক ; ঝিকিমিকি আলো ছায়া লয়ে
কম্পিত অঙ্গুলি দিয়ে বিকাল বেলায়
বসনবয়ন কর বকুল তলায় !
অবসন্ন দিবালোকে কোথা হতে ধীরে
ঘন পল্লবিত কুঞ্জে সরোবর তীরে
করুণ কপোত কণ্ঠে গাও মূলতান !
কখন্ অজ্ঞাতে আসি ছুঁয়ে যাও প্রাণ
সকৌতুকে ; করি দাও হৃদয় বিকল;
অঞ্চল ধরিতে গেলে পালাও চঞ্চল
কলকণ্ঠে হাসি', সুমধুর।

জানালায়
একেলা বসিয়া যবে আঁধার সন্ধ্যায়,—
মুখে হাত দিয়ে, মাতৃহীন বালকের
মত, বহুক্ষণ কাঁদি, স্নেহ আলোকের

তরে ; ইচ্ছা করি, নিশার আঁধার স্রোতে
মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টিপট হতে
এই ক্ষীণ অর্থহীন অস্তিত্বের রেখা,
তখন করুণাময়ী দাও তুমি দেখা
তারকা-আলোক-জ্বালা স্তব্ধ রজনীর
প্রান্ত হতে নিঃশব্দে আসিয়া ; অশ্রুনীর
অঞ্চলে মুছায়ে দাও ; চাও মুখপানে
স্নেহময় প্রশ্নভরা করুণ নয়ানে ;
নয়ন চুম্বন কর ; স্নিগ্ধ হস্তখানি
ললাটে বুলায়ে দাও ; না কহিয়া বাণী
সান্ত্বনা ভরিয়া প্রাণে কবিরে তোমার
ঘুম পাড়াইয়া দিয়া কখন্ আবার
চলে যাও নিঃশব্দ চরণে!

সেই তুমি
মূর্ত্তিতে দিবে কি ধরা? এই মর্ত্ত্যভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব্ব ঠাঁই হতে, সর্ব্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ—ধরণীর এক ধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি?
নদী হতে লতা হতে আনি তব গতি
অঙ্গে অঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে হিল্লোলিয়া
বাহুতে বাঁকিয়া পড়ি' গ্রীবায় হেলিয়া
ভাবের বিকাশ ভরে? কি নীল বসন
পরিবে সুন্দরী তুমি? কেমন কঙ্কণ
ধরিবে দুখানি হাতে? কবরী কেমনে
বাঁধিবে, নিপুণ বেণী বিনায়ে যতনে?
কচি কেশগুলি পড়ি' শুভ্র গ্রীবাপরে
শিরীষ কুসুম সম সমীরণ ভরে
কাঁপিবে কেমন? শ্রাবণে দিগন্ত পারে
যে গভীর স্নিগ্ধদৃষ্টি ঘন মেঘভারে
দেখা দেয়—নব নীল অতি সুকুমার,
সে দৃষ্টি না জানি ধরে কেমন আকার
নারীচক্ষে! কি সঘন পল্লবের ছায়,
কি সুদীর্ঘ কি নিবিড় তিমির আভায়
মুগ্ধ অন্তরের মাঝে ঘনাইয়া আনে
সুখ বিভাবরী? অধর কি সুধাদানে
রহিবে উন্মুখ, পরিপূর্ণ বাণীভরে
নিশ্চল নীরব। লাবণ্যের থরে থরে
অঙ্গখানি কি করিয়া মুকুলি' বিকশি'
অনিবার সৌন্দর্য্যেতে উঠিবে উচ্ছ্বসি'
নিঃসহ যৌবনে!

জানি, আমি জানি, সখি,
যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখোচোখি
সেই পরজন্ম-পথে,—দাঁড়াব থমকি,'
নিদ্রিত অতীত কাঁপি' উঠিবে চমকি'
লভিয়া চেতনা!—জানি মনে হবে মম
চির-জীবনের মোর ধ্রুবতারা সম
চিরপরিচয়-ভরা ঐ কালো চোখ!
আমার নয়ন হতে লইয়া আলোক,
আমার অন্তর হতে লইয়া বাসনা
আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা
এই মুখখানি। তুমিও কি মনে মনে
চিনিবে আমারে? আমাদের দুই জনে
হবে কি মিলন? দুটি বাহু দিয়ে বালা
কখনো কি এই কণ্ঠে পরাইবে মালা
বসন্তের ফুলে? কখনো কি বক্ষ ভরি
নিবিড় বন্ধনে, তোমারে হৃদয়েশ্বরী
পারিব বাঁধিতে? পরশে পরশে দোঁহে
করি বিনিময়, মরিব মধুর মোহে
দেহের দুয়ারে? জীবনের প্রতিদিন
তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদবিহীন
জীবনের প্রতি রাত্রি হবে সুমধুর
মাধুর্য্যে তোমার! বাজিবে তোমার সুর
সর্ব্ব দেহে মনে? জীবনের প্রতি সুখে
পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি দুখে
পড়িবে তোমার অশ্রুজল! প্রতি কাজে
রবে তব শুভহস্ত দুটি। গৃহমাঝে
জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি।
এ কি শুধু বাসনার বিফল মিনতি,
কল্পনার ছল? কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—

পূর্ব্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি
আমারি জীবন-বনে সৌন্দর্য্যে কুসুমি'
প্রণয়ে বিকশি'? মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে!
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারি ধার!
গৃহের বনিতা ছিলে—টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়,—
তবু কোন্ মায়া-ডোরে চির-সোহাগিনী
হৃদয়ে দিয়েছ ধরা, বিচিত্র রাগিণী
জাগায়ে তুলিছ প্রাণে চিরস্মৃতিময়!
তাই ত এখনো মনে আশা জেগে রয়
আবার তোমারে পাব পরশ বন্ধনে!
এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে
জ্বলিছে নিবিছে, যেন খদ্যোতের জ্যোতি!
কখনো বা ভাবময়, কখনো মূরতি।

রজনী গভীর হল, দীপ নিবে আসে;
পদ্মার সুদূর পারে পশ্চিম আকাশে
কখন্ যে সায়াহ্নের শেষ স্বর্ণ-রেখা
মিলাইয়া গেছে, সপ্তর্ষি দিয়েছে দেখা
তিমির গগনে, শেষ ঘট পূর্ণ করে'
কখন্ বালিকা বধূ চলে' গেছে ঘরে,—
হেরি' কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি একাদশী তিথি
দীর্ঘপথ শূন্যক্ষেত্র—হয়েছে অতিথি
গ্রামে গৃহস্থের ঘরে পান্থ পরবাসী,—
কখন্ গিয়েছে থেমে কলরব রাশি
মাঠপারে কৃষি-পল্লি হতে, নদীতীরে
বৃদ্ধ কৃষাণের জীর্ণ নিভৃত কুটীরে
কখন্ জ্বলিয়াছিল সন্ধ্যা-দীপ খানি,
কখন্ নিভিয়া গেছে—কিছুই না জানি!

কি কথা বলিতেছিনু, কি জানি, প্রেয়সি,
অর্দ্ধ-অচেতন ভাবে মনোমাঝে পশি'
স্বপ্নমুগ্ধ মত! কেহ শুনেছিলে সে কি,
কিছু বুঝেছিলে প্রিয়ে, কোথাও আছে কি
কোন অর্থ তার? সব কথা গেছি ভুলে,
শুধু এই নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে
অন্তরের অন্তহীন অশ্রু-পারাবার
উদ্বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার
গম্ভীর নিস্বনে!

এস সুপ্তি, এস শান্তি,
এস প্রিয়ে, মুগ্ধ মৌন সকরুণ কান্তি,
বক্ষে মোরে লহ টানি,—শোয়াও যতনে
মরণ-সুস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতি শয়নে!

৪ পৌষ, ১২৯৯।

অনাদৃত।

তখন তরুণ রবি প্রভাত কালে
আনিছে উষার পূজা সোনার থালে।
সীমাহীন নীল জল করিতেছে থলথল,
রাঙা রেখা জলজল কিরণ মালে।
তখন উঠিছে রবি গগন ভালে।

গাঁথিতেছিলাম জাল বসিয়া তীরে।
বারেক অতল পানে চাহিনু ধীরে;
শুনিনু কাহার বাণী, পরাণ লইল টানি',
যতনে সে জালখানি তুলিয়া শিরে
ঘুরায়ে ফেলিয়া দিনু সুদূর নীরে।

নাহি জানি কত কি যে উঠিল জালে।
কোনটা হাসির মত কিরণ ঢালে,
কোনটা বা টলটল কঠিন নয়ন জল,
কোনটা সরম ছল বধূর গালে!
সে দিন সাগর তীরে প্রভাত কালে!

বেলা বেড়ে ওঠে, রবি ছাড়ি' পূরবে
গগনের মাঝখানে ওঠে গরবে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা সব ভুলি' জাল ফেলে টেনে তুলি,
উঠিল গোধূলি ধূলি ধূসর নভে।
গাভীগণ গৃহে ধায় হম্বর রবে।

লয়ে দিবসের ভার ফিরিনু ঘরে,
তখন উঠিছে চাঁদ আকাশ পরে।

গ্রামপথে নাহি লোক, পড়ে' আছে ছায়ালোক,
মুদে আসে দুটি চোখ স্বপন ভরে ;
ডাকিছে বিরহী পাখী কাতর স্বরে।

সে তখন গৃহকাজ সমাধা করি'
কাননে বসিয়াছিল মালাটি পরি'।
কুসুম একটি দুটি তরু হতে পড়ে টুটি',
সে করিছে কুটিকুটি নখেতে ধরি' ;
আলসে আপন মনে সময় হরি'।

বারেক আগিয়ে যাই বারেক পিছু।
কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম নয়ন নীচু।
যা ছিল চরণে রেখে ভূমিতল দিনু ঢেকে ;
সে কহিল দেখে' দেখে' "চিনিনে কিছু!"
শুনি' রহিলাম শির করিয়া নীচু!

ভাবিলাম, সারাদিন সারাটি বেলা
বসে' বসে' করিয়াছি কি ছেলেখেলা!
না জানি কি মোহে ভুলে' গেনু অকূলের কূলে,
ঝাঁপ দিয়ে কুতূহলে আনিনু মেলা
অজানা সাগর হতে অজানা ঢেলা!

বুঝি নাই, খুঁজি নাই হাটের মাঝে,
এমন হেলার ধন দেওয়া কি সাজে?
কোন দুখ নাহি যার, কোন তৃষা বাসনার,
এ সব লাগিবে তার কিসের কাজে?
কুড়ায়ে লইনু পুন মনের লাজে!

সারাটি রজনী বসি দুয়ার দেশে
একে একে ফেলে দিনু পথের শেষে!
সুখহীন ধনহীন চলে গেনু উদাসীন;
প্রভাতে পরের দিন পথিকে এসে'
সব তুলে' নিয়ে গেল আপন দেশে!

২২ ফাল্গুন, ১২৯৯।

নদী পথে।

গগন ঢাকা ঘন মেঘে
পবন বহে খর বেগে।
অশনি ঝনঝন ধ্বনিছে ঘনঘন
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে,
পবন বহে খর বেগে!

তীরেতে তরুরাজি দোলে
আকুল মর্ম্মর রোলে।
চিকুর চিকিমিকে চকিয়া দিকে দিকে
তিমির চিরি' যায় চলে'।
তীরেতে তরুরাজি দোলে।

ঝরিছে বাদলের ধারা
বিরাম বিশ্রামহারা।
বারেক থেমে আসে, দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে
আবার পাগলের পারা
ঝরিছে বাদলের ধারা!

মেঘেতে পথরেখা লীন,
প্রহর তাই গতিহীন।
গগন পানে চাই, জানিতে নাহি পাই
গেছে কি নাহি গেছে দিন;
প্রহর তাই গতিহীন।

তীরেতে বাঁধিয়াছি তরী,
রয়েছি সারাদিন ধরি'।
এখনো পথ নাকি অনেক আছে বাকি,
আসিছে ঘোর বিভাবরী।
তীরেতে বাঁধিয়াছি তরী।

বসিয়া তরণীর কোণে
একেলা ভাবি মনে মনে
মেঝেতে শেজ পাতি' সে আজি জাগে রাতি
নিদ্রা নাহি দু নয়নে।
বসিয়া ভাবি মনে মনে।

মেঘের ডাক শুনে কাঁপে,
হৃদয় দুই হাতে চাপে।
আকাশ পানে চায়, ভরসা নাহি পায়,
তরাসে সারা নিশি যাপে,
মেঘের ডাক শুনে কাঁপে!

কভু বা বায়ুবেগভরে
দুয়ার ঝনুঝনি' পড়ে।
প্রদীপ নিবে আসে, ছায়াটি কাঁপে ত্রাসে,
নয়নে আঁখিজল ঝরে,
বক্ষ কাঁপে থর থরে।

চকিত আঁখি দুটি তার
মনে আসিছে বার বার।
বাহিরে মহা ঝড়, বজ্র কড় মড়,
আকাশ করে হাহাকার।
মনে পড়িছে আঁখি তার।

গগন ঢাকা ঘন মেঘে,
পবন বহে খর বেগে।
অশনি ঝন ঝন ধ্বনিছে ঘন ঘন
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে।
পবন বহে আজি বেগে।

২৩ ফাল্গুন, ১২৯৯।

দেউল।

রচিয়াছিনু দেউল একখানি
অনেক দিনে অনেক দুখ মানি'।
রাখি নি তার জানালা দ্বার, সকল দিক অন্ধকার,
ভূধর হ'তে পাষাণ ভার যতনে বহি' আনি'
রচিয়াছিনু দেউল একখানি।

দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে
ছিলাম চেয়ে তাহারি মুখপানে।
বাহিরে ফেলি এ ত্রিভুবন ভুলিয়া গিয়া বিশ্বজন
ধেয়ান তারি অনুক্ষণ করেছি এক প্রাণে,
দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে।

যাপন করি অন্তহীন রাতি
জ্বালায়ে শত গন্ধময় বাতি।
কনক-মণি-পাত্রপুটে, সুরভি ধূপ-ধূম্র উঠে,
গুরু অগুরু-গন্ধ ছুটে, পরাণ উঠে মাতি'।
যাপন করি অন্তহীন রাতি।

নিদ্রাহীন বসিয়া এক চিতে
চিত্র কত এঁকেছি চারি ভিতে।
স্বপ্ন সম চমৎকার কোথাও নাহি উপমা তার,
কত বরণ, কত আকার কে পারে বরণিতে,
চিত্র যত এঁকেছি চারি ভিতে।

স্তম্ভগুলি জড়ায়ে শত পাকে
নাগবালিকা গ্রীবা তুলিয়া থাকে!
উপরে ঘিরি চারিটি ধার দৈত্যগুলি বিকটাকার,
পাষাণময় ছাদের ভার মাথায় ধরি রাখে।
নাগবালিকা গ্রীবা তুলিয়া থাকে।

সৃষ্টিছাড়া সৃজন কত মত!
পক্ষীরাজ উড়িছে শত শত।
ফুলের মত লতার মাঝে নারীর মুখ বিকশি রাজে,
প্রণয়ভরা বিনয়ে লাজে নয়ন করি' নত,
সৃষ্টিছাড়া সৃজন কত মত।

ধ্বনিত এই ধরার মাঝখানে
শুধু এ গৃহ শব্দ নাহি জানে।
ব্যাঘ্রাজিন আসন পাতি' বিবিধরূপ ছন্দ গাঁথি'
মন্ত্র পড়ি দিবস রাতি গুঞ্জরিত তানে,
শব্দহীন গৃহের মাঝখানে।

এমন করে গিয়েছে কত দিন
জানি নে কিছু আছি আপন-লীন।
চিত্ত মোর নিমেষহত ঊর্দ্ধমুখী শিখার মত,
শরীর খানি মূর্চ্ছাহত ভাবের তাপে ক্ষীণ।
এমন করে গিয়েছে কত দিন।

একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।
বেদনা এক তীক্ষ্ণতম পশিল গিয়ে মর্ম্মে মম
অগ্নিময় সর্প সম কাটিল অন্তরে।
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।

পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি',
গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি।

নীরব ধ্যান করিয়া চুর কঠিন বাঁধ করিয়া দূর
সংসারের অশেষ সুর ভিতরে এল ছুটি',
পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি'।

দেবতাপানে চাহিনু একবার,
আলোক আসি পড়েছে মুখে তাঁর।
নূতন এক মহিমারাশি ললাটে তাঁর উঠেছে ভাসি',
জাগিছে এক প্রসাদ হাসি অধর চারিধার।
দেবতাপানে চাহিনু একবার।

সরমে দীপ মলিন একেবারে
লুকাতে চাহে চির অন্ধকারে।
শিকলে বাঁধা স্বপ্নমত ভিত্তি-আঁকা চিত্র যত
আলোক দেখি লজ্জাহত পালাতে নাহি পারে,
সরমে দীপ মলিন একেবারে।

যে গান আমি নারিনু রচিবারে
সে গান আজি উঠিল চারিধারে।
আমার দীপ জ্বালিল রবি, প্রকৃতি আসি আঁকিল ছবি,
গাঁথিল গান শতেক কবি কতই ছন্দহারে,
কি গান আজি উঠিল চারিধারে!

দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি',
ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি,
দেবের কর-পরশ লাগি', দেবতা মোর উঠিল জাগি'
বন্দী নিশি গেল সে ভাগি' আঁধার পাখা তুলি।
দেউলে মোর দুয়ার গেল খুলি'।

২৩ ফাল্গুন, ১২৯৯।

বিশ্বনৃত্য।

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা!
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয় সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।

সঘন অশ্রুমগন হাস্য
জাগিবে তাহার বদনে।
প্রভাত-অরুণ-কিরণ-রশ্মি
ফুটিবে তাহার নয়নে।
দক্ষিণ করে ধরিয়া যন্ত্র
ঝনন-রণন স্বর্ণ তন্ত্র,
কাঁপিয়া উঠিবে মোহন মন্ত্র
নির্ম্মল নীল গগনে।

হাহা করি সবে উচ্ছল রবে
চঞ্চল কলকলিয়া,
চৌদিক হতে উন্মাদ স্রোতে
আসিবে তূর্ণ চলিয়া।
ছুটিবে সঙ্গে মহা তরঙ্গে
ঘিরিয়া তাঁহারে হরষ রঙ্গে
বিঘ্নতরণ চরণ ভঙ্গে
পথকণ্টক দলিয়া।

ওগো কে বাজায় (বুঝি শুনা যায়!)
মহা রহস্যে রসিয়া
চিরকাল ধরে' গম্ভীর স্বরে
অম্বরপরে বসিয়া!
গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল,
ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল,
গগনে গগনে জ্যোতি অঞ্চল
পড়িছে খসিয়া খসিয়া।

ওগো কে বাজায় (কে শুনিতে পায়!)
না জানি কি মহা রাগিণী!
দুলিয়া ফুলিয়া নাচিছে সিন্ধু
সহস্রশির নাগিনী।
ঘন অরণ্য আনন্দে দুলে,
অনন্ত নভে শত বাহু তুলে,
কি গাহিতে গিয়ে কথা যায় ভুলে'
মর্ম্মরে দিন যামিনী!

নির্ঝর ঝরে উচ্ছ্বাস ভরে
বন্ধুর শিলা-সরণে।
ছন্দে ছন্দে সুন্দর গতি
পাষাণ হৃদয় হরণে!
কোমল কণ্ঠে কুলু কুলু সুর,
ফুটে অবিরল তরল মধুর,
সদা-শিঞ্জিত মাণিক নূপুর
বাঁধা চঞ্চল চরণে!

নাচে ছয় ঋতু না মানে বিরাম,
বাহুতে বাহুতে ধরিয়া।
শ্যামল, স্বর্ণ, বিবিধ বর্ণ
নব নব বাস পরিয়া।
চরণ ফেলিতে কত বনফুল
ফুটে ফুটে টুটে হইয়া আকুল,
উঠে ধরণীর হৃদয় বিপুল
হাসি ক্রন্দনে ভরিয়া!

পশু বিহঙ্গ কীট পতঙ্গ
জীবনের ধারা ছুটিছে।
কি মহা খেলায় মরণ-বেলায়
তরঙ্গ তার টুটিছে!
কোনখানে আলো কোনখানে ছায়া,
জেগে জেগে ওঠে নব নব কায়া,
চেতনাপূর্ণ অদ্ভুত মায়া
বুদ্‌বুদ সম ফুটিছে।

ওই কে বাজায় দিবস নিশায়
বসি অন্তর আসনে
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর,
কেহ শোনে কেহ না শোনে!
অর্থ কি তার ভাবিয়া না পাই,
কত গুণী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই,
মহান্ মানব মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে!

শুধু হেথা কেন আনন্দ নাই,
কেন আছে সবে নীরবে?
তারকা না দেখি পশ্চিমাকাশে,
প্রভাত না দেখি পুরবে।
শুধু চারিদিকে প্রাচীন পাষাণ
জগৎ-ব্যাপ্ত সমাধি সমান
গ্রাসিয়া রেখেছে অযুত পরাণ,
রয়েছে অটল গরবে।

সংসার-স্রোত জাহ্নবী সম
বহু দূরে গেছে সরিয়া।
এ শুধু উষর বালুকাধূসর
মরুরূপে আছে মরিয়া।
নাহি কোন গতি, নাহি কোন গান,
নাহি কোন কাজ, নাহি কোন প্রাণ,
বসে আছে এক মহা নির্ব্বাণ
আঁধার মুকুট পরিয়া!

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব-হৃদয়ে মিশিতে।
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস নিশীথে।
আজন্মকাল পড়ে আছি মৃত,
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন অমৃত
কে গো দিবে এই তৃষিতে।

জগৎমাতানো সঙ্গীত তানে
কে দিবে এদের নাচায়ে!
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে!
ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ,
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস
ভাঙ্গিবে জীর্ণ খাঁচা এ!

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
বাজুক্ বিশ্ব বাজনা!
উঠুক্ চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হয়ে আপনা!

টুটুক্ বন্ধ মহা আনন্দ!
নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ!
হৃদয় সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাক্ নবীন বাসনা!

২৬ ফাল্গুন, ১২৯৯।

—

দুর্ব্বোধ।

তুমি মোরে পার না বুঝিতে?
প্রশান্ত বিষাদ ভরে দুটি আঁখি প্রশ্ন করে'
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে,
চন্দ্রমা যেমন ভাবে স্থির নত মুখে
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে।

কিছু আমি করিনি গোপন।
যাহা আছে, সব আছে তোমার আঁখির কাছে
প্রসারিত অবারিত মন।
দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা,
তাই মোরে বুঝিতে পার না?

এ যদি হইত শুধু মণি,
শত খণ্ড করি তারে সযত্নে বিবিধাকারে,
একটি একটি করি' গণি'
একখানি সূত্রে গাঁথি একখানি হার
পরাতেম গলায় তোমার!

এ যদি হইত শুধু ফুল,
সুগোল সুন্দর ছোটো, উষালোকে ফোটো-ফোটো,
বসন্তের পবনে দোদুল,
বৃন্ত হতে সযতনে আনিতাম তুলে,
পরায়ে দিতেম কালো চুলে!

এ যে সখি সমস্ত হৃদয়!
কোথা জল, কোথা কূল, দিক হয়ে যায় ভুল,
অন্তহীন রহস্য-নিলয়।
এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রাণী,
এ তবু তোমার রাজধানী!

কি তোমারে চাহি বুঝাইতে?
গভীর হৃদয় মাঝে নাহি জানি কি যে বাজে
নিশিদিন নীরব সঙ্গীতে!
শব্দহীন স্তব্ধতায় ব্যাপিয়া গগন
রজনীর ধ্বনির মতন।

এ যদি হইত শুধু সুখ,
কেবল একটি হাসি অধরের প্রান্তে আসি
আনন্দ করিত জাগরূক।
মুহূর্ত্তে বুঝিয়া নিতে হৃদয়-বারতা
বলিতে হত না কোন কথা!

এ যদি হইত শুধু দুখ,
দুটি বিন্দু অশ্রুজল দুই চক্ষে ছল ছল,
বিষণ্ণ অধর ম্লান মুখ,
প্রত্যক্ষ দেখিতে পেতে অন্তরের ব্যথা,
নীরবে প্রকাশ হত কথা!

এ যে সখি হৃদয়ের প্রেম!
সুখ দুঃখ বেদনার আদি অন্ত নাহি যার
চির দৈন্য চির পূর্ণ হেম!
নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবা রাতে
তাই আমি না পারি বুঝাতে!

নাই বা বুঝিলে তুমি মোরে!
চিরকাল চোখে চোখে নূতন নূতনালোকে
পাঠ কর রাত্রি দিন ধরে।
বুঝা যায় আধ প্রেম, আধ খানা মন,
সমস্ত কে বুঝেছ কখন্!

১১ চৈত্র, ১২৯৯।

—

ঝুলন।

আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে
মরণ খেলা
নিশীথ বেলা!
সঘন বরষা গগন আঁধার
হের বারিধারে কাঁদে চারিধার,

ভীষণ রঙ্গে ভব তরঙ্গে
ভাসাই ভেলা ;
বাহির হয়েছি স্বপ্ন শয়ন
করিয়া হেলা,
রাত্রি বেলা !

ওগো পবনে গগনে সাগরে আজিকে
কি কল্লোল !
দে দোল্ দোল্ !
পশ্চাৎ হতে হাহা করে' হাসি'
মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি'
যেন এ লক্ষ যক্ষ শিশুর
অট্ট রোল !
আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে
হট্ট গোল !
দে দোল্ দোল্ !

আজি জাগিয়া উঠিয়া পরাণ আমার
বসিয়া আছে
বুকের কাছে।
থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া,
নিঠুর নিবিড় বন্ধনসুখে
হৃদয় নাচে,
ত্রাসে উল্লাসে পরাণ আমার
ব্যাকুলিয়াছে
বুকের কাছে !

হায়, এতকাল আমি রেখেছিনু তারে
যতন ভরে
শয়ন পরে।
ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসর-শয়ন করেছি রচন
কুসুম থরে,
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে
গোপন ঘরে
যতন ভরে !

কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি
নয়ন পাতে
স্নেহের সাথে।
শুনায়েছি তারে মাথা রাখি পাশে
কত প্রিয় নাম মৃদু মধুভাষে,
গুঞ্জর তান করিয়াছি গান
জ্যোৎস্না রাতে,
যা কিছু মধুর দিয়েছিনু তার
দুখানি হাতে
স্নেহের সাথে !

শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরাণ
আলস রসে,
আবেশ বশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার
নিশি দিবসে ;
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ
মরমে পশে
আবেশ বশে।

ঢালি' মধুরে মধুর বধূরে আমার
হারাই বুঝি,
পাইনে খুঁজি।
বাসরের দীপ নিবে নিবে আসে,
ব্যাকুল নয়নে হেরি চারি পাশে,
শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুসুম
হয়েছে পুঁজি !
অতল স্বপ্ন-সাগরে ডুবিয়া
মরি যে যুঝি
কাহারে খুঁজি !

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নূতন খেলা
রাত্রি বেলা !
মরণ দোলায় ধরি রসিগাছি
বসিব দুজনে বড় কাছাকাছি,

ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা,
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলন খেলা
নিশীথ বেলা!

দে দোল্ দোল্!
দে দোল্ দোল্!
এ মহাসাগরে তুফান তোল্!
বধূরে আমার পেয়েছি আবার
ভরেছে কোল!
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে
প্রলয় রোল!
বক্ষ শোণিতে উঠেছে আবার
কি হিল্লোল!
ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার
কি কল্লোল!
উড়ে কুন্তল উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ু চঞ্চল,
বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী
মত্ত বোল!
দে দোল্ দোল্!
আয় রে ঝঞ্ঝা, পরাণ বধূর
আবরণরাশি করিয়া দে দূর,
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন
বসন খোল্!
দে দোল্ দোল্!

প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখি আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয় লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল!
দে দোল্ দোল্!
স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরেছে আজ
দুটো পাগোল!
দে দোল্ দোল্!

১৫ চৈত্র, ১২৯৯।

হৃদয়-যমুনা।

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এস ওগো এস, মোর
হৃদয়-নীরে!
তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।
আজি বর্ষা গাঢ়তম; নিবিড় কুন্তল সম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই যে শবদ চিনি, নূপুর রিনিকিঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে!
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এস ওগো এস, মোর
হৃদয়-নীরে!

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে;
হেথা শ্যাম দূর্ব্বাদল, নবনীল নভস্তল,
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।
দুটি কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে,
চাহিয়া বঞ্জুল বনে কি জানি পড়িবে মনে,
বসি কুঞ্জে তৃণাসনে শ্যামল কূলে।
যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে!

যদি গাহন করিতে চাহ, এস নেমে এস, হেথা
গহন-তলে!
নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এস আজ,
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।
সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি',
উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি' উরসে গলে।
ঘুরে ফিরে চারিপাশে কভু কাঁদে কভু হাসে,
কুলুকুলু কলভাষে কত কি ছলে!
যদি গাহন করিতে চাহ, এস নেমে এস হেথা
গহন-তলে!

যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে!
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে!

নাহি রাত্রি, দিনমান, আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীত গান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এস কূলে সকল কাজে!
যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে!

১২ আষাঢ়, ১৩০০।

ব্যর্থ যৌবন।

আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে?
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে?
এ বেশ ভূষণ লহ সখি লহ,
এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ,
এমন যামিনী কাটিল, বিরহ-শয়নে!
আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে?

আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনা পারে এসেছি!
বহি' বৃথা মনো-আশা এত ভালবাসা বেসেছি!
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন
ক্লান্ত চরণ, মন উদাসীন,
ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন ভবনে?
হায়, যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে?

কত উঠেছিল চাঁদ নিশীথ-অগাধ আকাশে!
বনে দুলেছিল ফুল গন্ধ-ব্যাকুল বাতাসে!
তরু মর্ম্মর, নদী কলতান
কানে লেগেছিল স্বপ্ন সমান,
দূর হতে আসি পশেছিল গান শ্রবণে,
আজি সে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে?

ওগো, ভোলা ভাল তবে, কাঁদিয়া কি হবে মিছে আর?
যদি যেতে হল হায়, প্রাণ কেন চায় পিছে আর?
কুঞ্জদুয়ারে অবোধের মত
রজনী-প্রভাতে বসে রব কত!
এবারের মত বসন্ত-গত জীবনে।
হায় যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে!

১৬ আষাঢ়, ১৩০০।

ভরা ভাদরে।

নদী ভরা কূলে কূলে, ক্ষেতে ভরা ধান।
আমি ভাবিতেছি বসে কি গাহিব গান!
কেতকী জলের ধারে ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে,
নিরাকুল ফুলভারে বকুল বাগান।
কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরাণ।

ঝিলিমিলি করে পাতা, ঝিকিমিকি আলো।
আমি ভাবিতেছি কার আঁখি দুটি কালো!
কদম্বগাছের সার, চিকন পল্লবে তার
গন্ধে ভরা অন্ধকার হয়েছে ঘোরালো।
কারে বলিবারে চাহি কারে বাসি ভালো!

অম্লান-উজ্জ্বল দিন, বৃষ্টি অবসান।
আমি ভাবিতেছি আজি কি করিব দান!
মেঘখণ্ড থরে থরে উদাস বাতাস ভরে
নানা ঠাঁই ঘুরে' মরে হতাশ সমান।
সাধ যায় আপনারে করি শত খান্!

দিবস অবশ যেন হয়েছে আলসে।
আমি ভাবি আর কেহ কি ভাবিছে বসে'!
তরুশাখে হেলাফেলা কামিনী ফুলের মেলা,
থেকে থেকে সারাবেলা পড়ে খসে' খসে'।
কি বাঁশি বাজিছে সদা প্রভাতে প্রদোষে!

পাখীর প্রমোদগানে পূর্ণ বনস্থল।
আমি ভাবিতেছি চোখে কেন আসে জল!
দোয়েল দুলায়ে শাখা গাহিছে অমৃতমাখা,
নিভৃত পাতায় ঢাকা কপোত যুগল।
আমারে সকলে মিলে করেছে বিকল!

২১ আষাঢ়, ১৩০০।

প্রত্যাখ্যান।

অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না!
অমন সুধা-করুণ সুরে গেয়ো না!
সকাল বেলা সকল কাজে
আসিতে যেতে পথের মাঝে
আমারি এই আঙিনা দিয়ে যেয়ো না!
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না!

মনের কথা রেখেছি মনে যতনে;
ফিরিছ মিছে মাগিয়া সেই রতনে!
তুচ্ছ অতি, কিছু সে নয়
দু চারি ফোঁটা অশ্রুময়
একটি শুধু শোণিত-রাঙা বেদনা!
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না!

কাহার আশে দুয়ারে কর হানিছ?
না জানি তুমি কি মোরে মনে মানিছ?
রয়েছি হেথা লুকাতে লাজ,
নাহিক মোর রাণীর সাজ,
পরিয়া আছি জীর্ণচীর বাসনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না!

কি ধন তুমি এনেছ ভরি' দু'হাতে?
অমন করি' যেয়ো না ফেলি' ধূলাতে!
এ ঋণ যদি শুধিতে চাই,
কি আছে হেন, কোথায় পাই,
জনম তরে বিকাতে হবে আপনা!
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না!

ভেবেছি মনে ঘরের কোণে রহিব।
গোপন দুখ আপন বুকে বহিব!
কিসের লাগি করিব আশা,
বলিতে চাহি, নাহিক ভাষা,
রয়েছে সাধ, না জানি তার সাধনা!
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না!

যে সুর তুমি ভরেছ তব বাঁশিতে
উহার সাথে আমি কি পারি গাহিতে?
গাহিতে গেলে ভাঙিয়া গান
উছলি উঠে সকল প্রাণ,
না মানে রোধ অতি অবোধ রোদনা!
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না!

এসেছ তুমি গলায় মালা ধরিয়া,
নবীন বেশ, শোভন ভূষা পরিয়া!
হেথায় কোথা কনক থালা,
কোথায় ফুল, কোথায় মালা,
বাসর-সেবা করিবে কেবা রচনা?
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না!

ভুলিয়া পথ এসেছ সখা এ ঘরে!
অন্ধকারে মালা-বদল কে করে!
সন্ধ্যা হতে কঠিন ভুঁয়ে
একাকী আমি রয়েছি শুয়ে,
নিবায়ে দীপ জীবন-নিশি-যাপনা!
অমন দীন-নয়নে আর চেয়ো না!

২৭ আষাঢ়, ১৩০০।

লজ্জা।

আমার হৃদয় প্রাণ সকলি করেছি দান,
কেবল সরম খানি রেখেছি!
চাহিয়া নিজের পানে নিশিদিন সাবধানে
সযতনে আপনারে ঢেকেছি।
হে বঁধু, এ স্বচ্ছ বাস করে মোরে পরিহাস,
সতত রাখিতে নারি ধরিয়া,
চাহিয়া আঁখির কোণে তুমি হাস মনে মনে
আমি তাই লাজে যাই মরিয়া!
দক্ষিণ পবন ভরে অঞ্চল উড়িয়া পড়ে,
কখন্ যে, নাহি পারি লখিতে,
পুলক-ব্যাকুল হিয়া অঙ্গে উঠে বিকশিয়া,
আবার চেতনা হয় চকিতে!
বদ্ধ গৃহে করি' বাস রুদ্ধ যবে হয় শ্বাস,
আধেক বসনবন্ধ খুলিয়া
বসি গিয়া বাতায়নে সুখসন্ধ্যা সমীরণে
ক্ষণতরে আপনারে ভুলিয়া;

পূর্ণচন্দ্র কর রাশি মূর্চ্ছাতুর পড়ে আসি
এই নব যৌবনের মুকুলে,
অঙ্গ মোর ভালবেসে ঢেকে দেয় মৃদু হেসে
আপনার লাবণ্যের দুকূলে ;
মুখে বক্ষে কেশপাশে ফিরে বায়ু খেলা-আশে,
কুসুমের গন্ধ ভাসে গগনে,
হেন কালে তুমি এলে মনে হয় স্বপ্ন বলে'
কিছু আর নাহি থাকে স্মরণে !
থাক্ বঁধু, দাও ছেড়ে, ও টুকু নিয়ো না কেড়ে,
এ সরম দাও মোরে রাখিতে,
সকলের অবশেষ এই টুকু লাজ লেশ,
আপনারে আধ খানি ঢাকিতে !
ছল ছল দুনয়ান করিয়ো না অভিমান,
আমিও যে কত নিশি কেঁদেছি,
বুঝাতে পারিনে যেন সব দিয়ে তবু কেন
সবটুকু লাজ দিয়ে বেঁধেছি,
কেন যে তোমার কাছে একটু গোপন আছে,
একটু রয়েছি মুখ হেলায়ে !
এ নহে গো অবিশ্বাস, নহে সখা, পরিহাস,
নহে নহে ছলনার খেলা এ !
বসন্ত-নিশীথে বঁধু লহ গন্ধ, লহ মধু,
সোহাগে মুখের পানে তাকিয়ো !
দিয়ো দোল আশে পাশে, কোয়ো কথা মৃদু ভাষে,
শুধু এর বৃন্তটুকু রাখিয়ো !
সে টুকুতে ভর করি' এমন, মাধুরী ধরি'
তোমা পানে আছি আমি ফুটিয়া,
এমন, মোহন ভঙ্গে আমার সকল অঙ্গে
নবীন লাবণ্য যায় লুটিয়া,
এমন সকল বেলা পবনে চঞ্চল খেলা,
বসন্ত-কুসুম-মেলা দু'ধারি !
শুন বঁধু, শুন তবে, সকলি তোমার হবে,
কেবল সরম থাক্ আমারি !

২৮ আষাঢ়, ১৩০০।

পুরস্কার।

সে দিন বরষা ঝরঝর ঝরে
কহিল কবির স্ত্রী—
"রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়,
রচিতেছে বসি' পুঁথি বড় বড়,
মাথার উপরে বাড়ি পড়-পড়
তার খোঁজ রাখ কি !
গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব,
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম,
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,
না মিলে শস্যকণা !
অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা,
নিশিদিন ধরে' এ কি ছেলেখেলা,
ভারতীরে ছাড়ি ধর এই বেলা
লক্ষ্মীর উপাসনা !
ওগো ফেলে দাও পুঁথি ও লেখনী,
যা করিতে হয় করহ এখনি,
এত শিখিয়াছ এটুকু শেখনি
কিসে কড়ি আসে দুটো !"
দেখি সে মূরতি সর্ব্বনাশিয়া
কবির পরাণ উঠিল ত্রাসিয়া,
পরিহাস ছলে ঈষৎ হাসিয়া
কহে জুড়ি করপুট,—
"ভয় নাহি করি ও মুখ-নাড়ারে,
লক্ষ্মী সদয় লক্ষ্মীছাড়ারে,
ঘরেতে আছেন নাইক ভাঁড়ারে
এ কথা শুনিবে কেবা !
আমার কপালে বিপরীত ফল,
চপলা লক্ষ্মী মোরে অচপল,
ভারতী না থাকে থির এক পল
এত করি তাঁর সেবা !
তাই ত কপাটে লাগাইয়া খিল
স্বর্গে মর্ত্ত্যে খুঁজিতেছি মিল,
আনমনা যদি হই এক্ তিল
অমনি সর্ব্বনাশ !"
মনে মনে হাসি মুখ করি ভার
কহে কবিজায়া "পারিনেক আর
ঘর সংসার গেল ছারেখার
সব তা'তে পরিহাস !"
এতেক বলিয়া বাঁকায়ে মুখানি

শিঞ্জিত করি কাকন দুখানি
চঞ্চল করে অঞ্চল টানি'
রোষ ছলে যায় চলি।
হেরি সে ভুবন-গরব-দমন
অভিমান-বেগে অধীর গমন,
উচাটন কবি কহিল "অমন
যেয়ো না হৃদয় দলি'!
ধরা নাহি দিলে ধরিব দু'পায়
কি করিতে হবে বল সে উপায়,
ঘর ভরি' দিব সোনায় রূপায়
বুদ্ধি যোগাও তুমি!
একটুকু ফাঁকা যেখানে যা পাই
তোমারি মূরতি সেখানে চাপাই,
বুদ্ধির চাষ কোনখানে নাই,
সমস্ত মরুভূমি!"
"হয়েছে, হয়েছে, এত ভাল নয়"
হাসিয়া রুষিয়া গৃহিণী ভনয়
"যেমন বিনয় তেমনি প্রণয়
আমার কপাল গুণে!
কথার কখনো ঘটেনি অভাব,
যখনি বলেছি পেয়েছি জবাব,
একবার ওগো বাক্য-নবাব
চল দেখি কথা শুনে!
শুভ দিন ক্ষণ দেখ পাঁজি খুলি',
সঙ্গে করিয়া লহ পুঁথি গুলি,
ক্ষণিকের তরে আলস্য ভুলি'
চল রাজসভা মাঝে!
আমাদের রাজা গুণীর পালক
মানুষ হইয়া গেল কত লোক,
ঘরে তুমি জমা করিলে শোলোক
লাগিবে কিসের কাজে!"
কবির মাথায় ভাঙ্গি পড়ে বাজ,
ভাবিল "বিপদ দেখিতেছি আজ,
কখনো জানিনে রাজা মহারাজ
কপালে কি জানি আছে!"
মুখে হেসে বলে "এই বই নয়!
আমি বলি আরো কি করিতে হয়!
প্রাণ দিতে পারি, শুধু জাগে ভয়
বিধবা হইবে পাছে!
যেতে যদি হয় দেরিতে কি কাজ!
ত্বরা করে' তবে নিয়ে এস সাজ!
হেম কুণ্ডল, মণিময় তাজ,
কেয়ূর, কনক হার!
বলে' দাও মোর সারথিরে ডেকে
ঘোড়া বেছে নেয় ভাল ভাল দেখে'
কিঙ্করগণ সাথে যাবে কে কে
আয়োজন কর তার!"
ব্রাহ্মণী কহে "মুখাগ্রে যার
বাধে না কিছুই, কি চাহে সে আর,
মুখ ছুটাইলে রথাশ্বে আর
না দেখি আবশ্যক!
নানা বেশভূষা হীরা রূপা সোনা
এনেছি পাড়ার করি' উপাসনা,
সাজ করে লও পুরায়ে বাসনা,
রসনা ক্ষান্ত হোক্!"
এতেক বলিয়া ত্বরিত চরণ
আনে বেশ বাস নানান্ ধরণ,
কবি ভাবে মুখ করি বিবরণ
আজিকে গতিক মন্দ!
গৃহিণী স্বয়ং নিকটে বসিয়া
তুলিল তাহারে মাজিয়া ঘষিয়া,
আপনার হাতে যতনে কসিয়া
পরাইল কটিবন্ধ!
উষ্ণীষ আনি মাথায় চড়ায়,
কণ্ঠী আনিয়া কণ্ঠে জড়ায়,
অঙ্গদ দুটি বাহুতে পরায়,
কুণ্ডল দেয় কানে।
অঙ্গে যতই চাপায় রতন,
কবি বসি থাকে ছবির মতন,
প্রেয়সীর নিজ হাতের যতন
সেও আজি হার মানে!
এই মতে দুই প্রহর ধরিয়া
বেশভূষা সব সমাধা করিয়া,

গৃহিণী নিরখে ঈষৎ সরিয়া
বাঁকায়ে মধুর গ্রীবা!
হেরিয়া কবির গম্ভীর মুখ
হৃদয়ে উপজে মহা কৌতুক,
হাসি' উঠি' কহে ধরিয়া চিবুক
আ মরি সেজেছ কিবা!
ধরিল সমুখে আরশি আনিয়া,
কহিল বচন অমিয় ছানিয়া,
"পুরনারীদের পরাণ হানিয়া
ফিরিয়া আসিবে আজি,
তখন দাসীরে ভুলোনা গরবে,
এই উপকার মনে রেখো তবে,
মোরেও এমনি পরাইতে হবে
রতন ভূষণ রাজি!"
কোলের উপরে বসি, বাহু পাশে
বাঁধিয়া কবিরে সোহাগে সহাসে
কপোল রাখিয়া কপোলের পাশে
কানে কানে কথা কয়।
দেখিতে দেখিতে কবির অধরে
হাসি রাশি আর কিছুতে না ধরে,
মুগ্ধ হৃদয় গলিয়া আদরে
ফাটিয়া বাহির হয়।
কহে উচ্ছ্বসি, "কিছু না মানিব,
এমনি মধুর শ্লোক বাখানিব,
রাজভাণ্ডার টানিয়া আনিব
ও রাঙা চরণতলে!"
বলিতে বলিতে বুক উঠে ফুলি'
উষ্ণীষপরা মস্তক তুলি'
পথে বাহিরায় গৃহদ্বার খুলি'
দ্রুত রাজগৃহে চলে!
কবির রমণী কুতূহলে ভাসে,
তাড়াতাড়ি উঠি' বাতায়ন পাশে
উঁকি মারি' চায়, মনে মনে হাসে,
কালো চোখে আলো নাচে।
কহে মনে মনে বিপুল পুলকে,
"রাজপথ দিয়ে চলে এত লোকে
এমনটি আর পড়িল না চোখে
আমার যেমন আছে!"

এদিকে কবির উৎসাহ ক্রমে
নিমেষে নিমেষে আসিতেছে কমে'
যখন পশিল নৃপ-আশ্রমে
মরিতে পাইলে বাঁচে!
রাজসভাসদ সৈন্য পাহারা
গৃহিণীর মত নহে ত তাহারা
সারি সারি দাড়ি করে দিশাহারা,
হেথা কি আসিতে আছে!
হেসে ভালবেসে দুটো কথা কয়
রাজসভাগৃহ হেন ঠাঁই নয়,
মন্ত্রী হইতে দ্বারী মহাশয়
সবে গম্ভীর মুখ!
মানুষে কেন যে মানুষের প্রতি
ধরি' আছে হেন যমের মুরতি,
তাই ভাবি কবি না পায় ফুরতি
দমি যায় তার বুক!
বসি মহারাজ মহেন্দ্র রায়
মহোচ্চ গিরিশিখরের প্রায়,
জন-অরণ্য হেরিছে হেলায়
অচল অটল ছবি।
কৃপা নির্ঝর পড়িছে ঝরিয়া,
শত শত দেশ সরস করিয়া,
সে মহা মহিমা নয়ন ভরিয়া
চাহিয়া দেখিল কবি।
বিচার সমাধা হল যবে, শেষে
ইঙ্গিত পেয়ে মন্ত্রী আদেশে
যোড় করপুটে দাঁড়াইল এসে
দেশের প্রধান চর!
অতি সাধুমত আকার প্রকার,
এক তিল নাহি মুখের বিকার,
ব্যবসা যে তাঁর মানুষ-শীকার
নাহি জানে কোন নর!
ব্রত নানামত সতত পালয়ে,
এক কানা কড়ি মূল্য না লয়ে

ধর্ম্মোপদেশ আলয়ে আলয়ে
বিতরিছে যাকে তাকে!
চোরা কটাক্ষ চক্ষে ঠিকরে,
কি ঘটিছে কার, কে কোথা কি করে,
পাতায় পাতায় শিকড়ে শিকড়ে
সন্ধান তার রাখে!
নামাবলী গায়ে বৈষ্ণব রূপে
যখন সে আসি প্রণমিল ভূপে,
মন্ত্রী রাজারে অতি চুপে চুপে
কি করিল নিবেদন!
অমনি আদেশ হইল রাজার
"দেহ এঁরে টাকা পঞ্চ হাজার"
"সাধু, সাধু" কহে সভার মাঝার
যত সভাসদ জন!
পুলক প্রকাশে সবার গাত্রে,
"এ যে দান ইহা যোগ্যপাত্রে,
দেশের আবাল বনিতা মাত্রে
ইথে না মানিবে দ্বেষ!"
সাধু নুয়ে পড়ে নম্রতা ভরে,
দেখি সভাজন আহা আহা করে,
মন্ত্রীর শুধু জাগিল অধরে
ঈষৎ হাস্য লেশ!
আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ
ধূলিভরা দুটি লইয়া চরণ,
চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ
পবিত্র পদ-পঙ্কে!
ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম
বলি-অঙ্কিত শিথিল চর্ম্ম,
প্রখর মূর্ত্তি অগ্নিশর্ম্ম,
ছাত্র মরে আতঙ্কে!
কোন দিকে কোন লক্ষ্য না করে'
পড়ি' গেল শ্লোক বিকট হাঁ করে'
মটর কড়াই মিশায়ে কাঁকরে
চিবাইল যেন দাঁতে!
কেহ তার নাহি বুঝে আগু পিছু,
সবে বসি থাকে মাথা করি নীচু,
রাজা বলে "এঁরে দক্ষিণা কিছু
দাও দক্ষিণ হাতে!"
তার পরে এল গণৎকার,
গণনায় রাজা চমৎকার,
টাকা ঝন্ ঝন্ ঝনৎকার
বাজায়ে সে গেল চলি'!
আসে এক বুড়া গণ্য মান্য
করপুটে লয়ে দূর্ব্বাধান্য,
রাজা তাঁর প্রতি অতি বদান্য
ভরিয়া দিলেন থলি!
আসে নট ভাট রাজপুরোহিত,
কেহ একা কেহ শিষ্য সহিত,
কারো বা মাথায় পাগড়ি লোহিত,
কারো বা হরিৎবর্ণ।
আসে দ্বিজগণ পরমারাধ্য,
কন্যার দায়, পিতার শ্রাদ্ধ,
যার যথামত পায় বরাদ্দ,
রাজা আজি দাতাকর্ণ।
যে যাহার সবে যায় স্বভবনে,
কবি কি করিবে ভাবে মনে মনে,
রাজা দেখে তারে সভাগৃহকোণে
বিপন্ন মুখছবি!
কহে ভূপ "হোথা বসিয়া কে ওই,
এস ত মন্ত্রী সন্ধান লই"
কবি কহি উঠে "আমি কেহ নই
আমি শুধু এক কবি!"
রাজা কহে "বটে! এস এস তবে,
আজিকে কাব্য আলোচনা হবে!"
বসাইলা কাছে মহা গৌরবে
ধরি তার কর দুটি!
মন্ত্রী ভাবিল—যাই এই বেলা,
এখন ত সুরু হবে ছেলেখেলা!—
কহে "মহারাজ, কাজ আছে মেলা,
আদেশ পাইলে উঠি!"
রাজা শুধু মৃদু নাড়িলা হস্ত,
নৃপ ইঙ্গিতে মহা তটস্থ

বাহির হইয়া গেল সমস্ত
সভাস্থ দলবল!—
পাত্র মিত্র অমাত্য আদি,
অর্থী প্রার্থী বাদ্রী প্রতিবাদী,
উচ্চ তুচ্ছ বিবিধ উপাধি
বন্যার যেন জল!

চলি গেল যবে সভ্যসুজন,
মুখোমুখী করি বসিলা দুজন,
রাজা বলে "এবে কাব্যকূজন
আরম্ভ কর কবি!"
কবি তবে দুই কর যুড়ি বুকে
বাণীবন্দনা করে নতমুখে,
"প্রকাশো জননী নয়ন সমুখে
প্রসন্ন মুখছবি!
বিমল মানস-সরসবাসিনী
শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী,
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা!
তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন
সুখে গৃহকোণে ধনমানহীন
ক্ষ্যাপার মতন আছি চিরদিন
উদাসীন আনমনা!
চারিদিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুণিয়া,
আমি তব স্নেহ বচন শুনিয়া
পেয়েছি স্বরগ সুধা!
সেই মোর ভাল—সেই বহু মানি,
তবু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণী,
সুরের খাদ্যে জানত মা বাণী
নরের মিটে না ক্ষুধা!
যা হবার হবে, সে কথা ভাবি না,
মাগো, একবার ঝঙ্কারো বীণা,
ধরহ রাগিণী বিশ্ব-প্লাবিনা
অমৃত উৎস ধারা!
যে রাগিণী শুনি নিশি দিনমান
বিপুল হর্ষে দ্রব ভগবান
মলিন মর্ত্তমাঝে বহমান
নিয়ত আত্মহারা!
যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া
হোমশিখাসম উঠিছে কাঁপিয়া,
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া
বিশ্বতন্ত্রী হতে!
যে রাগিণী চির জন্ম ধরিয়া
চিত্তকুহরে উঠে কুহরিয়া
অশ্রু হাসিতে জীবন ভরিয়া
ছুটে সহস্র স্রোতে!
কে আছে কোথায়? কে আসে, কে যায়.
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়,
বালুকা লইয়া কালের বেলায়
ছায়া আলোকের খেলা!
জগতের যত রাজা মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ,
সকালে ফুটিছে সুখ দুখ লাজ,
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা!
শুধু তার মাঝে ধ্বনিতেছে সুর
বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর,
চিরদিন তাহে আছে ভরপুর,
মগন গগনতল।
যে জন শুনেছে সে অনাদিধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী,
জানে না আপনা জানে না ধরণী
সংসার কোলাহল!
সে জন পাগল, পরাণ বিকল,
ভবকূল হতে ছিঁড়িয়া শিকল
কেমনে এসেছে ছাড়িয়া সকল
ঠেকেছে চরণে তব!
তোমার অমল কমলগন্ধ
হৃদয়ে ঢালিছে মহা আনন্দ,
অপূর্ব্ব গীত, অলোক ছন্দ
শুনিছে নিত্য নব!
বাজুক্ সে বীণা, মজুক্ ধরণী,
বারেকের তরে ভুলাও জননী

কে বড় কে ছোট কে দীন কে ধনী
কেবা আগে কেবা পিছে,
কার জয় হল, কার পরাজয়,
কাহার বৃদ্ধি, কার হল ক্ষয়,
কেবা ভাল, আর কেবা ভাল নয়,
কে উপরে কেবা নীচে!
গাঁথা হয়ে যাক্ এক গীত রবে,
ছোট জগতের ছোট বড় সবে,
সুখে পড়ে' রবে পদপল্লবে
যেন মালা একখানি!
তুমি মানসের মাঝখানে আসি
দাঁড়াও মধুর মুরতি বিকাশি',
কুন্দবরণ সুন্দর হাসি
বীণা হাতে বীণাপাণি!
ভাসিয়া চলিবে রবি শশি তারা,
সারি সারি যত মানবের ধারা
অনাদিকালের পান্থ যাহারা
তব সঙ্গীত স্রোতে!
দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল
ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল,
দশ দিক্‌বধূ খুলি কেশজাল
নাচে দশ দিক্ হতে!"
এতেক বলিয়া ক্ষণপরে কবি
করুণ কথায় প্রকাশিল ছবি
পুণ্যকাহিনী রঘুকুলরবি
রাঘবের ইতিহাস।
অসহ দুঃখ সহি নিরবধি
কেমনে জনম গিয়েছে দগধি',
জীবনের শেষ দিবস অবধি
অসীম নিরাশ্বাস!
কহিল, বারেক ভাবি' দেখ মনে
সেই একদিন কেটেছে কেমনে
যেদিন মুলিন বাকল বসনে
চলিলা বনের পথে,
ভাই লক্ষ্মণ বয়স নবীন,
ম্লান ছায়াসম বিষাদ-বিলীন,
নববধূ সীতা আভরণহীন
উঠিলা বিদায় রথে।
রাজপুরী মাঝে উঠে হাহাকার,
প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারেসার,
এমন বজ্র কখনো কি আর
পড়েছে এমন ঘরে?
অভিষেক হবে, উৎসবে তার
আনন্দময় ছিল চারিধার,
মঙ্গলদীপ নিবিয়া আঁধার
শুধু নিমেষের ঝড়ে!
আর এক দিন ভেবে দেখ মনে
যে দিন শ্রীরাম লয়ে লক্ষ্মণে
ফিরিয়া নিভৃত কুটীর ভবনে
দেখিলা জানকী নাহি,—
জানকী জানকী আর্ত্ত রোদনে
ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে,
মহা অরণ্য আঁধার আননে
রহিল নীরবে চাহি।
তার পরে দেখ শেষ কোথা এর,—
ভেবে দেখ কথা সেই দিবসের;
এত বিষাদের এত বিরহের
এত সাধনের ধন,—
সেই সীতাদেবী রাজসভামাঝে
বিদায়-বিনয়ে নমি' রঘুরাজে,
দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে
হইলা অদর্শন।
সে সকল দিন সেও চলে যায়,
সে অসহ শোক, চিহ্ন কোথায়,
যায় নি ত এঁকে ধরণীর গায়
অসীম দগ্ধ রেখা!
দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার,
দণ্ডক বনে ফুটে ফুলভার,
সরযূর কূলে দুলে তৃণসার
প্রফুল্ল শ্যাম-লেখা।
শুধু সে দিনের একখানি সুর
চির দিন ধরে বহু বহু দূর

কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে ;
সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহা রাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহা সঙ্গীতে
বাজে মানবের কানে!
তার পরে কবি কহিল সে কথা,
কুরু পাণ্ডব সমর-বারতা ;—
গৃহবিবাদের ঘোর মত্ততা
ব্যাপিল সর্ব্ব দেশ,
দুইটি যমজ তরু পাশাপাশি,
ঘর্ষণে জ্বলে হুতাশন রাশি,
মহা দাবানল ফেলে শেষে গ্রাসি
অরণ্য-পরিবেশ!
এক গিরি হতে দুই স্রোত পারা
দুইটি শীর্ণ বিদ্বেষধারা
সরীসৃপগতি মিলিল তাহারা
নিষ্ঠুর অভিমানে—
দেখিতে দেখিতে হল উপনীত
ভারতের যত ক্ষত্র শোণিত,
ত্রাসিত ধরণী করিল ধ্বনিত
প্রলয়-বন্যা গানে!
দেখিতে দেখিতে ডুবে গেল কূল
আত্ম ও পর হয়ে গেল ভুল,
গৃহবন্ধন করি নির্ম্মূল
ছুটিল রক্তধারা,
ফেনায়ে উঠিল মরণাম্বুধি,
বিশ্ব রহিল নিশ্বাস রুধি',
কাঁপিল গগন শত আঁখি মুদি'
নিবায়ে সূর্য্য তারা!
সমর-বন্যা যবে অবসান
সোনার ভারত বিপুল শ্মশান,
রাজগৃহ যত ভূতল-শয়ান
পড়ে আছে ঠাঁই ঠাঁই,—
ভীষণা শান্তি রক্ত নয়নে
বসিয়া শোণিত-পঙ্কশয়নে,
ধরা পানে চাহি আনত বয়নে
মুখেতে বচন নাই।
বহু দিন পরে ঘুচিয়াছে খেদ,
মরণে মিটেছে সব বিচ্ছেদ,
সমাধা যজ্ঞ মহা নরমেধ
বিদ্বেষ-হুতাশনে!
সকল কামনা করিয়া পূর্ণ,
সকল দম্ভ করিয়া চূর্ণ,
পাঁচ ভাই গিয়া বসিলা শূন্য
স্বর্ণ সিংহাসনে!
স্তব্ধ প্রাসাদ বিষাদ-আঁধার,
শ্মশান হইতে আসে হাহাকার,
রাজপুর-বধূ যত অনাথার
মর্ম্ম-বিদার রব!
"জয় জয় জয় পাণ্ডুতনয়"
সারি সারি দ্বারী দাঁড়াইয়া কয়,
পরিহাস বলে' আজি মনে হয়,
মিছে মনে হয় সব!
কালি যে ভারত সারা দিন ধরি'
অট্ট গরজে অম্বর ভরি'
রাজার রক্তে খেলেছিল হোরি
ছাড়ি কুলভয় লাজে—
পরদিনে চিতাভস্ম মাখিয়া
সন্ন্যাসী বেশে অঙ্গ ঢাকিয়া
বসি একাকিনী শোকার্ত্ত হিয়া
শূন্য শ্মশান মাঝে ;
কুরু পাণ্ডব মুছে গেছে সব,
সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,
সে চিতা-বহ্নি অতি ভৈরব
ভস্মও নাহি তার ;
যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি
সে আজি কাহার তাহাও না জানি,
কোথা ছিল রাজা, কোথা রাজধানী
চিহ্ন নাহিক আর!
তবু কোথা-হতে আসিছে সে স্বর,—
যেন সে অমর সমর সাগর

গ্রহণ করেছে নব কলেবর
একটি বিরাট গানে ;
বিজয়ের শেষে সে মহা প্রয়াণ,
সফল আশার বিষাদ মহান,
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চির-মানবের প্রাণে !
হায়, এ ধরায় কত অনন্ত
বরষে বরষে শীত বসন্ত
সুখে দুখে ভরি দিক্ দিগন্ত
হাসিয়া গিয়াছে ভাসি ;
এমনি বরষা আজিকার মত
কত দিন কত হয়ে গেছে গত,
নব মেঘভারে গগন আনত
ফেলেছে অশ্রুরাশি !
যুগে যুগে লোক গিয়েছে এসেছে,
দুখীরা কেঁদেছে, সুখীরা হেসেছে,
প্রেমিক যে জন ভাল সে বেসেছে
আজি আমাদেরি মত ;
তারা গেছে শুধু তাহাদের গান
দু হাতে ছড়ায়ে করে গেছে দান,
দেশে দেশে, তার নাহি পরিমাণ,
ভেসে ভেসে যায় কত !
শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে ;
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভরে আসে আঁখি জল,
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,
লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল !
এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহিনে করিতে বাদ প্রতিবাদ,
যে ক' দিন আছি মানসের সাধ
মিটাব আপন মনে ;
যার যাহা আছে তার থাক্ তাই,
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই,
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোণে !
শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি',
পুষ্পের মত সঙ্গীতগুলি
ফুটাই আকাশ ভালে।
অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে !
অতি দুর্গম সৃষ্টি-শিখরে
অসীম কালের মহা কন্দরে
সতত বিশ্ব নির্ঝর ঝরে
ঝর্ঝর সঙ্গীতে,
স্বর-তরঙ্গ যত গ্রহ তারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা,—
সেথা হতে টানি লব গীতধারা
ছোট এই বাঁশরীতে।
ধরণীর শ্যাম করপুটখানি
ভরি' দিব আমি সেই গীত আনি,
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী
মধুর অর্থভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি' নব মায়া
এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে' দিয়ে যাব বসন্তকায়া
বাসন্তী বাস পরা।
ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে, অরণ্য ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙীন্ করিয়া দিব।
সংসার মাঝে দুয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর
তার পরে ছুটি নিব !
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,

স্নেহ-সুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে!
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে',
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ পরে
শিশিরের মত র'বে!
না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে
মাগিছে তেমনি সুর;
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু চারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর!
থাক হৃদাসনে জননী ভারতী,
তোমারি চরণে প্রাণের আরতি,
চাহিনা চাহিতে আর কারো প্রতি,
রাখি না কাহারো আশা!
কত সুখ ছিল হয়ে গেছে দুখ,
কত বান্ধব হয়েছে বিমুখ,
ম্লান হয়ে গেছে কত উৎসুক
উন্মুখ ভালবাসা!
শুধু ও চরণ হৃদয়ে বিরাজে,
শুধু ওই বীণা চিরদিন বাজে,
স্নেহসুরে ডাকে অন্তর মাঝে
—আয় রে বৎস আয়,—
ফেলে রেখে আয় হাসি ক্রন্দন,
ছিঁড়ে আয় যত মিছে বন্ধন,
হেথা ছায়া আছে চির নন্দন
চির বসন্ত বায়!—
সেই ভালো মাগো, যাক্ যাহা যায়,
জন্মের মতন বরিনু তোমায়,
কমলগন্ধ কোমল দু'পায়
বার বার নমো নমঃ!—
এত বলি, কবি থামাইল গান,
বসিয়া রহিল মুগ্ধ নয়ান,
বাজিতে লাগিল হৃদয় পরাণ
বীণাঝঙ্কারসম!
পুলকিত রাজা, আঁখি ছলছল,
আসন ছাড়িয়া নামিলা ভূতল,
দু বাহু বাড়ায়ে পরাণ উতল
কবিরে লইলা বুকে;
কহিলা ধন্য, কবিগো, ধন্য,
আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন,
তোমারে কি আমি কহিব অন্য,
চিরদিন থাক সুখে!
ভাবিয়া না পাই কি দিব তোমারে,
করি পরিতোষ কোন্ উপহারে,
যাহা কিছু আছে রাজভাণ্ডারে
সব দিতে পারি আনি!—

প্রেমোচ্ছ্বসিত আনন্দ জলে
ভরি দুনয়ন কবি তাঁরে বলে,—
কণ্ঠ হইতে দেহ মোর গলে
ওই ফুলমালা খানি!—

মালা বাঁধি কেশে কবি যায় পথে,
কেহ শিবিকায়, কেহ যায় রথে,
নানাদিকে লোক যায় নানা মতে
কাজের অন্বেষণে;
কবি নিজ মনে ফিরিছে লুব্ধ
যেন সে তাহার নয়ন মুগ্ধ
কল্পধেনুর অমৃত দুগ্ধ
দোহন করিছে মনে!
কবির রমণী বাঁধি কেশপাশ,
সন্ধ্যার মত পরি' রাঙা বাস,
বসি' একাকিনী বাতায়ন পাশ,
সুখ হাস মুখে ফুটে।
কপোতের দল চারিদিকে ঘিরে
নাচিয়া ডাকিয়া বেড়াইছে ফিরে,
যবের কণিকা তুলিয়া সে ধীরে
দিতেছে চঞ্চুপুটে!
অঙ্গুলি তার চলিছে যেমন
কত কি যে কথা ভাবিতেছে মন,

হেন কালে পথে ফেলিয়া নয়ন
সহসা কবিরে হেরি'
বাহু খানি নাড়ি' মৃদু ঝিনি ঝিনি
বাজাইয়া দিল কর-কিঙ্কিণী,
হাসিজালখানি অতুলহাসিনী
ফেলিলা কবিরে ঘেরি'।
কবির চিত্ত উঠে উল্লাসি'
অতি সত্বর সম্মুখে আসি'
কহে কৌতুকে মৃদু মৃদু হাসি'
—দেখ কি এনেছি বালা!
নানা লোকে নানা পেয়েছে রতন,
আমি আনিয়াছি করিয়া যতন
তোমার কণ্ঠে দেবার মতন
রাজকণ্ঠের মালা!—
এত বলি মালা শির হতে খুলি'
প্রিয়ার গলায় দিতে গেল তুলি',
কবি-নারী রোষে কর দিল ঠেলি'
ফিরায়ে রহিল মুখ!
মিছে ছল করি' মুখে করে রাগ,
মনে মনে তার জাগিছে সোহাগ,
গরবে ভরিয়া উঠে অনুরাগ,
হৃদয়ে উথলে সুখ।
কবি ভাবে, বিধি অপ্রসন্ন,
বিপদ আজিকে হেরি আসন্ন,
বসি থাকে মুখ করি বিষন্ন,
শূন্য নয়ন মেলি!—
কবির ললনা আধখানি বেঁকে,
চোরা কটাক্ষে চাহে থেকে থেকে,—
পতির মুখের ভাবখানা দেখে'
মুখের বসন ফেলি'
উচ্চ কণ্ঠে উঠিল হাসিয়া,
তুচ্ছ ছলনা গেল সে ভাসিয়া,
চকিতে সরিয়া নিকটে আসিয়া
পড়িল তাহার বুকে,—
সেথায় লুকায়ে হাসিয়া কাঁদিয়া,
কবির কণ্ঠ বাহুতে বাঁধিয়া,
শতবার করি আপনি সাধিয়া
চুম্বিল তার মুখে!
বিস্মিত কবি বিহ্বল প্রায়,
আনন্দে কথা খুঁজিয়া না পায়;—
মালাখানি লয়ে আপন গলায়
আদরে পরিলা সতী।
ভক্তিআবেগে কবি ভাবে মনে
চেয়ে সেই প্রেমপূর্ণ বদনে—
বাঁধা প'ল এক মাল্য বাঁধনে
লক্ষ্মী সরস্বতী।

১৩ শ্রাবণ, ১৩০০।

বসুন্ধরা।

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চলতলে! ওগো মা মৃণ্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত; বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সঙ্কীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার,—হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া
শিহরিয়া সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে; উত্তরে দক্ষিণে,
পুরবে পশ্চিমে; শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন-রসে; যাই পরশিয়া
স্বর্ণ-শীর্ষে আনমিত শস্যক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে; নব পুষ্পদল
করি পূর্ণ সঙ্গোপনে সুবর্ণ-লেখায়
সুধাগন্ধে মধুবিন্দু ভারে; নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি দিয়া মহাসিন্ধু নীর
তীরে তীরে করি নৃত্য স্তব্ধ ধরণীর,
অনন্ত কল্লোল গীতে; উল্লসিত রঙ্গে
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরঙ্গে তরঙ্গে

দিক্-দিগন্তরে; শুভ্র উত্তরীয় প্রায়
শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জ্জনে,
নিঃশব্দ নিভৃতে।

যে ইচ্ছা গোপন মনে
উৎস সম উঠিতেছে অজ্ঞাতে আমার
বহুকাল ধরে—হৃদয়ের চারিধার
ক্রমে পরিপূর্ণ করি বাহিরিতে চাহে
উদ্বেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে
সিঞ্চিতে তোমায়—ব্যথিত সে বাসনারে
বন্ধমুক্ত করি দিয়া শতলক্ষ ধারে
দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব কেমনে
অন্তর ভেদিয়া। বসি' শুধু গৃহকোণে
লুব্ধ চিত্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন
দেশে দেশান্তরে কারা করেছে ভ্রমণ
কৌতূহলবশে; আমি তাহাদের সনে
করিতেছি তোমারে বেষ্টন মনে মনে
কল্পনার জালে!—

সুদুর্গম দূর দেশ,—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহা পিপাসার রঙ্গভূমি; রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে;
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যাপরে
জরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে'
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়,
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ, নির্দ্দয়!
কতদিন গৃহপ্রান্তে বসি বাতায়নে
দূর দূরান্তের দৃশ্য আঁকিয়াছি মনে
চাহিয়া সম্মুখে;—চারিদিকে শৈলমালা,
মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিকনির্ম্মল স্বচ্ছ; খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি'; হিম-রেখা
নীলগিরিশ্রেণীপরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টি রোধ করি'; যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভেদ
যোগমগ্ন ধূর্জ্জটীর তপোবন-দ্বারে!
মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে
মহামেরু দেশে—যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্তকুমারীব্রত, হিমবস্ত্রপরা,
নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, সর্ব্ব আভরণহীন;
যেথা দীর্ঘ রাত্রিশেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সঙ্গীতবিহীন; রাত্রি আসে,
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্র জননীর মত।
নূতন দেশের নাম যত পাঠ করি,
বিচিত্র বর্ণনা শুনি, চিত্ত অগ্রসরি'
সমস্ত স্পর্শিতে চাহে; সমুদ্রের তটে
ছোট ছোট নীলবর্ণ পর্ব্বতসঙ্কটে
একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে
সঙ্কীর্ণ নদীটি চলি আসে, কোন মতে
আঁকিয়া বাঁকিয়া; ইচ্ছা করে সে নিভৃত
গিরিক্রোড়ে সুখাসীন উর্ম্মিমুখরিত
লোকনীড়খানি, হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি
বাহুপাশে। ইচ্ছা করে, আপনার করি
যেখানে যা-কিছু আছে; নদীস্রোতোনীরে
আপনারে গলাইয়া দুই তীরে তীরে
নব নব লোকালয়ে করে যাই দান
পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান
দিবসে নিশীথে; পৃথিবীর মাঝখানে
উদয়-সমুদ্র হতে অস্ত-সিন্ধুপানে
প্রসারিয়া আপনারে তুঙ্গগিরিরাজি
আপনার সুদুর্গম রহস্যে বিরাজি;
কঠিন পাষাণ ক্রোড়ে তীব্র হিম বায়ে
মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে
নব নব জাতি। ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে; উষ্ট্রদুগ্ধ করি' পান
মরুতে মানুষ হই আরব-সন্তান

দুর্দ্দম স্বাধীন; তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরী মাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ! দ্রাক্ষাপায়ী পারসীক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতাস্য জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশি দিনমান
কর্ম্ম অনুরত,—সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে।
অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্ব্বরতা—
নাহি কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি কোন প্রথা,
নাহি কোন বাধাবন্ধ,—নাহি চিন্তাজ্বর,
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘর পর,
উন্মুক্ত জীবন-স্রোত বহে দিন রাত
সম্মুখে আঘাত করি, সহিয়া আঘাত
অকাতরে; পরিতাপজর্জ্জর পরাণে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে,
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্ত্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি',—
উচ্ছৃঙ্খল সে জীবন সেও ভালবাসি—
কত বার ইচ্ছা করে সেই প্রাণঝড়ে
ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণপালভরে
লঘু তরী সম!

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর—
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে;—দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্য-মেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন—রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শীকারের পরে
বিদ্যুতের বেগে, অনায়াস সে মহিমা—
হিংসাতীব্র সে আনন্দ—সে দৃপ্ত গরিমা—
ইচ্ছা করে একবার লভি তার স্বাদ;—
ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি' বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে।

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে
কত বার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসে; আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের; তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিলায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগ যুগান্তর ধরি, আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু; তাই আজি
কোন দিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া আঁখি
সর্ব্ব অঙ্গে সর্ব্ব মনে অনুভব করি'
তোমার মৃত্তিকা মাঝে কেমনে শিহরি'
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর; তোমার অন্তরে
কি জীবন-রসধারা অহর্নিশি ধরে'
করিতেছে সঞ্চরণ; কুসুমমুকুল
কি অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে; নব রৌদ্রালোকে
তরুলতাতৃণগুল্ম কি গূঢ় পুলকে
কি মূঢ় প্রমোদ-রসে উঠে' হরষিয়া—
মাতৃস্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্ত হিয়া
সুখস্বপ্নহাস্যমুখ শিশুর মতন!
তাই আজি কোন দিন,—শরৎ-কিরণ
পড়ে যবে পক্বশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র পরে,
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহা ব্যাকুলতা,
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্ব্বব্যাপী হয়ে
জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লব নিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়! ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বান রবে শতবার করে'
সমস্ত ভুবন; সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে, মিশ্রিত মর্ম্মরবৎ

শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দ খেলার
পরিচিত রব! সেথায় ফিরায়ে লহ
মোরে আরবার; দূর কর সে বিরহ
যে বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে
হেরি যবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে
বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি
দূর গোষ্ঠে—মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি;
তরুঘেরা গ্রাম হতে উঠে ধূম্রলেখা
সন্ধ্যাকাশে; যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মত অতি ধীরে ধীরে
নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে;
মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী
নির্ব্বাসিত; বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি
সমস্ত বাহিরখানি লইতে অন্তরে,—
এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী পরে
শুভ্র শান্ত সুপ্ত জ্যোৎস্নারাশি! কিছু নাহি
পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি
বিষাদ-ব্যাকুল! আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্ব্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে—গুঞ্জরিছে গান
শতলক্ষসুরে, উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু;—
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু,
তোমারে সহস্র দিকে করিছে দোহন
তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন
তৃষিত পরাণী যত, আনন্দের রস
কত রূপে হতেছে বর্ষণ, দিক্ দশ
ধ্বনিছে কল্লোল গীতে।

সহস্রের সুখে
রঞ্জিত হইয়া আছে সর্ব্বাঙ্গ তোমার
হে বসুধে, জীবস্রোত কত বারম্বার
তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে
গিয়েছে ফিরেছে, তব মৃত্তিকার সনে
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে,
কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে
ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন, তারি সনে
আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে
তোমার অঞ্চল খানি দিব রাঙাইয়া
সজীব বরণে; আমার সকল দিয়া
সাজাব তোমারে! নদীজলে মোর গান
পাবে না কি শুনিবারে কোন মুগ্ধ কান
নদীকূল হতে? উষালোকে মোর হাসি
পাবে না কি দেখিবারে কোন মর্ত্ত্যবাসী
নিদ্রা হতে উঠি? আজ শতবর্ষ পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরাণ? ঘরে ঘরে
কত শত নরনারী চিরকাল ধরে'
পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রব না আমি? আসিব না নেমে
তাদের মুখের পরে হাসির মতন,
তাদের সর্ব্বাঙ্গ মাঝে সরস যৌবন,
তাদের বসন্ত দিনে অকস্মাৎ সুখ,
তাদের মনের কোণে নবীন উন্মুখ
প্রেমের অঙ্কুর রূপে? ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি,
যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকা বন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে? করিব গমন
ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড় খানি?
চতুর্দ্দিক্ হতে মোরে লবে না কি টানি
এই সব তরু লতা গিরি নদী বন,
এই চিরদিবসের সুনীল গগন,
এ জীবনপরিপূর্ণ উদার সমীর,
জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবন-সমাজ?
ফিরিব তোমারে ঘিরি, করিব বিরাজ
তোমার আত্মীয় মাঝে; কীট পশু পাখী
তরু গুল্ম লতারূপে বারম্বার ডাকি
আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে;
যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে

মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা,
শত লক্ষ আনন্দের স্তন্যরস সুধা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান।
তার পরে ধরিত্রীর যুবক সন্তান
বাহিরিব জগতের মহাদেশ মাঝে
অতি দূর দূরান্তরে জ্যোতিষ্কসমাজে
সুদুর্গম পথে!—এখনো মিটেনি আশা,
এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা
মুখেতে রয়েছে লাগি, তোমার আনন
এখনো জাগায় চোখে সুন্দর স্বপন,
এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ,
সকলি রহস্যপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ
বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়,
এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়
মুখপানে চেয়ে। জননী লহগো মোরে
সঘন বন্ধন তব বাহুযুগে ধরে'
আমারে করিয়া লহ তোমার বুকের,
তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা, সে গোপন পুরে
আমারে লইয়া যাও—রাখিয়ো না দূরে!

২৬ কার্ত্তিক, ১৩০০।

মায়াবাদ।

হারে নিরানন্দ দেশ, পরি জীর্ণ জরা,
বহি' বিজ্ঞতার বোঝা ভাবিতেছ মনে
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্ম দৃষ্টি তোমার নয়নে!
লয়ে কুশাঙ্কুর বুদ্ধি শাণিত প্রখরা
কর্ম্মহীন রাত্রিদিন বসি গৃহকোণে
মিথ্যা বলে জানিয়াছ বিশ্ব-বসুন্ধরা
গ্রহতারাময় সৃষ্টি অনন্ত গগনে।
যুগযুগান্তর ধরে' পশু পক্ষী প্রাণী
অচল নির্ভয়ে হেথা নিতেছে নিশ্বাস
বিধাতার জগতেরে মাতৃক্রোড় মানি;
তুমি বৃদ্ধ কিছুরেই কর না বিশ্বাস!
লক্ষ কোটী জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা
তুমি জানিতেছ মনে সব ছেলেখেলা!

খেলা।

হোক্ খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে
আনন্দ কল্লোলাকুল নিখিলের সনে!
সব ছেড়ে মৌন হয়ে কোথা বসে র'বে
আপনার অন্তরের অন্ধকার কোণে!
জেনো মনে শিশু তুমি এ বিপুল ভবে
অনন্ত কালের কোলে, গগন-প্রাঙ্গণে;
যত জান মনে কর কিছুই জান না;
বিনয়ে বিশ্বাসে প্রেমে হাতে লহ তুলি'
বর্ণগন্ধগীতময় যে মহা খেলনা
তোমারে দিয়াছে মাতা; হয় যদি ধূলি
হোক্ ধূলি, এ ধূলির কোথায় তুলনা!
থেকো না অকালবৃদ্ধ বসিয়া একেলা,
কেমনে মানুষ হবে না করিলে খেলা!

বন্ধন।

বন্ধন? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন
স্নেহ প্রেম সুখতৃষ্ণা; সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি',
নব নব রসস্রোতে পূর্ণ করি' মন
সদা করাইছে পান! স্তনের পিপাসা
কল্যাণদায়িনীরূপে থাকে শিশু মুখে—
তেমনি সহজ তৃষ্ণা আশা ভালবাসা
সমস্ত বিশ্বের রস কত দুঃখে সুখে
করিতেছে আকর্ষণ, জনমে জনমে
প্রাণে মনে পূর্ণ করি গঠিতেছে ক্রমে
দুর্লভ জীবন; পলে পলে নব আশ
নিয়ে যায় নব নব আস্বাদে আশ্রমে।
স্তন্যতৃষ্ণা নষ্ট করি মাতৃবন্ধপাশ
ছিন্ন করিবারে চাস্ কোন্ মুক্তিভ্রমে!

গতি।

জানি আমি সুখে দুঃখে হাসি ও ক্রন্দনে
পরিপূর্ণ এ জীবন, কঠোর বন্ধনে
ক্ষতচিহ্ন পড়ে' যায় গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে,
জানি আমি সংসারের সমুদ্র মন্থিতে
কারো ভাগ্যে সুধা ওঠে, কারো হলাহল ;—
জানি না কেন এ সব, কোন্ ফলাফল
আছে এই বিশ্বব্যাপী কর্ম্ম-শৃঙ্খলার,—
জানি না কি হবে পরে, সবি অন্ধকার
আদি অন্ত এ সংসারে ; নিখিল দুঃখের
অন্ত আছে কি না আছে, সুখ-বুভুক্ষের
মিটে কি না চির-আশা ! পণ্ডিতের দ্বারে
চাহি না এ জনম-রহস্য জানিবারে !
চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষ কোটী প্রাণী সাথে এক গতি মোর !

মুক্তি।

চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি,
বিমুখ হইয়া সর্ব্ব জগতের পানে,
শুদ্ধ আপনার ক্ষুদ্র আত্মাটিরে ধরি
মুক্তি আশে সন্তরিব কোথায় কে জানে !
পার্শ্ব দিয়ে ভেসে যাবে বিশ্ব মহাতরী
অম্বর আকুল করি যাত্রীদের গানে,
শুভ্র কিরণের পালে দশদিক্ ভরি',
বিচিত্র সৌন্দর্য্যে পূর্ণ অসংখ্য পরাণে !
ধীরে ধীরে চলে যাবে দূর হতে দূরে
অখিল ক্রন্দন হাসি আঁধার আলোক,
বহে যাবে শূন্য পথে সকরুণ সুরে
অনন্ত জগৎভরা যত দুঃখ শোক।
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে র'ব মুক্তি-সমাধিতে ?

অক্ষমা।

যেখানে এসেছি আমি, আমি সেথাকার,
দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর !
জন্মাবধি যা পেয়েছি সুখদুঃখভার
বহু ভাগ্য বলে তাই করিয়াছি স্থির।
অসীম ঐশ্বর্য্যরাশি নাই তোর হাতে
হে শ্যামলা সর্ব্বসহা জননী মৃণ্ময়ী !
সকলের মুখে অন্ন চাহিস্ যোগাতে,
পারিস্ নে কতবার,—কই অন্ন কই
কাঁদে তোর সন্তানেরা ম্লান শুষ্ক মুখ ;—
জানি মাগো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ সুখ,
যা-কিছু গড়িয়া দিস্ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়,
সব তা'তে হাত দেয় মৃত্যু সর্ব্বভুক্,
সব আশা মিটাইতে পারিস্‌নে হায়
তা বলে' কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক !

দরিদ্রা।

দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালবাসি
হে ধরিত্রী, স্নেহ তোর বেশি ভাল লাগে,
বেদনা-কাতর মুখে সকরুণ হাসি
দেখে, মোর মর্ম্ম মাঝে বড় ব্যথা জাগে !
আপনার বক্ষ হতে রস রক্ত নিয়ে
প্রাণটুকু দিয়েছিস্ সন্তানের দেহে,
অহর্নিশি মুখে তার আছিস্ তাকিয়ে
অমৃত নারিস্ দিতে প্রাণপণ স্নেহে !
কত যুগ হতে তুই বর্ণ গন্ধ গীতে
সৃজন করিতেছিস্ আনন্দ আবাস,
আজো শেষ নাহি হল দিবসে নিশীথে,
স্বর্গ নাই, রচেছিস্ স্বর্গের আভাস !
তাই তোর মুখখানি বিষাদ-কোমল,
সকল সৌন্দর্য্যে তোর ভরা অশ্রুজল !

আত্মসমর্পণ।

তোমার আনন্দগানে আমি দিব সুর
যাহা জানি দুয়েকটি প্রীতি-সুমধুর
অন্তরের ছন্দোগাথা ; দুঃখের ক্রন্দনে
বাজিবে আমার কণ্ঠ বিষাদ-বিধুর
তোমার কণ্ঠের সনে ; কুসুমে চন্দনে

তোমারে পূজিব আমি ; পরাব সিন্দূর
তোমার সীমন্তে ভালে ; বিচিত্র বন্ধনে
তোমারে বাঁধিব আমি ; প্রমোদ-সিন্ধুর
তরঙ্গেতে দিব দোলা নব ছন্দে তানে !
মানব-আত্মার গর্ব্ব আর নাহি মোর,
চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখ পানে,
ভাল বাসিয়াছি আমি ধূলি মাটি তোর !
জন্মেছি যে মর্ত্ত্য-কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে !

৫ অগ্রহায়ণ, ১৩০০।

অচল স্মৃতি।

আমার হৃদয়-ভূমি-মাঝখানে জাগিয়া রয়েছে নিতি
অচল ধবল শৈল সমান একটি অচল স্মৃতি।
প্রতিদিন ঘিরি ঘিরি
সে নীরব হিমগিরি
আমার দিবস আমার রজনী আসিছে যেতেছে ফিরি।

যেখানে চরণ রেখেছে, সে মোর মর্ম্ম গভীরতম,
উন্নত শির রয়েছে তুলিয়া সকল উচ্চে মম।
মোর কল্পনা শত
রঙীন্ মেঘের মত
তাহারে ঘেরিয়া হাসিছে কাঁদিছে সোহাগে হতেছে নত।

আমার শ্যামল তরুলতাগুলি ফুল পল্লব ভারে
সরস কোমল বাহু-বেষ্টনে বাঁধিতে চাহিছে তারে।
শিখর গগন-লীন
দুর্গম জনহীন,
বাসনা-বিহগ একেলা সেথায় ধাইতেছে নিশিদিন।

চারিদিকে তার কত আসা-যাওয়া কত গীত কত কথা,
মাঝখানে শুধু ধ্যানের মতন নিশ্চল নীরবতা।
দূরে গেলে তবু, একা
সে শিখর যায় দেখা,
চিত্ত-গগনে আঁকা থাকে তার নিত্য-নীহার-রেখা !

১১ অগ্রহায়ণ, ১৩০০।

তুলনায় সমালোচনা।

একদা পুলকে প্রভাত আলোকে
গাহিছে পাখী ;
কহে কণ্টক বাঁকা কটাক্ষে
কুসুমে ডাকি' ;—
তুমি ত কোমল বিলাসী কমল,
দুলায় বায়ু,
দিনের কিরণ ফুরাতে ফুরাতে
ফুরায় আয়ু ;
এ পাশে মধুপ মধুমদে ভোর,
ও পাশে পবন পরিমল-চোর,
বনের দুলাল, হাসি পায় তোর
আদর দেখে' !
আহা মরি মরি কি রঙীন্ বেশ,
সোহাগ হাসির নাহি আর শেষ,
সারাবেলা ধরি রসালসাবেশ
গন্ধ মেখে' !
হায় ক'দিনের আদর সোহাগ
সাধের খেলা !
ললিত মাধুরী, রঙীন্ বিলাস,
মধুপ-মেলা !

ওগো নহি আমি তোদের মতন
সুখের প্রাণী,
হাব ভাব হাস, নানা-রঙা বাস
নাহিক জানি !
রয়েছি নগ্ন, জগতে লগ্ন
আপন বলে,
কে পারে তাড়াতে আমারে মাড়াতে
ধরণী তলে !
তোদের মতন নহি নিমেষের,
আমি এ নিখিলে চির-দিবসের,
বৃষ্টিবাদল ঝড়বাতাসের
না রাখি ভয় !
সতত একাকী, সঙ্গীবিহীন,
কারো কাছে কোন নাহি প্রেম-ঋণ,

চাটুগান শুনি যারা নিশিদিন
করি না ক্ষয়!
আসিবেক শীত, বিহঙ্গগীত
যাইবে থামি',
ফুলপল্লব ঝরে' যাবে সব,
রহিব আমি!

চেয়ে দেখ মোরে, কোন বাহুল্য
কোথাও নাই,
স্পষ্ট সকলি, আমার মূল্য
জানে সবাই।
এ ভীরু জগতে যার কাঠিন্য
জগৎ তারি।
নখের আঁচড়ে আপন চিহ্ন
রাখিতে পারি!
কেহ জগতেরে চামর ঢুলায়,
চরণে কোমল-হস্ত বুলায়,
নত মস্তক লুটায়ে ধূলায়
প্রণাম করে।
ভুলাইতে মন কত করে ছল,
কাহারো বর্ণ, কারো পরিমল,
বিফল বাসরসজ্জা, কেবল
দু দিন তরে।
কিছুই করি না, নীরবে দাঁড়ায়ে
তুলিয়া শির
বিধিয়া রয়েছি অন্তর মাঝে
এ পৃথিবীর।

আমারে তোমরা চাহ না চাহিতে
চোখের কোণে,
গরবে ফাটিয়া উঠেছ ফুটিয়া
আপন মনে।
আছে তব মধু, থাক্ সে তোমার,
আমার নাহি।
আছে তব রূপ,—মোর পানে কেহ
দেখে না চাহি।
কারো আছে শাখা, কারো আছে দল,
কারো আছে ফুল, কারো আছে ফল,
আমারি হস্ত রিক্ত কেবল
দিবসযামী!
ওহে তরু তুমি বৃহৎ প্রবীণ,
আমাদের প্রতি অতি উদাসীন,
আমি বড় নহি, আমি ছায়াহীন,
ক্ষুদ্র আমি।
হই না ক্ষুদ্র, তবুও রুদ্র
ভীষণ ভয়,
আমার দৈন্য সে মোর সৈন্য
তাহারি জয়।

২৯ কার্ত্তিক, ১৩০০।

নিরুদ্দেশ যাত্রা।

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরি?
বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী?
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী
তুমি হাস শুধু, মধুরহাসিনী,
বুঝিতে না পারি, কি জানি কি আছে
তোমার মনে?
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি'
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি',
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগন-কোণে।
কি আছে হোথায়—চলেছি কিসের
অন্বেষণে?

বল দেখি মোরে শুধাই তোমায়,
অপরিচিতা,—
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল আঁখি
অশ্রুজলে,

হোথায় কি আছে আলয় তোমার
উর্ম্মিমুখর সাগরের পার,
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে ?
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে
কথা না বলে' !

হুহু ক'রে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস !
অন্ধ আবেগে করে গর্জ্জন
জলোচ্ছ্বাস !
সংশয়ময় ঘননীল নীর
কোন দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন ;
তারি পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি পরে পড়ে সন্ধ্যা-কিরণ,
তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি
হাসিছ কেন ?
আমি ত বুঝি না কি লাগি তোমার
বিলাস হেন ?

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি
"কে যাবে সাথে ?"
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে ;
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিম পানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে ।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে ?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না বলে' !

তারপরে কভু উঠিয়াছে মেঘ,
কখনো রবি,
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর, কখনো
শান্ত ছবি ।
বেলা বহে' যায়, পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী কোথা চলে' যায়,
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন
অস্তাচলে ।
এখন বারেক শুধাই তোমায়
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি
তিমির তলে ?
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন
কথা না বলে' !

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা ।
শুধু ভাসে তব দেহ-সৌরভ,
শুধু কানে আসে জল-কলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে, তব
কেশের রাশি ।
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর—
"কোথা আছ ওগো করহ পরশ
নিকটে আসি'"
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি !

২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০০ ।

—

বিদায়-অভিশাপ।

কচ ও দেবযানী।

কচ। দেহ আজ্ঞা, দেবযানী, দেবলোকে দাস
করিবে প্রয়াণ। আজি গুরুগৃহবাস
সমাপ্ত আমার। আশীর্ব্বাদ কর মোরে
যে বিদ্যা শিখিনু তাহা চিরদিন ধরে'
অন্তরে জাজ্জ্বল্য থাকে উজ্জ্বল রতন,
সুমেরুশিখরশিরে সূর্য্যের মতন,
অক্ষয় কিরণে।

দেবযানী। মনোরথ পূরিয়াছে,
পেয়েছ দুর্লভ বিদ্যা আচার্য্যের কাছে,
সহস্রবর্ষের তব দুঃসাধ্য সাধনা
সিদ্ধ আজি; আর কিছু নাহি কি কামনা
ভেবে দেখ মনে মনে!

কচ। আর কিছু নাহি।

দেবযানী। কিছু নাই? তবু আরবার দেখ চাহি
অবগাহি হৃদয়ের সীমান্ত অবধি
করহ সন্ধান; অন্তরের প্রান্তে যদি
কোন বাঞ্ছা থাকে, কুশের অঙ্কুরসম
ক্ষুদ্র দৃষ্টি-অগোচর, তবু তীক্ষ্ণতম!

কচ। আজি পূর্ণ কৃতার্থ জীবন। কোন ঠাঁই
মোর মাঝে কোন দৈন্য কোন শূন্য নাই
সুলক্ষণে!

দেবযানী। তুমি সুখী ত্রিজগৎ মাঝে!
যাও তবে ইন্দ্রলোকে আপনার কাজে
উচ্চশিরে গৌরব বহিয়া! স্বর্গপুরে
উঠিবে আনন্দধ্বনি, মনোহর সুরে
বাজিবে মঙ্গল-শঙ্খ, সুরাঙ্গনগণ
করিবে তোমার শিরে পুষ্প বরিষণ
সদ্যচ্ছিন্ন নন্দনের মন্দার-মঞ্জরী।
স্বর্গপথে কলকণ্ঠে অপ্সরী কিন্নরী
দিবে হুলুধ্বনি। আহা, বিপ্র, বহুক্লেশে
কেটেছে তোমার দিন বিজনে বিদেশে
সুকঠোর অধ্যয়নে! নাহি ছিল কেহ
স্মরণ করায়ে দিতে সুখময় গেহ,
নিবারিতে প্রবাস-বেদনা! অতিথিরে
যথাসাধ্য পূজিয়াছি দরিদ্রকুটীরে
যাহা ছিল দিয়ে। তাই বলে' স্বর্গসুখ
কোথা পাব, কোথা হেথা অনিন্দিত মুখ
সুরললনার! বড় আশা করি মনে
আতিথ্যের অপরাধ রবে না স্মরণে
ফিরে গিয়ে সুখলোকে!

কচ। সুকল্যাণ হাসে
প্রসন্ন বিদায় আজি দিতে হবে দাসে!

দেবযানী। হাসি? হায় সখা, এ ত স্বর্গপুরী নয়!
পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্ম্মমাঝে, বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে,
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে। হেথা সুখ গেলে'
স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
শূন্যগৃহে; হেথায় সুলভ নহে হাসি।
যাও বন্ধু, কি হইবে মিথ্যা কাল নাশি,
উৎকণ্ঠিত দেবগণ।—
যেতেছ চলিয়া?
সকলি সমাপ্ত হল দু'কথা বলিয়া!
দশশত বর্ষ পরে এই কি বিদায়?

কচ। দেবযানী, কি আমার অপরাধ!

দেবযানী। হায়!
সুন্দরী অরণ্যভূমি সহস্র বৎসর
দিয়েছে বল্লভ ছায়া, পল্লবমর্ম্মর,
শুনায়েছে বিহঙ্গকূজন,—তারে আজি
এতই সহজে ছেড়ে যাবে? তরুরাজি

ম্লান হয়ে আছে যেন, হের আজিকার
বনচ্ছায়া গাঢ়তর শোকে অন্ধকার,
কেঁদে ওঠে বায়ু, শুষ্ক পত্র ঝরে' পড়ে,
তুমি শুধু চলে' যাবে সহাস্য অধরে
নিশান্তের সুখস্বপ্নসম ?

কচ। দেবযানী,
এ বনভূমিরে আমি মাতৃভূমি মানি,
হেথা মোর নবজন্মলাভ। এর পরে
নাহি মোর অনাদর,—চির প্রীতিভরে
চিরদিন করিব স্মরণ।

দেবযানী। এই সেই
বটতল, যেথা তুমি প্রতি দিবসেই
গোধন চরাতে এসে পড়িতে ঘুমায়ে
মধ্যাহ্নের খরতাপে; ক্লান্ত তব কায়ে
অতিথিবৎসল তরু দীর্ঘ ছায়াখানি
দিত বিছাইয়া, সুখসুপ্তি দিত আনি
ঝর্ঝর পল্লবদলে করিয়া বীজন
মৃদুস্বরে;—যেয়ো সখা, তবু কিছুক্ষণ
পরিচিত তরুতলে বস শেষবার
নিয়ে যাও সম্ভাষণ এ স্নেহছায়ার;—
দুই দণ্ড থেকে যাও, সে বিলম্বে তব
স্বর্গের হবে না কোন ক্ষতি !

কচ। অভিনব
বলে' যেন মনে হয় বিদায়ের ক্ষণে
এই সব চিরপরিচিত বন্ধুগণে;
পলাতক প্রিয়জনে বাঁধিবার তরে
করিছে বিস্তার সবে ব্যগ্র স্নেহভরে
নূতন বন্ধনজাল, অন্তিম মিনতি,
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি। ওগো বনস্পতি,
আশ্রিতজনের বন্ধু, করি নমস্কার !
কত পান্থ বসিবেক ছায়ায় তোমার,
কত ছাত্র কত দিন আমার মতন
প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায়তলে নীরব নির্জ্জন
তৃণাসনে, পতঙ্গের মৃদুগুঞ্জস্বরে,
করিবেক অধ্যয়ন; প্রাতঃস্নান পরে
ঋষিবালকেরা আসি সজল বল্কল
শুকাবে তোমার শাখে; রাখালের দল
মধ্যাহ্নে করিবে খেলা, ওগো তারি মাঝে
এ পুরাণো বন্ধু যেন স্মরণে বিরাজে !

দেবযানী। মনে রেখো আমাদের হোমধেনুটিরে;
স্বর্গসুধা পান করে' সে পুণ্য গাভীরে
ভুলো না গরবে !

কচ। সুধা হতে সুধাময়
দুগ্ধ তার; দেখে তারে পাপক্ষয় হয়,
মাতৃরূপা, শান্তিস্বরূপিনী, শুভ্রকান্তি
পয়স্বিনী। না মানিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা শ্রান্তি
তারি করিয়াছি সেবা; গহন কাননে
শ্যামশষ্প স্রোতস্বিনী তীরে, তারি সনে
ফিরিয়াছি দীর্ঘ দিন; পরিতৃপ্তিভরে
স্বেচ্ছামতে ভোগ করি' নিম্নতট পরে
অপর্য্যাপ্ত তৃণরাশি সুস্নিগ্ধ কোমল—
আলস্য-মন্থর তনু লভি' তরুতল
রোমন্থ করেছে ধীরে শুয়ে তৃণাসনে
সারাবেলা; মাঝে মাঝে বিশাল নয়নে
সকৃতজ্ঞ শান্তদৃষ্টি মেলি', গাঢ়স্নেহ
চক্ষু দিয়া লেহন করেছে মোর দেহ।
মনে রবে সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ অচঞ্চল,
পরিপুষ্ট শুভ্র তনু চিক্কণ পিচ্ছল।

দেবযানী। আর মনে রেখো, আমাদের কলস্বনা
স্রোতস্বিনী বেণুমতী।

কচ। তারে ভুলিব না।
বেণুমতী, কত কুসুমিত কুঞ্জ দিয়ে
মধুকণ্ঠে আনন্দিত কলগান নিয়ে
আসিছে শুশ্রূষা বহি গ্রাম্যবধূসম
সদা ক্ষিপ্রগতি, প্রবাসসঙ্গিনী মম
নিত্য শুভব্রতা।

দেবযানী। হায় বন্ধু, এ প্রবাসে
আরো কোন সহচরী ছিল তব পাশে,
পরগৃহবাসদুঃখ ভুলাবার তরে
যত্ন তার ছিল মনে রাত্রি দিন ধরে';—
হায় রে দুরাশা !

কচ। চিরজীবনের সনে
তার নাম গাঁথা হয়ে গেছে।

দেবযানী। আছে মনে

যেদিন প্রথম তুমি আসিলে হেথায়
কিশোর ব্রাহ্মণ, তরুণ অরুণপ্রায়
গৌরবর্ণ তনুখানি স্নিগ্ধ দীপ্তিঢালা,
চন্দনে চর্চ্চিত ভাল, কণ্ঠে পুষ্পমালা,
পরিহিত পট্টবাস, অধরে নয়নে
প্রসন্ন সরল হাসি, হোথা পুষ্পবনে
দাঁড়ালে আসিয়া—

কচ। তুমি সদ্য স্নান করি
দীর্ঘ আর্দ্র কেশজালে, নব শুক্লাম্বরী
জ্যোতিস্নাত মূর্ত্তিমতী ঊষা, হাতে সাজী
একাকী তুলিতেছিলে নব পুষ্পরাজি
পূজার লাগিয়া। কহিনু করি বিনতি
"তোমারে সাজে না শ্রম, দেহ অনুমতি,
ফুল তুলে দিব দেবী"!

দেবযানী। আমি সবিস্ময়
সেই ক্ষণে শুধানু তোমার পরিচয়।
বিনয়ে কহিলে,—আসিয়াছি তব দ্বারে
তোমার পিতার কাছে শিষ্য হইবারে
আমি বৃহস্পতিসুত।

কচ। শঙ্কা ছিল মনে
পাছে দানবের গুরু স্বর্গের ব্রাহ্মণে
দেন ফিরাইয়া।

দেবযানী। আমি গেনু তাঁর কাছে।
হাসিয়া কহিনু—পিতা, ভিক্ষা এক আছে
চরণে তোমার।—স্নেহে বসাইয়া পাশে
শিরে মোর দিয়ে হাত শান্ত মৃদু ভাষে
কহিলেন—কিছু নাহি অদেয় তোমারে।
কহিলাম—বৃহস্পতিপুত্র তব দ্বারে
এসেছেন, শিষ্য করি লহ তুমি তাঁরে
এ মিনতি।—সে আজিকে হল কত কাল
তবু মনে হয় যেন সেদিন সকাল!

কচ। ঈর্ষাভরে তিনবার দৈত্যগণ মোরে
করিয়াছে বধ, তুমি দেবী দয়া করে'
ফিরায়ে দিয়েছ মোর প্রাণ, সেই কথা
হৃদয়ে জাগায়ে রবে চির-কৃতজ্ঞতা!

দেবযানী। কৃতজ্ঞতা! ভুলে যেয়ো, কোন দুঃখ নাই!
উপকার যা করেছি হয়ে যাক্ ছাই—
নাহি চাই দান প্রতিদান! সুখস্মৃতি
নাহি কিছু মনে? যদি আনন্দের গীতি
কোন দিন বেজে থাকে অন্তরে বাহিরে,
যদি কোন সন্ধ্যাবেলা বেণুমতী তীরে
অধ্যয়ন-অবসরে বসি পুষ্পবনে
অপূর্ব্ব পুলকরাশি জেগে থাকে মনে;
ফুলের সৌরভসম হৃদয়-উচ্ছ্বাস
ব্যাপ্ত করে' দিয়ে থাকে সায়াহ্ন আকাশ
ফুটন্ত নিকুঞ্জতল, সেই সুখকথা
মনে রেখো—দূর হয়ে যাক্ কৃতজ্ঞতা!
যদি সখা হেথা কেহ গেয়ে থাকে গান
চিত্তে যাহা দিয়েছিল সুখ; পরিধান
করে' থাকে কোন দিন হেন বস্ত্রখানি
যাহা দেখে মনে তব প্রশংসার বাণী
জেগেছিল, ভেবেছিলে প্রসন্ন অন্তর
তৃপ্ত চোখে, আজি এরে দেখায় সুন্দর;
সেই কথা মনে কোরো অবসরক্ষণে
সুখস্বর্গধামে! কতদিন এই বনে
দিক্ দিগন্তরে, আষাঢ়ের নীল জটা,
শ্যামস্নিগ্ধ বরষার নবঘনঘটা
নেবেছিল, অবিরল বৃষ্টিজলধারে
কর্ম্মহীন দীর্ঘ দিনে কল্পনার ভারে
পীড়িত হৃদয়; এসেছিল কতদিন
অকস্মাৎ বসন্তের বাধাবন্ধহীন
উল্লাস-হিল্লোলাকুল যৌবন-উৎসাহ,
সঙ্গীত-মুখর সেই আবেগপ্রবাহ
লতায় পাতায় পুষ্পে বনে বনান্তরে
ব্যাপ্ত করি দিয়াছিল লহরে লহরে
আনন্দপ্লাবন; ভেবে দেখ একবার
কত ঊষা, কত জ্যোৎস্না, কত অন্ধকার
পুষ্পগন্ধঘন অমানিশা, এই বনে
গেছে মিশে সুখে দুঃখে তোমার জীবনে,—
তারি মাঝে হেন প্রাতঃ, হেন সন্ধ্যাবেলা,
হেন মুগ্ধরাত্রি, হেন হৃদয়ের খেলা;
হেন সুখ, হেন মুখ দেয় নাই দেখা
যাহা মনে আঁকা রবে চির চিত্ররেখা

চিররাত্রি চিরদিন? শুধু উপকার!
শোভা নহে, প্রীতি নহে, কিছু নহে আর

কচ। আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখি! বহে যাহা মর্ম্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব?

দেবযানী। জানি সখে
তোমার হৃদয় মোর হৃদয়-আলোকে
চকিতে দেখেছি কতবার, শুধু যেন
চক্ষের পলকপাতে; তাই আজি হেন
স্পর্দ্ধা রমণীর! থাক তবে, থাক তবে,
যেওনাকো! সুখ নাই যশের গৌরবে!
হেথা বেণুমতীতীরে মোরা দুই জন
অভিনব স্বর্গলোক করিব সৃজন
এ নির্জ্জন বনচ্ছায়া সাথে মিশাইয়া
নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া
নিখিল-বিস্মৃত! ওগো বন্ধু, আমি জানি
রহস্য তোমার!

কচ। নহে, নহে, দেবযানী!

দেবযানী। নহে? মিথ্যা প্রবঞ্চনা! দেখি নাই আমি
মন তব? জান না কি প্রেম অন্তর্যামী?
বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন,
গন্ধ তার লুকাবে কোথায়? কতদিন
যেমনি তুলেছ মুখ, চেয়েছ যেমনি,
যেমনি শুনেছ তুমি মোর কণ্ঠধ্বনি
অমনি সর্ব্বাঙ্গে তব কম্পিয়াছে হিয়া,—
নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া
আলোক তাহার! সে কি আমি দেখি নাই?
ধরা পড়িয়াছ বন্ধু বন্দী তুমি তাই
মোর কাছে! এ বন্ধন নারিবে কাটিতে!
ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে!

কচ। শুচিস্মিতে,
সহস্র বৎসর ধরি এ দৈত্যপুরীতে
এরি লাগি করেছি সাধনা?

দেবযানী। কেন নহে?
বিদ্যারি লাগিয়া শুধু লোকে দুঃখ সহে
এ জগতে? করেনি কি রমণীর লাগি
কোন নর মহাতপ? পত্নীবর মাগি
করেন নি সম্বরণ তপতীর আশে
প্রখর সূর্য্যের পানে তাকায়ে আকাশে
অনাহারে কঠোর সাধনা কত? হায়,
বিদ্যাই দুর্লভ শুধু, প্রেম কি হেথায়
এতই সুলভ? সহস্র বৎসর ধরে'
সাধনা করেছ তুমি কি ধনের তরে
আপনি জান না তাহা! বিদ্যা একধারে
আমি একধারে—কভু মোরে কভু তারে
চেয়েছ সোৎসুকে; তব অনিশ্চিত মন
দোঁহারেই করিয়াছে যত্নে আরাধন
সঙ্গোপনে। আজ মোরা দোঁহে একদিনে
আসিয়াছি ধরা দিতে। লহ সখা চিনে
যারে চাও! বল যদি সরল সাহসে
"বিদ্যায় নাহিক সুখ, নাহি সুখ যশে,
দেবযানী, তুমি শুধু সিদ্ধি মূর্ত্তিমতী,
তোমারেই করিনু বরণ," নাহি ক্ষতি
নাহি কোন লজ্জা তাহে! রমণীর মন
সহস্রবর্ষেরি সখা সাধনার ধন।

কচ। দেব সন্নিধানে শুভে করেছিনু পণ
মহাসঞ্জীবনী বিদ্যা করি' উপার্জ্জন
দেবলোকে ফিরে যাব; এসেছিনু তাই,
সেই পণ মনে মোর জেগেছে সদাই
পূর্ণ সেই প্রতিজ্ঞা আমার, চরিতার্থ
এতকাল পরে এ জীবন; কোন স্বার্থ
করি না কামনা আজি!

দেবযান। ধিক্ মিথ্যাভাষী!
শুধু বিদ্যা চেয়েছিলে? গুরুগৃহে আসি
শুধু ছাত্ররূপে তুমি আছিলে নির্জ্জনে
শাস্ত্রগ্রন্থে রাখি আঁখি রত অধ্যয়নে
অহরহ? উদাসীন আর সবা পরে?
ছাড়ি অধ্যয়নশালা বনে বনান্তরে
ফিরিতে পুষ্পের তরে গাঁথি মাল্যখানি,
সহাস্য প্রফুল্ল মুখে কেন দিতে আনি
এ বিদ্যাহীনারে? এই কি কঠোর ব্রত?
এই তব ব্যবহার বিদ্যার্থীর মত?
প্রভাতে রহিতে অধ্যয়নে, আমি আসি
শূন্য সাজি হাতে লয়ে দাঁড়াতেম হাসি,

তুমি কেন গ্রন্থ রাখি উঠিয়া আসিতে,
প্রফুল্ল শিশিরসিক্ত কুসুমরাশিতে
করিতে আমার পূজা? অপরাহ্ণকালে
জলসেক করিতাম তরু-আলবালে,
আমারে হেরিয়া শ্রান্ত কেন দয়া করি'
দিতে জল তুলে? কেন পাঠ পরিহরি
পালন করিতে মোর মৃগশিশুটিকে?
স্বর্গ হতে যে সঙ্গীত এসেছিলে শিখে
কেন তাহা শুনাইতে, সন্ধ্যাবেলা যবে
নদীতীরে অন্ধকার নামিত নীরবে
প্রেমনত নয়নের স্নিগ্ধচ্ছায়াময়
দীর্ঘ পল্লবের মত? আমার হৃদয়
বিদ্যা নিতে এসে কেন করিলে হরণ
স্বর্গের চাতুরীজালে? বুঝেছি এখন,
আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে
চেয়েছিলে পশিবারে—কৃতকার্য্য হ'য়ে
আজ যাবে মোরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা;
লব্ধ মনোরথ অর্থী রাজদ্বারে যথা
দ্বারীহস্তে দিয়ে যায় মুদ্রা দুই চারি
মনের সন্তোষে?—

কচ। হা অভিমানিনী নারী!
সত্য শুনে কি হইবে সুখ? ধর্ম্ম জানে
প্রতারণা করি নাই; অকপট প্রাণে
আনন্দ অন্তরে তব সাধিয়া সন্তোষ
সেবিয়া তোমারে যদি করে' থাকি দোষ
তার শাস্তি দিতেছেন বিধি। ছিল মনে
কব না সে কথা। বল কি হইবে জেনে
ত্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার,
একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার
আপনার কথা। ভালবাসি কি না আজ
সে তর্কে কি ফল! আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ বলে'
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগসম,
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্ব্বকার্য্য মাঝে—তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে। দেব সবে
এই সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া প্রদান
নূতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ
সার্থক হইবে; তার পূর্ব্বে নাহি মানি
আপনার সুখ। ক্ষম মোরে, দেবযানী,
ক্ষম অপরাধ!

দেবযানী। ক্ষমা কোথা মনে মোর!
করেছ এ নারীচিত্ত কুলিশ-কঠোর
হে ব্রাহ্মণ! তুমি চলে' যাবে স্বর্গলোকে
সগৌরবে, আপনার কর্ত্তব্য-পুলকে
সর্ব্ব দুঃখশোক করি দূর-পরাহত;
আমার কি আছে কাজ, কি আমার ব্রত!
আমার এ প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে
কি রহিল, কিসের গৌরব? এই বনে
বসে রব নতশিরে নিঃসঙ্গ একাকী
লক্ষ্যহীনা! যে দিকেই ফিরাইব আঁখি
সহস্র স্মৃতির কাঁটা বিঁধিবে নিষ্ঠুর;
লুকায়ে বক্ষের তলে লজ্জা অতি ক্রূর
বারম্বার করিবে দংশন। ধিক্ ধিক্,
কোথা হতে এলে তুমি, নির্ম্মম পথিক,
বসি মোর জীবনের বনচ্ছায়াতলে
দণ্ড দুই অবসর কাটাবার ছলে
জীবনের সুখগুলি—ফুলের মতন
ছিন্ন করে' নিয়ে—মালা করেছ গ্রন্থন
একখানি সূত্র দিয়ে; যাবার বেলায়
সে মালা নিলে না গলে, পরম হেলায়
সেই সূক্ষ্ম সূত্রখানি দুই ভাগ করে'
ছিঁড়ে দিয়ে গেলে! লুটাইল ধূলিপরে
এ প্রাণের সমস্ত মহিমা! তোমা পরে
এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ;—তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ!

কচ। আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে!
ভুলে যাবে সর্ব্ব গ্লানি বিপুল গৌরবে!

—

চিত্রা।

—:০:—

চিত্রা।

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী!
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চল-গামিনী।
মুখর নূপুর বাজিছে সুদূর আকাশে,
অলকগন্ধ উড়িছে মন্দ বাতাসে,
মধুর নৃত্যে নিখিল চিত্তে বিকাশে
কত মঞ্জুল রাগিণী।
কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত,
কত যে ছন্দে কত সঙ্গীতে রটিত,
কত না গ্রন্থে কত না কণ্ঠে পঠিত,
তব অসংখ্য কাহিনী!
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী!

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তর ব্যাপিনী!
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয় বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম জীবন-গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী।
অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।
ধীর গম্ভীর গভীর মৌন-মহিমা,
স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ন-নীলিমা,
স্থির হাসিখানি উষালোকসম অসীমা,
অয়ি প্রশান্ত হাসিনী!
অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

১৮ অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

—

সুখ।

আজি মেঘমুক্ত দিন; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মত; সুমন্দ বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,—
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে; ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে; অর্দ্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি', যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে; ভাঙ্গা উচ্চতীর;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু; প্রচ্ছন্ন কুটীর;
বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত্ত জিহ্বার মত; গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠ-মগন
করিছে কৌতুকালাপ; উচ্চ মিষ্ট হাসি
জলকলস্বরে মিশি' পশিতেছে আসি'
কর্ণে মোর; বসি এক বাঁধা নৌকা পরি'
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির করি',
রৌদ্রে পিঠ দিয়া; উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার
কলহাস্যে; ধৈর্য্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহজ্বালাতন।

তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার ;
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্ম্মল বিস্তার ;
মধ্যাহ্ন-আলোকপ্লাবে জলে স্থলে বনে
বিচিত্র বর্ণের রেখা ; আতপ্ত পবনে
তীর-উপবন হতে কভু আসে বহি'
আম্রমুকুলের গন্ধ, কভু রহি' রহি'
বিহঙ্গের শ্রান্ত স্বর।
আজি বহিতেছে
প্রাণে মোর শান্তিধারা ; মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল,—কাননের
প্রস্ফুট ফুলের মত, শিশু-আননের
হাসির মতন,—পরিব্যাপ্ত, বিকশিত ;
উন্মুখ অধরে ধরি' চুম্বন-অমৃত
চেয়ে আছে সকলের পানে, বাক্যহীন
শৈশব-বিশ্বাসে, চিররাত্রি চিরদিন।
বিশ্ব-বীণা হতে উঠি' গানের মতন
রেখেছে নিমগ্ন করি নিথর গগন ;
সে সঙ্গীত কি ছন্দে গাঁথিব ; কি করিয়া
শুনাইব, কি সহজ ভাষায় ধরিয়া
দিব তারে উপহার ভালবাসি যারে,
রেখে দিব ফুটাইয়া কি হাসি আকারে
নয়নে অধরে, কি প্রেমে জীবনে তারে
করিব বিকাশ ? সহজ আনন্দখানি
কেমনে সহজে তারে তুলে ঘরে আনি
প্রফুল্ল সরস ?—কঠিন আগ্রহভরে
ধরি তারে প্রাণপণে,—মুঠির ভিতরে
টুটি যায় ;—হেরি তারে তীব্রগতি ধাই,—
অন্ধবেগে বহুদূরে লঙ্ঘি' চলি' যাই
আর তার না পাই উদ্দেশ।
চারিদিকে
দেখে' আজি পূর্ণপ্রাণে মুগ্ধ অনিমিখে
এই স্তব্ধ নীলাম্বর স্থির শান্ত জল,
মনে হল সুখ অতি সহজ সরল !

১৩ই চৈত্র, ১২৯৯।

জ্যোৎস্না রাত্রে।

শান্ত কর শান্ত কর এ ক্ষুব্ধ হৃদয়
হে নিস্তব্ধ পূর্ণিমা যামিনী ! অতিশয়
উদ্ভ্রান্ত বাসনা বক্ষে করিছে আঘাত
বারম্বার, তুমি এস স্নিগ্ধ অশ্রুপাত
দগ্ধ বেদনার পরে। শুভ্র সুকোমল
মোহভরা নিদ্রাভরা কর-পদ্মদল,
আমার সর্ব্বাঙ্গে মনে দাও বুলাইয়া
বিভাবরী, সর্ব্ব ব্যথা দাও ভুলাইয়া।

বহু দিন পরে আজি দক্ষিণ বাতাস
প্রথম বহিছে। মুগ্ধ হৃদয় দুরাশ
তোমার চরণপ্রান্তে রাখি তপ্ত শির
নিঃশব্দে ফেলিতে চাহে রুদ্ধ অশ্রুনীর
হে মৌন রজনী ! পাণ্ডুর অম্বর হতে
ধীরে ধীরে এস নামি' লঘু জ্যোৎস্নাস্রোতে
মৃদু হাস্যে নতনেত্রে দাঁড়াও আসিয়া
নির্জ্জন শিয়রতলে। বেড়াক্ ভাসিয়া
রজনীগন্ধার গন্ধ মদির-লহরী
সমীর-হিল্লোলে ; স্বপ্নে বাজুক্ বাঁশরী
চন্দ্রলোক প্রান্ত হতে ; তোমার অঞ্চল
বায়ুভরে উড়ে এসে পুলকচঞ্চল
করুক্ আমার তনু ; অধীর মর্ম্মরে
শিহরি উঠুক্ বন ; মাথার উপরে
চকোর ডাকিয়া যাক্ দূরশ্রুত তান ;
সম্মুখে পড়িয়া থাক তটান্ত-শয়ান
—সুপ্ত নটিনীর মত—নিস্তব্ধ তটিনী
স্বপ্নালসা !
হের আজি নিদ্রিতা মেদিনী,
ঘরে ঘরে রুদ্ধ বাতায়ন। আমি একা
আছি জেগে, তুমি একাকিনী দেহ দেখা
এই বিশ্বসুপ্তি মাঝে ! অসীম সুন্দর
ত্রিলোকনন্দনমূর্ত্তি ! আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চিররাত্রিদিন
আনিতেছি অর্ঘ্যভার অন্তর-মন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা লাগি,—বাসনার তীরে

একা বসে গড়িতেছি কত যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙ্গে, নাহি তার সীমা!
আজি মোরে কর দয়া, এস তুমি, অয়ি,
অপার রহস্য তব হে রহস্যময়ী
খুলে ফেল,—আজি ছিন্ন করে ফেল ওই
চিরস্থির আচ্ছাদন অনন্ত অম্বর!
মহামৌন অসীমতা নিশ্চল সাগর,
তারি মাঝখান হতে উঠে এস ধীরে
তরুণী লক্ষ্মীর মত হৃদয়ের তীরে
আঁখির সম্মুখে! সমস্ত প্রহরগুলি
ছিন্ন পুষ্পদল সম পড়ে যাক্ খুলি
তব চারিদিকে,—বিদীর্ণ নিশীথখানি
খসে যাক্ নীচে! বক্ষ হতে লহ টানি'
অঞ্চল তোমার, দাও অবারিত করি'
শুভ্র ভাল, আঁখি হতে লহ অপসরি'
উন্মুক্ত অলক! কোন মর্ত্ত্য দেখে নাই
যে দিব্য মুরতি, আমারে দেখাও তাই
এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে!
উৎসুক উন্মুখ চিত্ত চরণের তলে
চকিতে পরশ কর;—একটি চুম্বন
ললাটে রাখিয়া যাও—একান্ত নির্জ্জন
সন্ধ্যার তারার মত; আলিঙ্গন-স্মৃতি
অঙ্গে তরঙ্গিয়া দাও, অনন্তের গীতি
বাজায়ে শিরার তন্ত্রে! ফাটুক্ হৃদয়
ভূমানন্দে—ব্যাপ্ত হয়ে যাক্ শূন্যময়
গানের তানের মত! একরাত্রি তরে
হে অমরী, অমর করিয়া দাও মোরে!

তোমাদের বাসরকুঞ্জের বহির্দ্বারে
বসে আছি,—কানে আসিতেছে বারে বারে
মৃদুমন্দ কথা, বাজিতেছে সুমধুর
রিনিঝিনি রুনুঝুনু সোনার নূপুর,—
কার কেশপাশ হতে খসি' পুষ্পদল
পড়িছে আমার বক্ষে, করিছে চঞ্চল
চেতনা প্রবাহ! কোথায় গাহিছ গান!
তোমরা কাহারা মিলি করিতেছ পান
কিরণ কনকপাত্রে সুগন্ধি অমৃত,—
মাথায় জড়ায়ে মালা পূর্ণ-বিকশিত
পারিজাত;—গন্ধ তারি আসিছে ভাসিয়া
মন্দ সমীরণে,—উন্মাদ করিছে হিয়া
অপূর্ব্ব বিরহে! খোল দ্বার, খোল দ্বার!
তোমাদের মাঝে মোরে লহ একবার
সৌন্দর্য্য সভায়! নন্দনবনের মাঝে
নির্জ্জন মন্দিরখানি,—সেথায় বিরাজে
একটি কুসুমশয্যা, রত্ন দীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বসোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ম্ময়ী বালা;
আমি কবি তারি তরে আনিয়াছি মালা!

৬ মাঘ, ১৩০০ সাল।

প্রেমের অভিষেক।

তুমি মোরে করেছ সম্রাট্! তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট! পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর; তব রাজটীকা
দীপিছে ললাটমাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি! আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরণে! হৃদিশয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননিভ, কোমল শীতল,
তারি মাঝে বসায়েছ; সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে! নিভৃত সভায়
আমারে চৌদিকে ঘিরি সদা গান গায়
বিশ্বের কবিরা মিলি; অমরবীণায়
উঠিয়াছে কি ঝঙ্কার! নিত্য শুনা যায়
দূর দূরান্তর হতে দেশবিদেশের
ভাষা, যুগযুগান্তের কথা, দিবসের
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের
গাথা, তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান!—

প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী

বিচরে নলের সনে, দীর্ঘ-নিঃশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদ-মর্ম্মরে; বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে, শকুন্তলা আছে বসি
কর-পদ্মতল-লীন ম্লান মুখশশি
ধ্যানরতা; পুরুরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে; মহারণ্যে যেথা,
বীণা হস্তে লয়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশ-মন্দিরতলে বসি একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনা-সিঞ্চিত; গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্ত্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী; ভিখারী শিবের কোল
সদা আগলিয়া আছে প্রিয়া পার্ব্বতীরে
অনন্ত ব্যগ্রতাপাশে; সুখদুঃখনীরে
বহে অশ্রু-মন্দাকিনী, মিনতির স্বরে
কুসুমিত বনানীরে ম্লানমুখী করে
করুণায়; বাঁশরীর ব্যথাপূর্ণ তান
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুচ্ছায়ে করিছে সন্ধান
হৃদয়সাথীরে;—হাত ধরে' মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্য্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে! সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয় যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী; সেথা মোর সভাসদ্
রবিচন্দ্রতারা, পরি' নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তারা নব নব গান
নব অর্থভরা; চির-সুহৃদসমান
সর্ব্ব চরাচর! হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন,—সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার,—কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ;
সেই শত সহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কর্ম্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া, নাহি জানি
কি কারণে! অয়ি মহীয়সী মহারাণী
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান্! আজি
এই যে আমারে ঠেলি চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগ সুধাপানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর? তাহারা কি
পায় দেখিবারে—নিত্য মোরে আছে ঢাকি
মন তব অভিনব লাবণ্য বসনে?
তব স্পর্শ তব প্রেম রেখেছি যতনে,
তব সুধাকণ্ঠবাণী, তোমার চুম্বন,
তোমার আঁখির দৃষ্টি, সর্ব্ব দেহ মন
পূর্ণ করি; রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগ যুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি; বিধাতার
পুণ্য অগ্নি জ্বালায়ে রেখেছে অনিবার
সবিতা যেমন সযতনে; কমলার
চরণ কিরণে যথা পরিয়াছে হার
সুনির্ম্মল গগনের অনন্ত ললাট!
হে মহিমাময়ী মোরে করেছ সম্রাট।

১৩০০ সাল, ১৪ মাঘ।

সন্ধ্যা।

ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা! ওরে মন,
নত কর শির! দিবা হল সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী। তিমিরের তীরে
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা' এ বিশ্বমন্দিরে
এল আরতির বেলা। ওই শুন বাজে
নিঃশব্দগম্ভীর মন্দ্রে অনন্তের মাঝে
শঙ্খঘণ্টাধ্বনি। ধীরে নামাইয়া আন'
বিদ্রোহের উচ্চ কণ্ঠ পূরবীর ম্লান-
মন্দ স্বরে। রাখ রাখ অভিযোগ তব,—
মৌন কর বাসনার নিত্য নব নব
নিষ্ফল বিলাপ! হের, মৌন নভস্তল,
ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন, মৌন জলস্থল

স্তম্ভিত বিষাদে নম্র! নির্ব্বাক্ নীরব
দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাসতী,—নয়ন পল্লব
নত হয়ে ঢাকে তার নয়ন যুগল,—
অনন্ত আকাশপূর্ণ অশ্রু ছলছল
করিয়া গোপন। বিষাদের মহাশান্তি
ক্লান্ত ভুবনের ভালে করিছে একান্তে
সান্ত্বনা পরশ। আজি এই শুভক্ষণে,
শান্ত মনে, সন্ধি কর অনন্তের সনে,
সন্ধ্যার আলোকে! বিন্দু দুই অশ্রুজলে
দাও উপহার—অসীমের পদতলে
জীবনের স্মৃতি! অন্তরের যত কথা
শান্ত হয়ে গিয়ে—মর্ম্মান্তিক নীরবতা
করুক্ বিস্তার!
হের ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম! পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না; শূন্য মাঠ জনহীন;
ঘরে ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই তিন
কুটীর অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য্য হল সমাপন,—
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়।
অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে
বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম্ম অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে; ধীরে যেতেছে প্রবাহি
সম্মুখে আলোকস্রোত অনন্ত অম্বরে
নিঃশব্দ চরণে; আকাশের দূরান্তরে
একে একে অন্ধকারে হতেছে বাহির
একেকটি দীপ্ততারা, সুদূর পল্লীর
প্রদীপের মত! ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ন-নিমেষে
কত যুগযুগান্তের অতীত আভাস,
কত জীব-জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্য নীহারিকা,
তার পরে প্রজ্জ্বলন্ত যৌবনের শিখা,
তার পরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ, বক্ষে লয়ে
লক্ষ কোটি জীব—কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ!

ক্রমে ঘনতর হয়ে নামে অন্ধকার,
গাঢ়তর নীরবতা,—বিশ্ব-পরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হতে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন—ক্লিষ্ট ক্লান্ত স্বর
শূন্যপানে—"আরো কোথা?" "আরো কত দূর?"
৯ ফাল্গুন, ১৩০০।

এবার ফিরাও মোরে!

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্ম্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ন তরুচ্ছায়ে
দূর-বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি!—ওরে তুই ওঠ্ আজি!
আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগত-জনে? কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল? কোন্ অন্ধকারা মাঝে জর্জ্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়? স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষমুখ দিয়া! বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার! সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে! ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে,—ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার—
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি';
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া! সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,

নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে! এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে!
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার,—তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মত সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে;
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে!—
কবি, তবে উঠে এস,—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে,—তবে তাই কর আজি দান!
বড় দুঃখ বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার!—
অন্ন চাই, প্রাণ চাই আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট! এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি!

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর! ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়!
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে আর! দিন যায়, সন্ধ্যা হয়ে আসে!
অন্ধকারে ঢাকে দিশি, নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে
নিঃশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন! বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে,
জনতার মাঝখানে! কোথা যাও, পান্থ, কোথা যাও,
আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও!
বল মোরে নাম তব, আমারে কোরো না অবিশ্বাস!
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর; তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জলে ক্ষুধানল!—যে দিন জগতে চলে আসি',
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি!
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা!—সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীতে
কর্ম্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্ত্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি,—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্ব্বাণ।

কি গাহিবে, কি শুনাবে!—বল, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ! স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগত হতে, সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে!
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা!
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা! দুর্দ্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে,—জীবনসর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যাঁরে
জন্ম জন্ম ধরি! কে সে? জানি না কে! চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি! শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত—ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত! দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন;—
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ! শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী

পথের ভিক্ষুক! মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞ জনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়. গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্য্যপ্রতিমা! তারি পদে, মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে!—শুধু জানি তাহারি মহান্
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,
তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লু্টাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্ত্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে! শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জ্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নতমস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক! তাহারে অন্তরে রাখি
জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী,
সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতিদিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্ব্বজনে! তার পরে দীর্ঘ পথশেষে
জীবযাত্রা অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে! প্রসন্নবদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি,
করপদ্ম পরশনে শান্ত হবে সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি
সর্ব্ব অমঙ্গল! লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।
সুচিরসঞ্চিত আশা সম্মুখে করিয়া উদ্ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অনন্তক্ষমা! হয় ত ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব্বপ্রেমতৃষা!

২১ ফাল্গুন, ১৩০০।

স্নেহ-স্মৃতি।

সেই চাঁপা, সেই বেলফুল,
কে তোরা আজি এ প্রাতে　এনে দিলি মোর হাতে,
জল আসে আঁখিপাতে; হৃদয় আকুল।
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

কত দিন, কত সুখ,　কত হাসি, স্নেহমুখ,
কতকি পড়িল মনে প্রভাত বাতাসে,
স্নিগ্ধ প্রাণ সুধাভরা,　শ্যামল সুন্দর ধরা,
তরুণ অরুণরেখা নির্ম্মল আকাশে;
সকলি জড়িত হয়ে　অন্তরে যেতেছে বয়ে
ডুবে যায় অশ্রুজলে হৃদয়ের কূল,
মনে পড়ে তারি সাথে　জীবনের কত প্রাতে
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

বড় বেসেছিনু ভালো　এই শোভা, এই আলো,
এ আকাশ, এ বাতাস, এই ধরাতল;
কতদিন বসি তীরে　শুনেছি নদীর নীরে
নিশীথের সমীরণে সঙ্গীত তরল;
কতদিন পরিয়াছি　সন্ধ্যাবেলা মালা গাছি
স্নেহের হস্তের গাঁথা বকুল-মুকুল;
বড় ভাল লেগেছিল　যে দিন এ হাতে দিল
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

কত শুনিয়াছি বাঁশি,　কত দেখিয়াছি হাসি,
কত উৎসবের দিনে কত যে কৌতুক;
কত বরষার বেলা　সঘন-আনন্দ মেলা,
কত গানে জাগিয়াছে সুনিবিড় সুখ;
এ প্রাণ বীণার মত　ঝঙ্কারি উঠেছে কত,
আসিয়াছে শুভক্ষণ কত অনুকূল,
মনে পড়ে তারি সাথে　কত দিন কত প্রাতে
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

সেই সব এই সব,　তেমনি পাখীর রব,
তেমনি চলেছে হেসে জাগ্রত সংসার;
দক্ষিণ-বাতাসে-মেশা　ফুলের গন্ধের নেশা
দিকে দিকে ব্যাকুলতা করিছে সঞ্চার;

অবোধ অন্তরে তাই চারিদিক পানে চাই
অকস্মাৎ আনমনে জেগে উঠে ভুল
বুঝি সেই স্নেহসনে ফিরে এল এ জীবনে
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

হয় ত মৃত্যুর পারে ঢাকা সব অন্ধকারে
স্বপ্নহীন চিরসুপ্তি চক্ষে চেপে রহে,
গীতগান হেথাকার সেথা নাহি বাজে আর,
হেথাকার বনগন্ধ সেথা নাহি বহে।
কে জানে সকল স্মৃতি জীবনের সব প্রীতি
জীবনের অবসানে হবে কি উন্মূল?
জানিনে গো এই হাতে নিয়ে যাব কিনা সাথে
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

বর্ষশেষ। ১৩০০।

নববর্ষে।

নিশি অবসান প্রায়, ওই পুরাতন
বর্ষ হয় গত।
আমি আজি ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন
করিলাম নত!
বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও,
ক্ষমা কর আজিকার মত
পুরাতন বরষের সাথে পুরাতন অপরাধ যত!

লইব আপন করি নিত্য ধৈর্য্যভরে
দুঃখভার যত!
চলিব কঠিন পথে অটল অন্তরে
সাধি মহাব্রত!
যদি ভেঙ্গে যায় পণ, —দুর্ব্বল এ শ্রান্ত মন,—
সবিনয়ে করি শির নত
তুলি লব আপনার পরে আপনার অপরাধ যত!

যদি ব্যর্থ হয় প্রাণ, যদি দুঃখ ঘটে,—
ক'দিনের কথা!
একদা মুছিয়া যাবে সংসারের পটে
শূন্য নিষ্ফলতা!
জগতে কি তুমি একা? চতুর্দ্দিকে যায় দেখা
সুদুর্ভর কত দুঃখ ব্যথা!
তুমি শুধু ক্ষুদ্র একজন, এ সংসারে অনন্ত জনতা!

যত ক্ষণ আছ হেথা স্থিরদীপ্তি থাক,
তারার মতন।
সুখ যদি নাহি পাও, শান্তি মনে রাখ
করিয়া যতন!
যুদ্ধ করি নিরবধি বাঁচিতে না পার যদি,
পরাভব করে আক্রমণ,
কেমনে মরিতে হয় তবে শেখ তাই করি' প্রাণপণ!

ওই যায়, চলে যায় কাল-পরপারে
মোর পুরাতন!
এই বেলা, ওরে মন, বল্ অশ্রুধারে
কৃতজ্ঞ বচন!
বল্ তারে—দুঃখ সুখ দিয়েছ ভরিয়া বুক,
চিরকাল রহিবে স্মরণ!
যাহা কিছু লয়ে গেলে সাথে তোমারে করিনু সমর্পণ!

ওই এল এ জীবনে নূতন প্রভাতে
নূতন বরষ!
মনে করি প্রীতিভরে বাঁধি হাতে হাতে
না পাই সাহস!
নব অতিথিরে তবু ফিরাইতে নাই কভু,
এস এস নূতন দিবস!
ভরিলাম পুণ্য অশ্রুজলে আজিকার মঙ্গল কলস!

নববর্ষ। ১৩০১।

দুঃসময়।

বিলম্বে এসেছ, রুদ্ধ এবে দ্বার,
জন শূন্য পথ, রাত্রি অন্ধকার,
গৃহহারা বায়ু করি হাহাকার
ফিরিয়া মরে!
তোমারে আজিকে ভুলিয়াছে সবে,
শুধাইলে কেহ কথা নাহি কবে,

এ হেন নিশীথে আসিয়াছ তবে
কি মনে করে' ?
এ দুয়ারে মিছে হানিতেছ কর,
ঝটিকার মাঝে ডুবে যায় স্বর,
ক্ষীণ আশা খানি ত্রাসে থর থর
কাঁপিছে বুকে।
যেথা এক দিন ছিল তোর গেহ
ভিখারীর মত আসে সেথা কেহ!
কার লাগি জাগে উপবাসী স্নেহ
ব্যাকুল মুখে!
ঘুমায়েছে যারা তাহারা ঘুমাক্,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে কেন দাও ডাক?
তোমারে হেরিলে হইবে অবাক্
সহসা রাতে!
যাহারা জাগিছে নবীন উৎসবে
রুদ্ধ করি দ্বার মত্ত কলরবে,
কি তোমার যোগ আজি এই ভবে
তাদের সাথে!
দ্বার ছিদ্র দিয়ে কি দেখিছ আলো!
বাহির হইতে ফিরে যাওয়া ভালো,
তিমির ক্রমশ হতেছে ঘোরালো
নিবিড় মেঘে।
বিলম্বে এসেছ, রুদ্ধ এবে দ্বার,
তোমার লাগিয়ে খুলিবে না আর,
গৃহহারা ঝড় করি হাহাকার
বহিছে বেগে!

৫ই বৈশাখ, ১৩০১।

ব্যাঘাত।

কোলে ছিল সুরে বাঁধা বীণা,
মনে ছিল বিচিত্র রাগিণী,
মাঝখানে ছিঁড়ে যাবে তার
সে কথা ভাবিনি!
ও গো আজি প্রদীপ নিবাও,
বন্ধ কর দ্বার!

সভা ভেঙ্গে ফিরে চলে যাও
হৃদয় আমার!
তোমরা যা আশা করেছিলে
নারিনু পুরাতে!
কে জানিত ছিঁড়ে যাবে তার
গীত না ফুরাতে!

ভেবেছিনু ঢেলে দিব মন
প্লাবন করিব দশ দিশি,
পুষ্পগন্ধে আনন্দে মিশিয়া
পূর্ণ হবে পূর্ণিমার নিশি!
ভেবেছিনু ঘিরিয়া বসিবে
তোমরা সকলে,
গীত শেষে হেসে ভালবেসে
মালা দিবে গলে,
শেষ করে যাব সব কথা,
সকল কাহিনী,
মাঝখানে ছিঁড়ে যাবে তার
সে কথা ভাবিনি!

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১।

বিকাশ।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
আমার নিভৃত নব-জীবন পরে!
প্রভাত কমল সম ফুটিল হৃদয় মম,
কার দুটি নিরুপম চরণ তরে!
জেগে উঠে সব শোভা, সব মাধুরী,
পলকে পলকে হিয়া পুলকে পূরি।
কোথা হতে সমীরণ আনে নব জাগরণ,
পরাণের আবরণ মোচন করে!
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে।
লাগে বুকে সুখে দুখে কত যে ব্যথা,
কেমনে বুঝায়ে কব না জানি কথা!
আমার বাসনা আজি ত্রিভুবনে উঠে বাজি,
কাঁপে নদী বনরাজি বেদনা ভরে!
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে।

১৩০১ সাল। ১২ই জ্যৈষ্ঠ।

বিস্ময়।

কানেড়া।

বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।
কোথা হতে এলে তুমি হৃদি মাঝারে।
ওই মুখ ওই হাসি কেন এত ভালবাসি
কেনগো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে!
তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে
তুমি চির-পুরাতন চির জীবনে!
তুমি না দাঁড়ালে আসি হৃদয়ে বাজেনা বাঁশি,
যত আলো যত হাসি ডুবে আঁধারে!

১৩ই জ্যৈষ্ঠ।

বন্দনা।

ইমনকল্যাণ।

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি, নন্দন ফুল হার!
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার!
নীল অম্বর চুম্বন-নত চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে শতবার!
ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ পুলকিছে ফুলগন্ধ!
চরণ ভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ!
ছিঁড়ি মর্ম্মের শত বন্ধন তোমাপানে ধায় যত ক্রন্দন,
লহ হৃদয়ের ফুল চন্দন বন্দন্ উপহার!

১৪ই জ্যৈষ্ঠ।

মনের কথা।

মিশ্র রামকেলী।

কথা তারে ছিল বলিতে!
চোখে চোখে দেখা হল পথ চলিতে।
বসে বসে দিবারাতি বিজনে সে কথা গাঁথি,
কত যে পূরবী রাগে কত ললিতে!
সে কথা ফুটিয়া উঠে কুসুম বনে।
সে কথা ব্যাপিয়া যায় নীল গগনে।
সে কথা লইয়া খেলি হৃদয়ে বাহিরে মেলি,
মনে মনে গাহি, কার্ মন ছলিতে!
কথা তারে ছিল বলিতে।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ।

আত্মোৎসর্গ।

আমারে কর তোমার বীণা, লহগো লহ তুলে!
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে!
কোমল তব কমল করে পরশ কর পরাণ পরে,
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণ মূলে!
কখনো সুখে কখনো দুখে কাঁদিবে চাহি তোমার মুখে,
চরণে পড়ি রবে নীরবে রহিবে যবে ভুলে!
কেহ না জানে কি নব তানে উঠিবে গীত শূন্য পানে
আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কূলে!

১৯শে জ্যৈষ্ঠ।

মৃত্যুর পরে।

আজিকে হয়েছে শান্তি জীবনের ভুলভ্রান্তি সব গেছে চুকে!
রাত্রিদিন ধুক্‌ধুক্ তরঙ্গিত দুঃখ সুখ থামিয়াছে বুকে!
যত কিছু ভালমন্দ, যত কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব কিছু আর নাই!
বল শান্তি, বল শান্তি, দেহসাথে সব ক্লান্তি হয়ে যাক্ ছাই!

গুঞ্জরি' করুণ তান ধীরে ধীরে কর গান বসিয়া শিয়রে!
যদি কোথা থাকে লেশ জীবন-স্বপ্নের শেষ তাও যাক্ মরে!
তুলিয়া অঞ্চলখানি মুখ পরে দাও টানি, ঢেকে দাও দেহ!
করুণ মরণ যথা ঢাকিয়াছে সব ব্যথা, সকল সন্দেহ!

বিশ্বের আলোক যত দিগ্বিদিকে অবিরত যাইতেছে বয়ে',
শুধু ওই আঁখি পরে নামে তাহা স্নেহভরে অন্ধকার হয়ে।
জগতের তন্ত্রীরাজি দিনে উচ্চে উঠে বাজি রাত্রে চুপে চুপে,
সে শব্দ তাহার পরে চুম্বনের মত পড়ে নীরবতা রূপে!

মিছে আনিয়াছ আজি বসন্ত কুসুমরাজি দিতে উপহার!
নীরবে আকুল চোখে ফেলিতেছে বৃথা শোকে নয়নাশ্রুধার!
ছিলে যারা রোষভরে বৃথা এত দিন পরে করিছ মার্জ্জনা!
অসীম নিস্তব্ধ দেশে চিররাত্রি পেয়েছে সে অনন্ত সান্ত্বনা!

গিয়েছে কি আছে বসে, জাগিল কি ঘুমাল সে কে দিবে উত্তর?
পৃথিবীর শ্রান্তি তারে ত্যজিল কি একেবারে, জীবনের জ্বর?
এখনি কি দুঃখ সুখে কর্ম্মপথ অভিমুখে চলেছে আবার?
অস্তিত্বের চক্রতলে একবার বাঁধা পলে পায় কি নিস্তার?

বসিয়া আপন দ্বারে ভালমন্দ বল তারে যাহা ইচ্ছা তাই!
অনন্ত জনম মাঝে গেছে সে অনন্ত কাজে, সে আর সে নাই!
আর পরিচিত মুখে তোমাদের দুখে সুখে আসিবে না ফিরে,
তবে তার কথা থাক্, যে গেছে সে চলে যাক্ বিস্মৃতির তীরে!

জানিনা কিসের তরে যে যাহার কাজ করে সংসারে আসিয়া,
ভাল মন্দ শেষ করি যায় জীর্ণ জন্মতরী কোথায় ভাসিয়া!
দিয়ে যায় যত যাহা রাখ তাহা ফেল তাহা যা ইচ্ছা তোমার!
সে ত নহে বেচা-কেনা, ফিরিবে না ফেরাবে না জন্ম-উপহার!

কেন এই আনাগোনা, কেন মিছে দেখাশোনা দুদিনের তরে;
কেন বুকভরা আশা, কেন এত ভালবাসা অন্তরে অন্তরে;
আয়ু যার এতটুক্, এত দুঃখ এত সুখ কেন তার মাঝে;
অকস্মাৎ এ সংসারে কে বাঁধিয়া দিল তারে শত লক্ষ কাজে;

হেথায় যে অসম্পূর্ণ, সহস্র আঘাতে চূর্ণ বিদীর্ণ বিকৃত
কোথাও কি একবার সম্পূর্ণতা আছে তার জীবিত কি মৃত;
জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি ভরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি অর্থ পূর্ণ করি;

হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময় অনিত্য চঞ্চল
সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব্ব নূতনরূপে হয় সে সফল;
চিরকাল এই সব রহস্য আছে নীরব রুদ্ধ ওষ্ঠাধর,
জন্মান্তের নব প্রাতে সে হয় ত আপনাতে পেয়েছে উত্তর!

সে হয় ত দেখিয়াছে পড়ে যাহা ছিল পাছে আজি তাহা আগে;
ছোট যাহা চিরদিন ছিল অন্ধকারে লীন, বড় হয়ে জাগে;
যেথায় ঘৃণার সাথে মানুষ আপন হাতে লেপিয়াছে কালী
নূতন নিয়মে সেথা জ্যোতির্ম্ময় উজ্জলতা কে দিয়াছে জ্বালি!

কত শিক্ষা পৃথিবীর খসে' পড়ে জীর্ণচীর জীবনের সনে,
সংসারের লজ্জাভয় নিমেষেতে দগ্ধ হয় চিতা-হুতাশনে;
সকল অভ্যাস-ছাড়া সর্ব্ব আবরণ হারা সদ্য শিশুসম
নগ্নমূর্ত্তি মরণের নিষ্কলঙ্ক চরণের সম্মুখে প্রণম'!

আপন মনের মত সঙ্কীর্ণ বিচার যত রেখে দাও আজ!
ভুলে যাও কিছুক্ষণ প্রত্যহের আয়োজন, সংসারের কাজ!
আজি ক্ষণেকের তরে বসি বাতায়ন পরে বাহিরেতে চাহ!
অসীম আকাশ হতে বহিয়া আসুক্ স্রোতে বৃহৎ প্রবাহ!

উঠিছে ঝিল্লির গান, তরুর মর্ম্মর তান, নদী কলস্বর,
প্রহরের আনাগোনা যেন রাত্রে যায় শোনা আকাশের পর!
উঠিতেছে চরাচরে অনাদি অনন্তস্বরে সঙ্গীত উদার
সে নিত্য-গানের সনে মিশাইয়া লহ মনে জীবন তাহার!

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখ তারে সর্ব্বদৃশ্যে বৃহৎ করিয়া;
জীবনের ধূলি ধুয়ে দেখ তারে দূরে থুয়ে সম্মুখে ধরিয়া!
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি খণ্ডে খণ্ডে মাপিয়ো না তারে
থাক্ তব ক্ষুদ্র মাপ, ক্ষুদ্র পুণ্য ক্ষুদ্র পাপ সংসারের পারে!

আজ বাদে কাল যারে ভুলে যাবে একেবারে পরের মতন
তারে লয়ে আজি কেন বিচার বিরোধ হেন, এত আলাপন!
যে বিশ্ব কোলের পরে চির দিবসের তরে তুলে নিল তারে
তার মুখে শব্দ নাহি, প্রশান্ত সে আছে চাহি ঢাকি আপনারে!

বৃথা তারে প্রশ্ন করি, বৃথা তার পায়ে ধরি, বৃথা মরি কেঁদে;—
খুঁজে ফিরি অশ্রুজলে—কোন্ অঞ্চলের তলে নিয়েছে সে বেঁধে;
ছুটিয়া মৃত্যুর পিছে ফিরে নিতে চাহি মিছে;—সে কি আমাদের?
পলেক বিচ্ছেদে হায় তখনি ত বুঝা যায় সে যে অনন্তের!

চক্ষের আড়ালে তাই কত ভয় সংখ্যা নাই, সহস্র ভাবনা!
মুহূর্ত্ত মিলন হলে টেনে নিই বুকে কোলে, অতৃপ্ত কামনা!
পার্শ্বে বসে ধরি মুঠি, শব্দমাত্রে কেঁপে উঠি, চাহি চারিভিতে,
অনন্তের ধনটিরে আপনার বুক চিরে চাহি লুকাইতে!

হায়রে নির্ব্বোধ নর কোথা তোর আছে ঘর কোথা তোর স্থান!
শুধু তোর ওইটুক্ অতিশয় ক্ষুদ্র বুক ভয়ে কম্পমান!
ঊর্দ্ধে ওই দেখ চেয়ে সমস্ত আকাশ ছেয়ে অনন্তের দেশ,
সে যখন একধারে লুকায়ে রাখিবে তারে পাবি কি উদ্দেশ?

ওই হের সীমাহারা গগনেতে গ্রহতারা অসংখ্য জগৎ,
ওরি মাঝে পরিভ্রান্ত হয় ত সে একা পান্থ খুঁজিতেছে পথ!
ওই দূর দূরান্তরে অজ্ঞাত ভুবন পরে কভু কোন খানে
আর কি গো দেখা হবে আর কি সে কথা কবে কেহ নাহি জানে

যা হবার তাই হোক্, ঘুচে যাক্ সর্ব্বশোক, সর্ব্ব মরীচিকা!
নিবে যাক্ চিরদিন পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ মর্ত্ত্য জন্ম-শিখা!
সব তর্ক হোক্ শেষ, সব রাগ সব দ্বেষ, সকল বালাই!
বল শান্তি বল শান্তি দেহ সাথে সব ক্লান্তি পুড়ে হোক্ ছাই!

—

অন্তর্যামী।

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে!
বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত;
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে,
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।
সে মায়া মূরতি কি কহিছে বাণী!
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি!
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি'
রহস্যে নিমগন!
এ যে সঙ্গীত কোথা হতে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তর-বিদারণ!
নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে।
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে!
কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বারবার,
দেখে' তুমি হাস বুঝি!
কে গো তুমি, কোথা রয়েছ গোপনে,
আমি মরিতেছি খুঁজি।

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই?
গ্রামের যে পথ ধায় গৃহপানে,
চাষীগণ ফিরে দিবা-অবসানে,
গোঠে ধায় গরু, বধূ জল আনে
শতবার যাতায়াতে,
একদা প্রথম প্রভাত বেলায়
সে পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে—
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক্,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে,
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের পরে
চলেছি পাগল বেশে।
কভু বা পন্থ গহন জটিল,
কভু পিচ্ছল ঘন পঙ্কিল,
কভু সংকট-ছায়া-শঙ্কিল,
বঙ্কিম দুরগম,—

খর কণ্টকে ছিন্ন চরণ,
ধূলায় রৌদ্রে মলিন বরণ,
আশে পাশে হতে তাকায় মরণ,
সহসা লাগায় ভ্রম!
তারি মাঝে বাঁশি বাজিছে কোথায়,
কাঁপিছে বক্ষ সুখের ব্যথায়,
তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায়
চিত্ত মাতিয়া উঠে!
কোথা হতে আসে ঘন সুগন্ধ,
কোথা হতে বায়ু বহে আনন্দ,
চিন্তা ত্যজিয়া পরাণ অন্ধ
মৃত্যুর মুখে ছুটে!
ক্ষ্যাপার মতন কেন এ জীবন?
অর্থ কি তার, কোথা এ ভ্রমণ?
চুপ করে থাকি শুধায় যখন
দেখে তুমি হাস বুঝি!
কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে!
আমি যে তোমারে খুঁজি!

রাখ কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
আমার অর্থ, তোমার তত্ত্ব
বলে দেও মোরে অয়ি!
আমি কি গো বীণা-যন্ত্র তোমার?
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্চ্ছনাভরে গীতঝঙ্কার
ধ্বনিছ মর্ম্মমাঝে!
আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে?
মোর প্রেমে দিয়ে তোমার রাগিণী
কহিতেছ কোন্ অনাদি কাহিনী,
কঠিন আঘাতে ওগো মায়াবিনী
জাগাও গভীর সুর!
হবে যবে তব লীলা অবসান
ছিঁড়ে যাবে তার, থেমে যাবে গান,

আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ
তব রহস্যপুর?
জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার
রহস্য-ঘেরা অসীম আঁধার
মহা মন্দিরতলে?
নাহি জানি, তাই কার লাগি প্রাণ
মরিছে দহিয়া নিশি দিনমান,
যেন সচেতন বহ্নি সমান
নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বলে?
অর্দ্ধনিশীথে নিভৃতে নীরবে
এই দীপখানি নিবে যাবে যবে,
বুঝিব কি, কেন এসেছিনু ভবে,
কেন জ্বলিলাম প্রাণে?
কেন নিয়ে এলে তব মায়ারথে
তোমার বিজন নূতন এ পথে,
কেন রাখিলে না সবার জগতে
জনতার মাঝখানে?
জীবন-পোড়ানো এ হোম-অনল
সে দিন কি হবে সহসা সফল?
সেই শিখা হতে রূপ নির্ম্মল
বাহিরি' আসিবে বুঝি!
সব জটিলতা হইবে সরল
তোমারে পাইব খুঁজি!

ছাড়ি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী
জীবনের শেষে কি নূতন বেশে
দেখা দিবে মোরে অয়ি?
চির দিবসের মর্ম্মের ব্যথা
শত জনমের চির সফলতা,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী,
মরণ-নিশায় উষা বিকাশিয়া
শ্রান্ত জনের শিয়রে আসিয়া
মধুর অধরে করুণ হাসিয়া
দাঁড়াবে কি চুপি চুপি?

ললাট আমার চুম্বন করি
নব চেতনায় দিবে প্রাণ ভরি',
নয়ন মেলিয়া উঠিব শিহরি'
জানি না চিনিব কি না!
শূন্য গগন নীল নির্ম্মল,
নাহি রবিশশি গ্রহমণ্ডল,
না বহে পবন, নাই কোলাহল,
বাজিছে নীরব বীণা!
অচল আলোকে রয়েছ দাঁড়ায়ে,
কিরণ-বসন অঙ্গ জড়ায়ে
চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে
ছড়ায়ে বিবিধ ভঙ্গে।
গন্ধ তোমার ঘিরে চারিধার,
উড়িছে আকুল কুন্তলভার,
নিখিল গগন কাঁপিছে তোমার
পরশ-রস-তরঙ্গে!
হাসিমাখা তব আনত দৃষ্টি,
আমারে করিছে নূতন সৃষ্টি,
অঙ্গে অঙ্গে অমৃত-বৃষ্টি
বরষি' করুণাভরে।
নিবিড় গভীর প্রেম আনন্দ
বাহু বন্ধনে করিছে বন্ধ,
মুগ্ধ নয়ন হয়েছে অন্ধ
অশ্রু বাষ্প থরে।
নাহিক অর্থ, নাহিক তত্ত্ব,
নাহিক মিথ্যা, নাহিক সত্য,
আপনার মাঝে আপনি মত্ত,
দেখিয়া হাসিবে বুঝি?
আমি হতে তুমি বাহিরে আসিবে,
ফিরিতে হবে না খুঁজি!

যদি কৌতুক রাখ চিরদিন
ওগো কৌতুকময়ী,
যদি অন্তরে লুকায়ে বসিয়া
হবে অন্তরজয়ী
তবে তাই হোক্! দেবি অহরহ
জনমে জনমে রহ তবে রহ
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে!
নব নব রূপে ওগো রূপময়
লুণ্ঠিয়া লহ আমার হৃদয়,
কাঁদাও আমারে, ওগো নির্দ্দয়,
চঞ্চল প্রেম দিয়ে।
কখন হৃদয়ে কখন বাহিরে,
কখনো আলোকে, কখন তিমিরে,
কভু বা স্বপনে কভু সশরীরে
পরশ করিয়া যাবে।
বক্ষ বীণায় বেদনার তার
এইমত পুনঃ বাঁধিব আবার,
পরশমাত্রে গীতঝঙ্কার
উঠিবে নূতন ভাবে।
এমনি টুটিয়া মর্ম্ম-পাথর
ছুটিবে আবার অশ্রু-নির্ঝর
জানি না খুঁজিয়া কি মহাসাগর
বহিয়া চলিবে দূরে।
বরষ বরষ দিবস রজনী
অশ্রু নদীর আকুল সে ধ্বনি
রহিয়া রহিয়া মিশিবে এমনি
আমার গানের সুরে!
যত শত ভুল করেছি এবার
সেই মত ভুল ঘটিবে আবার,
ওগো মায়াবিনী কত ভুলাবার
মন্ত্র তোমার আছে!
আবার তোমারে ধরিবার তরে
ফিরিয়া মরিব বনে প্রান্তরে,
পথ হতে পথে, ঘর হতে ঘরে
দুরাশার পাছে পাছে।
এবারের মত পূরিয়া পরাণ
তীব্র বেদনা করিয়াছি পান;
সে সুরা তরল অগ্নি সমান
তুমি ঢালিতেছ বুঝি!
আবার এমনি বেদনার মাঝে
তোমারে ফিরিব খুঁজি!

ভাদ্র, ১৩০১।

সাধনা।

দেবি! অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণ তলে
অনেক অর্ঘ্য আনি ;
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়ন জলে
ব্যর্থ সাধনখানি!
তুমি জান মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা
দিবস নিশি।
মনে যাহা ছিল হয়ে গেল আর,
গড়িতে ভাঙ্গিয়া গেল বার বার,
ভালয় মন্দে আলোয় আঁধার
গিয়েছে মিশি।
তবু ওগো, দেবি, নিশিদিন করি পরাণপণ,
চরণে দিতেছি আনি
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন
ব্যর্থ সাধন খানি।
ওগো ব্যর্থ সাধন খানি
দেখিয়া হাসিছে সার্থকফল
সকল ভক্ত প্রাণী।
তুমি যদি দেবী পলকে কেবল
কর কটাক্ষ স্নেহ-সুকোমল,
একটি বিন্দু ফেল আঁখি জল
করুণা মানি'
সব হতে তবে সার্থক হবে
ব্যর্থ সাধন খানি।

দেবি! আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি।
আমি আনিয়াছি ছিন্নতন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দীন বীণা খানি।
তুমি জান ওগো করি নাই হেলা,
পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা
শুধু সাধিয়াছি বসি সারাবেলা
শতেক বার।
মনে যে গানের আছিল আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস,
ছিঁড়িল তার।
স্তবহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি ক্ষণ,
আনিয়াছি গীতহীনা
আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন
ছিন্নতন্ত্রী বীণা!
ওগো ছিন্নতন্ত্রী বীণা
দেখিয়া তোমার গুণীজন সবে
হাসিছে করিয়া ঘৃণা।
তুমি যদি এরে লহ কোলে তুলি,
তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি
সকল অগীত সঙ্গীত গুলি,
হৃদয়াসীনা!
ছিল যা আশায় ফুটাবে ভাষায়
ছিন্নতন্ত্রী বীণা।

দেবি! এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি অনেক গান,
পেয়েছি অনেক ফল ;
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান,
ভরেছি ধরণীতল।
যার ভাল লাগে সেই নিয়ে যাক্,
যত দিন থাকে ততদিন থাক্,
যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক্
ধূলার মাঝে।
বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয়, সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার মাঝ
বিবিধ সাজে!
যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠধন
দিতেছি চরণে আসি—
অকৃত কার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনা রাশি।
ওগো বিফল বাসনা রাশি
হেরিয়া আজিকে ঘরে পরে সবে
হাসিছে হেলার হাসি।
তুমি যদি দেবি লহ কর পাতি,
আপনার হাতে রাখ মালা গাঁথি,

নিত্য নবীন রবে দিনরাতি
স্ববাসে ভাসি,
সফল করিবে জীবন আমার
বিফল বাসনা রাশি!

৪ কার্ত্তিক, ১৩০১।

ব্রাহ্মণ।

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৪ প্রপাঠক। ৪ অধ্যায়।)

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য্য; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রমমাঝে ঋষিপুত্রগণ
বনান্তর হতে; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবন-গোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে; করি' সমাপন
সন্ধ্যাস্নান, সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটীর-প্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি; নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মত। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হয়ে,—মহর্ষি গৌতম
কহিলেন—বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা বহি,
কর অবধান!

হেনকালে অর্ঘ্য বহি'
করপুট ভরি, পশিলা প্রাঙ্গণতলে
তরুণ বালক; বন্দি ফলফুলদলে
ঋষির চরণ-পদ্ম, নমি' ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধস্বরে,—
ভগবন্, ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা-অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষাতরে কুশক্ষেত্রবাসী
সত্যকাম নাম মোর!

শুনি স্মিতহাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহশান্ত ভাষে—
কুশল হউক্ সৌম্য! গোত্র কি তোমার?
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।—

বালক কহিলা ধীরে,—
ভগবন্, গোত্র নাহি জানি। জননীরে
শুধায়ে আসিব কল্য কর অনুমতি!—
এত কহি ঋষিপদে করিয়া প্রণতি
গেলা চলি সত্যকাম, ঘন অন্ধকার
বন-বীথি দিয়া,—পদব্রজে হয়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী, বালুতীরে
সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননী-কুটীরে
করিলা প্রবেশ।

ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা';
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি জননী জবালা
পুত্রপথ চাহি; হেরি তারে বক্ষে টানি'
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণ কুশল। শুধাইলা সত্যকাম—
কহ গো জননী মোর পিতার কি নাম,
কি বংশে জনম? গিয়াছিনু দীক্ষাতরে
গৌতমের কাছে,—গুরু কহিলেন মোরে,
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।—মাতঃ, কি গোত্র আমার?

শুনি কথা, মৃদুকণ্ঠে অবনতমুখে
কহিলা জননী,—যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহু-পরিচর্য্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি, তাত!

পরদিন
তপোবন-তরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত। যত তাপস বালক,
শিশির-সুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,—
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্ত জটা,
শুচিশোভা সৌম্যমূর্ত্তি সমুজ্জ্বলকায়
বসেছে বেষ্টন করি বৃদ্ধ বটচ্ছায়
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গকাকলীগান,
মধুপ-গুঞ্জনগীতি, জলকলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত সুর
শান্ত সামগীতি।

হেন কালে সত্যকাম
কাছে আসি ঋষিপদে করিলা প্রণাম,—
মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য্য আশিষ করি শুধাইলা তবে,—
কি গোত্র তোমার, সৌম্য, প্রিয়দরশন?—
তুলি শির কহিলা বালক,—ভগবন্,
নাহি জানি কি গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে—কহিলেন তিনি,—সত্যকাম,
বহু-পরিচর্য্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি।

শুনি সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,—
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মত—সবে বিস্ময়-বিকল,
কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীনা অনার্য্যের হেরি অহঙ্কার।

উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি,—বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন—অব্রাহ্মণ নহ তুমি, তাত!
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত!

৭ ফাল্গুন, ১৩০১।

পুরাতন ভৃত্য।

ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্ব্বোধ অতি ঘোর!
যা কিছু হারায়, গিন্নি বলেন কেষ্টা বেটাই চোর!
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন তবু না চেতন মানে।
বড় প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ চীৎকার করি' "কেষ্টা,"—
যত করি তাড়া, নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশ্‌টা!
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে।
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করে আনে!
যেখানে সেখানে দিবসে দুপরে নিদ্রাটি আছে সাধা।
মহা কলরবে গালি দেই যবে পাজি হতভাগা গাধা,
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে দেখে' জলে' যায় পিত্ত!
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার বড় পুরাতন ভৃত্য!

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষ-মূর্ত্তি বলে, "আর পারি না কো!
"রহিল তোমার এ ঘর দুয়ার কেষ্টারে লয়ে থাকো!
"না মানে শাসন, বসন বাসন অশন আসন যত
"কোথায় কি গেলো, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মত!
"গেলে সে বাজার, সারাদিনে আর দেখা পাওয়া তার ভার!
"করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর!"
শুনে মহা রেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তার টিকি ধরে',—
বলি তারে "পাজি, বেরো তুই আজই, দূর করে দিনু তোরে!"
ধীরে চলে যায়, ভাবি, গেল দায়;—পরদিনে উঠে দেখি
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি!
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোন দুখ, অতি অকাতর চিত্ত!
ছাড়ালে না ছাড়ে, কি করিব তারে, মোর পুরাতন ভৃত্য!

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালাল-গিরি!
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়,—বুঝায়ে বলিনু তারে—
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য;—নহিলে খরচ বাড়ে!
লয়ে রশারশি করি কশাকশি পোঁটলা পুঁটুলি বাঁধি'
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি,—
"পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে!"
আমি কহিলাম "আরে রাম রাম! নিবারণ সাথে যাবে!"
রেলগাড়ি ধায়;—হেরিলাম হায় নামিয়া বর্দ্ধমানে—
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক্ সাজিয়া আনে!
স্পর্দ্ধা তাহার হেন মতে আর কত বা সহিব নিত্য!
যত তারে দুষি' তবু হনু খুসি হেরি পুরাতন ভৃত্য!

নামিনু শ্রীধামে; দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত!
জন ছয় সাতে মিলি একসাথে পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা, মনে হল আশা আরামে দিবস যাবে!
কোথা ব্রজবালা, কোথা বনমালা, কোথা বনমালী হরি!
কোথা, হা হন্ত, চিরবসন্ত! আমি বসন্তে মরি!
বন্ধু যে যত স্বপ্নের মত বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ।
আমি একা ঘরে, ব্যাধি-খরশরে ভরিল সকল অঙ্গ!
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ—"কেষ্ট আয় রে কাছে!
এতদিনে শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে!"
হেরি তার মুখ ভরে' ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত!
নিশিদিন ধরে' দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য!

মুখে দেয় জল; শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত ;
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত।
বলে বার বার, "কর্ত্তা, তোমার কোন ভয় নাই, শুন,
"যাবে দেশে ফিরে, মা-ঠাকুরাণীরে দেখিতে পাইবে পুন।"
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম ; তাহারে ধরিল জ্বরে ;
নিল সে আমার কাল ব্যাধিভার আপনার দেহ পরে !
হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল ছদিন বন্ধ হইল নাড়ি।
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে, এতদিনে গেল ছাড়ি' !
বহুদিন পরে আপনার ঘরে ফিরিনু সারিয়া তীর্থ।
আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই মোর পুরাতন ভৃত্য !

১২ ফাল্গুন, ১৩০১।

দুই বিঘা জমি।

শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবি গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন "বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।"
কহিলাম আমি "তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই ;
চেয়ে দেখ মোর আছে বড়-জোর মরিবার মত ঠাঁই।"
শুনি রাজা কহে "বাপু, জানত হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা,—
ওটা দিতে হবে।'—কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, "করুন্ রক্ষে গরীবের ভিটেখানি !
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোণার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া" !
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, "আচ্ছা সে দেখা যাবে" !

পরে মাস দেড়ে ভিটেমাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকলি বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি !
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি !
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্ত্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্ব-নিখিল দু বিঘার পরিবর্ত্তে !
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য,
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য।
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি,
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে সেই বিঘা দুই জমি !
হাটে মাঠে বাটে এই মত কাটে বছর পনেরো ষোলো,
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়ই বাসনা হোলো।

নমোনমো নমঃ, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি !
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি !
অবারিত মাঠ, গগন-ললাট চুমে তব পদ-ধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘি-কালোজল, নিশীথ-শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আন্‌চান্, চখে আসে জল ভরে'।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে।
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি, রথ-তলা করি বামে
রাখি হাটখোলা নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।

ধিক্ ধিক্ ওরে, শতধিক্ তোরে, নিলাজ কুলটা ভূমি !
যখনি যাহার তখনি তাহার, এই কি জননী তুমি !
সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্র-মাতা,
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফলফুল শাকপাতা !
আজ কোন্ রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাস-বেশ,
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ !
আমি তোর লাগি ফিরেছি বিবাগী গৃহহারা সুখহীন,
তুই হেথা বসি ওরে রাক্ষসী হাসিয়া কাটাস্ দিন !
ধনীর আদরে গরব না ধরে !—এতই হয়েছ ভিন্ন
কোন খানে লেশ নাহি অবশেষ সে দিনের কোন চিহ্ন !
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহারা সুধারাশি ;
যত হাস আজ, যত কর সাজ, ছিলে দেবী, হলে দাসী।

বিদীর্ণহিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারিদিকে চেয়ে দেখি ;
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আম গাছ এ কি !
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক কালের কথা !
সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধূম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন,—
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন !
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে ;
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে !

ভাবিলাম মনে বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা!
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা!

হেনকালে হায় যমদূত প্রায় কোথা হতে এল মালী!
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিতে গালী।
কহিলাম তবে, "আমিত নীরবে দিয়েছি আমার সব,
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব"!
চিনিল না মোরে নিয়ে গেল ধরে' কাঁধে তুলি লাঠিগাছ,
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ সাথে ধরিতেছিলেন মাছ!
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন্ "মারিয়া করিব খুন"!
বাবু যত বলে, পারিষদদলে বলে তার শতগুণ!
আমি কহিলাম, "শুধু দুটি আম ভীখ্ মাগি মহাশয়"!
বাবু কহে হেসে, "বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়!"
আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে!
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!

১৩০২ সাল, ৩১ শে জ্যৈষ্ঠ।

শীতে ও বসন্তে।

প্রথম শীতের মাসে শিশির লাগিল ঘাসে,
হুহু করে হাওয়া আসে, হিহি করে কাঁপে গাত্র।
আমি ভাবিলাম মনে, এবার মাতিব রণে,
বৃথা কাজে অকারণে কেটে গেছে দিনরাত্র।
লাগিব দেশের হিতে গরমে বাদলে শীতে,
কবিতা নাটকে গীতে করিব না অনাসৃষ্টি;
লেখা হবে সারবান্, অতিশয় ধারবান্,
খাড়া র'ব দ্বারবান দশদিকে রাখি দৃষ্টি।
এত বলি গৃহকোণে বসিলাম দৃঢ় মনে
লেখকের যোগাসনে, পাশে লয়ে মসীপাত্র।
নিশিদিন রুধি দ্বার, স্বদেশের শুধি ধার,
নাহি হাঁফ ছাড়িবার অবসর তিলমাত্র।
রাশি রাশি লিখে লিখে একেবারে দিকে দিকে
মাসিকে ও সাপ্তাহিকে করিলাম লেখাবৃষ্টি।
ঘরেতে জ্বলে না চুলো, শরীরে উড়িছে ধূলো,
আঙ্গুলের ডগাগুলো হয়ে গেল কালীকৃষ্টি!

খুঁটিয়া তারিখ মাস করিলাম রাশ রাশ,
গাঁথিলাম ইতিহাস, রচিলাম পুরাতত্ত্ব।
গালি দিয়া মহারাগে দেখালেম দাগে দাগে
যে যাহা বলেছে আগে কিছু তার নহে সত্য।
পুরাণে বিজ্ঞানে গোটা করিয়াছি সিদ্ধি-ঘোঁটা;
যাহা কিছু ছিল মোটা হয়ে গেছে অতি সূক্ষ্ম।
করেছি সমালোচনা, আছে তাহে গুণপণা,
কেহ তাহা বুঝিল না, মনে রয়ে গেল দুঃখ।
মেঘদূত—লোকে যাহা কাব্যভ্রমে বলে "আহা,"—
আমি দেখায়েছি, তাহা দর্শনের নব সূত্র।
নৈষধের কবিতাটি ডারুয়িন-তত্ত্ব খাঁটি,
মোর আগে এ কথাটি বল কে বলেছে কুত্র?
কাব্য কহিবার ভাণে নীতি বলি কানে কানে
সে কথা কেহ না জানে, না বুঝে হতেছে ইষ্ট।
নভেল্ লেখার ছলে শিখায়েছি সুকৌশলে
শাদাটিরে শাদা বলে, কালো যাহা তাই কৃষ্ণ।

কত মাস এই মত একে একে হ'ল গত,
আমি দেশহিতে রত সব দ্বার করি বন্ধ;
হাসি গীত গল্পগুলি ধূলিতে হইল ধূলি,
বেঁধে দিয়ে চোখে ঠুলি কল্পনারে করি অন্ধ।
নাহি জানি চারি পাশে কি ঘটিছে কোন্ মাসে,
কোন্ ঋতু কবে আসে, কোন্ রাতে উঠে চন্দ্র।
আমি জানি, রুশিয়ান্ কতদূর আগুয়ান,
বজেটের খতিয়ান্ কোথা তার আছে রন্ধ্র।
আমি জানি কোন্ দিন পাশ্ হল কি আইন্,
কুইনের বেহাইন্ বিধবা হইল কল্য;
জানি সব আটঘাট;—গেজেটে করেছি পাঠ
আমাদের ছোটলাট কোথা হতে কোথা চল্ল।

একদিন বসে বসে লিখিয়া যেতেছি কসে'
এদেশেতে কার দোষে ক্রমে কমে' আসে শস্য;
কেনই বা অপঘাতে মরে লোক দিবারাতে,
কেন ব্রাহ্মণের পাতে নাহি পড়ে চর্ব্ব্য চোষ্য।
হেনকালে দুদ্দাড় খুলে গেল সব দ্বার,
চারিদিকে তোলপাড় বেধে গেছে মহাকাণ্ড!
নদীজলে, বনে, গাছে কেহ গাহে কেহ নাচে,
উলটিয়া পড়িয়াছে দেবতার সুধাভাণ্ড।
উতলা পাগল-বেশে দক্ষিণে বাতাস এসে
কোথা হতে হাহা হেসে প'ল যেন মদমত্ত!

লেখাপত্র কেড়েকুড়ে—কোথা কি যে গেল উড়ে,—
ওই রে আকাশ জুড়ে ছড়ায় "সমাজ-তত্ত্ব!"
"রুশিয়ার অভিপ্রায়" ওই কোথা উড়ে যায়,
গেল বুঝি হায় হায় "আমিরের ষড়যন্ত্র!"
"প্রাচীন ভারত" বুঝি আর পাইব না খুঁজি,
কোথা গিয়ে হল পুঁজি "জাপানের রাজতন্ত্র!"

গেল গেল, ও কি কর, আরে আরে ধর ধর!—
হাসে বন মর্-মর, হাসে বায়ু কলহাস্যে!
উঠে হাসি নদীজলে ছলছল কলকলে,
ভাসায়ে লইয়া চলে "মনুর নূতন ভাষ্যে"।
বাদ প্রতিবাদ যত শুক্‌নো পাতার মত
কোথা হল অপগত,—কেহ তাহে নহে ক্ষুণ্ণ!
ফুলগুলি অনায়াসে মুচকি মুচকি হাসে,
সুগভীর পরিহাসে হাসিতেছে নীল শূন্য!
দেখিতে দেখিতে মোর লাগিল নেশার ঘোর,
কোথা হতে মন-চোর পশিল আমার বক্ষে;
যেমনি সমুখে চাওয়া অমনি সে ভূতে-পাওয়া
লাগিল হাসির হাওয়া আর বুঝি নাহি রক্ষে!
প্রথমে প্রাণের কূলে শিহরি শিহরি দুলে,
ক্রমে সে মরম-মূলে লহরী উঠিল চিত্তে।
তার পরে মহা হাসি উছসিল রাশি রাশি,
হৃদয় বাহিরে আসি মাতিল জগৎ-নৃত্যে!

এস এস বঁধু এস, আধেক আঁচরে বস,
অবাক্ অধরে হাস ভুলাও সকল তত্ত্ব!
তুমি শুধু চাহ ফিরে,—ডুবে যাক্ ধীরে ধীরে
সুধাসাগরের নীরে যত মিছা যত সত্য!
আনগো যৌবনগীতি, দূরে চলে' যাক্ নীতি,
আন পরাণের প্রীতি, থাক্ প্রবীণের ভাষ্য!
এসহে আপনাহারা, প্রভাত সন্ধ্যার তারা,
বিষাদের আঁখিধারা প্রমোদের মধুহাস্য!
আন বাসনার ব্যথা, অকারণ চঞ্চলতা,
আন কানে-কানে কথা, চোখে চোখে লাজ-দৃষ্টি!
অসম্ভব, আশাতীত, অনাবশ্য, অনাদৃত,
এনে দাও অযাচিত যত কিছু অনাসৃষ্টি!
হৃদয়-নিকুঞ্জমায় এস আজি ঋতুরাজ,
ভেঙ্গে'দাও সব কাজ প্রেমের মোহন মন্ত্রে!
হিতাহিত হোক্ দূর,—গাব গীত সুমধুর,
ধর তুমি ধর সুর সুধাময়ী বীণাযন্ত্রে!

১৮ আষাঢ়, ১৩০২।

নগর-সংগীত।

কোথা গেল সেই মহান্ শান্ত
নব নির্ম্মল শ্যামলকান্ত
উজ্জ্বলনীল বসনপ্রান্ত
সুন্দর শুভ ধরণী!
আকাশ আলোক-পুলকপুঞ্জ,
ছায়াসুশীতল নিভৃত কুঞ্জ,
কোথা সে গভীর ভ্রমরগুঞ্জ,
কোথা নিয়ে এল তরণী!
ওইরে নগরী, জনতারণ্য,
শত রাজপথ, গৃহ অগণ্য,
কতই বিপণি, কতই পণ্য
কত কোলাহল-কাকলি!
কত না অর্থ, কত অনর্থ
আবিল করিছে স্বর্গমর্ত্ত্য,
তপনতপ্ত ধূলি-আবর্ত্ত
উঠিছে শূন্য আকুলি!
সকলি ক্ষণিক, খণ্ড, ছিন্ন,
পশ্চাতে কিছু রাখেনা চিহ্ন,
পলকে মিলিছে, পলকে ভিন্ন,
ছুটিছে মৃত্যু-পাথারে।
করুণ রোদন, কঠিন হাস্য,
প্রভূত দম্ভ, বিনীত দাস্য,
ব্যাকুল প্রয়াস, নিঠুর ভাষ্য,
চলিছে কাতারে কাতারে।
স্থির নহে কিছু নিমেষ মাত্র,
চাহেনাক পিছু প্রবাসযাত্র,
বিরামবিহীন দিবসরাত্র
চলিছে আঁধারে আলোকে।
কোন্ মায়ামৃগ কোথায় নিত্য
স্বর্ণ-ঝলকে করিছে নৃত্য,

তাহারে বাঁধিতে লোলুপচিত্ত
ছুটিছে বৃদ্ধ বালকে।
এ যেন বিপুল যজ্ঞকুণ্ড,
আকাশে আলোড়ি' শিখার শুণ্ড
হোমের অগ্নি মেলিছে তুণ্ড
ক্ষুধার দহন জ্বালিয়া।
নরনারী সবে আসিয়া তূর্ণ,
প্রাণের পাত্র করিয়া চূর্ণ
বহ্নির মুখে দিতেছে পূর্ণ
জীবন আহুতি ঢালিয়া।
চারিদিকে ঘিরি যতেক ভক্ত
—স্বর্ণবরণ-মরণাসক্ত—
দিতেছে অস্থি, দিতেছে রক্ত,
সকল শক্তি সাধনা।
জ্বলি' উঠে শিখা ভীষণ মন্দ্রে,
ধূমায়ে শূন্য রন্ধ্রে রন্ধ্রে;
লুপ্ত করিছে সূর্য্য চন্দ্রে
বিশ্বব্যাপিনী দাহনা।
বায়ু দলবল হইয়া ক্ষিপ্ত
ঘিরি ঘিরি সেই অনল দীপ্ত
কাঁদিয়া ফিরিছে অপরিতৃপ্ত,
ফুঁসিয়া উষ্ণ শ্বসনে।
যেন প্রসারিয়া কাতর পক্ষ
কেঁদে উড়ে আসে লক্ষ লক্ষ
পক্ষী জননী, করিয়া লক্ষ্য
খাণ্ডব-হুত-অশনে!
বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র,
মিলিয়া সকলে মহৎ ক্ষুদ্র
খুলেছে জীবন-যজ্ঞ রুদ্র
আবাল-বৃদ্ধ রমণী।
হেরি এ বিপুল দহন-রঙ্গ
আকুল হৃদয় যেন পতঙ্গ,
ঢালিবারে চাহে আপন অঙ্গ
কাটিবারে চাহে ধমনী।
হে নগরী, তব ফেনিল মদ্য
উছসি' উছলি' পড়িছে সদ্য,
আমি তাহা পান করিব অদ্য,
বিস্মৃত হব আপনা!
অয়ি মানবের পাষাণী-ধাত্রী,
আমি হব তব মেলার যাত্রী,
সুপ্তিবিহীন মত্তরাত্রি
জাগরণে করি' যাপনা!
ঘূর্ণ্যচক্র জনতা-সংঘ,
বন্ধনহীন মহা-আসঙ্গ,
তারি মাঝে আমি করিব ভঙ্গ
আপন গোপন স্বপনে।
ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ,
পড়িব নিম্নে, চড়িব উচ্চ,
ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ
বাহু বাড়াইব তপনে।
নব নব খেলা খেলে অদৃষ্ট,
কখনো ইষ্ট, কভু অনিষ্ট,
কখনো তিক্ত, কখনো মিষ্ট,
যখন যা' দেয় তুলিয়া।
সুখের দুখের চক্রমধ্যে
কখনো উঠিব উধাও পদ্যে,
কখনো লুটিব গভীর গদ্যে,
নাগর-দোলায় দুলিয়া।
হাতে তুলি লব বিজয়বাদ্য,
আমি অশান্ত, আমি অবাধ্য,
যাহা কিছু আছে অতি অগাধ্য
তাহারে ধরিব সবলে!
আমি নির্ম্মম, আমি নৃশংস,
সবেতে বসাব নিজের অংশ,
পরমুখ হতে করিয়া ভ্রংশ
তুলিব আপন কবলে।
মনেতে জানিব সকল পৃথ্বী
আমারি চরণ-আসন-ভিত্তি,
রাজার রাজ্য, দস্যুবৃত্তি,
কোন ভেদ নাহি উভয়ে।
ধনসম্পদ করিব নস্য,
লুণ্ঠন করি আনিব শস্য,

'অশ্বমেধের মুক্ত অশ্ব
ছুটাব বিশ্বে অভয়ে!
নব নব ক্ষুধা, নূতন তৃষ্ণা,
নিত্যনূতন কর্ম্মনিষ্ঠা,
জীবনগ্রন্থে নূতন পৃষ্ঠা
উলটিয়া যাব ত্বরিতে।
জটিল কুটিল চলেছে পন্থ,
নাহি তার আদি, নাহিক অন্ত,
উদ্দামবেগে ধাই তুরন্ত,
সিন্ধু শৈল সরিতে।
শুধু সম্মুখ চলেছি লক্ষ্যি'
আমি নীড়হারা নিশার পক্ষী,
তুমিও ছুটিছ চপলা লক্ষ্মী
আলেয়া-হাস্যে ধাঁধিয়া;
পূজা দিয়া পদে করি না ভিক্ষা,
বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা
কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা,
আনিব তোমারে বাঁধিয়া!
মানবজন্ম নহে ত নিত্য
ধনজনমান খ্যাতি ও বিত্ত
নহে তারা কারো অধীন ভৃত্য,
কাল-নদী ধায় অধীরা!
তবে দাও ঢালি',—কেবল মাত্র
দু চারি দিবস, দু চারি রাত্র,—
পূর্ণ করিয়া জীবনপাত্র
জন-সংঘাত মদিরা!

অতিথি।

কেদারা।

কে দিল আবার আঘাত আমার
দুয়ারে!
এ নিশীথ কালে কে আসি দাঁড়ালে
খুঁজিতে আসিলে কাহারে!
বহুকাল হল বসন্ত দিন
এসেছিল এক অতিথি নবীন,
আকুল জীবন করিল মগন
আকুল পুলক-পাথারে!
আজি এ বরষা নিবিড় তিমির,
ঝর ঝর জল, জীর্ণ কুটীর,
বাদলের বায়ে প্রদীপ নিবায়ে
জেগে বসে আছি একা রে!
অতিথি অজানা, তব গীতস্বর
লাগিতেছে কানে ভীষণ মধুর,
ভাবিতেছি মনে যাব তব সনে
অচেনা অসীম আঁধারে!

১২ই আশ্বিন, ১৩০২।

নব জীবন।

ভৈরোঁ।

এস গো নূতন জীবন!
এস গো কঠোর নিঠুর নীরব,
এস গো ভীষণ শোভন!
এস অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এস গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এস গো ভূষণবিহীন, রিক্ত,
এস গো চিত্ত পাবন!
থাক বীণা বেণু, মালতী মালিকা,
পূর্ণিমা নিশি, মায়া-কুহেলিকা,
এস গো প্রখর হোমানল শিখা,
হৃদয়-শোণিত-প্রাশন!
এস গো পরম দুঃখ নিলয়,
আশা-অঙ্কুর করহ বিলয়,
এস সংগ্রাম, এস মহাজয়,
এস গো মরণ সাধন!

১৩ই আশ্বিন, ১৩০২।

মানস বসন্ত।

কালাংড়া।

পুষ্প বনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে!
পরাণে বসন্ত এল কার মন্তরে!

মুঞ্জরিল শুষ্ক শাখী, কুহরিল মৌন পাখী,
বহিল আনন্দধারা মরু প্রান্তরে!
দুখেরে করি না ডর, বিরহে বেঁধেছি ঘর,
মনঃকুঞ্জে মধুকর তবু গুঞ্জরে!
হৃদয়ে সুখের বাসা, মরমে অমর আশা,
চিরবন্দী ভালবাসা প্রাণ পিঞ্জরে!

১৪ই আশ্বিন, ১৩০২।

ভঙ্গ।

মূলতান।

উঠরে মলিন মুখ, চল এইবার!
এসরে তৃষিত বুক রাখ হাহাকার!
হের ওই গেল বেলা, ভাঙ্গিল ভাঙ্গিল মেলা,
গেল সবে ছাড়ি খেলা ঘরে যে যাহার!
হে ভিখারী কারে তুমি শুনাইছ সুর!
রজনী আঁধার হল পথ অতি দূর!
ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণে আর কাজ নাহি গানে,
এখন্ বেসুরো তানে বাজিছে সেতার!
উঠরে মলিন মুখ, চল এইবার!

২৬ শে ভাদ্র, ১৩০২।

পূর্ণিমা।

পড়িতেছিলাম গ্রন্থ বসিয়া একেলা,
সঙ্গীহীন প্রবাসের শূন্য সন্ধ্যাবেলা
করিবারে পরিপূর্ণ। পণ্ডিতের লেখা
সমালোচনার তত্ত্ব; পড়ে' হয় শেখা
সৌন্দর্য্য কাহারে বলে—আছে কি কি বীজ
কবিত্ব কলায়;—শেলি, গেটে, কোল্‌রীজ
কার্ কোন্ শ্রেণী! পড়ি' পড়ি' বহুক্ষণ
তাপিয়া উঠিল শির, শ্রান্ত হল মন,
মনে হল সব মিথ্যা, কবিত্ব কল্পনা
সৌন্দর্য্য সুরুচি রস সকলি জল্পনা
লিপি-বণিকের;—অন্ধ গ্রন্থকীটগণ
বহু বর্ষ ধরি' শুধু করিছে রচন
শব্দ মরীচিকা জাল, আকাশের পরে
অকর্ম্ম আলস্যাবেশে দুলিবার তরে
দীর্ঘ রাত্রি দিন!

অবশেষে শ্রান্তি মানি
তন্দ্রাতুর চোখে, বন্ধ করি গ্রন্থখানি
ঘড়িতে দেখিনু চাহি দ্বিপ্রহর রাতি,
চমকি আসন ছাড়ি নিবাইনু বাতি।
যেমনি নিবিল আলো, উচ্ছ্বসিত স্রোতে
মুক্ত দ্বারে, বাতায়নে, চতুর্দ্দিক হতে
চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি
ত্রিভুবন বিপ্লাবিনী মৌন সুধাহাসি!
হে সুন্দরী হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা,
অনন্তের অন্তরশায়িনী! নাহি সীমা
তব রহস্যের! এ কি মিষ্ট পরিহাসে
সংশয়ীর শুষ্ক চিত্ত সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বাসে
মুহূর্ত্তে ডুবালে? কখন্ দুয়ারে এসে
মুখানি বাড়ায়ে, অভিসারিকার বেশে
আছিলে দাঁড়ায়ে, এক প্রান্তে, সুররাণী,
সুদূর নক্ষত্র হতে সাথে করে' আনি'
বিশ্বভরা নীরবতা! আমি গৃহকোণে
তর্কজালবিজড়িত ঘন বাক্যবনে
শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ অক্ষরের পথে
একাকী ভ্রমিতেছিনু শূন্য মনোরথে,
তোমারি সন্ধানে! উদ্‌ভ্রান্ত এ ভকতেরে
এতক্ষণ ঘুরাইলে ছলনার ফেরে!
কি জানি কেমন করে' লুকায়ে দাঁড়ালে
একটি ক্ষণিক ক্ষুদ্র দীপের আড়ালে
হে বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী! মুগ্ধ কর্ণপুটে
গ্রন্থ হতে গুটিকত বৃথা বাক্য উঠে'
আচ্ছন্ন করিয়াছিল কেমনে না জানি
লোকলোকান্তরপূর্ণ তব মৌন বাণী!

১৬ অগ্রহায়ণ, পূর্ণিমা। ১৩০০।

আবেদন।

ভৃত্য। জয় হোক্ মহারাণী! রাজরাজেশ্বরী,
দীন ভৃত্যে কর দয়া!

রাণী। সভা ভঙ্গ করি'
সকলেই গেল চলি' যথাযোগ্য কাজে
আমার সেবকবৃন্দ বিশ্বরাজ্য মাঝে,
মোর আজ্ঞা মোর মান লয়ে শীর্ষদেশে
জয়শঙ্খ সগর্ব্বে বাজায়ে! সভাশেষে
তুমি এলে নিশান্তের শশাঙ্ক সমান
ভক্ত ভৃত্য মোর? কি প্রার্থনা?

ভৃত্য। মোর স্থান
সর্ব্বশেষে, আমি তব সর্ব্বাধম দাস
মহোত্তমে! একে একে পরিতৃপ্ত আশ
সবাই আনন্দে যবে ঘরে ফিরে যায়
সেইক্ষণে আমি আসি নির্জ্জন সভায়;
একাকী আসীনা তব চরণতলের
প্রান্তে বসে' ভিক্ষা মাগি শুধু সকলের
সর্ব্ব অবশেষটুকু!

রাণী। অবোধ ভিক্ষুক,
অসময়ে কি তোরে মিলিবে?

ভৃত্য। হাসি মুখ
দেখে চলে' যাব। আছে দেবী, আরো আছে;—
নানা কর্ম্ম নানা পদ নিল তোর কাছে
নানা জনে,—এক কর্ম্ম কেহ চাহে নাই—
ভৃত্য পরে দয়া করে' দেহ মোরে তাই,—
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর!

রাণী। মালাকর?

ভৃত্য। ক্ষুদ্র মালাকর। অবসর
লব সব কাজে। যুদ্ধ-অস্ত্র ধনুঃশর
ফেলিনু ভূতলে; এ উষ্ণীষ রাজসাজ
রাখিনু চরণে তব,—যত উচ্চ কাজ
সব ফিরে লও দেবী! তব দূত করি
মোরে আর পাঠায়োনা, তব স্বর্ণতরী
দেশে দেশান্তরে লয়ে; জয়ধ্বজা তব
দিগ্দিগন্তে করিয়া প্রচার, নব নব
দিগ্বিজয়ে পাঠায়োনা মোরে! পর পারে
তব রাজ্য কর্ম্ম যশ ধন জন ভারে
অসীমবিস্তৃত,—কত নগর নগরী,
কত লোকালয়, বন্দরেতে কত তরী,
বিপণীতে কত পণ্য;—ওই দেখ দূরে
মন্দির শিখরে আর কত হর্ম্যচূড়ে
দিগন্তেরে করিছে দংশন; কলোচ্ছ্বাস
শ্বসিয়া উঠিছে শূন্যে করিবারে গ্রাস
নক্ষত্রের নিত্য নীরবতা। বহু ভৃত্য
আছে হোথা, বহু সৈন্য তব, জাগে নিত্য
কতই প্রহরী! এ পারে নির্জ্জন তীরে
একাকী উঠেছে ঊর্দ্ধে উচ্চ গিরিশিরে
রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষারধবল
তোমার প্রাসাদ-সৌধ,—অনিন্দ্য নির্ম্মল
চন্দ্রকান্ত মণিময়। বিজনে বিরলে
হেথা তব দক্ষিণের বাতায়ন তলে
মঞ্জরিত ইন্দুমল্লী বল্লরী বিতানে,
ঘনচ্ছায়ে, নিভৃত কপোত-কলগানে
একান্তে কাটিবে বেলা; স্ফটিক প্রাঙ্গণে
জলযন্ত্রে উৎসধারা কল্লোল-ক্রন্দনে
উচ্ছ্বসিবে দীর্ঘ দিন ছল ছল ছল—
মধ্যাহ্নেরে করি দিবে বেদনা-বিহ্বল
করুণা-কাতর; অদূরে অলিন্দপরে
পুঞ্জ পুচ্ছ বিস্ফারিয়া স্ফীত গর্ব্বভরে
নাচিবে ভবন শিখী, রাজহংসদল
চরিবে শৈবাল বনে করি কোলাহল
বাঁকায়ে ধবলগ্রীবা; পাটলা হরিণী
ফিরিবে শ্যামল ছায়ে; অয়ি একাকিনী,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর!

রাণী। ওরে তুই কর্ম্মভীরু অলস কিঙ্কর,
কি কাজে লাগিবি?

ভৃত্য। অকাজের কাজ যত,
আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। শত শত
আনন্দের আয়োজন। যে অরণ্যপথে
কর তুমি সঞ্চরণ বসন্তে শরতে
প্রত্যূষে অরুণোদয়ে—শ্লথ অঙ্গ হতে
তপ্ত নিদ্রালসখানি স্নিগ্ধ বায়ুস্রোতে
করি দিয়া বিসর্জ্জন—সে বন-বীথিকা
রাখিব নবীন করি; পুষ্পাক্ষরে লিখা
তব চরণের স্তুতি প্রত্যহ উষায়
বিকশি উঠিবে তব পরশ তৃষায়

পুলকিত তৃণপুঞ্জতলে। সন্ধ্যাকালে
যে মঞ্জু মালিকাখানি জড়াইবে ভালে
কবরী বেষ্টন করি,—আমি নিজ করে
রচি' সে বিচিত্র মালা সান্ধ্য যূথীস্তরে,
সাজায়ে সুবর্ণ পাত্রে তোমার সম্মুখে
নিঃশব্দে ধরিব আসি অবনত মুখে,—
যেথায় নিভৃত কক্ষে, ঘন কেশ পাশ,
তিমির নির্ঝরসম উন্মুক্ত-উচ্ছ্বাস
তরঙ্গ-কুটিল, এলাইয়া পৃষ্ঠ পরে,
কনক মুকুর অঙ্কে, শুভ্র পদ্ম করে
বিনাইবে বেণী। কুমুদ সরসী কূলে
বসিবে যখন, সপ্তপর্ণ তরুমূলে
মালতী দোলায়—পত্রচ্ছেদ-অবকাশে
পড়িবে ললাটে চক্ষে বক্ষে বেশবাসে
কৌতূহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন;—
আনন্দিত তনুখানি করিয়া বেষ্টন
উঠিবে বনের গন্ধ, বাসনা-বিভোল
নিশ্বাসের প্রায়,—মৃদু ছন্দে দিব দোল
মৃদু মন্দ সমীরের মত। অনিমেষে
যে প্রদীপ জ্বলে তব শয্যা শিরোদেশে
সারা সুপ্তনিশি, সুরনরস্বপ্নাতীত
নিদ্রিত শ্রীঅঙ্গপানে স্থির অকম্পিত
নিদ্রাহীন আঁখি মেলি—সে প্রদীপখানি
আমি জ্বালাইয়া দিব গন্ধতৈল আনি।
শেফালির বৃন্ত দিয়া রাঙাইব, রাণী,
বসন বাসন্তী রঙে, পাদপীঠখানি
নব ভাবে নব রূপে শুভ আলিম্পনে
প্রত্যহ রাখিব অঙ্কি কুঙ্কুমে চন্দনে
কল্পনার লেখা! নিকুঞ্জের অনুচর,
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর!

রাণী। কি লইবে পুরস্কার?

ভৃত্য। প্রত্যহ প্রভাতে
ফুলের কঙ্কণ গড়ি, কমলের পাতে
আনিব যখন,—পদ্মের কলিকাসম
ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি করে ধরি মম
আপনি পরায়ে দিব, এই পুরস্কার।
প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি' পদতল, চরণ-অঙ্গুলি-প্রান্তে
লেশমাত্র রেণু—চুম্বিয়া মুছিয়া লব
এই পুরস্কার!

রাণী। ভৃত্য, আবেদন তব
করিনু গ্রহণ। আছে মোর বহু মন্ত্রী
বহু সৈন্য বহু সেনাপতি,—বহু যন্ত্রী
কর্ম্মযন্ত্রে রত,—তুই থাক্ চিরদিন
স্বেচ্ছাবন্দী দাস, খ্যাতিহীন কর্ম্মহীন!
রাজসভা বহিঃপ্রান্তে রবে তোর ঘর—
তুই মোর মালঞ্চের হবি মালাকর!

২২ অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

উর্ব্বশী।

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসি,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশি!
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি,
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি;
দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসর শয্যাতে
স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে।
উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি,
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশি!
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা,
তুমি অনিন্দিতা।

কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা বয়সী
হে অনন্ত যৌবনা উর্ব্বশি!

আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মাণিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা,
মণিদীপ দীপ্তকক্ষে সমুদ্রের কল্লোল সঙ্গীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে ?
যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।

যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশি !
মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে,
উদ্দাম সঙ্গীতে।
নূপুর গুঞ্জরি' যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি'
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশি !
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি ওঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্ত ধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে!

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশি !
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী,
হে স্বপ্ন সঙ্গিনি !

ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী—
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্ব্বশি !
আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর,—
অতল অকূল হতে সিক্তকেশে উঠিবে আবার ?
প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
সর্ব্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন আঘাতে
বারি বিন্দুপাতে !
অকস্মাৎ মহাম্বুধি অপূর্ব্ব সঙ্গীতে
রবে তরঙ্গিতে।

ফিরিবেনা ফিরিবেনা—অস্ত গেছে সে গৌরব শশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্ব্বশী।
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ উচ্ছাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমা নিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি,
ঝরে অশ্রু-রাশি !
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে !

২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

স্বর্গ হইতে বিদায়।

ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দার মালিকা,
হে মহেন্দ্র, নির্ব্বাপিত জ্যোতির্ম্ময় টীকা
মলিন ললাটে ;—পুণ্যবল হল ক্ষীণ,
আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন
হে দেব হে দেবীগণ ! বর্ষ লক্ষশত
যাপন করেছি হর্ষে দেবতার মত
দেবলোকে। আজি শেষ বিচ্ছেদের ক্ষণে
লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে
দেখে যাব এই আশা ছিল ! শোকহীন
হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি, উদাসীন
চেয়ে আছে ; লক্ষ লক্ষ বর্ষ তার
চক্ষের পলক নহে ;—অশ্বত্থ শাখার
প্রান্ত হতে খসি গেলে জীর্ণতম পাতা
যতটুকু বাজে তার, ততটুকু ব্যথা

স্বর্গে নাহি লাগে, যবে মোরা শত শত
গৃহচ্যুত হতজ্যোতি নক্ষত্রের মত
মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়ি দেবলোক হতে
ধরিত্রীর অন্তহীন জন্মমৃত্যু স্রোতে।
সে বেদনা বাজিত যদ্যপি, বিরহের
ছায়ারেখা দিত দেখা, তবে স্বরগের
চিরজ্যোতি ম্লান হত মর্ত্ত্যের মতন
কোমল শিশিরবাষ্পে ;—নন্দনকানন
মর্ম্মরিয়া উঠিত নিঃশ্বসি', মন্দাকিনী
কূলে কূলে গেয়ে যেত করুণ কাহিনী
কলকণ্ঠে, সন্ধ্যা আসি দিবা অবসানে
নির্জ্জন প্রান্তর পারে দিগন্তের পানে
চলে যেত উদাসিনী ; নিস্তব্ধ নিশীথ
ঝিল্লিমন্ত্রে শুনাইত বৈরাগ্য সঙ্গীত
নক্ষত্র সভায় ! মাঝে মাঝে সুরপুরে
নৃত্যপরা মেনকার কনক নূপুরে
তালভঙ্গ হ'ত। হেলি উর্ব্বশীর স্তনে
স্বর্ণবীণা থেকে থেকে যেন অন্য মনে
অকস্মাৎ ঝঙ্কারিত কঠিন পীড়নে
নিদারুণ করুণ মূর্চ্ছনা ! দিত দেখা
দেবতার অশ্রুহীন চোখে জলরেখা
নিষ্কারণে। পতিপাশে বসি একাসনে
সহসা চাহিত শচী ইন্দ্রের নয়নে
যেন খুঁজি পিপাসার বারি ! ধরা হতে
মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসি আসিত বায়ু স্রোতে
ধরণীর সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস—খসি ঝরি'
পড়িত নন্দনবনে কুসুম মঞ্জরী !

থাক স্বর্গ হাস্যমুখে, কর সুধাপান
দেবগণ ! স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্তভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রু জলধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দুদণ্ডের তরে !
যত ক্ষুদ্র, যত ক্ষীণ যত অভাজন
যত পাপী তাপী, মেলি' ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমলবক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক্ অমৃত,
মর্ত্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রু জলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি !

হে অপ্সরি,
তোমার নয়নজ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হউক্ ম্লান—লইনু বিদায় ;
তুমি কারে করনা প্রার্থনা—কারো তরে
নাহি শোক ! ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদী তীরে
কোনো এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্ত্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হলে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্য গণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দনচর্চ্চিত ভালে রক্ত পট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরী সঙ্গীতে। তার পরে
সুদিনে দুর্দ্দিনে, কল্যাণ কঙ্কণ করে,
সীমন্ত-সীমায় মঙ্গল সিন্দুর বিন্দু,
গৃহ লক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে ! দেবগণ,
মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূর স্বপ্ন সম—যবে কোনো অর্দ্ধরাতে
সহসা হেরিব জাগি' নির্ম্মল শয্যাতে
পড়েছে চন্দ্রের আলো, নিদ্রিতা প্রেয়সী,
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু, পড়িয়াছে খসি'
গ্রন্থি সরমের ;—মৃদু সোহাগ চুম্বনে
সচকিতে জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর—দক্ষিণ অনিল
আনিবে ফুলের গন্ধ, জাগ্রত কোকিল
গাহিবে সুদূর শাখে।

অয়ি দীনহীনা,
অশ্রুআঁখি দুঃখাতুরা জননী মলিনা,
অয়ি মর্ত্যভূমি! আজি বহুদিন পরে
কাঁদিয়া উঠেছে মোর চিত্ত তোর তরে।
যেমনি বিদায় দুঃখে শুষ্ক দুই চোখ
অশ্রুতে পুরিল—অমনি এ স্বর্গলোক
অলস কল্পনা প্রায় কোথায় মিলালো
ছায়াচ্ছবি! তব নীলাকাশ, তব আলো,
তব জনপূর্ণ লোকালয়—সিন্ধুতীরে
সুদীর্ঘ বালুকাতট, নীল গিরি শিরে
শুভ্রহিমরেখা, তরুশ্রেণীর মাঝারে
নিঃশব্দ অরুণোদয়, শূন্য নদীপারে
অবনতমুখী সন্ধ্যা,—বিন্দু অশ্রুজলে
যত প্রতিবিম্ব যেন দর্পনের তলে
পড়েছে আসিয়া।
হে জননী পুত্রহারা,
শেষ বিচ্ছেদের দিনে যে শোকাশ্রুধারা
চক্ষু হতে ঝরি পড়ি তব মাতৃস্তন
করেছিল অভিষিক্ত—আজি এতক্ষণ
সে অশ্রু শুকায়ে গেছে; তবু জানি মনে
যখনি ফিরিব পুনঃ তব নিকেতনে
তখনি দুখানি বাহু ধরিবে আমায়,
বাজিবে মঙ্গলশঙ্খ, স্নেহের ছায়ায়
দুঃখে সুখে ভয়ে ভরা প্রেমের সংসারে
তব গেহে, তব পুত্র কন্যার মাঝারে,
আমারে লইবে চির পরিচিত সম;—
তার পর দিন হতে শিয়রেতে মম
সারাক্ষণ জাগি রবে কম্পমান প্রাণে,
শঙ্কিত অন্তরে, ঊর্দ্ধে দেবতার পানে
মেলিয়া করুণ দৃষ্টি—চিন্তিত সদাই
যাহারে পেয়েছি তারে কখন্ হারাই!

২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

দিনশেষে।

দিন শেষ হয়ে এল, আঁধারিল ধরণী;
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
"হাঁগো এ কাদের দেশে বিদেশী নামিনু এসে,"
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি—
অমনি কথা না বলি' ভরা ঘট ছলছলি'
নতমুখে গেল চলি তরুণী!
এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।

নামিছে নীরব ছায়া ঘন বন-শয়নে,
এদেশ লেগেছে ভাল নয়নে।
স্থির জলে নাহি সাড়া, পাতাগুলি গতিহারা,
পাখী যত ঘুমে সারা কাননে,—
শুধু এ সোনার সাঁঝে বিজনে পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকণে।
এদেশ লেগেছে ভাল নয়নে।

ঝলিছে মেঘের আলো কনকের ত্রিশূলে,
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।
শ্বেত পাথরেতে গড়া পথখানি ছায়া-করা,
ছেয়ে গেছে ঝরে'-পড়া বকুলে।
সারি সারি নিকেতন, বেড়া দেওয়া উপবন,
দেখে পথিকের মন আকুলে।
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।

রাজার প্রাসাদ হতে অতি দূর বাতাসে
ভাসিছে পূরবী গীতি আকাশে।
ধরণী সমুখপানে চলে গেছে কোন্‌খানে,
পরাণ কেন কে জানে উদাসে!
ভাল নাহি লাগে আর আসা যাওয়া বারবার
বহু দূর দুরাশার প্রবাসে।
পূরবী রাগিণী বাজে আকাশে।

কাননে প্রাসাদচূড়ে নেমে আসে রজনী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী!
যদি হেথা খুঁজে পাই মাথা রাখিবার ঠাঁই,
বেচাকেনা ফেলে যাই এখনি;—
যেখানে পথের বাঁকে গেল চলি নত-আঁখে
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে তরুণী!
এই ঘাটে বাঁধ মোর তরণী!

২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

সান্ত্বনা।

কোথা হতে দুই চক্ষে ভরে' নিয়ে এলে জল
হে প্রিয় আমার!
হে ব্যথিত, হে অশান্ত, বল আজি গাব গান
কোন্ সান্ত্বনার?
হেথায় প্রান্তর পারে নগরীর এক ধারে
সায়াহ্নের অন্ধকারে জালি দীপখানি
শূন্য গৃহে অন্য মনে একাকিনী বাতায়নে
বসে আছি পুষ্পাসনে বাসরের রাণী;—
কোথা বক্ষে বিঁধি কাঁটা ফিরিলে আপন নীড়ে
হে আমার পাখী!
ওরে ক্লিষ্ট, ওরে ক্লান্ত, কোথা তোর বাজে ব্যথা,
কোথা তোরে রাখি?

চারিদিকে তমস্বিনী রজনী দিয়েছে টানি
মায়ামন্ত্র-ঘের;
দুয়ার রেখেছি রুধি, চেয়ে দেখ কিছু হেথা
নাহি বাহিরের।
এ যে দুজনের দেশ, নিখিলের সব শেষ,
মিলনের রসাবেশ অনন্ত ভবন;
শুধু এই এক ঘরে দুখানি হৃদয় ধরে,
দুজনে সৃজন করে নূতন ভুবন।
একটি প্রদীপ শুধু এ আঁধারে যতটুকু
আলো করে রাখে
সেই আমাদের বিশ্ব, তাহার বাহিরে আর
চিনি না কাহাকে!

একখানি বীণা আছে, কভু বাজে মোর বুকে
কভু তব কোরে,
একটি রেখেছি মালা, তোমারে পরায়ে দিলে
তুমি দিবে মোরে।
এই শয্যা রাজধানী, আধেক আঁচলখানি
বক্ষ হতে লয়ে টানি পাতিব শয়ন,
একটি চুম্বন গড়ি দোঁহে লব ভাগ করি,
এ রাজত্বে, মরি মরি, এত আয়োজন!
একটি গোলাপ ফুল রেখেছি বক্ষের মাঝে,—
তব ঘ্রাণ শেষে

আমারে ফিরায়ে দিলে অধরে পরশি' তাহা
পরি লব কেশে!

আজ করেছিনু মনে তোমারে করিব রাজা
এই রাজ্যপাটে,
এ অমর বরমাল্য আপনি যতনে তব
জড়াব ললাটে।
মঙ্গল প্রদীপ ধরে' লইব বরণ করে',
পুষ্প-সিংহাসন পরে বসাব তোমায়,
তাই গাঁথিয়াছি হার, আনিয়াছি ফুলভার,
দিয়েছি নূতন তার কনক বীণায়;
আকাশে নক্ষত্রসভা নীরবে বসিয়া আছে
শান্ত কৌতূহলে—
আজি কি এ মালাখানি সিক্ত হবে, হে রাজন্,
নয়নের জলে?

রুদ্ধকণ্ঠ, গীতহারা! কহিয়োনা কোনো কথা,
কিছু শুধাবনা!
নীরবে লইব প্রাণে তোমার হৃদয় হতে
নীরব বেদনা!
প্রদীপ নিবায়ে দিব, বক্ষে মাথা তুলি নিব,
স্নিগ্ধ করে পরশিব সজল কপোল,—
বেণীমুক্ত কেশজাল স্পর্শিবে তাপিত ভাল
কোমল বক্ষের তাল দিবে মন্দ দোল!
নিঃশ্বাস বীজনে মোর কাঁপিবে কুন্তল তব,
মুদিবে নয়ন—
অর্দ্ধরাতে শান্তবায়ে নিদ্রিত ললাটে দিব
একটি চুম্বন।

২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

শেষ উপহার।

যাহা কিছু ছিল সব দিনু শেষ করে'
ডালাখানি ভরে',—
কাল কি আনিয়া দিব যুগল চরণে
তাই ভাবি মনে।
বসন্তে সকল ফুল নিঃশেষে ফুটায়ে দিয়ে
তরু তার পরে

একদিনে দীনহীন, শূন্যে দেবতার পানে
চাহে রিক্ত করে!

আজি দিন শেষ হলে যদি মোর গান
হয় অবসান,
কাল প্রাতে এ গানের স্মৃতিসুখ লেশ
রবে না কি শেষ?
শূন্য থালে মৌনকণ্ঠে নতমুখে আসি যদি
তোমার সম্মুখে,
তখন্ কি অগৌরবে চাহিবে না একবার
ভকতের মুখে?

দিই নি কি প্রাণপূর্ণ হৃদিপদ্মখানি
পাদপদ্মে আনি?
দিইনি কি কোনো ফুল অমর করিয়া
অশ্রুতে ভরিয়া?
এত গান গাহিয়াছি, তার মাঝে নাহি কি গো
হেন কোনো গান
আমি চলে গেলে তবু বহিবে যে চিরদিন
অনন্ত পরাণ?

সেই কথা মনে করে দিবে না কি, নব
বরমাল্য তব,
ফেলিবে না আঁখি হতে একবিন্দু জল
করুণা-কোমল,
আমার বসন্তশেষে রিক্তপুষ্প দীনবেশে
নীরবে যে দিন
ছলছল আঁখিজলে দাঁড়াইব সভাতলে
উপহারহীন?

১ পৌষ, ১৩০২।

বিজয়িনী।

অচ্ছোদ সরসীনীরে রমণী যেদিন
নামিলা স্নানের তরে, বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি! সমীরণ
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায় সঘন
পল্লবশয়ন তলে, মধ্যাহ্নের জ্যোতি
মূর্চ্ছিত বনের কোলে; কপোত দম্পতি
বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চু-চুম্বনের অবসর কালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।

তীরে শ্বেত শিলাতলে সুনীল বসন
লুঠাইছে একপ্রান্তে স্খলিত-গৌরব
অনাদৃত,—শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ
এখনো জড়িত তাহে,—আয়ু-পরিশেষ
মূর্চ্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ,—
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে;—নূপুর রয়েছে পড়ি;
বক্ষের নিচোল বাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।
কনক দর্পণ খানি চাহে শূন্যপানে
কার মুখ স্মরি! স্বর্ণপাত্রে সুসজ্জিত
চন্দন কুঙ্কুমপঙ্ক, লুণ্ঠিত লজ্জিত
দুটি রক্ত শতদল, অম্লান সুন্দর
শ্বেত করবীর মালা,—ধৌত শুক্লাম্বর
লঘু স্বচ্ছ, পূর্ণিমার আকাশের মত।
পরিপূর্ণ নীল নীর স্থির অনাহত—
কূলে কূলে প্রসারিত বিহ্বল গভীর
বুকভরা আলিঙ্গন রাশি! সরসীর
প্রান্তদেশে, বকুলের ঘনচ্ছায়া তলে
শ্বেত শিলাপটে, আবক্ষ ডুবায়ে জলে
বসিয়া সুন্দরী,—সকম্পিত ছায়াখানি
প্রসারিয়া স্বচ্ছনীরে—বক্ষে লয়ে টানি
সযত্নপালিত শুভ্র রাজহংসীটিরে
করিছে সোহাগ,—নগ্ন বাহুপাশে ঘিরে
সুকোমল ডানা দুটি, লম্ব গ্রীবা তার
রাখি স্কন্ধ পরে, কহিতেছে বারম্বার
স্নেহের প্রলাপ বাণী,—কোমল কপোল
বুলাইছে হংসপৃষ্ঠে পরশ-বিভোল।

চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিণী
জলে স্থলে নভস্তলে, সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়া রৌদ্রকরে
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্ম্মরে
বসন্ত দিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাবে আভাসে গুঞ্জনে
চমকে ঝলকে। যেন আকাশ-বীণার
রবি-রশ্মি-তন্ত্রী গুলি সুরবালিকার
চম্পক অঙ্গুলিঘাতে সঙ্গীত ঝঙ্কারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল—মৌন স্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্চ্ছিয়া। তরুতলে
স্খলিয়া পড়িতেছিল নিঃশব্দে বিরলে
বিবশ বকুলগুলি; কোকিল কেবলি
অশ্রান্ত গাহিতেছিল,—বিফল কাকলী
কাঁদিয়া ফিরিতেছিল বনান্তর ঘুরে
উদাসিনী প্রতিধ্বনি; ছায়ায় অদূরে
সরোবর প্রান্তদেশে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
কলনৃত্যে বাজাইয়া মাণিক্য কিঙ্কিণী
কল্লোলে মিশিতেছিল;—তৃণাঙ্কিত তীরে
জল কলকল স্বরে মধ্যাহ্ন সমীরে
সারস ঘুমায়েছিল দীর্ঘ গ্রীবাখানি
ভঙ্গীভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে লয়ে টানি'
ধূসর ডানার মাঝে; রাজহংসদল
আকাশে বলাকা বাঁধি সত্বর-চঞ্চল
ত্যজি কোন্ দূর নদী-সৈকত-বিহার
উড়িয়া চলিতেছিল গলিত-নীহার
কৈলাসের পানে। বহু বনগন্ধ বহে'
অকস্মাৎ শ্রান্ত বায়ু উত্তপ্ত আগ্রহে
লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিশ্বাসে
মুগ্ধ সরসীর বক্ষে স্নিগ্ধ বাহুপাশে।

মদন, বসন্তসখা, ব্যগ্র কৌতূহলে
লুকায়ে বসিয়াছিল বকুলের তলে
পুষ্পাসনে, হেলায় হেলিয়া তরুপরে
প্রসারিয়া পদযুগ নব তৃণস্তরে,
পীত উত্তরীয় প্রান্ত লুণ্ঠিত ভূতলে,
গ্রন্থিত মালতী মালা কুঞ্চিত কুন্তলে,
গৌর কণ্ঠতটে,—সহাস্য কটাক্ষ করি
কৌতুকে হেরিতেছিল মোহিনী সুন্দরী
তরুণীর স্নানলীলা—অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তার, নির্ম্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি লয়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।
গুঞ্জরি ফিরিতেছিল লক্ষ মধুকর
ফুলে ফুলে; ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে
ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে
বিমুগ্ধ-নয়ন মৃগ; বসন্ত পরশে
পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে।

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী;
মুক্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি'।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছ্বল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে—তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র—ললাটে অধরে
উরুপরে কটিতটে স্তনাগ্র চূড়ায়
বাহুযুগে,—সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি তার চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্ব্বাঙ্গ চুম্বিল তার,—সেবকের মত
সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে,—ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মত রহিল পড়িয়া;—
অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়া!

ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি'
উঠিল অনঙ্গদেব।
সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমিপরে
জানু পাতি' বসি, নির্ব্বাক্ বিস্ময়ভরে

নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

১ মাঘ, ১৩০২।

গৃহ-শত্রু।

আমি একাকিনী যবে চলি রাজ পথে
নব-অভিসার সাজে,
নিশীথে নীরব নিখিল ভুবন,
না গাহে বিহগ, না চলে পবন,
মৌন সকল পৌর ভবন
সুপ্ত নগর মাঝে,
শুধু আমার নূপুর আমারি চরণে
বিমরি বিমরি বাজে;
অধীর মুখর শুনিয়া সে স্বর
পদে পদে মরি লাজে!

আমি চরণ শব্দ শুনিব বলিয়া
বসি বাতায়ন কাছে,—
অনিমেষ তারা নিবিড় নিশায়,
লহরীর লেশ নাহি যমুনায়,
জনহীন পথ আঁধারে মিশায়,
পাতাটি কাঁপে না গাছে;
শুধু আমারি উরসে আমারি হৃদয়
উলসি বিলসি নাচে,
উতলা পাগল করে কলরোল
বাঁধন টুটিলে বাঁচে।

আমি কুসুম শয়নে মিলাই সরমে,—
মধুর মিলন রাতি;
স্তব্ধ যামিনী ঢাকে চারিধার,
নির্ব্বাণ দীপ, রুদ্ধ দুয়ার,
শ্রাবণ গগন করে হাহাকার
তিমির শয়ন পাতি';
শুধু আমার মাণিক আমারি বক্ষে
জ্বালায়ে রেখেছে বাতি;
কোথায় লুকাই, কেমনে নিবাই
নিলাজ ভূষণ ভাতি।

আমি আমার গোপন মরমের কথা
রেখেছি মরম তলে।
মলয় কহিছে আপন কাহিনী,
কোকিল গাহিছে আপন রাগিণী,
নদী বহি চলে কাঁদি একাকিনী
আপনার কলকলে।
শুধু আমার কোলের আমারি বীণাটি
গীত ঝঙ্কার ছলে
যে কথা যখন করিব গোপন
সে কথা তখনি বলে।

১৫ই মাঘ, ১৩০২।

মরীচিকা।

কেন আসিতেছ মুগ্ধ মোর পানে ধেয়ে
ও গো দিকভ্রান্ত পান্থ, তৃষার্ত্ত নয়ানে
লুব্ধ বেগে! আমি যে তৃষিত তোমা চেয়ে!
আমি চির দিন থাকি এ মরু শয়ানে
সঙ্গীহারা। এ ত নহে পিপাসার জল,
এ ত নহে নিকুঞ্জের ছায়া,—পক্ক ফল
মধুরসে ভরা,—এ ত নহে উৎসধারে
সিঞ্চিত সরস স্নিগ্ধ নবীন শাদ্বল
নয়ন নন্দন শ্যাম। পল্লব মাঝারে
কোথায় বিহঙ্গ, কোথা মধুকর দল!
শুধু জেনো, একখানি বহ্নিসম শিখা
তপ্ত বাসনার তুলি আমার সম্বল,—
অনন্ত পিপাসা পটে এ কেবল লিখা
চির তৃষার্ত্তের স্বপ্ন মায়া-মরীচিকা।

১৬ই মাঘ, ১৩০২।

উৎসব।

মোর অঙ্গে অঙ্গে যেন আজি বসন্ত উদয়
কত পত্র পুষ্পময়!
যেন মধুপের মেলা গুঞ্জরিছে সারাবেলা,
হেলাভরে করে খেলা অলস মলয়।

ছায়া আলো অশ্রু হাসি নৃত্য গীত বীণা বাঁশি,
যেন মোর অঙ্গে আসি বসন্ত উদয়
কত পত্র পুষ্পময়!

তাই মনে হয় আমি আজি পরম সুন্দর,
আমি অমৃত-নির্ঝর!
সুখসিক্ত নেত্র মম শিশিরিত পুষ্পসম,
ওষ্ঠে হাসি নিরুপম মাধুরী-মন্থর।
মোর পুলকিত হিয়া সর্ব্বদেহে বিলসিয়া
বক্ষে উঠে বিকশিয়া পরম সুন্দর,
নব অমৃত নির্ঝর।

ওগো যে-তুমি আমার মাঝে নূতন নবীন
সদা আছ নিশিদিন
তুমি কি বসেছ আজি নব বরবেশে সাজি
কুন্তলে কুসুমরাজি অঙ্কে লয়ে বীণ?
ভরিয়া আরতি থালা জ্বালায়েছ দীপমালা
সাজায়েছ পুষ্প ডালা নূতন নবীন,
আজি বসন্তের দিন।

ওগো তুমি কি উতলাসম বেড়াইছ ফিরে
মোর হৃদয়ের তীরে?
তোমারি কি চারিপাশ কাঁপে শত অভিলাষ
তোমারি কি পট্টবাস উড়িছে সমীরে?
নব গান তব মুখে ধ্বনিছে আমার বুকে
উচ্ছ্বসিয়া সুখে দুখে হৃদয়ের তীরে
তুমি বেড়াইছ ফিরে!

আজি তুমি কি দেখিছ এই শোভা রাশি রাশি
ওগো মনোবনবাসী!
আমার নিঃশ্বাসবায় লাগিছে কি তব গায়?
বাসনার পুষ্প পা'য় পড়িছে কি আসি?
উঠিছে কি কলতান মর্ম্মর গুঞ্জর গান,
তুমি কি করিছ পান মোর সুধারাশি
ওগো মনোবনবাসী!

আজি এ উৎসব কলরব কেহ নাহি জানে,
শুধু আছে তাহা প্রাণে।
শুধু এ বক্ষের কাছে কি জানি কাহারা নাচে
সর্ব্বদেহ মাতিয়াছে শব্দহীন গানে।
যৌবন-লাবণ্যধারা অঙ্গে অঙ্গে পথহারা,
এ আনন্দ তুমি ছাড়া কেহ নাহি জানে,—
তুমি আছ মোর প্রাণে।

২২ মাঘ, ১৩০২।

প্রস্তর মূর্ত্তি।

হে নির্ব্বাক্ অচঞ্চল পাষাণ-সুন্দরী,
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি কত বর্ষ ধরি'
অনম্বরা অনাসক্তা চির একাকিনী
আপন সৌন্দর্য্য ধ্যানে দিবস যামিনী
তপস্যা-মগনা। সংসারের কোলাহল
তোমারে আঘাত করে নিয়ত নিষ্ফল,—
জন্ম মৃত্যু দুঃখ সুখ অস্ত অভ্যুদয়
তরঙ্গিত চারিদিকে চরাচরময়,
তুমি উদাসিনী! মহাকাল পদতলে
মুগ্ধনেত্রে ঊর্দ্ধমুখে রাত্রিদিন বলে
"কথা কও, কথা কও, কথা কও প্রিয়ে,
কথা কও, মৌন বধূ, রয়েছি চাহিয়ে!"
তুমি চির বাক্যহীনা, তব মহাবাণী
পাষাণে আবদ্ধ, ওগো সুন্দরী পাষাণী!

২৪ মাঘ, ১৩০২।

নারীর দান।

একদা প্রাতে কুঞ্জ তলে অন্ধবালিকা
পত্রপুটে আনিয়া দিল পুষ্প মালিকা।
কণ্ঠে পরি অশ্রু জল ভরিল নয়নে;
বক্ষে লয়ে চুমিনু তার স্নিগ্ধ বয়নে।
কহিনু তারে "অন্ধকারে দাঁড়ায়ে রমণী
কি ধন তুমি করিছ দান না জান আপনি!
পুষ্পসম অন্ধ তুমি অন্ধ বালিকা,
দেখনি নিজে মোহন কি যে তোমার মালিকা!"

২৫ মাঘ, ১৩০২।

জীবন দেবতা।

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম?
দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম!
কত যে বরণ, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসর শয়ন তব,—
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মূরতি নিত্যনব!

আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে!
লেগেছে কি ভাল হে জীবননাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার নর্ম্ম, আমার কর্ম্ম
তোমার বিজন বাসে?
বরষা শরতে বসন্তে শীতে
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সঙ্গীতে
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া
আপন সিংহাসনে?
মানস কুসুম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ
মম যৌবনবনে?

কি দেখিছ বঁধু মরম-মাঝারে
রাখিয়া নয়ন দুটি?
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি?
পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত
কত বারবার ফিরে গেছে নাথ,
অর্ঘ্যকুসুম ঝরে পড়ে গেছে
বিজন বিপিনে ফুটি।
যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার,
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি?
তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অশ্রুবারি!

এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ
যা কিছু আছিল মোর?
যত শোভা যত গান যত প্রাণ,
জাগরণ, ঘুমঘোর?
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্জে অভিসার-নিশা
আজি কি হয়েছে ভোর?
ভেঙ্গে দাও তবে আজিকার সভা,
আন নব রূপ, আন নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবন ডোরে।

২৯ মাঘ, ১৩০২।

রাত্রে ও প্রভাতে।

কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবন সুরা
ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি চেয়ে মোর আঁখিপরে
ধীরে পাত্র লয়েছ করে,

হেসে করিয়াছ পান চুম্বনভরা
সরস বিম্বাধরে,
কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
মধুর আবেশ ভরে।
তব অবগুণ্ঠন খানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি',
আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে, তোমার
কমল-কোমল পাণি।
ভাবে নিমীলিত তব যুগল নয়ন
মুখে নাহি ছিল বাণী!
আমি শিথিল করিয়া পাশ
খুলে দিয়েছিনু কেশরাশ,
তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি,
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখি,
হাসি-মুকুলিত মুখে,
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে
নবীন মিলন সুখে!

আজি নির্ম্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জ্জন নদীতীরে
স্নান অবসানে শুভ্রবসনা
চলিয়াছ ধীরে ধীরে!
তুমি বামকরে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্প রাজি,
দূরে দেবালয় তলে উষার রাগিণী
বাঁশিতে উঠিছে বাজি,
এই নির্ম্মলবায় শান্ত উষায়
জাহ্নবী তীরে আজি!
দেবি, তব সীঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদূর রেখা
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খ বলয়
তরুণ ইন্দুলেখা।
এ কি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি'
প্রভাতে দিয়েছ দেখা।
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরি,
প্রাতে কখন্ দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে!
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে
আজি নির্ম্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জ্জন নদীতীরে!

১ ফাল্গুন, ১৩০২।

১৪০০ শাল।

আজি হতে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে
আজি হতে শতবর্ষ পরে।
আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ—
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
আজিকার কোনো রক্তরাগ—
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব না পাঠাইতে
তোমাদের করে
আজি হতে শতবর্ষ পরে!
তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বসি বাতায়নে
সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি
ভেবে দেখো মনে—
এক দিন শতবর্ষ আগে
চঞ্চল পুলক রাশি কোন্ স্বর্গ হতে ভাসি
নিখিলের মর্ম্মে আসি লাগে,—
নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধন হীন
উন্মত্ত অধীর—
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণুগন্ধমাখা
দক্ষিণ সমীর,—
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা
যৌবনের রাগে
তোমাদের শতবর্ষ আগে!
সে দিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে
কবি এক জাগে,—

কত কথা, পুষ্প প্রায় বিকশি তুলিতে চায়
কত অনুরাগে
একদিন শতবর্ষ আগে!
আজি হতে শত বর্ষ পরে
এখন্ করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে?
আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে!
আমার বসন্তগান তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক্ ক্ষণতরে
হৃদয় স্পন্দনে তব, ভ্রমর গুঞ্জনে নব,
পল্লব মর্ম্মরে
আজি হতে শত বর্ষ পরে।

২ ফাল্গুন, ১৩০২।

—

দুরাকাঙ্ক্ষা।

কেন নিবে গেল বাতি?
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে
জাগিয়া বাসররাতি,
তাই নিবে গেল বাতি।

কেন ঝরে গেল ফুল?
আমি বক্ষে চাপিয়া ধরেছিনু তারে
চিন্তিত ভয়াকুল,
তাই ঝরে গেল ফুল।

কেন মরে গেল নদী?
আমি বাঁধ বাঁধি তারে চাহি ধরিবারে
পাইবারে নিরবধি—
তাই মরে গেল নদী।

কেন ছিঁড়ে গেল তার?
আমি অধিক আবেগে প্রাণপণ বলে
দিয়েছিনু ঝঙ্কার—
তাই ছিঁড়ে গেল তার।

৪ ফাল্গুন, ১৩০২।

—

প্রৌঢ়।

যৌবন নদীর স্রোতে তীব্র বেগভরে
এক দিন ছুটেছিনু; বসন্ত পবন
উঠেছিল উচ্ছ্বসিয়া;—তীর-উপবন
ছেয়েছিল কুঞ্জফুলে;—তরুশাখা পরে
গেয়েছিল পিককুল,—আমি ভাল করে'
দেখি নাই শুনি নাই কিছু—অনুক্ষণ
দুলেছিনু আলোড়িত তরঙ্গ শিখরে
মত্ত সন্তরণে। আজি দিবা অবসানে
সমাপ্ত করিয়া খেলা উঠিয়াছি তীরে
বসিয়াছি আপনার নিভৃত কুটীরে,—
বিচিত্র কল্লোল গীত পশিতেছে কানে,—
কত গন্ধ আসিতেছে সায়াহ্ন সমীরে;
বিস্মিত নয়ন মেলি হেরি শূন্য পানে
গগনে অনন্তলোক জাগে ধীরে ধীরে।

৭ ফাল্গুন, ১৩০২।

—

ধূলি।

অয়ি ধূলি, অতি তুচ্ছ, অয়ি দীনহীনা,
সকলের নিম্নে থাক নীচতম জনে
বক্ষে বাঁধিবার তরে;—সহি' সর্ব্ব ঘৃণা
কারে নাহি কর ঘৃণা। গৈরিক বসনে
হে ব্রতচারিণী তুমি সাজি উদাসীনা
বিশ্বজনে পালিতেছ আপন ভবনে।
নিজেরে গোপন করি', অয়ি বিমলিনা,
সৌন্দর্য্য বিকশি তোল বিশ্বের নয়নে;—
বিস্তারিছ কোমলতা, হে শুষ্ক কঠিনা,
হে দরিদ্রা, পূর্ণা তুমি রত্নে ধান্যে ধনে!
হে আত্মবিস্মৃতা, বিশ্ব-চরণ-বিলীনা,
বিস্মৃতেরে ঢেকে রাখ অঞ্চল বসনে।
নূতনেরে নির্ব্বিচারে কোলে লহ তুলি,
পুরাতনে বক্ষে ধর, হে জননী ধূলি!

১৫ ফাল্গুন, ১৩০২।

—

সিন্ধু পারে।

পউষ প্রখর শীতে জর্জ্জর, ঝিল্লি-মুখর রাতি ;
নিদ্রিত পুরী, নির্জ্জন ঘর, নির্ব্বাণ দীপ-বাতি।
অকাতর দেহে আছিনু মগন সুখ নিদ্রার ঘোরে,—
তপ্ত শয্যা প্রিয়ার মতন সোহাগে ঘিরেছে মোরে।
হেনকালে হায় বাহির হইতে কে ডাকিল মোর নাম,—
নিদ্রা টুটিয়া সহসা চকিতে চমকিয়া বসিলাম।
তীক্ষ্ণ শানিত তীরের মতন মর্ম্মে বাজিল স্বর,—
ঘর্ম্ম বহিল ললাট বহিয়া রোমাঞ্চ কলেবর।
ফেলি আবরণ, ত্যজিয়া শয়ন, বিরল-বসন বেশে
দুরু দুরু বুকে খুলিয়া দুয়ার বাহিরে দাঁড়ানু এসে।
দূর নদীপারে শূন্য শ্মশানে শৃগাল উঠিল ডাকি,
মাথার উপরে কেঁদে উড়ে গেল কোন্ নিশাচর পাখী।
দেখিনু দুয়ারে রমণীমূরতি অবগুণ্ঠনে ঢাকা,—
কৃষ্ণ অশ্বে বসিয়া রয়েছে, চিত্রে যেন সে আঁকা।
আরেক অশ্ব দাঁড়ায়ে রয়েছে পুচ্ছ ভূতল চুমে,
ধূম্রবরণ, যেন দেহ তার গঠিত শ্মশান ধূমে।
নড়িল না কিছু আমারে কেবল হেরিল আঁখির পাশে,
শিহরি শিহরি সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল ত্রাসে।
পাণ্ডু আকাশে খণ্ড চন্দ্র হিমানীর গ্লানি মাখা ;
পল্লবহীন বৃদ্ধ অশথ শিহরে নগ্ন শাখা।
নীরব রমণী অঙ্গুলি তুলি দিল ইঙ্গিত করি',—
মন্ত্রমুগ্ধ অচেতনসম চড়িনু অশ্ব' পরি।
বিদ্যুৎবেগে ছুটে যায় ঘোড়া,—বারেক চাহিনু পিছে,
ঘরদ্বার মোর বাষ্প সমান, মনে হল সব মিছে।
কাতর রোদন জাগিয়া উঠিল সকল হৃদয় ব্যেপে,
কণ্ঠের কাছে সুকঠিন বলে কে তারে ধরিল চেপে।
পথের দুধারে রুদ্ধ দুয়ারে দাঁড়ায়ে সৌধ সারি,
ঘরে ঘরে হায় সুখ শয্যায় ঘুমাইছে নরনারী।
নির্জ্জন পথ চিত্রিতবৎ, সাড়া নাই সারা দেশে।
রাজার দুয়ারে দুইটি প্রহরী ঢুলিছে নিদ্রাবেশে।
শুধু থেকে থেকে ডাকিছে কুকুর সুদূর পথের মাঝে,—
গম্ভীর স্বরে প্রাসাদ শিখরে প্রহর ঘণ্টা বাজে।

অফুরান পথ, অফুরান রাতি, অজানা নূতন ঠাঁই,
অপরূপ এক স্বপ্ন সমান, অর্থ কিছুই নাই।
কি যে দেখেছিনু মনে নাহি পড়ে, ছিল নাকো আগা গোড়া,—
লক্ষ্যবিহীন তীরের মতন ছুটিয়া চলেছে ঘোড়া।
চরণে তাদের শব্দ বাজে না, উড়ে নাকো ধূলিরেখা,
কঠিন ভূতল নাই যেন কোথা, সকলি বাষ্পে লেখা।
মাঝে মাঝে যেন চেনা চেনা মত মনে হয় থেকে থেকে,—
নিমেষ ফেলিতে দেখিতে না পাই কোথা পথ যায় বেঁকে।
মনে হল মেঘ, মনে হল পাখী, মনে হল কিশলয়,
ভাল করে যেই দেখিবারে যাই মনে হল কিছু নয়।
দুই ধারে এ কি প্রাসাদের সারি ? অথবা তরুর মূল ?
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল ?
মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি রমণীর অবগুণ্ঠিত মুখে,—
নীরব নিদয় বসিয়া রয়েছে, প্রাণ কেঁপে ওঠে বুকে !
ভয়ে ভুলে যাই দেবতার নাম, মুখে কথা নাহি ফুটে ;
হুহু রবে বায়ু বাজে দুই কানে ঘোড়া চলে যায় ছুটে' !

চন্দ্র যখন অস্তে নামিল তখনো রয়েছে রাতি,
পূর্ব্বদিকের অলস নয়নে মেলিছে রক্ত ভাতি।
জনহীন এক সিন্ধু পুলিনে অশ্ব থামিল আসি,—
সমুখে দাঁড়ায়ে কৃষ্ণ শৈল গুহামুখ পরকাশি'।
সাগরে না শুনি জল কলরব না গাহে উষার পাখী,
বহিল না মৃদু প্রভাত পবন বনের গন্ধ মাখি।
অশ্ব হইতে নামিল রমণী, আমিও নামিনু নীচে,
আঁধার ব্যাদান গুহার মাঝারে চলিনু তাহার পিছে।
ভিতরে খোদিত উদার প্রাসাদ শিলাস্তম্ভ পরে,
কনক শিকলে সোনার প্রদীপ দুলিতেছে থরে থরে।
ভিত্তির কায়ে পাষাণ মূর্ত্তি চিত্রিত আছে কত,
অপরূপ পাখী, অপরূপ নারী, লতাপাতা নানা মত।
মাঝখানে আছে চাঁদোয়া খাটানো, মুক্তা ঝালরে গাঁথা,—
তারি তলে মণি-পালঙ্ক পরে অমল শয়ন পাতা।
তারি দুই ধারে ধূপাধার হতে উঠিছে গন্ধধূপ,
সিংহবাহিনী নারীর প্রতিমা দুই পাশে অপরূপ।
নাহি কোনো লোক, নাহিক প্রহরী, নাহি হেরি দাস দাসী।
গুহাগৃহতলে তিলেক শব্দ হয়ে উঠে রাশি রাশি।
নীরবে রমণী আবৃত বদনে বসিলা শয্যাপরে,
অঙ্গুলি তুলি ইঙ্গিত করি' পাশে বসাইল মোরে।
হিম হয়ে এল সর্ব্ব শরীর শিহরি উঠিল প্রাণ ;—
শোণিত প্রবাহে ধ্বনিতে লাগিল ভয়ের ভীষণ তান।

সহসা বাজিয়া বাজিয়া উঠিল দশ দিকে বীণা বেণু,
মাথার উপরে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িল পুষ্প রেণু।
দ্বিগুণ আভায় জলিয়া উঠিল দীপের আলোক রাশি,—
ঘোমটা ভিতরে হাসিল রমণী মধুর উচ্চ হাসি।
সে হাসি ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিল বিজন বিপুল ঘরে,—
শুনিয়া চমকি ব্যাকুল হৃদয়ে কহিলাম যোড় করে,—
"আমি যে বিদেশী অতিথি, আমায় ব্যথিয়ো না পরিহাসে,
কে তুমি নিদয় নীরব ললনা কোথায় আনিলে দাসে" !

অমনি রমণী কনক দণ্ড আঘাত করিল ভূমে,
আঁধার হইয়া গেল সে ভবন রাশি রাশি ধূপ ধূমে।
বাজিয়া উঠিল শতেক শঙ্খ হুলু কলরব সাথে,—
প্রবেশ করিল বৃদ্ধ বিপ্র ধান্য দূর্ব্বা হাতে।
পশ্চাতে তার বাঁধি দুই সার কিরাত নারীর দল
কেহ বহে মালা, কেহবা চামর, কেহ বা তীর্থ জল।
নীরবে সকলে দাঁড়ায়ে রহিল,—বৃদ্ধ আসনে বসি
নীরবে গণনা করিতে লাগিল গৃহতলে খড়ি কসি'।
আঁকিতে লাগিল কত না চক্র, কত না রেখার জাল,
গণনার শেষে কহিল, "এখন হয়েছে লগ্ন কাল!"
শয়ন ছাড়িয়া উঠিলা রমণী বদন করিয়া নত,
আমিও উঠিয়া দাঁড়াইনু পাশে মন্ত্র চালিত মত।
নারীগণ সবে ঘেরিয়া দাঁড়াল একটি কথা না বলি,
দোঁহাকার মাথে ফুলদল সাথে বরষি লাজাঞ্জলি।
পুরোহিত শুধু মন্ত্র পড়িল আশিষ করিয়া দোঁহে,—
কি ভাষা কি কথা কিছু না বুঝিনু, দাঁড়ায়ে রহিনু মোহে।
অজানিত বধূ নীরবে সঁপিল - শিহরিয়া কলেবর—
হিমের মতন মোর করে, তার তপ্ত কোমল কর।

চলি গেল ধীরে বৃদ্ধ বিপ্র ;—পশ্চাতে বাঁধি সার
গেল নারীদল মাথায় কক্ষে মঙ্গল-উপচার।
শুধু এক সখী দেখাইল পথ হাতে লয়ে দীপখানি,—
মোরা দোঁহে পিছে চলিনু তাহার, কারো মুখে নাহি বাণী!
কত না দীর্ঘ আঁধার কক্ষ সভয়ে হইয়া পার
সহসা দেখিনু সমুখে কোথায় খুলে গেল এক দ্বার।
কি দেখিনু ঘরে কেমনে কহিব হয়ে যায় মনোভুল,
নানা বরণের আলোক সেথায়, নানা বরণের ফুল।
কনকে রজতে রতনে জড়িত বসন বিছানো কত!
মণি বেদিকায় কুসুম শয়ন স্বপ্ন-রচিত মত।
পাদপীঠ পরে চরণ প্রসারি' শয়নে বসিলা বধূ—
আমি কহিলাম—"সব দেখিলাম, তোমারে দেখিনি শুধু" !

চারিদিক হতে বাজিয়া উঠিল শত কৌতুক হাসি!
শত ফোয়ারায় উছসিল যেন পরিহাস রাশি রাশি।
সুধীরে রমণী দুবাহু তুলিয়া—অবগুণ্ঠন খানি
উঠায়ে ধরিয়া মধুর হাসিল মুখে না কহিয়া বাণী।
চকিত নয়ানে হেরি মুখপানে পড়িনু চরণ তলে—
"এখানেও তুমি জীবন দেবতা" ! কহিনু নয়ন জলে!
সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি সেই সুধাভরা আঁখি,—
চির দিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চির দিন দিল ফাঁকি!
খেলা করিয়াছে নিশি দিন মোর সব সুখে সব দুখে,
এ অজানাপুরে দেখা দিল পুন সেই পরিচিত মুখে!
অমল কোমল চরণ কমলে চুমিনু বেদনাভরে—
বাধা না মানিয়া ব্যাকুল অশ্রু পড়িতে লাগিল ঝরে' ;—
অপরূপ তানে ব্যথা দিয়ে প্রাণে বাজিতে লাগিল বাঁশি।
বিজন বিপুল ভবনে রমণী হাসিতে লাগিল হাসি!

২০শে ফাল্গুন, ১৩০২।

মালিনী।

—:০:—

প্রথম দৃশ্য।

রাজান্তঃপুর।

মালিনী। কাশ্যপ।

কাশ্যপ। ত্যাগ কর, বৎসে, ত্যাগ কর, সুখ আশা,
দুঃখ ভয়! দূর কর বিষয় পিপাসা!
ছিন্ন কর সংসার বন্ধন! পরিহর
প্রমোদ প্রলাপ চঞ্চলতা? চিত্তে ধর
ধ্রুবশান্ত সুনির্ম্মল প্রজ্ঞার আলোক
রাত্রিদিন;—মোহ শোক পরাভূত হোক্!

মালিনী। ভগবন্ রুদ্ধ আমি, নাহি হেরি চোখে;
সন্ধ্যায় মুদ্রিতদল পদ্মের কোরকে
আবদ্ধ ভ্রমরী,—স্বর্ণ রেণু রাশি মাঝে
মৃত জড়প্রায়! তবু কানে এসে বাজে
মুক্তির সঙ্গীত, তুমি কৃপা কর যবে।

কাশ্যপ। আশীর্ব্বাদ করিলাম, অবসান হবে
বিভাবরী,—জ্ঞানসূর্য্য-উদয়-উৎসবে
জাগ্রত এ জগতের জয় জয় রবে
শুভলগ্নে সুপ্রভাতে হবে উদ্ঘাটন
পুষ্প কারাগার তব! সেই মহাক্ষণ
এসেছ নিকটে! আমি তবে চলিলাম
তীর্থ পর্য্যটনে!

মালিনী। লহ দাসীর প্রণাম!

(কাশ্যপের প্রস্থান)

মহাক্ষণ আসিয়াছে! অন্তর চঞ্চল
যেন বারিবিন্দু সম করে টলমল
পদ্মদলে। নেত্র মুদি' শুনিতেছি কানে
আকাশের কোলাহল; কাহারা কে জানে
কি করিছে আয়োজন আমারে ঘিরিয়া,
আসিতেছে যাইতেছে ফিরিয়া ফিরিয়া
অদৃশ্য মুরতি! কভু বিদ্যুতের মত
চমকিছে আলো; বায়ুর তরঙ্গ যত
শব্দ করি করিছে আঘাত। বাণা সম
কি যেন বাজিছে আজি অন্তরেতে মম
বারম্বার– কিছু আমি নারি বুঝিবারে
জগতে কাহারা আজি ডাকিছে আমারে!

রাজমহিষীর প্রবেশ।

মহিষী। মা গো মা, কি করি তোরে লয়ে! ওরে বাছা,
এ সব কি সাজে তোরে কভু, এই কাঁচা
নবীন বয়সে? কোথা গেল বেশভূষা
কোথা আভরণ? আমার সোনার উষা
স্বর্ণপ্রভাহীনা; এও কি চোখের পরে
সহ্য হয় মা'র?

মালিনী। কখনো রাজার ঘরে
জন্মে না কি ভিখারিণী? দরিদ্রের কুলে
তুই যে মা জন্মেছিস্ সে কি গেলি ভুলে
রাজেশ্বরী? তোর সে বাপের দরিদ্রতা
জগৎ বিখ্যাত, বল্ মা সে যাবে কোথা?
তাই আমি ধরিয়াছি অলঙ্কার সম
তোমার বাপের দৈন্য সর্ব্ব অঙ্গে মম
মা আমার!

মহিষী। ও গো, আপন বাপের গর্ব্বে
আমার বাপেরে দাও খোঁটা? তাই গর্ভে
ধরেছিনু তোরে, ওরে অহঙ্কারী মেয়ে?
জানিস্, আমার পিতা তোর পিতা চেয়ে
শত গুণে ধনী, তাই ধন রত্ন মানে
এত তাঁর হেলা!

মালিনী। সে ত সকলেই জানে।
যে দিন পিতৃব্য তব, পিতৃধন লোভে
বঞ্চিলেন পিতারে তোমার, মনক্ষোভে
ছাড়িলেন গৃহ তিনি! সর্ব্ব ধন জন
সম্পদ সহায় করিলেন বিসর্জন

অকাতর মনে ; শুধু সযত্নে আনিলা
পৈতৃক দেবতা মূর্ত্তি, শালগ্রাম শিলা,
দরিদ্র কুটীরে। সেই তাঁর ধর্ম্মখানি
মোর জন্মকালে মোরে দিয়েছ মা আনি
আর কিছু নহে! থাক্ না মা সর্ব্বক্ষণ
তব পিতৃভবনের দরিদ্রের ধন
তোমারি কন্যার হৃদে! আমার পিতার
যা কিছু ঐশ্বর্য্য আছে ধনরত্ন ভার
থাক্ রাজপুত্র তরে!

মহিষী। কে তোমারে বোঝে
মা আমার! কথা শুনে জানি না কেন যে
চক্ষে আসে জল! যে দিন আসিলি কোলে
বাক্যহীন মূঢ় শিশু, ক্রন্দন কল্লোলে
মায়েরে ব্যাকুল করি, কে জানিত তবে
সেই ক্ষুদ্র মুগ্ধ মুখ এত কথা কবে
দুই দিন পরে! থাকি তোর মুখ চেয়ে,
ভয়ে কাঁপে বুক! ও মোর সোনার মেয়ে
এ ধর্ম্ম কোথায় পেলি কি শাস্ত্র বচন?
আমার পিতার ধর্ম্ম সে ত পুরাতন
অনাদি কালের! কিন্তু মাগো, এ যে তব
সৃষ্টি ছাড়া বেদছাড়া ধর্ম্ম অভিনব
আজিকার গড়া! কোথা হতে ঘরে আসে
বিধর্ম্মী সন্যাসী? দেখে' আমি মরি ত্রাসে!
কি মন্ত্র শিখায় তারা, সরল হৃদয়
জড়ায় মিথ্যার জালে? লোকে না কি কয়
বৌদ্ধেরা পিশাচপন্থী, যাদু বিদ্যা জানে,
প্রেতসিদ্ধ তারা! মোর কথা লহ কানে
বাছারে আমার!—ধর্ম্ম কি খুঁজিতে হয়?
সূর্য্যের মতন ধর্ম্ম চির জ্যোতির্ম্ময়
চিরকাল আছে! ধর তুমি সেই ধর্ম্ম,
সরল সে পথ! লহ ব্রত ক্রিয়া কর্ম্ম
ভক্তি ভরে! শিবপূজা কর দিনযামী,
বর মাগি' লহ, বাছা তাঁরি মত স্বামী!
সেই পতি হবে তোর সমস্ত দেবতা,
শাস্ত্র হবে তাঁরি বাক্য, সরল এ কথা।
শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতেরা মরুক্ ভাবিয়া
সত্যাসত্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তাকর্ম্ম ক্রিয়া
অনুস্বার চন্দ্রবিন্দু লয়ে! পুরুষের
দেশভেদে কালভেদে প্রতি দিবসের
স্বতন্ত্র নূতন ধর্ম্ম ; সদা হাহা করে'
ফিরে তারা শান্তি লাগি' সন্দেহ সাগরে,
শাস্ত্র লয়ে করে কাটাকাটি! রমণীর
ধর্ম্ম থাকে বক্ষে কোলে চির দিন স্থির
পতিপুত্ররূপে!

রাজার প্রবেশ।

রাজা। কন্যা, ক্ষান্ত হও এবে,
কিছু দিন তরে! উপরে আসিছে নেবে
ঝটিকার মেঘ!

মহিষী। কোথা হতে মিথ্যা ভয়
আনিয়াছ মহারাজ?

রাজা। বড় মিথ্যা নয়!
হায়রে অবোধ মেয়ে, নবধর্ম্ম যদি
ঘরেতে আনিতে চাস্, সে কি বর্ষানদী
একেবারে তট ভেঙ্গে হইবে প্রকাশ
দেশ বিদেশের দৃষ্টিপথে? লজ্জা ত্রাস
নাহি তার? আপনার ধর্ম্ম আপনারি,
থাকে যেন সঙ্গোপনে, সর্ব্বনরনারী
দেখে' যেন নাহি করে দ্বেষ, পরিহাস
না করে কঠোর! ধর্ম্মেরে রাখিতে চাস্
রাখ্ মনে মনে!

মহিষী। ভর্ৎসনা করিছ কেন
বাছারে আমার মহারাজ? কত যেন
অপরাধী! কি শিক্ষা শিখাতে এলে আজ
রাজনীতি কুটীলতা? লুকায়ে করিবে কাজ,
ধর্ম্ম দিবে চাপা! সে মেয়ে আমার নয়!
সাধু সন্ন্যাসীর কাছে উপদেশ লয়,
শুনে পুণ্য কথা, করে সজ্জনের সেবা,
আমি ত বুঝি না তাহে দোষ দিবে কেবা,
ভয় বা কাহারে!

রাজা। মহারাণী প্রজাগণ,
ক্ষুব্ধ অতিশয়। চাহে তারা নির্ব্বাসন
মালিনীর?

মহিষী। কি বলিলে! নির্ব্বাসন কারে!
মালিনীরে? মহারাজ, তোমার কন্যারে?

রাজা। ধর্ম্মনাশ আশঙ্কায় ব্রাহ্মণের দল
এক হয়ে—

মহিষী। ধর্ম্ম জানে ব্রাহ্মণে কেবল?
আর ধর্ম্ম নাই? তাদেরি পুঁথিতে লেখা
সর্ব্বসত্য, অন্য কোথা নাহি তার রেখা
এ বিশ্বসংসারে? ব্রাহ্মণেরা কোথা আছে
ডেকে নিয়ে এস! আমার মেয়ের কাছে
শিখে নিক্ ধর্ম্ম কারে বলে! ফেলে দিক্
কীটে কাটা ধর্ম্ম তার ধিক্, ধিক্ ধিক্!
ওরে বাছা, আমি লব নব মন্ত্র তোর,
আমি ছিন্ন করে দেব জীর্ণ শাস্ত্র তোর
ব্রাহ্মণের! তোমারে পাঠাবে নির্ব্বাসনে?
নিশ্চিন্ত রয়েছ মহারাজ? ভাব মনে
এ কন্যা তোমার কন্যা, সামান্য বালিকা,
ওগো তাহা নহে! এ যে দীপ্ত অগ্নিশিখা!
আমি কহিলাম আজ শুনি' লহ কথা—
এ কন্যা মানবী নহে, এ কোন্ দেবতা,
এসেছে তোমার ঘরে! করিয়ো না হেলা,
কোন্ দিন অকস্মাৎ ভেঙ্গে দিয়ে খেলা
চলে যাবে—তখন করিবে হাহাকার—
রাজ্যধন সব দিয়ে পাইবে না আর!

মালিনী। প্রজাদের পূরাও প্রার্থনা! মহাক্ষণ
এসেছে নিকটে! দাও মোরে নির্ব্বাসন
পিতা!

রাজা। কেন বৎসে, পিতার ভবনে তোর
কি অভাব? বাহিরের সংসার কঠোর
দয়াহীন, সে কি বাছা পিতৃমাতৃক্রোড়?

মালিনী। শোন পিতা,—যারা চাহে নির্ব্বাসন মোর
তারা চাহে মোরে! ওগো মা, শোন্ মা কথা!
বোঝাতে পারিনে মোর চিত্ত ব্যাকুলতা!
আমারে ছাড়িয়া দে মা বিনা দুঃখ শোকে,
শাখা হতে চ্যুত পত্রসম! সর্ব্বলোকে
যাব আমি—রাজদ্বারে মোরে যাচিয়াছে
বাহির সংসার! জানি না কি কাজ আছে,
আসিয়াছে মহাক্ষণ!

রাজা। ওরে শিশুমতি
কি কথা বলিস!

মালিনী। পিতা তুমি নরপতি
রাজার কর্ত্তব্য কর! জননি আমার,
আছে তোর পুত্র কন্যা, এ ঘর সংসার,
আমারে ছাড়িয়া দে মা! বাঁধিস্‌নে আর
স্নেহপাশে!

মহিষী। শোন কথা শোন একবার!
বাক্য নাহি সরে মুখে, চেয়ে তোর পানে
রয়েছি বিস্মিত! হাঁ গো, জন্মিলি যেখানে
সেখানে কি স্থান নাই তোর? মা আমার,
তুই কি জগৎলক্ষ্মী, জগতের ভার
পড়েছে কি তোরি পরে? নিখিল সংসার
তুই বিনা মাতৃহীনা, যাবি তারি কাছে
নূতন আদরে;—আমাদের মা কে আছে
তুই চলে গেলে?

মালিনী। আমি স্বপ্ন দেখি জেগে,
শুনি নিদ্রা ঘোরে, যেন বায়ু বহে বেগে,
নদীতে উঠিছে ঢেউ, রাত্রি অন্ধকার,
নৌকাখানি তীরে বাঁধা—কে করিবে পার,
কর্ণধার নাই—গৃহহীন যাত্রী সবে
বসে আছে নিরাশ্বাস—মনে হয় তবে
আমি যেন যেতে পারি—আমি যেন জানি
তীরের সন্ধান—মোর স্পর্শে নৌকাখানি
পাবে যেন প্রাণ—যাবে যেন আপনার
পূর্ণ বলে;—কোথা হতে বিশ্বাস আমার
এল মনে? রাজকন্যা আমি,—দেখি নাই
বাহির সংসার—বসে আছি এক ঠাঁই
জন্মাবধি, চতুর্দ্দিকে সুখের প্রাচীর,
আমারে কে করে দেয় ঘরের বাহির
কে জানে গো! বন্ধ কেটে দাও মহারাজ,
ও গো ছেড়ে দে মা, কন্যা আমি নহি আজ,
নহি রাজসুতা,—যে মোর অন্তরবাসী
অগ্নিময়ী মহাবাণী, সেই শুধু আমি!

মহিষী। শুনিলে ত মহারাজ? এ কথা কাহার?
শুনিয়া বুঝিতে নারি! এ কি বালিকার?

এই কি তোমার কন্যা ? আমি কি আপনি
ইহারে ধরেছি গর্ভে ?

রাজা। যেমন রজনী
উষারে জনম দেয়! কন্যা জ্যোতির্ম্ময়ী
রজনীর কেহ নহে, সে যে বিশ্বজয়ী
বিশ্বে দেয় প্রাণ!

মহিষী। মহারাজ তাই বলি,
খুঁজে দেখ কোথা আছে মায়ার শিকলি
যাহে বাঁধা পড়ে' যায় আলোক প্রতিমা।
(কন্যার প্রতি) মুখে খুলে পড়ে কেশ, একি বেশ! ছি মা!
আপনারে এত অনাদর! আয় দেখি
ভাল করে বেঁধে দিই! লোকে বলিবে কি
দেখে তোরে?—নির্ব্বাসন! এই যদি হয়
ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের—তবে হোক্ মা উদয়
নব ধর্ম্ম—শিখে নিক্ তোরি কাছ হতে
বিপ্রগণ! দেখি মুখ, আয় মা আলোতে!

(মহিষী ও মালিনীর প্রস্থান। সেনাপতির প্রবেশ।)

সেনাপতি। মহারাজ, বিদ্রোহী হয়েছে প্রজাগণ
ব্রাহ্মণ বচনে। তারা চায় নির্ব্বাসন
রাজকুমারীর।

রাজা। যাও তবে সেনাপতি
সামন্ত নৃপতি সবে আন দ্রুতগতি!

(রাজা ও সেনাপতির প্রস্থান।)

—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দির প্রাঙ্গণে ব্রাহ্মণগণ।

ব্রাহ্মণগণ। নির্ব্বাসন, নির্ব্বাসন, রাজ দুহিতার
নির্ব্বাসন!

ক্ষেমঙ্কর। বিপ্রগণ, এই কথা সার!
এ সংকল্প দৃঢ় রেখো মনে! জেনো ভাই
অন্য অরি নাহি ডরি নারীরে ডরাই!
তার কাছে অস্ত্র যায় টুটে; পরাহত
তর্কযুক্তি, বাহুবল করে শির নত—
নিরাপদে হৃদয়ের মাঝে করে বাস
রাক্ষসীসম-মনোহর মহা সর্ব্বনাশ!

চারুদত্ত। চল সবে রাজদ্বারে, বল, "রক্ষ রক্ষ
মহারাজ, আর্য্যধর্ম্মে করিতেছে লক্ষ্য
তব নীড় হতে সর্প!

সুপ্রিয়। ধর্ম্ম? মহাশয়,
মূঢ়ে উপদেশ দেহ ধর্ম্ম কারে কয়!
ধর্ম্ম নির্দ্দোষীর নির্ব্বাসন?

চারুদত্ত। তুমি দেখি
কুলশত্রু বিভীষণ! সকল কাজে কি
বাধা দিতে আছ?

সোমাচার্য্য। মোরা ব্রাহ্মণ সমাজে
একত্রে মিলেছি সবে ধর্ম্মরক্ষা কাজে;
তুমি কোথা হতে এসে মাঝে দিলে দেখা
অতিশয় সুনিপুণ বিচ্ছেদের রেখা,
সূক্ষ্ম সর্ব্বনাশ!

সুপ্রিয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম সত্যাসত্য
কে করে বিচার! আপন বিশ্বাসে মত্ত
করিয়াছ স্থির, শুধু দল বেঁধে সবে
সত্যের মীমাংসা হবে, শুধু উচ্চ-রবে?
যুক্তি কিছু নহে?

চারুদত্ত। দম্ভ তব অতিশয়
হে সুপ্রিয়!

সুপ্রিয়। প্রিয়ম্বদ, মোর দম্ভ নয়;—
আমি অজ্ঞ অতি—দম্ভ তারি যে আজিকে
শতার্থক শাস্ত্র হতে ছুটো কথা শিখে
নিষ্পাপ নিরপরাধী রাজকুমারীরে
টানিয়া আনিতে চাহে ঘরের বাহিরে
ভিক্ষুকের পথে,—তাঁর শাস্ত্রে মোর শাস্ত্রে
দু অক্ষর প্রভেদ বলিয়া!

ক্ষেমঙ্কর। বচনাস্ত্রে
কে পারে তোমারে বন্ধুবর!

সোমাচার্য্য। দূর করে
দাও সুপ্রিয়েরে! বিপ্রগণ কর ওরে
সভার বাহির!

চারুদত্ত। মোরা নির্ব্বাসন চাহি
রাজকুমারীর। যার অভিমত নাহি
যাক্ সে বাহিরে!

ক্ষেমঙ্কর। ক্ষান্ত হও বন্ধুগণ!

স্থপ্রিয়। ভ্রমক্রমে আমারে করেছ নির্ব্বাচন
ব্রাহ্মণমণ্ডলী! আমি নহি একজন
তোমাদের ছায়া! প্রতিধ্বনি নহি আমি
শাস্ত্রবচনের! যে শাস্ত্রের অনুগামী
এ ব্রাহ্মণ, সে শাস্ত্রে কোথাও লেখে নাই
শক্তি যার ধর্ম্ম তার! (ক্ষেমঙ্করের প্রতি)
চলিলাম ভাই!
আমারে বিদায় দাও!

ক্ষেমঙ্কর। দিব না বিদায়!
তর্কে শুধু দ্বিধা তব, কাজের বেলায়
দৃঢ় তুমি পর্ব্বতের মত! বন্ধু মোর,
জান না কি আসিয়াছে দুঃসময় ঘোর
আজ মৌন থাক!

স্থপ্রিয়। বন্ধু, জন্মেছে ধিক্কার!
মূঢ়তার দুর্ব্বিনয় নাহি সহে আর!
যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম্ম ব্রত উপবাস
এই শুধু ধর্ম্ম বলে করিবে বিশ্বাস
নিঃসংশয়ে? বালিকারে দিয়া নির্ব্বাসনে
সেই ধর্ম্ম রক্ষা হবে? ভেবে দেখ মনে
মিথ্যারে সে সত্য বলি করেনি প্রচার,—
সেও বলে সত্য ধর্ম্ম, দয়া ধর্ম্ম তার,
সর্ব্বজীবে প্রেম;—সর্ব্বধর্ম্মে সেই সার,—
তার বেশি যাহা আছে, প্রমাণ কি তার!

ক্ষেমঙ্কর। স্থির হও ভাই! মূল ধর্ম্ম এক বটে,
বিভিন্ন আধার! জল এক, ভিন্ন তটে
ভিন্ন জলাশয়। আমার যে সরোবরে
মিটাই পিপাসা পিতৃপিতামহ ধরে'
সেথা যদি অকস্মাৎ নব জলোচ্ছ্বাস
বন্যার মতন আসে, ভেঙ্গে করে নাশ
তটভূমি তার,—সে উচ্ছ্বাস হলে গত
বাঁধ-ভাঙ্গা সরোবরে জলরাশি যত
বাহির হইয়া যাবে। তোমার অন্তরে
উৎস আছে, প্রয়োজন নাহি সরোবরে,—
তাই বলে ভাগ্যহীন সর্ব্বজনতরে
সাধারণ জলাশয় রাখিবে না তুমি,—
পৈতৃক কালের বাঁধা দৃঢ় তটভূমি,
বহুদিবসের প্রেমে সতত লালিত
সৌন্দর্য্যের শ্যামলতা, সযত্নপালিত
পুরাতন ছায়াতরুগুলি, পিতৃধর্ম্ম,
প্রাণপ্রিয় প্রথা, চির-আচরিত কর্ম্ম,
চির পরিচিত নীতি? হারায়ে চেতন
সত্য জননীর কোলে নিদ্রায় মগন
কত মূঢ় শিশু, নাহি জানে জননীরে,—
তাদের চেতনা দিতে মাতার শরীরে
কোরোনা আঘাত! ধৈর্য্য সদা রাখ, সখে
ক্ষমা কর ক্ষমাযোগ্য জনে, জ্ঞানালোকে
আপন কর্ত্তব্য কর!

স্থপ্রিয়। তব পথগামী
চিরদিন এ অধীন। রেখে দিব আমি
তব বাক্য শিরে করি! যুক্তি-সূচি পরে
সংসার কর্ত্তব্য ভার কভু নাহি ধরে!

উগ্রসেনের প্রবেশ।

উগ্রসেন। কার্য্যসিদ্ধ ক্ষেমঙ্কর! হয়েছে চঞ্চল
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনে রাজসৈন্যদল,
আজি বাঁধ ভাঙ্গে ভাঙ্গে!

সোমাচার্য্য। সৈন্যদল!

চারুদত্ত। সে কি!
এ কি কাণ্ড, ক্রমে এ যে বিপরীত দেখি
বিদ্রোহের মত!

সোমাচার্য্য। এতদূর ভাল নয়
ক্ষেমঙ্কর!

চারুদত্ত। ধর্ম্মবলে ব্রাহ্মণের জয়,
বাহুবলে নহে! যজ্ঞ যাগে সিদ্ধি হবে;
দ্বিগুণ উৎসাহভরে এস বন্ধু সবে
করি মন্ত্র পাঠ। শুদ্ধাচারে যোগাসনে
ব্রহ্মতেজ করি উপার্জ্জন! এক মনে
পূজি ইষ্টদেবে!

সোমাচার্য্য। তুমি কোথা আছ দেবি,
সিদ্ধিদাত্রী জগদ্ধাত্রী! তব পদ সেবি'
ব্যর্থকাম কভু নাহি হবে ভক্তজন!
তুমি কর নাস্তিকের দর্প সংহরণ

সশরীরে—প্রত্যক্ষ দেখায়ে দাও আজি
বিশ্বাসের বল! সংহারের বেশে সাজি
এখনি দাঁড়াও সর্ব্ব সম্মুখেতে আসি
মুক্তকেশে খড়্গহস্তে, অট্টহাস হাসি'
পাষণ্ডদলনী! এস সবে এক প্রাণ
ভক্তিভরে সমস্বরে করহ আহ্বান
প্রলয় শক্তিরে।

ব্রাহ্মণগণ। (সমস্বরে) সবে করযোড়ে যাচি—
আয় মা প্রলয়ঙ্করী!

মালিনীর প্রবেশ।

মালিনী। আমি আসিয়াছি!
(ক্ষেমঙ্কর ও সুপ্রিয় ব্যতীত সমস্ত ব্রাহ্মণের
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

সোমাচার্য্য। এ কি দেবী, এ কি বেশ? দয়াময়ী এ যে
এসেছেন ম্লানবস্ত্রে নরকন্যা সেজে!
এ কি অপরূপ রূপ! এ কি স্নেহজ্যোতি
নেত্রযুগে? এ ত নহে সংহার মূরতি!
কোথা হতে এলে মাতঃ? কি ভাবিয়া মনে,
কি করিতে কাজ?

মালিনী। আসিয়াছি নির্ব্বাসনে,
তোমরা ডেকেছ বলে' ও গো বিপ্রগণ।

সোমাচার্য্য। নির্ব্বাসন! স্বর্গ হ'তে দেব-নির্ব্বাসন
ভক্তের আহ্বানে!

চারুদত্ত। হায়, কি করিব মাতঃ!
তোমার সহায় বিনা আর রহে না ত
এ ভ্রষ্ট সংসার!

মালিনী। আমি ফিরিব না আর!
জানিতাম, জানিতাম তোমাদের দ্বার
মুক্ত আছে মোর তরে! আমারি লাগিয়া
আছ বসে। তাই আমি উঠেছি জাগিয়া
সুখ সম্পদের মাঝে, তোমরা যখন
সবে মিলি যাচিলে আমার নির্ব্বাসন
রাজদ্বারে।

ক্ষেমঙ্কর। রাজকন্যা?

সকলে। রাজার দুহিতা!

সুপ্রিয়। ধন্য ধন্য!

মালিনী। আমারে করেছ নির্ব্বাসিতা?
তাই আজি মোর গৃহ তোমাদের ঘরে!
তবু একবার মোরে বল সত্য করে
সত্যই কি আছে কোন প্রয়োজন মোরে,
চাহ কি আমায়? সত্যই কি নাম ধরে
বাহির সংসার হতে ডেকেছিলে সবে
আপন নির্জ্জন ঘরে বসে ছিনু যবে
সমস্ত জগৎ হতে অতিশয় দূরে
শত ভিত্তি অন্তরালে রাজ অন্তঃপুরে
একাকী বালিকা! তবে সে ত স্বপ্ন নয়!
তাই ত কাঁদিয়াছিল আমার হৃদয়
না বুঝিয়া কিছু!

চারুদত্ত। এস মা জননী,
শত চিত্ত শতদলে দাঁড়াও অমনি
করুণামাখানো মুখে!

মালিনী। আসিয়াছি আজ—
প্রথমে শিখাও মোরে কি করিব কাজ
তোমাদের জন্য! লভিয়াছি রাজকুলে,
রাজকন্যা আমি,—কখনো গবাক্ষ খুলে
চাহিনি বাহিরে; দেখি নাই এ সংসার
বৃহৎ বিপুল,—কোথায় কি ব্যথা তার
জানি না ত কিছু! শুনিয়াছি দুঃখময়
বসুন্ধরা, সে দুঃখের লব পরিচয়
তোমাদের সাথে!

দেবদত্ত। ভাসি নয়নের জলে
মা তোমার কথা শুনে।

সকলে। আমরা সকলে
পাষণ্ড পামর!

মালিনী। আজি মোর মনে হয়
অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়—
যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা,
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা
যত দুঃখ যেথা আছে সকলের পরে
অনন্ত প্রবাহে!—দেখ দেখ নীলাম্বরে
মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ পেয়েছে প্রকাশ!
কি বৃহৎ লোকালয়—কি শান্ত আকাশ—

এক জ্যোৎস্না বিস্তারিয়া সমস্ত জগৎ
কে নিল কুড়ায়ে বক্ষে—ওই রাজপথ,
ওই গৃহশ্রেণী, ওই উদার মন্দির—
স্তব্ধচ্ছায়া তরুরাজি—দূরে নদীতীর,
বাজিছে পূজার ঘণ্টা—আশ্চর্য্য পুলকে
পূরিছে আমার অঙ্গ—জল আসে চোখে,
কোথা হ'তে এনু আমি আজি জ্যোৎস্নালোকে
তোমাদের এ বিস্তীর্ণ সর্ব্বজন-লোকে!

চারুদত্ত। তুমি বিশ্বদেবী!

সোমাচার্য্য। ধিক্ পাপ রসনায়!
শত ভাগে ফাটিয়া গেল না বেদনায়,—
চাহিল তোমার নির্ব্বাসন!

দেবদত্ত। চল সবে
বিপ্রগণ, জননীরে জয় জয় রবে
রেখে আসি রাজগৃহে!

সমবেত কণ্ঠে। জয় জননীর!
জয় মা লক্ষ্মীর! জয় করুণাময়ীর!

(মালিনীকে ঘিরিয়া লইয়া সুপ্রিয় ক্ষেমঙ্কর ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

ক্ষেমঙ্কর। দূর হোক্, মোহ দূর হোক্! কোথা যাও
হে সুপ্রিয়?

সুপ্রিয়। ছেড়ে দাও, মোরে ছেড়ে দাও!

ক্ষেমঙ্কর। স্থির হও! তুমিও কি, বন্ধু, অন্ধভাবে
জনস্রোতে সর্ব্বনাশে ভেসে চলে যাবে?

সুপ্রিয়। এ কি স্বপ্ন ক্ষেমঙ্কর?

ক্ষেমঙ্কর। স্বপ্নে মগ্ন ছিলে
এতক্ষণ,—এখন সবলে চক্ষু মিলে
জেগে চেয়ে দেখ!

সুপ্রিয়। মিথ্যা তব স্বর্গধাম,
মিথ্যা দেব দেবী ক্ষেমঙ্কর - ভ্রমিলাম
বৃথা এ সংসারে এতকাল! পাই নাই
কোন তৃপ্তি কোন শাস্ত্রে, অন্তর সদাই
কেঁদেছে সংশয়ে! আজ আমি লভিয়াছি
ধর্ম্ম মোর, হৃদয়ের বড় কাছাকাছি!
সবার দেবতা তব, শাস্ত্রের দেবতা
আমার দেবতা নহে! প্রাণ তার কোথা,
আমার অন্তর মাঝে কই কহে কথা,
কি প্রশ্নের দেয় সে উত্তর—কি ব্যথায়
দেয় সে সান্ত্বনা! আজি, তুমি কে আমার
জীবন-তরণী পরে রাখিলে চরণ
সমস্ত জড়তা তার করিয়া হরণ
এ কি গতি দিলে তারে! এতদিন পরে
এ মর্ত্ত্যধরণী মাঝে মানবের ঘরে
পেয়েছি দেবতা মোর!

ক্ষেমঙ্কর। হায় হায় সখে,
আপন হৃদয় যবে ভুলায় কুহকে
আপনারে, বড় ভয়ঙ্কর সে সময়—
শাস্ত্র হয় ইচ্ছা আপনার, ধর্ম্ম হয়
আপন কল্পনা! এই জ্যোৎস্নাময়ী নিশি
যে সৌন্দর্য্যে দিকে দিকে রহিয়াছে মিশি
ইহাই কি চিরস্থায়ী? কাল প্রাতঃকালে
শত লক্ষ ক্ষুধাগুলা শত কর্ম্মজালে
ঘিরিবে না ভবসিন্ধু—মহা কোলাহলে
হবে না কঠিন রণ বিশ্ব রণস্থলে?
তখন্ এ জ্যোৎস্নাসুপ্তি স্বপ্নমায়া বলে
মনে হবে—অতি ক্ষীণ, অতি ছায়াময়!
যে সৌন্দর্য্যমোহ তব ঘিরেছে হৃদয়,
সেও সেই জ্যোৎস্নাসম—ধর্ম্ম বল তারে?
একবার চক্ষু মেলি চাও চারিধারে
কত দুঃখ, কত দৈন্য, বিকট নিরাশা!—
ওই ধর্ম্মে মিটাইবে মধ্যাহ্ন পিপাসা
তৃষ্ণাতুর জগতের? সংসারের মাঝে
ওই তব ক্ষীণ মোহ লাগিবে কি কাজে?
খর রৌদ্রে দাঁড়াইয়া রণরঙ্গ ভূমে
তখনো কি মগ্ন হয়ে রবে এই ঘুমে
ভুলে রবে স্বপ্নধর্ম্মে—আর কিছু নাহি?
নহে সখে!

সুপ্রিয়। নহে নহে!

ক্ষেমঙ্কর। তবে দেখ চাহি
সম্মুখে তোমার! বন্ধু, আর রক্ষা নাই!
এবার লাগিল অগ্নি! পুড়ে হবে ছাই
পুরাতন অট্টালিকা, উন্নত উদার,
সমস্ত ভারতখণ্ড কক্ষে কক্ষে যার,

হয়েছে মানুষ! এখনো যে দুনয়নে
স্বপ্ন লেগে আছে তব!
খাণ্ডব দহনে
সমস্ত বিহঙ্গকুল গগনে গগনে
উড়িয়া ফিরিয়াছিল করুণ ক্রন্দনে
স্বর্গ সমাচ্ছন্ন করি'—বক্ষে রক্ষণীয়
অক্ষম শাবকগণে স্মরি! হে সুপ্রিয়,
নানা স্বর্গ হতে আসি আশঙ্কা-ব্যাকুল
ফিরিছেন শূন্যে শূন্যে আর্ত্ত কলস্বরে
আসন্ন সঙ্কটাতুর ভারতের পরে!
তবু স্বপ্নে মগ্ন সখে!
দেখ মনে স্মরি,
আর্য্যধর্ম্ম মহাদুর্গ এ তীর্থ নগরী
পুণ্য কাশী। দ্বারে হেথা কে আছে প্রহরী?
সে কি আজ স্বপ্নে রবে কর্ত্তব্য পাশরি
শত্রু যবে সমাগত, রাত্রি অন্ধকার,
মিত্র যবে গৃহদ্রোহী, পৌর পরিবার
নিশ্চেতন!—হে সুপ্রিয়, তুলে চাও আঁখি!
কথা কও! বল তুমি, আমারে একাকী
ফেলিয়া কি চলে যাবে মায়ার পশ্চাতে
বিশ্বব্যাপী এ দুর্য্যোগে, প্রলয়ের রাতে?

সুপ্রিয়। কভু নহে, কভু নহে! নিদ্রাহীন চোখে
দাঁড়াইব পার্শ্বে তব!

ক্ষেমঙ্কর। শুন তবে, সখে,
আমি চলিলাম!

সুপ্রিয়। কোথা যাবে?

ক্ষেমঙ্কর। দেশান্তরে।
হেথা কোন আশা নাই আর! ঘরে পরে
ব্যাপ্ত হয়ে গেছে বহ্নি! বাহির হইতে
রক্তস্রোত মুক্ত করি হবে নিবাইতে!
যাই, সৈন্য আনি!

সুপ্রিয়। হেথাকার সৈন্যগণ
রয়েছে প্রস্তুত!

ক্ষেমঙ্কর। মিথ্যা আশা! এতক্ষণ
মুগ্ধ পঙ্গপালসম তারাও সকলে
দগ্ধপক্ষ পড়িয়াছে সর্ব্ব দলে বলে
হুতাশনে! জয়ধ্বনি ওই শুনা যায়!
উন্মত্তা নগরী আজি ধর্ম্মের চিতায়
জ্বালায় উৎসবদীপ!

সুপ্রিয়। যদি যাবে ভাই,
প্রবাসে কঠিন পথে, আমি সঙ্গে যাই!

ক্ষেমঙ্কর। তুমি কোথা যাবে বন্ধু? তুমি হেথা থেকো
সদা সাবধানে; সকল সংবাদ রেখো
রাজভবনের। লিখো পত্র। দেখো সখে,
তুমিও ভুলো না শেষে নূতন কুহকে,
ছেড়োনা আমায়! মনে রেখো সর্ব্বক্ষণ
প্রবাসী বন্ধুরে!

সুপ্রিয়। সখে, কুহক নূতন,
আমি ত নূতন নহি! তুমি পুরাতন,
আর আমি পুরাতন।

ক্ষেমঙ্কর। দাও আলিঙ্গন!

সুপ্রিয়। প্রথম বিচ্ছেদ আজি! ছিনু চিরদিন
এক সাথে। বক্ষে বক্ষে বিরহবিহীন
চলেছিনু দোঁহে—আজ তুমি কোথা যাবে,
আমি কোথা রব!

ক্ষেমঙ্কর! আবার ফিরিয়া পাবে
বন্ধুরে তোমার! শুধু মনে ভয় হয়
আজি বিপ্লবের দিন বড় দুঃসময়;—
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ধ্রুব বন্ধচয়,
ভ্রাতারে আঘাত করে ভ্রাতা, বন্ধু হয়
বন্ধুর বিরোধী। বাহিরিনু অন্ধকারে,
অন্ধকারে ফিরিয়া আসিব গৃহদ্বারে;
দেখিব কি দীপ জ্বালি বসি আছ ঘরে
বন্ধু মোর? সেই আশা রহিল অন্তরে!

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুরে মহিষী।

মহিষী। এখানেও নাই! মাগো, কি হবে আমার!
কেবলি এমন করে কত দিন আর
চোখে চোখে রাখি তারে, ভয়ে ভয়ে থাকি,
রজনীতে ঘুম ভেঙ্গে নাম ধরে ডাকি,

জেগে জেগে উঠি! চোখের আড়াল হলে
মনে শঙ্কা হয় কোথা গেল বুঝি চলে
আমার সে স্বপ্ন স্বরূপিনী! যাই, খুঁজি,
কোথা সে লুকায়ে আছে!
(প্রস্থান।)

যুবরাজের সহিত রাজার প্রবেশ।

রাজা। অবশেষে বুঝি
দিতে হল নির্ব্বাসন!

যুবরাজ। না দেখি উপায়!
ত্বরা যদি নাহি কর রাজ্য তবে যায়
মহারাজ! সৈন্যগণ নগরপ্রহরী
হয়েছে বিদ্রোহী। স্নেহ মোহ পরিহরি
কর্ত্তব্য সাধন কর—দাও মালিনীরে
অবিলম্বে নির্ব্বাসন!

রাজা। ধীরে, বৎস, ধীরে!
দিব তারে নির্ব্বাসন,—পুরাব প্রার্থনা—
সাধিব কর্ত্তব্য মোর!—মনে করিয়োনা
বৃদ্ধ আমি মোহমুগ্ধ, অন্তর দুর্ব্বল,
রাজধর্ম্ম তুচ্ছ করি ফেলি অশ্রুজল।

মহিষীর পুনঃ প্রবেশ।

মহিষী। মহারাজ, মহারাজ, বল সত্য করে
কোথা লুকায়েছ তারে কাঁদাইতে মোরে?
কোথায় সে?

রাজা। কে মহিষী?

মহিষী। মালিনী আমার?

রাজা। কোথায় সে? চলে গেছে? নাই ঘরে তার?

মহিষী। ওগো নাই! যাও তুমি সৈন্যদল লয়ে
খোঁজ তারে পথে পথে আলয়ে আলয়ে,
কর ত্বরা! ওগো তারে করিয়াছে চুরি
তোমার প্রজারা মিলে! নিষ্ঠুর চাতুরী
তাহাদের! দূর করে দাও সর্ব্বজনে!
শূন্য করে দাও এ নগরী, যতক্ষণে
ফিরে নাহি দেয় মালিনীরে?

রাজা। গেছে চলে?
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি ফিরাইব কোলে
কোলের কন্যারে মোর! রাজ্যে ধিক্ থাক্!
ধিক্ ধর্ম্মহীন রাজনীতি! ডাক্, ডাক্
সৈন্যদলে! (যুবরাজের প্রস্থান।)

(মালিনীকে লইয়া সৈন্যগণ ও প্রজাগণের মশাল ও সমারোহ সহকারে প্রবেশ।)

ব্রাহ্মণগণ। জয় জয় শুভ্র পুণ্যরাশি,
বিগ্রহিণী দয়া!

মহিষী। (ছুটিয়া গিয়া) ওমা, ওমা, সর্ব্বনাশী,
ও রাক্ষসী মেয়ে, আমার হৃদয়বাসী
নির্দ্দয় পাষাণী, এক পল করি না গো
বুকের বাহির—তবু ফাঁকি দিয়ে মা গো
কোথা গিয়েছিলি?

প্রজাগণ। কোরো না গো তিরস্কার
মহারাণী! আমাদের ঘরে একবার
গিয়েছিল আমাদের মাতা।

চারু। কেহ নই
আমরা কি, ও গো রাণী? দেবী দয়াময়ী
শুধু তোমাদেরি?

দেবদত্ত। ফিরে ত এনেছি পুনঃ
পুণ্যবতী প্রাসাদ লক্ষ্মীরে!

সোমাচার্য্য। মা গো শুন
আমাদের ভুলিয়ো না আর! মাঝে মাঝে
শুনি যেন শ্রীমুখের বাণী, শুভকাজে
পাই আশীর্ব্বাদ; তা হলে পরাণ তরী
পথ পাবে পারাবারে ধ্রুবতারা ধরি
যাবে মুক্তিপারে!

মালিনী। তোমরা যেয়োনা দূরে
এসেছ যাহারা। প্রতিদিন রাজপুরে
দেখা দিয়ে যেয়ো! সকলেরে এনো ডাকি,
সবারে দেখিতে চাহি আমি! হেথা থাকি
রব আমি তোমাদেরি ঘরে পুরবাসী!

সকলে। মোরা আজি ধন্য সবে - ধন্য আজি কাশী!
(প্রস্থান।)

মালিনী। ওগো পিতা, আজ আমি হয়েছি সবার!
কি আনন্দ উচ্ছ্বসিল, জয়জয়কার
উঠিল ধ্বনিয়া যবে, সহস্র হৃদয়
মুহূর্ত্তে বিদীর্ণ করি!

রাজা। কি সৌন্দর্য্যময়
আর্জিকার ছবি! সমুদ্র মন্থনে যবে
লক্ষ্মী উঠিলেন তাঁরে ঘেরি কলরবে
মাতিল উন্মাদ নৃত্যে উর্ম্মিগুলি সবে,
সেই মত উচ্ছ্বসিত জন পারাবার,
মাঝে তুমি লোকলক্ষ্মী মাতা!

মালিনী। মা আমার
এ প্রাচীরে মোরে আর নারিবে লুকাতে
তব অন্তঃপুরে আমি আনিয়াছি সাথে
সর্ব্বলোক,—দেহ নাই মোর, বাধা নাই,
আমি যেন এ বিশ্বের প্রাণ!

মহিষী। থাক তাই,
বিশ্বপ্রাণ হয়ে! আপন করিয়া সবে
থাক মা'র কাছে! বাহিরে যেতে না হবে,
হেথা নিয়ে আয় তোর বৃহৎ সংসার,
মাতা কন্যা দোঁহে মিলি সেবা করি তার!
অনেক হয়েছে রাত, বোস্ মা এখানে,
শান্ত কর আপনারে—জ্বলিছে নয়ানে
উদ্দীপ্ত প্রাণের জ্যোতি নিদ্রার আরাম
দগ্ধ করি'! একটুকু কর মা বিশ্রাম!

মালিনী। (মাতাকে আলিঙ্গন করিয়া)
মাগো, শ্রান্ত এবে আমি! কাঁপিতেছে দেহ!
কোথা গিয়েছিনু চলে ছাড়ি মার স্নেহ
প্রকাণ্ড পৃথিবী মাঝে! মাগো, নিদ্রা আন্
চক্ষে মোর! ধীরে ধীরে কর তুই গান
শিশুকালে শুনিতাম যাহা! আজি মোর
চক্ষে আসিতেছে জল, বিষাদের ঘোর
ঘনাইছে প্রাণে!

মহিষী। বসুগণ, রুদ্রগণ,
বিশ্বদেবগণ, সবে করহ রক্ষণ
কন্যারে আমার! মর্ত্ত্যলোক, স্বর্গলোক
হও অনুকূল—শুভ হোক্, শুভ হোক্
কন্যার আমার! হে আদিত্য, হে পবন,
করি প্রণিপাত, সর্ব্ব দিক্‌পালগণ
কর দূর মালিনীর সর্ব্ব অকল্যাণ!—
দেখিতে দেখিতে আহা শ্রান্ত দুনয়ান
মুদিয়া এসেছে ঘুমে! আহা, মরে যাই,
দূর হোক্ দূর হোক্ সকল বালাই!—
ভয়ে অঙ্গ কাঁপে মোর! কন্যার তোমার
এ কি খেলা মহারাজ? সমস্ত সংসার
খেলার সামগ্রী তার,—তারে রেখে' দিবে
আপনার গৃহকোণে, ঘুম পাড়াইবে
পদ্মহস্ত পরশিয়া ললাটে তাহার!
অবাক্ হয়েছি দেখে' কাণ্ড বালিকার!
যেমন খেলেনা খানি, তেমনি এ খেলা!
মহারাজ, সাবধান হও এই বেলা!
নব ধর্ম্ম, নব ধর্ম্ম, কারে বল তুমি
কে আনিল নবধর্ম্ম, কোথা তার ভূমি
আকাশ কুসুম? কোন্ মন্ত্রতার স্রোতে
ভেসে এল—কন্যারে মায়ের কোল হতে
টানিয়া লইয়া যায়—ধর্ম্ম বলে তায়?
তুমিও দিয়োনা যোগ কন্যার খেলায়
মহারাজ! বলে দাও, গ্রহবিপ্রগণ
করুক্ সকলে মিলে শান্তি স্বস্ত্যয়ন
দেবার্চ্চনা। স্বয়ম্বর সভা আন ডেকে'
মালিনীর তরে। মনোমত বর দেখে'
খেলা ভেঙ্গে' যোগ্য কণ্ঠে দিক্ বরমালা—
দূর হবে নবধর্ম্ম, জুড়াইবে জ্বালা!

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজ উপবন।

মালিনী। পরিচারিকাবর্গ। সুপ্রিয়।

মালিনী। হায়, কি বলিব! তুমিও কি মোর দ্বারে
আসিয়াছ দ্বিজোত্তম? কি দিব তোমারে?
কি তর্ক করিব? কি শাস্ত্র দেখাব আনি?
তুমি যাহা নাহি জান, আমি কি তা জানি?

সুপ্রিয়। শাস্ত্র সাথে তর্ক করি, নহে তোমা সনে!
সভার পণ্ডিত আমি তোমার চরণে
বালকের মত। দেবি, লহ মোর ভার,
যে পথে লইয়া যাবে, জীবন আমার
সাথে যাবে, সর্ব্ব তর্ক করি পরিহার,
নীরব ছায়ার মত দীপ বর্ত্তিকার!

মালিনী। হে ব্রাহ্মণ, চলে যায় সকল ক্ষমতা
তুমি যবে প্রশ্ন কর, নাহি পাই কথা!
বড়ই বিস্ময় লাগে মনে! হে সুপ্রিয়,
মোর কাছে কি জানিতে এসেছে তুমিও!
সুপ্রিয়। জানিবার কিছু নাই, নাহি চাহি জ্ঞান!
সব শাস্ত্র পড়িয়াছি, করিয়াছি ধ্যান
শত তর্ক শত মত। ভুলাও, ভুলাও,
যত জানি সব জানা দূর করে দাও!
পথ আছে শতলক্ষ, শুধু আলো নাই
ওগো দেবী জ্যোতির্ম্ময়ী—তাই আমি চাই
একটি আলোক রেখা উজ্জল সুন্দর
তোমার অন্তর হতে!
মালিনী। হায় বিপ্রবর,
যত তুমি চাহিতেছ আমি যেন তত
আপনারে হেরিতেছি দরিদ্রের মত!
যে দেবতা মর্ম্মে মোর বজ্রালোক হানি
বলেছিল একদিন বিস্ময়ময়ী বাণী
সে আজি কোথায় গেল। সে দিন, ব্রাহ্মণ,
কেন তুমি আসিলে না—কেন এতক্ষণ
সন্দেহে রহিলে দূরে? বিশ্বে বাহিরিয়া
আজি মোর জাগে ভয়—কেঁপে ওঠে হিয়া,
কি করিব কি বলিব বুঝিতে না পারি—
মহাধর্ম্ম-তরণীর বালিকা কাণ্ডারী
নাহি জানি কোথা যেতে হবে! মনে হয়
বড় একাকিনী আমি, সহস্র সংশয়,
বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ,
নানা প্রাণী, দিব্যজ্ঞান ক্ষণপ্রভাবৎ
ক্ষণিকের তরে আসে। তুমি মহাজ্ঞানী
হবে কি সহায় মোর?
সুপ্রিয়। বহু ভাগ্য মানি
যদি চাহ মোরে!
মালিনী। মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ
রুদ্ধ করে দেয় যেন সমস্ত প্রবাহ
অন্তরের—অকারণ অশ্রুজলে ভাসে
দুনয়ন কি জানি কি বেদনায়! অকস্মাৎ
আপনার পরে যেন পড়ে দৃষ্টিপাত—
সহস্র লোকের মাঝে, সেই দুঃসময়ে
তুমি মোর বন্ধু হবে? মন্ত্রগুরু হয়ে
দিবে নবপ্রাণ?
সুপ্রিয়। প্রস্তুত রাখিব নিত্য
এ ক্ষুদ্র জীবন! আমার সকল চিত্ত
সবল নির্ম্মল করি', বুদ্ধি করি' শান্ত
সমর্পণ করি দিব নিয়ত একান্ত
তব কাজে!

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। প্রজাগণ দরশন যাচে!
মালিনী। আজ নহে, আজ নহে! সকলের কাছে
মিনতি আমার! আজি মোর কিছু নাহি!
রিক্ত চিত্ত মাঝে মাঝে ভরিবারে চাহি—
বিশ্রাম প্রার্থনা করি ঘুচাতে জড়তা!
(প্রতিহারীর প্রস্থান)
(সুপ্রিয়ের প্রতি) যে কথা শুনাতেছিলে কহ সেই কথা,
আপন কাহিনী। শুনিয়া বিস্ময় লাগে,
নূতন বারতা পাই, নব দৃশ্য জাগে
চক্ষে মোর। তোমাদের সুখ দুঃখ যত,
গৃহের বারতা সব আত্মীয়ের মত
সকলি প্রত্যক্ষ যেন জানিবারে পাই।
ক্ষেমঙ্কর বান্ধব তোমার?
সুপ্রিয়। বন্ধু, ভাই,
প্রভু। সূর্য্য সে আমার, আমি তার রাহু,
আমি তার মহামোহ; বলিষ্ঠ সে বাহু,
আমি তাহে লৌহ পাশ! বাল্যকাল হতে
দৃঢ় সে অটল চিত্ত, সংশয়ের স্রোতে
আমি ভাসমান। তবু সে নিয়ত মোরে
বন্ধুমোহে বক্ষোমাঝে রাখিয়াছে ধরে
প্রবল অটল প্রেমপাশে, নিঃসন্দেহে
বিনা পরিতাপে; চন্দ্রমা যেমন স্নেহে
সহাস্যে বহন করে কলঙ্ক অক্ষয়
অনন্ত ভ্রমণ পথে। ব্যর্থ নাহি হয়
বিধির নিয়ম কভু; লৌহময় তরী
হোক্‌না যতই দৃঢ়, যদি রাখে ধরি

বক্ষতলে ক্ষুদ্র ছিদ্রটিরে,— একদিন
সঙ্কট সমুদ্রমাঝে উপায়বিহীন
ডুবিতে হইবে তারে! বন্ধু চিরন্তন,
তোমারে ডুবাব আমি, ছিল এ লিখন!

মালিনী। ডুবায়েছ তারে?

সুপ্রিয়। দেবি, ডুবায়েছি তারে!
জীবনের সব কথা বলেছি তোমারে,
শুধু সেই কথা আছে বাকি!
যেই দিন
বিদ্বেষ উঠিল গর্জ্জি দয়াধর্ম্মহীন,
তোমারে ঘেরিয়া চারিদিকে,—একাকিনী
দাঁড়াইয়া পূর্ণ মহিমায়, কি রাগিণী
বাজাইলে! বংশীরবে যেন মন্ত্রাহত
বিদ্রোহ করিল আমি ফণা অবনত
তব পদতলে। শুধু বিপ্র ক্ষেমঙ্কর
রহিল পাষাণচিত্ত, অটল অন্তর।
একদা ধরিয়া কর কহিল সে মোরে
"বন্ধু, আমি চলিলাম দূর দেশান্তরে!
আনিয়া বিদেশী সৈন্য বরুণার কূলে
নব ধর্ম্ম উৎপাটন করিব সমূলে
পুণ্য কাশি হতে!"—চলি গেল রিক্ত হাতে
অজ্ঞাত ভুবনে! শুধু লয়ে গেল সাথে
আমার হৃদয়, আর, প্রতিজ্ঞা কঠোর।
তার পরে জান তুমি কি ঘটিল মোর!
লভিলাম যেন আমি নব জন্ম ভূমি
যে দিন এ শুষ্ক চিত্তে বরষিলে তুমি
সুধাবৃষ্টি! "সর্ব্ব জীবে দয়া"—জানে সবে
অতি পুরাতন কথা—তবু এই ভবে
এই কথা বসি আছে লক্ষ বর্ষ ধরি
সংসারের পরতীরে! তারে পার করি'
তুমি আজি আনিয়াছ সোনার তরীতে
সবার ঘরের দ্বারে! হৃদয় অমৃতে
স্তন্যদান করিয়াছ সে দেব শিশুরে,
লয়েছে সে নবজন্ম মানবের পুরে
তোমারে মা বলে!—স্বর্গ আছে কোন্ দূরে
কোথায় দেবতা—কেবা সে সংবাদ জানে!
শুধু জানি বলি দিয়া আত্ম অভিমানে
বাসিতে হইবে ভালো—বিশ্বের বেদনা
আপন করিতে হবে,—যে কিছু বাসনা
শুধু আপনার তরে তাই দুঃখময়!
যজ্ঞে যাগে তপস্যায় কভু মুক্তি নয়—
মুক্তি শুধু বিশ্বকাজে! ফিরে গিয়ে ঘরে
সে নিশীথে কাঁদিয়া কহিনু উচ্চস্বরে—
—বন্ধু বন্ধু কোথা গেছ বহু বহু দূরে
অসীম ধরণীতলে মরিতেছ ঘুরে!—
ছিনু তার পত্র আশে—পত্র নাহি পাই
না জানি সংবাদ! আমি শুধু আসি যাই
রাজগৃহ মাঝে;—চারিদিকে দৃষ্টি রাখি,
শুধাই বিদেশী জনে, ভয়ে ভয়ে থাকি—
নাবিক যেমন দেখে চকিত নয়নে
সমুদ্রের মাঝে—গগনের কোন্ কোণে
ঘনাইছে ঝড়!—এলো ঝড় অবশেষে
একখানি ছোট পত্র রূপে। লিখেছে সে—
রত্নবতী নগরীর রাজগৃহ হতে
সৈন্য লয়ে আসিছে সে, শোণিতের স্রোতে
ভাসাইতে নবধর্ম্ম—ভিড়াইতে তীরে
পিতৃধর্ম্ম মগ্নপ্রায়, রাজকুমারীরে
প্রাণদণ্ড দিতে!—প্রচণ্ড আঘাতে সেই
ছিঁড়িল প্রাচীন পাশ এক নিমেষেই!
রাজারে দেখানু পত্র। মৃগয়ার ছলে
গোপনে গেছেন রাজা সৈন্যদলবলে
আক্রমিতে তারে! আমি হেথা লুটাতেছি
পৃথ্বিতলে—আপনার মর্ম্মে ফুটাতেছি
দন্ত আপনার!

মালিনী। হায়, কেন তুমি তারে
আসিতে দিলে না হেথা মোর গৃহদ্বারে
সৈন্যসাথে? এ ঘরে সে প্রবেশিত আসি
পূজ্য অতিথির মত—সুচির প্রবাসী
ফিরিত স্বদেশে তার!

রাজার প্রবেশ।

রাজা। এস আলিঙ্গনে
হে সুপ্রিয়! গিয়েছিনু অনুকূল ক্ষণে

বার্ত্তা পেয়ে। বন্দী করিয়াছি ক্ষেমঙ্করে
বিনা ক্লেশে। তিলেক বিলম্ব হ'লে পরে
সুপ্তরাজগৃহ শিরে বজ্র ভয়ঙ্কর
পড়িত ঝঞ্ঝনি', জাগিবার অবসর
পেতেম না কভু! এস আলিঙ্গনে মম
বান্ধব, আত্মীয় তুমি!

সুপ্রিয়। ক্ষম মোরে ক্ষম
মহারাজ!

রাজা। শুধু নহে শূন্য আত্মীয়তা
প্রিয়বন্ধু! মনে আনিয়োনা হেন কথা
শুধু রাজ-আলিঙ্গনে পুরস্কার তব!
কি ঐশ্বর্য্য চাহ? কি সম্মান অভিনব
করিব সৃজন তোমাতরে? কহ মোরে!

সুপ্রিয়। কিছু নহে, কিছু নহে, খাব ভিক্ষা করে
দ্বারে দ্বারে!

রাজা। সত্য কহ, রাজ্য খণ্ড লবে?

সুপ্রিয়। রাজ্যে ধিক্ থাক্!

রাজা। অহো! বুঝিলাম তবে
কোন্ পণ চাহ জিনিবারে, কোন্ চাঁদ
পেতে চাও হাতে? ভাল, পূরাইব সাধ,
দিলাম অভয়! কোন্ অসম্ভব আশা
আছে মনে, খুলে বল! কোথা গেল ভাষা!—
বেশি দিন নহে, বিপ্র, সে কি মনে পড়ে
এই কন্যা মালিনীর নির্ব্বাসন তরে
অগ্রবর্ত্তী ছিলে তুমি; আজি আরবার
করিবে কি সে প্রার্থনা? রাজ দুহিতার
নির্ব্বাসন পিতৃগৃহ হতে? সাধনার
অসাধ্য কিছুই নাই—বাঞ্ছা সিদ্ধ হবে—
ভরসা বাঁধহ বক্ষোমাঝে!—শুন তবে—
জীবন-প্রতিমে বৎসে—যে তোমার প্রাণ
রক্ষা করিয়াছে—সেই বিপ্র গুণবান্
সুপ্রিয় সবার প্রিয়, প্রিয় দরশন,
তারে—

সুপ্রিয়। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও হে রাজন্!
অয়ি দেবি, আজন্মের ভক্তি উপহারে
পেয়েছে আপন ঘরে ইষ্ট দেবতারে
কত অকিঞ্চন,—তেমনি পেতেম যদি
আমার দেবীরে—রহিতাম নিরবধি
ধন্য হয়ে! রাজহস্ত হ'তে পুরস্কার!
কি করেছি? আশৈশব বন্ধুত্ব আমার
করেছি বিক্রয়—আজি তারি বিনিময়ে
লয়ে যাব শিরে করি আপন আলয়ে
পরিপূর্ণ সার্থকতা? তপস্যা করিয়া
মাগিব পরম সিদ্ধি জন্মান্ত ধরিয়া—
জন্মান্তরে পাই যদি তবে তাই হোক্—
বন্ধুর বিশ্বাস ভাঙ্গি সপ্ত স্বর্গ লোক
চাহিনা লভিতে! পূর্ণকাম তুমি দেবী,
আপনার অন্তরের মহত্ত্বেরে সেবি'
পেয়েছ অনন্ত শান্তি,—আমি দীন হীন
পথে পথে ফিরে মরি অতৃপ্ত অধীন
শ্রান্ত নিজভারে! আর কিছু চাহিব না—
দিতেছ নিখিলময় যে শুভকামনা
মনে করে অভাগারে তারি এক কণা
দিয়ো মনে মনে!

মালিনী। ওরে রমণীর মন
কোথা বক্ষোমাঝে বসে করিস্ ক্রন্দন
মধ্যাহ্নে নির্জ্জন নীড়ে প্রিয়বিরহিতা
কপোতীর প্রায়?—কি করেছ বল পিতা
বন্দীর বিচার?

রাজা। প্রাণ দণ্ড হবে তার।

মালিনী। ক্ষমা কর—একান্ত এ প্রার্থনা আমার
তব পদে!

রাজা। রাজদ্রোহী, ক্ষমিব তাহারে
বৎসে?

সুপ্রিয়। কে কার বিচার করে এ সংসারে!
সে কি চেয়েছিল তব সসাগরা মহী
মহারাজ? সে জানিত তুমি ধর্ম্মদ্রোহী,
তাই সে আসিতেছিল তোমার বিচার
করিতে আপন বলে! বেশি বল যার
সেই বিচারক! সে যদি জিনিত আজি
দৈবক্রমে—সে বসিত বিচারক সাজি
তুমি হতে অপরাধী!

মালিনী। রাখ প্রাণ তার
মহারাজ! তার পরে স্মরি উপকার
হিতৈষী বন্ধুরে তব যাহা ইচ্ছা দিয়ো
লবে সে আদর করি।

রাজা। কি বল সুপ্রিয়?
বন্ধুরে করিব বন্ধু দান?

সুপ্রিয়। চিরদিন
স্মরণে রহিবে তব অনুগ্রহ ঋণ
নরপতি!

রাজা। কিন্তু তার পূর্ব্বে একবার
দেখিব পরীক্ষা করি বীরত্ব তাহার।
দেখিব মরণভয়ে টলে কি না টলে
কর্ত্তব্যের বল! মহত্বের শিখা জ্বলে
নক্ষত্রের মত,—দীপ নিবে যায় ঝড়ে,
তারা নাহি নিবে!—সে কথা হইবে পরে।
তোমার বন্ধুরে তুমি পাবে, মাঝখানে
উপলক্ষ্য আমি! সে দানে তৃপ্তি না মানে
মন!—আরো দিব!—পুরস্কার বলে' নয়,—
রাজার হৃদয় তুমি করিয়াছ জয়—
সেথা হতে লহ তুলি' রত্ন সর্ব্বোত্তম
হৃদয়ের!—কন্যা, কোথা ছিল এ সরম
এত দিন! বালিকার লজ্জাভয় শোক
দূর করি দীপ্তি পেত অম্লান আলোক
দুঃসহ উজ্জ্বল। কোথা হতে এল আজ
অশ্রুবাষ্পে ছলছল কম্পমান্ লাজ—
যেন দীপ্ত হোম-হুতাশন শিখা ছাড়ি
সদ্য বাহিরিয়া এল স্নিগ্ধ সুকুমারী
দ্রুপদদুহিতা! (সুপ্রিয়ের প্রতি) উঠ, ছাড় পদতল!
বৎস, বক্ষে এস! সুখ করিছে বিহ্বল
দুর্ব্বর দুঃখেরি মত! দাও অবসর,
হেরি প্রাণপ্রতিমার মুখ শশধর,
বিরলে আনন্দভরে শুধু ক্ষণ কাল!

(সুপ্রিয়ের প্রস্থান।)

(স্বগত) বহুদিন পরে মোর মালিনীর ভাল
লজ্জার আভায় রাঙা। কপোল উষার
যখনি রাঙিয়া উঠে, বুঝা যায়, তার
তপন উদয় হতে দেরী নাই আর!
এ রাঙা আভাস দেখে আনন্দে আমার
হৃদয় উঠিছে ভরি—বুঝিলাম মনে
আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এতক্ষণে
বিকশি উঠিল—দেবী নারে, দয়া নারে,
ঘরের সে মেয়ে!

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। জয় মহারাজ, দ্বারে
উপনীত বন্দী ক্ষেমঙ্কর।

রাজা। আন তারে!

(শৃঙ্খলবদ্ধ ক্ষেমঙ্করের প্রবেশ।

নেত্র স্থির, ঊর্দ্ধশির, ভ্রূকুটীর পরে
ঘনায়ে রয়েছে ঝড়, হিমাদ্রি শিখরে
স্তম্ভিত শ্রাবণ সম!

মালিনী। লোহার শৃঙ্খল
ধিক্কার মানিছে যেন লজ্জায় বিকল
ওই অঙ্গ পরে! মহত্বের অপমান
মরে অপমানে! ধন্য মানি এ পরাণ
ইন্দ্রতুল্য হেন মূর্ত্তি হেরি!

রাজা। (বন্দীর প্রতি) কি বিধান
হয়েছে শুনেছ?

ক্ষেমঙ্কর। মৃত্যুদণ্ড।

রাজা। যদি প্রাণ
ফিরে দিই, যদি ক্ষমা করি!

ক্ষেমঙ্কর। পুনর্ব্বার
তুলিয়া লইতে হবে কর্ত্তব্যের ভার,—
যে পথে চলিতেছিনু আবার সে পথে
যেতে হবে!

রাজা। বাঁচিতে চাহ না কোন মতে!
ব্রাহ্মণ, প্রস্তুত হও মমতা তেয়াগি
জীবনের! এই বেলা লহ তবে মাগি
প্রার্থনা যা কিছু থাকে!

ক্ষেমঙ্কর। আর কিছু নাহি
বন্ধু সুপ্রিয়েরে শুধু দেখিবারে চাহি!

রাজা। (প্রতিহারীর প্রতি) ডেকে আন তারে!

মালিনী। হৃদয় কাঁপিছে বুকে!
কি যেন পরমাশক্তি আছে ওই মুখে
বজ্রসম ভয়ঙ্কর! রক্ষা কর পিতঃ,
আনিয়োনা সুপ্রিয়েরে!

রাজা। কেন মা শঙ্কিত
অকারণে? কোন ভয় নাই!

(ক্ষেমঙ্করের নিকট সুপ্রিয়ের আগমন)

ক্ষেমঙ্কর। (আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করিয়া) থাক্ থাক্,
যাহা বলিবার আছে আগে হয়ে যাক্—
পরে হবে প্রণয় সম্মান!—এস হেথা!
জান সখে, বাক্যহীন আমি—বেশি কথা
যোগায় না মুখে! সময় অধিক নাই,
আমার বিচার হল শেষ—আমি চাই
তোমার বিচার এবে! বল মোর কাছে
এ কাজ করেছ কেন?

সুপ্রিয়। বন্ধু এক আছে
শ্রেষ্ঠতম, সে আমার আত্মার নিশ্বাস,
সব ছেড়ে রাখিয়াছি তাহারি বিশ্বাস,
প্রাণসখে, ধর্ম্ম সে আমার!

ক্ষেমঙ্কর। জানি জানি
ধর্ম্ম কে তোমার! ওই স্তব্ধ মুখখানি
অন্তর্জ্যোতির্ম্ময়, মূর্ত্তিমতী দৈববাণী
রাজকন্যারূপে চতুর্ব্বেদ হতে সখে
কেড়ে লয়ে পিতৃধর্ম্ম ওই নেত্রালোকে
দিয়েছ আহুতি তুমি! ধর্ম্ম ওই তব!
ওই প্রিয় মুখে তুমি রচিয়াছ নব
ধর্ম্মশাস্ত্র আজি!—

সুপ্রিয়। সত্য বুঝিয়াছ সখে!
মোর ধর্ম্ম অবতীর্ণ দীন মর্ত্ত্যলোকে
ওই নারীমূর্ত্তি ধরি! শাস্ত্র এতদিন
মোর কাছে ছিল অন্ধ জীবন-বিহীন;
ওই দুটি নেত্রে জ্বলে যে উজ্জ্বল শিখা
সে আলোকে পড়িয়াছি বিশ্বশাস্ত্রে লিখা—
যেথা দয়া সেথা ধর্ম্ম, যেথা প্রেমস্নেহ,
যেথায় মানব, যেথা মানবের গেহ।
বুঝিলাম, ধর্ম্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুনঃ;—দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা' গ্রহণ,—
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্ব্বাদ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্ব্ব সমর্পণ! ধর্ম্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল,—নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে,—সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দ বেদনে
চাহি ওই উষারুণ করুণ বদনে!
ওই ধর্ম্ম মোর!

ক্ষেমঙ্কর। আমি কি দেখিনি ওরে?
আমিও কি ভাবি নাই মুহূর্ত্তের ঘোরে
এসেছে অনাদি ধর্ম্ম নারীমূর্ত্তি ধরে'
কঠিন পুরুষ মন কেড়ে নিয়ে যেতে
স্বর্গ পানে? ক্ষণতরে মুগ্ধ হৃদয়েতে
জন্মেনি কি স্বপ্নাবেশ? অপূর্ব্ব সঙ্গীতে
বক্ষের পঞ্জর মোর লাগিল কাঁদিতে
সহস্র বংশীর মত,—সর্ব্ব সফলতা,
জীবনের যৌবনের আশা কল্পলতা
জড়ায়ে জড়ায়ে মোর অন্তরে অন্তরে
মুঞ্জরি উঠিল যেন পত্রপুষ্পভরে
এক নিমেষের মাঝে! তবু কি সবলে
ছিঁড়িনি মায়ার বন্ধ, যাইনি কি চলে
দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষুকের মত
লইনি কি শিরে ধরি অপমান শত
হীন হস্ত হতে—সহিনি কি অহরহ
আজন্মের বন্ধু তুমি তোমার বিরহ!—
সিদ্ধি যবে লব্ধপ্রায়—তুমি হেথা বসে
কি করেছ—রাজগৃহমাঝে সুখালসে
কি ধর্ম্ম মনের মত করেছ সৃজন
দীর্ঘ অবসরে?—

সুপ্রিয়। ওগো বন্ধু, এ ভুবন
নহে কি বৃহৎ? নাই কি অসংখ্য জন,
বিচিত্র স্বভাব, কাহার কি প্রয়োজন

তুমি কি তা জান? গগণে অগণ্য তারা
নিশি নিশি বিবাদ কি করিছে তাহারা
ক্ষেমঙ্কর? তেমনি জ্বালায়ে নিজ জোতি
কত ধর্ম্ম জাগিতেছে তাহে কোন্ ক্ষতি!

ক্ষেমঙ্কর। মিছে আর কেন বন্ধু ফুরাল সময়,
বাক্য লয়ে মিথ্যা খেলা, তর্ক আর নয়!
সত্য মিথ্যা পাশাপাশি নির্ব্বিরোধে রবে
এত স্থান নাহি নাহি অনন্ত এ ভবে!
অন্নরূপে ধান্য যেথা উঠে চিরদিন
রোপিবে তাহারি মাঝে কণ্টক নবীন
হে সুপ্রিয়? প্রেম এত সর্ব্বপ্রেমী নয়!
ছিন্ন চির দিবসের বিশ্রব্ধ প্রণয়
আনিবে বিশ্বাসঘাত বক্ষোমাঝে তার
বন্ধু মোর? উদারতা এত কি উদার!
কেহ বা ধর্ম্মের-লাগি সহি নির্য্যাতন
অকালে অস্থানে মরে চোরের মতন,
কেহ বা ধর্ম্মের ব্রত করিয়া নিস্ফল
বাঁচিবে সম্মানে সুখে! এ ধরণীতল
হেন বিপরীত ধর্ম্ম এক বক্ষে বহে—
এত বড় এত দৃঢ় বন্ধু নহে নহে!

সুপ্রিয়। (মালিনীর প্রতি ফিরিয়া)
হে দেবি, তোমারি জয়! নিজ পদ্মকরে
যে পবিত্র শিখা তুমি আমার অন্তরে
জ্বালায়েছ,—আজি হল পরীক্ষা তাহার—
তুমি হলে জয়ী! সর্ব্ব অপমানভার
সকল নিষ্ঠুর ঘাত করিনু গ্রহণ!
রক্ত উচ্ছ্বসিয়া উঠে উৎসের মতন
বিদীর্ণ হৃদয় হতে,—তবু সমুজ্জল
তব শান্তি, তব প্রীতি, তব সুমঙ্গল
অম্লান অচল দীপ্তি করিছে বিরাজ
সর্ব্বোপরি! ভক্তের পরীক্ষা হল আজ,
জয় দেবি!—ক্ষেমঙ্কর, তুমি দিবে প্রাণ,—
আমার ধর্ম্মের লাগি করিয়াছি দান
প্রাণের অধিক প্রিয় তোমার প্রণয়,
তোমার বিশ্বাস! তার কাছে প্রাণভয়
তুচ্ছ শত বার!

ক্ষেমঙ্কর। ছাড় এ প্রলাপ বাণী!
মৃত্যু যিনি তাঁহারেই ধর্ম্মরাজ জানি,—
ধর্ম্মের পরীক্ষা তাঁর কাছে! বন্ধুবর,
এস তবে কাছে এস, ধর মোর কর,
চল মোরা যাই সেথা দোঁহে এক সনে,—
যেমন সে বাল্যকালে—সে কি পড়ে মনে',—
কত দিন সারারাত্রি তর্ক করি, শেষে
প্রভাতে যেতেম দোঁহে গুরুর উদ্দেশে
কে সত্য কে মিথ্যা তাহা করিতে নির্ণয়!
তেমনি প্রভাত হোক্! সকল সংশয়
আজিকে লইয়া চলি অসংশয় ধামে,
দাঁড়াই মৃত্যুর পাশে দক্ষিণে ও বামে
দুই সখা, লয়ে দুজনের প্রশ্ন যত!
সেথায় প্রত্যক্ষ সত্য উজ্জ্বল উন্নত;—
মুহূর্ত্তে পর্ব্বতপ্রায় বিচার বিরোধ
বাষ্পসম কোথা যাবে! দুইটি অবোধ
আনন্দে হাসিব চাহি দোঁহে দোঁহাকারে!
সব চেয়ে বড় আজি মনে কর যারে
তাহারে রাখিয়া দেখ মৃত্যুর সম্মুখে!

সুপ্রিয়। বন্ধু, তাই হোক্!

ক্ষেমঙ্কর। এস তবে, এস বুকে!
বহুদূরে গিয়েছিলে এস কাছে তবে
যেথায় অনন্তকাল বিচ্ছেদ না হবে!
লহ তবে বন্ধু হস্তে করুণ বিচার—
এই লহ! (শৃঙ্খল দ্বারা সুপ্রিয়ের মস্তকে আঘাত ও তাহার পতন।)

সুপ্রিয়। দেবী, তব জয়! (মৃত্যু)

ক্ষেমঙ্কর। (মৃতদেহের উপর পড়িয়া) এইবার
ডাক, ডাক ঘাতকেরে!

রাজা। (সিংহাসন ছাড়িয়া) কে আছিস্ ওরে!
আন্ খড়্গ!

মালিনী। মহারাজ ক্ষম ক্ষেমঙ্করে। (মূর্চ্ছিতা।)

চৈতালি।

—:০:—

উৎসর্গ।

আজি মোর দ্রাক্ষা কুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ' ধরিয়াছে ফল।
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে
মুহূর্ত্তেই বুঝি ফেটে পড়ে,
বসন্তের দুরন্ত বাতাসে
নুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল,
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিয়াছে ফল।

তুমি এস নিকুঞ্জ নিবাসে,
এস মোর সার্থক-সাধন!
লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল,
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব্ব-সমর্পণ;
হাসিমুখে নিয়ে যাও যত
বনের বেদন-নিবেদন।

শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি ফেল বৃন্তগুলি,
সুখাবেশে বসি লতামূলে
সারাবেলা অলস অঙ্গুলে
বৃথা কাজে যেন অন্যমনে
খেলাচ্ছলে লহ তুলি তুলি
তব ওষ্ঠে দশন-দংশনে
টুটে যাক্ পূর্ণ ফলগুলি!

আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুঞ্জরিছে ভ্রমর চঞ্চল।
সারাদিন অশান্ত বাতাস
ফেলিতেছে মর্ম্মর নিঃশ্বাস,
বনের বুকের আন্দোলনে
কাঁপিতেছে পল্লব-অঞ্চল!
আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
পুঞ্জ পুঞ্জ ধরিয়াছে ফল!

১৩ই চৈত্র। ১৩০২।

—

গীত হীন।

চলে গেছে মোর বীণাপাণি।
কতদিন হল সে না জানি।
কি জানি অনাদরে বিস্মৃত ধূলির পরে
ফেলে রেখে গেছে বীণা খানি!

ফুটেছে কুসুম রাজি,— নিখিল জগতে আজি
আসিয়াছে গাহিবার দিন,
মুখরিত দশদিক্ অশ্রান্ত পাগল পিক,
উচ্ছ্বসিত বসন্ত-বিপিন।
বাজিয়া উঠেছে ব্যথা, প্রাণভরা ব্যাকুলতা,
মনে ভরি উঠে কত বাণী,
বসে আছি সারাদিন গীতহীন স্তুতিহীন,—
চলে গেছে মোর বীণাপাণি!

আর সে নবীন সুরে বীণা উঠিবে না পূরে,
বাজিবে না পুরাণো রাগিণী;
যৌবনে যোগিনী মত, লয়ে নিত্য মৌনব্রত
তুই বীণা রবি উদাসিনী।
কে বসিবে এ আসনে মানস কমল বনে,
কার কোলে দিব তোরে আনি,—
থাক্ পড়ে' ওইখানে চাহিয়া আকাশ পানে—
চলে গেছে মোর বীণাপাণি!

কখনো মনের ভুলে যদি এরে লই তুলে
বাজে বুকে বাজাইতে বীণা।

যদিও নিখিল ধরা বসন্তে সঙ্গীতে ভরা,
তবু আজি গাহিতে পারি না।
কথা আজি কথা সার,' সুর তাহে নাহি আর,
গাঁথা ছন্দ বৃথা বলে' মানি,—
অশ্রুজলে ভরা প্রাণ, নাহি তাহে কলতান,—
চলে গেছে মোর বীণাপাণি!

ভাবিতাম সুরে বাঁধা এ বীণা আমারি সাধা,
এ আমার দেবতার বর;
এ আমারি প্রাণ হতে মন্ত্রভরা সুধাস্রোতে
পেয়েছে অক্ষয় গীতস্বর।
একদিন সন্ধ্যালোকে অশ্রুজল ভরি চোখে
বক্ষে এরে লইলাম টানি'—
আর না বাজিতে চায়,—তখনি বুঝিনু হায়
চলে গেছে মোর বীণাপাণি!

১৩ই চৈত্র। ১৩০২।

স্বপ্ন।

কাল রাতে দেখিনু স্বপন;—
দেবতা-আশিষ সম শিয়রে সে বসি মম
মুখে রাখি করুণ নয়ন
কোমল অঙ্গুলি শিরে বুলাইছে ধীরে ধীরে
সুধামাখা প্রিয় পরশন—
কাল রাতে হেরিনু স্বপন!

হেরি সেই মুখপানে বেদনা ভরিল প্রাণে
দুই চক্ষু জলে ছলছলি'—
বুকভরা অভিমান আলোড়িয়া মর্ম্মস্থান
কণ্ঠে যেন উঠিল উছলি।
সে শুধু আকুল চোখে নীরবে গভীর শোকে
শুধাইল—"কি হয়েছে তোর?'
কি বলিতে গিয়ে প্রাণ ফেটে হল শতখান
তখনি ভাঙ্গিল ঘুমঘোর।

অন্ধকার নিশীথিনী ঘুমাইছে একাকিনী,
অরণ্যে উঠিছে ঝিল্লিস্বর,
বাতায়নে ধ্রুবতারা চেয়ে আছে নিদ্রাহারা,
নতনেত্রে গণিছে প্রহর।

দীপ-নির্ব্বাপিত ঘরে শুয়ে শূন্য শয্যাপরে
ভাবিতে লাগিনু কতক্ষণ—
শিথানে মাথাটি থুয়ে সেও একা শুয়ে শুয়ে
কি জানি কি হেরিছে স্বপন
দ্বিপ্রহরা যামিনী যখন।

১৪ই চৈত্র, ১৩০২।

আশার সীমা।

সকল আকাশ সকল বাতাস
সকল শ্যামল ধরা
সকল কান্তি, সকল শান্তি
সন্ধ্যাগগন-ভরা,
যত কিছু সুখ, যত সুধামুখ,
যত মধুমাখা হাসি,
যত নব নব বিলাস-বিভব,
প্রমোদ মদির রাশি,
সকল পৃথ্বী সকল কীর্ত্তি,
সকল অর্থ্যভার,
বিশ্ব-মথন সকল যতন,
সকল রতন হার,—
সব পাই যদি তবু নিরবধি
আরো পেতে চায় মন,—
যদি তারে পাই তবে শুধু চাই
একখানি গৃহকোণ্।

১৪ই চৈত্র।

দেবতার বিদায়।

দেবতা মন্দিরমাঝে ভকত প্রবীন
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতর কণ্ঠে—"গৃহ মোর নাই,
এক পাশে দয়া করে' দেহ মোরে ঠাঁই!"
সসঙ্কোচে ভক্তবর কহিলেন তারে
"আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যারে!"

সে কহিল "চলিলাম", - চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মূর্ত্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, "প্রভু মোরে কি ছল ছলিলে!"
দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি দিলে!"
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে"!

১৪ই চৈত্র।

—

পুণ্যের হিসাব।

সাধু যবে স্বর্গে গেল, চিত্রগুপ্তে ডাকি'
কহিলেন, আন মোর পুণ্যের হিসাব!
চিত্রগুপ্ত খাতাখানি সম্মুখেতে রাখি
দেখিতে লাগিল তার মুখের কি ভাব।
সাধু কহে চমকিয়া, মহা ভুল এ কি!
প্রথমের পাতাগুলো ভরিয়াছ আঁকে,
শেষের পাতায় এ যে সব শূন্য দেখি!
যতদিন ডুবে ছিনু সংসারের পাঁকে
ততদিন এত পুণ্য কোথা হতে আসে!—
শুনি কথা চিত্রগুপ্ত মনে মনে হাসে।
সাধু মহা রেগে বলে—যৌবনের পাতে
এত পুণ্য কেন লেখ দেবপূজা খাতে!
চিত্রগুপ্ত হেসে বলে—বড় শক্ত বুঝা!
যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা!

১৪ই চৈত্র, ১৩০২।

—

বৈরাগ্য।

কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী—
গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি'।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে!
দেবতা কহিলা "আমি!"—শুনিল না কানে!
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল—কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা!
দেবতা কহিলা "আমি!" কেহ শুনিল না!
ডাকিল শয়ন ছাড়ি'—তুমি কোথা প্রভু!—
দেবতা কহিলা—"হেথা!"—শুনিল না তবু!
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি',—
দেবতা কহিলা "ফির!"—শুনিল না বাণী!
দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলেন—হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়!

১৪ই চৈত্র, ১৩০২।

—

মধ্যাহ্ন।

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জ্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্দ্ধমগ্ন তরীপরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাট তলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝট্‌পটি। শ্যাম শস্পতটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি ফিরে।
চিত্রবর্ণ পতঙ্গম স্বচ্ছ পক্ষভরে
আকাশে ভাসিয়া উড়ে, শৈবালের পরে
ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম। রাজহাঁস
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ
শুভ্র পক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে।
শুষ্ক তৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে
তপ্ত সমীরণ,—চলে যায় বহু দূর।
থেকে থেকে ডেকে ওঠে গ্রামের কুক্কুর,
কলহে মাতিয়া। কভু শান্ত হাম্বাস্বর,
কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্ম্মর
জীর্ণ অশথের, কভু দূর শূন্য পরে
চীলের সুতীব্রধ্বনি, কভু বায়ুভরে
আর্ত্ত শব্দ বাঁধা তরণীর,—মধ্যাহ্নের
অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধচ্ছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি,
মাঝখানে বসে আছি আমি পরবাসী।

প্রবাস-বিরহ দুঃখ মনে নাহি বাজে;—
আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে;
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে,—ধরণীর বক্ষতলে
পশু পাখী পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্ব্বজন্মে,—জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে—মাতৃস্তনে শিশুর মতন—
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ!

১৫ই চৈত্র, ১৩০২।

পল্লিগ্রামে।

হেথায় তাহারে পাই কাছে,
যত কাছে ধরাতল, যত কাছে ফুলফল,
যত কাছে বায়ু জল আছে।
যেমন পাখীর গান যেমন জলের তান,
যেমনি এ প্রভাতের আলো,
যেমনি এ কোমলতা, অরণ্যের শ্যামলতা,
তেমনি তাহারে বাসি ভালো।
যেমন সুন্দর সন্ধ্যা, যেমন রজনীগন্ধা,
শুকতারা আকাশের ধারে,
যেমন সে অকলুষা শিশির-নির্ম্মলা উষা
তেমনি সুন্দর হেরি তারে।
যেমন বৃষ্টির জল, যেমন আকাশ তল,
সুখসুপ্তি যেমন নিশার,
যেমন তটিনীনীর, বটচ্ছায়া অটবীর
তেমনি সে মোর আপনার।
যেমন নয়ন ভরি অশ্রুজল পড়ে ঝরি
তেমনি সহজ মোর গীতি;
যেমন রয়েছে প্রাণ ব্যাপ্ত করি মর্ম্ম স্থান
তেমনি রয়েছে তার প্রীতি।

১৬ই চৈত্র।

সামান্য লোক।

সন্ধ্যাবেলা লাঠি কাঁখে বোঝা বহি শিরে
নদীতীরে পল্লিবাসী ঘরে যায় ফিরে।
শত শতাব্দীর পরে যদি কোন মতে
মন্ত্রবলে, অতীতের মৃত্যুরাজ্য হতে
এই চাষী দেখা দেয় হয়ে মূর্ত্তিমান
এই লাঠি কাঁখে লয়ে, বিস্মিত নয়ান!
চারিদিকে ঘিরি তারে অসীম জনতা
কাড়াকাড়ি করি লবে তার প্রতি কথা!
তার সুখ দুঃখ যত তার প্রেম স্নেহ,
তার পাড়া প্রতিবেশী, তার নিজ গেহ,
তার ক্ষেত, তার গোরু, তার চাষবাস,
শুনে শুনে কিছুতেই মিটিবেনা আশ।
আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম
সে দিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।

১৭ই চৈত্র।

প্রভাত।

নির্ম্মল তরুণ উষা, শীতল সমীর,
শিহরি শিহরি উঠে শান্ত নদীনীর।
এখনো নামেনি জলে রাজহাঁসগুলি,
এখনো ছাড়েনি নৌকা শাদা পাল তুলি।
এখনো গ্রামের বধূ আসে নাই ঘাটে,
চাষী নাহি চলে পথে, গোরু নাই মাঠে।
আমি শুধু একা বসি' মুক্ত বাতায়নে
তপ্ত ভাল পাতিয়াছি উদার গগনে।
বাতাস সোহাগস্পর্শ বুলাইছে কেশে,
প্রসন্ন কিরণ খানি মুখে পড়ে এসে।
পাখীর আনন্দগান দশদিক্ হতে
দুলাইছে নীলাকাশ অমৃতের স্রোতে।
ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো,
ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো!

১১ই চৈত্র।

দুর্লভ জন্ম।

একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ,
পড়িবে নয়ন পরে অন্তিম নিমেষ।
পরদিনে এই মত পোহাইবে রাত,
জাগ্রত জগত পরে জাগিবে প্রভাত।
কলরবে চলিবেক সংসারের খেলা,
সুখে দুঃখে ঘরে ঘরে বহি যাবে বেলা।

সে কথা স্মরণ করি নিখিলের পানে
আমি আজি চেয়ে আছি উৎসুক নয়ানে।
যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।
যা পাইনি তাও থাক্‌, যা পেয়েছি তাও।
তুচ্ছ বলে' যা চাইনি তাই মোরে দাও!

১৮ই চৈত্র।

খেয়া।

খেয়া নৌকা পারাপার করে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।
দুই তীরে দুই গ্রাম আছে জানাশোনা,
সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।
পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব কত সর্ব্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস;
রক্ত প্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে'
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে!
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা,
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা।
শুধু হেথা দুই তীরে—কেবা জানে নাম—
দোঁহা পানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম!
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে কেহ আসে ঘর হতে!

১৮ই চৈত্র।

কর্ম্ম।

ভৃত্যের না পাই দেখা প্রাতে!
দুয়ার রয়েছে খোলা, স্নানজল নাই তোলা,
মূর্খাধম আসে নাই রাতে।
মোর ধৌত বস্ত্রখানি কোথা আছে নাহি জানি,
কোথা আহারের আয়োজন,
বাজিয়া যেতেছে ঘড়ি, বসে আছি রাগ করি'
দেখা পেলে করিব শাসন।
বেলা হলে অবশেষে প্রণাম করিল এসে,
দাঁড়াইল করি করযোড়,
আমি তারে রোষ ভরে কহিলাম "দূর হরে
দেখিতে চাহিনে মুখ তোর!"
শুনিয়া মূঢ়ের মত ক্ষণ কাল বাক্যহত
মুখে মোর রহিল সে চেয়ে,
কহিল গদ্গদ স্বরে—"কালি রাত্রি দ্বিপ্রহরে
মারা গেছে মোর ছোট মেয়ে!"
এত কহি ত্বরা করি গামোছাটি কাঁধে ধরি
নিত্য কাজে গেল সে একাকী।
প্রতি দিবসের মত ঘষামাজা মোছা কত,
কোন কর্ম্ম রহিল না বাকী!

১৮ই চৈত্র।

বনে ও রাজ্যে।

সারাদিন কাটাইয়া সিংহাসন পরে
সন্ধ্যায় পশিলা রাম শয়নের ঘরে।
শয্যার আধেক অংশ শূন্য বহুকাল,
তারি পরে রাখিলেন পরিশ্রান্ত ভাল;—
দেবশূন্য দেবালয়ে ভক্তের মতন
বসিলেন ভূমি পরে সজল নয়ন,
কহিলেন নতজানু কাতর নিঃশ্বাসে—
যতদিন দীনহীন ছিনু বনবাসে
নাহি ছিল স্বর্ণ মণি মাণিক্য মুকুতা,
তুমি সদা ছিলে লক্ষ্মী প্রত্যক্ষ দেবতা।
আজি আমি রাজ্যেশ্বর, তুমি নাই আর,
আছে স্বর্ণ মাণিক্যের প্রতিমা তোমার!
নিত্যসুখ দীন বেশে বনে গেল ফিরে,
স্বর্ণময়ী চিরব্যথা রাজার মন্দিরে!

১৯শে চৈত্র।

সভ্যতার প্রতি।

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লহ তব লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর'
হে নব-সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্ব্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি,—সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,

নীবার ধান্যের মুষ্টি, বল্কল বসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণ পিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব;—
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,—
পরাণে স্পর্শিতে চাই—ছিঁড়িয়া বন্ধন—
অনন্ত এ জগতের হৃদয়-স্পন্দন!

১৯ শে চৈত্র, ১৩০২।

বন।

শ্যামল সুন্দর সৌম্য, হে অরণ্যভূমি,
মানবের পুরাতন বাসগৃহ তুমি!
নিশ্চল নির্জ্জীব নহ সৌধের মতন,—
তোমার মুখশ্রীখানি নিত্যই নূতন
প্রাণে প্রেমে ভাবে অর্থে সজীব সচল।
তুমি দাও ছায়াখানি, দাও ফুল ফল,
দাও বস্ত্র, দাও শয্যা, দাও স্বাধীনতা;
নিশিদিন মর্ম্মরিয়া কহ কত কথা
অজানা ভাষার মন্ত্র; বিচিত্র সঙ্গীতে
গাও জাগরণ-গাথা; গভীর নিশীথে
পাতি দাও নিস্তব্ধতা অঞ্চলের মত
জননী বক্ষের; বিচিত্র হিল্লোলে কত
খেলা কর শিশু সনে; বৃদ্ধের সহিত
কহ সনাতন বাণী বচন অতীত!

১৯ শে, চৈত্র ১৩০২।

তপোবন।

মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন—
পূরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ
মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে।
রাজা রাজ্য-অভিমান রাখি লোকালয়ে
অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নত শিরে
গুরুর মন্ত্রণা লাগি',—স্রোতস্বিনীতীরে
মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন
প্রশান্ত প্রভাত বায়ে, ঋষিকন্যাদলে
পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।
প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুট বিহীন রাজা পক্ক কেশজালে
ত্যাগের মহিমা জ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।

১৯শে চৈত্র।

প্রাচীন ভারত।

দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট,
অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চি উদ্ধত-ললাট;
স্পর্দ্ধিছে অম্বরতল অপাঙ্গ ইঙ্গিতে,
অশ্বের হ্রেষায় আর হস্তির বৃংহিতে,
অসির ঝঞ্চনা আর ধনুর টঙ্কারে,
বীণার সঙ্গীত আর নূপুর ঝঙ্কারে,
বন্দীর বন্দনারবে, উৎসব-উচ্ছ্বাসে,
উন্মাদ শঙ্খের গর্জ্জে, বিজয় উল্লাসে,
রথের ঘর্ঘর মন্দ্রে, পথের কল্লোলে
নিয়ত ধ্বনিত ধ্মাত কর্ম্ম কল রোলে।
ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার,
নির্ব্বাক্ গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।
হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত্ত ক্ষত্রিয় গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ মহিমা।

১লা শ্রাবণ।

ঋতুসংহার।

হে কবীন্দ্র কালিদাস; কল্পকুঞ্জবনে
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্য-সিংহাসন পরে।
মরকত পাদপীঠ বহনের তরে
রয়েছে সমস্ত ধরা, সমস্ত গগণ
স্বর্ণ রাজছত্র উর্দ্ধে করেছে ধারণ

শুধু তোমাদের পরে ;— ছয় সেবাদাসী
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি ;
নব নব পাত্র ভরি ঢালি দেয় তারা
নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধারা
তোমাদের তৃষিত যৌবনে ; ত্রিভুবন
একখানি অন্তঃপুর, বাসর ভবন।
নাই দুঃখ নাই দৈন্য নাই জনপ্রাণী,
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রাণী!

২০শে চৈত্র।

—

মেঘদূত।

নিমেষে টুটিয়া গেল সে মহাপ্রতাপ।
ঊর্দ্ধ হতে একদিন দেবতার শাপ
পশিল সে সুখরাজ্যে, বিচ্ছেদের শিখা
করিয়া বহন ; মিলনের মরীচিকা,
যৌবনের বিশ্বগ্রাসী মত্ত অহমিকা
মুহূর্ত্তে মিলায়ে গেল মায়া-কুহেলিকা
খররৌদ্র করে। ছয় ঋতু সহচরী
ফেলিয়া চামরছত্র, সভাভঙ্গ করি
সহসা তুলিয়া দিল রঙ্গ-যবনিকা—
সহসা খুলিয়া গেল, যেন চিত্রে লিখা—
আষাঢ়ের অশ্রুপ্লুত সুন্দর ভুবন!
দেখা দিল চারিদিকে পর্ব্বত কানন
নগর নগরী গ্রাম ; বিশ্বসভা মাঝে
তোমার বিরহবীণা সকরুণ বাজে!

২১শে চৈত্র।

—

দিদি।

নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমী মজুর। তাহাদেরি ছোট মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা ; কত ঘষামাজা
ঘটি বাটি থালা লয়ে,—আসে ধেয়ে ধেয়ে
দিবসে শতেকবার ; পিত্তল কঙ্কণ
পিতলের থালি পরে বাজে ঠন্‌ঠন্ ;—
বড় ব্যস্ত সারাদিন, তারি ছোট ভাই
নেড়ামাথা, কাদামাথা, গায়ে বস্ত্র নাই
পোষা প্রাণীটির মত পিছে পিছে এসে
বসি থাকে উচ্চপাড়ে দিদির আদেশে
স্থির ধৈর্য্যভরে। ভরাঘট লয়ে মাথে
বামকক্ষে থালি, যায় বালা ডানহাতে
ধরি শিশুকর ; জননীর প্রতিনিধি,
কর্ম্মভারে অবনত অতি ছোট দিদি!

২১শে চৈত্র।

—

পরিচয়।

এক দিন দেখিলাম উলঙ্গ সে ছেলে
ধূলিপরে বসে আছে পা দু'খানি মেলে।
ঘাটে বসি মাটি ঢেলা লইয়া কুড়ায়ে
দিদি মাজিতেছে ঘট ঘুরায়ে ঘুরায়ে।
অদূরে কোমল-লোম ছাগবৎস ধীরে
চরিয়া ফিরিতেছিল নদী তীরে তীরে।
সহসা সে কাছে আসি থাকিয়া থাকিয়া
বালকের মুখ চেয়ে উঠিল ডাকিয়া।
বালক চমকি কাঁপি কেঁদে ওঠে ত্রাসে,
দিদি ঘাটে ঘট ফেলি ছুটে চলে আসে।
এক কক্ষে ভাই লয়ে অন্য কক্ষে ছাগ
দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।
পশুশিশু, নরশিশু,—দিদি মাঝে পড়ে'
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়-ডোরে।

২১ শে চৈত্র।

—

অনন্ত পথে।

বাতায়নে বসি ওরে হেরি প্রতিদিন
ছোট মেয়ে খেলাহীন, চপলতাহীন,
গম্ভীর কর্ত্তব্যরত,—তৎপর-চরণে
আসে যায় নিত্যকাজে ; অশ্রুভরা মনে
ওর মুখপানে চেয়ে হাসি স্নেহভরে।
আজি আমি তরী খুলি যাব দেশান্তরে ;
বালিকাও যাবে কবে কর্ম্ম অবসানে
আপন স্বদেশে ; ও আমারে নাহি জানে,
আমিও জানিনে ওরে ; দেখিবারে চাহি
কোথা ওর হবে শেষ জীবসূত্র বাহি'!

কোন্ অজানিত গ্রামে, কোন্ দূর দেশে
কার ঘরে বধূ হবে, মাতা হবে শেষে ;
তার পরে সব শেষ,—তারো পরে, হায়,
এই মেয়েটির পথ চলেছে কোথায় !

২১ শে চৈত্র।

তাহারে ডাকিয়া বলি—ধন্য এ জীবন,
তোমারি লাগিয়া মোর এতেক ভ্রমণ !
অন্ধকারে আর সবে আসে যায় কাছে,
জানিতে পারিনে তারা আছে কি না আছে।

২২শে চৈত্র।

ক্ষণ-মিলন।

পরম আত্মীয় বলে যারে মনে মানি
তারে আমি কত দিন কতটুকু জানি !
অসীম কালের মাঝে তিলেক মিলনে
পরশে জীবন তার আমার জীবনে।
যতটুকু লেশমাত্র চিনি দুজনায়,
তাহার অনন্তগুণ চিনিনাকো হায় !
দুজনের একজন একদিন যবে
বারেক ফিরাবে মুখ, এ নিখিল ভবে
আর কভু ফিরিবে না মুখামুখী পথে,
কে কার পাইবে সাড়া অনন্ত জগতে !
এ ক্ষণ-মিলনে তবে, ওগো মনোহর,
তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর !
মুহূর্ত্ত আলোকে কেন, হে অন্তরতম,
তোমারে চিনিনু চির-পরিচিত মম ?

২২শে চৈত্র।

প্রেম।

নিবিড় তিমির নিশা অসীম কান্তার,
লক্ষ দিকে লক্ষজন হইতেছে পার।
অন্ধকারে অভিসার, কোন্ পথ পানে
কার্ তরে, পান্থ তাহা আপনি না জানে !
শুধু মনে হয় চিরজীবনের সুখ
এখনি দিবেক দেখা লয়ে হাসিমুখ।
কত স্পর্শ কত গন্ধ কত শব্দ গান,
কাছ দিয়ে চলে যায় শিহরিয়া প্রাণ !
দৈবযোগে ঝলি উঠে বিদ্যুতের আলো,
যারেই দেখিতে পাই তারে বাসি ভালো ;

পুঁটু।

চৈত্রের মধ্যাহ্নবেলা কাটিতে না চাহে।
তৃষাতুরা বসুন্ধরা দিবসের দাহে।
হেনকালে শুনিলাম বাহিরে কোথায়
কে ডাকিল দূর হতে—"পুঁটুরাণী আয়।"
জনশূন্য নদীতটে তপ্ত দ্বিপ্রহরে
কৌতূহল জাগি উঠে স্নেহ কণ্ঠস্বরে।
গ্রন্থখানি বন্ধ করি উঠিলাম ধীরে,
দুয়ার করিয়া ফাঁক দেখিনু বাহিরে।
মহিষ বৃহৎকায় কাদামাখা গায়ে
স্নিগ্ধনেত্রে নদীতীরে রয়েছে দাঁড়ায়ে।
যুবক নামিয়া জলে ডাকিছে তাহায়
স্নান করাবার তরে "পুঁটুরাণী আয়।"
হেরি সে যুবারে, হেরি পুঁটুরাণী তারি
মিশিল কৌতুকে মোর স্নিগ্ধ সুধাবারি।

২৩শে চৈত্র।

হৃদয় ধর্ম্ম।

হৃদয় পাষাণভেদী নির্ঝরের প্রায়,
জড়জন্তু সবাপানে নামিবারে চায়।
মাঝে মাঝে ভেদচিহ্ন আছে যত যার
সে চাহে করিতে মগ্ন লুপ্ত একাকার।
মধ্যদিনে দগ্ধ দেহে ঝাঁপ দিয়ে নীরে
মা বলে সে ডেকে ওঠে স্নিগ্ধ তটিনীরে।
যে চাঁদ ঘরের মাঝে হেসে দেয় উঁকি,
সে যেন ঘরেরি মেয়ে শিশু সুধামুখী।
যে সকল তরুলতা রচি' উপবন
গৃহপার্শ্বে বাড়িয়াছে, তারা ভাই বোন।

যে পশুরে জন্ম হতে আপনার জানি
হৃদয় আপনি তারে ডাকে পুঁটুরাণী।
বুদ্ধি শুনে হেসে ওঠে, বলে, কি মূঢ়তা!
হৃদয় লজ্জায় ঢাকে হৃদয়ের কথা!

১লা শ্রাবণ।

মিলন দৃশ্য।

হেসোনা হেসোনা তুমি, বুদ্ধি অভিমানী,
একবার মনে আন, ওগো ভেদজ্ঞানী,
সে মহাদিনের কথা, যবে শকুন্তলা
বিদায় লইতেছিল স্বজন-বৎসলা
জন্ম তপোবন হতে,—সখা সহকার,
লতা ভগ্নী মাধবিকা, পশু-পরিবার,
মাতৃহারা মৃগশিশু, মৃগী গর্ভবতী,
দাঁড়াইল চারিদিকে,—স্নেহের মিনতি
গুঞ্জরি উঠিল কাঁদি পল্লব মর্ম্মরে,
ছল ছল মালিনীর জলকলস্বরে;—
ধ্বনিল তাহারি মাঝে বৃদ্ধ তপস্বীর
মঙ্গল বিদায় মন্ত্র গদ্‌গদ-গম্ভীর!
তরুলতা পশুপক্ষী নদনদীবন
নরনারী সবে মিলি করুণ মিলন!

২রা শ্রাবণ।

দুই বন্ধু।

মূঢ় পশু ভাষাহীন নির্ব্বাক্ হৃদয়,
তার সাথে মানবের কোথা পরিচয়!
কোন্ আদি স্বর্গলোকে সৃষ্টির প্রভাতে
হৃদয়ে হৃদয়ে যেন নিত্য যাতায়াতে
পথচিহ্ন পড়ে গেছে, আজো চির দিনে
লুপ্ত হয় নাই তাহা, তাই দোঁহে চিনে।
সে দিনের আত্মীয়তা গেছে বহুদূরে;—
তবুও সহসা কোন্ কথাহীন সুরে
পরাণে জাগিয়া উঠে ক্ষীণ পূর্ব্বস্মৃতি,
অন্তরে উচ্ছলি উঠে সুধাময়ী প্রীতি;
মুগ্ধ মূঢ় স্নিগ্ধ চোখে পশু চাহে মুখে,—
মানুষ তাহারে হেরে স্নেহের কৌতুকে।
যেন দুই ছদ্মবেশে দু' বন্ধুর মেলা,—
তার পরে দুই জীবে অপরূপ খেলা!

২ শ্রাবণ।

সঙ্গী।

আরেক দিনের কথা পড়ি গেল মনে।
একদা মাঠের ধারে শ্যাম তৃণাসনে
একটি বেদের মেয়ে অপরাহ্ন বেলা
কবরী বাঁধিতেছিল বসিয়া একেলা।
পালিত কুকুর শিশু আসিয়া পিছনে
কেশের চাঞ্চল্য হেরি খেলা ভাবি মনে
লাফায়ে লাফায়ে উচ্চে করিয়া চীৎকার
দংশিতে লাগিল তার বেণী বারম্বার।
বালিকা ভর্ৎসিল তারে গ্রীবাটি নাড়িয়া,
খেলার উৎসাহ তাহে উঠিল বাড়িয়া।
বালিকা মারিল তারে তুলিয়া তর্জ্জনী,—
দ্বিগুণ উঠিল মেতে খেলা মনে গণি।
তখন হাসিয়া উঠি লয়ে বক্ষ পরে
বালিকা ব্যথিল তারে আদরে আদরে।

২৩ চৈত্র।

সতী।

সতীলোকে বসি আছে কত পতিব্রতা
পুরাণে উজ্জ্বল আছে যাঁহাদের কথা।
আরো আছে শত লক্ষ অজ্ঞাত-নামিনী
খ্যাতিহীনা কীর্ত্তিহীনা কত না কামিনী;—
কেহ ছিল রাজসৌধে কেহ পর্ণঘরে,
কেহ ছিল সোহাগিনী কেহ অনাদরে;
শুধু প্রীতি ঢালি দিয়া মুছি লয়ে নাম
চলিয়া এসেছে তারা ছাড়ি মর্ত্তধাম।
তারি মাঝে বসি আছে পতিতা রমণী
মর্ত্ত্যে কলঙ্কিনী, স্বর্গে সতী শিরোমণি।

হেরি তারে সতীগর্ব্বে গরবিনী যত
সাধ্বীগণ লাজে শির করে অবনত।
তুমি কি জানিবে বার্ত্তা, অন্তর্য্যামী যিনি
তিনিই জানেন তার সতীত্ব কাহিনী!

২৪শে চৈত্র।

স্নেহদৃশ্য।

বয়স বিংশতি হবে, শীর্ণ তনু তার
বহু বরষের রোগে অস্থিচর্ম্মসার।
হেরি তার উদাসীন হাসিহীন মুখ
মনে হয় সংসারের লেশমাত্র সুখ
পারে না সে কোন মতে করিতে শোষণ
দিয়ে তার সর্ব্বদেহ সর্ব্ব প্রাণমন।
স্বল্পপ্রাণ শীর্ণ দীর্ঘ জীর্ণ দেহভার
শিশুসম কক্ষে বহি জননী তাহার
আশাহীন দৃঢ়ধৈর্য্য মৌনম্লান মুখে
প্রতিদিন লয়ে আসে পথের সম্মুখে।
আসে যায় রেলগাড়ি, ধায় লোকজন,—
সে চাঞ্চল্যে মুমূর্ষুর অনাসক্ত মন
যদি কিছু ফিরে চায় জগতের পানে,
এইটুকু আশা ধরি মা তাহারে আনে।

২৪শে চৈত্র।

করুণা।

অপরাহ্নে ধূলিচ্ছন্ন নগরীর পথে
বিষম লোকের ভিড়; কর্ম্মশালা হতে
ফিরে চলিয়াছে ঘরে পরিশ্রান্ত জন
বাঁধমুক্ত তটিনীর স্রোতের মতন।
ঊর্দ্ধশ্বাসে রথ-অশ্ব চলিয়াছে ধেয়ে
ক্ষুধা আর সারথীর কষাঘাত খেয়ে।
হেনকালে দোকানীর খেলামুগ্ধ ছেলে
কাটা ঘুড়ি ধরিবারে ছুটে বাহু মেলে।
অকস্মাৎ শকটের তলে গেল পড়ি,
পাষাণ-কঠিন পথ উঠিল শিহরি'!
সহসা উঠিল শূন্যে বিলাপ কাহার!
স্বর্গে যেন দয়াদেবী করে হাহাকার।
ঊর্দ্ধপানে চেয়ে দেখি স্খলিত বসনা
লুটায়ে লুটায়ে ভূমে কাঁদে বারাঙ্গনা।

২৪ চৈত্র।

পদ্মা।

হে পদ্মা আমার!
তোমায় আমায় দেখা শত শতবার!
একদিন জনহীন তোমার পুলিনে,
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,
সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য্য অস্তমান
তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরাণ।
অবসান সন্ধ্যালোকে আছিলে সেদিন
নতমুখী বধূসম শান্ত বাক্যহীন;—
সন্ধ্যাতারা একাকিনী সস্নেহ কৌতুকে
চেয়ে ছিল তোমাপানে হাসিভরা মুখে।
সে দিনের পর হতে, হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।

নানাকর্ম্মে মোর কাছে আসে নানাজন,
নাহি জানে আমাদের পরাণ বন্ধন,
নাহি জানে কেন আসি সন্ধ্যা-অভিসারে
বালুকা-শয়ন পাতা নির্জ্জন এ পারে।
যখন মুখর তব চক্রবাক্ দল
সুপ্ত থাকে জলাশয়ে ছাড়ি কোলাহল;
যখন নিস্তব্ধ গ্রামে তব পূর্ব্বতীরে
রুদ্ধ হয়ে যায় দ্বার কুটীরে কুটীরে,
তুমি কোন্ গান কর আমি কোন্ গান
দুই তীরে কেহ তার পায়নি সন্ধান।
নিভৃতে শরতে গ্রীষ্মে শীতে বরষায়
শতবার দেখা শুনা তোমায় আমায়।

কতদিন ভাবিয়াছি বসি তব তীরে
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,

যদি কোনো দূরতর জন্মভূমি হতে
তরী বেয়ে ভেসে আসি তব খর স্রোতে,—
কতগ্রাম কত মাঠ কত ঝাউঝাড়
কত বালুচর কত ভেঙ্গে-পড়া পাড়
পার হয়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবেনা কোনো গভীর চেতন ?
জন্মান্তরে শতবার যে নির্জ্জন তীরে
গোপনে হৃদয় মোর আসিত বাহিরে,—
আর বার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে না কি দেখা শুনা তোমায় আমায় !

২৫শে চৈত্র।

স্নেহগ্রাস।

অন্ধ মোহবন্ধ তব দাও মুক্ত করি' !
রেখোনা বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী
হে জননী, আপনার স্নেহ কারাগারে
সন্তানেরে চিরজন্ম বন্দী রাখিবারে।
বেষ্টন করিয়া তারে আগ্রহ-পরশে,
জীর্ণ করি দিয়া তারে লালনের রসে,
মনুষ্যত্ব-স্বাধীনতা করিয়া শোষণ
আপন ক্ষুধিত চিত্ত করিবে পোষণ ?
দীর্ঘ গর্ভবাস হতে জন্ম দিলে যার
স্নেহগর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার ?
চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু ?
সে কি শুধু অংশ তব, আর নহে কিছু ?
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্ব-দেবতার,
সন্তান নহেগো মাতঃ সম্পত্তি তোমার।

২৫শে চৈত্র।

বঙ্গ মাতা।

পুণ্যেপাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহ ক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে !
দেশ দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান !
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভাল ছেলে করে !
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালমন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে !
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙ্গালী করে', মানুষ কর নি !

২৬ শে চৈত্র।

দুই উপমা।

যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে,
সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে ;
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
সর্ব্বজন সর্ব্বক্ষণ চলে যেই পথে,
তৃণগুল্ম সেথা নাহি জন্মে কোন মতে ;—
যে জাতি চলে না কভু, তারি পথ পরে
তন্ত্র মন্ত্র সংহিতায় চরণ না সরে !

২৬ শে চৈত্র।

অভিমান।

কারে দিব দোষ, বন্ধু, কারে দিব দোষ !
বৃথা কর আস্ফালন, বৃথা কর রোষ !
যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করে নি সম্মান।
যতই কাগজে কাঁদি, যত দিই গালি,
কালামুখে পড়ে তত কলঙ্কের কালী।
যে তোমারে অপমান করে অহর্নিশ,
তারি কাছে তারি পরে তোমার নালিশ !
নিজের বিচার যদি নাই নিজ হাতে,
পদাঘাত খেয়ে যদি না পার ফিরাতে,
তবে ঘরে নত শিরে চুপ করে থাক্,
সাপ্তাহিকে দিগ্বিদিকে বাজাস্‌নে ঢাক !

একদিকে অসি আর অবজ্ঞা অটল,
অন্যদিকে মসী আর শুধু অশ্রুজল!

২৬ শে চৈত্র।

পর-বেশ।

কে তুমি ফিরিছ পরি' প্রভুদের সাজ!
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ?
পর-বস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান
তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান?
বলিছে না, "ওরে দীন, যত্নে মোরে ধর',
তোমার চর্ম্মের চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠতর?"
চিত্তে যদি নাহি থাকে আপন সম্মান,
পৃষ্ঠে তবে কালো বস্ত্র কলঙ্ক-নিশান।
ওই তুচ্ছ টুপিখানা চড়ি তব শিরে
ধিক্কার দিতেছে না কি তব স্বজাতিরে?
বলিতেছে, যে মস্তক আছে মোর পায়
হীনতা ঘুচেছে তার আমারি কৃপায়!
সর্ব্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি' এ কি অহঙ্কার!
ওর কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলঙ্কার!

২৬ শে চৈত্র।

সমাপ্তি।

যদিও বসন্ত গেছে তবু বারে বারে
সাধ যায় বসন্তের গান গাহিবারে।
সহসা পঞ্চম রাগ আপনি সে বাজে,
তখনি থামাতে চাই শিহরিয়া লাজে!
যত না মধুর হোক্ মধু রসাবেশ
যেখানে তাহার সীমা সেথা কর শেষ।
যেখানে আপনি থামে যাক্ থেমে গীতি,
তার পরে থাক্ তার পরিপূর্ণ স্মৃতি।
পূর্ণতারে পূর্ণতর করিবারে, হায়,
টানিয়া কোরো না ছিন্ন বৃথা দুরাশায়!
নিঃশব্দে দিনের অন্তে আসে অন্ধকার,
তেমনি হউক্ শেষ শেষ যা হবার!
আসুক্ বিষাদভরা শান্ত সান্ত্বনায়
মধুর মিলন অন্তে সুন্দর বিদায়!

২৭ শে চৈত্র।

ধরাতল।

ছোট কথা ছোট গীত আজি মনে আসে।
চোখে পড়ে যাহা কিছু হেরি চারি পাশে।
আমি যেন চলিয়াছি বাহিয়া তরণী,
কূলে কূলে দেখা যায় শ্যামল ধরণী।
সবি বলে, যাই যাই, নিমেষে নিমেষে,—
ক্ষণকাল দেখি বলে' দেখি ভালবেসে'।
তীর হতে দুঃখ সুখ দুই ভাই বোনে
মোর মুখপানে চায় করুণ নয়নে।
ছায়াময় গ্রামগুলি দেখা যায় তীরে,
মনে ভাবি, কত প্রেম আছে তারে ঘিরে'।
যবে চেয়ে চেয়ে দেখি উৎসুক নয়ানে
আমার পরাণ হতে ধরার পরাণে,—
ভালোমন্দ দুঃখ সুখ অন্ধকার আলো
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো!

২৭ শে চৈত্র।

তত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য।

শুনিয়াছি নিম্নে তব, হে বিশ্বপাথার,
নাহি অন্ত মহামূল্য মণি-মুকুতার।
নিশিদিন দেশে দেশে পণ্ডিত ডুবারি
রত রহিয়াছে কত অন্বেষণে তারি।
তাহে মোর নাহি লোভ, মহা পারাবার!
যে আলোক জ্বলিতেছে উপরে তোমার,
যে রহস্য দুলিতেছে তব বক্ষতলে,
যে মহিমা প্রসারিত তব নীলজলে,
যে সঙ্গীত উঠে তব নিয়ত আঘাতে,
যে বিচিত্র লীলা তব মহানৃত্যে মাতে,
এ জগতে কভু তার অন্ত যদি জানি,
চিরদিনে কভু তাহে শ্রান্তি যদি মানি

তোমার অতলমাঝে ডুবিব তখন,
যেথায় রতন আছে অথবা মরণ।

২৭শে চৈত্র।

তত্ত্বজ্ঞানহীন।

যার খুসি রুদ্ধচক্ষে কর বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিম্বা ফাঁকি লভ' সেই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।

২৭শে চৈত্র।

মানসী।

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী!
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ কত গন্ধ ভূষণ কত না,
সিন্ধু হতে মুক্তা আসে খনি হতে সোনা,
বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।

২৮শে চৈত্র।

নারী।

তুমি এ মনের সৃষ্টি তাই মনোমাঝে
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরাজে।
যখন তোমারে হেরি জগতের তীরে
মনে হয় মন হতে এসেছ বাহিরে।
যখন তোমারে দেখি মনোমাঝখানে
মনে হয় জন্ম জন্ম আছ এ পরাণে।
মানসী রূপিণী তুমি তাই দিশে দিশে
সকল সৌন্দর্য্যসাথে যাও মিলে মিশে।
চন্দ্রে তব মুখ-শোভা, মুখে চন্দ্রোদয়,
নিখিলের সাথে তব নিত্য বিনিময়।
মনের অনন্ত তৃষ্ণা মরে বিশ্ব ঘুরি'
মিশায় তোমার সাথে নিখিল মাধুরী।
তার পরে মনগড়া দেবতারে, মন
ইহকাল পরকাল করে সমর্পণ।

২৮শে চৈত্র।

প্রিয়া।

শতবার ধিক্ আজি আমারে, সুন্দরী,
তোমারে হেরিতে চাহি এত ক্ষুদ্র করি।
তোমার মহিমা জ্যোতি তব মূর্ত্তি হতে
আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে।
যখন তোমার পরে পড়েনি নয়ন
জগৎ-লক্ষ্মীর দেখা পাইনি তখন।
স্বর্গের অঞ্জন তুমি মাখাইলে চোখে,
তুমি মোরে রেখে গেছ অনন্ত এ লোকে।
এ নীল আকাশ এত লাগিত কি ভালো,
যদি না পড়িত মনে তব মুখ আলো?
অপরূপ মায়াবলে তব হাসি গান
বিশ্বমাঝে লভিয়াছে শত শত প্রাণ।
তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।

২৮শে চৈত্র।

ধ্যান।

যত ভালবাসি, যত হেরি বড় করে'
তত, প্রিয়তমে, আমি সত্য হেরি তোরে।
যত অল্প করি তোরে, তত অল্প জানি,
কখনো হারায়ে ফেলি, কভু মনে আনি।

আজি এ বসন্ত দিনে বিকশিত মন
হেরিতেছি আমি এক অপূর্ব্ব স্বপন ;—
যেন এ জগৎ নাহি, কিছু নাহি আর,
যেন শুধু আছে এক মহা পারাবার ।
নাহি দিন নাহি রাত্রি নাহি দণ্ড পল,
প্রলয়ের জলরাশি স্তব্ধ অচঞ্চল।
যেন তারি মাঝখানে পূর্ণ বিকাশিয়া
একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া।
নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ
তোমামাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ।

২৮শে চৈত্র।

মৌন।

যাহা কিছু বলি আজি সব বৃথা হয়,
মন বলে মাথা নাড়ি—এ নয়, এ নয়!
যে কথায় প্রাণ মোর পরিপূর্ণতম
সে কথা বাজে না কেন এ বীণায় মম।
সে শুধু ভরিয়া উঠি' অশ্রুর আবেগে
হৃদয় আকাশ ঘিরে ঘনঘোর মেঘে ;
মাঝে মাঝে বিদ্যুতের বিদীর্ণ রেখায়
অন্তর করিয়া ছিন্ন কি দেখাতে চায়।
মৌন মূক মূঢ় সম ঘনায়ে আঁধারে
সহসা নিশীথ রাত্রে কাঁদে শত ধারে।
বাক্যভারে রুদ্ধকণ্ঠ, রে স্তম্ভিত প্রাণ,
কোথায় হারায়ে এলি তোর যত গান!
বাঁশি যেন নাই, বৃথা নিঃশ্বাস কেবল!
রাগিণীর পরিবর্ত্তে শুধু অশ্রুজল!

২৯ শে চৈত্র।

অসময়।

বৃথা চেষ্টা রাখি দাও! স্তব্ধ নীরবতা
আপনি গড়িবে তুলি আপনার কথা!
আজি সে রয়েছে ধ্যানে,—এ হৃদয় মম
তপোভঙ্গ-ভয়ভীত তপোবন সম।
এমন সময়ে হেথা বৃথা তুমি প্রিয়া
বসন্ত কুসুমমালা এসেছ পরিয়া ;
এনেছ অঞ্চল ভরি যৌবনের স্মৃতি,—
নিভৃত নিকুঞ্জে আজি নাই কোন গীতি।
শুধু এ মর্ম্মরহীন বনপথ পরি
তোমারি মঞ্জীর দুটি উঠিছে গুঞ্জরি।
প্রিয়তমে, এ কাননে এলে অসময়ে,
কালিকার গান আজি আছে মৌন হয়ে!
তোমারে হেরিয়া তারা হতেছে ব্যাকুল,
অকালে ফুটিতে চাহে সকল মুকুল।

২৯ শে চৈত্র।

গান।

তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মত এসে
হৃদয়ে আমার!
যৌবন সমুদ্র মাঝে কোন্ পূর্ণিমায় আজি
এসেছে জোয়ার!
উচ্ছল পাগল নীরে তালে তালে ফিরে ফিরে
এ মোর নির্জ্জন তীরে কি খেলা তোমার!
মোর সর্ব্ব বক্ষ জুড়ে কত নৃত্যে কত সুরে
এস কাছে যাও দূরে শত লক্ষবার!
তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মত এসে
হৃদয়ে আমার!

জাগরণ সম তুমি আমার ললাট চুমি'
উদিছ নয়নে!
সুষুপ্তির প্রান্ত তীরে দেখা দেও ধীরে ধীরে
নবীন কিরণে!
দেখিতে দেখিতে শেষে সকল হৃদয়ে এসে
দাঁড়াও আকুল কেশে রাতুল চরণে,—
সকল আকাশ টুটে' তোমাতে ভরিয়া উঠে ;
সকল কানন ফুটে জীবনে যৌবনে।
জাগরণ সম তুমি আমার ললাট চুমি'
উদিছ নয়নে।

কুসুমের মত শ্বসি' পড়িতেছ খসি খসি
মোর বক্ষ পরে।

গোপন শিশির ছলে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে
প্রাণ সিক্ত করে।
নিঃশব্দ সৌরভরাশি পরাণে পশিছে আসি,
সুখস্বপ্ন পরকাশি' নিভৃত অন্তরে।
পরশ-পুলকে ভোর চোখে আসে ঘুমঘোর,
তোমার চুম্বন, মোর সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরে।
কুসুমের মত শ্বসি' পড়িতেছ খসি খসি
মোর বক্ষ পরে।

২৯শে চৈত্র।

শেষ কথা।

মাঝে মাঝে মনে হয়, শত কথা ভারে
হৃদয় পড়েছে যেন নুয়ে একেবারে।
যেন কোন্ ভাব-যজ্ঞ বহু আয়োজনে
চলিতেছে, অন্তরের সুদূর সদনে।
অধীর সিন্ধুর মত কলধ্বনি তার
অতি দূর হতে কানে আসে বারম্বার।
মনে হয় কত ছন্দ, কত না রাগিণী
কত না আশ্চর্য্য গাথা, অপূর্ব্ব কাহিনী,
যত কিছু রচিয়াছে যত কবিগণে
সব মিলিতেছে আসি অপূর্ব্ব মিলনে;
এখনি বেদনাভরে ফাটি গিয়া প্রাণ
উচ্ছ্বসি' উঠিবে যেন সেই মহাগান!
অবশেষে বুক ফেটে শুধু বলি আসি—
হে চিরসুন্দর, আমি তোরে ভাল বাসি!

৩০ শে চৈত্র।

বর্ষশেষ।

নির্ম্মল প্রত্যূষে আজি যত ছিল পাখী
বনে বনে শাখে শাখে উঠিয়াছে ডাকি।
দোয়েল, শ্যামার কণ্ঠে আনন্দ উচ্ছ্বাস,
গেয়ে গেয়ে পাপিয়ার নাহি মিটে আশ।
করুণ মিনতি স্বরে অশ্রান্ত কোকিল
অন্তরের আবেদনে ভরিছে নিখিল।
কেহ নাচে, কেহ গায়, উড়ে মত্তবৎ,
ফিরিয়া পেয়েছে যেন্ হারানো জগৎ।
পাখীরা জানে না কেহ আজি বর্ষশেষ,
বকবৃদ্ধ কাছে নাহি শুনে উপদেশ।
যত দিন এ আকাশে এ জীবন আছে,
বরষের শেষ নাহি তাহাদের কাছে।
মানুষ আনন্দহীন নিশিদিন ধরি
আপনারে ভাগ করে শতখানা করি।

৩০শে চৈত্র।

অভয়।

আজি বর্ষশেষ দিনে, গুরু মহাশয়,
কারে দেখাইছ বসে অন্তিমের ভয়!
অনন্ত আশ্বাস আজি জাগিছে আকাশে,
অনন্ত জীবনধারা বহিছে বাতাসে,
জগৎ উঠেছে হেসে জাগরণ-সুখে,
ভয় শুধু লেগে আছে তব শুষ্ক মুখে!
দেবতা রাক্ষস নহে মেলি মৃত্যুগ্রাস;
প্রবঞ্চনা করি' তুমি দেখাইছ ত্রাস।
বরঞ্চ ঈশ্বরে ভুলি স্বল্প তাহে ক্ষতি,
ভয় ঘোর অবিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি।
তিনি নিজে মৃত্যুকথা ভুলায়ে ভুলায়ে
রেখেছেন আমাদের সংসার-কুলায়ে।
তুমি কে কর্কশ কণ্ঠ তুলিছ ভয়ের!
আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।

৩০শে চৈত্র।

অনাবৃষ্টি।

শুনেছিনু পুরাকালে মানবীর প্রেমে
দেবতারা স্বর্গ হতে আসিতেন নেমে।
সেকাল গিয়েছে। আজি এই বৃষ্টিহীন
শুষ্কনদী দগ্ধক্ষেত্র বৈশাখের দিন
কাতরে কৃষককন্যা অনুনয়-বাণী
কহিতেছে বারম্বার—আয় বৃষ্টি হানি'!

ব্যাকুল প্রত্যাশাভরে গগনের পানে
চাহিতেছে থেকে থেকে করুণ নয়ানে।—
তবু বৃষ্টি নাহি থামে, বাতাস বধির
উড়ায়ে সকল মেঘ ছুটেছে অধীর ;
আকাশের সর্ব্বরস রৌদ্র রসনায়
লেহন করিল সূর্য্য। কলি যুগে, হায়
দেবতারা বৃদ্ধ আজি! নারীর মিনতি
এখন কেবল খাটে মানবের প্রতি!

২রা বৈশাখ, ১৩০৩।

অজ্ঞাত বিশ্ব।

জন্মেছি তোমার মাঝে ক্ষণিকের তরে
অসীম প্রকৃতি! সরল বিশ্বাসভরে
তবু তোরে গৃহ বলে মাতা বলে মানি!
আজ সন্ধ্যাবেলা তোর নখদন্ত হানি
প্রচণ্ড পিশাচীরূপে ছুটিয়া গর্জ্জিয়া
আপনার মাতৃবেশ শূন্যে বিসর্জ্জিয়া
কুটি কুটি ছিন্ন করি, বৈশাখের ঝড়ে
ধেয়ে এলি ভয়ঙ্করী ধূলি-পক্ষ পরে,
তৃণসম করিবারে প্রাণ উৎপাটন!
সভয়ে শুধাই আজি, হে মহা ভীষণ,
অনন্ত আকাশপথ রুধি চারিধারে
কে তুমি সহস্রবাহু ঘিরেছ আমারে?
আমার ক্ষণিক প্রাণ কে এনেছে যাচি?
কোথা মোরে যেতে হবে, কেন আমি আছি?

২রা বৈশাখ।

ভয়ের দুরাশা।

জননী জননী বলে ডাকি তোরে ত্রাসে,
যদি জননীর স্নেহ মনে তোর আসে
শুনি আর্ত্তস্বর! যদি ব্যাঘ্রিণীর মত
অকস্মাৎ ভুলে গিয়ে হিংসা লোভ যত
মানবপুত্রেরে কর স্নেহের লেহন!
নখর লুকায়ে ফেলি পরিপূর্ণ স্তন
যদি দাও মুখে তুলি, চিত্রাঙ্কিত বুকে
যদি ঘুমাইতে দাও মাথা রাখি সুখে!
এমনি দুরাশা! আছ তুমি লক্ষ কোটি
গ্রহতারা চন্দ্র সূর্য্য গগনে প্রকটি'
হে মহামহিম! তুলি তব বজ্রমুঠি
তুমি যদি ধর আজি বিকট ভ্রূকুটি,
আমি ক্ষীণ ক্ষুদ্র প্রাণ কোথা পড়ে আছি,
মা বলিয়া ভুলাইব তোমারে, পিশাচী!

২রা বৈশাখ।

ভক্তের প্রতি।

সরল সরস স্নিগ্ধ তরুণ হৃদয়,
কি গুণে তোমারে আমি করিয়াছি জয়
তাই ভাবি মনে। উৎফুল্ল উত্তান চোখে
চেয়ে আছ মুখপানে প্রীতির আলোকে
আমারে উজ্জ্বল করি। তারুণ্য তোমার
আপন লাবণ্যখানি লয়ে উপহার
পরায় আমার কণ্ঠে,—সাজায় আমারে
আপন মনের মত দেবতা আকারে
ভক্তির উন্নত লোকে প্রতিষ্ঠিত করি।
সেথায় একাকী আমি সসঙ্কোচে মরি।
সেথা নিত্য ধূপে দীপে পূজা উপচারে
অচল আসন পরে কে রাখে আমারে!
গেয়ে গেয়ে ফিরি পথে আমি শুধু কবি।
নহি আমি ধ্রুবতারা, নহি আমি রবি।

২১ আষাঢ়।

নদীযাত্রা।

চলেছে তরণী মোর শান্ত বায়ুভরে।
প্রভাতের শুভ্র মেঘ দিগন্ত শিয়রে।
বরষার ভরা নদী তৃপ্ত শিশুপ্রায়
নিস্তরঙ্গ পুষ্ট অঙ্গ নিঃশব্দে ঘুমায়।
দুই কূলে স্তব্ধ ক্ষেত্র শ্যামশস্যে ভরা,
আলস্য-মন্থর যেন পূর্ণগর্ভা ধরা।

আজি সর্ব্ব জলস্থল কেন এত স্থির!
নদীতে না হেরি তরী, জনশূন্য তীর।
পরিপূর্ণ ধরামাঝে বসিয়া একাকী
চিরপুরাতন মৃত্যু আজি ম্লান আঁখি।
সেজেছে সুন্দর বেশে, কেশে মেঘ ভার
পড়েছে মলিন আলো ললাটে তাহার।
গুঞ্জরিয়া গাহিতেছে সকরুণ তানে,
ভুলায়ে নিতেছে মোর উতলা পরাণে!

৭ই শ্রাবণ।

মৃত্যু মাধুরী।

পরাণ কহিছে ধীরে—হে মৃত্যু মধুর,
এই নীলাম্বর, এ কি তব অন্তঃপুর?
আজি মোর মনে হয় এ শ্যামলা ভূমি
বিস্তীর্ণ কোমল শয্যা পাতিয়াছ তুমি।
জলে স্থলে লীলা আজি এই বরষার,
এই শান্তি, এ লাবণ্য. সকলি তোমার!
মনে হয়, যেন তব মিলন বিহনে
অতিশয় ক্ষুদ্র আমি এ বিশ্ব ভুবনে!
প্রশান্ত করুণ চক্ষে, প্রসন্ন অধরে
তুমি মোরে ডাকিতেছ সর্ব্ব চরাচরে!
প্রথম মিলন ভীতি ভেঙেছে বধূর,
তোমার বিরাটমূর্ত্তি নিরখি মধুর।
সর্ব্বত্র বিবাহ বাঁশি উঠিতেছে বাজি,
সর্ব্বত্র তোমার ক্রোড় হেরিতেছি আজি!

৭ই শ্রাবণ।

স্মৃতি।

সে ছিল আরেক দিন এই তরী পরে,
কণ্ঠ তার পূর্ণ ছিল সুধাগীতি স্বরে;
ছিল তার আঁখি দুটি ঘনপক্ষ্মচ্ছায়,
সজল মেঘের মত ভরা করুণায়।
কোমল হৃদয়খানি উদ্বেলিত সুখে,
উচ্ছ্বসি উঠিত হাসি সরল কৌতুকে।
পাশে বসি বলে যেত কলকণ্ঠকথা,
কত কি কাহিনী তার কত আকুলতা!
প্রত্যুষে আনন্দভরে হাসিয়া হাসিয়া
প্রভাত পাখীর মত জাগাত আসিয়া।
স্নেহের দৌরাত্ম্য তার নির্ঝরের প্রায়
আমারে ফেলিত ঘেরি বিচিত্র লীলায়।
আজি সে অনন্ত বিশ্বে আছে কোন্ খানে
তাই ভাবিতেছি বসি সজল নয়ানে!

৭ই শ্রাবণ।

বিলয়।

যেন তার আঁখি দুটি নবনীল ভাসে
ফুটিয়া উঠিছে আজি অসীম আকাশে।
বৃষ্টিধৌত প্রভাতের আলোক হিল্লোলে
অশ্রুমাখা হাসি তার বিকাশিয়া তোলে।
তার সেই স্নেহলীলা সহস্র আকারে
সমস্ত জগৎ হতে ঘিরিছে আমারে।
বরষার নদী পরে ছল ছল আলো,
দূরতীরে কাননের ছায়া কালো কালো,
দিগন্তের শ্যামপ্রান্তে শান্ত মেঘরাজি
তারি মুখখানি যেন শতরূপ সাজি।
আঁখি তার কহে যেন মোর মুখে চাহি
"আজি প্রাতে সব পাখী উঠিয়াছে গাহি—
শুধু মোর কণ্ঠস্বর এ প্রভাত বায়ে
অনন্ত জগৎমাঝে গিয়েছে হারায়ে।"

৭ই শ্রাবণ।

প্রথম চুম্বন।

স্তব্ধ হল দশদিক্ নত করি আঁখি,—
বন্ধ করি দিল গান যত ছিল পাখী।
শান্ত হয়ে গেল বায়ু,—জলকলস্বর
মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল,—বনের মর্ম্মর
বনের মর্ম্মের মাঝে মিলাইল ধীরে।
নিস্তরঙ্গ তটিনীর জনশূন্য তীরে

নিঃশব্দে নামিল আসি সায়াহ্নচ্ছায়ায়
নিস্তব্ধ গগনপ্রান্ত নির্ব্বাক ধরায়।
সেইক্ষণে বাতায়নে নীরব নির্জ্জন
আমাদের দুজনের প্রথম চুম্বন।
দিক্ দিগন্তরে বাজি উঠিল তখনি
দেবালয়ে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি।
অনন্ত নক্ষত্র লোক উঠিল শিহরি',
আমাদের চক্ষে এল অশ্রুজল ভরি'।

১০ই শ্রাবণ।

শেষ চুম্বন।

দূর স্বর্গে বাজে যেন নীরব ভৈরবী।
উষার করুণ চাঁদ শীর্ণ মুখচ্ছবি।
ম্লান হয়ে এল তারা ;—পূর্ব্ব দিগ্বধূর
কপোল শিশিরসিক্ত, পাণ্ডুর বিধুর।
ধীরে ধীরে নিবে গেল শেষ দীপশিখা,
খসে গেল যামিনীর স্বপ্ন যবনিকা।
প্রবেশিল বাতায়নে পরিতাপসম
রক্তরশ্মি প্রভাতের আঘাত নির্ম্মম।
সেইক্ষণে গৃহদ্বারে সত্বর সঘন
আমাদের সর্ব্বশেষ বিদায় চুম্বন।
মুহূর্ত্তে উঠিল বাজি চারিদিক্ হতে
কর্ম্মের ঘর্ঘর মন্দ্র সংসারের পথে।
মহারবে সিংহদ্বার খুলে বিশ্বপুরে ;
অশ্রুজল মুছে ফেলি চলি গেনু দূরে।

১০ই শ্রাবণ।

যাত্রী।

ওরে যাত্রী যেতে হবে বহুদূর দেশে !
কিসের করিস্ চিন্তা বসি পথশেষে,
কোন্ দুঃখে কাঁদে প্রাণ ! কার পানে চাহি
বসে বসে দিন কাটে শুধু গান গাহি
শুধু মুগ্ধনেত্র মেলি ! কার কথা শুনে
মরিস্ জ্বলিয়া মিছে মনের আগুনে !
কোথায় রহিবে পড়ি এ তোর সংসার !
কোথায় পশিবে সেথা কলরব তার !
মিলাইবে যুগ যুগ স্বপনের মত,
কোথা রবে আজিকার কুশাঙ্কুর ক্ষত।
নীরবে জ্বলিবে তব পথের দুধারে
গ্রহতারকার দীপ কাতারে কাতারে।
তখনো চলেছ একা অনন্ত ভুবনে,
কোথা হতে কোথা গেছ না রহিবে মনে !

১১ই শ্রাবণ।

তৃণ।

হে বন্ধু প্রসন্ন হও, দূর কর ক্রোধ !
তোমাদের সাথে মোর বৃথা এ বিরোধ !
আমি চলিবারে চাই যেই পথ বাহি
সেথা কারো তরে কিছু স্থানাভাব নাহি।
সপ্তলোক সেই পথে চলে পাশে পাশে
তবু তার অন্ত নাই মহান্ আকাশে।
তোমার ঐশ্বর্য্যরাশি গৃহভিত্তি মাঝে
ব্রহ্মাণ্ডেরে তুচ্ছ করি দীপ্তগর্ব্বে রাজে ;—
তারে সেই বিশ্বপথে করিলে বাহির
মুহূর্ত্তে সে হবে ক্ষুদ্র ম্লান নতশির,—
সেথা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নব তৃণদল
বরষার বৃষ্টিধারে সরস শ্যামল !
সেথা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, ওগো অভিমান,
এ আমার আজিকার অতি ক্ষুদ্র গান !

১১ই শ্রাবণ।

ঐশ্বর্য্য।

ক্ষুদ্র এই তৃণদল ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে
সরল মাহাত্ম্য লয়ে সহজে বিরাজে।
পূরবের নব সূর্য্য, নিশীথের শশি,
তৃণটি তাদেরি সাথে একাসনে বসি।
আমার এ গান এও জগতের গানে
মিশে যায় নিখিলের মর্ম্মমাঝখানে ;—
শ্রাবণের ধারাপাত, বনের মর্ম্মর
সকলের মাঝে তার আপনার ঘর।
কিন্তু, হে বিলাসী, তব ঐশ্বর্য্যের ভার
ক্ষুদ্র রুদ্ধদ্বারে শুধু একাকী তোমার।

নাহি পড়ে সূর্য্যালোক, নাহি চাহে চাঁদ,
নাহি তাহে নিখিলের নিত্য আশীর্ব্বাদ!
সম্মুখে দাঁড়ালে মৃত্যু মুহূর্ত্তেই হায়
পাংশুপাণ্ডু শীর্ণ ম্লান মিথ্যা হয়ে যায়!

১৪ই শ্রাবণ।

স্বার্থ।

কেরে তুই, ওরে স্বার্থ, তুই কতটুক্,
তোর স্পর্শে ঢেকে যায় ব্রহ্মাণ্ডের মুখ,
লুকায় অনন্ত সত্য,—স্নেহ সখ্য প্রীতি
মুহূর্ত্তে ধারণ করে নির্লজ্জ বিকৃতি,—
থেমে যায় সৌন্দর্য্যের গীতি চিরন্তন
তোর তুচ্ছ পরিহাসে! ওগো বন্ধুগণ
সব স্বার্থ পূর্ণ হোক্! ক্ষুদ্রতম কণা
ভাণ্ডারে টানিয়া আন—কিছু ত্যজিয়োনা!
আমি লইলাম বাছি চিরপ্রেমখানি
জাগিছে যাহার মুখে অনন্তের বাণী
অমৃতে অশ্রুতে মাখা! মোর তরে থাক্
পরিহাস্য পুরাতন বিশ্বাস নির্ব্বাক্!
থাক্ মহাবিশ্ব, থাক্ হৃদয়-আসীনা
অন্তরের মাঝখানে যে বাজায় বীণা!

১১ই শ্রাবণ।

প্রেয়সী।

হে প্রেয়সী, হে শ্রেয়সী, হে বীণাবাদিনী,
আজি মোর চিত্তপদ্মে বসি একাকিনী
ঢালিতেছ স্বর্গসুধা; মাথার উপর
সদ্যস্নাত বরষার স্বচ্ছ নীলাম্বর
রাখিয়াছে স্নিগ্ধহস্ত আশীর্ব্বাদে ভরা;
সম্মুখেতে শস্যপূর্ণ হিল্লোলিত ধরা
বুলায় নয়নে মোর অমৃত চুম্বন;
উতলা বাতাস আসি করে আলিঙ্গন;
অন্তরে সঞ্চার করি আনন্দের বেগ
বহে যায় ভরা নদী; মধ্যাহ্নের মেঘ
স্বপ্নমালা গাঁথি দেয় দিগন্তের ভালে।
তুমি আজি মুগ্ধমুখী আমারে ভুলালে,
ভুলাইলে সংসারের শতলক্ষ কথা—
বীণাস্বরে রচি দিলে মহা নীরবতা।

১১ই শ্রাবণ।

শান্তিমন্ত্র।

কাল আমি তরী খুলি লোকালয় মাঝে
আবার ফিরিয়া যাব আপনার কাজে,—
হে অন্তর্যামিনী দেবী ছেড়োনা আমারে,
যেয়োনা একেলা ফেলি জনতা পাথারে
কর্ম্ম কোলাহলে! সেথা সর্ব্বঝঞ্ঝনায়
নিত্য যেন বাজে চিত্তে তোমার বীণায়
এমনি মঙ্গলধ্বনি। বিদ্বেষের বাণে
বক্ষ বিদ্ধ করি' যবে রক্ত টেনে আনে
তোমার সান্ত্বনা সুধা অশ্রুবারি সম
পড়ে যেন বিন্দু বিন্দু ক্ষতপ্রাণে মম।
বিরোধ উঠিবে গর্জ্জি শতফণা ফণী,
তুমি মৃদুস্বরে দিয়ো শান্তিমন্ত্রধ্বনি—
স্বার্থ মিথ্যা, সব মিথ্যা—বোলো কানে কানে—
আমি শুধু নিত্য সত্য তোর মাঝখানে।

১১ই শ্রাবণ।

কালিদাসের প্রতি।

আজি তুমি কবি শুধু, নহ আর কেহ—
কোথা তব রাজসভা, কোথা তব গেহ,
কোথা সেই উজ্জয়িনী,—কোথা গেল আজ
প্রভু তব, কালিদাস,—রাজ অধিরাজ!
কোনো চিহ্ন নাহি কারো! আজ মনে হয়
ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময়
অলকার অধিবাসী। সন্ধ্যাভ্র শিখরে
ধ্যান ভাঙ্গি উমাপতি ভূমানন্দ ভরে
নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজল
গর্জ্জিত মৃদঙ্গরবে, তড়িৎ চপল

ছন্দে ছন্দে দিত তাল, তুমি সেই ক্ষণে
গাহিতে বন্দনা গান;—গীতি সমাপনে
কর্ণ হতে বর্হ খুলি, স্নেহহাস্য ভরে
পরায়ে দিতেন গৌরী তব চূড়া পরে।

১১ই শ্রাবণ।

কুমারসম্ভবগান।

যখন শুনালে, কবি, দেবদম্পতিরে
কুমারসম্ভবগান,—চারিদিকে ঘিরে
দাঁড়াল প্রমথগণ,—শিখরের পর
নামিল মন্থর শান্ত সন্ধ্যা-মেঘস্তর,—
স্থগিত বিদ্যুৎলীলা, গর্জ্জন বিরত,
কুমারের শিখী করি পুচ্ছ অবনত
স্থির হয়ে দাঁড়াইল পার্ব্বতীর পাশে
বাঁকায়ে উন্নত গ্রীবা। কভু স্মিত হাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ,—কভু দীর্ঘ শ্বাস
অলক্ষ্যে বহিল,—কভু অশ্রু জলোচ্ছ্বাস
দেখা দিল আঁখিপ্রান্তে —যবে অবশেষে
ব্যাকুল সরমখানি নয়ন-নিমেষে
নামিল নীরবে,—কবি, চাহি দেবীপানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্তগানে।

১৫ই শ্রাবণ।

মানসলোক।

মানস কৈলাস শৃঙ্গে নির্জ্জনভুবনে
ছিলে তুমি মহেশের মন্দির প্রাঙ্গণে
তাঁহার আপন কবি,—কবি কালিদাস!
নীলকণ্ঠ দ্যুতিসম স্নিগ্ধ-নীল-ভাস
চিরস্থির আষাঢ়ের ঘন মেঘদলে,
জ্যোতির্ম্ময় সপ্তর্ষির তপোলোক তলে।
আজিও মানসধামে করিছ বসতি;—
চিরদিন রবে সেথা ওহে কবিপতি
শঙ্কর চরিত গানে ভরিয়া ভুবন।—
মাঝে হতে উজ্জয়িনী রাজ নিকেতন,
নৃপতি বিক্রমাদিত্য, নবরত্নসভা,
কোথা হতে দেখা দিল স্বপ্ন ক্ষণপ্রভা!
সে স্বপ্ন মিলায়ে গেল, সে বিপুলচ্ছবি,
রহিলে মানসলোকে তুমি চিরকবি'!

১৫ই শ্রাবণ।

কাব্য।

তবু কি ছিলনা তব সুখ দুঃখ যত
আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মত
হে অমর কবি! ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা ষড়চক্র, আঘাত গোপন!
কখনো কি সহ নাই অপমান ভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রূর,—নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি!
তবু সে সবার ঊর্দ্ধে নির্লিপ্ত নির্ম্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য্য কমল
আনন্দের সূর্য্যপানে; তার কোনো ঠাঁই
দুঃখদৈন্য দুর্দ্দিনের কোন চিহ্ন নাই।
জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান,
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান!

১১ই শ্রাবণ।

প্রার্থনা।

আজি, কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে
কোন্ জনে করে বঞ্চিত,—
তব চরণ-কমল-রতন-রেণুকা
অন্তরে আছে সঞ্চিত।
কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে
মর্ম্ম মাঝারে শল্য বরষে,
তবু প্রাণ মন পীযূষ পরশে
পলে পলে পুলকাঞ্চিত।
আজি কিসের পিপাসা মিটিল না, ওগো
পরম পরাণ-বল্লভ!

চিতে চিরসুধা করে সঞ্চার, তব
সকরুণ কর-পল্লব!
হেথা কত দিনে রাতে অপমান-ঘাতে
আছি নতশির গঞ্জিত,
তবু চিত্ত ললাট তোমারি স্বকরে
রয়েছে তিলক রঞ্জিত!
হেথা কে আমার কানে কঠিন বচনে
বাজায় বিরোধ ঝঞ্জনা!
প্রাণে দিবস রজনী উঠিতেছে ধ্বনি
তোমারি বীণার গুঞ্জনা।
নাথ, যার যাহা আছে তার তাই থাক্
আমি থাকি চিরলাঞ্ছিত,—
শুধু তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে
থাক থাক চির বাঞ্ছিত!

১৪ই শ্রাবণ।

ইছামতী নদী।

অয়ি তন্বী ইছামতী তব তীরে তীরে
শান্তি চিরকাল থাক্ কুটীরে কুটীরে,—
শস্যে পূর্ণ হোক্ ক্ষেত্র তব তট দেশে!—
বর্ষে বর্ষে বরষায় আনন্দিত বেশে
ঘন ঘোর ঘটাসাথে বজ্রবাদ্য রবে
পূর্ব্ববায়ু-কল্লোলিত তরঙ্গ উৎসবে
তুলিয়া আনন্দধ্বনি দক্ষিণে ও বামে
আশ্রিত পালিত তব দুই তটগ্রামে,
সমারোহে চলে এস শৈলগৃহ হতে
সৌভাগ্যে শোভায় গর্ব্বে উল্লসিত স্রোতে!
যখন রবনা আমি, রবেনা এ গান,
তখনো ধরার বক্ষে সঞ্চরিয়া প্রাণ,
তোমার আনন্দ গাথা এ বঙ্গে, পার্ব্বতী,
বর্ষে বর্ষে বাজিবেক অয়ি ইছামতী!

১৪ই শ্রাবণ।

শুশ্রূষা।

ব্যথাক্ষত মোর প্রাণ লয়ে তব ঘরে
অতিথি বৎসলা নদী কত স্নেহভরে
শুশ্রূষা করিলে আজি,—স্নিগ্ধ হস্ত খানি
দগ্ধ হৃদয়ের মাঝে সুধা দিল আনি!
সায়াহ্ণ আসিল নামি,—পশ্চিমের তীরে
ধান্যক্ষেত্রে রক্ত রবি অস্ত গেল ধীরে,—
পূর্ব্বতীরে গ্রাম বন নাহি যায় দেখা,
জলন্ত দিগন্তে শুধু মসী পুঞ্জ রেখা;
সেথা অন্ধকার হতে আনিছে সমীর
কর্ম্ম অবসানধ্বনি অজ্ঞাত পল্লীর।
দুই তীর হতে তুলি দুই শান্তি পাথা
আমারে বুকের মাঝে দিলে তুমি ঢাকা!
চুপি চুপি বলি দিলে—বৎস, জেনো সার,
সুখ দুঃখ বাহিরের, শান্তি সে আত্মার!

১৭ই শ্রাবণ।

আশিষ-গ্রহণ।

চলিয়াছি রণক্ষেত্রে সংগ্রামের পথে!
সংসার বিপ্লবধ্বনি আসে দূর হতে।
বিদায় নেবার আগে, পারি যতক্ষণ
পরিপূর্ণ করি লই মোর প্রাণমন
নিত্য উচ্চারিত তব কলকণ্ঠস্বরে
উদার মঙ্গল মন্ত্রে,—হৃদয়ের পরে
লই তব শুভস্পর্শ, কল্যাণ সঞ্চয়!
এই আশীর্ব্বাদ কর, জয় পরাজয়
ধরি যেন নম্র চিত্তে করি শির নত
দেবতার আশীর্ব্বাদী কুসুমের মত।
বিশ্বস্ত স্নেহের মূর্ত্তি দুঃস্বপ্নের প্রায়
সহসা বিরূপ হয়—তবু যেন তায়
আমার হৃদয়সুধা না পায় বিকার,
আমি যেন আমি থাকি নিত্য আপনার!

১৭ই শ্রাবণ।

বিদায়।

হে তটিনী সে নগরে নাই কলস্বন
তোমার কণ্ঠের মত ;—উদার গগনে
—অলিখিত মহাশাস্ত্র—নীল পত্রগুলি
দিক্ হতে দিগন্তরে নাহি রাখে খুলি ;—
শান্ত স্নিগ্ধ বসুন্ধরা শ্যামল অঞ্জনে
সত্যের স্বরূপ খানি নির্ম্মল নয়নে
রাখে না নবীন করি ; সেথায় কেবল
একমাত্র আপনার অন্তর সম্বল
অকূলের মাঝে। তাই ভীত-শিশুপ্রায়
হৃদয় চাহে না আজি লইতে বিদায়
তোমা সবাকার কাছে। তাই প্রাণপণে
আঁকড়িয়া ধরিতেছে আর্ত্ত আলিঙ্গনে
নির্জ্জন লক্ষ্মীরে। শুভশান্তিপত্র তব
অন্তরে বাঁধিয়া দাও, কণ্ঠে পরি লব।

১৪ই শ্রাবণ।

গান।

কীর্ত্তনের সুর।

বড় বেদনার মত বেজেছে তুমি হে, আমার প্রাণে!
মন যে কেমন করে মনে মনে তাহা মনই জানে।
তোমারে হৃদয়ে করে আছি নিশিদিন ধরে,
চেয়ে থাকি আঁখি ভরে' মুখের পানে!
বড় আশা বড় তৃষা বড় আকিঞ্চন, তোমারি লাগি!
বড় সুখে বড় দুখে বড় অনুরাগে রয়েছি জাগি!
এ জন্মের মত আর হয়ে গেছে যা হবার
ভেসে গেছে মন প্রাণ মরণটানে।

বিভাস।

হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায় হায় সজনী।
উথলে নয়ন বারি!
যে দিকে চেয়ে দেখি ওগো সখি
কিছু আর চিনিতে না পারি।
পরাণে পড়িয়াছে টান, ভরা নদীতে আসে বাণ,
আজিকে কি ঘোর তুফান সজনি গো
বাঁধ আর বাঁধিতে নারি!
কেন এমন হল গো আমার এই নব যৌবনে!
সহসা কি বহিল কোথাকার কোন্ পবনে!
হৃদয় আপনি উদাস, মরমে কিসের হুতাশ,
জানি না কি বাসনা কি বেদনা গো
আপনা কেমনে নিবারি।

কীর্ত্তন।

এস এস ফিরে এস, বঁধু হে ফিরে এস!
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, নাথ হে ফিরে এস!
ওহে নিঠুর ফিরে এস, আমার করুণ-কোমল এস!
আমার সজল জলদ স্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এস!
আমার নিতিসুখ ফিরে এস, আমার চিরদুখ ফিরে এস,
আমার সব সুখদুখমন্থনধন অন্তরে ফিরে এস!
আমার চিরবাঞ্ছিত এস, আমার চিতসঞ্চিত এস,
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এস!
আমার বক্ষে ফিরিয়া এস, আমার চক্ষে ফিরিয়া এস,
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এস!
আমার মুখের হাসিতে এস, আমার চোখের সলিলে এস,
আমার আদরে আমার ছলনে, আমার অভিমানে ফিরে এস!
আমার সকল স্মরণে এস, আমার সকল ভরমে এস,
আমার ধরম করম সোহাগ সরম জনম মরণে এস!

মিশ্র মূলতান।

আমার মন মানে না (দিনরজনী)!
আমি কি কথা স্মরিয়া এতনু ভরিয়া পুলক রাখিতে নারি!
ওগো কি ভাবিয়া মনে এ দুটি নয়নে উথলে নয়নবারি।
(ওগো সজনি!)
সে সুধাবচন সে সুখ পরশ, অঙ্গে বাজিছে বাঁশি!
(তাই) শুনিয়া শুনিয়া আপনার মনে হৃদয় হয় উদাসী।
কেন না জানি!
(ওগো) বাতাসে কি কথা ভেসে চলে আসে, আকাশে কি
মুখ জাগে!
(ওগো) বন মর্ম্মরে নদী নির্ঝরে কি মধুর সুর লাগে!
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মত জড়ায়ে ধরিছে গলে
আমি এ কথা এ ব্যথা সুখ-ব্যাকুলতা কাহার চরণ তলে
দিব নিছনি!

মিশ্রমোল্লার।

ঝর ঝর বরিষে বারিধারা।
হায় পথবাসী! হায় গতিহীন! হায় গৃহহারা!
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে
জনহীন অসীম প্রান্তরে!
রজনী আঁধারা!
অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলারে, তিমির-দুকূলারে!
নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে,
চঞ্চল চপলা চমকে, নাহি শশিতারা!

মিশ্রবারোয়াঁ।

(ওহে নবীন অতিথি,)
তুমি, নূতন কি তুমি চিরন্তন ?
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সঙ্গোপন !
যতনে কতকি আনি বেঁধেছিনু গৃহখানি
হেথা কে তোমারে বল করেছিল নিমন্ত্রণ ?
কত আশা ভালবাসা গভীর হৃদয় তলে
ঢেকে রেখেছিনু বুকে, কত হাসি অশ্রুজলে !
একটি না কহি বাণী তুমি এলে মহারাণী,
কেমনে গোপন মনে করিলে হে পদার্পণ ?

বিভাস।

ওলো সই, ওলো সই !
আমার ইচ্ছা করে তোদের মত মনের কথা কই !
ছড়িয়ে দিয়ে পা হুখানি, কোণে বসে কানাকানি
কভু হেসে কভু কেঁদে চেয়ে বসে রই !
ওলো সই, ওলো সই,
তোদের আছে মনের কথা, আমার আছে কই !
আমি কি বলিব কার কথা, কোন্ সুখ, কোন্ ব্যথা,
নাই কথা তবু সাধ শত কথা কই !
ওলো সই ওলো সই !
তোদের এত কি বলিবার আছে ভেবে অবাক্ হই !
আমি একা বসি সন্ধ্যা হলে আপনি ভাসি নয়নজলে,
কারণ কেহ শুধাইলে নীরব হয়ে রই !

ভূপালি।

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়-কমল-বনমাঝে !
নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি, অমৃতমূরতিমতী বাণী,
হিরণ কিরণ ছবিখানি পরাণের কোথা সে বিরাজে।
মধুঋতু জাগে দিবানিশি, পিককুহরিত দিশি দিশি,
মানস মধুপ পদতলে মূরছি পড়িছে পরিমলে !
এস দেবী এস এ আলোকে, একবার হেরি তোরে চোখে।
গোপনে থেকোনা মনোলোকে ছায়াময় মায়াময় সাজে !

পূরবী।

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
শূন্য ঘাটে একা আমি পার করে লও খেয়ার নেয়ে !
ভেঙ্গে এলেম খেলার বাঁশি, চুকিয়ে এলেম কান্না হাসি,
সন্ধ্যাবায়ে শ্রান্তকায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে !
ও পারেতে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিলরে,
আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির পরে !
এস এস শ্রান্তিহরা এস শান্তি সুপ্তিভরা,
এস এস তুমি এস এস তোমার তরী বেয়ে !

শঙ্করাভরণ—মিশ্রতাল।

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে !
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদী নদে গিরিগুহা পারাবারে,
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা ;—
নব বসন্তে, নব আনন্দ, উৎসব নব !
অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে,
শুনিরে শুনি মর্ম্মর পল্লব পুঞ্জে,
পিক-কূজন পুষ্পবনে বিজনে,
মৃদু বায়ু হিলোল-বিলোল বিভোল-বিশাল সরোবর মাঝে,
কলগীত সুললিত বাজে !
শ্যামল কান্তার পরে অনিল সঞ্চারে ধীরে রে,
নদীতীরে শরবনে উঠে ধ্বনি সরসর মরমর,
কত দিকে কত বাণী, নবনব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা !
আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব !
অতি গম্ভীর, নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে,
যেনরে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে !
করে গর্জ্জন নির্ঝরিণী সঘনে,
হের ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল তমাল বিতানে
উঠে রব ভৈরব তানে !
পবন মল্লার গীত গাহিছে আঁধার রাতে ;
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অম্বরতলে !
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রস ধারা !
আশ্বিনে নব আনন্দ, উৎসব নব !
অতি নির্ম্মল, অতি নির্ম্মল উজ্জল সাজে,
ভুবনে নব শারদলক্ষ্মী বিরাজে !
নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে ;

অতি নির্ম্মল হাস-বিভাস-বিকাশ আকাশ নীলাম্বর মাঝে
শ্বেত ভুজে শ্বেত বীণা বাজে!
উঠিছে আলাপ মৃদু মধুর বেহাগ তানে,
চন্দ্র করে উল্লসিত ফুল্লবনে ঝিল্লিরবে তন্দ্রা আনেরে,
দিকে দিকে কত বাণী নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রস ধারা!

মিশ্রভৈরোঁ।

(আহা) জাগি পোহাল বিভাবরী।
ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরী!
ম্লান প্রদীপ উষানিল-চঞ্চল,
পাণ্ডুর শশধর গত অস্তাচল,
মুছ আঁখিজল, চল সখী চল,
অঙ্গে নীলাঞ্চল সম্বরি!
শরত প্রভাত নিরাময় নির্ম্মল,
শান্ত সমীরে কোমল পরিমল,
নির্জ্জন বনতল শিশির সুশীতল
পুলকাকুল তরুবল্লরী!
বিরহ শয়নে ফেলি মলিন মালিকা,
এস নব ভুবনে এসগো বালিকা,
গাঁথি লহ অঞ্চলে নব শেফালিকা
অলকে নবীন ফুলমঞ্জরী!

ভৈরবী।

অনাদি অসীম সুনীল অকূল সিন্ধু,
আমি ক্ষুদ্র অশ্রু বিন্দু!
তোমার শীতল অতলে ফেলগো গ্রাসি,
তার পরে সব নীরব শান্তিরাশি,
তার পরে শুধু বিস্মৃতি আর ক্ষমা,
শুধাবনা আর কখন্ আসিবে অমা,
কখন্ গগনে উদিবে পূর্ণ ইন্দু!

কীর্ত্তনের সুর।

তোমার গোপন কথাটি সখি রেখোনা মনে!
শুধু আমায়, বোলো আমায় গোপনে!
ওগো ধীর মধুর হাসিনী বোলো ধীর মধুর ভাষে,
আমি কানে না শুনিবগো, শুনিব প্রাণের শ্রবণে!
যবে গভীর যামিনী, যবে নীরব মেদিনী,
যবে সুপ্তিমগন বিহগনীড় কুসুম কাননে,
বোলো অশ্রুজড়িত কণ্ঠে, বোলো কম্পিতস্মিত হাসে,
বোলো মধুরবেদন-বিধুর হৃদয়ে সরম-নমিত নয়নে!

খাম্বাজ।

চিত্ত পিপাসিতরে, গীত সুধার তরে।
তাপিত শুষ্কলতা বর্ষণ যাচে যথা,
কাতর অন্তর মোর লুণ্ঠিত ধূলি পরে
গীত সুধার তরে!
আজি বসন্ত নিশা, আজি অনন্ত তৃষা,
আজি এ জাগ্রত প্রাণ তৃষিত চকোর সমান
গীত সুধার তরে!
চন্দ্র অতন্দ্র নভে জাগিছে সুপ্ত ভবে,
অন্তর বাহির আজি কাঁদে উদাস স্বরে
গীত সুধার তরে!

ঝিঁঝিট।

আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী!
তুমি থাক সিন্ধু পারে ওগো বিদেশিনী!
তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে.
তোমায় দেখেছি হৃদি মাঝারে ওগো বিদেশিনী!
আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি শুনেছি তোমার গান
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী!
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে, আমি এসেছি নূতন দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী!

খাম্বাজ।

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল!
ভবের পদ্মপত্রে জল সদা করচি টল মল
মোদের আসা যাওয়া শূন্য হাওয়া নাইকো ফলাফল!
নাহি জানি করণ কারণ, নাহি জানি ধরণ ধারণ,
নাহি মানি শাসন বারণ গো,—
আমরা, আপন রোখে মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল!
লক্ষ্মী, তোমার বাহনগুলি ধনে পুত্রে উঠুন ফুলি,
লুঠুন্ তোমার চরণধূলি গো!
আমরা স্কন্ধে লয়ে কাঁথা ঝুলি ফিরব্ ধরাতল!

তোমার বন্দরেতে বাঁধাঘাটে বোঝাই করা সোনার পাটে
অনেক রত্ন অনেক হাটে গো!
আমরা নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা তরী ভেসেছি কেবল!
আমরা এবার খুঁজে দেখি, অকূলেতে কূল মেলে কি,
দ্বীপ আছে কি ভবসাগরে?
যদি সুখ না জোটে দেখ্‌ব ডুবে কোথায় রসাতল!
আমরা জুটে সারা বেলা করব হতভাগার মেলা,
গাব গান খেল্‌ব খেলা গো!
কণ্ঠে যদি গান না আসে করব কোলাহল!

ভূপালী।

(ওগো) ভাগ্যদেবী পিতামহী, মিট্‌ল আমার আশ!
এবার তবে আজ্ঞা কর বিদায় হবে দাস!
জীবনের এই বাসর রাতি পোহায় বুঝি, নেবে বাতি,
বধূর দেখা নাইক, শুধু প্রচুর পরিহাস!
এখন থেমে গেল বাঁশি শুকিয়ে এল পুষ্প রাশি,
উঠ্‌ল তোমার অট্টহাসি কাঁপায়ে আকাশ!
ছিলেন যাঁরা আমায় ঘিরে গেছেন যে যার ঘরে ফিরে,
আছ বৃদ্ধা ঠাকুরাণী মুখে টানি বাস।

বাহার।

একি আকুলতা ভুবনে! একি চঞ্চলতা পবনে!
একি মধুর মদির রস রাশি আজি শূন্য তলে চলে ভাসি,
ঝরে চন্দ্র করে একি হাসি, ফুল গন্ধ লুটে গগনে।
একি প্রাণভরা অনুরাগে আজি বিশ্ব জগত জন জাগে,
আজি নিখিল নীল গগনে সুখ-পরশ কোথা হতে লাগে!
সুখে শিহরে সকল বনরাজি উঠে মোহন বাঁশরি বাজি,
হের, পূর্ণবিকাশিত আজি মম অন্তর সুন্দর স্বপনে!

বেহাগ।

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম!
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনীসম!
মম জীবন যৌবন, মম অখিল ভুবন
তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী সম!
জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি
তব অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি!
মম দুঃখ বেদন মম সফল স্বপন
তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী সম!

মিশ্র সুরট।

সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে!
রিনিকি রিনিকি রিনিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে!
রিনিঝিনি ঝিল্লীরে!
বিকচ নীপ কুঞ্জে নিবিড় তিমির পুঞ্জে,
কুন্তল ফুল-গন্ধ আসে অন্তর মন্দিরে!
উন্মদ সমীরে!
শঙ্কিত চিত কম্পিত অতি অঞ্চল উড়ে চঞ্চল!
পুষ্পিত তৃণবীথি ঝঙ্কৃত বনগীতি,
কোমল-পদপল্লবতল-চুম্বিত ধরণীরে!
নিকুঞ্জ কুটীরে!

পরজ।

কে উঠে ডাকি
মম বক্ষোনীড়ে থাকি!—
করুণ মধুর অধীর তানে বিরহ বিধুর পাখী!
নিবিড় ছায়া গহন মায়া,
পল্লবঘন নির্জ্জন বন,
শান্তপবনে কুঞ্জভবনে
কে জাগে একাকী!
যামিনী বিভোরা নিদ্রাঘনঘোরা,
ঘন তমালশাখা, নিদ্রাঘন মাখা!
স্তিমিত তারা চেতনহারা,
পাণ্ডুগগন তন্দ্রামগন,
চন্দ্রশ্রান্ত দিকভ্রান্ত
নিদ্রালস আঁখি!

খাম্বাজ।

ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি!
রেখেছি কনকমন্দিরে কমলাসনপাতি!
তুমি এস হৃদে এস, হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ,
মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ করুণ হাস্য ভাতি!
তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুলডালা,
আমি সকল কুঞ্জ কানন ফিরি এনেছি যূথি জাতি।
তব পদতল লীনা, বাজাব স্বর্ণ বীণা,
বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানস-সাথী!

ভৈরবী।

তুমি যেয়োনা এখনি!
এখনো আছে রজনী!
পথ বিজন, তিমির সঘন,
কানন কণ্টকতরু গহন, আঁধার ধরণী!
বড় সাধে জ্বালিনু দীপ, গাঁথিনু মালা,
চিরদিনে বঁধু পাইনু হে তব দরশন!
আজি যাব অকূলের পারে,
ভাসাব প্রেম পারাবারে জীবন তরণী!

রামকেলী।

আকুল কেশে আসে, চায় ম্লান নয়নে,
কেগো চির বিরহিনী!
নিশিভোরে আঁখি জড়িত ঘুমঘোরে,
বিজন ভবনে, কুসুম-সুরভি মৃদু পবনে
সুখ শয়নে, মম প্রভাত স্বপনে!
শিহরি চমকি জাগি তারি লাগি!
চকিতে মিলায় ছায়াপ্রায়, শুধু রেখে যায়
ব্যাকুল বাসনা কুসুমকাননে!

সিন্ধুকানাড়া।

কি রাগিণী বাজালে হৃদয়ে, মোহন, মনোমোহন,
তাহা তুমি জান হে তুমি জান!
চাহিলে মুখপানে কি গাহিলে নীরবে
কিসে মোহিলে মন প্রাণ,
তাহা তুমি জান হে তুমি জান!
আমি শুনি দিবারজনী তারি ধ্বনি তারি প্রতিধ্বনি!
তুমি কেমনে মরম পরশিলে মম,
কোথা হতে প্রাণ কেড়ে আন
তাহা তুমি জান হে তুমি জান!

মিশ্র ইমন—কাওয়ালি।

এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি,
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেচি।
শুনেছি মূরতি কালো, তারে না দেখাই ভালো,
সখি বল, আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি।
শুধু স্বপনে এসেছিল সে, নয়ন কোণে হেসেছিল সে,
সে অবধি, সই, ভয়ে ভয়ে রই, আঁখি মেলিতে ভেবে
সারা হই।
কানন পথে যে খুসি সে যায়, কদমতলে যে খুসি সে চায়,
সখি বল, আমি আঁখি তুলে কারো পানে চাব কি!

মিশ্র—কাওয়ালি।

ওগো তোরা কে যাবি পারে।
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদীকিনারে।
ওপারেতে উপবনে কত খেলা কতজনে,
এপারেতে ধুধু মরু বারি বিনা রে।
এইবেলা বেলা আছে আয় কে যাবি!
মিছে কেন কাটে কাল কত কি ভাবি!
সূর্য্য পাটে যাবে নেমে, সুবাতাস যাবে থেমে,
খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা আঁধারে।

সিন্ধু—একতালা।

তবে শেষ করে দাও শেষ গান তার পরে যাই চলে।
তুমি ভুলে যেয়ো এ রজনী আজ রজনী ভোর হলে!
বাহু ডোরে বাঁধি কারে, স্বপ্ন কভু বাঁধা পড়ে?
বক্ষে শুধু বাজে ব্যথা, আঁখি ভাসে জলে!

ইমন কল্যাণ—ঝাঁপতাল।

যাহা পাও তাই লও, হাসি মুখে ফিরে যাও,
কারে চাও কেন চাও, আশা কে পূরাতে পারে।
সবে চায় কেবা পায়, সংসার চলে যায়
যেবা হাসে যেবা কাঁদে যেবা পড়ে থাকে দ্বারে॥

কেদারা—কাওয়ালি।

সখি, আমারি দুয়ারে কেন আসিল,
নিশি ভোরে যোগী ভিখারী,
কেন করুণস্বরে বীণা বাজিল।
আমি আসি যাই যতবার, চোখে পড়ে মুখ তার,
তারে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবিলো।
শ্রাবণে আঁধার দিশি শরতে বিমল নিশি,
বসন্তে দখিন বায়ু বিকশিত উপবন।

কত ভাবে কত গীতি গাহিতেছে নিতি নিতি
মন নাহি লাগে কাজে আঁখি জলে ভাসিল!

বেহাগ—একতালা।

শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা।
শুধু আলো আঁধারে কাঁদা হাসা।
শুধু দেখা পাওয়া শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চলে যায়
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা।
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙ্গা বল,
প্রাণপণে কাজে পায় ভাঙ্গা ফল,
ভাঙ্গা তরী ধরে ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে ভাঙ্গা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয়
আধ খানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে আধ বিশ্বাসে
শুধু আধখানি ভালবাসা।

মিশ্র—একতালা।

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলে!
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে।
যদি থাকি কাছাকাছি,
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি।
তবু মনে রেখো।
যদি জল আসে আঁখি পাতে,
এক দিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে,
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শরদ প্রাতে।
তবু মনে রেখো।
যদি পড়িয়া মনে,
ছল ছল জল নাই দেখা দেয় নয়ন কোণে,
তবু মনে রেখো।

বাউলের সুর।

তোমরা সবাই ভাল!
(যার অদৃষ্টে যেম্‌নি জুটেছে, সেই আমাদের ভালো।)
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালো।
কেউবা অতি জ্বলজ্বল, কেউবা ম্লান ছলছল,
কেউবা কিছু দহন করে কেউবা স্নিগ্ধ আলো।
নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল-মধুর একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা, তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমার কথা বল্‌তে কবির কথা ফুরালো।
যে মূর্ত্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভাল লাগে,
কেউবা দিব্যি গৌরবরণ কেউবা দিব্যি কালো।

বেহাগড়া—কাওয়ালি।

ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এসহে।
মধুর হাসিয়ে ভাল বেসহে।
হৃদয় কাননে ফুল ফুটাও আধ নয়নে সখি চাও চাও,
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেসহে।

সিন্ধু খাম্বাজ—খেমটা।

দেখ ঐ কে এসেছে, চাও সখি চাও।
আকুল পরাণ ওর, আঁখি হিল্লোলে নাচাও সখি।
তৃষিত নয়ানে চাহে মুখপানে
হাস সুধাদানে বাঁচাও সখি॥

পিলু—খেমটা।

ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে ওলো সজনি!
হাসি খেলিরে মনের সুখে
ও কেন সাথে ফেরে আঁধার মুখে দিন রজনী।

কালাংড়া—খেমটা।

ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে কেন সে দেখা দিল।
মধু অধরের মধুর হাসি প্রাণে কেন বরষিল!
দাঁড়ায়ে ছিলাম পথের ধারে সহসা দেখিলেম তারে
নয়ন দুটী তুলে কেন মুখের পানে চেয়ে গেল।

ভৈরবী—আড়খেমটা।

কেনরে চাস্‌ ফিরে ফিরে চলে আয় রে চলে আয়,
এরা প্রাণের কথা বোঝে না যে—হৃদয় কুসুম দলে যায়!

হেসে হেসে গেয়ে গান দিতে এসেছিলি প্রাণ
নয়নের জল সাথে নিয়ে চলে আয়রে চলে আয়।

বেহাগড়া—কাওয়ালি।

মনে রয়ে গেল মনের কথা, শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা।
মনে করি দুটী কথা বলে যাই কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই
সে যদি চাহে মরি যে তাহে কেন মুদে আসে আঁখির পাতা।
ম্লান মুখে সখি সে যে চলে যায়, ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল ধূলায় লুটাইল হৃদয় লতা।

বেহাগ—কাওয়ালি।

প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে।
চারিদিকে হাসি রাশি তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে!
আন সখী বীণা আন, প্রাণ খুলে কর গান
নাচ সবে মিলে ঘিরি ঘিরি ঘিরিয়ে,
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে?
বাণা তবে রেখে দে, গান আর গাস্‌নে
কেমনে যাবে বেদনা?
কাননে কাটাই রাতি, তুলি ফুল মালা গাঁথি
জোছনা কেমন ফুটেছে
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে।

মিশ্র কালাংড়া—খেমটা।

এত ফুল কে ফুটালে (কাননে)
লতা পাতায় এত হাসিতরঙ্গ মরি কে উঠালে।
সজনীর বিয়ে হবে, ফুলেরা শুনেছে সবে
সে কথা কে রটালে॥

মিশ্র জয়জয়ন্তী—খেমটা।

আমাদের সখিরে কে নিয়ে যাবেরে!
তারে কেড়ে নেব ছেড়ে দেবনা।
কে জানে কোথা হতে কে এসেছে
কেন সে মোদের সখী নিতে আসে দেবনা।
সখীরা পথে গিয়ে দাঁড়াব, হাঁতে তার ফুলের বাঁধন জড়াব,
বেঁধে তায় রেখে দিব কুসুম বনে
সখিরে নিয়ে যেতে দেবনা॥

মিশ্রবেহাগ—খেমটা।

সখি সে গেল কোথায়, তারে ডেকে নিয়ে আয়।
দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায়।
আজি এ মধুর সাঁঝে, কাননে ফুলের মাঝে
হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তাঁয়।
আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।
আয়লো আনন্দময়ি মধুর বসন্ত লয়ে
লাবণ্য ফুটাবিলো তরুলতায়॥

মূলতানি—কাওয়ালী।

কোথা ছিলি সজনিলো, মোরা যে তোরি তরে বসে আছি কাননে
এস সখি এস হেথা বসি বিজনে
আঁখি ভরিয়ে হেরি হাসি মুখানি।
আজি সাজাব সখীরে সাধ মিটায়ে
ঢাকিব তনুখানি কুসুমেরি ভূষণে
গগণে হাসিবে বিধু গাহিব মৃদু মৃদু
কাটাব প্রমোদে চাঁদিনী যামিনী॥

বেহাগ—তাল ফেরতা।

মধুর মিলন।
হাসিতে মিলেছে হাসি নয়নে নয়ন।
মরমর মৃদুবাণী মর-মর মরমে
কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর সরমে;
নয়নে স্বপন।
তারাগুলি চেয়ে আছে, কুসুম গাছে গাছে
বাতাস চুপি চুপি ফিরিছে কাছে কাছে;
মালাগুলি গেঁথে নিয়ে আড়ালে লুকাইয়ে
সখীরা নেহারিব দোঁহার আনন
হেসে আকুল হল বকুল কানন
(আমরি মরি)॥

কালাংড়া—আড়াখেমটা।

দেখে যা দেখে যা দেখে যালো তোরা
সাধের কাননে মোর
(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়ারে—

(হেথা) জোছনা ফুটে তটিনী ছুটে
প্রমোদে কানন ভোর।
আয় আয় সখি আয়লো হেথা দুজনে কহিব মনের কথা
তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে,
(সুখে) গাঁথিব মালা গণিব তারা করিব রজনী ভোর।
এ কাননে বসি গাহিব গান সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
খেলিব দুজনে মনের খেলা রে
(প্রাণে) রহিবে মিশি দিবস নিশি আধো আধো ঘুম ঘোর॥

ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

মা একবার দাঁড়াগো হেরি চন্দ্রানন।
আঁধার করে কোথায় যাবি শূন্য ভবন!
মধুর মুখ হাসি হাসি, অমিয় রাশি রাশি মা
ও হাসি কোথায় নিয়ে যাস্‌রে,
আমরা কি দেখে জুড়াব জীবন॥

কীর্ত্তনের সুর।

আমারে, কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে!
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে যা'রে।
তোরা কোন্ রূপের হাটে, চলেছিস্ ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে,
তোদের ঐ হাসিখুসী দিবানিশি দেখে মন কেমন করে!
আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা' লুটেপুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে!
যেমন ঐ এক নিমেষে বন্যা এসে ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে!
এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা
কে আছে নাম ধ'রে মোর ডাকতে পারে!
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে চিন্‌তে পারি দেখে তারে!

সিন্ধু—খেমটা।

আজ আস্‌বে শ্যাম গোকুলে ফিরে।
আবার বাজ্‌বে বাঁশি যমুনাতীরে।
আমরা কি করব? কি বেশ ধরব? কি মালা পরব?
বাঁচব কি মরব সুখে? কি তারে বল্‌ব? কথা কি রবে মুখে?
শুধু তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে দাঁড়ায়ে
ভাস্‌ব নয়ন নীরে!

বেলাবলী—ঢিমা তেতালা।

মনে যে আশা লয়ে এসেছি হল না হল না হে,
ওই মুখপানে চেয়ে ফিরিনু লুকাতে আঁখিজল
বেদনা রহিল মনে মনে।
তুমি কেন হেসে চাও, হেসে যাও হে আমি কেন কেঁদে ফিরি,
কেন আনি কম্পিত হৃদয়খানি; কেন যাও দূরে, না দেখে!

ভৈরবী—কাওয়ালি।

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় (জলে)।
কেন মন কেন এমন করে!
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে।
চারিদিকে সব মধুর নীরব
কেন আমারি পরাণ কেঁদে মরে,
কেন মন কেন এমন কেন রে।
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে,
বাজে তারি অযতন প্রাণের পরে।
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে
মনে পড়ে না গো তবু মনে পড়ে।

বাউলের সুর।

ক্ষ্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল ধরে।
যে আসে তোমার পাশে সবাই হাসে দেখে তোরে।
জগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি,
তারা পায়না বুঝে তুই কি খুঁজে ক্ষেপে বেড়াস্ জনম ভোরে।
তোর নাই অবসর নাইক দোসর ভবের মাঝে,
তোরে চিন্‌তে যে চাই সময় না পাই নানান্ কাজে।
ওরে তুই কি শুনাতে এত প্রাতে মরিস ডেকে,
এ যে বিষম জ্বালা ঝালাফালা, দিবি সবায় পাগল করে।
ওরে তুই, কি এনেছিস্ কি টেনেছিস্ ভাবের জালে,
তার কি মূল্য আছে কারো কাছে কোনো কালে!
আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোমায়,
তুমি কি সৃষ্টিছাড়া নাইক সাড়া রয়েছ কোন্ নেশার ঘোরে।
এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চলে যাবে,
বসে তুই আরেক কোণে নিজের মনে নিজের ভাবে,

ওরে ভাই ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে!
মিছে তুই তারি লাগি আছিস্ জাগি না জানি কোন্ আশার জোরে।

ইমন কল্যাণ—ঝাঁপতাল।

বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ!
সকলি যে,স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে সেথায় ত সোহাগ মিলে,
এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ!
এখনো ত নিশিশেষে উঠে নিকো শুকতারা।
এখনো ত রাধিকার শুকায়নি অশ্রুধারা!
সেথাকার কুঞ্জগৃহে পুষ্প ঝরে গেল কিহে,
চকোর হে, সেই চন্দ্রমুখে ফুরায়ে কি গেল হাস?

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

আজ তোমারে দেখ্‌তে এলেম অনেক দিনের পরে।
ভয় নাইক সুখে থাক অধিক ক্ষণ থাক্‌ব নাক,
আসিয়াছি দু' দণ্ডের তরে।
দেখ্‌ব শুধু মুখখানি শুন্‌ব দুটি মধুর বাণী
আড়াল থেকে হাসি দেখে চলে যাব দেশান্তরে।

বিভাস—একতালা।

সারা বরষ দেখিনে, মা, মা তুই আমার কেমন ধারা।
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়ন তারা।
এলি কি পাষাণী ওরে দেখ্‌ব তোরে আঁখি ভোরে,
কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা।

রামপ্রসাদীসুর।

আমিই শুধু রইনু বাকি!
যা ছিল তা গেল চলে, রৈল যা' তা' কেবল ফাঁকি!
আমার বলে ছিল যারা আর ত তারা দেয় না সাড়া,
কোথায় তারা কোথায় তারা কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি!
বল্ দেখি মা শুধাই তোরে আমার কিছু রাখ্‌লি নেরে,
আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি।

টোড়ি—ঝাঁপতাল।

আর কি আমি ছাড়ব তোরে!
মন দিয়ে মন নাইবা পেলেম, জোর করে রাখিব ধরে।
শূন্য করে হৃদয়পুরি, মন যদি করিলে চুরি,
তুমিই তবে থাক সেথায় শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে।

ললিত। একতালা।

যেতে হবে আর দেরি নাই।
পিছিয়ে পড়ে র'বি কত সঙ্গীরা যে গেল সবাই।
আয়রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার করে এসেছেরে,
পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস্‌রে ভাই।
খেলতে এল ভবের নাটে নতুন লোকে নতুন খেলা,
হেথা হতে আয়রে সরে' নইলে তোরে মারবে ঢেলা।
নামিয়ে দেরে প্রাণের বোঝা, আরেক দেশে চল্‌রে সোজা,
নতুন করে বাঁধবি বাসা, নতুন খেলা খেল্‌বি সে ঠাঁই।

খট। ঝাঁপতাল।

আমার যাবার সময় হল আমায় কেন রাখিস্ ধরে,
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে বাঁধিস্‌নে আর মায়া ডোরে।
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি, ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি,
নাম ধরে আর ডাকিস্‌নে ভাই যেতে হবে ত্বরা করে।

হাম্বীর। কাওয়ালি।

ফিরায়ো না মুখখানি, রাণী, ওগো রাণী।
ভ্রূভঙ্গ-তরঙ্গ কেন আজি সুনয়নি,
হাসিরাশি গেছে ভাসি,
কোন্ দুখে সুধামুখে নাহি বাণী।
আমারে মগন কর তোমার মধুর করপরশে সুধাসরসে!
প্রাণমন পূরিয়া দাও নিবিড় হরষে;
হের শশি-সুশোভন, সজনি, সুন্দর রজনী,
তৃষিত মধুপসম কাতর হৃদয় মম,—
কোন্ প্রাণে আজি ফিরাবে তারে পাষাণী?

হাম্বীর। চৌতাল।

গহন ঘন বনে পিয়াল তমাল সহকার ছায়ে,
সন্ধ্যা বায়ে, তৃণ শয়নে মুগ্ধ নয়নে রয়েছি বসি।
শ্যামল পল্লব ভার আঁধারে মর্ম্মরিছে,
বায়ুভরে কাঁপে শাখা, বকুল দল পড়ে খসি।
স্তব্ধ নীড়ে নীরব বিহগ,
নিস্তরঙ্গ নদী প্রান্তে অরণ্যের নিবিড় ছায়া।

ঝিল্লিমন্দ্রে তন্দ্রাপূর্ণ জলস্থল শূন্যতল,
চরাচরে স্বপনের মায়া।
নির্জ্জন হৃদয়ে মোর জাগিতেছে সেই মুখশশি।

নট্‌কিন্দ্র। ধামার।

সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে,
নানা বরণের বনফুল দিয়ে দিয়ে;
আজি বসন্ত রাতে পূর্ণিমা চন্দ্র করে,
দক্ষিণপবনে প্রিয়ে,
সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে।

নট। চৌতাল।

মন জানে মনোমোহন আইল, মন জানে সখি;
তাই কেমন করে আজি আমার প্রাণে।
তারি সৌরভ বহি বহিল কি সমীরণ
আমার পরাণ পানে।

জয়জয়ন্তী। ধামার।

হিয়া কাঁপিছে সুখে কি দুখে সখি,
কেন নয়নে আসে বারি।
আজি প্রিয়তম আসিবে মোর ঘরে,
বল কি করিব আমি সখি!
দেখা হলে সখি সেই প্রাণ বঁধুরে কি বলিব
নাহি জানি,
সে কি না জানিবে সখি রয়েছে যা হৃদয়ে,
না বুঝে কি ফিরে যাবে সখি॥

মিশ্র—আড়াঠেকা।

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়।
ধীরে ধীরে অতি ধীরে—অতি ধীরে গাও গো!
ঘুম-ঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!
নিশার কুহক বলে নীরবতা-সিন্ধুতলে
মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর;
প্রশান্ত সাগরে হেন, তরঙ্গ না তুলে যেন
অধীর-উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের স্বর!
তটিনী কি শান্ত আছে! ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
বাতাসের মৃদু হস্ত পরশে এমনি,
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
সে চুম্বন ধ্বনি শুনে চমকে আপনি!
তাই বলি অতি ধীরে—অতি ধীরে গাও গো!
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!

ঝিঁঝিট সিন্ধু—কাওয়ালি।

সমুখেতে বহিছে তটিনী, দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া।
বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।
সাঁঝের অধর হতে, ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া।
দিবস বিদায় চাহে, যমুনা বিলাপ গাহে
সায়াহ্নেরি রাঙ্গা পায়ে কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া!
এস বঁধু তোমায় ডাকি, দোঁহে হেথা বসে থাকি
আকাশের পানে চেয়ে জলদের খেলা দেখি,
আঁখি পরে তারাগুলি একে একে উঠিবে ফুটিয়া।

বেহাগ—কাওয়ালি।

চরাচর সকলি মিছে মায়া, ছলনা,
কিছুতেই ভুলিনে আর, আর আর নারে,
মিছে ধূলিরাশি লয়ে কি হবে?
সকলি আমি জেনেছি, সবি শূন্য শূন্য শূন্য ছায়া। সবি ছলনা!
দিন রাত যার লাগি সুখ দুখ না করিনু জ্ঞান,
পরাণ মন সকলি দিয়েছি, তা হতেরে কিবা পেনু?
কিছু না, সবই ছলনা!

পিলু—খেমটা।

বল, গোলাপ মোরে বল্, তুই ফুটিবি সখি কবে?
ফুল, ফুটেছে চারি পাশ, চাঁদ, হাসিছে সুধা হাস,
বায়ু, ফেলিছে মৃদু শ্বাস, পাখী, গাইছে মধুরবে,
তুই ফুটিবি, সখি, কবে?
প্রাতে, পড়েছে শিশির-কণা, সাঁঝে, বহিছে দখিনা বায়,
কাছে, ফুলবালা সারি সারি,
দূরে, পাতার আড়ালে সাঁজের তারা মুখানি দেখিতে চায়।
বায়ু, দূর হতে আসিয়াছে—যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয়গুলি রয়েছে নয়ন তুলি, তুই ফুটিবি সখি কবে?

সিন্ধু কাফি। কাওয়ালি।

ওই কথা বল সখি, বল আর বার,
ভাল বাস মোরে তাহা বল বার বার!
কতবার শুনিয়াছি তবুও আবার যাচি,
ভাল বাস মোরে তাহা বলগো আবার।

মূলতান। আড়াঠেকা।

কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার?
ঢালিতেছ এত সুখ, ভেঙ্গে গেল—গেল বুক—
যেন এত সুখ হৃদে ধরে না গো আর!
তোমার চরণে দিনু প্রেম-উপহার,
না যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার,
নাই বা দিলে তা' মোরে, থাক' হৃদি আলো করে
হৃদয়ে থাকুক্‌ জেগে সৌন্দর্য্য তোমার!

ঝিঁঝিট। আড়াঠেকা।

কিছুই ত হোল না!
সেই সব—সেই সব—সেই হাহাকার রব
সেই অশ্রু বারিধারা, হৃদয়বেদনা।
কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই
কিছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই!
ভালত গো বাসিলাম—ভালবাসা পাইলাম,
এখনত ভালবাসি—তবুও কি নাই!

সরফর্দ্দা। ঝাঁপতাল।

ওকি সখা কেন মোরে কর তিরস্কার?
একটু বসি বিরলে, কাঁদিব যে মন খুলে
তাতেও কি আমি বল করিনু তোমার?
মুছাতে এ অশ্রুবারি বলিনি তোমায়—
একটু আদরের তরে ধরিনি ত পায়—
তবে আর কেন সখা এমন বিরাগ-মাখা
ভ্রূকুটি এ ভগ্নবুকে হান বার বার!
জানি জানি এ কপাল ভেঙ্গেছে যখন
অশ্রুবারি পারিবে না গলাতে ও মন—
পথের পথিকো যদি মোরে হেরি যায় কাঁদি
তবুও অটল রবে হৃদয় তোমার।

বাহার। ঝাঁপতাল।

গেল গেল নিয়ে গেল এ প্রণয় স্রোতে!
যাবনা যাবনা করি—ভাসায়ে দিলাম তরী
উপায় না দেখি আর এ তরঙ্গ হোতে।
দাঁড়াতে পাইনে স্থান, ফিরিতে না পারে প্রাণ
বায়ুবেগে চলিয়াছি সাগরের পথে।
জানিনুনা শুনিনুনা কিছুনা ভাবিনু
অন্ধ হয়ে একেবারে তাহে ঝাঁপ দিনু!
এতদূরে ভেসে এসে ভ্রম যে বুঝেছি শেষে,
এখন ফিরিতে কেন হয়গো বাসনা?
আগে ভাগে অভাগিনী কেন ভাবিলি না?
এখন যে দিকে চাই কূলের উদ্দেশ নাই
সম্মুখে আসিছে রাত্রি আঁধার করিছে ঘোর
স্রোত-প্রতিকূলে যেতে, বল যে নাই এ চিতে
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হোয়েছে হৃদয় মোর!

মিশ্র ছায়ানট। কাওয়ালি।

কেন গো সে মোরে যেন করে না বিশ্বাস?
কেন গো বিষণ্ণ আঁখি আমি যবে কাছে থাকি?
কেন উঠে মাঝে মাঝে আকুল নিশ্বাস?
আদর করিতে মোরে চায় কতবার
সহসা কি ভেবে যেন ফেরে সে আবার!
নত করি দুনয়নে, কি যেন বুঝায় মনে
মন সে কিছুতে যেন পায় না আশ্বাস!
আমি যবে ব্যগ্র হয়ে ধরি তার পানি—
সে কেন চমকি উঠি লয় তাহা টানি।
আমি কাছে গেলে হায়, সে কেন গো সরে যায়?
মলিন হইয়া আসে অধর সহাস।

মিশ্র। একতালা।

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদুবায়—
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়।
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়—
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়!

বাহার। কাওয়ালি।

হায় রে সেইত বসন্ত ফিরে এল, হৃদয়ের বসন্ত ফুরায়!
বস মরুময়, মলয় অনিল এসে কেঁদে শেষে ফিরে চলে যায়!

কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, ঝরে গেল, আশালতা শুকাল,
পাখীগুলি দিকে দিকে চলে যায়।
শুকান পাতায় ঢাকা বসন্তের মৃত কায়,
প্রাণ করে হায় হায়!
ফুরাইল সকলি!
প্রভাতের মৃদু হাসি, ফুলের রূপরাশি, ফিরিবে কি আর?
কিবা জোছনা ফুটিত রে! কিবা যামিনী!
সকলি হারাল, সকলি গেলরে চলিয়া, প্রাণ করে হায় হায়!

বাহার। কাওয়ালী।

খুলে দে তরণী খুলে দে তোরা, স্রোত বহে যায় যে।
মন্দ মন্দ অঙ্গ ভঙ্গে নাচিছে তরঙ্গ রঙ্গে, এই বেলা খুলে দে!
ভাঙ্গিয়ে ফেলেছি হাল, বাতাসে পুরেছে পাল
স্রোতমুখে প্রাণ মন যাক্ ভেসে যাক্,
যে যাবি আমার সাথে এই বেলা আয় রে

বাহার। আড়াঠেকা।

এ কি হরষ হেরি কাননে!
পরাণ আকুল, স্বপন বিকসিত মোহ মদিরাময় নয়নে!
ফুলে ফুলে করিছে কোলাকুলি,
বনে বনে বহিছে সমীরণ নব পল্লবে হিল্লোল তুলিয়ে,
বসন্ত পরশে বন শিহরে,
কি জানি কোথা পরাণ মন ধাইছে বসন্ত সমীরণে!
ফুলেতে শুয়ে জোছনা, হাসিতে হাসি মিলাইছে,
মেঘ ঘুমায়ে ঘুমায়ে ভেসে যায়,
ঘুমভারে অলসা বসুন্ধরা—
দূরে পাপিয়া পিউ পিউ রবে ডাকিছে সঘনে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। একতালা।

সকলি ফুরাল স্বপন প্রায়!
কোথা সে লুকাল' কোথা সে হায়!
কুসুম কানন হয়েছে ম্লান পাখীরা কেন রে গাহে না গান,
(ও) সব হেরি শূন্যময়—কোথা সে হায়!
কাহার তরে আর ফুটিবে ফুল, মাধবী মালতী কেঁদে আকুল!
সেই যে আসিত তুলিতে জল সেই যে আসিত পাড়িতে ফল
(ও) সে আর আসিবে না—কোথা সে হায়!

গৌড় মল্লার। চৌতাল।

গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল—কি হবে কে জানে,
ঘোরা রজনী, দিক-ললনা ভয় বিভলা!
চমকে চমকে সহসা দিক উজলি,
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলী,
থর থর চরাচর পলকে ঝলকিয়া,
ঘোর তিমিরে ছায় গগন-মেদিনী;
গুরু গুরু নীরদ গরজনে স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে,
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ কড় কড় বাজ!

মল্লার। কাওয়ালি।

আয়লো সজনি সবে মিলে।
ঝর ঝর বারিধারা- মৃদু মৃদু গুরু গুরু গর্জ্জন,
এ বরষা দিনে, হাতে হাতে ধরি ধরি
গাব মোরা লতিকা দোলায় দুলে!
ফুটাব যতনে কেতকী কদম্ব অগণন, মাথাব বরণ ফুলে ফুলে—
পিয়াব নবীন সলিল, পিয়াসিত তরুলতা,
লতিকা বাঁধিব গাছে তুলে।
বনেরে সাজায়ে দিব গাঁথিব মুকুতাকণা পল্লব শ্যাম দুকূলে,
নাচিব সখি সবে নব-ঘন উৎসবে, বিকচ বকুল তরুমূলে!

পূরবী। কাওয়ালি।

যে ফুল ঝরে সেইত ঝরে ফুল ত থাকে ফুটিতে,
বাতাস তারে উড়িয়ে নে যায় মাটি মেশায় মাটিতে!
গন্ধ দিলে হাসি দিলে, ফুরিয়ে গেল খেলা!
ভালবাসা দিয়ে গেল, তাই কি হেলাফেলা!

মিশ্র—কাওয়ালী।

কত বার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া,
তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া।
চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি
গোপনে তোমারে সখা কত ভালবাসি!
ভেবেছিনু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা
কেমনে তোমারে কব প্রণয়ের কথা?

ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি
চিরজন্ম সঙ্গোপনে পুজিব একাকী ;
কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়
কেহ দেখিবেনা মোর অশ্রুবারি চয়।
আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি
কেমনে প্রকাশি কব কত ভালবাসি ?

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া,
গেছে দুখ, গেছে সুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া।
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজনে যাত্রী
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিগ্বিদিক হারাইয়া !
জলধি রয়েছে স্থির, ধূধূ করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাঁড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ
রজনী আসিছে ঘিরে, দুই বাহু প্রসারিয়া।

সিন্ধু ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

হাসি কেন নাই ও নয়নে !
ভ্রমিতেছ মলিন আননে !
দেখ সখি আঁখি তুলি ফুলগুলি ফুটেছে কাননে।
তোমারে মলিন দেখি ফুলেরা কাঁদিছে সখি,
সুধাইছে বনলতা কত কথা আকুল বচনে।
এস সখি এস হেথা, একটী কহগো কথা,
বল সখি কার লাগি পাইয়াছ মনোব্যথা,
বল সখি মন তোর আছে ভোর কাহার স্বপনে ?

ছায়ানট—কাওয়ালী।

আয় তবে সহচরি, হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি, গাহিবি গান।
আন তবে বীণা, সপ্তম স্বরে বাঁধ্ তবে তান।
পাশরিব ভাবনা, পাশরিব যাতনা,
রাখিব প্রমোদে ভরি মনপ্রাণ দিবানিশি,
আন্ তবে বীণা, সপ্তমস্বরে বাঁধ তবে তান্।
ঢাল' ঢাল' শশধর ঢাল' ঢাল' জোছনা !
সমীরণ বহে যা'রে ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি ;

উলসিত তটিনী,—
উথলিত গীতরবে খুলে দেরে মন প্রাণ।

গৌরী—কাওয়ালী।

আমি, স্বপনে রয়েছি ভোর, সখি, আমারে জাগায়োনা।
আমার সাধের পাখী—যারে, নয়নে নয়নে রাখি
তারি, স্বপনে রয়েছি ভোর, আমার, স্বপন ভাঙ্গায়ো না।
কাল, ফুটিবে রবির হাসি, কাল, ছুটিবে তিমির রাশি,
কাল, আসিবে আমার পাখী, ধীরে বসিবে আমার পাশ।
ধীরে গাহিবে সুখের গান, ধীরে ডাকিবে আমার নাম,
ধীরে বয়ান তুলিয়া, নয়ন খুলিয়া হাসিবে সুখের হাস !
আমার কপোল ভরে, শিশির পড়িবে ঝরে,
নয়নেতে জল, অধরেতে হাসি, মরমে রহিব মরে।
তাহারি স্বপনে আজি মুদিয়া রয়েছি আঁখি,
কখন আসিবে প্রাতে আমার সাধের পাখি,
কখন জাগাবে মোরে আমার নামটী ডাকি !

বেলোয়ার—কাওয়ালি।

ওকি সখা মুছ আঁখি আমার তরেও কাঁদিবে কি
কে আমি বা, আমি অতি অভাগিনী,
আমি মরি, তাহে দুখ কিবা !
পড়েছিনু চরণতলে, দ'লে গেছ দেখনি চেয়ে,
গেছ' গেছ', ভাল, ভাল তাহে দুখ কিবা !

আসোয়ারি।

না স্বজনি না, আমি জানি জানি, সে আসিবে না !
এমনি কাঁদিয়ে পোহাইবে যামিনী, বাসনা তবু পূরিবে না ;
জনমেও এ পোড়া ভালে কোন আশা মিটিল না !
যদি বা সে আসে সখি, কি হবে আমার তায়,
সে ত মোরে, স্বজনি লো, ভাল কভু বাসে না, জানি লো !
ভাল ক'রে কবে না কথা, চেয়েও না দেখিবে,
বড় আশা ক'রে শেষে পূরিবে না কামনা !

সিন্ধু কাফি। আড়াঠেকা।

কেহ কারো মন বুঝে না কাছে এসে সরে যায়,
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে যায় !

বাতাস যখন কেঁদে গেল প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁজের বেলায় একাকিনী কেনরে ফুল ঝরে যায়।
মুখের পানে চেয়ে দেখ, আঁখিতে মিলাও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখনা ঢাকি।
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায় হায়!

ললিত। আড়াঠেকা।

তোরা বসে গাঁথিস্ মালা, তারা গলায় পরে!
কখন যে শুকায়ে যায়, ফেলে দেয়রে অনাদরে।
তোরা সুধা করিস্ দান, তারা শুধু করে পান,
সুধায় অরুচি হলে ফিরেও ত নাহি চায়
হৃদয়ের পাত্রখানি ভেঙ্গে দিয়ে চলে যায়!
তোরা কেবল হাসি দিবি তারা কেবল বসে আছে,
চোখের জল দেখিলে তারা আরত রবে না কাছে!
প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে
পরাণ ভেঙ্গে মধু দিবি অশ্রুছাঁকা হাসি হেসে,
বুক ফেটে কথা না বলে, শুকায়ে পড়িবি শেষে!

আলাইয়া আড়াখেম্‌টা।

যাই যাই, ছেড়ে দাও, স্রোতের মুখে ভেসে যাই।
যা হবার হবে আমার ভেসেছিত ভেসে যাই।
ছিল যত সহিবার সহেছিত অনিবার
এখন কিসের আশা আর, ভেসেছিত ভেসে যাই।

বেহাগ। কাওয়ালি।

সখি বল দেখিলো, নিরদয় লাজ তোর টুটিবে কিলো?
চেয়ে আছি ললনা,
মুখানি তুলিবি কিলো, ঘোমটা খুলিবি কিলো,
আধফুট' অধরে হাসি ফুটিবে কিলো?
সরমের মেঘে ঢাকা বিধু মুখানি
মেঘ টুটে জ্যোৎস্না ফুটে উঠিবে কিলো?
তৃষিত আঁখির আশা পূরাবি কিলো?
তবে, ঘোম্‌টা খোল, মুখটি তোল, আঁখি মেল লো!

গৌড় মল্লার। কাওয়ালি।

গেল গো—
ফিরিল না, চাহিল না, পাষাণ সে,
কথাটিও কহিল না, চলে গেল গো!
না যদি থাকিতে চায়, যাক যেথা সাধ যায়,
একেলা আপন মনে দিন কি কাটিবে না?
তাই হোক্ হোক্ তবে,
আর তারে সাধিব না! চ'লে গেল গো॥

হাম্বীর। কাওয়ালি।

হলনা লো হলনা সই! (হায়)
মরমে মরমে লুকান' রহিল, বলা হ'লনা,
বলি বলি বলি তারে কত মনে করিনু
হ'লনা লো হ'লনা সই!
না কিছু কহিল, চাহিয়া রহিল,
গেল সে চলিয়া, আর সে ফিরিল না,
ফিরাব ফিরাব ব'লে কত মনে করিনু
হ'ল না লো হ'লনা সই!

সিন্ধু ভৈরবী। কাওয়ালি।

হা' সখি ও আদরে আরো বাড়ে মনোব্যথা!
ভাল যদি নাহি বাসে, কেন তবে কহে প্রণয়ের কথা!
মিছে প্রণয়ের হাসি, বোলো তারে ভাল নাহি বাসি,
চাইনে মিছে আদর তাহার, ভালবাসা চাইনে,
বোলো বোলো স্বজনি লো তারে, আর যেন সে লো
আসে নাকো হেথা॥

খাম্বাজ। কাওয়ালি।

হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর, আয়লো কাছে আয়।
মিশাবি জোছনা হাসি রাশি রাশি, মৃদু মধু জোছনায়
মলয় কপোল চুমে, ঢলিয়া পড়িছে ঘুমে,
কপোলে নয়নে জোছনা মরিয়া যায়,
যমুনা-লহরীগুলি চরণে কাঁদিতে চায়॥

বেহাগ। কাওয়ালি।

সহেনা যাতনা!
দিবস গণিয়া গণিয়া বিরলে, নিশিদিন বসে আছি,
আঁখি মেলি পথ পানে চেয়ে, সখাহে এলেনা?
দিন যায়, রাত যায়, সব যায়, আমি বসে হায়!

দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই, শুকায়ে গিয়াছে আঁখি জল।
একে একে সব আশা, ঝোরে ঝোরে পড়ে যায়, সহে না॥

সরফর্দ্দা। কাওয়ালি।

এমন আর কত দিন চলে যাবে রে!
জীবনের ভার বহিব কত? হায় যায়!
যে আশা মনে ছিল, সকলি ফুরাইল,
কিছু হলনা জীবনে,
জীবন ফুরায়ে এল! হায় হায়!

দেশ। কাওয়ালি।

দাঁড়াও, মাথা খাও, যেওনা সখা;
শুধু সখা ফিরে চাও, অধিক কিছু নয়,
কত দিন পরে আজি পেয়েছি দেখা।
আরত চাহিনে কিছু, কিছু না, কিছু না,
শুধু ওই মুখখানি জন্মশোধ দেখিব,
তাও কি হবে না গো সখা গো?
শুধু একবার ফিরে চাও!

মিশ্র ঝিঁঝিট। কাওয়ালি।

সখাহে, কি দিয়ে আমি তুষিব তোমায়?
জরজর হৃদয় আমার মর্ম্ম বেদনায়,
দিবানিশি অশ্রু ঝরিছে সেথায়।
তোমার মুখে সুখের হাসি আমি ভালবাসি,
অভাগিনীর কাছে পাছে সে হাসি লুকায়।

জয়জয়ন্তী। কাওয়ালি।

এতদিন পরে সখি, সত্য সে কি হেথা ফিরে এল?
দীনবেশে ম্লানমুখে কেমনে অভাগিনী
যাবে তার কাছে সখীরে?
শরীর হয়েছে ক্ষীণ, নয়ন জ্যোতিহীন,
সবি গেছে, কিছু নাই, রূপ নাই হাসি নাই,
সুখ নাই, আশা নাই, সে আমি আর আমি নাই,
না যদি চেনে সে মোরে, তাহলে কি হবে?

মিশ্র। খেমটা।

পুরাণো সে দিনের কথা ভুল্‌বি কি রে হায়!
(ও সেই) চোখের দেখা, প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়।
(আয়) আরেকটিবার আয়রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়!
(মোরা) সুখের দুখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তায়।
(মোরা) ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি, দুলেছি দোলায়,
বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি, বকুলের তলায়।
মাঝে হল ছাড়াছাড়ি গেলেম কে কোথায়—
(আবার) দেখা যদি হল সখা, প্রাণের মাঝে আয়।

বেহাগ। খেমটা।

ও কেন চুরি ক'রে চায়!
লুকোতে গিয়ে হাসি, হেসে পলায়!
বনপথে ফুলের মেলা, হেলে দুলে করে খেলা—
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়।
কি যেন গানের মত বেজেছে কানের কাছে,
যেন তার প্রাণের কথা আধেক খানি শোনা গেছে।
পথেতে যেতে চলে, মালাটি গেছে ফেলে—
পরাণের আশা গুলি গাঁথা যেন তায়!

বেহাগ। আড়াখেম্‌টা।

দুজনে দেখা হল - মধু যামিনীরে!—
কেন কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে!
নিকুঞ্জে দখিনা বায়, করিছে হায় হায়—
লতা পাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে।
দুজনের আঁখি বারি গোপনে গেল ঝরে—
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল মরে।
আর ত হলনা দেখা জগতে দোঁহে একা
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা তীরে।

পিলু। কাওয়ালি।

হা কে বলে দেবে সে ভাল বাসে কি মোরে।
কভু বা সে হেসে চায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়
কভু বা সে লাজে সারা, কভু বা বিষাদময়ী,
যাব কি কাছে তার শুধাব চরণ ধরে!

মিশ্র! খেমটা।

সখা সাধিতে সাধাতে কত সুখ,
তাহা বুঝিলে না তুমি, মনে রয়ে গেল দুখ!
অভিমান আঁখি জল নয়ন ছলছল

মুছাতে লাগে ভাল কত,
তাহা বুঝিলে না তুমি মনে রয়ে গেল দুখ।

খট্ একতালা।

বলিগো সজনি যেওনা যেওনা,
তার কাছে আর যেওনা যেওনা,
সুখে সে রয়েছে সুখে সে থাকুক,
মোর কথা তারে বোলনা বোলনা।
আমারে যখন ভাল সে না বাসে
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে,
কাজ কি কাজ কি কাজ কি সজনি,
মোর তরে তারে দিওনা বেদনা!

বেহাগড়া।

ও গান গাস্‌নে—গাস্‌নে—গাস্‌নে!
যে দিন গিয়েছে, সে আর ফিরিবে না,
তবে ও গান গাস্‌নে।
হৃদয়ে যে কথা লুকানো রয়েছে সে আর জাগাস্‌নে!

টোড়ি। কাওয়ালি।

সকলি ফুরাইল। যামিনী পোহাইল।
যে যেখানে সবে চলে গেল।
রজনীতে হাসি খুসি হরষ প্রমোদ কত
নিশি শেষে আকুল মনে চোখের জলে
—সকলে বিদায় হ'ল॥

বেহাগ।

আগে চল্, আগে চল্ ভাই!
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

প্রতি নিমিষেই যেতেছে সময়,
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
সময় সময় ক'রে পাঁজিপুঁথি ধরে
সময় কোথা পাবি বল্ ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,
(এযে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন!
দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মত
হৃদয়ে বহিয়া বল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

দেখ যাত্রী যায় জয় গান গায়
রাজপথে গলাগলি।
এ আনন্দ স্বরে কে রয়েছে ঘরে
কোণে করে দলাদলি।
বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়,
মহাবেগবান্ মানব হৃদয়,
যারা বসে আছে তারা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও
নিয়ে যাও সাথে করে,
কেহ নাহি আসে একা চলে যাও
মহত্ত্বের পথ ধ'রে।
পিছু হতে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন
মিছে নয়নের জল ভাই!
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

চির দিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথ পাশে,
যারা চলে যায় কৃপা চক্ষে চায়,
পদ ধূলা উড়ে আসে।
ধূলিশয্যা ছাড়ি ওঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার চেয়ে দেখ তবে

ওই আছে রসাতল ভাই।
আগে চল্ আগে চল ভাই!

সিন্ধু।

(তবু) পারিনে সঁপিতে প্রাণ।
পলে পলে মরি সেও ভাল, সহি পদে পদে অপমান।
আপনারে শুধু বড় বলে জানি,
করি হাসাহাসি, করি কানাকানি,
কোটরে রাজত্ব ছোট, ছোট প্রাণী ধরা করি সরাজ্ঞান।
অগাধ আলস্যে বসি ঘরের কোণে ভায়ে ভায়ে করি রণ।
আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে তার বেলা প্রাণপণ।
আপনার দোষে পরে করি দোষী,
আনন্দে সবার গায়ে ছড়াই মসী.
(হেথা) আপন কলঙ্ক উঠেছে উচ্ছসি রাখিবার নাহি স্থান।
(মিছে) কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা ব'হে ব'হে নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি এ কি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করিনে আপনার কাজ, পরের পরে অভিমান!
(ছিছি) পরের কাছে অভিমান!
(ওগো) আপনি নামাও কলঙ্ক পসরা যেওনা পরের দ্বার;
পরের পায়ে ধরে মান ভিক্ষা করা সকল ভিক্ষার ছার।
দাও দাও ব'লে পরের পিছু পিছু
কাঁদিয়ে বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
(যদি) মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও প্রাণ আগে কর দান।

জয়জয়ন্তী।

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ,
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাইবে গান!
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল তোমারি কার্য্য সাধিবে,
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন তোমারি পাশ নাশিবে।
যদিও জননি, যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা একটি সন্তান
জাগি ওঠে শুনি এ বীণা তান!

রাগিণী প্রভাতী।

এ কি অন্ধকার এ ভারত-ভূমি,
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে।
চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি,
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে।
তুমি চাও পিতা ঘুচাও এ দুখ,
অভাগা দেশেরে হয়োনা বিমুখ,
নহিলে আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে।
দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান
লাজে নত শির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান
লাজ মান আর থাকে না!
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া,
তোমারেও তাই গিয়াছে ভুলিয়া,
দয়াময় বলে আকুল হৃদয়ে
তোমারেও তারা ডাকে না।
তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও
এ হীনতা, পাপ, এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও
নহিলে এ দেশ থাকে না।
তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য ভবনে
কি সৌরভ সুধা বহিত পবনে,
কি আনন্দ গান উঠিত গগণে
কি প্রতিভা জ্যোতি জ্বলিত!
ভারত অরণ্যে ঋষিদের গান
অনন্ত সদনে করিত প্রয়াণ,
তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া
সকলে মিলিয়া চলিত!
আজি কি হয়েছে চাও পিতা চাও,
এ তাপ, এ পাপ, এ দুখ ঘুচাও,
মোরা ত রয়েছি তোমারি সন্তান
যদিও হয়েছি পতিত!

বাহার। কাওয়ালি।

দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ-গান গাহিয়ে,
নগরে, প্রান্তরে, বনে বনে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে
পাষাণ-হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী শুনিয়ে।
জ্বলিয়া উঠে অযুত প্রাণ, এক সাথে মিলি এক
গান গায়,
নয়নে অনল ভায়, শূন্য কাঁপে অভ্রভেদী বজ্র নির্ঘোষে,
ভয়ে সবে নীরবে চাহিয়ে।
ভাই বন্ধু তোমা বিনা আর মোর কেহ নাই,
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি মোর সকলি।
তোমারি দুঃখে কাঁদিব মাতা, তোমারি দুখে কাঁদাব,
তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ, তোমারি তরে ত্যজিব
সকল দুঃখ সহিব সুখে তোমারি মুখ চাহিয়ে।

মিশ্র দেশ খাম্বাজ।

শোন শোন আমাদের ব্যথা দেব দেব প্রভু দয়াময়,
আমাদের ঝরিছে নয়ন, আমাদের ফাটিছে হৃদয়।
চিরদিন আঁধার না রয় রবি উঠে নিশি দূর হয়,
এদেশের মাথার উপরে, এ নিশীথ হবে না কি ক্ষয়!
চিরদিন ঝরিবে নয়ন? চিরদিন ফাটিবে হৃদয়?
মরমে লুকান কত দুখ, ঢাকিয়া রয়েছি ম্লান মুখ,
কাঁদিবার নাই অবসর কথা নাই শুধু ফাটে বুক!
সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ প্রাণ দশদিশি বিভীষিকাময়,
হেন হীন দীনহীন দেশে বুঝি তব হবেনা আলয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন চিরদিন ফাটিবে হৃদয়?
কোন কালে তুলিব কি মাথা! জাগিবে কি অচেতন প্রাণ?
ভারতের প্রভাত গগণে উঠিবে কি তব জয় গান?
আশ্বাস বচন কোন ঠাঁই কোন দিন শুনিতে না পাই,
শুনিতে তোমারি বাণী তাই—মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া!
বল প্রভু মুছিবে এ আঁখি চিরদিন ফাটিবে না হিয়া!

হাম্বির। তাল ফেরতা।

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে!
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া
বল উঠ উঠ সঘনে, গভীর নিদ্রা মগনে।
দেখ তিমির রজনী যায় ওই,
আসে উষা নব জ্যোতির্ম্ময়ী
নব আনন্দে নব জীবনে,
ফুল্ল কুসুমে মধুর পবনে বিহগকলকূজনে।
হের আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয়-অচল পথে,
কিরণ কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ রথে।
চল যাই কাজে মানব সমাজে,
চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে!
যায় লাজ ত্রাস আলস বিলাস কুহক মোহ যায়!
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপন প্রায়।
ফেল জীর্ণ চীর, পর নব সাজ
আরম্ভ কর জীবনের কাজ
সরল সবল আনন্দ মনে অমল অটল জীবনে!

কাফি।

কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে!
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে!
এরা তোমায় কিছু দেবে না দেবে না
মিথ্যা কহে শুধু কত কি ভানে!
তুমিত দিতেছ মা যা আছে তোমারি
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী,
এরা কি দেবে তোরে, কিছু না কিছু না
মিথ্যা কবে শুধু হীন পরাণে!
মনের বেদনা রাখ মা মনে,
নয়ন বারি নিবার' নয়নে,
মুখ লুকাও মা ধূলি শয়নে,
ভুলে থাক যত হীন সন্তানে।
শূন্যপানে চেয়ে প্রহর গণি গণি
দেখ কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,
দুঃখ জানায়ে কি হবে জননী,
নির্ম্মম চেতনাহীন পাষাণে!

সিন্ধু। কাওয়ালি।

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না!
এ কি শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা;
শুধু মিছে কথা ছলনা!

এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুকে
গভীর মরম বেদনা!
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা!
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা কয়ে মিছে যশ লয়ে
মিছে কাজে নিশি যাপনা।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা!

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী খট্—তাল ঝাঁপতাল।

আমরা যে, শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্রমন,
পদে পদে হয় পিতা চরণস্খলন।
রুদ্র মুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে,
কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি ভীষণ?
ক্ষুদ্র আমাদের পরে করিও না রোষ,
স্নেহবাক্যে বল পিতা, কি করেছি দোষ!
শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে,
কি আর করিতে পারে দুর্ব্বল যে জন!
পৃথ্বীর ধূলিতে দেব মোদের ভবন,
পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন,
জন্মিয়াছি শিশু হোয়ে, খেলা করি ধূলি লোয়ে,
মোদের অভয় দাও দুর্ব্বল-শরণ।
একবার ভ্রম হোলে আর কি লবে না কোলে,
অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন?
তা হ'লে যে আর কভু উঠিতে নারিব প্রভু,
ভূমিতলে চির দিন রব অচেতন।

রাগিণী ইমন ভূপালি—তাল কাওয়ালি।

এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ,
প্রেম-উৎস উথলিল আজি!
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ॥

গুজরাটী ভজন—তাল একতালা।

কোথা আছ প্রভু? এসেছি দীন হীন
আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে।
অতি দূরে দূরে ভ্রমেছি আমি হে,
প্রভু প্রভু ব'লে ডাকি কাতরে।
সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চাবে না,
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে?
পথ যে জানিনে, রজনী আসিছে
একেলা আমি যে এ বন মাঝারে!
জগত-জননী, লহ' লহ' কোলে,
বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ,
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে।
ত্যজি সে তোমারে, গেছিল চলিয়ে
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে,
আর সে যাবে না, রহিবে সাথ সাথ,
ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে।
এস তবে প্রভু, স্নেহ-নয়নে
এ মুখ পানে চাও, ঘুচিবে যাতনা,
পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল,
চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা।

রাগ ভৈরোঁ—তাল কাওয়ালি।

তুমি কি গো পিতা আমাদের,
ওই যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের।
ওই যে নয়ন তব, অরুণ কিরণ নব,
বিমল চরণ-তলে ফুল ফুটে প্রভাতের।

ওই কি স্নেহের রবে, ডাকিছ মোদের সবে,
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া ?
হৃদয়ের ফুলগুলি যতনে ফুটায়ে তুলি,
দিবে কি বিমল করি প্রসাদ-সলিল দিয়া ?

রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপতাল।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক পথহারা।
যেথা আমি যাইনাক, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়ন জলে ঢাল গো কিরণ ধারা।
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল-কিনারা।
কখন বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও-মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা।

রাগিণী ধুন্—তাল কাওয়ালি।

দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে রচেছি আসন,
জগতপতি হে কৃপা করি হেথা কি করিবে আগমন ?
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই, কোলাহল কিছু হেথা নাই,
হৃদয়ের নিভৃত নিলয় করেছি যতনে প্রক্ষালন।
বাহিরের দীপ রবি-তারা ঢালে না সেথায় কর-ধারা,
তুমিই করিবে শুধু, দেব, সেথায় কিরণ বরিষণ।
দূরে বাসনা চপল, দূরে প্রমোদ কোলাহল,
বিষয়ের মান অভিমান, করেছে সুদূরে পলায়ন।
কেবল আনন্দ বসি সেথা, মুখে নাই একটিও কথা,
তোমারি সে পুরোহিত, প্রভু, করিবে তোমারি আরাধন,
নীরবে বসিয়া অবিরল চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
দুয়ারে জাগিয়া রবে একা মুদিয়া সজল দুনয়ন।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্ব-পিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্তের মৃত্তিকা হোয়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লোয়ে
আমিও দুয়ারে তব হ'য়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত এসেছি তাহারি লাগি!
গাহে যেথা রবি শশী, সেই সভা মাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত।

রাগিণী দেশ—তাল আড়াঠেকা।

অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে,
যে আঁখি জগত পানে চেয়ে রয়েছে।
রবি শশি গ্রহ তারা, হয়নাক দিশেহারা,
সেই আঁখি পরে তারা আঁখি রেখেছে।
তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই,
হৃদয়-আকাশ পানে কেন না তাকাই।
ধ্রুব-জ্যোতি সে নয়ন জাগে সেথা অনুক্ষণ,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে!

রাগিণী টোড়ি—তাল ঝাঁপতাল।

আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্ব্বাদ প্রভাত কিরণে।
পবিত্র কর-পরশ পেয়ে
ধরণী লুটিছে তাঁহারি চরণে।
আনন্দে তরুলতা নোয়াইছে মাথা
কুসুম ফোটাইছে শত বরণে।
আশা উল্লাসে চরাচর হাসে
কি ভয় কি ভয় দুখ তাপ মরণে।

রাগিণী কর্ণাটী খাম্বাজ—তাল ফের্তা।

আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে
অমৃত সদনে চল যাই।
চল চল চল ভাই।
না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে
আনন্দের নিকেতনে,
চল চল চল ভাই।
মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল,
কি আনন্দ উথলিল;
চল চল চল ভাই।
দেবলোকে উঠিয়াছে জয় গান,
গাহ সবে একতান,
বল সবে জয় জয়।

রাগিণী খট্—তাল একতালা।

আঁধার রজনী পোহাল জগত পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত কিরণে মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।

জগত নয়ন তুলিয়া, হৃদয় দুয়ার খুলিয়া
হেরিছে হৃদয়নাথেরে আপন হৃদয়-আলোকে।
প্রেমমুখহাসি তাঁহারি, পড়িছে ধরার আননে,
কুসুম বিকশি উঠিছে, সমীর বহিছে কাননে।
সুধীরে আঁধার টুটিছে দশ দিক্ ফুটে উঠিছে—
জননীর কোলে যেন রে জাগিছে বালিকা বালকে।
জগত যে দিকে চাহিছে সে দিকে দেখিনু চাহিয়া,
হেরি সে অসীম মাধুরী হৃদয় উঠিছে গাহিয়া।
নবীন আলোকে ভাতিছে, নবীন আশায় মাতিছে
নবীন জীবন লভিয়া জয় জয় উঠে ত্রিলোকে।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি,
দিবস কাটে বৃথায় হে—
আমি যেতে চাই তব পথ পানে
কত বাধা পায় পায় হে।
চারিদিকে হের ঘিরেছে কা'রা
শত বাঁধনে জড়ায় হে,
আমি, ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো
ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে।
দাও ভেঙ্গে দাও এ ভবের সুখ,
কাজ নেই এ খেলায় হে.
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মত
বেলা বহে তত যায় হে।
হান তব বাজ হৃদয়-গহনে,
দুখানল জ্বাল' তায় হে,
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে
সে জল দাও মুছায়ে হে।
শূন্য করে দাও হৃদয় আমার
আসন পাত' সেথায় হে
তুমি এস এস নাথ হ'য়ে বস,
ভুলো না আর আমায় হে।

কীর্ত্তনের সুর।

(আমার) হৃদয় সমুদ্র তীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে!
কাতর পরাণ ধায় বাহু বাড়ায়ে।
(হৃদয়ে) উথলে তরঙ্গ চরণ পরশের তরে
(তারা) চরণ কিরণ লয়ে কাড়াকাড়ি করে।
মেতেছে হৃদয় আমার ধৈরজ না মানে,
তোমারে ঘেরিতে চায় নাচে সঘনে।
(সখা) ঐ খেনেতে থাক তুমি যেয়োনা চলে
(আজি) হৃদয় সাগরের বাঁধ ভাঙ্গি সবলে!
কোথা হতে আজি প্রেমের পবন ছুটেছে
(আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ কত নেচে উঠেছে!
তুমি দাঁড়াও তুমি যেয়োনা—
(আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ আজি নেচে উঠেছে।

রাগিণী মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল।

এ কি সুগন্ধ-হিল্লোল বহিল
আজি প্রভাতে, জগত মাতিল তায়।
হৃদয়-মধুকর ধাইছে দিশি দিশি পাগল প্রায়!
বরণ বরণ পুষ্প রাজি, হৃদয় খুলিয়াছে আজি,
সেই সুরভি-সুধা করিছে পান,
পূরিয়া প্রাণ সে সুধা করিছে দান,
সে সুধা অনিলে উথলি যায়।

রাগিণী প্রভাতী—তাল একতালা।

এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি,
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে!
চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি,
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে!
তুমি চাও পিতা ঘুচাও এ দুখ,
অভাগা দেশেরে হয়োনা বিমুখ,
নহিলে আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে।
দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান
লাজে নতশির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান
লাজমান আর থাকে না!

হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া
তোমারেও তাই গিয়েছে ভুলিয়া,
দয়াময় বলে আকুল হৃদয়ে
তোমারেও তারা ডাকে না।
তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,
এ পাপ, হীনতা, এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও
নহিলে এ দেশ থাকে না।
তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য ভবনে,
কি সৌরভ সুধা বহিত পবনে,
কি আনন্দ গান উঠিত গগনে,
কি প্রতিভা জ্যোতি জ্বলিত!
ভারত অরণ্যে ঋষিদের গান
অনন্ত সদনে করিত প্রয়াণ,
তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া
সকলে মিলিয়া চলিত!
আজ কি হয়েছে চাও পিতা চাও,
এ তাপ, এ পাপ, এ দুখ ঘুচাও,
মোরা ত তোমারি রয়েছি সন্তান
যদিও আমরা পতিত।

রাগিণী আসাবরি—তাল চৌতাল।

এখনো আঁধার রয়েছে, হে নাথ,
এ প্রাণ দীন মলিন, চিত অধীর, সব শূন্যময়।
চারিদিকে চাহি পথ নাহি নাহি,শান্তি কোথা,কোথা আলয়।
কোথা তাপহারী পিপাসার বারি হৃদয়ের চির আশ্রয়!

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

এ পরবাসে রবে কে হায়!
কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে।
হেথা কে রাখিবে দুখ ভয় সঙ্কটে
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে, হায়রে।

রাগিণী ইমন—তাল আড়াঠেকা।

এ মোহ আবরণ খুলে দাও দাও হে।
সুন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি,
চাও হৃদয় মাঝে চাও হে।

রাগিণী হাম্বীর—তাল চৌতাল।

এসেছে সকলে কত আশে, দেখ চেয়ে
হে প্রাণেশ, ডাকে সবে ঐ তোমারে।
এস হে মাঝে এস কাছে এস,
তোমায় ঘিরিব চারি ধারে।
উৎসবে মাতিব হে তোমায় লয়ে
ডুবিব আনন্দ পারাবারে।

রাগিণী বিভাস—তাল চৌতাল।

ওঠ ওঠরে—বিফলে প্রভাত বহে যায় যে,
মেল আঁখি, জাগ জাগো, থেকনারে অচেতন।
সকলেই তাঁর কাজে ধাইল জগত মাঝে,
জাগিল প্রভাত বায়ু, ভানু ধাইল আকাশ পথে।
একে একে নাম ধরে ডাকিছেন বুঝি প্রভু—
একে একে ফুলগুলি তাই ফুটিয়া উঠিছে বনে।
শুন সে আহ্বান বাণী—চাহ সেই মুখপানে—
তাঁহার আশীষ লয়ে, চলরে যাই সবে তাঁর কাজে।

ভজন—তাল ঠুংরি।

কি করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি পথ হারাইলি গহনে।
(ঐ) সময় চলে গেল আঁধার হয়ে এল মেঘ ছাইল গগনে।
শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহেনা বিঁধিছে কণ্টক চরণে।
গৃহ ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে এখন ফিরিব কেমনে,
পথ বলে দাও পথ বলে দাও কে জানে কারে ডাকি সঘনে
বন্ধু যাহারা ছিল সকলে চলে গেল কে আর রহিল এ বনে।
(ওরে) জগত-সখা আছে, যা'রে তাঁর কাছে, বেলা যে যায়
মিছে রোদনে।
দাঁড়ায়ে গৃহ-দ্বারে জননী ডাকিছে আয়রে ধরি তাঁর চরণে,
পথের ধূলি লেগে অন্ধ আঁখি মোর মায়েরে দেখেও দেখিলিনে
কোথাগো কোথা তুমি, জননি, কোথা তুমি, ডাকিছ কোথা
হতে এ জনে,
হাতে ধরিয়ে সাথে লয়ে চল তোমার অমৃত-ভবনে।

রাগিণী আলাইয়া—তাল ধামার।

কেরে ওই ডাকিছে,
স্নেহের রব উঠিছে জগতে জগতে,
তোরা আয়, আয়, আয়, আয়!

তাই আনন্দে বিহঙ্গ গান গাহে,
প্রভাতে, সে সুধাস্বর প্রচারে।
বিষাদ তবে কেন, অশ্রু বহে চোখে
শোককাতর আকুল কেন আজি!
কেন নিরানন্দ, চল সবে যাই—পূর্ণ হবে আশা!

রাগিণী মিশ্র মল্লার—তাল রূপক।

চলেছে তরণী প্রসাদ পবনে,
কে যাবে এসহে শান্তি ভবনে।
এ ভব সংসারে ঘিরেছে আঁধারে,
কেনরে ব'সে হেথা ম্লান মুখ!
প্রাণের বাসনা হেথায় পূরে না,
হেথায় কোথা প্রেম কোথা সুখ!
এ ভব কোলাহল, এ পাপ হলাহল,
এ দুখ শোকানল দূরে যাক,
সমুখে চাহিয়ে পুলকে গাহিয়ে
চলরে শুনে চলি তাঁর ডাক,
বিষয় ভাবনা লইয়া যাব না,
তুচ্ছ সুখ দুখ পড়ে থাক্।
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘনঘোরে
তখন্ কার মুখ চাহিবে!
সাধের ধনজন দিয়ে বিসর্জ্জন,
কিসের আশে প্রাণ রাখিবে।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

ডাকি তোমারে কাতরে, দয়া কর দীনে,
রাখহে রাখহে অভয় চরণে।
ধন জন তুচ্ছ সকলি, সকলি মোহমায়া,
বৃথা বৃথা জানিহে, প্রাণ চাহে যে তোমা পানে।

রাগিণী ললিত—তাল চৌতাল।

তুবি অমৃত পাথারে,—যাই ভুলে চরাচর, মিলায় রবি শশি।
নাহি দেশ, নাহি কাল, নাহি হেরি সীমা,
প্রেমমূরতি হৃদয়ে জাগে আনন্দ নাহি ধরে।

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে!
ডাকিতে এসেছি তাই, চল' ত্বরা করে।
তাপিতহৃদয় যারা মুছিবি নয়ন ধারা,
ঘুচিবে বিরহ তাপ কতদিন পরে।
আজি এ আকাশ মাঝে কি অমৃত বীণা বাজে।
পুলকে জগৎ আজি কি মধু শোভায় সাজে।
আজি এ মধুর ভবে, মধুর মিলন হবে,
তাঁহার সে প্রেম মুখ জেগেছে অন্তরে।

রাগিণী দেশী টোড়ি—তাল ঢিমা তেতালা।

তবে কি ফিরিব ম্লান মুখে সখা,
জর জর প্রাণ কি জুড়াবে না।
আঁধার সংসারে আবার ফিরে যাব?
হৃদয়ের আশা পূরাবে না?

রাগিণী কেদারা—তাল ঝাঁপতাল।

তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম,
ধন্য তোমার জগত রচনা।
এ কি অমৃতরসে চন্দ্র বিকাশিলে
এ সমীরণ পূরিলে প্রাণ-হিল্লোলে।
এ কি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে,
কুসুমবন ছাইল শ্যাম পল্লবে।
এ কি গভীর বাণী শিখালে সাগরে,
কি মধুগীত তুলিলে নদী কল্লোলে।
এ কি ঢালিছ সুধা মানব হৃদয়ে,
তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে।

রাগিণী দেশ—তাল একতালা।

তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে বলে হের গো কি দশা হয়েছে।
মলিন বদন মলিন হৃদয়, শোকে প্রাণ ডুবে রয়েছে।
বিরহীর বেশে এসেছি হেথায় জানাতে বিরহ-বেদনা।
দরশন নেব তবে চলে যাব অনেক দিনের বাসনা।
নাথ নাথ বলে ডাকিব তোমারে চাহিব হৃদয়ে রাখিতে,
কাতর প্রাণের রোদন শুনিলে আর কি পারিবে থাকিতে।
ও অমৃতরূপ দেখিব যখন মুছিব নয়ন বারি হে।
আর উঠিব না, পড়িয়া রহিব চরণ তলে তোমারি হে।

ভজন—তাল ছেপ্‌কা।

তোমারেই প্রাণের আশা কহিব।

সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে
চরণে চাহিয়া রহিব!
কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে
তুমিই জান তা' প্রভু গো!
তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে
সুখ দুখ যাহা দিবে সহিব।
যদি বনে কভু পথ হারাই প্রভু
তোমারি নাম লয়ে ডাকিব,
বড়ই প্রাণ যবে আকুল হইবে
চরণ হৃদয়ে লইব,
তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্য্য যা সাধিব,
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ো কোলে
বিরাম আর কোথা পাইব।

রাগিণী দেশ খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

তোমায়, যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে।
প্রেম কুসুমের মধু সৌরভে নাথ তোমারে ভুলাব হে।
তোমার প্রেমে সখা সাজিব সুন্দর,
হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে।
আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর?
মধুর হাসি বিকাশি রবে হৃদয়াকাশে।

রাগিণী বড় হংস সারঙ্গ—তাল চৌতাল।

(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন, দেবমানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ তাঁর জগত-মন্দিরে।
অনাদি কাল অনন্ত গগন সেই অসীম মহিমা মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ নন্দ নন্দ রে।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি, পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ কত গীত কত ছন্দ রে।
বিহগগীত গগন ছায়, জলদ গায়, জলধি গায়,
মহা পবন হরষে ধায় গাহে গিরিকন্দরে।
কত কত শত ভকত প্রাণ হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম টুটিছে মোহ বন্ধ রে।

রাগ ভৈরোঁ—তাল একতালা।

তাঁহার প্রেমে কে ডুবে আছে?
চাহে না সে তুচ্ছ সুখ ধন মান।
বিরহ নাহি তার নাহিরে দুখ তাপ
সে প্রেমের নাহি অবসান।

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
এস সবে নরনারী আপন হৃদয় লয়ে।
সে আনন্দে উপবন, বিকসিত অনুক্ষণ,
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দ বারতা কয়ে।
চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়,
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়।
সে আনন্দরস পানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে,
দহেনা সংসার তাপ সংসার মাঝারে র'য়ে।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

দাও হে হৃদয় ভরে দাও।
তরঙ্গ উঠে উথলিয়া সুধাসাগরে
সুধারসে মাতোয়ারা করে দাও।
যেই সুধারস পানে ত্রিভুবন মাতে তাহা মোরে দাও।

রাগিণী আসাবরি টোড়ি—তাল তেওট।

দিন ত চলি গেল প্রভু বৃথা, কাতরে কাঁদে হিয়া।
জীবন অহরহ হতেছে ক্ষীণ, কি হল এ শূন্য জীবনে।
দেখাব কেমনে এই ম্লান মুখ কাছে যাব কি লইয়া।
প্রভু হে যাইবে ভয়, পাব ভরসা, তুমি যদি ডাক এ অধমে।

রাগিণী টোড়ি—তাল ঝাঁপতাল।

দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই কেন গো একেলা ফেলে রাখ!
ডেকে নিলে, ছিল যারা কাছে, তুমি তবে কাছে কাছে থাক'!
প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়, রবি শশি দেখা নাহি যায়,
এ পথে চলে যে অসহায় তারে তুমি ডাক, প্রভু ডাক!
সংসারের আলো নিভাইলে, বিষাদের আঁধার ঘনায়,
দেখাও তোমার বাতায়নে চির-আলো জ্বলিছে কোথায়!
শুষ্ক নির্ঝরের ধারে রই, পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই,
অসীম প্রেমের উৎস কই, আমারে তৃষিত রেখনাক!
কে আমার আত্মীয় স্বজন আজ আসে, কাল চলে যায়!
চরাচর ঘুরিছে কেবল জগতের বিশ্রাম কোথায়!

সবাই আপনা নিয়ে রয়, কে কাহারে দিবে গো আশ্রয়,
সংসারের নিরাশ্রয় জনে তোমার স্নেহেতে, নাথ ঢাক'।

রাগিণী কামোদ—তাল ধামার।

দুয়ারে বসে আছি প্রভু সারা বেলা,
নয়নে বহে অশ্রুবারি!
সংসারে কি আছে হে, হৃদয় না পূরে;
প্রাণের বাসনা প্রাণে লয়ে,
ফিরেছি হেথা দ্বারে দ্বারে।
সকল ফেলি আমি এসেছি এখানে
বিমুখ হোয়ো না দীন হীনে
যা' ক'র হে রব পড়ে।

রাগিণী রামকেলী—তাল ঝাঁপতাল।

দুখ দূর করিলে, দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ!
সপ্ত লোক ভুলে শোক তোমারে চাহিয়ে
কোথায় আছি আমি দীন অতি দীন।

রাগ ভয়রোঁ—তাল ঝাঁপতাল।

দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব,
শোন্‌রে, অনন্তকাল উঠে জয় জয় রব।
জগতের যত কবি, গ্রহতারা শশি রবি,
অনন্ত আকাশে ফিরি গান গাহে নব নব।
কি সৌন্দর্য্য অনুপম না জানি দেখেছে তারা,
না জানি করেছে পান কি মহা অমৃতধারা।
না জানি কাহার কাছে, ছুটে তারা চলিয়াছে,
আনন্দে ব্যাকুল যেন হয়েছে নিখিল ভব।
দেখ্‌রে আকাশে চেয়ে—কিরণে কিরণময়,
দেখ্‌রে জগতে চেয়ে—সৌন্দর্য্য প্রবাহ বয়।
আঁখি মোর কার দিকে চেয়ে আছে অনিমিখে;
কি কথা জাগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি কব।

রাগিণী বেলাবলী—তাল কাওয়ালি।

দেখা যদি দিলে ছেড়োনা আর, আমি অতি দীন হীন।
নাহি কি হেথা পাপ মোহ বিপদ রাশি?
তোমা বিনা একেলা নাহি ভরসা।

রাগিণী বাহার—তাল এক তালা।

পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান।
এস ভাই এস প্রাণে প্রাণে আজি রেখোনারে ব্যবধান।
সংসারের ধূলা ধুয়ে ফেলে এস মুখে লয়ে এস হাসি,
হৃদয়ের থালে লয়ে এস ভাই প্রেম ফুল রাশি রাশি।
নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে রহিলে তাঁহারে ভুলে,
অনাথ জনের মুখপানে আহা চাহিলে না মুখ তুলে!
কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত ব্যথিলে পরের প্রাণ।
তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে দিবা হল অবসান।
তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি আপনারে ভুলিবে না।
হৃদয় মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে হৃদয় কি খুলিবে না।
লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া প্রেমের অমৃত তাঁরি,
পিতার অসীম ধন রতনের সকলেই অধিকারী।

রাগিণী আসা ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি!
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে ঊর্দ্ধমুখে নরনারী।
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ, না থাকে শোক পরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, বিঘ্ন দাও অপসারি।
কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান অভিমান!
বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে জয় জয় হোক্ তোমারি!

রাগিণী কর্ণাটী ঝি ঝিট্—তাল কাওয়ালি।

বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননি।
দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে, জানি গো,
আর আমি যে কিছু চাহিনে চরণ-তলে বসে থাকিব,
আর আমি যে কিছু চাহিনে জননী ব'লে শুধু ডাকিব।
তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা,
কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব।
ঐ যে হেরি তমস-ঘন-ঘোরা গহন রজনী।

রাগিণী কাফি কানাড়া—তাল ঢিমাতেতালা।

বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়!
তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি, ব্যাকুল হৃদয়।

তব প্রেমে কুসুম হাসে, তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেম হাসি তব উষা নব নব, প্রেমে নিমগন নিখিল নীরব,
তব প্রেম তরে ফিরে হা হা ক'রে উদাসী মলয়।
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে,
ভুলেছে তোমার রূপে নয়ন আমারি।
জলে স্থলে গগণ তলে, তব সুধা বাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে, ছুটে যেতে চায় অনন্তেরি পানে,
আকুল হৃদয় খোঁজে বিশ্বময়, ও প্রেম আলয়।

রাগিণী দরবারি টোড়ি—তাল চিমাতেতালা।

ভব কোলাহল ছাড়িয়ে বিরলে এসেছি হে।
জুড়াব হিয়া তোমায় দেখি, সুধা রসে মগন হব হে।

রাগিণী কাফি—তাল একতালা।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চির দিন কেন পাই না!
কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না!
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা হয় ভয় হারাইয়া ফেলি চকিতে।
কি করিলে বল পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে,
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।
আর কারো পানে চাহিব না আর করিব হে আমি প্রাণপণ,
তুমি যদি বল এখনি করিব বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন!

মিশ্র দেশ খাম্বাজ। ঝাপতাল।

শোন শোন আমাদের ব্যথা দেব দেব প্রভু দয়াময়,
আমাদের ঝরিছে নয়ন, আমাদের ফাটিছে হৃদয়!
চিরদিন আঁধার না রয় রবি উঠে নিশি দূর হয়,
এ দেশের মাথার উপরে এ নিশীথ হবে না কি ক্ষয়!
চিরদিন ঝরিবে নয়ন? চিরদিন ফাটিবে হৃদয়?
মরমে লুকান' কত দুখ, ঢাকিয়া রয়েছি ম্লান মুখ,
কাঁদিবার নাই অবসর কথা নাই শুধু ফাটে বুক!
সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ প্রাণ দশদিশি বিভীষিকাময়,
হেন হীন দীনহীন দেশে বুঝি তব হবে না আলয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন চিরদিন ফাটিবে হৃদয়!
কোন কালে তুলিব কি মাথা? জাগিবে কি অচেতন প্রাণ?
ভারতের প্রভাত গগনে উঠিবে কি তব জয় গান?
আশ্বাস বচন কোন ঠাঁই কোন দিন শুনিতে না পাই,
শুনিতে তোমার বাণী তাই মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া!
বল প্রভু মুছিবে এ আঁখি চিরদিন ফাটিবে না হিয়া!

রাগ ভৈরব—তাল আড়া চৌতাল।

শুভ্র আসনে বিরাজ অরুণ ছটামাঝে,
নীলাম্বরে, ধরণী পরে কিবা মহিমা তব বিকাশিল।
দীপ্ত সূর্য্য তব মুকুটোপরি, চরণে কোটি তারা মিলাইল,
আলোকে প্রেমে আনন্দে সকল জগত বিভাসিল।

রাগ ভৈরব—তাল ঝাপতাল।

সকলেরে কাছে ডাকি, আনন্দ-আলয়ে থাকি
অমৃত করিছ বিতরণ,
পাইয়া অনন্ত প্রাণ জগত গাহিছে গান
গগনে করিয়া বিচরণ।
সূর্য্য শূন্য পথে ধায়, বিশ্রাম সে নাহি চায়
সঙ্গে ধায় গ্রহ পরিজন,
লভিয়া অসীম বল, ছুটিছে নক্ষত্র দল
চারিদিকে চলেছে কিরণ।
পাইয়া অমৃতধারা নব নব গ্রহ তারা
বিকশিয়া উঠে অনুক্ষণ,
জাগে নব নব প্রাণ, চির জীবনের গান
পূরিতেছে অনন্ত গগন।
পূর্ণ লোক লোকান্তর, প্রাণে মগ্ন চরাচর,
প্রাণের সাগরে সন্তরণ,
জগতে যে দিকে চাই, বিনাশ বিরাম নাই,
অহরহ চলে যাত্রীগণ।
মোরা সবে কীটবৎ সম্মুখে অনন্ত পথ
কি করিয়া করিব ভ্রমণ!
অমৃতের কণা তব পাথেয় দিয়েছ প্রভো,
ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত জীবন।

দক্ষিণী সুর—তাল একতালা।

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে শোন শোন পিতা।
কহ কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা।
ক্ষুদ্র আশা নিয়ে, রয়েছে বাঁচিয়ে সদাই ভাবনা—
যা কিছু পায় হারায়ে যায়, না মানে সান্ত্বনা!

সুখ আশে দিশে দিশে বেড়ায় কাতরে—
মরীচিকা ধরিতে চায় এ মরু প্রান্তরে।
ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা সন্ধ্যা হয়ে আসে,
কাঁদে তখন্ আকুল মন কাঁপে তরাসে।
কি হবে গতি, বিশ্বপতি, শান্তি কোথা আছে।
তোমারে দাও, আশা পূরাও তুমি এস কাছে।

রাগিণী দেশ সিন্ধু—তাল ঠুংরি।

সংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে।
প্রেম আলোকে প্রকাশ' জগপতি হে।
বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে সতত বিরাজ হৃদয় পুরে—
তোমাবিনে অনাথ আমি অতি হে।
মিছে আশা লয়ে সতত ভ্রান্ত, তাই প্রতিদিন হতেছি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে—
নিবার' নিবার' প্রাণের ক্রন্দন কাট হে কাট হে এমায়া বন্ধন
রাখ রাখ চরণে এ মিনতি হে।

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা।

সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার,
নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই।
চৌদিকে বিষাদ ঘোরে ঘেরিয়' ফেলেছে মোরে
তোমার আনন্দমুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই।
ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়,
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায়।
তবু সে মৃত্যুর মাঝে অমৃত মূরতি রাজে
মৃত্যুশোক পরিহরি ওই মুখ পানে চাই।
তোমার আশ্বাস বাণী শুনিতে পেয়েছি প্রভু
মিছে ভয় মিছে শোক আর করিব না কভু।
হৃদয়ের ব্যথা কব, অমৃত যাচিয়া লব,
তোমার অভয় কোলে পেয়েছি পেয়েছি ঠাঁই।

রাগিণী মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল।

হাতে লয়ে দীপ অগণন চরাচর কার সিংহাসন
নীরবে করিছে প্রদক্ষিণ?
চারি দিকে কোটি কোটি লোক, লয়ে নিজ সুখ দুঃখ শোক
চরণে চাহিয়া চিরদিন।
সূর্য্য তাঁরে কহে অনিবার "মুখ পানে চাহ একবার,
ধরণীরে আলো দিব আমি।"
চন্দ্র কহিতেছে গান গেয়ে, "হাস প্রভু মোর পানে চেয়ে
জ্যোৎস্নাসুধা বিতরিব স্বামি!"
মেঘ গাহে চরণে তাঁহার "দেহ প্রভু করুণা তোমার,
ছায়া দিব, দিব বৃষ্টিজল!"
বসন্ত গাহিছে অনুক্ষণ "কহ তুমি আশ্বাস বচন
শুষ্ক শাখে দিব ফুল ফল!"
করযোড়ে কহে নর নারী "হৃদয়ে দেহ গো প্রেম বারি,
জগতে বিলাব ভালবাসা!"
"পূরাও পূরাও মনস্কাম"—কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম
জগতের ভাষাহীন ভাষা।

রাগিণী আসাবরি—তাল কাওয়ালি।

অনেক দিয়েছ নাথ,
আমার বাসনা তবু পূরিল না।
দীন দশা ঘুচিল না অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না।
দিয়েছ জীবন মন প্রাণপ্রিয় পরিজন
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর
শ্যামশোভা ধরণী।
এত যদি দিলে সখা আরো দিতে হবে হে,
তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না।

রাগিণী ধুন—তাল ঠুংরি।

অন্ধ জনে দেহ আলো মৃত জনে দেহ প্রাণ।
তুমি করুণামৃতসিন্ধু কর করুণা-কণা দান।
শুষ্ক হৃদয় মম, কঠিন পাষাণসম,
প্রেম সলিল ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান।
যে তোমারে ডাকে না হে তারে তুমি ডাক ডাক।
তোমা হতে দূরে যে যায় তারে তুমি রাখ' রাখ'।
তৃষিত যে জন ফিরে তব সুধাসাগর তীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে সুধা করাও হে পান!
তোমারে পেয়েছিনু যে কখন্ হারানু অবহেলে,
কখন্ ঘুমাইনু হে আঁধার হেরি আঁখি মেলে।
বিরহ জানাইব কায়, সান্ত্বনা কে দিবে হায়,

বরষ বরষ চলে যায় হেরিনি প্রেম বয়ান,—
দরশন দাও হে দাও হে দাও কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ।

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

আইল আজি প্রাণসখা, দেখরে নিখিল জন।
আসন বিছাইল নিশীথিনী গগন তলে,
গ্রহতারা সভা ঘেরিয়া দাঁড়াইল।
নীরবে বনগিরি আকাশে রহিল চাহিয়া,
থামাইল ধরা দিবস কোলাহল।

রাগিণী সাহানা—তাল কাওয়ালি।

আজ বুঝি আইল প্রিয়তম, চরণে সকলে আকুল ধাইল।
কত দিন পরে মন মাতিল গানে
পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে,
ভাই বলে ডাকি সবারে, ভুবন সুমধুর প্রেমে ছাইল।

রাগিণী বাহার—তাল তেওরা।

আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে॥
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান চাহে তোমারি পানে, আনন্দে হে॥
জলে তোমার আলোক দ্যুলোক ভূলোকে গগন উৎসব-প্রাঙ্গনে—
চির-জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা আঁখি পাইছে অন্ধ হে॥
তব মধুর-মুখ-ভাতি-বিহসিত প্রেম-বিকশিত অন্তরে—
কত ভকত ডাকিছে "নাথ যাচি দিবস রজনী তব সঙ্গ হে।"
উঠে সজনে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে যশোগাথা কত ছন্দে হে।
ঐ ভবশরণ প্রভু অভয়পদ তব সুর মানব মুনি বন্দে হে॥

রাগিণী হাম্বীর—তাল চৌতাল।

আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার
তুমি সদা নিকটে আছ বলে।
স্তব্ধ অবাক নীলাম্বরে রবি শশি তারা
গাঁথিছে হে শুভ্র কিরণ মালা।
বিশ্ব পরিবার তোমার ফেরে সুখে আকাশে,
তোমার ক্রোড় প্রসারিত ব্যোমে ব্যোমে।

আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে,
তব স্নেহ মুখ পানে চাহি চিরদিন।

রাগিণী দেশ সিন্ধু—তাল একতালা।

আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি তোমারে নাথ।
আমার লাজভয় আমার মান অপমান সুখ দুখ ভাবনা।
মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত কত মত
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাইহে মনের বেদনা।
যাহা রেখেছি তাহে কি সুখ,
তাহে কেঁদে মরি তাহে ভেবে মরি!
তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই কেন তা দিতে পারি না,
আমার জগতের সব তোমারে দেব,দিয়ে তোমায় নেব বাসনা॥

রামপ্রসাদী সুর।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে!
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে আয় বলে ওই ডেকেছে কে!
সেই গভীর স্বরে উদাস করে আর কে কারে ধরে রাখে!
যেথায় থাকি যে যেখানে, বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
প্রাণের টানে টেনে আনে সেই প্রাণের বেদন জানে না কে?
মান অপমান গেছে ঘুচে, নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।
কত দিনের সাধন ফলে মিলেছি আজ দলে দলে,
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয় রে মাকে!

রাগিণী ভৈরোঁ—তাল ঝাঁপতাল।

আমারেও কর মার্জ্জনা।
আমারেও দেহ নাথ অমৃতের কণা।
গৃহ ছেড়ে পথে এসে, বসে আছি ম্লান বেশে,
আমারো হৃদয়ে কর আসন রচনা।
জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান,
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান।
আপনি ডুবেছি পাপে কাঁদিতেছি মনস্তাপে
আমারো শুনিতে হবে মরম-বেদনা।

রাগিণী রামকিরি—তাল ঝাঁপতাল।

আমি দীন অতি দীন—
কেমনে শুধিব নাথ হে তব করুণা-ঋণ।
তব স্নেহ শত ধারে ডুবাইছে সংসারে
তাপিত হৃদি মাঝে ঝরিছে নিশি দিন।
হৃদয়ে যা আছে, দিব তব কাছে,
তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে—
চিরদিন তব কাজে, রহিব জগত মাঝে
জীবন করেছি তোমার চরণতলে লীন।

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানান্ মুনি বলে
সংশয়ে তাই দুলি হে!
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ
শত লোকের শত বুলি হে।
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধুলো তাই নিয়ে আছি
পাইনে চরণ ধূলি হে।
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়
আপনা আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব, এ কি হল দায়,
একা যে অনেক গুলি হে।
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁধার মাঝে পড়ে কত মরি কেঁদে
চরণেতে লহ তুলি হে।

ঝিঁঝিট। একতালা।

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগত জনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্,
মুখ তুলে আজি চাহরে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহরে।
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশদিক্ সুখে হাসিবে।
সে দিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে।
আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব আশীর্ব্বাদ
না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে।

রাগিণী বাহার—তাল ধামার।

এত আনন্দ ধ্বনি উঠিল কোথায়!
জগতপুরবাসী সবে কোথায় ধায়!
কোন্ অমৃত ধনের পেয়েছে সন্ধান!
কোন সুধা করে পান!
কোন্ আলোকে আঁধার দূরে যায়!

রাগিণী মিশ্র বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

এবার বুঝেছি সখা এ খেলা কেবলি খেলা।
মানব জীবন লয়ে এ কেবলি অবহেলা।
তোমারে নহিলে আর ঘুচিবেনা হাহাকার
কি দিয়ে ভুলায়ে রাখ কি দিয়ে কাটাও বেলা।
বৃথা হাসে রবি শশি বৃথা আসে দিবানিশি,
সহসা পরাণ কাঁদে শূন্য হেরি দিশিদিশি!
তোমারে খুঁজিতে এসে কি লয়ে রয়েছি শেষে,
ফিরিগো কিসের লাগি এ অসীম মহামেলা।

রাগিণী শঙ্কর—তাল ঝাঁপতাল।

কি ভয় অভয় ধামে, তুমি মহারাজা, ভয় যায় তব নামে।
নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায়হে
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে।
তব বলে কর বলী যারে কৃপাময়
লোকভয় বিপদ মৃত্যু ভয় দূর হয় তার,
আশা বিকাশে সব বন্ধন ঘুচে, নিত্য অমৃতরস পায় হে।

রাগিণী ভৈরোঁ—তাল ঝাঁপতাল।

কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে।
অন্ধ জনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
বিরহে তব কাটে দিন রাত হে।
স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরম বেদনা,
আপনাপানে চাহি শুধু নয়ন জল পাত হে।
পরশে তব জীবন নব সহসা যদি জাগিল,
কেন জীবন বিফল কর মরণ শরঘাত হে।
অহঙ্কার চূর্ণ কর প্রেমে মন পূর্ণ কর
হৃদয় মন হরণ করি রাখ তব সাথ হে।

রাগিণী বেহাগ—তাল যৎ।

কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ।
নিশিদিন অচেতন ধূলি-শয়ান।
জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান।
বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি।
তব মাধুরী কেন জাগেনা প্রাণে
কেন হেরি না তব প্রেম-বয়ান!
পাই জননীর অযাচিত স্নেহ
ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ।
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে
কেন করি তোমা হতে দূরে প্রয়াণ।

রাগিণী টোড়ি—তাল একতালা।

গাও বীণা, বীণা গাওরে।—
অমৃত-মধুর তাঁর প্রেম গান মানব সবে শুনাওরে।
মধুর তানে নীরস প্রাণে মধুর প্রেম জাগাওরে।
ব্যথা দিওনা কাহারে, ব্যথিতের তরে পাষাণ প্রাণ কাঁদাওরে!
নিরাশেরে কহ আশার কাহিনী প্রাণে নববল দাওরে!
আনন্দময়ের আনন্দ আলয় নব নব তানে ছাওরে,
পড়ে থাক সদা বিভুর চরণে, আপনারে ভুলে যাওরে।

রাগিণী কানেড়া—তাল কাওয়ালি।

ঘোরা রজনী এ, মোহ ঘনঘটা কোথা গৃহ হায়, পথে বসে।
সারাদিন করি খেলা খেলা যে ফুরাইল, গৃহ চাহিয়া প্রাণ কাঁদে।

রাগিণী মিশ্র ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

চাহিনা সুখে থাকিতে হে।
হের কত দীন জন কাঁদিছে।
কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে,
জীবন বন্ধন নিমেষে টুটিছে;
কত ধূলিশায়ী জন মলিন জীবন
সরমে চাহে ঢাকিতে হে।
শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ
শুনিতে না পাই তোমার বচন,
হৃদয় বেদন করিতে মোচন
কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে।
আশার অমৃত ঢালি দাও প্রাণে,
আশীর্ব্বাদ কর আতুর সন্তানে,
পথহারা জনে ডাকি গৃহ পানে
চরণে হবে রাখিতে হে।
প্রেম দাও শোকে করিতে সান্ত্বনা,
ব্যথিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রণা,
তোমার কিরণ করহ প্রেরণ
অশ্রু-আকুল আঁখিতে হে।

রাগিণী নট্‌মল্লার—তাল চৌতাল।

চির দিবস নব মাধুরী নব শোভা তব বিশ্বে
নব কুসুম পল্লব নব গীত নব আনন্দ।
নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকাশিত
নব প্রীতি প্রবাহ হিল্লোলে।
চারিদিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য তব প্রেম নয়ন ছটা।

হৃদয় স্বামী তুমি চির প্রবীন,
তুমি চির নবীন, চির মঙ্গল চির সুন্দর।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধামার।

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে তাপ হরণ স্নেহ কোলে।
নয়ন সলিলে ফুটেছে হাসি
ডাক শুনে সবে ছুটে চলে তাপ হরণ স্নেহ কোলে।
ফিরিছে যারা পথে পথে, ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে,
শুনেছে তাহারা তব করুণা,
দুখি জনে তুমি নেবে তুলে তাপ হরণ স্নেহ কোলে।

মিশ্র ললিত—তাল একতালা।

ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু আসিনু তব পাশে।
আঁখি ফুটিল চাহি উঠিল চরণ-দরশ আশে।
খুলিল দ্বার, তিমির ভার দূর হইল ত্রাসে।
হেরিল পথ বিশ্ব জগত ধাইল নিজ বাসে।
বিমল কিরণ প্রেম আঁখি সুন্দর পরকাশে।
নিখিল তায় অভয় পায় সকল জগত হাসে।
কানন সব ফুল্ল আজি সৌরভ তব ভাসে।
মুগ্ধ-হৃদয় মত্ত মধুপ প্রেম-কুসুম-বাসে।
উজ্জ্বল যত ভকত হৃদয় মোহ তিমির নাশে।
দাও নাথ প্রেম-অমৃত বঞ্চিত তব দাসে।

রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালি।

তব প্রেম সুধারসে মেতেছি, ডুবেছে মন ডুবেছে।
কোথা কে আছে নাহি জানি,
তোমার মাধুরী পানে মেতেছি ডুবেছে মন ডুবেছে।

রাগিণী গৌড়—তাল চৌতাল।

তুমি জাগিছ কে!
তব আঁখি জ্যোতি ভেদ করে সঘন গহন তিমির রাতি!
চাহিছ হৃদয়ে অনিমেষ নয়নে,সংশয়-চপল প্রাণ কম্পিতত্রাসে।
কোথা লুকাব তোমা হতে স্বামি,
এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ জানিছ, প্রভু ক্ষমা কর হে!
তব পদ প্রান্তে বসি একান্তে দাও কাঁদিতে আমায়
আর কোথা যাই!

রাগিণী মিশ্র জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন, তুমি আমার,
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথার।
তুমিইত আনন্দ লোক জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ হরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার।

রাগিণী পূরবী—তাল চৌতাল।

তোমা লাগি নাথ জাগি জাগি হে সুখ নাই জীবনে তোমা বিনা।
সকলে চলে যায় ফেলে চির শরণ হে,
তুমি কাছে থাক সুখে দুখে নাথ
পাপে তাপে আর কেহ নাহি।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

তোমারে জানিনে হে তবু মন তোমাতে ধায়।
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায়।
অসীম সৌন্দর্য্য তব কে করেছে অনুভব-যে মাধুরী চিরনব,
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায়।
তুমি জ্যোতির জ্যোতি আমি অন্ধ আঁধারে,
তুমি মুক্ত মহীয়ান্ আমি মগ্ন পাথারে,
তুমি অন্তহীন আমি ক্ষুদ্র দীন,
কি অপূর্ব্ব মিলন তোমায় আমায়।

রাগিণী ইমন ভূপালি—তাল একতাল।

তোমার কথা হেথা কেহত বলে না,
করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল।
আপনি কেটেছে আপনার মূল,
না জানে সাঁতার নাহি পায় কূল,
স্রোতে যায় ভেসে, ডোবে বুঝি শেষে,
করে দিবানিশি টলমল।
আমি কোথা যাব কাহারে শুধাব,
নিয়ে যায় সবে টানিয়া,
একেলা আমারে ফেলে যাবে শেষে
অকূল পাথারে আনিয়া।
সুহৃদের তরে চাই চারিধারে,

আঁখি করিতেছে ছলছল্।
আপনার ভারে মরি যে আপনি
কাঁপিছে হৃদয় হীনবল।

রাগিণী গৌড় মল্লার—তাল কাওয়ালি।

তোমার দেখা পাব বলে এসেছি যে সখা
শুন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকাইয়ে,
তব গোপন বিজন গৃহে লয়ে যাও।
দেহগো সরায়ে তপন তারকা,
আবরণ সব দূর কর হে, মোচন কর তিমির,
জগত আড়ালে থেক না বিরলে
লুকায়োনা আপনারি মহিমা মাঝে,
তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও।

রাগিণী ঝিঁঝিট—চৌতাল।

তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন।
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি, পূর্ণিমা প্রসন্ন রাতি,
রূপ-রাশি-বিকশিত-তনু কুসুম বন।
তোমা পানে চাহি সকলে সুন্দর, রূপ হেরি আকুল অন্তর,
তোমারে ঘেরিয়া ফিরে নিরন্তর তোমার প্রেম চাহি।
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে, গগন পূর্ণ প্রেম গানে,
তোমার চরণ করেছে বরণ নিখিল জন।

রাগিণী কাফি—তাল যৎ।

তার' তার' হরি দীন জনে।
ডাক তোমার পথে করুণাময় পূজন-সাধন-হীন জনে।
অকুল সাগরে না হেরি ত্রাণ, পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ,
মরণ মাঝারে শরণ দাওহে রাখ এ দুর্ব্বল ক্ষীণ জনে।
ঘেরিল যামিনী নিভিল আলো, বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো,
পথ নাহি প্রভু পাথেয় নাহি, ডাকি তোমারে প্রাণপণে
দিক্‌হারা সদা মরি যে ঘুরে, যাই তোমা হতে দূর সুদূরে,
পথ হারাই রসাতল পুরে অন্ধ এ লোচন মোহ ঘনে।

রাগিণী আসাবরি—তাল ঝাঁপতাল।

দীর্ঘ জীবন পথ, কত দুঃখ তাপ, কত শোক দহন—
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান।
খুলে রেখেছেন তাঁর অমৃত ভবন দ্বার
শ্রান্তি ঘুচিবে অশ্রু মুছিবে এ পথের হবে অবসান।
অনন্তের পানে চাহি আনন্দের গান গাহি
ক্ষুদ্র শোক তাপ নাহি নাহি রে—
অনন্ত আলয় যার কিসের ভাবনা তার
নিমেষের তুচ্ছ ভারে হব নারে ম্রিয়মাণ।

গৌড়সারং—তাল একতালা।

দুখের কথা তোমায় বলিব না, দুখ ভুলেছি ও কর-পরশে।
যা-কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে নাথ, সুখে আছি আছি হরষে।
আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব, হেথা আমি আছি, এ কি স্নেহ তব,
তোমার চন্দ্রমা তোমার তপন মধুর কিরণ বরষে।
কত নব হাসি ফুটে ফুল বনে প্রতিদিন নব প্রভাতে,
প্রতি নিশি কত গ্রহ কত তারা তোমার নীরব সভাতে।
জননী স্নেহ সুহৃদের প্রীতি শতধারে সুধা ঢালে নিতিনিতি,
জগতের প্রেম, মধুর মাধুরী, ডুবায় অমৃত-সরসে।
ক্ষুদ্র মোরা তবু না জানি মরণ, দিয়েছ তোমার অভয় শরণ,
শোক তাপ সব হয় হে হরণ তোমার চরণ দরশে।
প্রতি দিন যেন বাড়ে ভালবাসা, প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা,
পাই নব প্রাণ, জাগে নব আশা নব নব নব-বরষে।

দেওগিরি। সুরফাঁকতাল।

দেবাধিদেব মহাদেব। অসীম সম্পদ অসীম মহিমা।
মহাসভা তব অনন্ত আকাশে কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয় জয়হে

যোগিয়া বিভাস। একতাল।

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।
বাসনার বশে মন অবিরত ধায় দশদিশে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে।
সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ, তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ, সেও আছে তব ভবনে।
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কাল পারাবার করিতেছ পার, কেহ নাহি জানে কেমনে।
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি, তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,

যত পাই তোমায় আরো তত যাচি, যত জানি তত জানিনে।
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর, লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর,
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে।

যোগিয়া—তাল কাওয়ালি।

নিশি দিন চাহরে তাঁর পানে।
বিকশিবে প্রাণ তাঁর গুণ গানে।
হেররে অন্তরে সে মুখ সুন্দর
ভোল দুঃখ তাঁর প্রেম মধু পানে।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

নিকটে দেখিব তোমারে করেছি বাসনা মনে।
চাহিব নাহে চাহিব নাহে দূর দূরান্তর গগনে।
দেখিব তোমারে গৃহ মাঝারে, জননী স্নেহে ভ্রাতৃপ্রেমে,
শত সহস্র মঙ্গল বন্ধনে।
হেরিব উৎসব মাঝে, মঙ্গল কাজে,
প্রতিদিন হেরিব জীবনে।
হেরিব উজ্জ্বল বিমল মূর্ত্তি তব শোকে দুঃখে মরণে,
হেরিব সজনে নরনারী মুখে হেরিব বিজনে বিরহে হে
গভীর অন্তরে আসনে।

গৌড়সারং—তাল চৌতাল।

পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্যামী,
অন্তরে দেখেছি তোমারে।
চকিতে চপল আলোকে হৃদয় শতদল মাঝে
হেরিনু এ কি অপরূপ রূপ।
কোথা ফিরিতেছিলাম পথে পথে দ্বারে দ্বারে,
মাতিয়া কলরবে।
সহসা কোলাহল মাঝে শুনেছি তব আহ্বান,
নিভৃত হৃদয় মাঝে মধুর গভীর শান্তবাণী।

রাগিণী খট্—তাল ঝাঁপতাল।

পেয়েছি অভয়পদ আর ভয় কারে।
আনন্দে চলেছি ভবপারাবার পারে।
মধুর শীতল ছায়, শোক তাপ দূরে যায়,
করুণা কিরণ তাঁর অরুণ বিকাশে।
জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তাঁরে।

গুর্জ্জরী তোড়ি—তাল চৌতাল।

প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুমগন্ধে
বিহঙ্গম গীত ছন্দে তোমার আভাস পাই।
জাগে বিশ্ব তব ভবনে প্রতি দিন নব জীবনে,
অগাধ শূন্য পূরে কিরণে, খচিত নিখিল বিচিত্র বরণে,
বিরল আসনে বসি তুমি সব দেখিছ চাহি।
চারি দিকে করে খেলা, বরণ কিরণ জীবন মেলা,
কোথা তুমি অন্তরালে, অন্ত কোথায়, অন্ত কোথায়,
অন্ত তোমার নাহি নাহি।

রাগিণী টোড়ি ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

ফিরোনা ফিরোনা আজি, এসেছ দুয়ারে,
শূন্য হাতে কোথা যাও শূন্য সংসারে।
আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদয়ে আনগো ডেকে,
অমৃত ভরিয়া লও মরম মাঝারে।
শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রেখে কার পানে চাও—
শূন্য দুটো কথা শুনে কোথা চলে যাও।
তোমার কথা তাঁরে কয়ে তাঁর কথা যাও লয়ে,
চলে যাও তাঁর কাছে রেখে আপনারে।

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।
কবে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্য মানি।
কবে প্রাণ জাগিবে তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে,
নর নারী মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি।
কেহ শুনে না গান জাগে না প্রাণ বিফলে গীত অবসান,
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি।
তুমি না কহিলে কেমনে কব, প্রবল অজেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে তাই বলিব, আমি কিছুই না জানি,
তব নামে আমি সবারে ডাকিব হৃদয়ে লইব টানি।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

বর্ষ গেল, বৃথা গেল, কিছুই করিনি হায়,
আপন শূন্যতা লয়ে, জীবন বহিয়া যায়।
তবুত আমার কাছে, নব রবি উদিয়াছে,
তবুত জীবন ঢালি বহিছে নবীন বায়।
বহিছে বিমল উষা তোমার আশীষ বাণী,
তোমার করুণা-সুধা হৃদয়ে দিতেছে আনি।
রেখেছ জগত-পুরে, মোরে ত ফেলনি দূরে,
অসীম আশ্বাসে তাই পুলকে শিহরে কায়।

রাগিণী ভৈরো—একতালা।

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি আমারে করি প্রচার হে।
মোহবশে পাছে ঘিরে আমায়, তব নাম-গান অহঙ্কার হে।
তোমার কাছে কিছু নাহিত লুকানো, অন্তরের কথা তুমি সব জানো,
আমি কত দীন, আমি কত হীন, কেহ নাহি জানে আর হে।
ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম, বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণাম,
তাই আমার পাছে জাগে অভিমান, গ্রাসে আমায় আঁধার হে
পাছে প্রতারণা করি আপনারে, তোমার আসনে বসাই আমারে,
রাখ মোহ হতে রাখ তম হতে রাখ রাখ বার বার হে!

আসা ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেম-সুধা চলরে ঘরে লয়ে যাই।
সেথা যে কত লোক, পেয়েছে কত শোক তৃষিত আছে কত ভাই।
ডাকরে তাঁর নামে সবারে নিজধামে সকলে তাঁর গুণ গাই।
দুখি কাতর জনে রেখোরে রেখো মনে হৃদয়ে সবে দেহ ঠাঁই।
সতত চাহি তাঁরে ভোলরে আপনারে সবারে কররে আপন।
শান্তি আহরণে শান্তি বিতরণে জীবন কররে যাপন।
এত যে সুখ আছে কে তাহা শুনিয়াছে চলরে সবারে শুনাই—
বলরে ডেকে বল "পিতার ঘরে চল হেথায় শোক তাপ নাই।

রাগিণী মিশ্র কেদারা—তাল একতালা।

যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি তারা ত চাহে না আমারে।
তারা আসে তারা চলে যায় দূরে ফেলে যায় মরু মাঝারে।
দুদিনের হাসি দুদিনে ফুরায় দীপ নিভে যায় আঁধারে।
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন ডেকে ডেকে মরি কাহারে।
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই আপনার মন ভুলাতে,
শেষে দেখি হায় সব ভেঙ্গে যায় ধুলা হয়ে যায় ধুলাতে;—
সুখের আশায় মরি পিপাসায় ডুবে মরি দুখ পাথারে,
রবি শশি তারা কোথা হয় হারা দেখিতে না পাই তোমারে।

রাগিণী টোড়ি—তাল ঢিমা তেতালা।

শান্তি সমুদ্র তুমি গভীর অতি অগাধ আনন্দ রাশি।
তোমাতে সব দুঃখ জ্বালা করি নির্ব্বাণ, ভুলিব সংসার—
অসীম সুখ সাগরে ডুবে যাব।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

শোন তাঁর সুধাবাণী শুভ মুহূর্ত্তে শান্ত প্রাণে,
ছাড় ছাড় কোলাহল, ছাড়রে আপন কথা।
আকাশে দিবানিশি উথলে সঙ্গীত ধ্বনি তাঁহার
কে শুনে সে মধুবীণারব—
অধীর বিশ্ব শূন্যপথে হল বাহির।

রাগিণী মিশ্র বেলাওল—তাল ঝাঁপতাল।

শুনেছে তোমার নাম, অনাথ আতুর জন,
এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন।
কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন, গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন।
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয় হীন
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন।
পাপে যারা ডুবিয়াছে, যাবে তারা কার কাছে
কোথা হায় পথ আছে, দাও তারে দরশন।

রাগিণী ভৈরবী-তাল একতালা।

সখা মোদের বেঁধে রাখ প্রেম ডোরে।
আমাদের ডেকে নিয়ে চরণ তলে রাখ' ধরে।
বাঁধ হে প্রেম-ডোরে।
কঠোর পরাণে কুটিল বয়ানে
তোমার এ প্রেমের রাজ্য রেখেছি আঁধার করে।
আপনার অভিমানে দুয়ার দিয়ে প্রাণে

গরবে আছি বসে চাহি আপনা পানে।
বুঝি এমনি করে হারাব তোমারে
ধূলিতে লুটাইব আপনার পাষাণভারে।
তখন কারে ডেকে কাঁদিব কাতর স্বরে।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল তেওরা।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে,
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো দুখ জ্বালা সেই পাশরে,
সব দুখ জ্বালা সেই পাশরে।
তোমার জ্ঞানে তোমারে ধ্যানে তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে, তুমি জানাও যারে সেই জানে
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে।

হেমখেম—তাল চৌতাল।

সবে মিলি গাওরে, মিলি মঙ্গলাচরো, ডাকি লহ হৃদয়ে প্রিয়তমে।
মঙ্গল গাও আনন্দ মনে, মঙ্গল প্রচারো বিশ্ব মাঝে।

রাগিণী শঙ্করাভরণ—তাল আড়াঠেকা।

সুমধুর শুনি আজি প্রভু তোমার নাম।
প্রেমসুধা পানে প্রাণ বিহ্বল প্রায়
রসনা অলস অবশ অনুরাগে।

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

স্বামী তুমি এস আজ, অন্ধকার হৃদয় মাঝ
পাপে ম্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে!
ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আপন আঁধারে।
ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয় শ্রম,
বিফল ক্ষণিক প্রেম টুটিয়া যায় বারবার।
সন্তাপে হৃদয় দহে নয়নে অশ্রুবারি বহে,
বাড়িছে বিষয় পিপাসা বিষম বিষ বিকারে!

রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি।

হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা, সকলে গিয়েছে হে তুমি যেওনা,
চাহ প্রসন্ন নয়নে প্রভু দীন অধীন জনে।
চারি দিকে চাই হেরি না কাহারে,
কেন গেলে ফেলে একেলা আঁধারে,
হের হে, শূন্য ভবন মম।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

হেরি তব বিমল মুখভাতি, দূর হল গহন দুখ রাতি!
ফুটিল মন প্রাণ মম তব চরণ-লালসে দিনু হৃদয় কমল দল পাতি
তব নয়ন-জ্যোতিকণ লাগি, তরুণ রবি-কিরণ উঠে জাগি।
নয়ন খুলি বিশ্বজন বদন তুলি চাহিল, তব দরশ পরশ সুখ মাগি।
গগন-তল মগন হল শুভ্র তব হাসিতে উঠিল ফুটি কত কুসুম-পাতি।
হেরি তব বিমল মুখ ভাতি।
ধ্বনিত বন বিহগ কল তানে,
গীত সব ধায় তব পানে।
পূর্ব্ব গগনে জগত জাগি উঠি গাহিল
পূর্ণ সব তব রচিত গানে।
প্রেম-রস পান করি গান করি কাননে,
উঠিল মনপ্রাণ মম মাতি—
হেরি তব বিমল মুখ ভাতি।

ভৈরোঁ—কাওয়ালি।

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধা পরশে,
হৃদয়নাথ, তিমির রজনী অবসানে হেরি তোমারে।
ধীরে ধীরে বিকাশো হৃদয় গগনে বিমল তব মুখভাতি।

নাচারী তোড়ি—ধামার।

নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে,
প্রাচীন রজনী নাশো নূতন উষালোকে।

বিভাস চৌতাল।

জাগ্রত বিশ্ব-কোলাহলমাঝে
তুমি গম্ভীর, স্তব্ধ, শান্ত, নির্ব্বিকার, পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান।
তোমাপানে ধায় প্রাণ সব কোলাহল ছাড়ি,
চঞ্চল নদী যেমন ধায় সাগরে।

ভৈরবী—চৌতাল।

কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে।
কেমনে জীবন কাটে চির অন্ধকারে।
মহান্ জগতে থাকি বিস্ময়বিহীন আঁখি,
বারেক না দেখ তাঁরে এ বিশ্ব মাঝারে!
যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্য্যলোক,
তুমি কেন নিভায়েছ আত্মার আলোক!
তাঁহার আহ্বান রবে আনন্দে চলিছে সবে,
তুমি কেন বসে আছ ক্ষুদ্র এ সংসারে।

দেওগির বেলাবলী—আড়া চৌতাল।

সবে আনন্দ করো
প্রিয়তম নাথে লয়ে যতনে হৃদয়ধামে।
সঙ্গীতধ্বনি জাগাও জগতে প্রভাতে
শুব্ধ গগন পূর্ণ কর ব্রহ্ম নামে।

বেলাবলী। রূপক।

হে মন তাঁরে দেখ আঁখি খুলিয়ে
যিনি আছেন সদা অন্তরে।
সবারে ছাড়ি প্রভু কর তাঁরে,
দেহ মন ধন যৌবন রাখ তাঁর অধীনে।

বেলাবলী। চৌতাল।

আজি হেরি সংসার অমৃতময়,
মধুর পবন, বিমল কিরণ, ফুল্লবন,
মধুর বিহগকলধ্বনি।
কোথা হতে বহিল সহসা প্রাণভরা প্রেম হিল্লোল, আহা,
হৃদয়কুসুম উঠিল ফুটি পুলকভরে।
অতি আশ্চর্য্য দেখ সবে দীনহীন ক্ষুদ্র হৃদয়মাঝে
অসীম জগতস্বামী বিরাজে সুন্দর শোভন।
ধন্য এই মানব জীবন, ধন্য বিশ্ব জগত,
ধন্য তাঁর প্রেম তিনি ধন্য ধন্য।

ভৈরবী। একতালা।

তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি।
তব প্রেম আঁখি সতত জাগে জেনেও জানিনা,
ঐ, মঙ্গল রূপ ভুলি তাই শোকসাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাসুখপূর্ণ,
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই বাসনা অনুগামী।
মোহবন্ধ ছিন্ন কর কঠিন আঘাতে,
অশ্রুসলিলধৌত হৃদয়ে থাক দিবসযামী।

রাগিণী টৌড়ি—তাল কাওয়ালি।

নব আনন্দে জাগো আজি; নবরবিকিরণে,
শুভ্র সুন্দর প্রীতিউজ্জ্বল নির্ম্মল জীবনে।
উৎসারিত নবজীবননির্ঝর, উচ্ছ্বাসিত আশাগীতি,
অমৃত পুষ্প গন্ধ বহে আজি এই শান্তি পবনে।

রাগিণী আলাইয়া—তাল কাওয়ালি।

ঐ পোহাইল তিমির রাতি;
পূর্ব্বগগনে দেখা দিল নব প্রভাতছটা,
জীবনে, যৌবনে, হৃদয়ে বাহিরে প্রকাশিল
অতি অপরূপ মধুর ভাতি।
কে পাঠালে এ শুভদিন নিদ্রা মাঝে,
মহা মহোল্লাসে জাগাইলে চরাচর,
সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ বরষিলে
করি প্রচার সুখ বারতা তুমি চির সাথের সাথী।

পূরবী—কাওয়ালি।

শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ, পথপ্রান্তে বসে এ কি খেলা!
আজি বহে অমৃত সমীরণ চল চল এই বেলা।
তাঁর দ্বারে হের ত্রিভুবন দাঁড়ায়ে,
সেথা অনন্ত উৎসব জাগে,
সকল শোভা গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের মেলা।

কল্যাণ—চৌতাল।

পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এস,
এস মনোরঞ্জন।
আলোকে আঁধার হোক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু কর পূর্ণ,
কর গভীর দারিদ্র্য ভঞ্জন।

সকল সংসার দাঁড়াবে সরিয়া, তুমি হৃদয়ে আসিছ দেখি;
জ্যোতির্ম্ময় তোমার প্রকাশে, শশি তপন পায় লাজ,
সকলের তুমি গর্ব্বগঞ্জন।

মারু কেদারা—চৌতাল।

অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ,
কত চন্দ্র তপন ফিরিছে বিচিত্র আলোক জ্বালায়ে,
তুমি কোথায় তুমি কোথায়!
হায় সকলি অন্ধকার, চন্দ্র, সূর্য্য, সকল কিরণ,
আঁধার নিখিল বিশ্বজগত,
তোমার প্রকাশ হৃদয় মাঝে সুন্দর মোর নাথ,
মধুর প্রেম আলোকে,
তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে।

কাফি—চৌতাল।

আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি!
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতি,
কেন দিশাহারা অন্ধকারে!
অকূলের কূল তুমি আমার,
তবু কেন ভেসে যাই মরণের পারাবারে!
আনন্দঘন বিভু, তুমি যার স্বামী,
সে কেন ফিরে পথে দ্বারে দ্বারে!

কানাড়া—চৌতাল।

জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ,
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণরূপ।
নীলাম্বর জ্যোতিখচিত চরণপ্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্ত লোক।
নিভৃত হৃদয় মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি
প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাতি।
ভকত হৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত কর অভয় দান।

শঙ্করা—চৌতাল।

জাগিতে হবে রে!
মোহ নিদ্রা কভু না রবে চিরদিন,
ত্যজিতে হইবে সুখ শয়ন অশনি-ঘোষণে।
জাগে তাঁর ন্যায়দণ্ড সর্ব্বভুবনে।
ফিরে তাঁর কালচক্র অসীম গগনে;
জ্বলে তাঁর রুদ্র-নেত্র পাপ তিমিরে।

সুহকানাড়া—কাওয়ালি।

নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙ্গিয়া দাও!
মাঝে কিছু রেখোনা রেখোনা, থেকোনা থেকোনা দূরে।
নির্জ্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে, নিত্য তোমারে হেরিব।

সিন্ধু—ঠুংরি।

হৃদয় বেদনা বহিয়া প্রভু, এসেছি তব দ্বারে।
তুমি অন্তর্য্যামী হৃদয়স্বামী সকলি জানিছ হে,
যত দুঃখ লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট আর জানাইব কারে।
অপরাধ কত করেছি নাথ, মোহ পাশে পড়ে,
তুমি ছাড়া, প্রভু, মার্জ্জনা, কেহ করিবে না সংসারে।
সব বাসনা দিব বিসর্জ্জন, তোমার প্রেম পাথারে,
সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব, তব মিলন অমৃত ধারে।
আর আপন ভাবনা পারিনা ভাবিতে তুমি লহ মোর ভার,
পরিশ্রান্ত জনে প্রভু লয়ে যাও সংসার সাগর পারে।

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর, দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু,
প্রেম বিন্দু কাতরে কর দান।
কোরোনা সখা কোরোনা চিরনিস্ফল এই জীবন,
প্রভু জনমে মরণে তুমি গতি, চরণে দেও স্থান।

রাগিণী ভূপালী—তাল তালফেরতা।

জয় রাজরাজেশ্বর! জয় অরূপ সুন্দর!
জয় প্রেম সাগর, জয় ক্ষেম-আকর,
তিমির তিরস্কর হৃদয়-গগন-ভাস্কর!

রাগিণী মহিশূরী খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

চির বন্ধু, চির নির্ভর, চিরশান্তি তুমি হে প্রভু!

তুমি চিরমঙ্গল সখা হে (তোমার জগতে) চিরসঙ্গী চিরজীবনে।
চির প্রীতিসুধানির্ঝর তুমি হে হৃদয়েশ!
তব জয় সঙ্গীত ধ্বনিছে (তোমার জগতে) চিরদিবা চিররজনী।

রাগিণী পূর্ণ ষড়জ—তাল একতালা।

(এ কি) লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে (আনন্দ বসন্ত সমাগমে)
বিকশিত প্রীতি কুসুম হে পুলকিত চিত কাননে।
জীবনলতা অবনতা তব চরণে।
হরষ গীত উচ্ছ্বসিত হে কিরণ মগন গগনে।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

হৃদয় মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে!
অমৃত সৌরভে আকুল প্রাণ (হায়)
ভ্রমিয়া জগতে না পায় সন্ধান,
কে পারে পশিতে আনন্দ ভবনে
তোমার করুণা-কিরণ বিহনে।

মহিশূরী ভজন।

আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর।
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে,
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে।
গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুতবেগে
করিছে পান করিছে স্নান অক্ষয় কিরণে।
ধরণী পর ঝরে নির্ঝর মোহন মধু শোভা,
ফুল পল্লব গীত গন্ধ সুন্দর বরণে।
বহে জীবন রজনী দিন চিরনূতন ধারা
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে।
স্নেহ প্রেম দয়াভক্তি কোমল করে প্রাণ;
কত সান্ত্বন কর বর্ষণ সন্তাপ হরণে।
জগতে তব কি মহোৎসব বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

জগতের পুরোহিত তুমি, তোমার এ জগৎ মাঝারে
এক চায় একেরে পাইতে, দুই চায় এক হইবারে।
ফুলে ফুলে করে কোলাকুলি, গলাগলি অরুণে উষার,
মেঘ দেখে মেঘ ছুটে আসে, তারাটি তারার পানে চায়।
পূর্ণ হল তোমার নিয়ম, প্রভু হে! তোমারি হল জয়,
তোমার কৃপায় এক হল, আজি এই যুগল হৃদয়।
যে হাতে দিয়েছ তুমি বেঁধে, শশধরে ধরার প্রণয়ে,
সেই হাতে বাঁধিয়াছ তুমি, এই দুটি হৃদয়ে হৃদয়ে।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি চরাচর।
যত কর বিতরণ অক্ষয় তোমার কর।
দু'জনের আঁখি পরে, তুমি থাক আলো করে,
তা'হলে আঁধারে আর বলহে কিসের ডর!
দে'খো প্রভু চিরদিন, আঁখি পরে থেকো জেগে,
তোমারে ঢাকেনা যেন সংসারের ঘনমেঘে।
তোমারি আলোকে বসি উজ্জ্বল আনন-শশী
উভয়ে উভয়ে হেরে পুলকিত কলেবর।

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

দুই হৃদয়ের নদী, একত্র মিলিল যদি
বল দেব! কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে রয়েছে তার, তুমি প্রেম পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়।
সেই এক আশা করি দুইজনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুইজনে চলিয়াছে,
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হয়ে, ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তায়।
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে,
তোমারি স্নেহের কোলে যেনগো আশ্রয় মিলে।
দুটি হৃদয়ের সুখ, দুটি হৃদয়ের দুখ,
দুটি হৃদয়ের আশা, মিশায় তোমার পায়।

মিশ্র ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

দুটি প্রাণ এক ঠাঁই তুমিত এনেছ ডাকি,
শুভকার্য্যে জাগিতেছে তোমার প্রসন্ন আঁখি।
এ জগত চরাচরে বেঁধেছ যে প্রেমডোরে
সে প্রেমে বাঁধিয়া দোঁহে স্নেহছায়ে রাখ ঢাকি।
তোমারি আদেশ লয়ে সংসারে পশিবে দোঁহে,
তোমারি আশীষ বলে এড়াইবে মায়া মোহে।

সাধিতে তোমার কাজ দুজনে চলিবে আজ,
হৃদয়ে মিলাবে হৃদি তোমারে হৃদয়ে রাখি।

প্রভাতী—ঝাঁপতাল।

যাওরে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাসরি
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দ স্রোত চলেছে প্রবাহি॥
যাওরে অনন্ত ধামে, অমৃত নিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে।
দেবঋষি, রাজঋষি, ব্রহ্মঋষি যে লোকে
ধ্যানভরে গান করে একতানে।
যাওরে অনন্তধামে জ্যোতিময় আলয়ে
শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্যকিরণে
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান,
যাও বৎস, যাও সেই দেব সদনে।

বেহাগ।

শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার,
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর।
যে প্রেম সুখেতে কভু, মলিন না হয় প্রভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার।
যে প্রেম সমান ভাবে রবে চিরদিন,
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন,
যে প্রেমের শুভ্র হাসি, প্রভাত কিরণ রাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উষার।
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত সদনে,
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক দুজনে,
যদি কভু শ্রান্ত হয়, কোলে নিয়ো দয়াময়,
যদি কভু পথ ভোলে দেখায়ো আবার।

রাগিণী সাহানা—তাল যৎ।

শুভদিনে শুভক্ষণে, পৃথিবী আনন্দ মনে,
দুটি হৃদয়ের ফুল উপহার দিল আজ।
ওই চরণের কাছে, দেখগো পড়িয়া আছে,
তোমার দক্ষিণ-হস্তে তুলে লও রাজ-রাজ।
এক সূত্র দিয়ে, দেব, গেঁথে রাখ এক সাথে;
টুটেনা ছিঁড়েনা যেন, থাকে যেন ওই হাতে।
তোমার শিশির দিয়ে, রাখ তারে বাঁচাইয়ে,
কি জানি শুকায় পাছে সংসার রৌদ্রের মাঝ।

বাহার—কাওয়ালি।

সুখে থাক আর সুখী কর সবে
তোমাদের প্রেম ধন্য হোক্ ভবে।
মঙ্গলের পথে থেকো নিরন্তর,
মহত্ত্বের পরে রাখিও নির্ভর,
ধ্রুব সত্য তাঁরে ধ্রুবতারা কর
সংশয় নিশীথে সংসার অর্ণবে।
চিরসুধাময় প্রেমের মিলন্
মধুর করিয়া রাখুক জীবন,
দুজনার বলে সবল দুজন
জীবনের কাজ সাধিও নীরবে।
কত দুখ আছে, কত অশ্রুজল,
প্রেমবলে তবু থাকিও অটল,
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সফল
বিপদে সম্পদে শোকে উৎসবে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময় পরিপূর্ণ জ্ঞানময়
কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত আকাশে।
রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি চাহিয়া উদয় দিশি
ঊর্দ্ধমুখ করপুটে
নব সুখ, নব প্রাণ, নব দিবা নব আশে।
কি দেখিব কি জানিব, না জানি সে কি আনন্দ,
নূতন আলোক আপন মনমাঝে।
সে আলোকে মহাসুখে আপন আলয় মুখে
চলে যাব গান গাহি,
কে রহিবে আর দূর পরবাসে।

রাগিণী আনন্দভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

এস হে গৃহদেবতা।
এ ভবন পুণ্য প্রভাবে কর পবিত্র।

বিরাজ জননী সবার জীবন ভরি,
দেখাও আদর্শ মহান্ চরিত্র।
শিখাও করিতে ক্ষমা, করহে ক্ষমা
জাগায়ে রাখ মনে তব উপমা
দেহ ধৈর্য্য হৃদয়ে
সুখে দুখে সঙ্কটে অটল চিত্ত।
দেখাও রজনীদিবা বিমল বিভা,
বিতর পুরজনে শুভ্র প্রতিভা,
নব শোভা কিরণে
কর গৃহ সুন্দর রম্য বিচিত্র।
সবে কর প্রেমদান পূরিয়ে প্রাণ,
ভুলায়ে রাখ সখা আত্মাভিমান।
সব বৈরী হবে দূর,
তোমারে বরণ করি জীবন-মিত্র।

রাগিণী ললিতাগৌরী—তাল ঝাঁপতাল।

হৃদয় নন্দন বনে নিভৃত এ নিকেতনে
এস হে আনন্দময় এস চির-সুন্দর।
দেখাও তব প্রেমমুখ পাসরি সর্ব্ব দুখ,
বিরহ-কাতর তপ্ত চিত্তমাঝে বিহর।
শুভদিন শুভরজনী আন এ জীবনে,
ব্যর্থ এ নর-জনম সফল কর প্রিয়তম,
মধুর চির সঙ্গীতে ধ্বনিত কর অন্তর,
ঝরিবে জীবনে মনে দিবানিশা সুধা নিঝর।

রাগিণী মালকোষ—তাল কাওয়ালি।

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে।
পান করে রবি শশি অঞ্জলি ভরিয়া
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি,
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে।
বসিয়া আছ কেন আপন মনে
স্বার্থ নিমগন কি কারণে।
চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি,
প্রেম ভরিয়া লহ শূন্য জীবনে।

রাগিণী কানাড়া—তাল চৌতাল।

হে মহা প্রবল বলী,
কত অসংখ্য গ্রহতারা তপন চন্দ্র
ধারণ করে তোমার বাহু,
নরপতি ভূমাপতি হে দেববন্দ্য!
ধন্য ধন্য তুমি মহেশ,
ধন্য গাহে সর্ব্ব দেশে,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিশ্বলোক এক ইন্দ্র!
অন্ত নাহি জানে, মহাকাল মহাকাশ
গীত-ছন্দে করে প্রদক্ষিণ,
তব অভয় চরণে শরণাগত দীনহীন,
হে রাজা বিশ্ববন্ধু।

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

অন্তরে জাগিছ অন্তরযামি।
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি।
সংসার সুখ করেছি বরণ,
তবু তুমি মম জীবনস্বামী।
না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে
আপন গরবে অসীম জগতে।
তবু স্নেহনেত্র জাগে ধ্রুবতারা
তব শুভ আশিষ আসিছে নামি।

রাগিণী দেশকার—তাল চৌতাল।

কামনা করি একান্তে,
হউক বরষিত নিখিল বিশ্বে সুখ শান্তি।
পাপতাপ হিংসা শোক
পাসরে সকল লোক, সকল প্রাণী পায় কূল
সেই ভব-তাপিত-শরণ অভয় চরণ-প্রান্তে।

রাগিণী কল্যাণ—তাল পটতাল।

মহা বিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে
আমি মানব কি লাগি একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে।
তুমি আছ বিশ্বেশ্বর সুরপতি অসীম রহস্যে
নীরবে একাকী তব আলয়ে।
আমি চাহি তোমা পানে তুমি মোরে নিয়ত হেরিছ
নিমেষ বিহীন নত নয়নে।

ইমন কল্যাণ—কাওয়ালি।

শীতল তব পদছায়া, তাপহরণ তব সুধা,
অগাধ গভীর তোমার শান্তি,
অভয় অশোক তব প্রেমমুখ।
অসীমা করুণা তব, নব নব তব মাধুরী,
অমৃত তোমার বাণী।

বেহাগ—ধামার।

আজি রাজ আসনে তোমারে বসাইব হৃদয় মাঝারে।
সকল কামনা সঁপিব চরণে, অভিষেক-উপহারে।
তোমারে বিশ্বরাজ অন্তরে রাখিব
তোমার ভকতেরি এ অভিমান।
ফিরিবে বাহিরে সর্ব্ব চরাচর, তুমি চিত্ত-আগারে।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

তোমাহীন কাটে দিবস হে প্রভু!
হায় তোমাহীন মোর স্বপন জাগরণ,
কবে আসিবে হিয়া মাঝারে!

ভূপালি। মধ্যমান।

ব্যাকুল প্রাণ কোথা সুদূরে ফিরে!
ডাকি লহ প্রভু তব ভবন মাঝে
ভব পারে সুধাসিন্ধু তীরে।

বাহার।

এ কি করুণা করুণাময়!
হৃদয় শতদল উঠিল ফুটি
অমল কিরণে তব পদতলে।
অন্তরে বাহিরে হেরিনু তোমারে, লোকে লোকে লোকান্তরে,
আঁধারে আলোকে, সুখে দুখে হেরিনু হে
স্নেহে প্রেমে, জগতময় চিত্তময়!

ভূপালি—তাল একতালা।

উজ্জ্বল করহে আজি এ আনন্দ রাতি
বিকাশিয়া তোমার আনন্দ মুখভাতি!
সভামাঝে তুমি আজ বিরাজ হে রাজরাজ,
আনন্দে রেখেছি তব সিংহাসন পাতি।
সুন্দর করহে প্রভু জীবন যৌবন,
তোমারি মাধুরী সুধা করি বরিষণ!
লহ তুমি লহ তুলে তোমারি চরণ মূলে
নবীন মিলন মালা প্রেমসূত্রে গাঁথি।
মঙ্গল করহে আজি মঙ্গল বন্ধন
তব শুভ আশীর্ব্বাদ করি বিতরণ।
বরিষ হে ধ্রুবতারা কল্যাণ কিরণ ধারা
দুর্দ্দিনে সুদিনে তুমি থাক চিরসাথী।

সাহানা—ধামার।

সুধা সাগরতীরে হে এসেছে নরনারী সুধারস পিয়াসে।
শুভ বিভাবরী, শোভাময়ী ধরণী
নিখিল গাহে আজি আকুল আশ্বাসে!
গগনে বিকাশে তব প্রেম পূর্ণিমা,
মধুর বহে তব কৃপা সমীরণ।
আনন্দ তরঙ্গ উঠে দশদিকে
মগ্ন প্রাণমন অমৃত উচ্ছ্বাসে।

তিলক কামোদ—ঝাঁপতাল।

মধুররূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ
শোভন সভা নিরখি মনপ্রাণ ভুলে।
নীরব নিশি সুন্দর, বিমল নীলাম্বর
শুচিরুচির চন্দ্রকলা চরণমূলে।

হাম্বির—তেওরা।

আর কতদূর আছে সে আনন্দধাম!
আমি শ্রান্ত আমি অন্ধ, আমি পথ নাহি জানি!
রবি যায় অস্তাচলে আঁধারে ঢাকে ধরণী
কর কৃপা অনাথে হে বিশ্বজন জননী!

বেহাগ।

কে যায় অমৃতধামযাত্রী!
আজি এ গহন তিমির রাত্রি,
কাঁপে নভ জয়গানে।
আনন্দরব শ্রবণে লাগে
সুপ্ত হৃদয় চমকি জাগে,
চাহি দেখে পথপানে।

ওগো রহ রহ, মোরে ডাকি লহ, কহ আশ্বাস বাণী!
যাব অহরহ সাথে সাথে
সুখে দুখে শোকে দিবসে রাতে
অপরাজিত প্রাণে।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে।
শান্তিসদন সাধন-ধন দেব-দেব হে!
সর্ব্বলোক পরমশরণ, সকল মোহকলুষহরণ,
দুঃখতাপবিঘ্নতরণ শোক-শান্ত স্নিগ্ধচরণ॥
সত্যরূপ প্রেমরূপ হে,
দেব-মনুজ-বন্দিত-পদ বিশ্বভূপ হে।
হৃদয়-নন্দ পূর্ণইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু
যাচে তৃষিত অমিয় বিন্দু, করুণালয় ভক্তবন্ধু॥
প্রেমনেত্রে চাহ সেবকে
বিকশিতদল চিত্তকমল হৃদয়দেব হে!
পুণ্যজ্যোতিপূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন,
সুধাগন্ধ-মুদিত পবন, ধ্বনিতগীত হৃদয় ভবন।
এস এস শূন্য জীবনে!
মিটাও আশ সব তিয়াষ অমৃত প্লাবনে!
দেহ জ্ঞান, প্রেম দেহ, শুষ্ক চিত্তে বরিষ স্নেহ,
ধন্য হোক্ হৃদয় দেহ পুণ্য হোক্ সকল গেহ॥

কীর্ত্তন।

ওহে জীবন বল্লভ, ওহে সাধন দুর্ল্লভ!
আমি মর্ম্মের কথা অন্তর ব্যথা কিছুই নাহি কব,
শুধু জীবন মন চরণে দিনু বুঝিয়া লহ সব,
আমি কি আর কব!
এই সংসারপথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে প্রেমমূরতি তব!
আমি কি আর কব!
সুখ দুখ সব তুচ্ছ করিনু প্রিয় অপ্রিয় হে,
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়ে লব,
আমি কি আর কব।
অপরাধ যদি করে থাকি পদে না কর যদি ক্ষমা,
তবে পরাণপ্রিয় দিয়ো হে দিয়ো বেদনা নব নব!
তবু ফেলো না দূরে—দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে,
তুমি ছাড়া আর কি আছে আমার মৃত্যু-আঁধার ভব!
আমি কি আর কব!

———

অনুবাদ।

কবি।

ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া,
কভু বা অবাক্, কভু ভকতি-বিহ্বল হিয়া।
নিজের প্রাণের মাঝে একটি যে বীণা বাজে,
সে বীণা শুনিতেছেন হৃদয় মাঝারে গিয়া!
বনে যতগুলি ফুল আলো করি ছিল শাখা,
কারো কচি তনুখানি নীল বসনেতে ঢাকা,
কারো বা সোনার মুখ, কেহ রাঙ্গা টুক্ টুক্,
কারো বা শতেক রঙ, যেন ময়ূরের পাখা,
কবিরে আসিতে দেখি হরষেতে হেলি দুলি
হাব ভাব করে কত রূপসী সে মেয়ে গুলি,
বলাবলি করে, আর ফিরিয়া ফিরিয়া চায়,
"প্রণয়ী মোদের ওই দেখ্‌লো চলিয়া যায়।"

সে অরণ্যে বনস্পতি মহান্, বিশাল-কায়া!
হেথায় জাগিছে আলো, হোথায় ঘুমায় ছায়া।
কোথাও বা বৃদ্ধ বট—মাথায় নিবিড় জট;
ত্রিবলী-অঙ্কিত দেহ প্রকাণ্ড তমাল শাল;
কোথা বা ঋষির মত অশথের গাছ যত
দাঁড়ায়ে রয়েছে মৌন ছড়ায়ে আঁধার ডাল।
মহর্ষি গুরুরে হেরি অমনি ভকতিভরে
সসম্ভ্রমে শিষ্যগণ যেমন প্রণাম করে,
তেমনি কবিরে দেখি গাছেরা দাঁড়াল নুয়ে
লতাশ্মশ্রুময় মাথা ঝুলিয়া পড়িল ভুঁয়ে।
এক দৃষ্টে চেয়ে দেখি' প্রশান্ত সে মুখছবি,
চুপি চুপি কহে তারা "ওই সেই! ওই কবি।"

Victor Hugo.

বিসর্জ্জন।

যে তোরে বাসেরে ভাল, তারে ভালবেসে বাছা,
চিরকাল সুখে তুই রোস্।
বিদায়! মোদের ঘরে রতন আছিলি তুই,
এখন তাহারি তুই হোস্।
আমাদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তুই যা রে
এক পরিবার হতে অন্য পরিবারে।
সুখ শান্তি নিয়ে যাস্ তোর পাছে পাছে,
দুঃখ জ্বালা রেখে যাস্ আমাদের কাছে।

হেথা রাখিতেছি ধোরে সেথা চাহিতেছে তোরে,
দেরী হ'ল, যা' তাদের কাছে।
প্রাণের বাছাটি মোর, লক্ষ্মীর প্রতিমা তুই,
দুইটি কর্ত্তব্য তোর আছে।
একটু বিলাপ যাস আমাদের দিয়ে,
তাহাদের তরে আশা যাস্ সাথে নিয়ে;
এক বিন্দু অশ্রু দিস্ আমাদের তরে,
হাসিটি লইয়া যাস্ তাহাদের ঘরে!

Victor Hugo.

তারা ও আঁখি।

কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
বহিয়া আনিতেছিল ফুলের সুবাস।
রাত্রি হ'ল, আঁধারের ঘনীভূত ছায়ে
পাখীগুলি একে একে পড়িল ঘুমায়ে।
প্রফুল্ল বসন্ত ছিল ঘেরি চারিধার
আছিল প্রফুল্লতর যৌবন তোমার।
তারকা হাসিতেছিল আকাশের মেয়ে
ও আঁখি হাসিতেছিল তাহাদের চেয়ে।
দুজনে কহিতেছিনু কথা কানে কানে,
হৃদয় গাহিতেছিল মিষ্টতম গানে।
রজনী দেখিনু অতি পবিত্র বিমল,
ও মুখ দেখিনু অতি সুন্দর উজ্জ্বল,

সোনারি তারকাদের ডেকে ধীরে ধীরে,
কহিনু "সমস্ত স্বর্গ ঢাল এর শিরে!"
বলিনু আঁখিরে তব "ওগো আঁখি-তারা
ঢালগো আমার পরে প্রণয়ের ধারা।"

Victor Hugo.

সূর্য্য ও ফুল।

মহীয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম
সূর্য্য, ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
ভাঙ্গা এক ভিত্তি পরে ফুল শুভ্রবাস,
চারিদিকে শুভ্রদল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে সুনীল বিমানে
অমর আলোকময় তপনের পানে,
ছোট মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে—
"লাবণ্য কিরণ ছটা আমারো ত আছে।"

Victor Hugo.

অবসাদ।

১

মধুর সূর্য্যের আলো, আকাশ বিমল,
সঘনে উঠিছে নাচি তরঙ্গ উজ্জ্বল।
মধ্যাহ্নের স্বচ্ছ করে সাজিয়াছে থরে থরে
ক্ষুদ্র নীল দ্বীপগুলি, শুভ্র-শৈল-শির;
কাননে কুঁড়িরে ঘিরি, পড়িতেছে ধীরি ধীরি
পৃথিবীর অতি মৃদু নিঃশ্বাস সমীর।
একই আনন্দে যেন গায় শত প্রাণ;
বাতাসের গান আর পাখীদের গান,
সাগরের জলরব নগরের কলরব
এনেছে কোমল হ'য়ে স্তব্ধতার সঙ্গীত সমান।

২

আমি দেখিতেছি চেয়ে, উপকূল পানে ধেয়ে
মুঠি মুঠি তারাবৃষ্টি করে ঢেউগুলি!
বিরলে বালুকা তীরে একা বসে রয়েছি রে,
চারিদিকে চমকিছে জলের বিজুলী!
তালে তালে ঢেউগুলি করিছে উত্থান,
তাই হতে উঠিতেছে কি একটি তান!
মধুর ভাবের ভরে হৃদয় কেমন করে
আমার সে ভাব আজি বুঝিবে কি আর কোন প্রাণ।

৩

হায় মোর নাই আশা, নাইক আরাম,
ভিতরে নাইক শান্তি বাহিরে বিরাম।
নাই সে সন্তোষ ধন—জ্ঞানী ঋষি যোগীগণ
ধ্যান সাধনায় যাহা পায় করতলে;
আনন্দ মগন মন করে তারা বিচরণ
বিমল মহিমালোক অন্তরেতে জ্বলে।
নাই যশ, নাই প্রেম, নাই অবসর;
পূর্ণ করে আছে এরা সকলেরি ঘর,
সুখে তারা হাসে খেলে, সুখের জীবন বলে,
আমার কপালে বিধি লিখিয়াছে আরেক অক্ষর।

৪

কিন্তু নিরাশাও শান্ত হয়েছে এমন,
যেমন বাতাস এই, সলিল যেমন।
মনে হয় মাথা থুয়ে এইখানে থাকি শুয়ে
অতিশয় শ্রান্তকায় শিশুটির মত,
কাঁদিয়া দুখের প্রাণ ক'রে দিই অবসান,
যে দুঃখ বহিতে হবে বহিয়াছি কত!
আসিবে ঘুমের মত মরণের কোল,
ধীরে ধীরে হিম হয়ে আসিবে কপোল।
মুমূর্ষু শ্রবণ তলে মিশাইবে পলে পলে
সাগরের অবিরাম একতান অন্তিম কল্লোল!

Shelley.

সমাপন।

সারাদিন গিয়েছিনু বনে, ফুলগুলি তুলেছি যতনে।
প্রাতে মধুপানে রত মুগ্ধ মধুপের মত
গান গাহিয়াছি আনমনে!

এখন চাহিয়া দেখি, হায়, ফুলগুলি শুকায় শুকায়!
যত চাপিলাম মুঠি পাপ্‌ড়িগুলি গেল টুটি,
কান্না ওঠে, গান থেমে যায়।

কি বলিছ সখা হে আমার, ফুল নিতে যাব কি আবার!
থাক্ বঁধু, থাক্ থাক্, আর কেহ যায় যাক্,
আমি ত যাবনা কভু আর!

শ্রান্ত এ হৃদয় অতি দীন, পরাণ হয়েছে বলহীন।
ফুলগুলি মুঠা ভরি মুঠায় রহিবে মরি,
আমি না মরিব যত দিন!

Mrs Browning.

নিশান্তে।

আমায় রেখ না ধ'রে আর,
আর হেথা ফুল নাহি ফুটে।
হেমন্তের পড়িছে নীহার,
আমায় রেখনা ধ'রে আর।
যাই হেথা হতে যাই উঠে,
আমার স্বপন গেছে টুটে!
কঠিন পাষাণ পথে
যেতে হবে কোন মতে
পা দিয়েছি যবে!
একটি বসন্ত রাতে
ছিলে তুমি মোর সাথে,
পোহাল ত, চলে যাও তবে!

E. Myers.

অবশেষ।

প্রভাতে একটি দীর্ঘশ্বাস;
একটি বিরল অশ্রুবারি
ধীরে ওঠে, ধীরে ঝ'রে যায়;
শুনিলে তোমার নাম আজ,
কেবল একটুখানি লাজ—
এই শুধু বাকি আছে হায়!
আর সব পেয়েছে বিনাশ!
এককালে ছিল যে আমারি,
গেছে আজ করি পরিহাস!

A. De Vere.

দুরাশা।

গোলাপ হাসিয়া বলে, "আগে বৃষ্টি যাক্ চ'লে,
দিক্ দেখা তরুণ তপন,
তখন ফুটার এ যৌবন!"
গেল মেঘ, এল উষা, আকাশের আঁখি হতে
মুছে দিল বৃষ্টি বারি কণা।
সেত রহিল না!
কোকিল ভাবিছে মনে, শীত যাবে কতক্ষণে,
গাছপালা ছাইবে মুকুলে,
তখন গাহিব মন খুলে!"
কুয়াশা কাটিয়া যায়—বসন্ত হাসিয়া চায়,
কানন কুসুমে ভ'রে গেল।
সে যে ম'রে গেল!

A. Webster.

অবসান।

এত শীঘ্র ফুটিলি কেনরে!
ফুটিলে পড়িতে হয় ঝ'রে;
মুকুলের দিন আছে তবু,
ফোটা ফুল ফোটেনাত আর!
বড় শীঘ্র গেলি মধুমাস,
দুদিনের ফুরাল নিশ্বাস!
বসন্ত আবার আসে বটে,
গেল যে সে ফেরে না আবার!

A. Webster

ত্বরা।

হাসির সময় বড় নেই, দুদণ্ডের তরে গান গাওয়া;
নিমেষের মাঝে চুম খেয়ে মুহূর্ত্তে ফুরাবে চুম খাওয়া!
বেলা নাই শেষ করিবারে অসম্পূর্ণ প্রেমের মন্ত্রণা;
সুখস্বপ্ন পলকে লুকায়, তার পরে জাগ্রত যন্ত্রণা!
কিছুক্ষণ কথা কয়ে লও, তাড়াতাড়ি দেখে লও মুখ;
দুদণ্ডের খোঁজ দেখাশুনা, ফুরাইবে খুঁজিবার সুখ।
বেলা নাই কথা কহিবারে যে কথা কহিতে ফাটে প্রাণ;
দেবতারে দুট কথা বলে পূজার সময় অবসান!

কাঁদিতে রয়েছে দীর্ঘদিন, জীবন করিতে মরুময়,
ভাবিতে রয়েছে চিরকাল, ঘুমাইতে অনন্ত সময়!

P. B. Marston.

শিশুর মৃত্যু।

বেঁচেছিল, হেসে হেসে, খেলা ক'রে বেড়াত সে,
হে প্রকৃতি, তারে নিয়ে কি হ'ল' তোমার!
শত রঙ্‌-করা পাখী তোর কাছে ছিল নাকি!
কত তারা, বন, সিন্ধু, আকাশ অপার!
জননীর কোল হতে কেন তবে কেড়ে নিলি!
লুকায়ে ধরার কোলে ফুল দিয়ে ঢেকে দিলি!
শত-তারা-পুষ্পময়ি! মহতী প্রকৃতি অয়ি,
না হয় একটি শিশু নিলি চুরি ক'রে—
অসীম ঐশ্বর্য্য তব তাহে কি বাড়িল নব!
নূতন আনন্দ কণা মিলিল কি ওরে!
অথচ তোমারি মত বিশাল মায়ের হিয়া,
সব শূন্য হয়ে গেল একটি সে শিশু গিয়া!

V. Hugo.

শেষ ফুল।

নিদাঘের শেষ গোলাপ কুসুম একা বন আলো করিয়া;
রূপসী তাহার সহচরীগণ শুকায়ে পড়েছে ঝরিয়া।
একাকিনী আহা, চারিদিকে তার কোন ফুল নাহি বিকাশে,
হাসিতে তাহার মিশাইতে হাসি নিশাস তাহার নিশাসে।

বোঁটার উপরে শুকাইতে তোরে রাখিব না একা ফেলিয়া,
সবাই ঘুমায়, তুইও ঘুমা'গে তাহাদের সাথে মিলিয়া।
ছড়ায়ে দিলাম দলগুলি তোর কুসুম-সমাধি-শয়নে,
যেথা তোর বন-সখীরা সবাই ঘুমায় মুদিত নয়নে।

তেমনি আমার সখারা যখন যেতেছেন মোরে ফেলিয়া,
প্রেমহার হতে একটি একটি রতন পড়িছে খুলিয়া,
প্রণয়ী হৃদয় গেল গো শুকায়ে প্রিয়জন গেল চলিয়া,
তবে এ আঁধার আঁধার জগতে রহিব বল কি বলিয়া। Moore.

অকস্মাৎ।

কেমনে কি হল পারিনে বলিতে এইটুকু শুধু জানি—
নবীন কিরণে ভাসিছে সে দিন প্রভাতের তনুখানি।
বসন্ত তখনো কিশোর কুমার, কুঁড়ি উঠে নাই ফুটি,
শাখায় শাখায় বিহগ বিহগী বসে আছে ছুটি ছুটি।

কিসে হয়ে গেল পারিনে বলিতে, এই টুকু শুধু জানি—
বসন্তও গেল তা'ও চলে গেল একটি না কয়ে বাণী।
যা-কিছু মধুর সব ফুরাইল, সেও হল অবসান,
আমারেই শুধু ফেলে রেখে গেল সুখহীন ম্রিয়মাণ!

C Rossetti.

পাখী।

রবির কিরণ হতে আড়াল করিয়া রেখে
মনটি আমার আমি গোলাপে রাখিনু ঢেকে;
সে বিছানা সুকোমল, বিমল নীহার চেয়ে,
তারি মাঝে মন খানি রাখিলাম লুকাইয়ে!
একটি ফুল না নড়ে, একটি পাতা না পড়ে,
তবু কেন ঘুমায় না, চমকি চমকি চায়?
ঘুম কেন পাখা নেড়ে উড়িয়ে পালিয়ে যায়?
আর কিছু নয়, শুধু গোপনে একটি পাখী
কোথা হতে মাঝে মাঝে উঠিতেছে ডাকি ডাকি!

ঘুমা তুই, ওই দেখ্ বাতাস মুদেছে পাখা,
রবির কিরণ হতে পাতায় আছিস্ ঢাকা;
ঘুমা তুই, ওই দেখ্, তো চেয়ে দুরন্ত বায়
ঘুমেতে সাগর পরে ঢুলে পড়ে পায় পায়;
দুখের কাঁটায় কিরে বিঁধিতেছে কলেবর?
বিষাদের বিষদাঁতে করিছে কি জরজর?
কেন তবে ঘুম তোর ছাড়িয়া গিয়াছে আঁখি?
কে জানে গোপনে কোথা ডাকিছে একটি পাখী!

শ্যামল কানন এই মোহমন্ত্র জালে ঢাকা,
অমৃত-মধুর ফল ভরিয়ে রয়েছে শাখা;
স্বপনের পাখীগুলি চঞ্চল ডানাটি তুলি
উড়িয়া চলিয়া যায় আঁধার প্রান্তর পরে;
গাছের শিখর হতে ঘুমের সঙ্গীত ঝরে।

নিভৃত কানন পর শুনিনা ব্যাধের স্বর
তবে কেন এ হরিণী চমকায় থাকিথাকি!
কে জানে, গোপনে কোথা ডাকিছে একটি পাখী।

Swinburne.

—

স্বপ্ন।

দেখিনু যে এক আশার স্বপন শুধু তা স্বপন, স্বপনময়,
স্বপন বই সে কিছুই নয়
অবশ হৃদয় অবসাদময় হারাইয়া সুখ শ্রান্ত অতিশয়
আজিকে উঠিনু জাগি
কেবল একটি স্বপন লাগি!

বীণাটি আমার নীরব হইয়া গেছে গীত গান ভুলি,
ছিঁড়িয়া টুটিয়া ফেলেছি তাহার একে একে তারগুলি।
নীরব হইয়া রয়েছে পড়িয়া সুদূর শ্মশান পরে,
কেবল একটি স্বপন তরে!

থাম্ থাম্ ওরে হৃদয় আমার, থাম্ থাম্ একেবারে,
নিতান্তই যদি টুটিয়া পড়িবি একেবারে ভেঙ্গে যা'রে—
এই তোর কাছে মাগি!
আমার জগৎ আমার হৃদয় আগে যাহা ছিল এখন্ তা নয়
কেবল একটি স্বপন লাগি!

C. Rossetti.

—

মৃত্যু।

নহে নহে, এ নহে মরণ!
সহসা এ প্রাণপূর্ণ নিশ্বাস বাতাস
নীরবে করে যে পলায়ন,
আলোতে ফুটায় আলো এই আঁখি তারা
নিবে যায় একদা নিশীথে,
বহেনা রুধির নদী,—সুকোমল তনু
ধূলায় মিলায় ধরণীতে,
ভাবনা মিলায় শূন্যে, মৃত্তিকার তলে
রুদ্ধ হয় অমর হৃদয়—
এই মৃত্যু? এ ত মৃত্যু নয়।

কিন্তু রে পবিত্র শোক যায় না যে দিন
পিরিতির স্মিরিতি মন্দিরে,
উপেক্ষিত অতীতের সমাধির পরে
তৃণরাজি দোলে ধীরে ধীরে।
মরণ-অতীত চির-নূতন পরাণ
স্মরণে করে না বিচরণ,
সেই বটে সেই ত মরণ!

Hood.

—

চিরস্মৃতি।

(কোন জাপানী কবিতার ইংরাজী
অনুবাদ হইতে)

বাতাসে অশথ পাতা পড়িছে খসিয়া,
বাতাসেতে দেবদারু উঠিছে শ্বসিয়া।
দিবসের পরে বসি রাত্রি মুদে আঁখি,
নীড়েতে বসিয়া যেন পাহাড়ের পাখী।
শ্রান্ত পদে ভ্রমি আমি নগরে নগরে,
বিজন অরণ্য দিয়া পর্ব্বতে সাগরে;
উড়িয়া গিয়াছে সেই পাখীটি আমার,
খুঁজিয়া বেড়াই তারে সকল সংসার!
দিন রাত্রি চলিয়াছি—শুধু চলিয়াছি—
ভুলে যেতে ভুলিয়া গিয়াছি!

আমি যত চলিতেছি রৌদ্র বৃষ্টি বায়ে
হৃদয় আমার তত পড়িছে পিছায়ে!
হৃদয় রে ছাড়াছাড়ি হল তোর সাথে,
একভাব রহিল না তোমাতে আমাতে।
নীড় বেঁধেছিনু যেথা যা' রে সেইখানে,
একবার ডাক্ গিয়ে আকুল পরাণে।
কে জানে, হতেও পারে, সে নীড়ের কাছে
হয়ত পাখীটি মোর লুকাইয়ে আছে!
কেঁদে কেঁদে বৃষ্টি জলে আমি ভ্রমিতেছি,
ভুলে যেতে ভুলিয়ে গিয়েছি!

দেশের সবাই জানে কাহিনী আমার;
বলে তা'রা "এত প্রেম আছে বা কাহার!

পাখী সে পালায়ে গেছে কথাটি না ব'লে,
এমন ত সব পাখী উড়ে যায় চ'লে ;
চিরদিন তারা কভু থাকে না সমান,
এমন ত কত শত রয়েছে প্রমাণ।
ডাকে, আর গায়, আর উড়ে যায় প'রে,
এ ছাড়া বল ত তা'রা আর কিবা করে ?
পাখী গেল যার, তার এক দুঃখ আছে—
ভুলে যেতে ভুলে সে গিয়াছে !"

সারাদিন দেখি আমি উড়িতেছে কাক,
সারা রাত শুনি আমি পেচকের ডাক।
চন্দ্র উঠে অস্ত যায় পশ্চিম সাগরে ;
পূরবে তপন উঠে জলদের স্তরে ;
পাতা ঝরে, শুভ্র রেণু উড়ে চারিধার,
বসন্ত মুকুল এ কি ? অথবা তুষার ?
হৃদয় বিদায় লই এবে তোর কাছে—
বিলম্ব হইয়া গেল—সময় কি আছে ?
শান্ত হ'রে—এক দিন সুখী হবি তবু,
মরণ সে ভুলে যেতে ভোলে না ত কভু !

সমাপ্ত।